দ্য

একটি রেমাশ নিবেদন

লস্ট সিম্বল

ড্যান ব্রাউন

অনুবাদ: মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

সর্বকালের সেরা বিক্রিত বই 'দ্য দা ভিঞ্চি কোড'-এর লেখক ড্যান ব্রাউনের জন্ম আমেরিকায়। আমহার্স্ট থেকে গ্র্যাজুয়েশন করার পর কিছুদিন ইংরেজি-সাহিত্যের শিক্ষক হিসেবে কাজ করেছেন তিনি।

গণিতজ্ঞ বাবা আর সঙ্গীতজ্ঞ মায়ের সন্তান হিসেবে বিজ্ঞান আর ধর্মের বিরোধপূর্ণ দর্শনের মধ্যে বেড়ে উঠেছেন ব্রাউন।

কোড ব্রেকিং, ইতিহাস, ধর্ম, বিজ্ঞান আর ছদ্মবেশি সরকারি এজেন্সির প্রতি বরাবরই তার আগ্রহ রয়েছে।

তার সৃষ্ট সিম্বলজিস্ট রবার্ট ল্যাংডন চরিত্রটি সারাবিশ্বে তুমুল জনপ্রিয়। *দ্য দা ভিঞ্চি কোড, অ্যাঞ্জেলস অ্যান্ড ডিমনস, লস্ট সিম্বল, ইনফার্নো*'র পর *অরিজিন* রবার্ট ল্যাংডন সিরিজের পঞ্চম বই। তার এই সিরিজের তিনটি উপন্যাস নিয়ে এরইমধ্যে হলিউডে চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়েছে, খুব শিঘ্রই 'অরিজিন'ও মুক্তি পাবে চলচ্চিত্র হিসেবে।

বর্তমানে এই জনপ্রিয় লেখক স্ত্রী কেইট ব্লাইথকে নিয়ে আমেরিকার নিউ ইংল্যান্ডে বসবাস করছেন।

বাতিঘর প্রকাশনী

বইয়ের আলোয় আলোকিত হোন...

দ্য
লস্ট সিম্বল

ড্যান ব্রাউন

অনুবাদ : মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

বাতিঘর প্রকাশনী

দ্য লস্ট সিম্বল

মূল : ড্যান ব্রাউন

অনুবাদ : মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

The Lost Symbol

Copyright©2009 by Dan Brown

অনুবাদস্বত্ব © ২০০৯ বাতিঘর প্রকাশনী

অষ্টম সংস্করণ : ডিসেম্বর ২০১৫
সপ্তম সংস্করণ : আগস্ট ২০১৪
ষষ্ঠ সংস্করণ : জানুয়ারি ২০১৩
পঞ্চম সংস্করণ : জুলাই ২০১২
চতুর্থ সংস্করণ : মার্চ ২০১১
তৃতীয় সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০১০
দ্বিতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর ২০০৯
প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০০৯

প্রচ্ছদ : ডিলান

বাতিঘর প্রকাশনী, ৩৭/১, বাংলাবাজার (বর্ণমালা মার্কেট তৃতীয় তলা), ঢাকা-১১০০ থেকে মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন কর্তৃক প্রকাশিত; মুদ্রণ একুশে প্রিন্টার্স, ১৮/২৩, গোপাল সাহা লেন, শিংটোলা, সূত্রাপুর ঢাকা-১১০০; গ্রাফিক্স: ডট প্রিন্ট, ৩৭/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০; কম্পোজ : অনুবাদক

মূল্য : পাঁচশত টাকা মাত্র

উৎসর্গ :

ব্লাইথ-এর জন্য

জগতের সত্যিকারের অর্থ না জেনে এ জগতে বসবাস করা আর বিশাল এক লাইব্রেরিতে বই স্পর্শ না করে ঘুরে বেড়ানো একই কথা ।

সব সভ্যতার গোপন শিক্ষা

তথ্য :

১৯৯১ সালে সিআইএ'র ডিরেক্টরের সিন্দুকে একটি ডকুমেন্ট তালাবদ্ধ ক'রে রাখা হয়, আজো সেই ডকুমেন্টটি সেখানেই সংরক্ষিত আছে। সেই ডকুমেন্টটির রহস্যময় লেখায় উল্লেখ করা আছে প্রাচীন একটি প্রবেশদ্বার এবং অজ্ঞাত এক ভূ-গর্ভস্থ লোকেশনের কথা। ডকুমেন্টে স্পষ্ট একটি বাক্য রয়েছে *"ওটা এখানেই কোথাও মাটি চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে।"*

এই উপন্যাসে বর্ণিত ফ্র্যাসন, অদৃশ্য কলেজ, অফিস অব সিকিউরিটি, এসএমএসসি এবং ইনস্টিটিউট অব নোয়েটিক সায়েন্সসহ সবগুলো সংগঠনেরই অস্তিত্ব রয়েছে।

এই উপন্যাসে সবধরণের আচার-অনুষ্ঠান, বৈজ্ঞানিক তথ্য, শিল্পকর্ম এবং মনুমেন্ট একেবারেই বাস্তব এবং সত্য।

মুখবন্ধ

হাউজ অব দি টেম্পল
রাত-৮: ৩৩

সিক্রেটটা হলো কিভাবে মৃত্যু হয়।

শুরু থেকেই সিক্রেটটা ছিলো কিভাবে মৃত্যু হয়।

চৌত্রিশ বছরের ইনিশিয়েট তার দু'হাতে ধরা নরকঙ্কালের মুণ্ডুটার দিকে তাকালো। মুণ্ডুটা বোলের মতোই ফাঁপা আর রক্তলাল মদে পরিপূর্ণ।

পান করো, নিজেকে বললো সে। *ভয়ের কিছু নেই তোমার।*

রীতি অনুযায়ী এই পরিভ্রমণটি সে শুরু করেছে মধ্যযুগীয় অধার্মিকতাপূর্ণ আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। প্রহরা দিয়ে তাকে কাঠগড়ায় নিয়ে আসা হয়েছে। তার ঢিলেঢালা শার্টের ফাঁক দিয়ে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ফ্যাকাশে নগ্ন বুক। তার বাম পায়ের প্যান্ট হাটু অবধি আর ডান হাতের হাতা কব্জি পর্যন্ত গোটানো। গলায় তার মোটা দড়ির একটি ফাঁস–ভ্রাতৃসংঘের ভায়েরা এটাকে 'ক্যাবল-টো' নামে ডেকে থাকে। আজ রাতে সে মাস্টারের পোশাকে সজ্জিত।

তার চারপাশে সব ভায়েরা গোল হয়ে জড়ো হলো। তাদের সবার গায়ে ভেড়ার চামড়ায় তৈরি অ্যাপ্রোন, উত্তরীয় আর সাদা রঙের হাত দস্তানা। তাদের প্রত্যেকের গলায় আনুষ্ঠানিক গহনা, মৃদু আলোতে সেগুলো ভৌতিক চোখের মতোই জ্বলজ্বল করছে। এইসব লোকজনের বেশিরভাগই অত্যন্ত ক্ষমতাধর ব্যক্তি, তবে ইনিশিয়েট জানে এই চার দেয়ালের অভ্যন্তরে তাদের সেই ক্ষমতা একেবারেই অর্থহীন। এখানে সবাই সমান, একে অন্যের ভাই হিসেবে শপথ নিয়েছে তারা, এক আধ্যাত্মিক বন্ধনে আবদ্ধ।

তার চারপাশে জড়ো হওয়া লোকজনের দিকে চোখ বুলিয়ে ইনিশিয়েট ভাবতে লাগলো এক জয়গায় এতোগুলো ক্ষমতাবান লোক জড়ো হয়েছে সেটা বাইরের দুনিয়া বিশ্বাস করবে কিনা...তাও আবার এ রকম এক ঘরে! ঘরটা দেখতে প্রাচীনকালের কোনো ধর্মীয় স্থানের মতো।

সত্য অবশ্য এখনও অজানাই রয়ে গেছে।

হোয়াইট হাউজ থেকে আমি মাত্র এক ব্লক দূরে।

বিশাল এই ভবনটি ওয়াশিংটন ডিসির ১৭৩৩ সিক্সটিন্থ এন.ডব্লিউ স্ট্রিটে অবস্থিত, এটি প্রাক-খৃস্টিয় মন্দিরের আদলে নির্মিত–কিং মসোলাসের মন্দির, আসল

মসোলিয়াম মৃত্যুর পর যেখানে নিয়ে যাওয়া হয়। বাইরের প্রধান প্রবেশপথের দু'পাশে দুটো সতেরো টন ওজনের স্ফিংস ব্রোঞ্জের দরজাটা পাহারা দিচ্ছে। ভেতরের সাজসজ্জা নিখুঁত সব অলঙ্কারে সজ্জিত। গোলকধাঁধার মতো আচার পালনের কক্ষ, হলরুম, সিল করা সিন্দুক, লাইব্রেরি আর ফাঁপা দেয়াল রয়েছে, যার ভেতরে রাখা আছে দুটো মানব দেহাবশিষ্ট। ইনিশিয়েটকে বলা হয়েছে এখানকার প্রতিটি ঘরের রয়েছে একটি সিক্রেট। এখন যে বড় ঘরটায় হাতে নরকঙ্কালের মুণ্ডু নিয়ে হাটু গেঁড়ে বসে আছে তার চেয়ে গভীর সিক্রেট আর কোনো ঘরে নেই বলেই সে জানে।

টেম্পল রুম।

এই ঘরটা একেবারে নিঁখুত বর্গাকার আর গুহাতুল্য। একশ' ফিট উঁচুতে ছাদ। সবুজ রঙের গ্রানাইট পাথরের মনোলিথিক কলামের উপর দাঁড়িয়ে আছে সেটা। গাঢ় রাশিয়ান ওয়ালনাট রঙের এক সারি আসন আর টুল ঘরের চারপাশে বৃত্তাকারে একটি গ্যালারি তৈরি করেছে। পশ্চিম দিকের দেয়াল জুড়ে রয়েছে তেত্রিশ ফুট উঁচু একটি সিংহাসন, এর বিপরীতে আড়াল ক'রে রাখা আছে একটি পাইপ অর্গান। দেয়ালগুলো প্রাচীন সব সিম্বলে পরিপূর্ণ...মিশরিয়, হেব্রাইক, জ্যোর্তিবিদ্যা, অ্যালকেমিক্যাল এবং আরো অনেক অজানা সিম্বল।

আজ রাতে টেম্পল রুমটি নিঁখুতভাবে মোমবাতি জ্বালিয়ে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। তাদের মৃদু আলোর সাথে যোগ দিয়েছে ছাদের উপর থাকা কাঁচের *ওকুলাস* দিয়ে ঢুকে পড়া পূর্ণিমার আলো, এতে ক'রে ঘরের ভেতর একটি জায়গা আলোকিত হয়ে উঠেছে–খাঁটি বেলজিয়ান মার্বেলে তৈরি বিশাল একটি বেদী, বর্গাকার ঘরের ঠিক মাঝখানে রাখা হয়েছে সেটি।

সিক্রেটটা হলো কিভাবে মরে, নিজেকে আবারো স্মরণ করিয়ে দিলো ইনিশিয়েট।

"সময় হয়েছে," ফিসফিস ক'রে বললো একটা কণ্ঠ।

তার সামনে দাঁড়ানো সাদা আলখেল্লা পরা লোকটির দিকে তাকালো ইনিশিয়েট। *সুপ্রিম ওরশিপফুল মাস্টার।* পঞ্চাশোর্ধ্ব লোকটি একজন আমেরিকান আইকন। খুবই জনপ্রিয়, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এবং সীমাহীন ধনী এক ব্যক্তি। এক সময়কার ঘন কালো চুল এখন সাদা হয়ে উঠেছে। তার বিখ্যাত মুখটি দোর্দণ্ডপ্রতাপ আর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তাকেই প্রতিফলিত করে।

"শপথ নাও," ওরশিপফুল মাস্টার কথাটা বললো, তার কণ্ঠ নরম তুষারের মতোই কোমল। "পরিপূর্ণ করো তোমার অভিযাত্রা।"

ইনিশিয়েটের অভিযাত্রা আর সব অভিযাত্রার মতোই প্রথম থেকেই শুরু হয়েছিলো। সেই রাতটির আনুষ্ঠানিকতা ছিলো অনেকটা আজকের মতোই। ওরশিপফুল মাস্টার ভেলভেটের কাপড় দিয়ে তার দু'চোখ বেঁধে একটা চাকু বুকে ঠেকিয়ে তার কাছে জানতে চেয়েছিলো "তুমি কি সিরিয়াসলি তোমার অনার ঘোষণা করছো, ভাড়াটেদের কর্তৃক প্রভাবিত না হয়ে অথবা অন্য কোনো তুচ্ছ উদ্দেশ্য ছাড়া, তুমি স্বাধীনভাবে এবং স্বেচ্ছায়

সিক্রেটের রক্ষক হিসেবে একজন প্রার্থী আর এই ভ্রাতৃসংঘের একজন ভাই হিসেবে নিজেকে নিবেদন করছো?"

"জি, করছি," ইনিশিয়েট মিথ্যে বললো।

"তাহলে এটাকে তোমার বিবেকে হুল ফোঁটাতে দাও," তাকে সতর্ক ক'রে বললো মাস্টার, "সেই সাথে সিক্রেটগুলোর সাথে বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তিস্বরূপ তাৎক্ষণিক মৃত্যুর জন্যেও প্রস্তুত হও।"

ঠিক এই সময়টাতে ইনিশিয়েট কোনো রকম ভয় পেলো না। *তারা কখনওই আমার এখানকার আসল উদ্দেশ্যের কথা জানতে পারবে না।*

তবে আজরাতে এই টেম্পল রুমে এক ধরণের নার্ভাস আর সিরিয়াস ভাব টের পাচ্ছে সে। এই অভিযাত্রায় তাকে দেয়া সমস্ত সতর্কতাগুলো স্মরণ করতে শুরু করলো। তাকে বলা প্রাচীন সিক্রেটগুলো যদি কোনোভাবে অন্য কারো সাথে শেয়ার করা হয় তবে ভয়াবহ পরিণাম ভোগ করতে হবে তাকে : *এক কান থেকে আরেক কান পর্যন্ত মুখ কেটে ফেলা হবে...কোটর থেকে বের করে পুড়িয়ে ফেলা হবে দু'চোখ...ছড়িয়ে দেয়া হবে স্বর্গের চারদিকের বাতাসে...হৃদপিণ্ড বুক থেকে চিড়ে বের ক'রে বনের পশুদের কাছে দিয়ে দেয়া হবে–*

"ভাই আমার," ধূসর চুলের মাস্টার ইনিশিয়েটের কাঁধে তার বাম হাতটা রেখে বললো। "চূড়ান্ত শপথটি নাও।"

নিজের এই পরিভ্রমনের শেষ ধাপে এসে সমস্ত অভিব্যক্তি লুকিয়ে ইনিশিয়েট তার পেশীবহুল শরীরটা ঘুরিয়ে দু'হাতে ধরা নরকঙ্কালের মুণ্ডুটার দিকে মনোযোগ দিলো। মৃদু মোমবাতির আলোতে লাল রঙের মদ একেবারে কালচে দেখাচ্ছে। পুরো ঘরে অসহ্য নীরবতা, সে টের পাচ্ছে সবাই তার দিকেই তাকিয়ে আছে, চূড়ান্ত শপথ নিয়ে তাদের দলভুক্ত হবে তারই অপেক্ষায় আছে তারা।

আজ রাতে, ভাবলো সে, *এই চারদেয়ালের ভেতরে এমন কিছু ঘটবে যা ভ্রাতৃসংঘের ইতিহাসে কখনই ঘটে নি। এমনকি শত বছরেও না।*

সে জানে এটা হবে স্ফুলিঙ্গ...আর এটা তাকে বোঝার অতীত এক ক্ষমতা প্রদান করবে। পূর্ণ শক্তিতে বলীয়ান হয়ে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে জোরে জোরে এমন কিছু কথা উচ্চারণ করলো সে যা এরও আগে এই পৃথিবীর অসংখ্য দেশের অসংখ্য মানুষ উচ্চারণ করেছে।

"এখন আমি যে মদ পান করবো সেটা যেনো আমার জন্যে প্রাণঘাতি বিষ হয়ে ওঠে...জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতসারে আমি যেনো আমার শপথ ভঙ্গ না করি।"

বিশাল ঘরটায় তার কথাগুলো প্রতিধ্বনি ক'রে উঠলো।

তারপরই সব নীরব নিথর।

দৃঢ়তার সাথে দু'হাতে ধরা নরমুণ্ডুটা উপরে তুলে ধরে নিজের মুখের কাছে নিয়ে এলো সে। টের পেলো শুকনো কঙ্কালের হাড় নিজের ঠোঁটে। দু'চোখ বন্ধ ক'রে নরমুণ্ডুর

ভেতরে রাখা মদ পান করলো লম্বা এক ঢোকে। সবটুকু শেষ ক'রে নামিয়ে রাখলো সেটা।

কয়েক মুহূর্তের জন্যে তার কাছে মনে হলো তার ফুঁসফুঁস যেনো চারপাশ থেকে চেপে আসছে, পাগলের মতো লাফাচ্ছে হৃদপিণ্ডটা। *হায় ঈশ্বর, তারা জানে!* তারপর যতো দ্রুত অনুভূতিটা এসেছিলো ততো দ্রুতই সেটা তিরোহিত হয়ে গেলো।

এক ধরণের ভালো লাগার অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হলো তার সারা শরীর। ইনিশিয়েট চেকুর তুলে মাস্টারের দিকে তাকিয়ে হাসলো। লোকটা একদমই সন্দেহ করে নি তাকে। বোকার মতোই তাকে এই ভ্রাতৃসংঘের সবচাইতে গোপনীয় র‍্যাঙ্কে অনুপ্রবেশ করতে দিয়েছে।

মাই ডিয়ার, খুব জলদিই আপনি আপনার কাছে রক্ষিত সব কিছু হারাবেন।

অধ্যায় ১

আইফেল টাওয়ারের ওটিস এলিভেটরটি একগাদা পর্যটক নিয়ে উপরের দিকে উঠছে। জনাকীর্ণ লিফটের ভেতরে পরিপাটি সুট পরা এক ব্যবসায়ী তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এক বাচ্চা ছেলের দিকে তাকালো। "তোমাকে খুব ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে, বাবা। তোমার নীচে থাকাই উচিত ছিলো। এখানে ওঠা ঠিক হয় নি।"

"আমি ঠিকই আছি..." নিজের উদ্বিগ্নতা লুকানোর চেষ্টা ক'রে জবাব দিলো ছেলেটি। "পরের লেভেলেই আমি নেমে পড়বো।" *আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছি না।*

লোকটা তার দিকে ঝুঁকে এলো। "আমার মনে হয়েছিলো এতো দিনে তুমি অনেকটা কাটিয়ে উঠতে পেরেছো।" আদর ক'রে ছেলেটার গালে হাত বুলিয়ে দিলো লোকটি।

বাবাকে আশাহত করার জন্যে ছেলেটা লজ্জিত, কিন্তু কানে শো শো শব্দের কারণে কথাগুলো খুব একটা শুনতে পেলো না সে। *আমি নিঃশাস নিতে পারছি না। এই বাক্সটা থেকে আমাকে বের হতে হবে!*

লিফটের অপারেটর লিফটের বিভিন্ন টেকনিক্যাল বিষয় নিয়ে সবাইকে আশ্বস্ত করার জন্যে কিছু কথা বলছে। নীচে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে প্যারিসের পথঘাটগুলো।

প্রায় পৌঁছে গেছি, নিজেকে আশ্বস্ত ক'রে বললো ছেলেটা। উপরের দিকে তাকিয়ে খালি প্লাটফর্মের দিকে তাকালো সে। *আর একটু।*

লিফটটা আরেকটু উপরে উঠতেই তার কাছে মনে হলো ভেতরটা যেনো আরো সংকুচিত হয়ে আসছে।

"বাবা, আমার মনে হয় না–"

আচমকা মাথার উপরে খ্যাচ খ্যাচ ক'রে শব্দের প্রতিধ্বনি শোনা গেলো এমন সময়। পুরো লিফটটা কেঁপে উঠলো। একটু ঝাঁকি খেলে বাবাকে ধরার জন্যে হাত বাড়ালো ছেলেটি।

"বাবা!"

তাদের দু'জনের চোখ এক সেকেন্ড সময়ের জন্যে ভয়ার্তভাবে আঁটকে রইলো একে অন্যের উপরে।

তারপরই দরজাটা খুলে গেলো।

নরম চামড়ার সিটে নড়েচড়ে বসলো রবার্ট ল্যাংডন। আধো-ঘুম-জাগরণের স্বপ্ন থেকে জেগে উঠেছে সে। বিশাল ফ্যালকন ২০০০ই.এক্স কর্পোরেট বিমানে একা বসে আছে। শূন্যে দুলছে বিমানটি। পেছন থেকে দুটো *প্রাট অ্যান্ড হুইটনি* ইঞ্জিনের শব্দ কানে আসছে তার।

"মিঃ ল্যাংডন?" ইন্টারকম থেকে একটা কণ্ঠ ভেসে এলো। "আমরা এসে গেছি।"

ল্যাংডন নড়েচড়ে বসলো। লেকচার শিটগুলো রেখে দিলো চামড়ার ডে-ব্যাগের ভেতরে। ম্যাসোনিক সিম্বলজির উপর চোখ বোলাতে বোলাতে মাঝপথেই দিবাস্বপ্নে তলিয়ে গিয়েছিলো সে। ল্যাংডন মনে করছে তার বাবাকে নিয়ে এই দিবাস্বপ্নটি দেখার কারণ আজ সকালে তার দীর্ঘদিনের মেন্টর পিটার সলোমনের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত একটি আমন্ত্রণ পাওয়া।

যে লোককে আমি কখনই বিমুখ করতে পারি না।

আটান্ন বছরের এই মানবতাবাদী, বিজ্ঞানী এবং ইতিহাসবিদ আজ থেকে ত্রিশ বছর আগেই ল্যাংডনকে নিজের আশ্রয়ে নিয়ে নিয়েছিলো। ল্যাংডনের বাবার মৃত্যুর পর যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিলো অনেক দিক থেকে তা পূরণ করেছে এই লোক। বিশাল পারিবারিক প্রভাব প্রতিপত্তি আর প্রচুর ধনসম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও পিটার সলোমনের নরম ধূসর চোখে বিনয় আর উষ্ণতা দেখতে পেয়েছিলো ল্যাংডন।

জানালার বাইরে সূর্যটা দেখা যাচ্ছে। এ বিশ্বের সবচাইতে বড় অবিলিস্কটা স্পষ্ট দেখতে পেলো ল্যাংডন। দিগন্তে সেটা দাঁড়িয়ে আছে প্রাচীন কোনো ভুতুরে চরিত্রের মতো। ৫৫৫ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট মার্বেলের এই অবিলিস্কটা এ দেশের রাজধানীর বুকে সোজা দাঁড়িয়ে আছে। তার চারপাশ দিয়ে চলে গেছে শথ শত পথঘাট, একেবারে নিখুঁত জ্যামিতিক আকারে।

এমন কি আকাশের উপর থেকেও ওয়াশিংটন ডিসিকে দেখে আধ্যাত্মিক শক্তির প্রকাশ ব'লে মনে হয়।

এই শহরটা খুব পছন্দ করে ল্যাংডন। তার জেট বিমান মাটি স্পর্শ করতেই সামনের সময়গুলোতে কি ঘটবে সেটা ভেবে নিজের মধ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনাটি টের পেলো সে। বিশাল ডালেস আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের একটি প্রাইভেট টার্মিনালে থামলো তার বিমানটি।

নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে পাইলটকে ধন্যবাদ দিয়ে বিলাসবহুল বিমান থেকে নেমে এলো ল্যাংডন। সিঁড়ি দিয়ে নামতেই জানুয়ারির ঠাণ্ডা বাতাসে নিজেকে মুক্ত বলে মনে হলো তার কাছে।

নিঃশ্বাস নাও, রবার্ট, মনে মনে বললো সে, বিশাল উন্মুক্ত জায়গাটি দেখে খুশিই হলো।

রানওয়ের উপর কুয়াশার চাদর বিছানো। টারমার্ক দিয়ে হেটে যেতেই তার কাছে মনে হলো এক রহস্যের ভেতর ঢুকে পড়ছে সে।

"হ্যালো! হ্যালো!" টারমার্ক থেকে মিষ্টিমধুর বৃটিশ বাচনভঙ্গীর একটি কণ্ঠ তার উদ্দেশ্যে বললো। "প্রফেসর ল্যাংডন?"

চেয়ে দেখলো হাতে ক্লিপবোর্ড আর ব্যাজ লাগানো মধ্যবয়সী এক মহিলাকে। তার দিকেই হাসিমুখে হাত নাড়তে নাড়তে ছুটে আসছে। উলের টুপি থেকে বের হয়ে আছে কিছু কোকড়ানো সোনালী চুল।

"ওয়াশিংটনে আপনাকে স্বাগতম, স্যার!"

ল্যাংডন হেসে বললো, "ধন্যবাদ আপনাকে।"

"আমার নাম প্যাম, আমি প্যাসেঞ্জার সার্ভিসে আছি।" মেয়েটি এতোটাই উচ্ছ্বসিত হয়ে কথা বলছে যে তার কথা শুনে মনে হচ্ছে সে খুব নার্ভাস। "স্যার, আপনি আমার সাথে আসুন। আপনার গাড়ি অপেক্ষা করছে।"

মেয়েটাকে অনুসরণ ক'রে ল্যাংডন সিগনেচার টার্মিনালের দিকে এগিয়ে গেলো। এ জায়গাটিতে অসংখ্য প্রাইভেট জেট দাঁড় করানো আছে। *ধনী আর বিখ্যাতজনের জন্যে একটি ট্যাক্সি অপেক্ষা করছে।*

"আমি আপনাকে মোটেও বিব্রত করতে চাই না, প্রফেসর," মেয়েটি বললো, তার কথা শুনে তাকে একটু কুণ্ঠিত বলেই মনে হচ্ছে। "কিন্তু আপনিই তো সেই রবার্ট ল্যাংডন, যিনি সিম্বল আর ধর্মের উপরে বই লিখেছেন, ঠিক বলি নি?"

একটু ইতস্তত ক'রে ল্যাংডন মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"আমিও তাই ভেবেছিলাম," চোখ কুচকে বললো মেয়েটি। "আমার পাঠচক্রের বন্ধুরা আপনার লেখা *স্যাকরেড ফেমিনিন* আর চার্চের উপর বইগুলো পড়ে থাকে! একজন মানুষ কতো মজার বির্তকই না সৃষ্টি করতে পারে! শেয়ালকে মুরগীর খাঁচায় ঢোকাতে আপনি খুব পছন্দ করেন!"

ল্যাংডন হেসে ফেললো। "বিতর্ক সৃষ্টি করার কোনো উদ্দেশ্য আমার থাকে না।"

মেয়েটা হয়তো বুঝে ফেলেছে বই নিয়ে কথা বলার মতো মেজাজে নেই ল্যাংডন। "আমি দুঃখিত। আমার বকবকানি শুনতে হচ্ছে বলে। আমি জানি লোকজন আপনাকে দেখে চিনতে পারে এটা দেখতে দেখতে আপনি হাপিয়ে উঠেছেন...কিন্তু সেজন্যে দায়ি আপনি নিজেই।" বাঁকা চোখে ল্যাংডনের পোশাকের দিকে ইঙ্গিত করলো মেয়েটি। "আপনার এই ইউনিফর্মই আপনাকে চিনতে সাহায্য করে।"

আমার ইউনিফর্ম? নিজের পোশাকের দিকে একবার তাকালো ল্যাংডন। সে যথারীতি চারকোল রঙের টার্টলনেক, হ্যারিস টুইড জ্যাকেট, খাকি আর কলেজিয়েট কার্ডোভান জুতো পরে আছে...এই পোশাকেই সে লেকচার দেয়, বইয়ের ছবিতে এমনকি সামাজিক কোনো অনুষ্ঠানে দেখা যায় তাকে। এটাই তার চিরাচরিত পোশাক।

মেয়েটি হেসে ফেললো। "আপনি যে টার্টলনেক পরেছেন সেটা একেবারেই সেকেলে হয়ে গেছে। টাই পরলে আপনকে আরো বেশি স্মার্ট দেখাবে।"

কোনো দরকার নেই, ল্যাংডন ভাবলো। *ছোটোখাটো ফাঁসির দড়ি।*

সপ্তাহে ছয় দিন ফিলিপ এক্সিটার অ্যাকাডেমিতে উপস্থিত হবার সময় ল্যাংডনকে ওটাই পরতে হয়। রোমান আবৃত্তিকাররা ভোকাল কর্ড উষ্ণ রাখার জন্যে গলায় *ফাসকালিয়া* নামের ক্রাভাট পরতো, হেডমাস্টারের এমন রোমান্টিক দাবি সত্ত্বেও ল্যাংডন বেশ ভালো করেই জানে *ক্রাভাট* শব্দটি এসেছে 'ক্রোট' নামের নৃশংস ভাড়াটে যোদ্ধাদের নাম থেকে। যুদ্ধে যাবার আগে যারা গলায় রুমাল পেচিয়ে নিতো। আর আজকাল এই

প্রাচীন জিনিসটাই আধুনিক অফিস যোদ্ধাদের গলায় *ঠাঁই* পেয়েছে, এই আশায় যেনো বোর্ডরুমে তাদের প্রতিপক্ষ তাদেরকে দেখে ভড়কে যায়।

"উপদেশের জন্যে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ," মুচকি হেসে ল্যাংডন বললো। "ভবিষ্যতে আমি টাই পরার কথা চিন্তা করবো।"

ভাগ্য ভালো যে টার্মিনালের কাছে পার্ক করা একটি লিনকন টাউন কার থেকে কালো সুট পরা একলোক হাত তুলে বেরিয়ে এলো। "আপনি মিঃ ল্যাংডন? আমি বেল্টওয়ে লিমোজিন কোম্পানি থেকে এসেছি। আমার নাম চার্লস।" প্যাসেঞ্জার দরজাটা খুলে দিলো সে। "গুড ইভনিং, স্যার। ওয়াশিংটনে আপনাকে স্বাগতম।"

প্যামকে তার সার্ভিসের জন্যে টিপস্ দিয়ে লিমোজিনে ঢুকে পড়লো ল্যাংডন। গাড়ির ভেতরে রাখা তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করার সুইচ, পানির বোতল আর এক বাক্স গরম গরম *মাফিন* দেখিয়ে দিলো ড্রাইভার। কিছুক্ষণ পরই জনাকীর্ণ পথে চলতে শুরু করলো গাড়িটা। *আচ্ছা, তাহলে এভাবেই ধনীরা জীবনযাপন করে।*

গাড়িটা কিছু দূর এগোতেই ড্রাইভার একটা কল করলো। "বেল্টওয়ে লিমোজিন থেকে বলছি। আমাকে বলা হয়েছিলো আমার প্যাসেঞ্জার বিমান থেকে নামলেই যেনো আমি কল ক'রে জানাই।" বেশ পেশাদারভাবেই কথাগুলো বললো সে। একটু থেমে আবার বললো, "জি, স্যার। আপনার মেহমান মিঃ ল্যাংডন বিমান থেকে নেমেছেন। আমি তাকে সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে ক্যাপিটল বিল্ডিংয়ে নামিয়ে দিচ্ছি। আপনাকেও ধন্যবাদ, স্যার।" ফোনটা রেখে দিলো সে।

ল্যাংডন না হেসে পারলো না। *চেষ্টার কোনো ত্রুটিই করা হয় নি।* সব বিষয়ে পূর্ণ মনোযোগ দেয়াটা পিটার সলোমনের একটি গুণ। এ কারণে তিনি খুব সহজেই আরো বেশি ক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন। *ব্যাংকে কয়েক বিলিয়ন ডলার থাকা সত্ত্বেও এর ব্যত্যয় ঘটে নি।*

বিশাল আর নরম চামড়ার সিটে আরাম ক'রে বসলো ল্যাংডন। পেছনে বিমানবন্দরের কোলাহল মিঁইয়ে যেতেই দু'চোখ বন্ধ করলো সে। এখান থেকে ইউএস ক্যাপিটল মাত্র আধ ঘণ্টা দূরে। এই সময়টাতে নিজের চিন্তাভাবনাগুলো গুছিয়ে নিতে পারবে বলে খুশিই হলো। আজকের সবকিছুই এতো দ্রুত ঘটছে যে ল্যাংডন এখন ভাবছে আসন্ন রাতটা কতোটা অবিশ্বাস্য হবে।

রহস্যের চাদরে ঢেকে এখানে আসা, ভাবলো ল্যাংডন। সম্ভাবনার কথা ভেবে আমোদিত হলো সে।

ক্যাপিটল ভবন থেকে দশ মাইল দূরে এক লোক উদগ্রীব হয়ে রবার্ট ল্যাংডনের আগমনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।

অধ্যায় ২

মালাখ নামে নিজেকে পরিচয় দেয় যে লোকটি সে নিজের ন্যাড়া মাথায় সূঁচ ঢুকিয়ে তৃপ্তির হাসি দিলো। ইলেক্ট্রিক ডিভাইসটির মৃদু গুঞ্জন খুবই মাদকতাপূর্ণ...সূঁচ তার মাথার মাংস ভেদ করলেও ঠিক এমনটি লাগে তার কাছে।

আমি একটি মাস্টারপিস।

সুন্দর দেখানোর উদ্দেশ্যে টাট্টু করা হয় না। এর উদ্দেশ্য হলো *পরিবর্তন*। খৃস্টপূর্ব ২০০০ বছর আগের মুখে অসংখ্য কাটা দাগবিশিষ্ট নুবিয়ান যাজক থেকে প্রাচীন রোমের সিবিল কাল্টের উপাসক, আধুনিক মাউরি সম্প্রদায়ের মোকো সম্প্রদায় পর্যন্ত মানুষ নিজেদের শরীরে টাট্টু এঁকে যাচ্ছে, যেনো শরীরের একটা অংশকে তারা বলি দেবার জন্যে উৎসর্গ করছে। শরীরের সাজসজ্জা করার এই যন্ত্রণা সহ্য করা হয় নিজেদেরকে অন্য এক সত্তায় বদলে নেয়ার জন্য।

লেভিটিকাসের ১৯:২৮-এ সুস্পষ্ট নিষেধ থাকা সত্ত্বেও আধুনিক পৃথিবীর লক্ষকোটি মানুষ নিজেদের শরীরে টাট্টু এঁকে যাচ্ছে—একেবারে নিপাট ভদ্রগোছের টিনএজার থেকে শুরু করে মাদকাসক্ত ব্যক্তি এবং মফশ্বলের গৃহবধূ পর্যন্ত সবাই।

নিজের শরীরে টাট্টু আঁকা মানে শক্তি রূপান্তরের ঘোষণা, যেনো এই পৃথিবীকে জানিয়ে দেয়া *আমি আমার নিজের শরীরের নিয়ন্ত্রক।* নিয়ন্ত্রণের এই যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতি উৎসারিত হয় দৈহিক রূপান্তর থেকে। আর দৈহিক-পরিবর্তনের চর্চা করে এরকম লক্ষ-লক্ষ লোকের কাছে এটা আসক্তি হিসেবেই পরিগণিত হয়ে আসছে...কসমেটিক সার্জারি, বডি পিয়ার্সিং, বডিবিল্ডিং এবং এস্টরয়েড...এমনকি যারা লিঙ্গপরিবর্তন করে। মানব আত্মা তার জাগতিক খোলসের উপর প্রভুত্ব কায়েম করে।

মালাখের পিতামহের ঘড়িতে একটা ঘণ্টা বাজলে মুখ তুলে তাকালো সে। সাড়ে ছয়টা বাজে। যন্ত্রপাতিগুলো রেখে নিজের ছ'ফুট দীর্ঘ নগ্ন শরীরটা কিরিউ সিল্কের রোবে জড়িয়ে নিচের হলরুমে নেমে এলো সে। বিশাল এই ম্যানসনের বাতাস তার স্কিন ডাই আর সূঁচ জীবানুমুক্ত করার জন্যে যে মোম জ্বালানো হয় তার গন্ধে ভারি হয়ে আছে। একটি পিরানেসি এচিং, সাভোনারালা চেয়ার আর সিলভারের বুগারিনি তেলের ল্যাম্প সহ কতোগুলো অমূল্য ইটালিয়ান অ্যান্টিক পেরিয়ে এই তরুণ করিডোরের দিকে পা বাড়ালো।

যাবার সময় মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত একটি জানালার দিকে তাকিয়ে দেখলো সে। বহু দূরের ক্লাসিক্যাল স্কাইলাইনের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হলো দীর্ঘকায় তরুণ। শীতের কালো আকাশের প্রেক্ষাপটে ক্যাপিটল হিলের গম্বুজটা সুদৃঢ় ক্ষমতার সাথেই জ্বলজ্বল করছে।

প্রাচীন জিনিসটাই আধুনিক অফিস যোদ্ধাদের গলায় ঠাঁই পেয়েছে, এই আশায় যেনো বোর্ডরুমে তাদের প্রতিপক্ষ তাদেরকে দেখে ভড়কে যায়।

"উপদেশের জন্যে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ," মুচকি হেসে ল্যাংডন বললো। "ভবিষ্যতে আমি টাই পরার কথা চিন্তা করবো।"

ভাগ্য ভালো যে টার্মিনালের কাছে পার্ক করা একটি লিনকন টাউন কার থেকে কালো সুট পরা একলোক হাত তুলে বেরিয়ে এলো। "আপনি মিঃ ল্যাংডন? আমি বেল্টওয়ে লিমোজিন কোম্পানি থেকে এসেছি। আমার নাম চার্লস।" প্যাসেঞ্জার দরজাটা খুলে দিলো সে। "গুড ইভনিং, স্যার। ওয়াশিংটনে আপনাকে স্বাগতম।"

প্যামকে তার সার্ভিসের জন্যে টিপস্ দিয়ে লিমোজিনে ঢুকে পড়লো ল্যাংডন। গাড়ির ভেতরে রাখা তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করার সুইচ, পানির বোতল আর এক বাক্স গরম গরম *মাফিন* দেখিয়ে দিলো ড্রাইভার। কিছুক্ষণ পরই জনাকীর্ণ পথে চলতে শুরু করলো গাড়িটা। *আচ্ছা, তাহলে এভাবেই ধনীরা জীবনযাপন করে।*

গাড়িটা কিছু দূর এগোতেই ড্রাইভার একটা কল করলো। "বেল্টওয়ে লিমোজিন থেকে বলছি। আমাকে বলা হয়েছিলো আমার প্যাসেঞ্জার বিমান থেকে নামলেই যেনো আমি কল ক'রে জানাই।" বেশ পেশাদারভাবেই কথাগুলো বললো সে। একটু থেমে আবার বললো, "জি, স্যার। আপনার মেহমান মিঃ ল্যাংডন বিমান থেকে নেমেছেন। আমি তাকে সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে ক্যাপিটল বিল্ডিংয়ে নামিয়ে দিচ্ছি। আপনাকেও ধন্যবাদ, স্যার।" ফোনটা রেখে দিলো সে।

ল্যাংডন না হেসে পারলো না। *চেষ্টার কোনো ক্রটিই করা হয় নি।* সব বিষয়ে পূর্ণ মনোযোগ দেয়াটা পিটার সলোমনের একটি গুণ। এ কারণে তিনি খুব সহজেই আরো বেশি ক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন। *ব্যাংকে কয়েক বিলিয়ন ডলার থাকা সত্ত্বেও এর ব্যত্যয় ঘটে নি।*

বিশাল আর নরম চামড়ার সিটে আরাম ক'রে বসলো ল্যাংডন। পেছনে বিমানবন্দরের কোলাহল মিঁইয়ে যেতেই দু'চোখ বন্ধ করলো সে। এখান থেকে ইউএস ক্যাপিটল মাত্র আধ ঘণ্টা দূরে। এই সময়টাতে নিজের চিন্তাভাবনাগুলো গুছিয়ে নিতে পারবে বলে খুশিই হলো। আজকের সবকিছুই এতো দ্রুত ঘটছে যে ল্যাংডন এখন ভাবছে আসন্ন রাতটা কতোটা অবিশ্বাস্য হবে।

রহস্যের চাদরে ঢেকে এখানে আসা, ভাবলো ল্যাংডন। সম্ভাবনার কথা ভেবে আমোদিত হলো সে।

ক্যাপিটল ভবন থেকে দশ মাইল দূরে এক লোক উদগ্রীব হয়ে রবার্ট ল্যাংডনের আগমনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।

অধ্যায় ২

মালাখ নামে নিজেকে পরিচয় দেয় যে লোকটি সে নিজের ন্যাড়া মাথায় সূঁচ ঢুকিয়ে তৃপ্তির হাসি দিলো। ইলেক্ট্রিক ডিভাইসটির মৃদু গুঞ্জন খুবই মাদকতাপূর্ণ...সূঁচ তার মাথার মাংস ভেদ করলেও ঠিক এমনটি লাগে তার কাছে।

আমি একটি মাস্টারপিস।

সুন্দর দেখানোর উদ্দেশ্যে টাট্টু করা হয় না। এর উদ্দেশ্য হলো *পরিবর্তন*। খৃস্টপূর্ব ২০০০ বছর আগের মুখে অসংখ্য কাটা দাগবিশিষ্ট নুবিয়ান যাজক থেকে প্রাচীন রোমের সিবিল কাল্টের উপাসক, আধুনিক মাউরি সম্প্রদায়ের মোকো সম্প্রদায় পর্যন্ত মানুষ নিজেদের শরীরে টাট্টু এঁকে যাচ্ছে, যেনো শরীরের একটা অংশকে তারা বলি দেবার জন্যে উৎসর্গ করছে। শরীরের সাজসজ্জা করার এই যন্ত্রণা সহ্য করা হয় নিজেদেরকে অন্য এক সত্তায় বদলে নেয়ার জন্য।

লেভিটিকাসের ১৯:২৮-এ সুস্পষ্ট নিষেধ থাকা সত্ত্বেও আধুনিক পৃথিবীর লক্ষকোটি মানুষ নিজেদের শরীরে টাট্টু এঁকে যাচ্ছে–একেবারে নিপাট ভদ্রগোছের টিনএজার থেকে শুরু করে মাদকাসক্ত ব্যক্তি এবং মফশ্বলের গৃহবধূ পর্যন্ত সবাই।

নিজের শরীরে টাট্টু আঁকা মানে শক্তি রূপান্তরের ঘোষণা, যেনো এই পৃথিবীকে জানিয়ে দেয়া *আমি আমার নিজের শরীরের নিয়ন্ত্রক।* নিয়ন্ত্রণের এই যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতি উৎসারিত হয় দৈহিক রূপান্তর থেকে। আর দৈহিক-পরিবর্তনের চর্চা করে এরকম লক্ষ-লক্ষ লোকের কাছে এটা আসক্তি হিসেবেই পরিগণিত হয়ে আসছে...কসমেটিক সার্জারি, বডি পিয়ার্সিং, বডিবিল্ডিং এবং এস্টরয়েড...এমনকি যারা লিঙ্গপরিবর্তন করে। মানব আত্মা তার জাগতিক খোলসের উপর প্রভুত্ব কায়েম করে।

মালাখের পিতামহের ঘড়িতে একটা ঘণ্টা বাজলে মুখ তুলে তাকালো সে। সাড়ে ছয়টা বাজে। যন্ত্রপাতিগুলো রেখে নিজের ছ'ফুট দীর্ঘ নগ্ন শরীরটা কিরিউ সিল্কের রোবে জড়িয়ে নিচের হলরুমে নেমে এলো সে। বিশাল এই ম্যানসনের বাতাস তার স্কিন ডাই আর সূঁচ জীবানুমুক্ত করার জন্যে যে মোম জ্বালানো হয় তার গন্ধে ভারি হয়ে আছে। একটি পিরানেসি এচিং, সাভোনারালা চেয়ার আর সিলভারের বুগারিনি তেলের ল্যাম্প সহ কতোগুলো অমূল্য ইটালিয়ান অ্যান্টিক পেরিয়ে এই তরুণ করিডোরের দিকে পা বাড়ালো।

যাবার সময় মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত একটি জানালার দিকে তাকিয়ে দেখলো সে। বহু দূরের ক্লাসিক্যাল স্কাইলাইনের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হলো দীর্ঘকায় তরুণ। শীতের কালো আকাশের প্রেক্ষাপটে ক্যাপিটল হিলের গম্বুজটা সুদৃঢ় ক্ষমতার সাথেই জ্বলজ্বল করছে।

ওখানেই ওটা লুকিয়ে রাখা হয়েছে, ভাবলো সে। *কোথাও মাটিচাপা দিয়ে রাখা হয়েছে ওটা।*

খুব কম মানুষই ওটার অস্তিত্ব সম্পর্কে জানে...তার চেয়েও কম মানুষ জানে ওটার মারাত্মক ক্ষমতা কিংবা যে অভিনব পদ্ধতিতে ওটা লুকিয়ে রাখা হয়েছে তার সম্পর্কে। বর্তমান সময় পর্যন্ত এটা এ দেশের সবচাইতে বড় অকথিত সিক্রেট হিসেবে বজায় রয়েছে। হাতে গোনা যে কয়জন লোক সত্যটা জানে তারা এটাকে লুকিয়ে রেখেছে কতোগুলো সিম্বল, মিথ আর ধাঁধার আড়ালে।

এখন তারা নিজেদের দরজা উন্মুক্ত করে দিয়েছে আমার জন্যে, মালাখ ভাবলো।

তিন সপ্তাহ আগে আমেরিকার সবচাইতে প্রভাবশালী লোকজনের উপস্থিতিতে একটি গুপ্ত-আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মালাখ তেত্রিশ ডিগৃতে উন্নীত হয়েছে, এ বিশ্বের সবচাইতে পুরনো ভ্রাতৃসংঘের সর্বোচ্চ র‍্যাঙ্ক এটি। মালাখের নতুন এই র‍্যাঙ্ক থাকা সত্ত্বেও ভায়েরা তার কাছে কিছুই বলে নি। সে জানে তারা সেটা বলবেও না। এভাবে অবশ্য এটা কাজও করে না। ওখানে সার্কেলের ভেতর সার্কেল রয়েছে...রয়েছে ভ্রাতৃসংঘের ভেতর ভ্রাতৃসংঘ। এমন কি মালাখ যদি অনেক বছর অপেক্ষাও করে তারপরও তাদের আস্থাভাজন হতে পারবে না।

ভাগ্য ভালো যে তাদের এই সুগভীর সিক্রেটটা হস্তগত করতে তাদের আস্থা লাভের কোনো দরকারই নেই মালাখের।

আমার অর্ন্তভূক্তিই এটার উদ্দেশ্য সাধন করবে।

এখন সামনে যা ঘটবে তার জন্যে নতুনভাবে প্রাণচাঞ্চল্য সঞ্চয় ক'রে শোবার ঘরের দিকে পা বাড়ালো সে। তার পুরো বাড়ি জুড়ে অডিও স্পিকারে ভার্দি রিকোয়েম থেকে 'লু এতার্না' নামের বিরল একটি গানের রেকর্ড বাজছে–পরকাল স্মরণ করিয়ে দেয়া একটি গান। রিমোট কন্ট্রোল হাতে নিয়ে 'দিয়ে ইরায়ে' গানটি বাজাতে শুরু করে মার্বেলের সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলো মালাখ।

সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় তার খালি পেটটা মোচড় দিয়ে উঠলো। আজ দু'দিন হলো মালাখ উপবাসে আছে। পানি ছাড়া আর কিছুই খায় নি। নিজের শরীরকে প্রাচীন রীতিতে প্রস্তত করছে সে। *তোমার ক্ষুধা ভোরের মধ্যেই মিটে যাবে,* নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিলো। *সেই সাথে সুতীব্র যন্ত্রণাটাও।*

মালাখ শ্রদ্ধাভরে তার মন্দিরতুল্য শোবার ঘরে ঢুকে দরজাটা লক্ করে দিয়ে নিজের ড্রেসিং এরিয়ার দিকে যেতেই বিশাল আয়নাটা দেখে থমকে দাঁড়ালো একটু। আয়নায় নিজের অবয়বটা দেখার লোভ সামলাতে পারলো না। যেনো বহুমূল্যবান কোনো উপহার খুলছে এমনভাবে নিজের গায়ের রোবটা আস্তে আস্তে খুলে ফেললো মালাখ। সম্পূর্ণ নগ্ন। দৃশ্যটা তাকে চমকে দিলো।

আমি একটি মাস্টারপিস।

তার বিশাল শরীরটা শেভ করা, একেবারেই মসৃণ। প্রথমে নিজের পায়ের দিকে

তাকালো। একটা ঈগলের টাট্টু আঁকা। তার উপরে তার পেশীবহুল পায়ে খোদাই করা পিলারের টাট্টু–বাম পায়ে পেঁচিয়ে পেচিয়ে আর ডান পয়ে সোজা সরু রেখা হয়ে উপরে উঠে গেছে–বোজ আর জাচিন। তার কুচকি আর তলপেটে নক্সা করা একটি খিলান আঁকা। তার উপরে, প্রশস্ত বুকে সুন্দর নক্সায় আঁকা দুই মাথার ফিনিক্স পাখি...প্রত্যেকটির একটি ক'রে চোখ মালাখের স্তনবৃন্তকে দখল ক'রে ফেলেছে। তার কাঁধ, ঘাড়, মুখ আর ন্যাড়া মাথায় অসংখ্য প্রাচীন সিম্বল আর *সিগিল*।

আমি একটি শিল্পকর্ম...উদীয়মান এক প্রতিভু।

আঠারো ঘণ্টা আগে জীবিত একজন মানুষই মালাখের নগ্ন এই শরীরটা দেখতে পেয়েছে। লোকটা ভয়ে চিৎকার ক'রে উঠেছিলো। "হায় ঈশ্বর! তুমি তো দেখছি আস্ত একটা শয়তান!"

"তুমি যেমনটি বলছো," মালাখ জবাবে বলেছিলো। সে ভালো করেই জানে প্রচীনকাল থেকেই সাধু আর শয়তান প্রায় একই রকম–একে অন্যের সাথে বদলে নেয়ার মতো–কেবল ভিন্ন দুটো মেরু যে গার্ডিয়ান অ্যাঞ্জেল তোমার শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করে সে তোমার শত্রুদের কাছে শয়তান বিনাশকারী হিসেবেই পরিগণিত হয়।

মালাখ এবার তার মাথাটা নীচু ক'রে মাথার তালুর উপরের দৃশ্যটা দেখার চেষ্টা করলো আয়নায়। ওখানে মুকুটের মতো দেখতে একটি আলোক বৃত্ত আছে, যাকে সবাই *হালো* নামে চেনে। টাট্টুবিহীন ছোট্ট একটা চাকতি। মালাখের এই একটি জায়গাতেই কোনো রকম টাট্টু আঁকা নেই। একেবারে আসল ত্বক। এই পবিত্র শূন্যস্থানটি ধৈর্যসহকারে অপেক্ষা করছে...আজ রাতে এটা পূর্ণ হবে। অবশ্য নিজের মাস্টারপিসটা পূর্ণ করার মতো কোনো কিছু এখনও মালাকের হস্তগত হয় নি, তবে সে ভালো করেই জানে মুহূর্তটা খুব জলদিই এগিয়ে আসছে।

নিজের প্রতিবিম্ব দেখে উচ্ছ্বসিত মালাখ এখনই যেনো নিজের ক্রমবর্ধমান শক্তিটা টের পাচ্ছে। রোবটা আবারো গায়ে জড়িয়ে নিয়ে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো সে। আরেকবার তার চোখের সামনে থাকা রহস্যময় শহরটার দিকে তাকালো। *ওটা ওখানেই কোথাও মাটিচাপা দিয়ে রাখা হয়েছে।*

হাতে থাকা কাজটা নিয়ে আবার ভাবতে ভাবতে মালাখ ড্রেসিং টেবিলের কাছে গিয়ে যত্নসহকারে ছদ্মবেশ নেবার জন্যে সারা শরীরে মেকআপ নিতে লাগলো। নিজের দেহের সমস্ত টাট্টু উধাও ক'রে ফেললো মেকআপের আড়ালে। তারপর আজ রাতের জন্যে প্রস্তত করা বিশেষ কিছু জামাকাপড় এবং অন্যান্য জিনিসপত্র পরে নিলো একে একে। সব কিছু পরা শেষ হলে আবারো আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালো মালাখ। সন্তুষ্ট হয়ে নিজের মসৃণ মাথায় হাত রেখে আলতো ক'রে স্পর্শ করে মুচকি হাসলো সে।

ওখানেই আছে ওটা, ভাবলো। *আর আজ রাতে সেটা খুঁজে বের করতে একজন লোক আমাকে সাহায্য করবে।*

নিজের বাড়িতে বসে মালাখ যে অভিযানের জন্যে রোমাঞ্চিত বোধ করছে সেটা খুব জলদিই আমেরিকার ক্যাপিটল বিল্ডিংকে নাড়িয়ে দেবে। আজরাতের জন্যে সে ব্যাপক আয়েজন ক'রে রেখেছে।

আর এখন, অবশেষে তার তুরুপের তাস প্রবেশ করেছে এই খেলায়।

অধ্যায় ৩

টাউন কারটা রাস্তা বদল করার সময় রবার্ট ল্যাংডন তার নোট কার্ডগুলো ভালো ক'রে দেখে নিলো। এখন কোথায় আছে সেটা দেখার জন্যে অবাক হয়ে মুখ তুলে তাকালো সে।

এরইমধ্যে মেমোরিয়াল বৃজে এসে গেছি?

নোটগুলো একপাশে রেখে জানালা দিয়ে নীচের পোটোম্যাক নদীর শান্ত জলাধারের দিকে তাকালো। নদীর উপর ভারি কুয়াশার চাদর। যথার্থই নাম দেয়া হয়েছে ফগি বোটম। এই ফগি বোটমের তীরে এ দেশের রাজধানী নির্মাণ করাটা আসলেই অদ্ভুত বলে মনে হয়। *নিউ ওয়ার্ল্ডের* এতো সব জায়গা থাকতে পূর্বপুরুষেরা এই কাদাময় নদীর তীরকেই বেছে নিয়েছিলো নিজেদের ইউটোপিয়ান সোসাইটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জন্য।

টাইডাল বেসিনের ওপারে জেফারসন মোমোরিয়ালের গোলাকার অভিজাত আকৃতিটার দিকে তাকালো ল্যাংডন—অনেকেই এটাকে আমেরিকার প্যানথিয়ন বলে অভিহিত ক'রে থাকে, কিন্তু শহরের কেন্দ্রস্থল হিসেবে এটাকে কোনোভাবেই মেনে নিতে পারে না ল্যাংডন—এটার স্থাপত্যশৈলী রোমান কিংবা গৃকদের থেকেও অনেক বেশি প্রাচীন একটি জিনিস থেকে নেয়া হয়েছে।

আমিরেকার মিশরিয় অবিলিস্ক।

ওয়াশিংটন মনুমেন্টের একশিলা স্তম্ভটি একেবারেই সামনে, আকাশের প্রেক্ষাপটে জ্বলজ্বল করছে, যেনো কোনো জাহাজের রাজকীয় মাস্তল। ভিন্ন এক অ্যাঙ্গেল থেকে ল্যাংডনের কাছে আজ রাতে অবিলিস্কটাকে মাটিতে পোঁতা ব'লে মনে হচ্ছে না...কালচে আকাশের প্রেক্ষাপটে যেনো বাতাসে ভাসছে সেটা। ল্যাংডনের নিজেকেও বাতাসে ভাসমান ব'লে মনে হতে লাগলো। ওয়াশিংটনে তার এই আগমন একেবারেই অপ্রত্যাশিত। *আজ সকালে আমি ঘুম থেকে উঠে রবিবারের শান্ত একটি দিনই প্রত্যাশা করেছিলাম...আর এখন কিনা আমি আমেরিকার রাজধানী থেকে মাত্র কয়েক মিনিট দূরে আছি।*

আজ ভোর চারটা পাঁচচল্লিশে ল্যাংডন ঠাণ্ডা পানিতে ডুবে ছিলো, ঠিক যেভাবে প্রতিটি সকাল সে শুরু করে, প্রতি দিন হারভার্ডের ফাঁকা সুইমিংপুলে পঞ্চাশ ল্যাপ সাঁতরায়। কলেজ জীবনে ওয়াটার পোলোতে অল আমেরিকান টিমে খেলার সময় তার যেমন স্বাস্থ্য ছিলো বর্তমানে তেমনটি আর নেই। তবে এখনও তার শরীরটা মেদহীন আর ঝরঝরে। চল্লিশের উপরে থাকা যেকোনো মানুষের জন্যেই ব্যাপারটা ঈর্ষণীয়। পার্থক্য হলো, এটা ধরে রাখার জন্যে এখন তাকে প্রচুর ব্যায়াম করতে হয়।

সকাল ছয়টায় নিজের ঘরে ফিরে এসে ল্যাংডন হাতে গুঁড়ো করা সুমাত্রার কফি আর রান্নাঘরের চমৎকার সুঘ্রান নেবার সকাল বেলার নিত্যদিনের কর্ম শুরু করেছিলো। তবে ভয়েস মেইলের ডিসপ্লের লালবাতি জ্বলতে দেখে একটু অবাকই হয়। *এই ভোর ছয়টায় তাকে কে ফোন করলো?* বোতাম চেপে মেসেজটা শোনে।

"গুড মর্নিং, প্রফেসর ল্যাংডন, এতো সকালে আপনাকে ফোন করার জন্যে আমি সত্যি দুঃখিত।" নম্রভদ্র কণ্ঠটি বললো। ইতস্ত ভাবটি খুবই স্পষ্ট। দক্ষিণের টান রয়েছে বাচনভঙ্গীতে। "আমার নাম অ্যান্থনি জেলবার্ট, আমি পিটার সলোমনের এক্সিকিউটিভ অ্যাসিসটেন্ট। মিঃ সলোমন আমাকে বলেছেন আপনি খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠেন...জরুরি একটি প্রয়োজনে উনি আপনাকে ভোরবেলায় ফোন করে পাবার চেষ্টা করেছিলেন। এই মেসেজটা পাওয়া মাত্রই দয়া ক'রে সরাসরি তার নাম্বারে ফোন করবেন কি? সম্ভবত তার নতুন প্রাইভেট নাম্বারটি আপনার কাছে আছে। যদি না থাকে তাহলে বলছি ২০২-৩২৯-৫৭৪৬।"

ল্যাংডন তার পুরনো বন্ধুর জন্যে আচমকাই চিন্তিত হয়ে পড়লো। পিটার সলোমন একেবারেই ভদ্র আর নম্র গোছের একজন ব্যক্তি। সৌজন্যতার ব্যাপারে তার রয়েছে কিংবদন্তীতুল্য সুনাম। বিরাট কোনো ঘটনা না ঘটলে রবিবারের ছুটির দিন ভোর বেলায় কাউকে ফোন করার লোক সে নয়।

কফির পাত্র চুলার উপর রেখেই ফোন করার জন্যে স্টাডিরুমে ছুটে যায় ল্যাংডন।

আশা করি তার কোনো সমস্যা হয় নি।

পিটার সলোমন তার বন্ধু এবং মেন্টর, মাত্র বারো বছরের বড় তার থেকে। প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটিতে প্রথম যেদিন দেখা হলো সেদিন থেকে এই লোকটা তার পিতৃতুল্য একজন হয়ে উঠেছিলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে স্বনামখ্যাত ইতিহাসবিদ এবং তরুণ মানবতাবাদী এক অতিথি লেকচারের ক্লাসে হাজির হয়েছিলো ল্যাংডন। সলোমন এতোটাই প্রাঞ্জল ভাষায় আর হৃদয়গ্রাহীভাবে সেমিওটিক এবং আর্কিটাইপাল ইতিহাস উপস্থাপন করেছিলো যে পরবর্তীতে সেটা সিম্বলজি নিয়ে ল্যাংডনের আজীবনের আকাঙ্খা হয়ে ওঠে। তবে পিটার সলোমনের পাণ্ডিত্যের জন্যে নয়, বরং তার শান্তশিষ্ট দু'চোখে যে বিনয় ল্যাংডন দেখতে পেয়েছিলো তার জন্যেই তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে একটা চিঠি লেখার সাহস পেয়েছিলো সে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য ভর্তি হওয়া ছাত্র স্বপ্নেও ভাবে নি আমেরিকার অন্যতম ধনী আর তরুণ পণ্ডিত হিসেবে খ্যাতিমান পিটার সলোমন তাকে ফিরতি চিঠি লিখবে। কিন্তু সলোমন তাই করেছিলো। আর এর ফলে শুরু হয়ে গিয়েছিলো সত্যিকারের এক বন্ধুত্বের।

একজন প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবি হিসেবে পিটার সলোমনের শান্ত বিনয়ী আচার ব্যবহার তার প্রভাবশালী পারিবারিক ঐতিহ্যকে মোটেও প্রতিফলিত করে না। বিখ্যাত এবং অসম্ভব ধনী হিসেবে পরিচিত সলোমন পরিবারে জন্ম পিটার সলোমনের। এ দেশের বিভিন্ন ভবন আর ইউনিভার্সিটিতে যাদের নাম দেখতে পাওয়া যায়। ঠিক যেমনটি

ইউরোপে রথসচাইল্ডদের নাম দেখা যায়, সলোমন নামটিও আমেরিকাতে আভিজাত্য এবং সফলতার মূর্ত প্রতীক হিসেবে দেখা হয়। খুব অল্প বয়সেই বাবার মৃত্যুর পর পিটার পারিবারিক উত্তরাধিকার লাভ করে, আর এখন, এই আটান্ন বছর বয়সে অসম্ভব ক্ষমতা আর সম্পদের মালিক সে। বর্তমানে পিটার স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউটের প্রধান কর্তা। মাঝেমধ্যেই ল্যাংডন তাকে খোঁচা মেরে এজন্যে যে, ইয়েলের মতো দ্বিতীয় সারির বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রী নেয়াটা তার বিশাল সম্পদের জন্যে একধরণের অপচয় ছাড়া আর কিছু নয়।

স্টাডিতে ঢুকে ল্যাংডন আবারো অবাক হয় পিটার তাকে ছয় ছ'টি ফ্যাক্স পাঠিয়েছে ব'লে।

পিটার সলোমন
স্মিথসোনিয়ান ইস্টিটিউশন-এর সেক্রেটারি অফিস

গুড মর্নিং রবার্ট,
এক্ষুণি তোমার সাথে কথা বলতে হবে। যতো দ্রুত সম্ভব আমাকে ২০২-৩২৯-৫৭৪৬ নাম্বারে ফোন কোরো।

–পিটার

সঙ্গে সঙ্গে ল্যাংডন সেই নাম্বারে ফোন করে।

"পিটার সলোমনের অফিস," অ্যাসিসটেন্টের সুপরিচিত কণ্ঠটি জবাবে বললো। "আমি অ্যান্থনি। আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি?"

"হ্যালো, আমি রবার্ট ল্যাংডন বলছি। আপনি আমার জন্যে একটা মেসেজ–"

"হ্যা, প্রফেসর ল্যাংডন!" তরুণ অ্যাসিসটেন্টের কথা শুনে মনে হলো সে হাফ ছেড়ে যেনো বেঁচেছে। "এতো দ্রুত কল ব্যাক করার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ। মিঃ সলোমন আপনার সাথে কথা বলার জন্যে উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছেন। আমি তাকে জানাচ্ছি আপনি লাইনে আছেন। একটু হোল্ড ক'রে রাখবেন কি?"

"অবশ্যই।"

সলোমনের জন্যে অপেক্ষা করার সময় ল্যাংডন স্মিথসোনিয়ানের লেটারহেডে পিটারের নামটা দেখে হেসে ফেলে। *সলোমন গোষ্ঠীতে খুব বেশি অলস লোক নেই।* পিটারের পূর্বপুরুষদের নামের যে বৃক্ষ তাতে অসংখ্য সম্পদশালী ব্যবসায়ী, প্রভাবশালী রাজনীতিক আর সুপরিচিত বৈজ্ঞানিকের নাম রয়েছে। এমন কি তাদের মধ্যে আবার বেশ কয়েকেজন লন্ডনের রয়াল সোসাইটিরও সদস্য। সলোমনের একমাত্র জীবিত পারিবারিক

সদস্য হলো তার ছোটো বোন ক্যাথারিন। এই মেয়েটার জিনে বিজ্ঞানের বীজ রয়েছে। বর্তমানে সে নোয়েটিক বিজ্ঞান নামের সর্বাধুনিক বিজ্ঞানের একজন বৈজ্ঞানিক।

আমার কাছে এটা ক-অক্ষর গোমাংস, ভাবে ল্যাংডন। গত বছর তার ভায়ের বাড়িতে দেয়া এক পার্টিতে ক্যাথারিন তার কাছে নোয়েটিক সায়েন্স কি সেটা বোঝানোর চেষ্টা করে যে ব্যর্থ হয়েছিলো সেটা মনে পড়তেই আপন মনে হেসে ফেলে সে। খুব মনোযোগ দিয়ে তার সব কথা শুনে ল্যাংডন জবাবে বলেছিলো, "তোমার কথা শুনে বিজ্ঞান মনে না হয়ে জাদু বলেই মনে হচ্ছে।"

ক্যাথারিন চোখ কুচকে বলেছিলো, "তুমি যতোটা ভাবছো এটা তারচেয়েও বেশি জাদুময়, রবার্ট।"

সলোমনের অ্যাসিসটেন্ট লাইনে ফিরে এলো। "আমি দুঃখিত, মিঃ সলোমন একটি কনফারেন্স কল শেষ করার চেষ্টা করছেন। আজ সকালে এখানে সব কিছুই খুব হট্টগোলপূর্ণ।"

"এটা কোনো সমস্যা নয়। আমি পরে আবার ফোন করছি।"

"আসলে উনি বলেছেন আমিই যেনো আপনাকে ফোন করি। অবশ্য আপনি যদি কিছু মনে না করেন?"

"আরে, এতে মনে করার কি আছে।"

অ্যাসিসটেন্ট গভীর একটা নিঃশ্বাস নিলো। "প্রফেসর, আপনি হয়তো জানেন প্রতি বছর স্মিথসোনিয়ানের বোর্ড অব ডিরেক্টর আমাদের দানশীল সাপোর্টারদের সৌজন্যে ওয়াশিংটনে একটি প্রাইভেট-গালার আয়োজন ক'রে থাকে তাদেরকে আনুষ্ঠানিকভাবে ধন্যবাদ দেবার উদ্দেশ্যে। দেশের শিল্পসংস্কৃতির অনেক হোমরাচোমরা উপস্থিত থাকে সেই অনুষ্ঠানে।"

ল্যাংডন জানে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে এতো অল্প সংখ্যক শূন্য আছে যে দেশের শিল্পসংস্কৃতির হোমরাচোমরা হবার জন্যে সেটা যথেষ্ট নয়। তারপরও সে ভাবলো, সলোমন তাকে সেই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাবে কিনা।

"এ বছরও নিয়ম অনুযায়ী," অ্যাসিসটেন্ট বলতে লাগলো, "ডিনারের আগে একটি মূলবক্তব্য পেশ করতে হবে। আমাদের ভাগ্য খুব ভালো যে এই বক্তব্য প্রদানের জন্যে আমরা ন্যাশনাল স্ট্যাচুয়ারি হলটি পেয়েছি।"

সমগ্র ডিসিতে সেরা রুম, ভাবলো ল্যাংডন। একবার সেই ড্রামাটিক অর্ধবৃত্তাকারের হলে একটি রাজনৈতিক লেকচার দেবার কথা স্মরণ করলো সে। ডায়াসের সামনে সুন্দর করে সাজানো পাঁচশত ফোল্ডিং চেয়ার আর চারপাশে আটত্রিশটি প্রমাণ সাইজের স্ট্যাচুর কথা এতো সহজে ভুলে যাওয়া যায় না। এই ঘরটাই এক সময় এ দেশের ন্যাশনাল হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভদের কক্ষ হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

"কিন্তু সমস্যাটা হলো," লোকটি বলতে লাগলো আবার। "আমাদের স্পিকার অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। মহিলা কিছুক্ষণ আগে আমাদের জানিয়েছেন তিনি বক্তৃতা দিতে পারছেন

না।" আচম্কা থেমে গেলো সে। "বুঝতেই পারছেন আমরা হন্যে হয়ে স্পিকার খুঁজছি। আর মিঃ সলোমন চাচ্ছেন আপনিই হবেন আমাদের বিকল্প।"

ল্যাংডন অনেকটা আৎকে উঠলো। "আমি?!" এটা কোনোভাবেই প্রত্যাশা করে নি সে। "আমি নিশ্চিত আমার চেয়ে অনেক ভালো একজনকে পিটার খুঁজে পাবে।"

"আপনিই মিঃ সলোমনের প্রথম পছন্দ, প্রফেসর। আপনি খুব বেশি বিনয় দেখাচ্ছেন। ইনস্টিটিউটের অতিথিরা আপনার বক্তৃতা শুনতে পারলে রোমাঞ্চিত হবে। মিঃ সলোমন মনে করছেন কয়েক বছর আগে বুকসপ্যান টিভিতে দেয়া আপনার ঐ লেকচারটাই দিতে পারেন। তাহলে আর প্রস্তুতি নেবার কোনো দরকার হবে না। তিনি বলেছেন আপনার বক্তৃতাটি আমাদের রাজধানীর স্থাপত্যশৈলীর বিভিন্ন সিম্বল বিষয়ক ছিলো–আমাদের অনুষ্ঠান যেখানে হবে তার জন্যে এটা একদম যথার্থ একটি বক্তৃতা হতে পারে।"

ল্যাংডন অবশ্য অতোটা নিশ্চিত হতে পারছে না। "আমার যতো দূর মনে পড়ে ঐ লেকচারটি ছিলো বিল্ডিংয়ের ম্যাসনিক ইতিহাসের উপর–"

"একদম ঠিক! আপনি তো জানেনেই, মিঃ সলোমন একজন ম্যাসন। ওখানে তার যেসব প্রফেশনাল বন্ধুরা উপস্থিত থাকবে তাদের অনেকেই ম্যাসন। আমি নিশ্চিত তারা আপনার কাছ থেকে এই বিষয়ে কিছু শুনতে পারলে খুশিই হবে।"

আমিও মানছি কাজটা খুব সহজ হবে। প্রতিটি লেকচারের কপিই সংরক্ষণ ক'রে থাকে ল্যাংডন। "মনে হয় প্রস্তাবটি বিবেচনা ক'রে দেখা যেতে পারে। অনুষ্ঠানটি কবে হবে?"

অ্যাসিসটেন্ট ভদ্রলোক গলা খাকারি দিলো। আচমকাই অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গেছে যেনো। "মানে, কী আর বলবো স্যার, অনুষ্ঠানটি আজ রাতেই হবে।"

অনেকটা সশব্দেই হেসে ফেললো ল্যাংডন। "আজ রাতে!"

"এজন্যেই তো আজ সকাল থেকে আমরা পেরেসানির মধ্যে আছি। স্মিথসোনিয়ান খুবই বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে গেছে..." অ্যাসিসটেন্ট এবার দ্রুত বলতে লাগলো। "মিঃ সলোমন আপনার জন্যে বোস্টনে একটা প্রাইভেট জেট পাঠাতে প্রস্তুত আছেন। মাত্র এক ঘণ্টার পথ। আজ মাঝ রাতের মধ্যেই আপনি বোস্টনে নিজের ঘরে ফিরে যেতে পারবেন। বোস্টনের লোগান এয়ারপোর্টের টার্মিনালটা তো আপনি চেনেনেই?"

"তা চিনি," একান্ত অনিচ্ছায় ল্যাংডন বললো। *পিটার যে সব সময় নিজের উপায় বের করে নেয় সেটাতে অবাক হবার কিছু নেই।*

"দারুণ! আপনি কি তাহলে...পাঁচটার মধ্যে জেটের কাছে পৌছাতে পারবেন?"

"আপনারা তো আমার জন্যে খুব বেশি চয়েজ রাখেন নি, নাকি?" ল্যাংডন মুচকি হেসে বললো।

"আমি কেবল মিঃ সলোমনকে খুশি করতে চাইছি, স্যার।"

লোকজনের উপর পিটারের প্রভাব ভালোমতোই রয়েছে। বেশ সময় নিয়ে ব্যাপারটা

ভেবে দেখে ল্যাংডন। আর কোনো উপায় দেখতে পাচ্ছে না সে। "ঠিক আছে। তাকে বলে দিন আমি আসছি।"

"অসাধারণ!" আনন্দের আতিশয্যে অ্যাসিসটেন্ট বলে ফেললো। তার কণ্ঠে স্বস্তির ভাব সুস্পষ্ট। ল্যাংডনকে জেটের টেইল নাম্বার আর বাকি তথ্যগুলো জানিয়ে দেয় সে।

ফোনটা রাখতেই সে ভেবেছিলো পিটার সলোমনকে কখনও না বললে কী হতে পারে।

কফি বানাতে ফিরে এসে ল্যাংডন গ্রিন্ডারে আরো কিছু কফি বীজ ঢেলে দেয়। *আজ সকালের জন্যে একটু বেশি ক্যাফেইন লাগবে*, ভেবেছিলো সে। *দিনটি খুবই ব্যস্ততার মধ্যে কাটবে।*

অধ্যায় ৪

ন্যাশনাল মলের পূর্বপ্রান্তে ইউএস ক্যাপিটল হিলের ভবনটি রাজকীয় ভঙ্গিমায় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এর ডিজাইনার পিয়েরে লাঁফায়ে এটাকে 'একটি মনুমেন্টের জন্যে অপেক্ষারত প্লাটফর্ম' হিসেবে অভিহিত করেছিলেন। বিশাল এই ভবনের দৈর্ঘ ৭৫০ আর প্রস্থে ৩৫০ ফিট। ষোলো একরের মতো জায়গা জুড়ে এই ভবনের মধ্যে জাঁজমকপূর্ণ ৫৪১টি ঘর রয়েছে। নিওক্লাসিক্যাল এই ডিজাইনটি নিখুঁতভাবে প্রাচীন রোমের স্থাপত্যশৈলীকে প্রতিফলিত করেছে; বিশেষ করে নতুন এই রিপাবলিকের আইনকানুন আর সংস্কৃতির দিক থেকে আমেরিকার স্থপতিদের কাছে রোম ছিলো আদর্শ স্বরূপ।

ক্যাপিটল ভবনে পর্যটকদের প্রবেশের জন্যে সাম্প্রতিক সময় ক্যাপিটল ডোমের ফ্রেম বিশিষ্ট স্কাইলাইটের কাঁচের নীচে ভিজিটর সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে। নতুন নিয়োগ পাওয়া সিকিউরিটি গার্ড আলফোনসো নুনেজ তার চেকপয়েন্টের দিকে আসতে থাকা পুরুষ ভিজিটরকে ভালো ক'রে দেখে নিলো। লোকটির মাথা ন্যাড়া, ভবনে ঢোকার আগে লবিতে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ফোনে কথা বলেছে সে। তার বাম হাতটা গলায় ঝোলানো একটা স্লিঙ্গারে ঝুলে আছে, সাধারণত হাত ভেঙে গেলে কিংবা মচকে গেলে এরকম স্লিঙ্গার ব্যবহার করা হয়। একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাটছে। বেশ পুরনো আর মলিন আর্মি-নেভির একটি সারপ্লাস কোট পরে আছে সে। এরকম একটি পোশাক আর মাথা ন্যাড়া দেখে নুনেজ ধরে নিলো লোকটা মিলিটারির কেউ হবে। ইউএস আর্মিতে যারা কাজ করেছে সেরকম অনেক লোকই ওয়াশিংটনে বেড়াতে আসে। এটা একেবারেই নিত্যনৈমত্তিক ঘটনা।

"গুড ইভনিং, স্যার," বললো নুনেজ। কোনো ভিজিটর একা একা প্রবেশ করতে এলে যে সিকিউরিটি প্রটোকল অনুসরণ করতে হয় সেটা মুখে মুখে বলে দিলো সে।

"হ্যালো," বললো ভিজিটর। পাশের প্রায় ফাঁকা প্রবেশপথের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলো সে। "একদম নিরিবিলি।"

"এনএফসি'র খেলা আছে আজ," নুনেজ জবাবে বললো। "আজ রাতে সবাই রেডস্কিনদের খেলা দেখবে।" নুনেজেরও ইচ্ছে ছিলো খেলা দেখার কিন্তু এ মাসেই চাকরিতে যোগ দিয়েছে ব'লে একান্ত অনিচ্ছায় সেই ইচ্ছেটা বাদ দিতে হয়েছে। "মেটালজাতীয় কোনো কিছু থাকলে দয়া ক'রে ডিশে রাখুন।"

ভিজিটর তার একমাত্র সচল হাতটি দিয়ে কোটের পকেট খালি করতে গিয়ে বেশ বেগ পেলো। তার দিকে নুনেজ কড়া নজর রাখছে। আহত এবং শারিরীক প্রতিবন্ধীদের ব্যাপারে মানুষের মনে এক ধরণের সহমর্মিতা কাজ করে, ফলে তাদের বেলায় একটু

বেশি ছাড় দেয়া হয়ে যায়। অবশ্য এই প্রবণতা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার প্রশিক্ষণ রয়েছে নুনেজের।

ভিজিটর তার পকেট থেকে কিছু ভাঙতি পয়সা, চাবির রিং আর একটা সেলফোন বের ক'রে রাখলো। "ভেঙে গেছে?" লোকটার ব্যান্ডেজ করা হাতের দিকে ইঙ্গিত ক'রে জানতে চাইলো নুনেজ।

মাথা নেড়ে সায় দিলো ন্যাড়া মাথার লোকটি। "বরফের উপর পিছলে পড়ে গিয়েছিলাম। এক সপ্তাহ আগের ঘটনা। এখনও প্রচণ্ড ব্যথা করে।"

"কথাটা শুনে খারাপ লাগছে। এটার ভেতর দিয়ে চলে যান, প্লিজ।"

ভিজিটর মেটাল ডিটেক্টর অতিক্রম করার সময় মেশিনটি সশব্দে বেজে উঠলো।

অবাক হলো ভিজিটর লোকটি। "আমি এটা নিয়ে ভয়ে ভয়ে ছিলাম। ব্যান্ডেজের নীচে আমার আঙুলে আঙটি পরা আছে। আঙুলটা এতোটাই ফুলে গেছিলো যে আঙটিটা কোনোভাবেই খুলতে পারে নি ডাক্তার সাহেব। ওটার উপরেই ব্যান্ডেজ লাগিয়ে দেয়া হয়েছে।"

"কোনো সমস্যা নেই," বললো নুনেজ। "আমি ব্যাটন ব্যবহার করছি।"

ভিজিটরের ব্যান্ডেজ করা হাতে নুনেজ মেটাল ডিটেক্টর ব্যাটনটা চালিয়ে নিলো। যেমনটি প্রত্যাশা করা হয়েছিলো, একমাত্র আহত হাতের একটা আঙুলেই মেটাল ডিটেক্ট করা গেলো। তারপরও সময় নিয়ে ভিজিটরের শরীরের বাকি অংশ ব্যাটন দিয়ে পরীক্ষা করে দেখলো নুনেজ। সে ভালো করেই জানে তার সুপারভাইজার ক্লোজসার্কিট ক্যামেরায় তার কাজকর্ম মনিটরিং করছে। এই চাকরিটা তার খুব দরকার আছে। *সতর্ক থাকা সব সময়ই ভালো।* ব্যান্ডেজ লাগানো হাতের উপর সতর্কভাবে ব্যাটন চালালে কঁকিয়ে উঠলো ভিজিটর।

"দুঃখিত।"

"না, ঠিক আছে।" বললো ভিজিটর। "আজকাল আপনাকে এতোটা সতর্ক না হলেও চলবে।"

"এটা ঠিক না।" লোকটাকে নুনেজের খুব পছন্দ হচ্ছে। অদ্ভুত ব্যাপার হলো এরকম লোক এখানে প্রচুর আসে। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আমেরিকার ফার্স্টলাইন ডিফেন্স হলো মানুষের স্বজ্ঞা। এই পৃথিবীর সমস্ত ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতির চেয়ে মানুষের স্বজ্ঞা বা ইনটুইশন যে অনেক বেশি নিখুঁতভাবে বিপদ আঁচ করতে পারে সেটা প্রমাণিত হয়েছে–*আতঙ্কের উপহার*, কোনো একটি সিকিউরিটি রেফারেন্স বইয়ে এটাকে এভাবেই বলা হয়েছে।

এ ঘটনায় নুনেজের মনে অবশ্য কোনো খটকা লাগলো না। ভয়ের কিছু নেই। নুনেজ লক্ষ্য করেছে, এই লোকটার মধ্যে একমাত্র যে অস্বাভাবিকতা রয়েছে সেটা হলো, লোকটা এখন তার খুব কাছেই দাঁড়িয়ে আছে, ফলে লোকটি নিজেকে লুকানোর জন্যে মেকআপ জাতীয় কিছু ব্যবহার করেছে কিনা ভাবতে লাগলো সে। *যাইহোক না কেন,*

শীতের দিন কেউই ফ্যাকাশে মুখ দেখাতে পছন্দ করে না।

"আপনি ক্লিয়ার," ব্যাটন দিয়ে পরীক্ষা করার কাজ শেষ ক'রে বললো নুনেজ।

"ধন্যবাদ।" ট্রে থেকে নিজের জিনিসপত্রগুলো নিতে শুরু করলো লোকটি।

নুনেজ খেয়াল করলো ব্যান্ডেজের ভেতর থেকে বের হয়ে থাকা দুটো আঙুলেই টাট্টু আঁকা আছে; তার তজর্নীর মাথায় একটা মুকুটের ছবি, আর বুড়ো আঙুলের মাথায় আঁকা আছে একটা তারা। *মনে হয় আজকাল প্রায় সবাই নিজেদের শরীরে টাট্টু আঁকে,* নুনেজ মনে মনে বললো। যদিও তার আঙুলের মাংসগুলো দেখে মনে হচ্ছে ওগুলো করতে খুব ব্যথা সহ্য করতে হয়েছে। "টাট্টুগুলো করতে অনেক ব্যথা পেয়েছেন, না?"

নিজের আঙুলের দিকে তাকিয়ে লোকটি মুচকি হাসলো। "আপনি যতোটা ভাবছেন তারচেয়ে অনেক কম ব্যথা পেয়েছি।"

"সৌভাগ্যবান," বললো নুনেজ। "আমারটা করতে অবশ্য অনেক কষ্ট পেয়েছিলাম। বুট ক্যাম্পে থাকার সময় আমার পিঠে একটা মৎসকুমারী আঁকিয়েছিলাম আমি।"

"মৎসকুমারী?" ন্যাড়া মাথার লোকটি মুচকি হেসে বললো।

"হ্যা," একটু লজ্জা পেয়ে বললো সে। "আমরা সবাই আমাদের যৌবনে কিছু ভুল ক'রে থাকি।"

"আপনার কথাই ঠিক," ন্যাড়া মাথার লোকটি বললো। "আমিও আমার যৌবনে বিরাট একটা ভুল করেছিলাম। আর এখন প্রতি সকালে জেগে উঠেই সেই ভুলগুলো দেখি।"

তারা দু'জনেই হেসে ফেললো, তারপর হাসতে হাসতেই সামনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো ভিজিটর।

ছেলে খেলা, নুনেজকে অতিক্রম ক'রে যাবার সময় ভাবলো মালাখ। এস্কেলেটর দিয়ে উঠতে শুরু করলো ক্যাপিটল ভবনে। যতোটা ধারণা করেছিলো তারচেয়ে অনেক সহজেই প্রবেশ করা গেছে। মালাখের কুঁজো হয়ে থাকা শরীর আর পেটে প্যাড পরার কারণে তার আসল শরীরটা একেবারেই আড়াল হয়ে গেছে। তারপর উপর মুখে কড়া মেকআপ আর হাতের ব্যান্ডেজ একেবারে আমূল পাল্টে দিয়েছে তাকে। *সত্যিকারের একজন জিনিয়াস।* এই ভবনে নিজের শরীরের ভেতরে একটা জিনিস লুকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মালাখ। *আমি যা খুঁজছি সেটা পেতে সাহায্য করবে এই পৃথিবীর যে একমাত্র লোক সেই লোকের জন্যে একটি উপহার।*

অধ্যায় ৫

প্রযুক্তিগত দিক থেকে এ পৃথিবীর সবচাইতে বড় জাদুঘরটি একই সাথে সবচাইতে বড় সিক্রেট-রক্ষাকারী জায়গারও অন্যতম একটি স্থান। হার্মিটেজ, ভ্যাটিকান জাদুঘর এবং নিউইয়র্ক মেট্রোপলিটানের সম্মিলিত সংখ্যক নিদর্শন বস্তুর চেয়েও এখানে অনেক বেশি জিনিস রয়েছে...এর অসাধারণ সংগ্রহ থাকার পরও খুব কম সংখ্যক লোককেই এখানকার সুরক্ষিত চারদেয়ালের ভেতরে প্রবেশ করতে দেয়া হয়।

ওয়াশিংটন ডিসি'র বাইরে ৪২১০ নাম্বার সিলভার হিল রোডে এটি অবস্থিত। জাদুঘরটি বিশাল আয়তনের জিগজ্যাগ আকৃতির একটি ভবন, পাঁচটি আন্ত-সংযোগ দেয়া ভবনের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে এটি–প্রতিটি ভবনই একটি ফুটবল মাঠের চেয়েও আকারে বড়। ভবনের ধাতব নীলচে রঙ দেখে বোঝার উপায় নেই এর ভেতর কতো অদ্ভুত জিনিস রয়েছে–ছয় লক্ষ স্কয়ার ফুটের অদ্ভুত এক জগত যেখানে রয়েছে একটি 'ডেড জোন,' একটি 'ওয়েট পড,' এবং বারো মাইল দীর্ঘ স্টোরেজ ক্যাবিনেট।

আজ রাতে বিজ্ঞানী ক্যাথারিন সলোমন তার সাদা ভল্‌ভো গাড়িটা নিয়ে প্রধান সিকিউরিটি গেটের কাছে যেতেই টের পেলো ভেতরে ভেতরে সে একটু উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে।

হাসিমুখে স্বাগত জানালো গার্ড। "আপনি দেখছি ফুটবলভক্ত নন, মিস্ সলোমন?" রেডস্কিনদের খেলা শুরুর আগে রেডিওতে যে অনুষ্ঠান হয় সেটা শুনছে সে। ভলিউমটা কমিয়ে দিলো।

জোর ক'রে মুখে হাসি আঁটলো ক্যাথারিন। "এটা হলো রবিবারের রাত।"

"তা অবশ্য ঠিক। আপনার মিটিং আছে।"

"সে কি এসে গেছে?" উদ্বিগ্ন হয়েই জানতে চাইলো ক্যাথারিন।

সামনে থাকা কাগজের উপরের চোখ বুলিয়ে নিলো গার্ড। "লগবুকে তো তার নাম দেখছি না।"

"আমি আগেভাগেই এসে পড়েছি।" মুখে আন্তরিক হাসি এঁটে আঁকাবাঁকা পথ ধরে নিজের পার্কিং এলাকার দিকে এগিয়ে গেলো ক্যাথারিন। নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে রিয়ারভিউ মিররে মুখটা একবার দেখে নিলো সে।

ক্যাথারিন সলোমনের সম্পদ তার গায়ের রঙ, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের তার পূর্বপুরুষদের মতো। এমন কি পঞ্চাশ বছর বয়সেও তার গায়ের রঙ মসৃণ অলিভ। কোনো রকম মেকআপ ব্যবহার করে না, আর তার লম্বা খোলা কালো চুলে কোনো স্টাইলের বাহার নেই। বড় ভায়ের মতোই তার চোখ দুটো ধূসর এবং শরীর একেবারে

মেদহীন ছিপছিপে। দেখতে সে খুবই অভিজাত।

আপনারা দু'জন বোধহয় জমজ, লোকজন প্রায়শই তাকে এ কথাটা বলে।

ক্যাথারিনের বয়স যখন মাত্র সাত তখন তাদের বাবা ক্যান্সারে মারা যান। বাবার খুব কম স্মৃতিই তার মনে আছে। তার ভাই তার চেয়ে আট বছরের বড়, বাবা মারা যাবার সময় মাত্র পনেরো বছর বয়স ছিলো তার, খুব অল্প বয়সেই সলোমন পরিবারের হাল ধরে পিটার। যেমনটি আশা করা হয়েছিলো, পিটার তাদের পরিবারের সুনাম আর সম্মান অক্ষুন্ন রাখতে যথেষ্ট সফল হয়। আজও পিটার তার বোনের উপর কড়া নজর রাখে যেনো তার এই বোনটি এখনও বড় হয় নি।

কোনো রকম সৎপাত্রের অভাব না থাকা এবং মাঝেমধ্যে বড় ভায়ের কিছু উদ্যোগ থাকা সত্ত্বেও ক্যাথারিন চিরকুমারি রয়ে গেছে। বিজ্ঞান হয়ে উঠেছে তার জীবনসঙ্গী। নিজের কাজ তার কাছে এতোইটাই আনন্দদায়ক যে সেরকম আনন্দ দেয়াটা কোনো পুরুষের পক্ষেই সম্ভব হবে না। বিয়ে না করা নিয়ে ক্যাথারিনের কোনো অনুশোচনা নেই।

নোয়েটিক সায়েন্স নামের তার যে পেশাগত ক্ষেত্রটি, সেটা বেছে নেয়ার আগে এই নামটি পর্যন্ত সে শোনে নি, তবে সাম্প্রতিক সময়ে এই ক্ষেত্রটি মানুষের মনের অপার শক্তি বোঝার দ্বার উন্মাচন করতে শুরু করেছে।

আমাদের অনাবিষ্কৃত এই সম্ভাবনাটি সত্যি ভয়ঙ্কর।

নোয়েটিক বিজ্ঞানের উপর ক্যাথারিনের দুটো বই তাকে এই দুর্বোধ্য ক্ষেত্রের অন্যতম একজন ব্যক্তিতে পরিণত করেছে। অতি সাম্প্রতিক তার আবিষ্কারগুলো প্রকাশিত হলে সারা বিশ্বে এ নিয়ে হৈচৈ শুরু হয়ে যায়।

আজ রাতে বিজ্ঞান নিয়ে সে মোটেও ভাবতে চাচ্ছে না। আজ সকালে তার বড় ভায়ের সম্পর্কে সে কিছু সত্যিকারের তথ্য জানতে পেরেছে যা কিনা একদম পীড়াদায়ক। *আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না এটা সত্য।* পুরোটা দুপুর সে আর কিছু ভাবতে পারে নি।

প্রচণ্ড আলোকবৃষ্টি তার উইন্ডশিল্ডের উপর আছড়ে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে নিজের জিনিসপত্রগুলো ভেতরে রেখে দিলো ক্যাথারিন। গাড়ি থেকে মাত্র নামতে যাবে এমন সময় তার সেলফোনটা বেজে উঠলো।

কলার আইডি চেক ক'রে গভীর ক'রে একটা দম নিলো সে।

তারপর কানের পাশে চুলগুলো সরিয়ে সেলফোনটা ধরলো কল রিসিভ করার জন্যে।

দুই মাইল দূরে মালাখ তার কানে সেলফোন ধরে ইউএস ক্যাপিটল বিল্ডিংয়ের করিডোর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। রিং হচ্ছে, ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা করছে কখন লাইনটার সংযোগ পাবে।

অবশেষে এক মহিলা জবাব দিলো। "হ্যা?"

"আমাদেরকে আবারো দেখা করতে হবে," বললো মালাখ।

দীর্ঘ নীরবতা নেমে এলো ফোনের অপর প্রান্তে। "সব ঠিক আছে তো?"

"আমর কাছে নতুন তথ্য আছে," মালাখ জানালো।

"আমাকে বলুন।"

গভীর ক'রে নিঃশ্বাস নিলো মালাখ। "আপনার ভাই বিশ্বাস করে ওটা ডিসি'তে লুকানো আছে...?"

"হ্যা।"

"ওটা খুঁজে বের করা যাবে।"

ক্যাথারিন সলোমনের কথা শুনে বোঝা গেলো সে খুব অবাক হয়েছে। "আপনি বলতে চাচ্ছেন–ওটা সত্যি?"

আপন মনে হাসলো মালাখ। "কখনও কখনও কোনো লিজেন্ড শত শত বছর ধরেও টিকে থাকে...সঙ্গত কারণেই।"

অধ্যায় ৬

“আপনি কি আর বেশি যেতে পারবেন না?” ড্রাইভার ফার্স্ট স্ট্রটে গাড়িটা পার্ক করলে রবার্ট ল্যাংডন উদ্বিগ্ন হয়ে জানতে চাইলো। জায়গাটা ক্যাপিটল হিল থেকে সিকি মাইল দূরে।

“বলতে বাধ্য হচ্ছি আর যেতে পারবো না,” বললো ড্রাইভার। “হোমল্যান্ড সিকিউরিটি। এই ভবনের আশেপাশে কোনো যানবাহনই ঢুকতে পারে না। আমি দুঃখিত, স্যার।”

ঘড়িতে তাকিয়ে ল্যাংডন চমকে গেলো। ইতিমধ্যে ৬টা ৫০ বাজে। ন্যাশনাল মলের আশেপাশে একটি কনস্ট্রাকশন কাজের জন্যে তাদের গাড়িটা ধীরগতির হয়ে গিয়েছিলো। আর মাত্র দশ মিনিট পরই তার লেকচার শুরু হবার কথা।

“আবহাওয়া বদলে যাচ্ছে,” বললো ড্রাইভার। গাড়ি থেকে নেমেই ল্যাংডনের জন্যে দরজা খুলে দিলো সে। “আপনি দ্রুত যেতে চাচ্ছেন।” ল্যাংডন ড্রাইভারকে টিপ্‌স দেবার জন্যে মানিব্যাগে হাত দিতেই লোকটা হাত নেড়ে তাকে বিরত রাখলো। “আপনার হোস্ট আমাকে আগেই বেশ ভালো টিপ্‌স দিয়ে দিয়েছে।”

টিপিক্যাল পিটার, ভাবলো ল্যাংডন, নিজের জিনিসপত্র গোছাতে লাগলো। “ঠিক আছে, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে পৌছে দেয়ার জন্যে।”

ভিজিটরদের জন্যে নবনির্মিত আন্ডারগ্রাউন্ড প্রবেশপথের উদ্দেশ্যে পা বাড়াতেই ল্যাংডনের উপর বৃষ্টির প্রথম ফোঁটাটা পড়লো।

ক্যাপিটল ভিজিটর সেন্টার একটি ব্যয়বহুল আর বিতর্কিত প্রকল্প। ডিজনিওয়ার্ল্ডের সাথে টেক্কা দিয়ে এই আন্ডারগ্রাউন্ড সিটি বানানো হয়েছে বলে অনেকেই অভিহিত ক'রে থাকে। এই ভূ-গর্ভস্থ এলাকাটির আয়তন পাঁচ লক্ষ স্কয়ার ফিট, যাতে রয়েছে প্রদর্শনীর জায়গা, বেশ কয়েকটি রেস্তোরাঁ আর মিটিং হল।

এটা দেখার জন্যে ল্যাংডন উদগ্রীব হলেও এতোটা পথ হাটতে হবে ধারণা করতে পারে নি। আকাশ দেখে মনে হচ্ছে যেকোনো মুহূর্তে ভেঙে পড়বে, সুতরাং দৌড়াতে শুরু করলো সে। ভেজা সিমেন্টে তার হালকা স্নিকারের কোনো ছাপই পড়ছে না। *আমি লেকচার দেবার জন্যে পোশাক পরে রওনা দিয়েছি, বৃষ্টির মধ্যে চারশ' গজ ঢালুপথ দিয়ে দৌড়ানোর জন্যে নয়!*

দোরগোড়ায় এসে দম ফুরিয়ে হাফাতে লাগলো সে। রিভলভিং দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়লো ল্যাংডন। ফয়ারে এসে একটু সময় নিয়ে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে গায়ের জামা থেকে বৃষ্টির পানি ঝাড়তে ঝাড়তে তার সামনে নবনির্মিত বিশাল এলাকাটির দিকে চোখ বোলালো।

ঠিক আছে, আমি মুগ্ধ হয়েছি।

ক্যাপিটল ভিজিটর সেন্টার দেখাই তার একমাত্র প্রত্যাশা নয়। কারণ জায়গাটি ভূ-গর্ভস্থ, এরকম জায়গায় ল্যাংডন অস্বস্তি বোধ করে। শৈশবে কুয়ায় পড়ে সারা রাত আঁটকা পড়েছিলো সে। এর ফলে ল্যাংডন বাকি জীবন যেকোনো আবদ্ধ জায়গায় এলেই অস্বস্তিতে ভুগতে থাকে। তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। কিন্তু এই আন্ডারগ্রাউন্ড জায়গাটিতে...কিছুটা বাতাস চলাচল করছে। *আলো। বিশাল একটি জায়গা।*

ছাদটা কতোগুলো বড় বড় কাঁচের সমন্বয়ে তৈরি। তাতে আবার বাতি লাগানো আছে।

স্বাভাবিক সময় হলে ল্যাংডন এখানে কয়েক ঘণ্টা কাটাতো এর স্থাপত্যশৈলী দেখার জন্যে, কিন্তু হাতে মাত্র পাঁচ মিনিট সময় আছে ব'লে সোজা কোনো দিকে না তাকিয়ে প্রধান হলের সিকিউরিটি চেকপয়েন্ট এবং স্কেলেটরের দিকে পা বাড়ালো সে। *রিলাক্স হও,* নিজেকে সুধালো। *পিটার জানে তুমি রওনা দিয়েছো। তোমাকে ছাড়া অনুষ্ঠান শুরু হবে না।*

সিকিউরিটি চেকপয়েন্টে ল্যাংডন যখন তার পকেট খালি করে নিজের পুরনো হাতঘড়িটা খুলে ট্রে'র উপর রাখলো তখন হিসপ্যানিক গার্ড তার সাথে একটু গল্প জমাবার চেষ্টা করলো।

"মিকি মাউস?" অবাক হয়ে বললো গার্ড।

মাথা নেড়ে সায় দিলো ল্যাংডন। এরকম মন্তব্য শুনে সে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তার নবম জন্মদিনে বাবা-মা এই মিকি মাউস হাতঘড়িটা উপহার দিয়েছিলো। "এটা আমি পরি কারণ এটা আমাকে ধীরে চলার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সেই সঙ্গে বলে দেয় জীবনকে আরো কম সিরিয়াসলিভাবে নেবার জন্য।"

"আমার মনে হয় না এটাতে কাজ হয়," গার্ড হেসে বললো। "আপনাকে দেখে তো মনে হচ্ছে বেশ তাড়ায় আছেন।"

ল্যাংডন হেসে তার ডে-ব্যাগটা এক্স-রে মেশিনে ঢুকিয়ে দিলো। "স্ট্যাচুয়ারি হলটি কোন্ দিকে?"

এস্কেলেটরের দিকে ইঙ্গিত করলো গার্ড। "সাইন দেখে ওখান দিয়ে চলে যেতে পারবেন।"

"ধন্যবাদ।" কনভেয়ার বেল্ট থেকে ব্যাগটা হাতে নিয়েই ল্যাংডন দ্রুত ছুটতে লাগলো।

এস্কেলেটরে পা দিতেই নিজের চিন্তাভাবনাগুলো গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করলো সে। মাথার উপর বৃষ্টিস্নাত কাঁচের ছাদের দিকে তাকালো। এর উপরেই আছে ক্যাপিটল গম্বুজ। ভবনটি অসাধারণ। উঁচু ছাদ, ভবনটির উচ্চতা প্রায় তিনশ' ফিট, ফ্রিডম ভাস্কর্যটি রাতের অন্ধকারে কোনো ভৌতিক রক্ষীর মতো উঁকি দিচ্ছে যেনো। সাড়ে উনিশ ফিটের এই ব্রোঞ্জের মূর্তিটা যারা একটু একটু ক'রে এই ভবনের উপর স্থাপিত করেছে তারা

সবাই ছিলো দাস, কথাটা ল্যাংডন যখনই ভাবে তার কাছে নির্মম পরিহাস ব'লে মনে হয়–এটি এমন একটি ক্যাপিটল সিক্রেট যা হাইস্কুলের ইতিহাস ক্লাসে পড়ানো হয় না।

সত্যি বলতে কি, এই পুরো ভবনটি উদ্ভট আর রহস্যময় সম্পদের আখড়া, যার মধ্যে রয়েছে ভাইস প্রেসিডেন্ট হেনরি উইলসনের নিউমোনিক খুনের জন্যে দায়ি 'কিলার বাথটাব,' স্থায়ীভাবে রক্তের দাগ লেগে থাকা একটি সিঁড়ি এবং এমন একটি কক্ষ যেখানে ১৯৩০ সালে কর্মচারীরা জেনারেল জন আলেক্সান্ডার লোগানের বহু আগে স্টাফ করা মৃত ঘোড়াটি আবিষ্কার করেছিলো।

তেরোটি ভিন্ন ভিন্ন ভুত এই ভবনে ঘুরে বেড়ায় এরকম একটি মিথ অন্যসব মিথের চেয়ে বেশি দিন ধরে টিকে আছে। শহরের ডিজাইনার পিয়েরে লাঁফায়ের প্রেতাত্মা নাকি পুরো ভবনে ঘুরে বেড়ায় আর নিজের বিল পরিশোধ করার জন্যে তাগাদা দেয়। এখন সেটা দুশ' বছরের পুরনো পাওনা হয়ে গেছে। ক্যাপিটল ডোমের উপর কাজ করার সময় সেখান থেকে পড়ে নিহত হওয়া এক শ্রমিকের প্রেতাত্মাকে করিডোরে যন্ত্রপাতির ট্রে হাতে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায় প্রায়শই। তবে সবচাইতে বেশি বিখ্যাত এবং অসংখ্যবার উল্লেখ করা ভুতটি হলো কালো একটি বেড়াল। ভবনের বিভিন্ন জায়গায় ওটাকে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়।

এস্কেলেটর থেকে নেমে ল্যাংডন আবারো হাতঘড়িতে সময় দেখে নিলো। তিন মিনিট বাকি আছে। স্ট্যাচুয়ারি হলে যাবার জন্যে সাইন দেখে দেখে করিডোর দিয়ে দ্রুত যাবার সময় মনে মনে বক্তৃতার সূচনায় কি বলবে সেটা রিহার্সেল করতে লাগলে সে। ল্যাংডনকে মানতেই হলো পিটারের অ্যাসিসটেন্টের কথাই ঠিক। ওয়াশিংটন ডিসি'র মতো জায়গায় একজন প্রখ্যাত ম্যাসনের সভাপতিত্বে যে অনুষ্ঠান হবে সেখানে তার এই লেকচারটি একেবারেই যথার্থ। দারুণভাবেই মানিয়ে যাবে সেটা।

ওয়াশিংটন ডিসির ম্যাসনিক ইতিহাস কোনো গোপন ব্যাপার নয়। এই ভবনের ভিত্তিপ্রস্তরটি স্বয়ং জর্জ ওয়াশিংটন ম্যাসনিক আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে স্থাপন করেছিলেন। এই শহরটার পত্তন এবং নক্সা করেছে মাস্টার ম্যাসনরা–জর্জ ওয়াশিংটন, বেনজামিন ফ্রাঙ্কলিন এবং পিয়েরে লাঁফায়ে–অসাধারণ মেধাবী এইসব ব্যক্তি নিজেদের নতুন রাজধানীকে ম্যাসনিক সিম্বল, স্থাপত্যশৈলী আর শিল্পকলা দিয়ে সাজিয়েছে।

অবশ্য লোকজন এইসব সিম্বলগুলোকে নিছক পাগলামীপূর্ণ কাজ বলেই মনে করে।

অনেক ষড়যন্ত্র-তাত্ত্বিকের দাবি ম্যাসনিক পূর্বপুরুষেরা তাদের শক্তিশালী সিক্রেটগুলো সিম্বল আর মেসেজের সাহায্যে ওয়াশিংটন শহরের লে-আউটের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে। তবে ল্যাংডন এ নিয়ে কখনও মাথা ঘামায় নি। ব্যাপারটা আমলেই নেয় নি সে। ম্যাসনদের নিয়ে এতো ভুল ধারণা প্রচলিত আছে যে, এমনকি হারভার্ড শিক্ষিত ছাত্রেরা পর্যন্ত ভ্রাতৃসংঘের ব্যাপারে আজেবাজে ধারণা পোষণ ক'রে থাকে।

গত বছর সদ্য ভর্তি হওয়া এক ছাত্র ওয়েবপেজ থেকে একটি প্রিন্টআউট নিয়ে বিস্ফারিত চোখে ল্যাংডনের ক্লাসরুমে হন্তদন্ত হয়ে প্রবেশ করেছিলো। তার হাতে থাকা

কাগজটা ছিলো ওয়শিংটন ডিসি'র মানচিত্র যাতে নির্দিষ্ট কিছু পথঘাট বিভিন্ন আকৃতিতে হাইলাইট করা ছিলো–শয়তানের পেনটাকল, একটি ম্যাসনিক কম্পাস, বর্গক্ষেত্র এবং বাফোমেটের মাথা–ওয়াশিংটন ডিসি'র নক্সা করেছে যেসব ম্যাসন তাদের গুপ্ত এক আধ্যাত্মিক ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত হবার প্রমাণ স্বরূপ।

"মজার," ল্যাংডন বলেছিলো, "তবে এটা মেনে নেয়া খুবই কষ্টকর। কোনো মানচিত্রে যদি তুমি অসংখ্য আড়াআড়ি রেখা টানো তবে সব ধরণের আকৃতিই পেয়ে যাবে।"

"কিন্তু এটা তো কাকতালীয় হতে পারে না!" ছেলেটা উত্তেজিত হয়ে বলেছিলো।

খুবই ধৈর্যসহকারে ল্যাংডন ছেলেটাকে দেখিয়ে দিয়েছিলো ঠিক একই ধরণের আকৃতি ডেট্রয়েট শহরের মানচিত্রেও পাওয়া যাবে। ছেলেটা যারপরনাই হতাশ হয়েছিলো বলা যায়।

"তবে এতোটা হতাশ হয়ো না," বলেছিলো ল্যাংডন। "ওয়াশিংটনে অবশ্যই অবিশ্বাস্য কিছু সিক্রেট রয়েছে...কিন্তু তোমার এই মানচিত্রে যা আছে সেসব নয়।"

ছেলেটা উৎসাহিত হয়ে উঠলো আবার। "সিক্রেট? যেমন?"

"প্রতি বসন্তে আমি ওকাল্ট সিম্বল নামের একটি কোর্স পড়াই। সেখানে ডিসি'র ব্যাপারে অনেক কথা বলি। তুমি সেই কোর্সটা নিয়ে নাও।"

"ওকাল্ট সিম্বল!" সদ্য ভর্তি হওয়া ছাত্রটি আবারো উত্তেজিত হয়ে উঠলো। "তাহলে ডিসি'তে সত্যি সত্যি শয়তানের প্রতীক আছে!"

কথাটা শুনে হেসে ফেললো ল্যাংডন। "দুঃখিত, শয়তান পূজার ইমেজের কারণে 'ওকাল্ট' শব্দটি আমরা ভুলভাবে নিয়ে থাকি, আসলে এর সত্যিকারের অর্থ হলো 'লুক্কায়িত' অথবা 'আড়ালে।' ধর্মের আধিপত্য এবং নির্যাতনের সময় যেসব জ্ঞান ধর্মের সাথে বিরোধ সৃষ্টি করে সেগুলো লুকিয়ে রাখা হয়েছিলো, মানে ওকাল্ট হিসেবে রাখা হয়েছিলো আর কি। যেহেতু চার্চ এইসব জ্ঞানকে হুমকি ব'লে গন্য করতো সেজন্যে তারা 'ওকাল্ট' হিসেবে পরিচিত সব কিছুকেই শয়তানতুল্য আখ্যা দিয়ে দেয়।"

"ওহ্।" ছেলেটা স্বস্তিবোধ করলো যেনো।

এটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে ঐ বসন্তে তরুণ ছাত্রটিকে ল্যাংডন তার পাঁচশ' ছাত্রের সাথে সামনের কাতারে বসে থাকতে দেখেছিলো হারভার্ডের স্যান্ডার্স থিয়েটারে। কাঠের বেঞ্চের পুরনো একটি লেকচার হল সেটি।

"সবাইকে গুড মর্নিং," বিশাল মঞ্চ থেকে ল্যাংডন বললো। স্লাইড প্রজেক্টরটা চালু করে দিতেই তার পেছনের বিশাল পর্দায় একটা ছবি ভেসে উঠলো। "ছবিতে যে ভবনটি দেখতে পাচ্ছো সেটা কয়জন চিনতে পেরেছো?"

"ইউএস ক্যাপিটল!" সমস্বরে কয়েক ডজনের মতো ছাত্রছাত্রি চিৎকার ক'রে বললো। "ওয়াশিংটন ডিসি!"

"হ্যা। ঠিক বলেছো। এই গম্বুজটা বানাতে নয় মিলিয়ন পাউন্ড লোহার দরকার

পড়েছিলো। ১৮৫০'এর দশকে এটি ছিলো অনন্য এক স্থাপত্যকীর্তি।"

"অসাধারণ!" পেছন থেকে কেউ একজন বললো কথাটা।

ল্যাংডন চোখ গোল গোল ক'রে তাকালো। তার ইচ্ছে হলো এই বহুল প্রচলিত শব্দটা যেনো কেউ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। "ঠিক আছে, তোমাদের মধ্যে কে কে ওয়াশিংটনে গিয়েছো?"

কিছু হাত উঠলো।

"এতো কম?" কপট বিস্ময়ে বললো ল্যাংডন। "আর রোম, প্যারিস, মাদ্রিদ, এবং লন্ডনে গিয়েছো কতোজন?"

ঘরের প্রায় সব হাতই এবার উপরে উঠে গেলো।

যা ভেবেছিলাম তাই। আমেরিকার কলেজ স্টুডেন্টদের অতি অবশ্যই পালনীয় একটি কাজ হলো গ্রীষ্মকালে ইউরোপ ভ্রমণ। জীবনের নির্মম বাস্তবতায় ঢোকার আগে তারা এ কাজটি ক'রে থাকে। "স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে তোমরা নিজেদের রাজধানীতে যতো বেশি সংখ্যক বেড়াতে গিয়েছো তার চেয়ে অনেক বেশি গিয়েছো ইউরোপে। এর কারণ কি ব'লে মনে করো তোমরা?"

"ইউরোপে মদ খাওয়ার কোনো বয়সসীমা নেই!" পেছনের সিট থেকে একজন চিৎকার ক'রে বললো।

হেসে ফেললো ল্যাংডন। "এমন ভাব করছো যেনো মদ পান করার বয়সসীমার কারণে তোমরা এখানে মদ খাওয়া বন্ধ রেখেছো?"

সবাই একসঙ্গে হেসে ফেললো এবার।

দিনটি ছিলো কলেজের প্রথম দিন, সুতরাং ধাতস্থ হতে ছাত্রছাত্রিদের একটু বেশি সময় লেগেছিলো। এই হলরুমে ল্যাংডন লেকচার দিতে খুবই পছন্দ করে কারণ ছাত্রছাত্রিদেরকে কাঠের বেঞ্চে উসখুশ করতে দেখতে সে বেশ মজা পায়। বেঞ্চের কটমট শব্দগুলো তার কাছে বেশ ভালো লাগে। এই শব্দ থামাতে পারলে নিজেকে স্বার্থক বলে মনে করে সে।

"সিরিয়াসলি বলছো তো," বললো ল্যাংডন, "ওয়াশিংটন ডিসি'র রয়েছে এই বিশ্বের অন্যতম অসাধারণ স্থাপত্যশৈলী, শিল্পকলা আর অসংখ্য প্রতীক। নিজেদের রাজধানী না দেখে তোমরা কেন বিদেশে যাও?"

"ঐসব প্রাচীন নিদর্শনগুলো ফাটাফাটি," একজন বললো।

"প্রাচীন নিদর্শন বলতে তোমরা বোঝাচ্ছো," ল্যাংডন একটু পরিস্কার ক'রে নিতে চাইলো, "প্রাসাদ, শবাধার, মন্দির, এরকম কিছু, তাই না?"

প্রায় সবাই মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"ঠিক আছে। এখন আমি যদি বলি ওয়াশিংটন ডিসি'তেও ওরকম জিনিস রয়েছে তাহলে কি হবে? প্রাসাদ, শবাধার, পিরামিড, মন্দির...সবই ওখানে আছে।"

চুপ মেরে গেলো সবাই।

“বন্ধুরা,” বললো ল্যাংডন, গলাটা একটু খাদে নামিয়ে মঞ্চের সামনে চলে এলো সে। “পরবর্তী এক ঘণ্টা তোমরা আবিষ্কার করবে আমাদের দেশ সিক্রেট আর লুক্কায়িত ইতিহাসে ভরপুর। ঠিক যেভাবে ইউরোপে সবগুলো সেরা সিক্রেট লুকিয়ে রাখা আছে।”

কাঠের বেঞ্চে নড়াচড়ার শব্দ উধাও হয়ে গেলো।

এটাই তো চেয়েছিলাম।

বাতিগুলো কমিয়ে দিয়ে দ্বিতীয় স্লাইডটা প্রজেক্ট করলো ল্যাংডন। “কে আমাকে বলতে পারবে জর্জ ওয়াশিংটন এখানে কী করছেন?”

স্লাইডটা বিখ্যাত এক ম্যুরালের, যেখানে দেখানো হয়েছে জর্জ ওয়াশিংটন ম্যাসনিক পোশাক পরে অদ্ভুত দেখতে একটি পুরনো মেশিনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে–বিশাল একটি কাঠের তিন-পায়া বিশিষ্ট স্ট্যান্ড, যার উপরে আছে দড়ি আর কতোগুলো পুলি সিস্টেম। সেই দড়িতে ঝুলছে বিশাল একটি পাথরের ব্লক। তার চারপাশে ভদ্রপোশাক পরিহিত বেশ কয়েকজন উৎসুক দর্শক।

“ঐ ভারি পাথরের ব্লকটি তুলছেন?” আন্দাজে ঢিল ছুড়ে বললো একজন।

ল্যাংডন কিছুই বললো না। আশা করলো, সম্ভব হলে ছাত্রছাত্রি নিজেরাই নিজেদের ভুল শুধরিয়ে নেবে।

“আসলে,” অন্য একজন ছাত্র বলতে শুরু করলো, “ওয়াশিংটন পাথরটি নীচে নামাচ্ছেন বলেই মনে হচ্ছে আমার কাছে। তিনি পরে আছেন ম্যাসনিক পোশাক। ভিত্তিপ্রস্তরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ম্যাসনদের ছবি আমি দেখেছি। প্রথম পাথর খণ্ডটি স্থাপনের অনুষ্ঠানে এই তিন-পায়া বিশিষ্ট ট্রাই-পডটি সব সময়ই ব্যবহার করা হয়।”

“চমৎকার,” বললো ল্যাংডন। “ম্যুরালে দেখা যাচ্ছে আমাদের জাতির জনক ১৭৯৩ সালে ক্যাপিটল বিল্ডিংয়ের কর্নারস্টোন মানে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করছেন ট্রাই-পড ব্যবহার করে, সময়টা ঠিক এগারোটা পনেরো থেকে সাড়ে বারোটার মধ্যে হবে।” একটু থেমে পুরো ক্লাসরুমটা ভালো ক'রে দেখে নিলো ল্যাংডন। “তোমাদের মধ্যে কি কেউ বলতে পারবে এই তারিখ আর সময়টার বিশেষত্ব কি?”

সবাই নীরব।

“আমি যদি বলি এই নির্দিষ্ট মুহূর্তটি বেছে নিয়েছিলেন তিনজন বিখ্যাত ম্যাসন, তাহলে কি বলবে–জর্জ ওয়াশিংটন, বেনজামিন ফ্রাঙ্কলিন আর পিয়েরে লাঁফায়ে, যিনি কিনা ডিসি'র প্রথম দিককার স্থপতি?”

নীরবতা আরো গাঢ় হয়ে উঠলো।

“কর্নারস্টোনটি ঐ তারিখে স্থাপন করার কারণ খুবই সহজ সরল, সে সময় সৌভাগ্যের *Caput Draconis* অবস্থান করছিলো কন্যা রাশিতে।”

সবাই একে অন্যের দিকে অদ্ভুতভাবে তাকালো।

“দাঁড়ান,” বললো একজন। “তার মানে...জ্যোতিষবিদ্যা?”

“ঠিক ধরেছো। অবশ্য আজকের দিনে আমরা যে জ্যোতিষবিদ্যা সম্পর্কে জানি

তারচেয়ে একেবারে ভিন্ন একধরণের জ্যোতিষবিদ্যা ।"

একজন হাত তুললো। "আপনি বলতে চাচ্ছেন আমাদের দেশের স্থপতিরা জ্যোতিষবিদ্যায় বিশ্বাস করতেন?"

দাঁত বের ক'রে হাসলো ল্যাংডন। "একদম ঠিক। আমি যদি বলি এ বিশ্বের যে কোনো শহরের চেয়ে ওয়াশিংটন ডিসি শহরের স্থাপত্যে অনেক বেশি জ্যোতিষবিদ্যার চিহ্ন আর সিম্বল রয়েছে তাহলে তুমি কি বলবে-জোডিয়াক, নক্ষত্রের তালিকা, নির্দিষ্ট জ্যোতিষবিজ্ঞানের তারিখে কর্নারস্টোন স্থাপন করা ইত্যাদি? আমাদের সংবিধান রচয়িতাদের অর্ধেকেরও বেশি ছিলো ম্যাসন, যারা বিশ্বাস করতো নক্ষত্র আর মানুষের ভাগ্যের মধ্যে আন্তসম্পর্ক রয়েছে। ঐসব মানুষ নিজেদের নতুন বিশ্ব নির্মাণের সময় স্বর্গের লে-আউট বেশ ভালোভাবেই অনুসরণ করেছিলো ।"

"*Caput Draconis* যখন তুলা রাশিতে অবস্থান করছিলো তখন ক্যাপিটলের কর্নারস্টোন স্থাপন করা হয়েছিলো-এ নিয়ে কে আর মাথা ঘামাতে যাবে? এটা কি নিছক কোনো কাকতালীয় ঘটনা হতে পারে না?"

"ক্যাপিটল হিল, হোয়াইট হাউজ আর ওয়াশিংটন মনুমেন্ট-এই তিনটি কর্নারস্টোন এমনভাবে স্থাপন করা হয়েছিলো যে তাতে ক'রে একটি ফেডারেল ট্রায়াঙ্গেলের সৃষ্টি হয়, এ ব্যাপারটা বিবেচনায় রাখলে কাকতালীয় শব্দটি খুব বেশি হয়ে যায় না? এই তিনটি স্থাপনাই ভিন্ন ভিন্ন বছরে নির্মাণ করা হয়েছিলো তবে সচেতনভাবেই সেগুলো জ্যোতিষবিদ্যার অবস্থান হিসেব ক'রে করা হয়েছে ।"

একদল বিস্ফারিত চোখের মুখোমুখি হলো ল্যাংডন। কিছু কিছু ছাত্র নোট টুকে নিতে ব্যস্ত ।

পেছন থেকে একটা হাত উঠতে দেখা গেলো। "তারা কেন এটা করলো?"

মুচকি হাসলো ল্যাংডন। "এই প্রশ্নের জবাব দিতে গেলে পুরো এক সেমিস্টার পড়াতে হবে। তোমরা যদি আগ্রহী হও তবে আমার মিস্টিসিজম কোর্সটি নিতে পারো। সত্যি করে বলতে কি, জবাবটা শোনার জন্যে তোমরা মানসিকভাবে প্রস্তুত নও ।"

"কি?" প্রশ্নকারী চিৎকার ক'রে বললো। "বলেই দেখুন না!"

জবাবটা দেবার কথা বিবেচনা করছে এমন একটা ভান ক'রে সঙ্গে সঙ্গে আবার মাথা নেড়ে বাতিল ক'রে দেবার ভঙ্গি করলো ল্যাংডন। ছাত্রদের সাথে একটু খেলতে চাইছে সে। "দুঃখিত, আমি সেটা করতে পরবো না। তোমাদের মধ্যে অনেকেই আছো যারা সদ্য ভর্তি হয়েছো। আমার আশংকা এতে ক'রে তোমাদের মাথা বিগড়ে যেতে পারে ।"

"বলুন!" সবাই চিৎকার ক'রে বললো ।

কাঁধ তুললো ল্যাংডন। "সম্ভবত তোমাদের উচিত ম্যাসন কিংবা ইস্টার্ন স্টার-এ যোগ দিয়ে এ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা ।"

"আমরা যোগ দিতে পারবো না," এক তরুণ প্রতিবাদ ক'রে বললো। "ম্যাসনরা ওরা সুপারসিক্রেট সোসাইটির মতো!"

"সুপারসিক্রেট? তাই নাকি?" ল্যাংডনের মনে পড়ে গেলো তার বন্ধু পিটার সলোমন ডান হাতে বেশ গর্বিতভাবেই ম্যাসনিক আঙটি পরে থাকে। "তাহলে ম্যাসনরা কেন ম্যাসনিক আঙটি, টাই ক্লিপ অথবা পিন পরে থাকে? ম্যাসনিক বিল্ডিংগুলো কেন প্রকাশ্যে চিহ্নিত করা থাকে? তাদের মিটিংয়ের সময়গুলো সংবাদপত্রে কেন প্রকাশ করা হয়?" হতবিহ্বল মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলো ল্যাংডন। "বন্ধুরা, ম্যাসনরা কোনো সিক্রেট সোসাইটি নয়...তারা বরং সিক্রেট ধারণ করে এরকম একটি সোসাইটি।"

"একই জিনিস," কেউ একজন নীচুস্বরে বললো।

"তাই নাকি?" পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ে দিলো ল্যাংডন। "তুমি কি কোকা-কোলাকে সিক্রেট সোসাইটি হিসেবে বিবেচনা করবে?"

"অবশ্যই করবো না," ছাত্রটি বললো।

"তাহলে তাদের কর্পোরেট অফিসে গিয়ে কোকা-কোলা বানানোর রেসিপিটা জানতে চাইলে কি হবে?"

"তারা কখনই সেটা দেবে না।"

"ঠিক বলেছো। কোকা-কোলার সুগভীর সিক্রেটটা জানতে হলে তোমাকে আগে তাদের কোম্পানিতে যোগ দিতে হবে, ওখানে কাজ করতে হবে অনেক বছর। প্রমাণ করতে হবে তুমি বিশ্বস্ত একজন, তারপর কোম্পানির শীর্ষ পদে অধিষ্ঠিত হলে সিক্রেটটা হয়তো জানতে পারবে। তখন অবশ্য সিক্রেট রক্ষা করার জন্যে তোমাকে শপথও নিতে হবে।"

"তাহলে আপনি বলতে চাচ্ছেন ফ্রম্যাসনারি কোনো কর্পোরেশনের মতোই?"

"তাদের অতিগোপন স্তর আর সিক্রেট রক্ষা করার ব্যাপারে তাদের দৃঢ়তার কথা বলতে গেলে সেরকম কিছুই মনে হয়।"

"আমার এক চাচা ম্যাসন," এক তরুণী আলোচনায় যোগ দিলো। "আমার চাচি ব্যাপারটাকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করে কারণ চাচা এ সম্পর্কে তাকে কোনো কিছুই বলে না। চাচির মতে ম্যাসনারি হলো এক ধরণের অদ্ভুত ধর্মের মতো।"

"এটি বহুল প্রচলিত ভুল ধারণা।"

"তাহলে এটা কোনো ধর্ম নয়?"

"এটাকে লিটমাস দিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখো," বললো৷ ল্যাংডন। "এখানে যারা আছে তাদের মধ্যে কে প্রফেসর উইদারস্পুনের রিলিজিয়ন কোর্স নিয়েছো?"

বেশ কয়েকটি হাত উঠে গেলো।

"বেশ ভালো। তাহলে আমাকে বলো কোন্ তিনটি বৈশিষ্টের কারণে কোনো আদর্শকে ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়?"

"এ বি সি," এক তরুণী এগিয়ে এলো। "অ্যাশিউর, বিলিভ এবং কনভার্ট, মানে নিশ্চয়তা, বিশ্বাস আর ধর্মান্তর।"

"একদম ঠিক," ল্যাংডন বললো। "ধর্ম আত্মার মোক্ষলাভের নিশ্চয়তা দেয়; নির্দিষ্ট

ধর্মতত্ত্বে বিশ্বাস করে; আর অবিশ্বাসীদের ধর্মান্তরিত করে থাকে।" একটু থামলো সে। "ম্যাসনদের কথা বলতে গেলে এই তিনটির মধ্যে একটি বিষয়ও তাদের নেই। এক্ষেত্রে তারা শূন্য পাবে। আত্মার মোক্ষ লাভের জন্যে ম্যাসনরা কোনো নিশ্চয়তা দেয় না; তাদের কোনো ধর্মতত্ত্বও নেই; আর তারা কাউকে ধর্মান্তরিত করে না। বরং ম্যাসনিক সমাবেশে কোনো রকম ধর্মীয় আলাপ আলোচনা একেবারেই নিষিদ্ধ।"

"তাহলে...ম্যাসনরা ধর্মবিরোধী?"

"বরং উল্টোটা। একজন ম্যাসন হবার প্রথম শর্তই হলো সর্বোচ্চ শক্তিতে বিশ্বাস থাকা। তবে ম্যাসনিক আধ্যাত্মিকতা আর প্রচলিত ধর্মের মধ্যে পার্থক্য হলো ম্যাসনরা সর্বোচ্চ শক্তিকে নির্দিষ্ট সংজ্ঞায় বন্দী করে না, তার উপর কোনো নামও আরোপ করে না। প্রতিষ্ঠিত ধর্ম যেখানে গড, আল্লাহ্, জিশু অথবা বুদ্ধ নামে সর্বোচ্চ শক্তিকে সংজ্ঞায়িত করে সেখানে ম্যাসনরা স্রেফ অনন্য সত্তা কিংবা মহাবিশ্বের মহান স্থপতি হিসেবে উল্লেখ করে থাকে। এরফলে ম্যাসনদের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মের লোকজনের সমাবেশ ঘটে।"

"কথা শুনে খুব সেকেলে ব'লে মনে হচ্ছে," কেউ একজন বললো।

"কিংবা একেবারেই মুক্তমনা?" পাল্টা বললো ল্যাংডন। "বর্তমান এ যুগে যখন বিভিন্ন ধর্ম কার ঈশ্বর কতো ভালো এ নিয়ে একে অন্যেকে হত্যা-খুন ক'রে যাচ্ছে তখন কেউ কেউ ম্যাসনারি ঐতিহ্যকে মুক্ত ও সহনশীল বলে প্রশংসা করতেই পারে।" ল্যাংডন মঞ্চে পায়চারি করতে শুরু ক'রে দিলো। "তারচেয়েও বড় কথা সব জাতি, বর্ণ আর ধর্মের লোকদের জন্যে ম্যাসনারিদের দরজা উন্মুক্ত, তারা এমন একটি আধ্যাত্মিক গোষ্ঠী যারা কোনো রকম ভেদাভেদ কিংবা অবিচার করে না।"

"কোনো রকম ভেদাভেদ করে না?" ইউনিভার্সিটির নারী সংগঠনের এক তরুণী সদস্য উঠে দাঁড়ালো। "কতোজন নারীকে ম্যাসন হবার অনুমতি দেয়া হয়, প্রফেসর ল্যাংডন?"

হাত তুলে আত্মসমর্পনের ভঙ্গি করলো সে। "ভালো কথা বলেছো। ফ্ম্যাসনারিদের শেকড় ঐতিহ্যগতভাবেই ইউরোপের স্টোন ম্যাসন্স গিল্ডে প্রোথিত, আর সেজন্যেই এটি পুরুষদের একটি সংগঠন। কয়েকশ' বছর আগে, অনেকের মতে ১৭০৩ সালে ইস্টার্ন স্টার নামে মহিলা শাখার গোড়াপত্তন করা হয়। তাদের সদস্য সংখ্য এক মিলিয়নেরও বেশি।"

"তারপরও," মেয়েটি বললো, "ম্যাসনারি এমন একটি শক্তিশালী সংগঠন যেখানে নারীদেরকে বাইরে রাখা হয়।"

ল্যাংডন অবশ্য নিশ্চিত নয় ম্যাসনরা আসলে কতোটা শক্তিশালী, তবে এ নিয়ে আর কিছু না বলাই শ্রেয় মনে করলো সে। আধুনিক ম্যাসনদের নিয়ে যে ধারণা তা শুরু হয় এভাবে নিরীহ বৃদ্ধদের একটি সংগঠন যারা ছদ্মবেশে থাকতে খুব পছন্দ করে...কিংবা ক্ষমতালোভী একদল লোক যারা এ পৃথিবী শাসন ক'রে থাকে। সন্দেহ নেই, সত্যটা এ দুয়ের মাঝখানেই নিহিত আছে।

“প্রফেসর ল্যাংডন,” পেছনের সিট থেকে কোকড়ানো চুলের এক মেয়ে বললো, “ম্যাসনারি যদি কোনো সিক্রেট সোসাইটি, কর্পোরেশন কিংবা ধর্ম না হয়ে থাকে তাহলে তারা আসলে কি?”

“উমমম, এই প্রশ্নটি যদি কোনো ম্যাসনকে করতে তবে সে হয়তো এ কথাগুলো বলতো : ম্যাসনারি হলো ধাঁধার আড়ালে এবং সিম্বলের অলঙ্করণে থাকা নৈতিকতার একটি সিস্টেম।”

“কথাটা শুনে কোনো ‘উদ্ভট কাল্ট’ বলেই মনে হচ্ছে।”

“তুমি বললে উদ্ভট?”

“আলবৎ!” দৃঢ়তার সাথে দাঁড়িয়ে বললো ছেলেটি। “ওরা গোপন সব বিল্ডিংয়ে বসে কি করে না করে তা আমি শুনেছি! মোমবাতি জ্বালিয়ে কফিন আর ফাঁসির দড়ি নিয়ে নরকঙ্কালের মুণ্ডুর মধ্যে রাখা মদ পান ক'রে কীসব আজব আচার-অনুষ্ঠান পালন করে তারা। এটা তো উদ্ভটই!”

পুরো ক্লাসরুমটা আরেকবার দেখে নিলো ল্যাংডন। “এসব জিনিস কি আর কারো কাছে উদ্ভট ব'লে মনে হয়?”

“হ্যা!” তারা সবাই একসাথে বলে উঠলো।

ল্যাংডন হাল্কা ক'রে দীর্ঘশ্বাস ফেলার ভান করলো। “খুব খারাপ কথা। এটা যদি তোমাদের কাছে উদ্ভট ব'লে মনে হয় তাহলে আমার মনে হয় না তোমরা আমার কাল্টে কখনও যোগ দিতে চাইবে।”

পুরো ঘরে নীরবতা নেমে এলো। নারী সংগঠনের মেয়েটিকে অস্বস্তি বোধ করতে দেখা যাচ্ছে এখন। “আপনি একটা কাল্টে আছেন?”

ল্যাংডন মাথা নেড়ে সায় দিয়ে ষড়যন্ত্রকারীদের মতো ফিসফিস ক'রে বললো, “প্যাগানদের সূর্যদেবতা রা-এর দিবসে আমি প্রাচীনকালের অত্যাচার করার একটি হাতিয়ারের সামনে হাটু গেঁড়ে বসে রক্ত আর মাংসের প্রতীকধর্মী আচার পালন করি।”

ক্লাসের সবাই ভড়কে গেলো যেনো।

কাঁধ তুললো ল্যাংডন। “তোমাদের মধ্যে কেউ যদি আমার সাথে যোগ দিতে চাও তবে রোববারে হারভার্ডের চ্যাপেলে চলে এসো, ক্রুশের সামনে হাটু গেঁড়ে হলি কমিউনিয়ন গ্রহণ করতে।”

তারপরও সবাই চুপ মেরে থাকলো।

ভুরু কুচকালো ল্যাংডন। “নিজেদের মনকে একটু মুক্ত করো, বন্ধুরা। আমরা যা বুঝি না তা ভয় করি।”

ক্যাপিটলের করিডোরে থাকা ঘড়িটা ঢং ঢং করে বাজতে শুরু করলো।

সাতটা বাজে।

রবার্ট ল্যাংডন এখন দৌড়াচ্ছে। করিডোরের সাথে সংযোগ আছে এরকম একটি ঘর পেরিয়ে ন্যাশনাল স্ট্যাচুয়ারি হলের প্রবেশপথটি খুঁজে পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে পা বাড়ালো সেদিকে।

দরজার কাছে এসে একটু থেমে গভীর ক'রে নিঃশ্বাস নিয়ে জ্যাকেটের বোতামগুলো লাগিয়ে নিলো সে। চূড়ান্ত ঘণ্টাটি বাজার সাথে সাথেই প্রবেশ করলো হলের ভেতর।

শোটাইম।

স্ট্যাচুয়ারি হলে ঢুকেই চোখ তুলে তাকিয়ে মুখে আন্তরিক হাসি এঁটে দিতেই মুহূর্তেই রবার্ট ল্যাংডনের সেই হাসি উবে গেলো। আর বেশি এগোতে পারলো না, জমে গেলো বরফের মতো।

নির্ঘাত বিশাল কোনো সমস্যা হয়েছে।

অধ্যায় ৭

বৃষ্টির মধ্যে ক্যাথারিন সলোমন পার্কিং লটটা দ্রুত অতিক্রম করলো, তার কাছে মনে হলো জিন্স আর একটার কাশ্মিরি সোয়েটার পরে থাকলে ভালো হোতো। ভবনের প্রধান প্রবেশদ্বারের কাছে যেতেই আরো জোরে শোনা যেতে লাগলো বাতাস বিশুদ্ধকরণের বিশাল যন্ত্রটির গর্জন। তবে সেই শব্দ তার কানে খুব একটা পৌছাতে পারছে না, কারণ এইমাত্র যে ফোন কলটি সে রিসিভ করেছে তার রিং টোনটা এখনও কানে বাজছে।

আপনার ভাই বিশ্বাস করে ওটা ডিসি'তেই লুকানো আছে...ওটা খুঁজে বের করা যাবে।

ক্যাথারিনের কাছে আইডিয়াটা প্রায় অসম্ভব বলেই মনে হচ্ছে। সে এবং কলারকে আরো অনেক আলাপ আলোচনা করতে হবে, ঠিক করেছে আজ রাতেই এ নিয়ে কথা বলবে তারা।

প্রধান দরজার সামনে আসতেই সেই পরিচিত উত্তেজনাটি আবারো টের পেলো, বিশাল এই ভবনে ঢোকার সময় প্রত্যেকবারই এটা ঘটে থাকে। *কেউ জানে না এই জায়গাটিই সেই জায়গা।*

দরজার সাইন বলছে :

স্মিথসোনিয়ান মিউজিয়াম
সাপোর্ট সেন্টার
(এসএমএসসি)

ন্যাশনাল মলে অবস্থিত এক ডজনের মতো জাদুঘর থাকা সত্ত্বেও স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিউশনের সংগ্রহ এতোটাই বিশাল যে কেবলমাত্র ২ শতাংশ নিদর্শন বস্তুই এক সাথে প্রদর্শন করা সম্ভব, আর বাকি ৯৮ শতাংশ সংগ্রহ জাদুঘরের কোথাও স্টোর করা হয়। আর সেই কোথাও জায়গাটি হলো...এখানে।

অবাক হবার কিছু নেই যে এই ভবনটি অসম্ভব বৈচিত্র্যপূর্ণ শিল্পকর্মের আবাস–বিশালাকৃতির বুদ্ধ মূর্তি, হাতে লেখা কোডিস, নিউ গিনির বিষাক্ত তীর, জুয়েল বসানো চাকু প্রভৃতি রয়েছে এখানে। ভবনটির প্রাকৃতিক সম্পদও সেরকম অসাধারণ– প্রস্তর যুগের কঙ্কাল, অমূল্য উল্কাপিণ্ডের সংগ্রহ, দানবাকৃতির একটি স্কুইড, এমনকি টেডি রুজভেল্ট কর্তৃক আফ্রিকা থেকে আনা কতোগুলো হাতির কঙ্কাল।

কিন্তু এসবের জন্যে স্মিথসোনিয়ানের সেক্রেটারি পিটার সলোমন তিন বছর আগে

তার বোনকে এসএমএসসি'তে নিয়ে আসে নি। অসাধারণ বৈজ্ঞানিক মেধার জন্যে নয় বরং নতুন কিছু উদ্ভাবনের জন্যেই নিজের বোনকে এখানে নিয়ে এসেছে সে। আর ক্যাথারিন ঠিক সেই কাজটিই ক'রে যাচ্ছে অক্লান্ত পরিশ্রমে।

ভবনের বহু ভেতরে, অন্ধকার কোনো এক কোণে ছোট্ট একটি ল্যারেটরি আছে, এরকম ল্যাবরেটরি বিশ্বে দ্বিতীয়টি নেই। এখানে সাম্প্রতিক সময় ক্যাথারিন যেসব নোয়েটিক সায়েন্সের আবিষ্কার করেছে সেটা বিজ্ঞানের সবগুলো ক্ষেত্রের উপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে–*পদার্থ বিজ্ঞান থেকে ইতিহাস, দর্শন, ধর্ম খুব জলদিই বদলে যাবে,* ভাবলো ক্যাথারিন।

লবিতে ক্যাথারিনকে ঢুকতে দেখেই ফ্রন্ট ডেস্কের গার্ড দ্রুত নিজের রেডিওটা লুকিয়ে কান থেকে ইয়ারফোনটা খুলে ফেললো। "মিস্ সলোমন!" দাঁত বের ক'রে হেসে বললো সে।

"রেডস্কিন?"

গার্ডের চেহারা আরক্তিম হয়ে গেলো। অপরাধীর মতো গাল চুলকালো সে। "খেলা শুরু হবার আগের অনুষ্ঠান শুনছিলাম।"

মুচকি হাসলো ক্যাথারিন। "আমি কাউকে বলবো না।" মেটাল ডিটেক্টরের কাছে গিয়ে নিজের পকেট খালি করে ফেললো। স্বর্ণের ঘড়িটা খোলার সময় সেই পরিচিত বিষন্নতাটি টের পেলো আবারো। ক্যাথারিনের আঠারোতম জন্মদিনে তার মা এই ঘড়িটা উপহার দিয়েছিলো। আজ দশ বছর হলো তার মা মারা গেছে...ক্যাথারিনের কোলে মাথা রেখে ভয়ঙ্করভাবে মারা গিয়েছিলেন তিনি।

"তো মিস্ সলোমন?" ফিসফিস ক'রে গার্ড ঠাট্টাচ্ছলে বললো। "আপনি ওখানে কি কাজ করছেন সেটা কি কাউকে কখনও বলবেন?"

মুখ তুলে তাকালো সে। "কোনো এক দিন বলবো, কাইল। আজ রাতে নয়।"

"আ-হা," আরেকটু চাপচাপি করলো সে। "গোপন একটি ল্যাবে...গোপন এক যাদুঘরে? নিশ্চয় ফাটাফাটি কিছু করছেন।"

ফাটাফাটির চেয়েও অনেক অনেক বেশি সেটা, নিজের জিনিসগুলো নিতে নিতে ক্যাথারিন মনে মনে বললো। সত্যটা হলো ক্যাথারিন এমন অগ্রসর বিজ্ঞান নিয়ে কাজ করছে যাকে এখন এমনকি বিজ্ঞানের সাথে তুলনা করাও যাবে না।

অধ্যায় ৮

রবার্ট ল্যাংডন ন্যাশনাল স্ট্যাচুয়ারি হলের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তার সামনের হতবিহ্বল করা দৃশ্যটি দেখতে লাগলো। তার যে রকম স্মরণে ছিলো ঘরটা দেখতে ঠিক সেরকমই আছে–গৃক অ্যাম্ফিথিয়েটারের আদলে একবারে নিঁখুত অর্ধবৃত্তাকার একটি হল। অভিজাত খিলানযুক্ত স্যান্ডস্টোনের দেয়াল আর ইটালিয়ান প্লাস্টারের মাঝে মাঝে নক্সা করা কলাম, তাতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এ দেশের স্ট্যাচুয়ারি সংগ্রহসমূহ–আটত্রিশজন মহান আমেরিকানের প্রমাণ সাইজের স্ট্যাচু সাদা-কালো মার্বেল টাইল্সের ফ্লোরে অর্ধবৃত্তাকারভাবে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

একবার এখানে ল্যাংডন লেকচার দিয়েছিলো, তখন যেমনটি দেখেছিলো এখনও ঠিক তাই আছে।

কেবল একটি জিনিস বাদে।

আজ রাতে পুরো হল রুমটি ফাঁকা।

কোনো চেয়ার নেই। নেই কোনো শ্রোতা। পিটার সলোমনকেও দেখা যাচ্ছে না। কেবল হাতে গোনা কিছু পর্যটক লক্ষ্যহীনভাবে ঘোরাঘুরি করছে, ল্যাংডনের মহা সমারোহে প্রবেশের ব্যাপারটি খেয়ালই করে নি তারা। *পিটার কি রটুন্ডার কথা বলেছিলো?* দক্ষিণ দিকের করিডোরে গিয়ে রটুন্ডার দিকে তাকালে সেখানেও শুধুমাত্র পর্যটকদেরই দেখতে পেলো সে।

ঘড়ির ঘণ্টা বাজার শব্দটা মিঁইয়ে গেলো। ল্যাংডন এখন অফিশিয়ালিই দেরি করে ফেলেছে।

দ্রুত হলে ফিরে এসে একজন ডোসেন্টকে খুঁজে পেলো সে। "ক্ষমা করবেন, স্মিথসোনিয়ানের অনুষ্ঠানটি কোথায় হবে?"

একটু ইতস্তত করলো ডোসেন্ট। "আমি ঠিক বলতে পারছি না, স্যার। সেটা কখন হবার কথা?"

"এখন!"

লোকটা মাথা ঝাঁকালো। "আজ রাতে স্মিসোনিয়ানের কোনো অনুষ্ঠানের কথা তো আমার জানা নেই–এখানে যে হচ্ছে না সেটা নিশ্চিত।"

খুবই অবাক হলো ল্যাংডন, সঙ্গে সঙ্গে হলের মাঝখানে গিয়ে পুরো জায়গাটি ভালো ক'রে দেখে নিলো আরেকবার। সলোমন কি তার সাথে ঠাট্টা করেছে নাকি? এ কথা ল্যাংডন কল্পনাও করতে পারছে না। সেলফোনটা পকেট থেকে বের করে পিটারের নাম্বারে ডায়াল করলো সে।

বিশাল এই ভবনের ভেতর থাকার কারণে নেটওয়ার্ক খুঁজে পেতে বেগ পেলেও কিছুক্ষণ পর রিং হতে শুরু করলো।

সুপরিচিত দক্ষিণের বাচনভঙ্গীটি শোনা গেলো অপরপ্রান্ত থেকে। "পিটার সলোমনের অফিস থেকে আমি অ্যান্থনি বলছি। আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি?"

"অ্যান্থনি!" হাফ ছেড়ে যেনো বাঁচলো ল্যাংডন। "আপনি যে এখনও অফিসে আছেন সেজন্যে আমি খুব খুশি। আমি রবার্ট ল্যাংডন বলছি। লেকচার নিয়ে মনে হয় একটা ভুলবোঝাবুঝি তৈরি হয়েছে। আমি এখন স্ট্যাচুয়ারি হলে দাঁড়িয়ে আছি। কিন্তু এখানে তো কেউ নেই। লেকচারটি কি অন্য কোথাও হবে?"

"আমার মনে হয় না অন্য কোথাও হবে, স্যার। আমাকে একটু চেক ক'রে দেখতে দিন।" পিটারের অ্যাসিসটেন্ট একটু থামলো। "আপনি কি মিঃ সলোমনকে সরাসরি ফোন ক'রে এটা জেনে নিয়েছিলেন?"

দ্বিধায় পড়ে গেলো ল্যাংডন। "না, আমি আপনার কাছ থেকেই সেটা জেনেছি, অ্যান্থনি। আজ সকালেই!"

"হ্যা, আমার সেটা মনে আছে।" লাইনে আবারো নীরবতা নেমে এলো। "আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে না আপনি একটু বেখেয়ালি আচরণ করে ফেলেছেন, প্রফেসর?"

ল্যাংডন এবার পুরোপুরি সতর্ক হয়ে উঠলো। "কি বললেন?"

"ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখুন..." লোকটি বললো। "আপনি একটি ফ্যাক্স পেলেন, তাতে বলা হলো একটা নাম্বারে ফোন করতে, আপনি তাই করলেন। একজন অপরিচিত লোকের সাথে কথা বললেন, যে নিজেকে পিটার সলোমনের অ্যাসিসটেন্ট হিসেবে নিজেকে পরিচয় দিলো। তারপর একটা প্রাইভেট জেট প্লেনে উঠে বসলেন ওয়াশিংটনের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেবার জন্যে। সেখানে নেমে অপেক্ষারত একটি গাড়িতে চেপে বসলেন। তাই না?"

ল্যাংডন টের পেলো তার সারা শরীর জুড়ে এক ধরণের শীতল প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। "আরে এসব হচ্ছে কি? পিটার কোথায়?"

"বলতে বাধ্য হচ্ছি, স্যার, পিটার সলোমন জানেনই না আজকে আপনি ওয়াশিংটনে আছেন।" লোকটার কণ্ঠ থেকে দক্ষিণের টান তিরোহিত হয়ে গেলো এবার, সে জায়গায় অনেকটা নম্র আর মধুর ফিসফিসানি দখল করলো। "মিঃ ল্যাংডন, আপনি এখানে এসেছেন তার কারণ আমি চেয়েছি আপনি এখানে আসুন।"

অধ্যায় ৮

রবার্ট ল্যাংডন ন্যাশনাল স্ট্যাচুয়ারি হলের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তার সামনের হতবিহ্বল করা দৃশ্যটি দেখতে লাগলো। তার যে রকম স্মরণে ছিলো ঘরটা দেখতে ঠিক সেরকমই আছে–গৃক অ্যাম্ফিথিয়েটারের আদলে একবারে নিঁখুত অর্ধবৃত্তাকার একটি হল। অভিজাত খিলানযুক্ত স্যান্ডস্টোনের দেয়াল আর ইটালিয়ান প্লাস্টারের মাঝে মাঝে নক্সা করা কলাম, তাতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এ দেশের স্ট্যাচুয়ারি সংগ্রহসমূহ–আটত্রিশজন মহান আমেরিকানের প্রমাণ সাইজের স্ট্যাচু সাদা-কালো মার্বেল টাইল্‌সের ফ্লোরে অর্ধবৃত্তাকারভাবে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

একবার এখানে ল্যাংডন লেকচার দিয়েছিলো, তখন যেমনটি দেখেছিলো এখনও ঠিক তাই আছে।

কেবল একটি জিনিস বাদে।

আজ রাতে পুরো হল রুমটি ফাঁকা।

কোনো চেয়ার নেই। নেই কোনো শ্রোতা। পিটার সলোমনকেও দেখা যাচ্ছে না। কেবল হাতে গোনা কিছু পর্যটক লক্ষ্যহীনভাবে ঘোরাঘুরি করছে, ল্যাংডনের মহা সমারোহে প্রবেশের ব্যাপারটি খেয়ালই করে নি তারা। *পিটার কি রটুন্ডার কথা বলেছিলো?* দক্ষিণ দিকের করিডোরে গিয়ে রটুন্ডার দিকে তাকালে সেখানেও শুধুমাত্র পর্যটকদেরই দেখতে পেলো সে।

ঘড়ির ঘণ্টা বাজার শব্দটা মিঁইয়ে গেলো। ল্যাংডন এখন অফিশিয়ালিই দেরি করে ফেলেছে।

দ্রুত হলে ফিরে এসে একজন ডোসেন্টকে খুঁজে পেলো সে। "ক্ষমা করবেন, স্মিথসোনিয়ানের অনুষ্ঠানটি কোথায় হবে?"

একটু ইতস্তত করলো ডোসেন্ট। "আমি ঠিক বলতে পারছি না, স্যার। সেটা কখন হবার কথা?"

"এখন!"

লোকটা মাথা ঝাঁকালো। "আজ রাতে স্মিসোনিয়ানের কোনো অনুষ্ঠানের কথা তো আমার জানা নেই–এখানে যে হচ্ছে না সেটা নিশ্চিত।"

খুবই অবাক হলো ল্যাংডন, সঙ্গে সঙ্গে হলের মাঝখানে গিয়ে পুরো জায়গাটি ভালো ক'রে দেখে নিলো আরেকবার। সলোমন কি তার সাথে ঠাট্টা করেছে নাকি? এ কথা ল্যাংডন কল্পনাও করতে পারছে না। সেলফোনটা পকেট থেকে বের করে পিটারের নাম্বারে ডায়াল করলো সে।

বিশাল এই ভবনের ভেতর থাকার কারণে নেটওয়ার্ক খুঁজে পেতে বেগ পেলেও কিছুক্ষণ পর রিং হতে শুরু করলো।

সুপরিচিত দক্ষিণের বাচনভঙ্গীটি শোনা গেলো অপরপ্রান্ত থেকে। "পিটার সলোমনের অফিস থেকে আমি অ্যান্থনি বলছি। আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি?"

"অ্যান্থনি!" হাফ ছেড়ে যেনো বাঁচলো ল্যাংডন। "আপনি যে এখনও অফিসে আছেন সেজন্যে আমি খুব খুশি। আমি রবার্ট ল্যাংডন বলছি। লেকচার নিয়ে মনে হয় একটা ভুলবোঝাবুঝি তৈরি হয়েছে। আমি এখন স্ট্যাচুয়ারি হলে দাঁড়িয়ে আছি। কিন্তু এখানে তো কেউ নেই। লেকচারটি কি অন্য কোথাও হবে?"

"আমার মনে হয় না অন্য কোথাও হবে, স্যার। আমাকে একটু চেক ক'রে দেখতে দিন।" পিটারের অ্যাসিসটেন্ট একটু থামলো। "আপনি কি মিঃ সলোমনকে সরাসরি ফোন ক'রে এটা জেনে নিয়েছিলেন?"

দ্বিধায় পড়ে গেলো ল্যাংডন। "না, আমি আপনার কাছ থেকেই সেটা জেনেছি, অ্যান্থনি। আজ সকালেই!"

"হ্যা, আমার সেটা মনে আছে।" লাইনে আবারো নীরবতা নেমে এলো। "আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে না আপনি একটু বেখেয়ালি আচরণ করে ফেলেছেন, প্রফেসর?"

ল্যাংডন এবার পুরোপুরি সতর্ক হয়ে উঠলো। "কি বললেন?"

"ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখুন..." লোকটি বললো। "আপনি একটি ফ্যাক্স পেলেন, তাতে বলা হলো একটা নাম্বারে ফোন করতে, আপনি তাই করলেন। একজন অপরিচিত লোকের সাথে কথা বললেন, যে নিজেকে পিটার সলোমনের অ্যাসিসটেন্ট হিসেবে নিজেকে পরিচয় দিলো। তারপর একটা প্রাইভেট জেট প্লেনে উঠে বসলেন ওয়াশিংটনের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেবার জন্যে। সেখানে নেমে অপেক্ষারত একটি গাড়িতে চেপে বসলেন। তাই না?"

ল্যাংডন টের পেলো তার সারা শরীর জুড়ে এক ধরণের শীতল প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। "আরে এসব হচ্ছে কি? পিটার কোথায়?"

"বলতে বাধ্য হচ্ছি, স্যার, পিটার সলোমন জানেনই না আজকে আপনি ওয়াশিংটনে আছেন।" লোকটার কণ্ঠ থেকে দক্ষিণের টান তিরোহিত হয়ে গেলো এবার, সে জায়গায় অনেকটা নম্র আর মধুর ফিসফিসানি দখল করলো। "মিঃ ল্যাংডন, আপনি এখানে এসেছেন তার কারণ আমি চেয়েছি আপনি এখানে আসুন।"

অধ্যায় ৯

স্ট্যাচুয়ারি হলের ভেতর রবার্ট ল্যাংডন কানে সেলফোনটা চেপে রেখে বৃত্তাকারে পায়চারি করতে লাগলো। "আপনি আসলে কে?"

লোকটা বেশ শান্ত আর মসৃণভাবে ফিসফিসিয়ে জবাব দিলো। "ভয় পাবেন না, প্রফেসর। আপনাকে এখানে ডেকে আনার পেছনে একটা কারণ রয়েছে।"

"ডেকে আনা?" নিজেকে খাঁচায় বন্দী প্রাণী ব'লে মনে হলো ল্যাংডনের। "অপহরণ করার চেষ্টা!"

"একদমই না।" লোকটার কণ্ঠ অদ্ভুত রকমেরই শান্ত। "আমি যদি আপনার কোনো ক্ষতি করার চেষ্টা করতাম তবে টাউন কারের ভেতরেই আপনি খুন হয়ে যেতেন।" কথাটা বলে একটু বিরতি দিলো সে। "আমার উদ্দেশ্য একেবারেই মহৎ, সেটা আপনাকে আশ্বস্ত ক'রে বলতে পারি। আমি কেবল আপনাকে একটা আমন্ত্রণ দিতে চাই।"

ধন্যবাদ, লাগবে না। বিগত কয়েক বছরে ইউরোপে তার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে ক'রে ল্যাংডন জানে তার এই অযাচিত খ্যাতি অনেক আজেবাজে কাজে তাকে জড়িয়ে ফেলেছে। আর আজকেরটা তো রীতিমতো বিপজ্জনক কিছু বলেই মনে হচ্ছে এখন। "দেখুন আমি জানি না এসব কী হচ্ছে, তবে আমি ফোন রেখে–"

"অবিবেচকের পরিচয় দেবেন," বললো লোকটি। "আপনি যদি পিটার সলোমনকে রক্ষা করতে চান তো আপনার হাতে খুব কম সুযোগই রয়েছে।"

অনেকটা আৎকে উঠলো ল্যাংডন। "আপনি কি বললেন?"

"আমি নিশ্চিত আপনি আমার কথাটা ভালো করেই শুনেছেন।"

এই লোকটি যেভাবে পিটারের নামটি উচ্চারণ করলো তাতে ক'রে ল্যাংডনের ভয় একটু কমে এলো। "পিটারের ব্যাপারে আপনি কি জানেন?"

"এই মুহূর্তে আমি তার সুগভীর সিক্রেটগুলো জেনে গেছি। মিঃ সলোমন আমার অতিথি, আর বলতে পারেন অতিথির সেবা করার ব্যাপারে আমি বেশ ভালো।"

এটা হতে পারে না। "পিটার আপনার কাছে নেই।"

"আমি তার প্রাইভেট সেলফোন থেকে আপনার সাথে কথা বলছি। এটা আপনাকে বিশ্বাস করতে সাহায্য করবে।"

"আমি এক্ষুণি পুলিশকে খবর দিচ্ছি।"

"তার কোনো দরকার নেই," বললো লোকটি। "তারা কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনার সাথে যোগ দেবে।"

এই উন্মাদ এসব কী বলছে? ল্যাংডনের কণ্ঠটা শক্ত হয়ে এলো। "আপনার কাছে

যদি পিটার থেকে থাকে তো তাকে ফোনটা দিন। এক্ষুণি!"

"সেটা তো অসম্ভব। মিঃ সলোমন খারাপ একটি জায়গায় ফাঁদে পড়ে আছেন।" লোকটা একটু থামলো। "তিনি আরাফে আছেন।"

"*কোথায়?*" ল্যাংডন বুঝতে পারলো সে তার সেলফোনটা এতো শক্ত করে ধরে রেখেছে যে, তার হাতের আঙুলগুলো প্রায় অবশ হতে চলেছে।

"আরাফ? হার্মিস্টাগান? যেখানে দান্তে তার *ইনফার্নো*'র অসাধারণ দ্বিতীয় ক্যান্টিকেলটি তাৎক্ষণিকভাবে নিবেদন করেছিলেন?"

লোকটির কাছ থেকে ধর্মীয় এবং সাহিত্যিক রেফারেন্সগুলো শুনে ল্যাংডনের ধারণাটি আরো বেশি বদ্ধমূল হলো যে, লোকটি উন্মাদ। *দ্বিতীয় ক্যান্টিকেল।* ল্যাংডন সেটা ভালো করেই জানে; দান্তে না পড়ে কেউ ফিলিপ এক্সিটারের অ্যাকাডেমি থেকে পালাতে পারে না। "আপনি বলতে চাচ্ছেন আপনার ধারণা পিটার সলোমন...প্রায়শ্চিত্তে আছেন?"

"আপনারা খৃস্টানরা এ রকম কঠিন আর রুঢ় শব্দই ব্যবহার করেন। তবে হ্যা। মিঃ সলোমন সেরকম কিছুতেই আছেন।"

লোকটির কথা ল্যাংডনের কানে বার বার বাজতে লাগলো। "আপনি কি বলতে চাচ্ছেন পিটার...মারা গেছে?"

"না, ঠিক তা বলছি না।"

"ঠিক তা নয়?!" চিৎকার ক'রে বললো ল্যাংডন। তার কণ্ঠ হলের ভেতর প্রতিধ্বণিত হলে এক পর্যটক পরিবার তার দিকে ঘুরে তাকাতেই কণ্ঠটা নামিয়ে আনলো সে। "মৃত্যু হলো all-or-nothing thing! "

"আপনি আমাকে অবাক করলেন, প্রফেসর। আশা করেছিলাম মৃত্যু এবং জীবনের যে রহস্য সেটা আপনি আরো ভালো ক'রে বুঝতে পারবেন। এ দুয়ের মাঝে একটি জগত রয়েছে–এ মুহূর্তে সেরকম জগতেই পিটার সলোমন ঘুরে বেড়াচ্ছেন। হয় তিনি আপনাদের জগতে ফিরে আসবেন নয়তো পরকালে চলে যাবেন...সেটা নির্ভর করছে আপনি এখন কি করবেন তার উপর।"

ব্যাপারটা হজম করার চেষ্টা করলো ল্যাংডন। "আমার কাছ থেকে কি চাচ্ছেন আপনি?"

"এটা খুব সহজ। আপনাকে খুব প্রাচীন কিছুতে প্রবেশ করতে দেয়া হয়েছে। আর আজ রাতে আপনি আমাদের সাথে সেটা শেয়ার করবেন।"

"আপনি কি বলছেন তার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"বুঝতে পারছেন না? যে কতোগুলো প্রাচীন সিক্রেট বিশ্বাস করে আপনার হাতে অর্পণ করা হয়েছে সেগুলো না বোঝার ভান করছেন?"

আচমকাই ল্যাংডনের মধ্যে এক ধরণের চুপসে যাওয়া অনুভূতির সৃষ্টি হলো। এবার বুঝতে পারছে কিসের কথা বলছে লোকটি। *কতোগুলো প্রাচীন সিক্রেট।* কয়েক বছর আগে প্যারিসে ঘটে যাওয়া ঘটনাটি নিয়ে সে কারো কাছেই মুখ খুলে নি, তবে হলি গ্রেইল

অন্বেষণকারী ক্ষ্যাপাটেরা মিডিয়ার কভারেজ দেখে এটা বিশ্বাস করতে শুরু করেছে যে, ল্যাংডন এখন হলি গ্রেইলের সিক্রেটটার ব্যাপারে মহামূল্যবান তথ্যটি জানে–সম্ভবত ওটার অবস্থানও।"

"দেখুন," বললো ল্যাংডন, "আপনি যদি হলি গ্রেইলের কথা বলে থাকেন তো আমি জোর দিয়ে বলবো সে ব্যাপারে আমি খুব বেশি কিছু–"

"আমার বুদ্ধিবৃত্তিকে অপমান করবেন না, মিঃ ল্যাংডন," কথার মাঝখানে বলে উঠলো লোকটি। "ঐসব ফালতু হলি গ্রেইলের ব্যাপারে আমার কোনো আগ্রহ নেই। কার ইতিহাস সঠিক আর কারটা বেঠিক সেটা নিয়েও আমার কোনো মাথা ব্যথা নেই। ঐসব প্রশ্নের জবাব কেবলমাত্র মৃত্যুর মধ্য দিয়েই দেয়া যায়।"

কথাটা শুনে ল্যাংডন আবারো দ্বিধায় পড়ে গেলো। "তাহলে কিসের কথা বলছেন আপনি?"

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলো লোকটি। "আপনি তো ভালো করেই জানেন, এই শহরে একটি প্রাচীন প্রবেশদ্বার রয়েছে।"

"প্রাচীন প্রবেশদ্বার?"

"আজ রাতে প্রফেসর, আমার জন্যে সেটার তালা খুলে দেবেন। আমি যে আপনার সাথে যোগাযোগ করেছি সেজন্যে নিজেকে সম্মানিত ভাববেন–এটা আপনার আজীবনের লালায়িত স্বপ্নতুল্য একটি আমন্ত্রণ। কেবল আপনাকেই বেছে নেয়া হয়েছে।"

আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। "আমি দুঃখিত, আপনার বেছে নেয়াটা ভুল হয়েছে," বললো ল্যাংডন। "প্রাচীন প্রবেশদ্বারের ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না।"

"আপনি বুঝতে পারছেন না, প্রফেসর। আমি আপনাকে বেছে নেই নি...পিটার সলোমন আপনাকে বেছে নিয়েছেন।"

"কি?" ফিসফিসিয়ে বললো ল্যাংডন।

"মিঃ সলোমন আমাকে বলেছেন কিভাবে প্রবেশদ্বারটি খুঁজে বের করা যাবে, তিনি আমার কাছে স্বীকার করেছেন এ পৃথিবীতে একজনই সেটা খুলতে পারবে। সেই লোকটি হলেন আপনি।"

"পিটার যদি এ কথা বলে থাকে তবে সে ভুল বলেছে...কিংবা মিথ্যে বলেছে।"

"আমার তা মনে হয় না। এ কথা তিনি যখন আমার কাছে স্বীকার করেন তখন তার অবস্থা খুবই নাজুক ছিলো। তার কথা আমি বিশ্বাস করেছি।"

নিজের ভেতরে প্রচণ্ড ক্রোধ টের পেলো ল্যাংডন। "আমি আপনাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি, আপনি যদি পিটারের কোনো–"

"অনেক দেরি হয়ে গেছে," আমোদিত কণ্ঠে বললো লোকটি। "পিটার সলোমনের কাছ থেকে আমার যা পাওয়ার দরকার ছিলো তা আমি পেয়ে গেছি। তবে তার ভালোর জন্যেই বলছি, আপনার কাছ থেকে আমার যা দরকার সেটা আমাকে দিয়ে দিন। আমাদের দু'জনের জন্যেই সময়টা...খুবই মূল্যবান। আমি বলবো, আপনি সেই

প্রবেশদ্বারটির তালা আমাদের জন্যে খুলে দেবেন। কিভাবে খুলতে হবে পিটার সেটা দেখিয়ে দেবে।"

পিটার? "আমার মনে হয় আপনি একটু আগে বলেছিলেন পিটার 'প্রায়শ্চিত্তে' আছে।"

"যতো উপরে ততো নীচে," বললো লোকটি।

আবারো সুগভীর এক শীতল প্রবাহ বয়ে গেলো ল্যাংডনের শিড়দাড়া বেয়ে। এটি প্রাচীন একটি হার্মেটিক বাক্য, যা কিনা স্বর্গ আর নরকের মাঝে একটি ভৌত সংযোগের বিশ্বাসকেই প্রকাশ করে। *যতো উপরে ততো নীচে।* বিশাল হল ঘরের চারপাশে তাকিয়ে ল্যাংডন বুঝতে পারলো আজ রাতে কতো দ্রুতই না সব কিছু নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। "দেখুন, কিভাবে প্রাচীন সেই প্রবেশদ্বারটি খুঁজে বের করতে হয় সেটা আমি জানি না। আমি পুলিশকে ফোন করছি।"

"এখনও আপনি এটা ধরতে পারছেন না? কেন আপনাকে বেছে নেয়া হলো?"

"না," বললো ল্যাংডন।

"ধরতে পারবেন," মৃদু হেসে বললো সে।

এরপরই লাইনটা কেটে গেলো।

কয়েক সেকেন্ড পর্যন্ত একই জায়গায় বরফের মতো জমে রইলো ল্যাংডন। এই মাত্র যা ঘটেছে তা হজম করার চেষ্টা করছে।

হঠাৎ ক'রে বহু দূর থেকে অপ্রত্যাশিত একটি আওয়াজ শুনতে পেলো সে।

রটুন্ডা থেকে আসছে শব্দটি।

কেউ একজন চিৎকার করছে।

অধ্যায় ১০

এ জীবনে রবার্ট ল্যাংডন অনেকবারই ক্যাপিটল রটুন্ডায় প্রবেশ করেছে কিন্তু কখনই এভাবে প্রাণপনে দৌড়ে নয়। উত্তর দিকের প্রবেশপথ দিয়ে দৌড়ে যাবার সময় সে দেখতে পেলো ঘরের মাঝখানে জড়ো হয়ে আছে একদল পর্যটক। ছোট্ট এক বাচ্চা ছেলে চিৎকার করছে আর তার বাবা-মা ছেলেটাকে প্রশমিত করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। তাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে বাকিরা, কিছু সিকিউরিটি গার্ড হৈহট্টগোল সামলাতে ব্যস্ত।

"সে তার স্লিঙ্গ থেকে এটা বের করেছে," উদভ্রান্তের মতো বললো কেউ একজন। "তারপর ওখানে রেখে দিয়েছে সেটা!"

একটু সামনে এগিয়ে যেতেই ল্যাংডন দেখতে পেলো কেন এই হট্টগোলটা শুরু হয়েছে। মানতেই হচ্ছে ক্যাপিটলের মেঝেতে পড়ে থাকা জিনিসটা একেবারেই অদ্ভুত, তবে এ জিনিস দেখে চিৎকার করার কিছু আছে ব'লে তার কাছে মনে হচ্ছে না।

মেঝেতে পড়ে থাকা জিনিসটি অনেকবারই দেখেছে ল্যাংডন। হারভার্ডের আর্ট ডিপার্টমেন্টে এরকম জিনিস এক ডজনের মতো আছে–প্রমাণ সাইজের প্লাস্টিকের মডেল, ভাস্কর আর চিত্রশিল্পীরা যখন মানব-শরীর নিয়ে কাজ করতে যায় তখন শরীরের কিছু জটিল জায়গা আঁকতে কিংবা ভাস্কর্য গড়তে এটা সাহায্যে করে। মানুষের মুখমণ্ডল নয়, একটা হাত। *রটুন্ডায় একটা ম্যানিকেনের হাত ফেলে রেখেছে কে?*

ম্যানেকিনের হাত অথবা *হ্যান্ডিকিন* জিনিসটি কৃত্রিম একটি হাত, কোনো শিল্পী এটাকে বিভিন্ন ভঙ্গীতে রেখে অনুশীলনের কাজ ক'রে থাকে। অবশ্য হারভার্ডের কলেজ ছাত্রেরা এর মধ্যমা উঁচিয়ে রেখে এক ধরণের অশ্লীল মজাও ক'রে থাকে। এই হ্যান্ডিকুইনটার অবশ্য তর্জনী সোজা ছাদের দিকে তাক্ করা।

আরো কাছে যেতেই ল্যাংডন বুঝতে পারলো এই হ্যান্ডিকিনটা একটু অন্য রকম। আর সব হ্যান্ডিকিনের মতো এর প্লাস্টিক আবরণটি মসৃণ নয়। বরং এর উপরিভাগ একটুখানি কুচকানো, দেখে মনে হয় একেবারে...

সত্যিকারের চামড়ার মতো।

সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেলো ল্যাংডন।

এখন সে রক্ত দেখতে পাচ্ছে। *হায় ঈশ্বর!*

বিচ্ছিন্ন কব্জিটা কাঠের মেঝেতে কোনো পেরেকের উপর গেঁথে রাখা হয়েছে যাতে করে সেটা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। পেট গুলিয়ে বমি হবার উপক্রম হলো তার। দম আঁটকে আসছে ল্যাংডনের, তারপরও আরো কয়েক ইঞ্চি সামনে এগিয়ে গেলো। এবার তর্জনী এবং বুড়ো আঙুলের মাথায় সুন্দর নক্সার মতো ছোটো ছোটো টাট্টু

আঁকা দেখতে পেলো সে। তবে টাট্টুগুলো ল্যাংডনের মনোযোগ আকর্ষণ করলো না, চতুর্থ আঙুলে থাকা স্বর্ণের আঙটিটা তার সমস্ত মনোযোগ কেড়ে নিলো।

না।

কয়েক পা পিছিয়ে গেলো ল্যাংডন। তার সমস্ত জগত ঘুরতে শুরু করলো যখন বুঝতে পারলো সে তাকিয়ে আছে পিটার সলোমনের বিচ্ছিন্ন হওয়া হাতের দিকে।

অধ্যায় ১১

পিটার কেন ফোন ধরছে না? নিজের সেলফোনটা রাখতে রাখতে ক্যাথারিন সলোমন ভাবলো। *সে আছে কোথায়?*

তিন বছর ধরে পিটার সলোমন তাদের রোববার সন্ধ্যা সাতটার সাপ্তাহিক মিটিংয়ে সবার আগে এসে পৌঁছায়। এটা তাদের পারিবারিক আচারে পরিণত হয়েছে। নতুন সপ্তাহ শুরু করার আগে একে অন্যের সাথে যোগাযোগ বজায় রাখা এবং ক্যাথারিনের ল্যাবের কাজকর্ম সম্পর্কে পিটারের অবহিত হবার একটা মওকা।

কখনও তো সে দেরি করে না, ভাবলো ক্যাথারিন। আর সব সময় তার ফোনে কল এলে সে নিজেই সেটার জবাব দেয়। আরো খারাপ ব্যাপার হলো পিটার এসে পড়লে সে কি বলবে সে ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। *আজকে আমি যা জানতে পেরেছি সে ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞেস করবো কিভাবে?*

সেন্টার করিডোরে তার পায়ের শব্দটা ছন্দময় শোনাচ্ছে, এই করিডোরটি চলে গেছে এসএমএসসি'র ভেতরে। সবার কাছে এটা 'রাস্তা' নামে পরিচিত। এই ভবনের পাঁচটি বিশাল স্টোরেজ পডের সাথে করিডোরটি সংযোগ স্থাপন করেছে। মাথার ওপর চল্লিশ ফিট উপরে সার্কুলেটিং সিস্টেমটি এই ভবনের হৃদস্পন্দন—হাজার হাজার কিউবিক ফিট বাতাস বিশুদ্ধ হয়ে সার্কুলেট হচ্ছে, সেটারই শব্দ শোনা যাচ্ছে এখন।

সাধারণত এই সিকি মাইল পথটি দিয়ে তার ল্যাবে যাবার সময় এই শব্দটা তাকে প্রশান্তি এনে দেয় কিন্তু আজ রাতে এই শব্দটিই তাকে অস্থির ক'রে তুলছে। তার ভায়ের ব্যাপারে আজ যা জানতে পেরেছে তা একেবারেই ঘাবড়ে দেবার মতো। পিটার যেহেতু তার একমাত্র জীবিত পারিবারিক সদস্য তাই ক্যাথারিনের কাছে কোনো সিক্রেট লুকিয়ে রাখাটা খুবই বিব্রতকর।

যতোদূর সে জানে, পিটার কেবলমাত্র একবারই তার কাছ থেকে সিক্রেট লুকিয়ে রেখেছিলো...চমৎকার একটি সিক্রেট যা কিনা লুকিয়ে রাখা হয়েছিলো এই হলওয়েরই শেষমাথায়। তিন বছর আগে তার ভাই ক্যাথারিনকে এই করিডোরে নিয়ে এসে এই ভবনের সবচাইতে অদ্ভুত কিছু জিনিস দেখিয়ে গর্বের সাথে এসএমএসসি'র সাথে তাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলো—ALH-84001 নামের মঙ্গল গ্রহের একটি উল্কাপিণ্ড, সিটিং বুলের হাতে লেখা ছবিসংবলিত একটি ডায়রি, চার্লস ডারউইনের নিজের হাতে সংগ্রহ করা নমুনার মোমগালা করা একটি বল-জার।

এক সময় তারা ছোট্ট জানালাসহ বিশাল একটি দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো। দরজার ভেতরে যা রাখা ছিলো সেটা ছোট্ট জানালা দিয়ে দেখে ক্যাথারিন আৎকে

উঠেছিলো। "এটা আবার কি জিনিস!"

তার ভাই কেবল মুচকি হেসে হাটতে লাগলো। "তিন নাম্বার পড। এটাকে বলা হয় ওয়েট পড। খুবই আজব একটি জায়গা, তাই না?"

আজব নয়, বলতে গেলে ভয়ঙ্কর শব্দটিই ব্যবহার করতে হয়। ক্যাথারিন দ্রুত তার সাথে সাথে এগোতে লাগলো। এই ভবনটি অনেকটা ভিন্ন কোনো গ্রহের মতো।

"আমি তোমাকে যেটা দেখাতে চাইছি সেটা আছে পাঁচ নাম্বার পড়ে," তার ভাই বললো। তাকে করিডোর দিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে লাগলো সে। "এটা আমাদের নতুন সেকশন। এটা ন্যাশনাল মিউজিয়ামের ন্যাচারাল হিস্টোরি ভবনের বেজমেন্টে তৈরি করা হয়েছে। সংগ্রহগুলো পাঁচ বছর পর অন্যত্র স্থানান্তর করা হবে। তার মানে পাঁচ নাম্বার পডটি এই মুহূর্তে একদম ফাঁকা আছে।"

তাকিয়ে দেখলো ক্যাথারিন। "ফাঁকা? তাহলে ওখানে গিয়ে আমরা কি দেখবো?"

তার ভায়ের ধূসর চোখে সুপরিচিত দুষ্টুমিটা দেখতে পেলো সে। "আমার মনে হলো জায়গাটি যেহেতু কেউ ব্যবহার করছে না তাই তুমি সেটা ব্যবহার করতে পারো।"

"আমি?"

"অবশ্যই। ভাবছি তুমি জায়গাটা ল্যাব হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে–এতোগুলো বছর ধরে যেসব গবেষণা ক'রে যাচ্ছো সেগুলো ওখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারবে।"

অবাক চোখে ক্যাথারিন তার ভায়ের দিকে তাকালো। "কিন্তু পিটার, ঐসব পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলো তো একেবারেই তাত্ত্বিক! ওগুলো সত্যিকার অর্থে পরীক্ষা করাটা প্রায় অসম্ভব।"

"কোনো কিছুই অসম্ভব নয়, ক্যাথারিন। আর এই ভবনটি তোমার জন্যে একদম সঠিক জায়গা। এসএমএসসি কোনো নিদর্শন বস্তুর সংগ্রহশালা কিংবা গুদামঘর নয়। এটা হলো এ বিশ্বের সবচাইতে অগ্রসর বৈজ্ঞানিক গবেষণা কর্মের ফ্যাসিলিটিজ। আমরা বিরামহীনভাবেই বিভিন্ন সংগ্রহ থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রে যাচ্ছি সেরা প্রযুক্তির সাহায্যে। তোমার দরকার সব ধরণের যন্ত্রপাতিই তুমি এখানে পাবে।"

"পিটার, এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্যে যে ধরণের টেকনোলজির প্রয়োজন তা"

"এখানে আছে।" চওড়া একটা হাসি দিয়ে বললো পিটার। "ল্যাবটির নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।"

সঙ্গে সঙ্গে হাটা থামিয়ে দিলো ক্যাথারিন।

করিডোরের দিকে ইঙ্গিত ক'রে তার ভাই বললো, "এখনই আমরা ওটা দেখতে যাবো।"

ক্যাথারিন কোনো কথা বলতে পারলো না। "তুমি...তুমি আমার জন্যে একটা ল্যাব বানিয়েছো?"

"এটা আমার কাজ। অগ্রসর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের জন্যেই স্মিথসোনিয়ান প্রতিষ্ঠা করা

হয়েছে। এর সেক্রেটারি হিসেবে আমাকে দায়িত্বটা সিরিয়াসলি পালন করতে হবে। আমি বিশ্বাস করি তুমি যে ধরণের এক্সপেরিমেন্ট করছো সেগুলো বিজ্ঞানকে নতুন এক ক্ষেত্রে নিয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে।" একটু থেমে পিটার তার কোচকানো চোখের দিকে তাকালো। "তাছাড়া তুমি আমার বোন। তোমার রিসার্চের কাজে সমর্থন দেয়াটা আমার জন্যে একটি কর্তব্য। তোমার আইডিয়াগুলো অসাধারণ। এ বিশ্ব সেগুলোর সফল পরিণতি দেখার দাবি রাখে।"

"পিটার, আমি সম্ভবত পারবো না-"

"ঠিক আছে, তাড়াহুড়ার কিছু নেই...এটা আমার নিজের টাকা। এ মুহূর্তে কেউ পাঁচ নাম্বার পডটি ব্যবহার করছে না। তুমি তোমার এক্সিপেরিমেন্ট শেষ ক'রে এখানে চলে এসো। তাছাড়া পাঁচ নাম্বার পডটিতে এমন কিছু অনন্য সম্পদ রয়েছে যা তোমার কাজের জন্যে যথার্থ হবে।"

ক্যাথারিন ভাবতেই পারে নি কতো বড় একটি পড তার কাজের জন্যে দেয়া হচ্ছে। তবে কিছুটা আঁচ করতে পারছে কেবল। তারা এমন একটা দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো যেটাতে কিছু কথা লেখা আছে :

পড ৫

দরজার একটা স্লটে তার ভাই কি-কার্ড ঢোকাতেই একটি ইলেক্ট্রনিক কি-প্যাড জ্বলে উঠলো। অ্যাকসিস কোড টাইপ করতে গিয়ে থেমে গেলো সে। মুখে তার ছোটোবেলার সেই দুষ্টুমীর হাসি। "তুমি নিশ্চিত তুমি এসব দেখার জন্য প্রস্তুত?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো ক্যাথারিন। *আমার ভাই, সব সময়ই নাটক করতে পছন্দ করে।*

"একটু পেছনে গিয়ে দাঁড়াও।" চাবিটা ঢুকিয়ে দিলো পিটার।

স্টিলের দরজাটা সশব্দে খুলে যেতে শুরু করলো।

ভেতরে গাঢ় কালচে অন্ধকার...বেশ গভীর। সেই গভীরতা থেকে একটি ফাঁপা প্রতিধ্বনি ভেসে আসছে। ভেতর থেকে ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা টের পেলো ক্যাথারিন। যেনো রাতের বেলায় গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন দেখা।

"খালি একটি এয়ারলাইন হ্যাঙ্গার কল্পনা করো, এক ফ্লিট এয়ারবাসের জন্যে অপেক্ষা করছে," তার ভাই বললো, "তাহলেই এ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পেয়ে যাবে।"

ক্যাথারিনের মনে হলো আনমনেই সে দুএক পা পিছিয়ে গেছে।

"কেবল পডটিই এতো বিশাল যে উষ্ণ হতে বেশ সময় নেয়, তবে তোমার ল্যাবটি থার্মালি সিন্ডার-ব্লক রুম, অনেকটা কিউবের মতো, পডের খুব ভেতরে সেটা অবস্থিত, যতোদূর সম্ভব আলাদা করার চেষ্টা করা হয়েছে।"

ল্যাবের দৃশ্যটা কল্পনা করার চেষ্টা করলো ক্যাথারিন। *বাক্সের ভেতরে বাক্স।* ঘন

অন্ধকারের ভেতর দেখার চেষ্টা করলো সে, কিন্তু একদম নিকষ কালো অন্ধকার। "কতো ভেতরে সেটা?"

"অনেক ভেতরে...একটা ফুটবল মাঠ খুব সহজেই ঢুকিয়ে দেয়া যাবে। তোমাকে আমার সতর্ক করে দেয়া উচিত, এটার ভেতরে হাটতে গেলে একটু ঘাবড়ে যাবে। অন্ধকারটি খুবই গাঢ়।"

ক্যাথারিন দ্বিধার সাথে চারপাশে তাকালো। "কোনো বাতির সুইচ নেই?"

"পাঁচ নাম্বার পডে বিদ্যুতের জন্যে এখনও কোনো ইলেক্ট্রিকের তার লাগানো হয় নি।"

"কিন্তু...তাহলে একটা ল্যাব কাজ করবে কিভাবে?"

পিটার ভুরু কুচকালো। "হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল।"

ক্যাথারিনের মুখ হা হয়ে গেলো। "ঠাট্টা করছো নাকি?"

"ছোটোখাটো আস্ত কোনো শহর চালানোর জন্যে যথেষ্ট। এই ভবন থেকে একেবারে আলাদা রেডিও ফৃকোয়েন্সি আছে তোমার ল্যাবে। আরো আছে সবগুলো পডেরই বাইরের আবরণ ফটো-রেজিটেন্ট কেসিং দিয়ে মোড়ানো যাতে ক'রে ভেতরে রক্ষিত শিল্পকর্মগুলো সোলার রেডিয়েশন থেকে রক্ষা পায়। সঙ্গত কারণেই এই পডটি সিল করা আছে, এনার্জি-নিউট্রাল এনভায়রনমেন্ট।"

পাঁচ নাম্বার পডের ব্যাপারে ক্যাথারিন বুঝতে শুরু করলো এবার। কারণ তার সমস্ত গবেষণা-কর্মের জন্যে এমন একটি আইসোলেটেড জায়গার দরকার যা সব ধরণের অযাচিত বিকিরণ অর্থাৎ 'হোয়াইট নয়েজ' থেকে মুক্ত। এরমধ্যে কাছাকাছি থাকা লোকজনের কাছ থেকে উৎপন্ন 'মস্তিষ্কের বিকিরণ' কিংবা 'থট এমিসন'ও পড়ে। এ জন্যেই কোনো বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস অথবা হাসপাতালের ল্যাবে তার পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলো করা সম্ভব নয়। তবে এসএমএসসি'র প্রায় ফাঁকা একটি পড এ কাজের জন্যে বেশ উপযোগী।

"চলো, আরো ভেতরে ঢুকে দেখি।" নিকষ অন্ধকারে ঢুকতে ঢুকতে তার ভাই হাসতে হাসতে বললো। "খালি আমাকে অনুসরণ করো।"

পা বাড়ালো ক্যাথারিন। *ভেতরে একশ' গজের মতো একেবারেই অন্ধকার?* একটা টর্চলাইটের কথা বলতে চাইলো সে, কিন্তু তার ভাই ইতিমধ্যে অন্ধকারের গহ্বরে উধাও হয়ে গেছে।

"পিটার?" ডাক দিলো সে।

"বিশ্বাসে পা ফেলো," বহু দূর থেকে জবাব দিলো তার ভাই। "তাহলেই তুমি তোমার পথ খুঁজে পাবে। আমার উপর বিশ্বাস রাখো।"

ঠাট্টা করছে সে? কয়েক পা সামনে এগিয়ে যেতেই ক্যাথারিনের বুক ধরফর করতে শুরু করলো। দেখার চেষ্টা করলো অন্ধকারের ভেতরে। *কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না!* আচমকা তার পেছনে থাকা স্টিলের দরজাটা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেলে অন্ধকার আরো বেশি

গাঢ় হয়ে উঠলো। *এক বিন্দু আলোও কোথাও নেই।* "পিটার!?"

নীরব-নিথর।

তুমি তোমার পথ খুঁজে পাবে। আমার উপর বিশ্বাস রাখো।

ভয়ে ভয়ে অন্ধভাবে সামনের দিকে এগিয়ে গেলো সে। *বিশ্বাসে পা ফেলো?* এমনকি চেহারার সামনে নিজের হাতটা এনেও ক্যাথারিন দেখতে পাচ্ছে না। তারপরও সামনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো সে, কিন্তু কয়েক সেকেন্ডর মধ্যেই হারিয়ে গেলো। *আমি কোথায় যাচ্ছি?*

এটা তিন বছর আগের ঘটনা।

এখন সেই লোহার দরজার সামনে আসতেই সে বুঝতে পারলো প্রথম যেদিন এখানে এসেছিলো তখন থেকে কতোটা পথই না সে পাড়ি দিয়েছে। তার ল্যাবটির ডাক নাম হলো ক্লাব, এটা এখন তার বাড়ি হয়ে উঠেছে। পাঁচ নাম্বার পডের ভেতরে একটি পবিত্রস্থান।

তার ভাই যেরকমটি ধারণা করেছিলো ঠিক তাই হয়েছিলো–সেই রাতের অন্ধকারে ঠিকই তার পথ খুঁজে পেয়েছিলো ক্যাথারিন। তারপর থেকে প্রতি রাতেই সে এ কাজ ক'রে যাচ্ছে–তার ভাই তাকে একটি সহজ-সরল গাইডেন্স সিস্টেম আবিষ্কার করতে দিয়েছিলো, সেজন্যে তাকে ধন্যবাদ দিতেই হয়।

তারচেয়েও বড় কথা তার ভায়ের অন্যান্য অনুমাণগুলোও সত্য হয়েছিলো ক্যাথারিনের গবেষণাকর্মের বিস্ময়কর ফলাফল বয়ে এনেছে, বিশেষ ক'রে বিগত ছয় মাসে। এমন আবিষ্কার যা কিনা সমগ্র চিন্তাজগতের প্যারাডাইমকে আমূল পাল্টে দিয়েছে। তবে যতোদিন না প্রায়োগিক দিকটি নিয়ে পুরোপুরি নিশ্চিত হচ্ছে তারা ততো দিন ক্যাথারিন এবং তার ভাই এই আবিষ্কারের কথা গোপন রাখার ব্যাপারে একমত হয়েছে। খুব জলদিই এমন একটা দিন আসবে যেদিন ক্যাথারিন মানব ইতিহাসের সবচাইতে বড় যুগান্তকারী আবিষ্কারের কথাটি প্রকাশ করবে।

গোপন এক জাদুঘরের ভেতর গোপন এক ল্যাবে, পাঁচ নাম্বার পডের দরজার কি-প্যাডে কি-কার্ড ঢোকানোর সময় ভাবলো সে। কি-প্যাডে বাতি জ্বলে উঠলে পিন নাম্বার টাইপ করলো ক্যাথারিন।

সশব্দে খুলে গেলো স্টিলের দরজাটি।

সুপরিচিত ফাঁপা গোঙানীর সাথে সেই ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা টের পেলো সে। সব সময় যেমনটি হয়, আঁচ করতে পারলো তার নাড়িস্পন্দ বাড়তে শুরু করেছে।

পৃথিবীর বুকে সবচাইতে অদ্ভুত একটি ভ্রমণ।

অন্ধকারে প্রবেশ করতেই নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকালো ক্যাথারিন।

আজ রাতে অবশ্য তার ভেতরে একটা দুশ্চিন্তা কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। *পিটার কোথায়?*

অধ্যায় ১২

ক্যাপিটলের পুলিশ চিফ ট্রেন্ট এন্ডারসন প্রায় এক দশক ধরে ইউএস ক্যাপিটলের নিরাপত্তা দেখশোনা ক'রে আসছে। গাট্টাগোট্টা শরীর আর চৌকোনো বুক, মাথার চুলগুলো লাল, মুখটা থ্যবড়ানো, চুলগুলো ছোটো ছোটো ক'রে ছাটা, ফলে তার মধ্যে মিলিটারি মিলিটারি ভাব চলে এসেছে। কোমরে পিস্তলটা দৃশ্যমান, যেনো অপরাধীরা বুঝে যায় সে পুলিশের লোক। তার ক্ষমতা নিয়ে কোনো সন্দেহ করার উপায় না থাকে।

ক্যাপিটলের বেজমেন্ট একটি হাইটেক সার্ভিলেন্স সেন্টারে একদল পুলিশ অফিসারকে সমন্বয় করার কাজেই তার বেশিরভাগ সময় কেটে যায়। মনিটর, কম্পিউটার আর টেলিফোন সুইচবোর্ড নিয়ে বসে থাকা একদল টেকনিশিয়ানকে নজরদারি করে সে। এর ফলে তার কমান্ডে থাকা সিকিউরিটি দায়িত্বে নিয়োজিত অসংখ্য লোকজনের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করতে হয়।

আজকের রাতটি যথারীতি শান্ত আর স্বাভাবিক, এ নিয়ে এন্ডারসনও বেশ তৃপ্ত। অফিসের ফ্ল্যাট-স্ক্রিন টিভিতে রেডস্কিনদের খেলা দেখছে সে। খেলাটা মাত্র শুরু হবে অমনি তার ইন্টারকমটি বেজে উঠলো।

"চিফ?"

মেজাজ বিগড়ে গেলো তার, টিভি থেকে চোখ সরিয়ে ইন্টারকমের বোতাম চাপলো এন্ডারসন। "হ্যা।"

"রটুন্ডাতে হৈহট্টগোল হচ্ছে। ওখানে কয়েকজন অফিসার পাঠিয়ে দিয়েছি আমি, তবে আমার মনে হয় ব্যাপারটা আপনার নিজের দেখা উচিত।"

"ঠিক আছে। সিকিউরিটি নার্ভ সেন্টারের দিকে চলে গেলো এন্ডারসন–ছোটোখাটো অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি আর কম্পিউটার মনিটর সংবলিত একটি ঘর। "কি পেয়েছো তোমরা?"

একজন টেকনিশিয়ান ডিজিটাল ভিডিও ক্লিপ মনিটরে দেখাতে শুরু করলো। "রটুন্ডার পূর্ব দিকের বেলকনি। বিশ সেকেন্ড আগের দৃশ্য এটি।"

টেকনিশিয়ানের কাঁধের উপর দিয়ে মনিটরের দিকে তাকালো এন্ডারসন।

আজরাতে রটুন্ডাটা প্রায় ফাঁকাই বলতে হয়, হাতে গোনা অল্প কিছু পর্যটক ঘুরে বেড়াচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে এন্ডারসনের অভিজ্ঞ চোখ এমন একজনকে চিহ্নিত করতে পারলো যে কিনা অন্যদের চেয়ে একটু দ্রুত চলাফেরা করছে। মাথা শেভ করা আর গায়ে সবুজ রঙের আর্মির সারপ্লাস সুট। আহত একটি হাত ঝুলে আছে স্লিঙ্গে। একটু কুঁজো। সেলফোনে কথা বলছে লোকটি।

ন্যাড়া মাথার সেই লোকটি রটুন্ডার ঠিক মাঝখানে এসে পড়েছে। একটু থেমে ফোনকলটি শেষ ক'রে এমনভাবে হাটু গেঁড়ে বসলো যেনো জুতোর ফিতা ঠিক করছে সে। কিন্তু ফিতায় হাত না দিয়ে তার ঝুলে থাকা হাত থেকে একটা জিনিস বের করে মেঝেতে রেখেই হনহন ক'রে বের হবার পথ দিয়ে চলে যাচ্ছে লোকটি।

লোকটির রেখে যাওয় অদ্ভুত জিনিসটার দিকে তাকিয়ে রইলো এন্ডরাসন। *এটা আবার কি জিনিস?* আট ইঞ্চির মতো লম্বা হবে, উলম্বভবে দাঁড়িয়ে আছে সেটা। আরো সামনে এগিয়ে গিয়ে ভালো ক'রে দেখলো জিনিসটা। দেখতে যেমনটি লাগছে সেটা তো একবারেই অসম্ভব কিছু!

ন্যাড়া মাথার লোকটি উধাও হয়ে যেতেই কাছে থাকা এক বাচ্চাছেলে তার মাকে বলছে, "মা, ঐ লোকটা কিছু একটা ফেলে গেছে।" ছেলেটা রেখে যাওয়া জিনিসটার দিকে এগিয়ে যেতেই আচমকা থেমে গেলো। কিছুক্ষণ অপলক চোখে চেয়ে রইলো। আঙুল তুলে জিনিসটার দিকে ইঙ্গিত ক'রে কান ফাঁটা এক চিৎকার দিলো ছেলেটা।

সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ চিফ দৌড়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেলো। যেতে যেতেই সে অর্ডার দিলো চিৎকার করে। "সবখানে ওয়্যারলেস করে দাও! একহাত স্লিঙ্গ করা ন্যাড়া মাথার এক লোককে খুঁজে বের করো। গ্রেফতার করো তাকে! এক্ষুণি!"

সিকিউরিটি সেন্টার থেকে বের হয়েই সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগলো একসাথে তিন তিনটি ধাপ পেরিয়ে। এই সিঁড়ি দিয়ে ঘটনাস্থলে শর্টকাটে যাওয়া যাবে। ন্যাড়া মাথার লোকটি যেখান দিয়ে বের হয়ে গেছে সেখানেও চলে যাওয়া যাবে দ্রুত।

তার আগেই আমি পৌছে যাবো।

সিঁড়ির উপরে এসে শান্ত হলয়ের দিকে তাকিয়ে এন্ডারসন দেখতে পেলো সেখানে কেউ নেই। দূরে বৃদ্ধ এক দম্পতি হাত ধরাধরি ক'রে হাটছে। কাছেই সোনালী চুলের নীল রঙের ব্লেজার পরা এক পর্যটক হাতে গাইডবই নিয়ে মোজাইকের ছাদ দেখে যাচ্ছে।

"এক্সকিউজ মি, স্যার!" তার দিকে দৌড়ে যেতে যেতে এন্ডারসন চিৎকার ক'রে বললো। "আপনি কি কোনো ন্যাড়া মাথার লোককে দেখেছেন, একহাত স্লিঙ্গে ঝোলানো?"

বই থেকে মুখ তুলে হতভম্ব হয়ে তাকালো লোকটি।

"ন্যাড়া মাথার লোক, একহাত স্লিঙ্গে ঝোলানো!" এন্ডারসন কথাটা আবারো বললো। "তাকে কি আপনি দেখেছেন?"

একটু ইতস্তত ক'রে হলওয়ের পূর্ব দিকে ইঙ্গিত করলো সেই পর্যটক। "আহ্...হ্যা। আমার মনে হয় সে আমার পাশ দিয়েই দৌড়ে চলে গেছে...ওখানকার সিঁড়িটার দিকে।" হলের একটা অংশে ইঙ্গিত ক'রে দেখালো সে।

ওয়্যারলেস হাতে নিয়ে এন্ডারসন চিৎকার ক'রে বললো, "সবখানে! সন্দেহভাজন দক্ষিণ-পূর্বের এক্সিটের দিকে গেছে। একসাথে!" ওয়্যারলেস রেখে কোমরের পিস্তলটা হাতে নিয়ে এক্সিটের দিকে ছুটে গেলো সে।

দশ সেকেন্ড পর ক্যাপিটলের পূর্ব দিকের নিরিবিলি একটি এক্সিট দিয়ে শক্তসামর্থ্য গোছের নীল রঙের ব্লেজার পরা সোনালী চুলের এক লোক রাতের অন্ধকারে বের হয়ে এলো। রাতের ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগতেই মুচকি হাসলো সে।

রূপান্তর।

কাজটা খুব সহজই ছিলো।

মাত্র এক মিনিট আগে খোঁড়াতে খোঁড়াতে সবুজ রঙের আর্মি কোট পরে রটুন্ডা থেকে বের হয়ে এসেছিলো। অন্ধকার এক কোণে এসে নিজের কোটটা খুলে ফেলতেই ভেতরে নীল রঙের ব্লেজার বেরিয়ে আসে। সবুজ রঙের কোটটার পকেট থেকে একটা সোনালী পরচুলা বের ক'রে মাথায় পরে নেয় সে, তারপর আরেকটা পকেট থেকে ওয়াশিংটন ডিসি'র একটি গাইডবই হাতে নিয়ে মাথা উঁচু ক'রে অভিজাত ভঙ্গীতে বেরিয়ে আসে।

রূপান্তর। এটা আমার প্রতিভা।

সোজা হয়ে নিজের ছ'ফুট তিন ইঞ্চির উচ্চতার শরীরটা টান টান ক'রে অপেক্ষারত লিমোজিনের দিকে এগিয়ে গেলো মালাখ। গভীর ক'রে নিঃশ্বাস নিলো সে। টের পেলো তার বুকে আঁকা ফিনিক্স পাখির ডানা দুটো আরেকটু প্রসারিত হচ্ছে।

তারা যদি আমার ক্ষমতা সম্পর্কে জানতো, ভাবলো সে। শহরের দিকে তাকালো মালাখ। *আজ রাতে আমর রূপান্তর পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করবে।*

বেশ চাতুর্যের সাথেই তার চাল চেলেছে ক্যাপিটল বিল্ডিংয়ের ভেতরে। সবগুলো প্রাচীন এটিকেট দেখিয়ে দিয়েছে সে। *প্রাচীন আমন্ত্রণটি দেয়া হয়েছে।* ল্যাংডন যদি আজ রাতে তার কি ভূমিকা সেটা এখনও বুঝতে না পারে তবে সেটা খুব জলদিই বুঝতে পারবে।

অধ্যায় ১৩

রবার্ট ল্যাংডনের কাছে ক্যাপিটল রটুন্ডা হলো সেন্ট পিটার ব্যাসিলিকার মতো। সব সময়ই তাকে অবাক করে দেয়। সে জানে ঘরটা এতো বড় যে স্ট্যাচু অব লিবার্টি বেশ ভালোমতোই সেখানে ঠাঁই পেতে পারবে। তারপরও কেন জানি রটুন্ডা তার কাছে আরো বেশি বড় আর ফাঁপা ব'লে মনে হয়, যেনো এর বাতাসে প্রেতাত্মারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। আজরাতে অবশ্য এখানে শুধুই হৈহট্টগোল।

ক্যাপিটল পুলিশ রটুন্ডাটি সিল ক'রে দিয়েছে, ভয়ার্ত পর্যটকদের সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে তারা। ছোট্ট ছেলেটা এখনও কাঁদছে। উজ্জ্বল একটি বাতি জ্বলে উঠলো। এক পর্যটক কর্তিত হাতটার ছবি তুললে সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন গার্ড এসে গ্রেফতার করে ফেললো লোকটাকে। ল্যাংডনের কাছে মনে হলো সে লোকজনের ভীড়ের সাথে সাথে ছুটে চলছে সামনের দিকে, কর্তিত হাতটার আরো কাছে।

পিটার সলোমনের কর্তিত ডান হাতটি সোজা দাঁড়িয়ে আছে। কব্জির এই অংশটা মেঝের সাথে ছোট্ট কাঠের স্ট্যান্ডের উপর বসানো। হাতের তিনটি আঙুল মুষ্টিবদ্ধ করা, কেবল বুড়ো আঙুল আর তর্জনী ছাদের গম্বুজের দিকে তাক্ করা।

"সবাই পেছনে চলে যান!" চিৎকার ক'রে বললো এক পুলিশ অফিসার।

খুব কাছে থাকার কারণে ল্যাংডন হাতে লেগে থাকা শুকনো রক্ত দেখতে পেলো। *পোস্টমর্টেমের পর কাটলে রক্তপাত হয় না...তার মানে পিটার বেঁচে আছে।* ল্যাংডন বুঝতে পারলো না সে কি স্বস্তিবোধ করবে নাকি বমি করবে। *জীবিত অবস্থায় পিটারের হাতটা কেটে নেয়া হয়েছে?* তার গলা শুকিয়ে এলো। সব সময় তার প্রিয় বন্ধু এই হাতটিই বাড়িয়ে দিতো তার সাথে উষ্ণ করমর্দন করার জন্যে।

কয়েক সেকেন্ডের জন্যে তার মাথাটা ফাঁকা হয়ে গেলো। যেনো হঠাৎ ক'রে একটি টিভি অনুষ্ঠান প্রচার থামিয়ে দেয়া হয়েছে। প্রথম যে পরিস্কার ছবিটি তার চোখে ভেসে উঠলো সেটা একেবারেই অপ্রত্যাশিত।

একটা মুকুট...আর একটা তারকা।

উপুড় হলো ল্যাংডন। পিটারের তর্জনী আর বুড়ো আঙুলের দিকে তাকালো। *টাট্টু?* অবিশ্বাস্য, যে দানব এই কাজটি করেছে সে পিটারের আঙুলের মাথায় ক্ষুদ্র কিছু প্রতীকের টাট্টু এঁকে রেখেছে।

বুড়ো আঙুলে একটি মুকুট। তর্জনীতে একটি তারকা।

এটা হতে পারে না। এ দুটো সিম্বল সঙ্গে সঙ্গেই ল্যাংডনের মনে ঘুরাক খেতে লাগলো। একেবারে ভুতুরে একটি দৃশ্য ভেসে উঠলো তার চোখে। ইতিহাসে অনেকবারই

।। দুটি সিম্বলের আবির্ভাব ঘটেছে, আর সব সময়ই সেটা এক জায়গাতেই হয়েছে–কোনো হাতের আঙুলের মাথায়। এ দুটো সিম্বল প্রাচীনকালের সবচাইতে কাঙ্খিত এবং গোপন আইকন।

রহস্যের হাত।

আইকনটি খুব একটা দেখা যায় না, তবে ইতিহাসে এটা কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের শক্তিশালী আহ্বানের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত। ল্যাংডন বুঝতে পারলো সেই মুহূর্তে জিনিসটা এখন ঠিক তার চোখের সামনেই আছে। *পিটারের হাত কেটে কেউ একজন রহস্যের হাত হিসেবে তুলে ধরেছে?* এটা একেবারেই অচিন্তনীয়। সাধারণত এ কাজটি করা হয় কাঠ, পাথর, ভাস্কর্যের মাধ্যমে কিংবা ড্রইং এঁকে। কিন্তু জীবন্ত মানুষের হাত কেটে এরকম কিছু করার কথা ল্যাংডন কখনই শোনে নি। আইডিয়াটা একেবারেই পৈশাচিক।

"স্যার?" ল্যাংডনের পেছন থেকে একজন গার্ড বললো। "প্লিজ, সরে দাঁড়ান।"

কথাটা ল্যাংডন শুনতেই পেলো না। আরো কিছু টাট্টু আছে। যদিও মুষ্টিবদ্ধ করে রাখা তিনটি আঙুল দেখতে পাচ্ছে না তারপরও ল্যাংডন জানে ওগুলোতেও ভিন্ন ধরণের কিছু টাট্টু আঁকা রয়েছে। এটাও ট্র্যাডিশন। সব মিলিয়ে পাঁচটি প্রতীক থাকবে। বিগত হাজার বছরেও রহস্যের হাতের প্রতীকের টাট্টুগুলো একটুও বদলায় নি...যেমনটি বদলায় নি হাতের এই আইকনিক উদ্দেশ্যটি।

হাতটি আসলে...একটি আমন্ত্রণকে নির্দেশ করছে।

যে লোক ল্যাংডনকে এখানে নিয়ে এসেছে তার কথাটা মনে পড়ে গেলো আচমকা। *প্রফেসর, আজ রাতে আপনি আপনার আজীবনের লালায়িত স্বপ্নতুল্য একটি আমন্ত্রণ পাবেন।* প্রাচীনকালে রহস্যর হাত এ পৃথিবীর সবচাইতে কাঙ্খিত আমন্ত্রণটিকে নির্দেশ করতো। এই আইকনটি পাওয়ার অর্থ হলো একটি অভিজাত দলে যোগ দেয়ার আহ্বান–যারা কিনা সব সভ্যতার একান্ত গোপনীয় জ্ঞানের রক্ষক। এই আমন্ত্রণটি কেবলমাত্র বিশাল একটি সম্মানের ব্যাপারই নয়, বরং এর মানে হলো একজন মাস্টার বিশ্বাস করছেন তুমি সেই লুক্কায়িত জ্ঞান অর্জন করার জন্য যোগ্য ব্যক্তি। *তোমাকে একজন ইনিশিয়েট হবার জন্যে মাস্টার তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।*

"স্যার," বললো গার্ড, ল্যাংডনের কাঁধে শক্ত ক'রে একটা হাত রাখলো সে। "আপনি এক্ষুণিই সরে দাঁড়ান।"

"এর মানে কি সেটা আমি জানি," বললো ল্যাংডন। "আমি আপনাদেরকে সাহায্য করতে পারি।"

"এক্ষুণি!" বললো গার্ড।

"আমার বন্ধু সমস্যায় পড়েছে। আমাদেরকে–"

ল্যাংডন টের পেলো শক্ত একটি হাত তাকে কর্তিত হাতটি থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে

যাচ্ছে...কোনো রকম বাধা দিতে পারলো না সে।

আনুষ্ঠানিকভাবেই একটি আমন্ত্রণ দেয়া হয়েছে। একটি রহস্যময় প্রবেশদ্বার খোলার জন্যে ল্যাংডনকে কেউ ডেকে এনেছে, যে দরজা খুলতে পারলে প্রাচীন রহস্য আর গুপ্ত জ্ঞানের একটি জগত উন্মোচিত হবে।

কিন্তু এটা তো পাগলামী।

কোনো উন্মাদের বিভ্রম।

অধ্যায় ১৪

মালাখের লম্বা লিমোজিনটা ইউএস ক্যাপিটল থেকে খুব সহজেই বেরিয়ে যেতে পারেলো, সেখান থেকে দক্ষিণের ইন্ডিপেন্ডেন্স এভিনুর দিকে ছুটতে লাগলো গাড়িটা। বাইরের ফুটপাতে এক জোড়া তরুণ-তরুণী পেছনের জানালার দিকে উঁকি মারলো কোনো ভিআইপি'কে দেখার আশায়।

আমি সামনে বসেছি, ভাবলো মালাখ, আপন মনেই হাসলো সে।

বিশাল এই গাড়িটা চালাতে গিয়ে নিজেকে খুব শক্তিমান মনে হচ্ছে তার। আজ রাতে সে যা চায় সেটা তার বাকি পাঁচটি গাড়ি দিয়ে সম্ভব নয়–প্রাইভেসির নিশ্চয়তা। এই শহরে লিমোজিন গাড়ি এক ধরণের বাড়তি সুবিধা দিয়ে থাকে। *গাড়িতে ক'রে কোনো ডেলিগেশন যাচ্ছে।* ক্যাপিটল হিলে কর্মরত পুলিশ অফিসারেরা কখনই নিশ্চিত হতে পারে না কোন্ লিমোজিনে কোন্ ক্ষমতাধর ব্যক্তি চলাফেরা করছে, আর সে কারণেই কোনো রকম সুযোগ তারা নিতে চায় না।

মেরিল্যান্ডের আনাকস্টিয়া নদী অতিক্রম করতেই মালাখের মনে হতে লাগলো সে ক্যাথারিনের আরো কাছে এগিয়ে যাচ্ছে। ভাগ্যের টানে ছুটে যাচ্ছে সামনের দিকে। *আজরাতে আমাকে দ্বিতীয় কাজটি করার জন্যে বলা হচ্ছে...এমন একটি কাজ যা কখনও কল্পনাও করি নি।* গতরাতে পিটার সলোমন যখন তার শেষ সিক্রেটগুলো বললো তখনই মালাখ জানতে পারলো ক্যাথারিন সলোমন একটি গোপন ল্যাবে অলৌকিক সব কাজকর্ম ক'রে যাচ্ছে–এমন সব আবিষ্কার যা প্রকাশিত হলে পুরো বিশ্বটাই বদলে যাবে বলে মালাখ বিশ্বাস করে।

তার কাজ সব বস্তুর সত্যিকারের প্রকৃতি উন্মোচিত করবে।

শত শত বছর ধরে এই পৃথিবীর 'সবচাইতে মেধাবী মস্তিষ্কগুলো' প্রাচীন বিজ্ঞানকে অবহেলা ক'রে এসেছে, ঠাট্টা করেছে মূর্খদের কুসংস্কার ব'লে। সন্দেহবাতিকতার আত্মতুষ্টি আর অভিনব সব নতুন প্রযুক্তিতে সশস্ত্র করেছে নিজেদেরকে–সেসব হাতিয়ার তাদেরকে সত্য থেকে কেবল দূরেই সরিয়ে নিয়ে গেছে। প্রতিটি প্রজন্মের মহান সব আবিষ্কার পরবর্তী প্রজন্মের প্রযুক্তি ভুল প্রমাণ করেছে। এভাবেই চলে গেছে যুগের পর যুগ। মানুষ যতো জেনেছে ততোই বুঝতে পেরেছে সে আসলে তেমন কিছু জানে না।

হাজার বছর ধরে মানবসভ্যতা অন্ধকারেই ঘুরে বেড়িয়েছে...তবে এখন ভবিষ্যতবাণী করা হয়েছে, খুব শীঘ্রই অবস্থার পরিবর্তন হবে। ইতিহাস জুড়ে অন্ধভাবে ঘুরে বেড়ানোর পর মানবসভ্যতা অবশেষে চার রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে। বহু আগেই এই মুহূর্তটির আগাম খবর দেয়া হয়েছিলো, প্রাচীন পুঁথিতে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছিলো আদিম

ক্যালেন্ডার এবং নক্ষত্রমণ্ডলীর মাধ্যমে। তারিখটি একেবারে নির্দিষ্টভাবে বলা আছে, সময়টি দাঁড়িয়ে আছে একেবারে দোরগোড়ায়। জ্ঞানের অসাধারণ উন্মেষের মাধ্যমে এটি এগিয়ে আসবে...স্বচ্ছতার আলোক ছটা অন্ধকারকে আলোকিত করবে, মানবসভ্যতাকে সুযোগ দেবে অন্ধকার গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে। প্রজ্ঞার পথে নিয়ে যাবে তাদেরকে।

আলো ঢেকে দেবার জন্যে আমি এসেছি, ভাবলো মালাখ। *এটাই হলো আমার ভূমিকা।*

ভাগ্য তাকে পিটার এবং ক্যাথারিনের সাথে জুড়ে দিয়েছে। এসএমএসসি'র ল্যাবে ক্যাথারিন যে যুগান্তকারী আবিষ্কার করেছে সেটা নতুন চিন্তাভাবনার ফ্লাডগেট খুলে দেবে, শুরু করবে নব্য এক রেনেসাঁর। ক্যাথারিনের আবিষ্কার জনসম্মুখে প্রকাশিত হলে বিপর্যয় নেমে আসবে, যে জ্ঞান হারিয়ে গেছে সেটা পুণঃআবিষ্কারে উদ্বুদ্ধ করবে মানবসভ্যতাকে। এই জ্ঞান তাকে কল্পনাতীত ক্ষমতা দান করবে।

এই মশালটি প্রজ্জ্বলিত করা ক্যাথারিনের নিয়তি।

আমার নিয়তি সেটা নিভিয়ে দেয়া।

অধ্যায় ১৫

গাঢ় অন্ধকারে ক্যাথারিন সলোমন তার ল্যাবের দরজার নবটা খপ্ ক'রে ধরলো। লিড-লাইন দরজাটা পেড়িয়ে দ্রুত ছোট্ট একটি এন্ট্রি রুমে ঢুকে পড়লো সে। অন্ধকার অতিক্রম করে এখানে আসতে মাত্র নব্বই সেকেন্ড সময় লেগেছে, তারপরও তার হৃদস্পন্দন পাগলা ঘোড়ার মতো লাফাচ্ছে। *তিন বছর পর হয়তো সবাই ভাববে আমি এসবে অভ্যস্ত হয়ে গেছি।* পাঁচ নাম্বার পডের অন্ধকার থেকে পালাতে পারলে ক্যাথারিন সব সময়ই স্বস্তি বোধ করে।

'কিউব' নামে পরিচিত ঘরটা জানালাবিহীন বিশাল একটি বাক্স। এই ঘরের প্রতিটি দেয়াল আর ছাদ টাইটানিয়াম-কোটেড সীসার ফাইবার দিয়ে মোড়ানো। এরফলে সিমেন্টের তৈরি একটি আবদ্ধ জায়গায় বিশাল একটি খাঁচার মতো মনে হয় ঘরটাকে। ফ্রস্টেড প্লেক্সিগ্লাসের ডিভাইডারগুলো এখানকার কম্পার্টমেন্টগুলোকে আলাদা ক'রে রেখেছে–ল্যাবরেটরি, কন্ট্রোলরুম, মেকানিক্যাল রুম, বাথরুম আর ছোট্ট একটি রিসার্চ লাইব্রেরি।

হন হন ক'রে প্রধান ল্যাবে ঢুকে পড়লো ক্যাথারিন। উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত জায়গাটিতে থাকা অত্যাধুনিক সব যন্ত্রপাতিগুলো চকচক করছে।

নোয়েটিক সায়েন্স অত্যাধুনিক সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা সত্ত্বেও তাদের আবিষ্কারগুলো হাইটেক না হয়ে বরং অনেক বেশি আধ্যাত্মিক। জাদু আর মিথের ব্যাপারগুলো খুব দ্রুতই বাস্তবতা হয়ে উঠছে। নোয়েটিক সায়েন্সের মূল ক্ষেত্র হলো মানব মনের অব্যবহৃত সম্ভাবনা।

সমগ্র থিসিসটি খুবই সহজ সরল *আমরা আমাদের মানসিক এবং আধ্যাত্মিক সক্ষমতার খুব কমই স্পর্শ করতে পেরেছি।*

ক্যালিফোর্নিয়ায় অবস্থিত ইনস্টিটিউট অব নোয়েটিক সায়েন্স (আইওএনএস) এবং প্রিন্সটন ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যানোম্যালিস রিসার্চ ল্যাব (পিইএআর) বেশ স্পষ্ট করেই প্রমাণ করেছে যে, মানব মস্তিষ্ক যদি যথাযথভাবে ফোকাস করা হয় তবে সেটা ভৌত বস্তুকে প্রভাবিত কিংবা রূপান্তর করতে সক্ষম হবে। তাদের এক্সপেরিমেন্ট হলো 'চামচ-বাঁকানো'র ট্রিকস নয়, বরং আরো উচ্চ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যা অসাধারণ ফলাফল বয়ে আনে : আমাদের চিন্তাশক্তি আসলে ভৌত জগতের সাথে মিথস্ক্রিয়া ক'রে থাকে, আমরা জানি বা না জানি, এটা আন্ত-আণবিক ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার ক'রে থাকে।

বস্তুর উপর মানুষের মনের প্রভাব।

২০০১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের সেই ভয়াবহ সময়ের পর মুহূর্তে নোয়েটিক সায়েন্স

এক ধাপ এগিয়ে যায়। চারজন বিজ্ঞানী আবিষ্কার করে সমগ্র ভয়ার্ত বিশ্ব একসাথে যখন শোকে মুহ্যমান হলো তখন সারা বিশ্বের সাইত্রিশটি র‍্যান্ডম ইভেন্ট জেনারেটরের আউটপুট আচমকাই অপেক্ষাকৃত কম র‍্যান্ডম হয়ে উঠলো। কোনো না কোনোভাবে এই একটি ব্যাপারে লক্ষ লক্ষ মানুষের মন একসূত্রে একই বিষয়ে সমবেদনা প্রকাশ করতে গেলে এইসব মেশিনের র‍্যান্ডমাইজিং ফাংশনে সেটা প্রভাব ফেলে। তাদের আউটপুটগুলো সুসংগঠিত ক'রে বিশৃঙ্খলা থেকে শৃঙ্খলায় নিয়ে আসে।

মনে হয় ভড়কে দেয়া আবিষ্কারটি 'কসমিক কনসাসনেস' নামে পরিচিত প্রাচীন আধ্যাত্মিক বিশ্বাসকেই সমর্থন করে—বিশাল সংখ্যক মানুষের একই ধরণের চিন্তা ভৌত বস্তুর সাথে মিথস্ক্রিয়া করতে সক্ষম। সাম্প্রতিক সময় গণ-ধ্যান এবং প্রার্থনার উপর গবেষণায়ও র‍্যান্ডম ইভেন্ট জেনারেটরে এই ধরণের ফলাফল পাওয়া গেছে। নোয়েটিক লেখক লিন ম্যাকট্যাগার্ট যেরকমটি বলেছেন, মানুষের কনসাসনেস আবদ্ধ শরীরের বাইরের বস্তু, এসব ফলাফল সেই দাবিকেই আরো জোড়ালোভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে...অত্যন্ত সুশৃঙ্খল একটি শক্তি ভৌত জগতকে বদলে দিতে সক্ষম। ম্যাকট্যাগার্টের *দ্য ইন্টেনশন এক্সপেরিমেন্ট* বই এবং তার স্টাডি বেইজড ওয়েবসাইট *www.theintentionexperiment.com* দারুণভাবে ক্যাথারিনকে অনুপ্রাণিত করেছে। মানুষের মন কিভাবে বিশ্বকে প্রভাব করে মূলত তার উপর আলোকপাত করার লক্ষ্যে এ বই আর ওয়েবসাইট। আরো কিছু সংখ্যক প্রগতিশীল বই-পুস্তক আর লেখা ক্যাথারিনের আগ্রহকে প্রভাবিত করেছে।

এই ফাউন্ডেশন থেকে ক্যাথারিন সলোমনের রিসার্চ ব্যাপকভাবে অগ্রসর হয়েছে এবং প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে 'ফোকাস থট' অর্থাৎ 'ঘনীভুত চিন্তা' আক্ষরিক অর্থে যেকোনো জিনিসকেই প্রভাবিত করতে পারে—গাছপালার বৃদ্ধির হার, বোলের মধ্যে থাকা মাছের সাঁতার কাটার দিক, কোষ বিভাজনের আচরণ, আলাদাভাবে স্বয়ংক্রিয় সিস্টেমের সিনক্রোনাইজেশন এবং নিজের শরীরের রাসায়নিক বিক্রিয়া। এমন কি নবগঠিত সলিড ক্রিস্টালাইন স্ট্রাকচারও কারো মনের প্রভাবে বদলে যেতে পারে; প্রেমময় চিন্তাভাবনা প্রেরণ করে ফৃজের মধ্যে থাকা এক গ্লাস পানিকে সুন্দর সামঞ্জস্যপূর্ণ বরফের স্ফটিক সৃষ্টি করেছিলো ক্যাথারিন। আরেকটি অবিশ্বাস্য হলো সে যখন নেতিবাচক আর আজেবাজে চিন্তা করলো তখন বরফের স্ফটিক এলোমেলোভাবে জমে গেলো, বিকৃত আকৃতিতে।

মানব মন আক্ষরিক অর্থেই ভৌত জগতকে বদলে দিতে পারে।

ক্যাথারিনের এক্সপেরিমেন্ট যতোই সাহসী হতে লাগলো তার ফলাফলগুলো ততো বেশি বিস্ময়কর হয়ে উঠলো। 'বস্তুর উপর মানুষের মনের প্রভাব' যে নতুন যুগের সেলফ-হেল্প মন্ত্র নয় সেই সন্দেহটি তার এই ল্যাবের কাজকর্মের মাধ্যমে দূর হয়েছে বলা চলে। বস্তুর অবস্থান বদলে দেয়ার ক্ষমতা মানব মনের রয়েছে। তারচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, সেটা নির্দিষ্ট অভিমুখে পরিচালিত করার ক্ষমতা রয়েছে মানব মনের।

আমরা আমাদের নিজের জগতের প্রভু।

ক্যাথারিন দেখিয়েছে সাবঅ্যাটমিক স্তরে কণাগুলোর অস্তিত্ব উদয় এবং বিনাশ হয় কেবলমাত্র ওগুলো অবলোকন করার উদ্দেশ্যের উপর। তার কণা দেখার আকাঙ্খা...ঐ কণাটিকে মূর্তমান ক'রে তোলে। হাইজেনবার্গ কয়েক দশক আগেই এ ব্যাপারে ইঙ্গিত করেছিলেন। আর এখন এটি পরিণত হয়েছে নোয়েটিক সায়েন্সের মৌলিক নিয়মে। লিন ম্যাকট্যাগার্টের কথায় "জীবন্ত সত্তা হলো এমন এক ধরণের প্রভাবক যা কিনা কোনো কিছুর মধ্য থেকে একদম বাস্তব কিছু বদলে দেবার সম্ভাবনা তৈরি করে। আমাদের এ মহাবিশ্ব তৈরিতে সবচাইতে জরুরি যে উপাদানের প্রয়োজন সেটা হলো, এটাকে কোনো সত্তা কর্তৃক অবলোকন করা।"

ক্যাথারিনের কাজের সবচাইতে বিস্ময়কর দিক হলো, ভৌত জগতকে প্রভাবিত করার মনের যে ক্ষমতা সেটা কণাগুলোকে বাড়িয়েও দিতে পারে। ইনটেনশন হলো আরোহিত দক্ষতা। ধ্যানের মতো মনের সত্যিকারের ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণের জন্যে অনুশীলনের প্রয়োজন রয়েছে। তারচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ...কিছু কিছু লোক জন্মগতভাবেই এ ব্যাপারে অন্যদের চেয়ে বেশি দক্ষ হয়ে থাকে। ইতিহাস জুড়েই এরকম লোক দেখা যায় যারা এ ক্ষেত্রে সত্যিকারের মাস্টার হয়ে উঠেছিলো।

এটা হলো প্রাচীন আধ্যাত্মিকতা আর আধুনিক বিজ্ঞানের মধ্যেকার হারানো সংযোগ।

ক্যাথারিন এটা তার ভাই পিটারের কাছ থেকে শিখেছে। ভায়ের কথা ভাবতেই তাকে নিয়ে গভীর দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলো আবার। ল্যাবের রিসার্চ লাইব্রেরিতে ঢুকে উঁকি দিলো সে। একদম ফাঁকা।

লাইব্রেরিটা ছোট্ট একটি রিডিং রুম–দুটো মরিস চেয়ার, একটা কাঠের টেবিল, দুটো ফ্লোর ল্যাম্প আর এক দেয়াল জুড়ে মেহগনি কাঠের বইয়ের সেলফ। যাতে রয়েছে পাঁচশ' বই। ক্যাথারিন এবং পিটার এখানে বসেই তাদের পছন্দের বইপত্র পড়ে, পার্টিক্যাল পদার্থ বিজ্ঞান থেকে প্রাচীন আধ্যাত্মিকতার উপর যাবতীয় লেখালেখির কাজ ক'রে থাকে। পুরনো আর নতুনের মিশ্রণে তাদের সংগ্রহ গড়ে উঠেছে...আধুনিক প্রযুক্তি থেকে ঐতিহাসিক বিষয়। ক্যাথারিনের বেশিরভাগ বইয়ের শিরোনাম হয়ে থাকে *কোয়ান্টাম কনসাসনেস, দ্য নিউ ফিজিক্স* এবং *প্রিন্সিপ্যাল অব নিউরাল সায়েন্স।* তার ভায়ের বইগুলো অপেক্ষাকৃত পুরনো ধাঁচের। যেমন, *দ্য কাইবালিয়ন, দ্য জোহার, দ্য ড্যান্সিং উ লি মাস্টার্স* এবং বৃটিশ মিউজিয়াম থেকে সুমেরিয়ান ট্যাবলেটের অনুবাদ।

"আমাদের বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যতের মূলচাবিকাঠি," তার ভাই প্রায়শই বলে থাকে, "আমাদের অতীতে লুকিয়ে আছে।" সারা জীবন ধরে ইতিহাস, বিজ্ঞান আর আধ্যাত্মিকতার উপর পড়াশোনা করা লোক পিটারই প্রথম ক্যাথারিনকে তার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পাশাপাশি হার্মেটিক দর্শন বোঝার জন্যে উৎসাহ দিয়েছিলো। তার বয়স যখন মাত্র উনিশ তখনই পিটার তার মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞান আর প্রাচীন আধ্যাত্মিকতার মধ্যে যে সংযোগ রয়েছে সে ব্যাপারে আগ্রহী ক'রে তোলে।

"তাহলে আমাকে বলো কেট," ইয়েলে পড়ার সময় ছুটিতে যখন বাড়িতে এলো

তখন তার ভাই তাকে বলেছিলো। "এলিস আজকাল থিয়োরিটিক্যাল ফিজিক্সের উপর কি ধরণের পড়াশোনা করাচ্ছে তোমাদের?"

ক্যাথারিন তাদের পারিবারিক লাইব্রেরির বুকসেলফের পাশে দাঁড়িয়ে কি কি বই লাগবে সেই তালিকাটি পড়ে শোনালো।

"বেশ ভালো," তার ভাই জবাবে বললো। "আইনস্টাইন, নিলস্ বোর এবং স্টিফেন হকিং হলেন আধুনিক কালের জিনিয়াস। কিন্তু পুরনো কিছু কি পড়ছো তুমি?"

মাথা চুলকে ক্যাথারিন বললো, "মানে, বলতে চাচ্ছো...নিউটন?"

তার ভাই হাসলো। "বলে যাও।" সাতাশ বছর বয়সেই পিটার একাডেমিক দুনিয়ায় নিজের জায়গা ক'রে ফেলেছিলো। ক্যাথারিন সেই ধরণেরই বুদ্ধিবৃত্তিক আবহে বেড়ে উঠছিলো তখন থেকে।

নিউটনের চেয়েও পুরনো? টলেমি, পিথাগোরাস, হার্মেস টৃসমেজিস্টাসের মতো প্রাচীনকালের জ্ঞানীদের নামগুলো ক্যাথারিনের মাথায় ঘুরতে লাগলো। *এখন আর কেউ এসব জিনিস পড়ে না।*

তার ভাই চামড়ায় বাঁধাই করা পুরনো কতোগুলো বইয়ের উপর হাত বোলালো। "প্রচীনকালের লোকজনের বৈজ্ঞানিক প্রজ্ঞা অসাধারণ ছিলো...আধুনিক বিজ্ঞান সবেমাত্র এসব বুঝতে শুরু করেছে।"

"পিটার," ক্যাথারিন বললো, "তুমি আমাকে বলেছো, মিশরিয়রা নাকি নিউটনেরও বহু আগে পুলি আর লিভারের ব্যাপারগুলো বুঝতো, আর প্রথম দিককার অ্যালকেমিস্টরা আধুনিক কালের রসায়নবিদদের সমতুল্য কাজ করতো, তো তাতে কি হয়েছে? আজকের দিনে পদার্থ বিজ্ঞান যেসব বিষয় নিয়ে কাজ করছে তা প্রাচীনকালের বিজ্ঞানীদের কাছে অকল্পনীয় ছিলো।"

"যেমন?"

"উমমম..যেমন এন্টেঙ্গেলমেন্ট থিয়োরি!" সাবএটমিক রিসার্চ প্রমাণ ক'রে দিয়েছে সব ধরণের বস্তুই একে অন্যর সাথে সম্পর্কিত, অর্থাৎ আন্তসম্পর্কিত...একক সমন্বিত এক জালের মধ্যে জড়িয়ে আছে...এক ধরণের সার্বজনীন একত্ব। "তুমি বলতে চাচ্ছো প্রচীন কালের জ্ঞানীরা এন্টেঙ্গেলমেন্ট থিয়োরি নিয়ে আলাপ আলোচনা করতো?"

"অবশ্যই!" বেশ জোর দিয়ে বললো পিটার। "আদিম যুগের বিশ্বাসের মূল ছিলো এন্টেঙ্গেলমেন্ট। এটা প্রাচীন ইতিহাসের মতোই প্রাচীন...ধর্মকায়া, তাও, ব্রহ্মা। সত্যি বলতে কি, সবচাইতে পুরনো আধ্যাত্মিক অম্বেষণ ছিলো নিজের এন্টেঙ্গেলমেন্টকে চিহ্নিত করতে পারা, সব জিনিসের সাথে নিজের আন্তসম্পর্ক আঁচ করা। নিজেকে সব সময় মহাবিশ্বের সাথে 'একজন'-এ পরিণত করতে চাওয়া...'একত্ব' অবস্থায় নিজেকে উন্নীত করা।" ভুরু তুললো তার ভাই। "আজকের দিনেও ইহুদি এবং খৃস্টানরা সমম্বয়ের জন্যে সংগ্রাম ক'রে যাচ্ছে...যদিও আমাদের বেশিরভাগই ভুলে বসে আছে, আসলে এটা হলো আমাদেরকে একের মধ্যে একীভূত করার অন্বেষণ।"

দীর্ঘশ্বাস ফেললো ক্যাথারিন। ভুলে গিয়েছিলো ইতিহাসে অভিজ্ঞ একজন লোকের সাথে এ নিয়ে তর্ক করাটা কতোটাই না কঠিন। "ঠিক আছে, কিন্তু তুমি তো অতি সরলীকরণ ক'রে ফেলছো। আমি সুনির্দিষ্ট পদার্থ বিজ্ঞানের কথা বলছি।"

"তাহলে আরো নির্দিষ্ট ক'রে বলো।" তার অভিজ্ঞ চোখ তাকে এখন রীতিমতো চ্যালেঞ্জ করছে।

"ঠিক আছে, *পোলারিটি* বা বিপরীতধর্মীতার মতো সহজ-সরল বিষয়টির কথাই বলছি–সাবএটমিক জগতে পজিটিভ/নেগেটিভ ভারসাম্য। প্রাচীনকালের লোকেরা নিশ্চয় এটা–"

"দাঁড়াও!" তার ভাই বিশাল একটি পুরনো বই লাইব্রেরি টেবিলের উপর রাখলো। "আধুনিক পোলারিটি দু'হাজার বছর আগের ভগবত গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বর্ণিত 'দ্বৈতজগত' ছাড়া আর কিছু নয়। কাইবালিয়নসহ এখানকার আরো এক ডজন বই বাইনারি সিস্টেম এবং প্রকৃতিতে বিপরীত শক্তির কথা বলেছে।"

ক্যাথারিন কিছুটা সন্দেহগ্রস্ত হলো। "ঠিক আছে, তবে আমরা যদি সাবএটমিক ক্ষেত্রে আধুনিক আবিষ্কারগুলোর কথা বলি–যেমন হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তাবাদ–"

"তাহলে আমাদেরকে এখানে একটু দেখতে হবে," কথাটা বলেই বইয়ের সেলফ থেকে আরেকটা বই নামালো সে। "উপনিষদ নামের হিন্দুদের পবিত্র বৈদিক পুঁথি।" বইটা মেলে ধরলো পিটার। "হাইজেনবার্গ এবং শ্রোডিঙ্গার এটা স্টাডি করেছেন, তাদের কিছু তত্ত্ব গঠন করতে এটা সাহায্য করেছে বলেও কৃতিত্ব দিয়েছেন তারা।"

বেশ কয়েক মিনিট ধরে চলেছিলো এই শোডাউন, আর টেবিলের উপর বইয়ের স্তুপও বেড়ে গিয়েছিলো সেই সাথে। অবশেষে ক্যাথারিন হতাশ হয়ে দু'হাত তুলে বললো, "ঠিক আছে! তুমি তোমার যুক্তি ভালোমতোই দিয়েছো। কিন্তু আমি তো অত্যাধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর থিয়োরিটিক্যাল পদার্থ বিজ্ঞান নিয়ে স্টাডি করতে চাই। যাকে বলা হয় বিজ্ঞানের ভবিষ্যত! কৃষ্ণ এবং ঋষি ব্যস সুপারস্ট্রিঙ্গ থিয়োরি এবং মাল্টিডায়মেনশনাল কসমোজিক্যাল মডেল নিয়ে কথা বলেছেন ব'লে আমার ঘোরতর সন্দেহ রয়েছে।"

"ঠিকই বলেছো। তারা সেটা বলে নি।" তার ভাই একটু থামলো। তার ঠোঁটে মৃদু হাসি। "সুপারস্ট্রিঙ্গ থিয়োরির কথা যদি বলো..." আবারো বইয়ের সেলফ হাতরিয়ে বেড়ালো সে। "তাহলে এই বইটার কথাই বলতে হয়।" ডেস্কের উপর বইটা রেখে খুলে ফেললো। "এটি মধ্যযুগের আসল *আরামিক*-এর ত্রয়োদশ শতকের অনুবাদ।"

"ত্রয়োদশ শতকে সুপারস্ট্রিঙ্গ থিয়োরি?!" কথাটা মেনে নিতে পারলো না ক্যাথারিন। "কী যে বলো না!"

সুপারস্ট্রিঙ্গ থিয়োরি হলো মহাবিশ্বের একেবারে নতুন একটি মডেল। অতি সাম্প্রতিককালের বৈজ্ঞানিক অবজার্ভেশনের উপর ভিত্তি ক'রে গড়ে উঠেছে এটি। এ মতবাদ বলে, মাল্টিডায়মেনশনাল মহাবিশ্ব তিনটি ডায়মেনশনে নয়...বরং দশটি

ডায়মেনশনে সৃষ্টি হয়েছে, আর এসবই কম্পমান তারের মতো মিথষ্ক্রিয়া ক'রে থাকে, অনেকটা বেহালার তার যেভাবে সুরধ্বনি তোলে।

তার ভাই বইটা খুলে নির্দিষ্ট পৃষ্ঠা বের করার আগ পর্যন্ত ক্যাথারিন অপেক্ষা করলো। "এটা পড়ো।" একটা ডায়াগ্রামের দিকে ইঙ্গিত ক'রে বললো সে।

কথামতোই কাজ করলো ক্যাথারিন। পুরনো দিনের অনুবাদ, বোঝা খুব কঠিন। কিন্তু অবাক হয়েই সে দেখতে পেলো আধুনিক স্ট্রিঙ্গ থিয়োরির মতোই লেখা আর ড্রইংগুলো একই কথা বলছে-কম্পমান দশটি তারের দশ মাত্রার মহাবিশ্ব। আরো একটু পড়তেই আৎকে উঠলো সে। "হায় ঈশ্বর, এখানে তো দেখছি ছয়টি ডায়মেনশন কিভাবে একসাথে জড়িয়ে থাকে, মানে এন্টেঙ্গেল হয় এবং একসাথে কাজ করে সেটা বলা আছে?!"ভয়ে একটু পিছিয়ে গেলো ক্যাথারিন। "এই বইটা কি?!"

দাঁত বের ক'রে হাসলো তার ভাই। "আমি আশা ক'রে রেখেছিলাম এক দিন এটা তুমি পড়বে।" বইটার নাম যে পৃষ্ঠাতে আছে সেটা মেলে ধরলো সে। তিনটি অলংকৃত শব্দ প্রিন্ট করা।

দ্য কম্প্লিট জোহার।

ক্যাথারিন কখনও জোহার না পড়লেও সে জানে এটা ইহুদিদের প্রথমদিককার আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের মূল পুঁথি, এক সময় বিশ্বাস করা হোতো এটা এতোটাই শক্তিশালী যে কেবলমাত্র জ্ঞানী রাব্বি ছাড়া অন্য কেউ পড়তে পারবে না।

বইটার দিকে তাকালো ক্যাথারিন। "তুমি বলছো, প্রাচীনকালের আধ্যাত্মিক ব্যক্তিরা জানতো এ মহাবিশ্বের দশটি ডায়মেনশন রয়েছে?"

"অবশ্যই।" সেরিদ নামে দশটি আন্তসংযোগকৃত বৃত্তের ছবি দেখালো তার ভাই। "এটা ঠিক যে, এই শ্রেণীবিভাগটি গূঢ় বিদ্যার, তবে এর পদার্থবিদ্যাটি খুবই অগ্রসর।"

কী বলবে বুঝতে পারলো না ক্যাথারিন। "তাহলে...এটা কেন লোকজন পড়ে না?"

তার ভাই হাসলো। "পড়বে।"

"বুঝলাম না।"

"ক্যাথারিন, আমরা চমৎকার একটি সময়ে জন্মেছি। একটা পরিবর্তন ধেয়ে আসছে। মানুষ যখন তাদের চোখ প্রকৃতি এবং পুরনো দিনের দিকে ফেরাবে তখন নতুন এক যুগে পদার্পণ করবে তারা...জোহারের মতো অন্যসব প্রাচীন বইয়ের আইডিয়াগুলোর দিকে ফিরে যাবে তারা। শক্তিশালী সত্যের নিজস্ব ক্ষমতা রয়েছে, প্রকারন্তরে সেটা লোকজনকে তার দিকেই টেনে নিয়ে যাবে। সময় আসবে যখন আধুনিক বিজ্ঞান প্রাচীনকালের প্রজ্ঞাকে আন্তরিকতার সাথেই অধ্যয়ন করতে শুরু করবে...সেদিনই মানবসভ্যতা সেই প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাবে যা আজো খুঁজে বেড়ানো হচ্ছে।"

সেই রাতে ক্যাথারিন তার ভায়ের পুরনো পুঁথি আর বইপত্রগুলো পড়তে আরম্ভ করে খুব দ্রুতই বুঝতে পারলো ভাই যা বলেছে ঠিকই বলেছে। প্রাচীনকালের জ্ঞানীরা গভীর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অধিকারী ছিলো। আজকের দিনের বিজ্ঞান খুব বেশি 'আবিষ্কার' করে

না, যা করেছে তা হলো 'পুণঃআবিষ্কার'। মনে হয় মানবসভ্যতা এক সময় মহাবিশ্বের সত্যিকারের প্রকৃতি সম্পর্কে জানতে পেরেছিলো...তবে পরে সেটা বিস্মৃত হয়ে গেছে।

মনে রেখো, আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞান আমাদেরকে সাহায্য করতে পারে! এই অন্বেষণটি ক্যাথারিনের জীবনের একটি মিশন হয়ে উঠলো–প্রচীনকালের সেই জ্ঞানকে পুণঃআবিষ্কার করার জন্যে অগ্রসর বিজ্ঞান ব্যবহার করা। এটা তার কাছে একাডেমিক রোমাঞ্চ থেকেও বেশি কিছু ছিলো। এসবের ভেতরে ক্যাথারিনের আসল বিশ্বাস ছিলো এটা বোঝার দরকার আছে পৃথিবীর...আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে এখন অনেক অনেক বেশি।

ল্যাবের পেছনে ক্যাথারিন দেখতে পেলো তার ভায়ের ল্যাব কোটটি তার কোটটার সাথেই হুকে ঝুলে আছে। আনমনেই নিজের সেলফোনটা বের ক'রে দেখলো কোনো মেসেজ আছে কিনা। কিছু নেই। তার স্মৃতিতে একটা কণ্ঠ আবারো প্রতিধ্বনি ক'রে উঠলো। *আপনার ভাই বিশ্বাস করে ওটা ডিসি'তে লুকানো আছে...ওটা খুঁজে বের করা যাবে। কখনও কখনও কোনো কোনো লিজেন্ড শত শত বছর ধরেও টিকে থাকে...সঙ্গত কারণেই।*

"না," বেশ সশব্দেই কথাটা বললো ক্যাথারিন। "এটা কোনোভাবেই সত্যি হতে পারে না।"

কখনও কখনও দেখা যায় কোনো লিজেন্ড নিছকই লিজেন্ড।

অধ্যায় ১৬

ক্যাপিটল রটুন্ডাতে হন্তদন্ত হয়ে ফিরে এলো সিকিউরিটি চিফ ট্রেন্ট এন্ডারসন, নিজের সিকিউরিটি টিমের ব্যর্থতায় রাগে ফুঁসছে। পূর্ব দিকের পোর্টিকোর কাছে এক কোণে তার এক লোক একটি স্লিঙ্গ আর আর্মি-সারপ্লাস জ্যাকেট খুঁজে পেয়েছে।

ঐ শালার লোকটি এখান থেকে সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে!

এন্ডারসন ইতিমধ্যেই একটি টিমকে বাইরের প্রাঙ্গনের সবগুলো ভিডিও স্ক্যানিং করতে বলে দিয়েছে, তবে সে জানে কোনো কিছু খুঁজে পাবার আগেই লোকটা বহু দূরে চলে যাবে।

কতোটা ক্ষতি হয়েছে সেটা দেখার জন্যে এন্ডারসন এবার রটুন্ডায় প্রবেশ করলো। দেতে পেলো পরিস্থিতি বেশ ভালোমতোই নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিয়েছে তার লোকজন। রটুন্ডায় প্রবেশ করা চারটি প্রবেশপথের সবগুলোই বন্ধ ক'রে দেয়া হয়েছে অতি সাধারণ একটি পদ্ধতি ব্যবহার করে–এই ঘরটি পরিস্কার করার কাজে সাময়িকভাবে বন্ধ করা হয়েছে। ঘরের এক কোণে জড়ো ক'রে রাখা হয়েছে এক ডজনের মতো সাক্ষীকে, তাদের কাছ থেকে সেলফোন, ক্যামেরা ইত্যাদি নিয়ে নিয়েছে রক্ষীরা। এন্ডারসন কোনোভাবেই চায় না এইসব লোকজনের কেউ সেলফোনে ছবি তুলে সিএনএন-এ পাঠিয়ে দিক।

আঁটকে রাখা সাক্ষীদের মধ্যে লম্বা, কালো চুলের টুইড স্পোর্ট কোট পরা একজন লোক চিফের সাথে কথা বলার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে। লোকটির সাথে রক্ষীদের এখন তুমুল বাকবিতণ্ডা হচ্ছে।

"এক্ষুণি তার সাথে আমি কথা বলবো," গার্ডদের বললো এন্ডারসন। "পুরো ব্যাপারটা ফয়সলা করার আগ পর্যন্ত সবাইকে লবিতে আঁটকে রাখবে।"

হাতটার দিকে এবার এন্ডারসনের চোখ গেলো। ঘরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে সেটা। *হায় ঈশ্বর।* ক্যাপিটল ভবনে পনেরো বছরের সিকিউরিটির কাজে সে অনেক আজব জিনিস দেখেছে, কিন্তু এরকম কোনো কিছু কখনই দেখে নি।

ফরেনসিক টিম যতো দ্রুত এসে এই জিনিসটা এখান থেকে নিয়ে যায় ততোই ভালো।

কাছে গিয়ে এন্ডারসন দেখতে পেলো রক্তাক্ত হাতটি কাঠের একটি স্ট্যান্ডে দাঁড় করানো আছে। *কাঠ আর মাংস*, ভাবলো সে। মেটাল ডিটেক্টরে সেটা ধরা পড়বে না। একমাত্র ধাতব জিনিসটি হলো আঙুলের একটি আঙটি, এন্ডারসনের ধারণা, আঙটিটা সন্দেহভাজন লোকটি নিজেই কর্তিত হাতের আঙুলে ঢুকিয়ে দিয়েছে।

হাতটা আরো ভালো ক'রে দেখে এন্ডারসনের কাছে মনে হলো লোকটির বয়স হবে

ষাটের কাছাকাছি। আঙটিটাতে দু'মাথার পাখির একটি অলংকার করা সিল আর ৩৩ সংখ্যাটি খোদাই করা আছে। জিনিসটা সে চিনতে পারলো না। বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর মাথায় ছোটো ছোটো দুটো ট্যাটুর দিকে তার চোখ আঁটকে গেলো।

শালার তামাশা দেখানো হচ্ছে।

"চিফ?" ফোন হাতে এক গার্ড তার দিকে ছুটে এসে বললো। "আপনার ব্যক্তিগত একটি ফোন এসেছে। সিকিউরিটি সুইচবোর্ড এইমাত্র এটি প্যাচ করেছে।"

তার দিকে এন্ডারসন এমনভাবে তাকালো যেনো সে একটা বদ্ধ উন্মাদ। "আমি এখানে জরুরি একটা কাজে আছি," রেগেমেগে বললো সে।

গার্ডের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। মাউথপিসে হাত চাপা দিয়ে বললো, "সিআইএ থেকে করা হয়েছে।"

আৎকে উঠলো এন্ডারসন। *এরইমধ্যে এ ঘটনার কথা সিআইএ জেনে গেছ?!*

"তাদের সিকিউরিটি অফিস থেকে কল করেছে।"

আড়ষ্ট হয়ে গেলো এন্ডারসন। *হলি শিট।* অস্বস্তি নিয়ে গার্ডের হাতে থাকা ফোনটার দিকে তাকালো সে।

ওয়াশিংটনের ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির বিশাল সমুদ্রে সিআইএ'র সিকিউরিটি অফিসটি যেনো বার্মুদা ট্রায়াঙ্গেল–রহস্যময় এবং বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ একটি জায়গা। আত্মবিধ্বংসী এই সংস্থাটি সিআইএ কর্তৃক একটা মাত্র কারণেই সৃষ্টি করা হয়েছে–সিআইএ'র অভ্যন্তরে গোয়েন্দাগিরি করা। একটি শক্তিশালী আভ্যন্তরীণ অফিসের মতো এই সংস্থা সিআইএ'র সমস্ত কর্মচারীর অবৈধ কাজকর্ম মনিটর ক'রে থাকে : তহবিল তছরুপ, গোপন তথ্য বিক্রি করে দেয়া, গোপন প্রযুক্তি চুরি করা এবং সব ধরণের বেআইনী নির্যাতনের কলাকৌশল।

তারা আমেরিকার গোয়েন্দাদের উপর গোয়েন্দগিরি করে।

ন্যাশনাল সিকিউরিটির সমস্ত ব্যাপারে তাদের তদন্ত করার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। তাদের ক্ষমতা সীমাহীন। সংক্ষেপে এ সংস্থাকে ওএস বলে ডাকা হয়। এন্ডারসন বুঝতেই পারছে না, ওএস কেন ক্যাপিটল ভবনের এই ঘটনার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠবে, কিংবা এতো দ্রুত তারা এ খবর পেলোই বা কিভাবে। কিন্তু এটাও তো ঠিক, বাজারে গুজব আছে ওএস নাকি সবখানেই তাদের কড়া নজর রাখে। এন্ডারসন জানে ক্যাপিটল ভবনের সবগুলো সিকিউরিটি ক্যামেরার ফিড ওএস সরাসরি পেয়ে থাকে। তবে ওএস-এর কাজকর্মের সাথে এই ঘটনাটি কোনোভাবেই খাপ খাচ্ছে না। কল করার এই সময়টি এতোটাই কাকতালীয় যে কর্তিত হাতের ঘটনা সম্পর্কিত না হয়ে অন্য কিছু সম্পর্কেও ফোন করা হতে পারে সেটা এন্ডারসনের কাছে মনে হলো না।

"চিফ?" গার্ড তার দিকে ফোনটা এমনভাবে বাড়িয়ে দিলো যেনো গরম গরম আলু ভাজা ধরে রেখেছে। "আপনাকে এক্ষুণিই এই কলটি ধরতে হবে। এটা..." থেমে গিয়ে বিনা উচ্চারণে সে দুটো ধ্বনি মুখ দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করলো। "সাটো।"

লোকটির দিকে কড়া চোখে তাকালো এন্ডারসন। *ঠাট্টা করছো নাকি।* টের পেলো

তার হাতের তালু ঘেমে ভিজে যাচ্ছে। *সাটো নিজে?*

অফিস অব সিকিউরিটির সর্বময় কর্তা ডিরেক্টর ইনোয়ু সাটো ইন্টেলিজেন্স কমিউনিটিতে একটি লিজেন্ডের নাম। পার্ল হার্বারের ঘটনার পর পর ক্যালিফোর্নিয়ার মানজানায় অবস্থিত জাপানি বন্দী-ক্যাম্পে তার জন্ম। ইন্টেলিজেন্সের কাজে সাটো আপোষহীন এক দেশপ্রেমী এবং সেই সাথে এর বিরুদ্ধে যে বা যারা দাঁড়াবে তাদের জন্যে ভয়ঙ্কর এক শত্রু হিসেবে আর্বিভূত হয়েছে। তাকে খুব কমই দেখা যায় তবে সর্বত্রই ভীতিকর একটি নাম। ওএস ডিরেক্টর সিআইএ'র গভীর জলে ডুবে থাকে, অনেকটা লেভিয়াথানের মতো যে কিনা শিকার করার জন্যেই কেবল পানির উপর উঠে আসে।

মাত্র একবারই এন্ডারসন সাটোর মুখোমুখি হয়েছিলো, সেই শীতল কালো দু'চোখের স্মৃতি এতোটাই ভীতিকর যে তার সাথে এখন ফোনে কথা বলতে পারাটা এক ধরণের আর্শীবাদই।

ফোনটা হাতে তুলে নিলো এন্ডারসন। "ডিরেক্টর সাটো," যতোটা সম্ভব বন্ধুত্বপূর্ণ কণ্ঠে বললো সে। "আমি চিফ এন্ডারসন বলছি। কিভাবে আপনাকে–"

"এ মুহূর্তে আপনার বিল্ডিংয়ে একজন লোক আছে, তার সাথে আমাকে এক্ষুণি কথা বলতে হবে।" ওএস-এর ডিরেক্টরের কণ্ঠটি চিনতে ভুল হবার কথা নয়। যেনো ব্ল্যাকবোর্ডে পাথর দিয়ে আঁচড় কাটার শব্দ। গলায় ক্যান্সারের কারণে অপারেশন করতে হয়েছিলো, ফলে খসখসে কণ্ঠ আর ঘাড়ে কাটা দাগ আরো বেশি ভীতিকর ক'রে তুলেছে তাকে। "আমি চাই এক্ষুণি তাকে খুঁজে বের করুন।"

শুধু এ-ই? আপনি চাচ্ছেন আমি কাউকে খুঁজে বের করি? হঠাৎ করেই এন্ডারসন আশাবাদী হয়ে উঠলো, হয়তো এ মুহূর্তে এই ফোন কলটি করা একেবারেই কাকতালীয় ঘটনা। "আপনি কাকে খুঁজছেন?"

"তার নাম রবার্ট ল্যাংডন। আমার মনে হয় সে এই মুহূর্তে আপনাদের ভবনেই অবস্থান করছে।"

ল্যাংডন? নামটা তার কাছে একটু আধটু পরিচিত ব'লে মনে হচ্ছে, তবে পুরোপুরি ধরতে পারলো না সেটা। এখন আবার ভাবতে শুরু করলো কর্তিত হাতের ব্যাপারে সাটো কিছু জানে কিনা। "এ মুহূর্তে আমি রটুন্ডায় আছি," বললো এন্ডারসন, "তবে এখানে আমরা কিছু পর্যটককে আঁটকে রেখেছি...একটু ধরুন।" ফোনটা নামিয়ে পর্যটকদের দলটির উদ্দেশ্যে বললো, "আপনাদের মধ্যে কি ল্যাংডন নামের কেউ আছেন?"

পর্যটকদের ভীড় থেকে একটা ভরাট কণ্ঠ জবাব দিলো। "হ্যা। আমিই রবার্ট ল্যাংডন।"

সাটো সবই জানে! ঘাড় উঁচিয়ে দেখার চেষ্টা করলো কে বলছে।

যে লোকটি কিছুক্ষণ আগে তার সাথে কথা বলার চেষ্টা করেছিলো সেই লোকটিই পর্যটকদের ভীড় থেকে বেরিয়ে আসছে। তাকে একেবারেই বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে...তবে খুব

পরিচিত বলেই মনে হচ্ছে তাকে।

ফোনটি আবারো মুখের কাছে তুলে ধরলো এন্ডারসন। "হ্যা। মিঃ ল্যাংডন এখানে আছেন।"

"ফোনটা তাকে দিন," কর্কশভাবে বললো সাটো।

এন্ডারসন হাফ ছেড়ে বাঁচলো। *আমাকে না, যা প্যাদানি দেবার তাকেই দিন।* "একটু ধরুন।" ল্যাংডনকে ইশারায় কাছে ডাকলো সে। কাছে আসতেই বুঝতে পারলো ল্যাংডন নামের লোকটিকে কেন চেনা চেনা লাগছিলো তার। *এই লোকটি সম্পর্কে আমি একটি লেখা পড়েছি। এখানে এসব হচ্ছে কি?*

ল্যাংডনের ছ'ফুট দীর্ঘ এবং পেটানো শরীর সত্ত্বেও এন্ডারসন ভ্যাটিকানের বিস্ফোরণে বেঁচে যাওয়া এবং প্যারিসে সেই মানুষ শিকারের ঘটনার নায়কের মধ্যে প্রত্যাশিত জাঁদরেল ভাবটি দেখতে পেলো না। *এই লোকটিই ফরাসি পুলিশকে ফাঁকি দিয়েছিলো...লোফার পরে আছে?* তাকে দেখে এন্ডারসনের মনে হলো হারভার্ডের লাইব্রেরিতে দস্তয়ভস্কি পড়তে থাকা কোনো ছাত্র।

"মিঃ ল্যাংডন?" একটু সামনে এগিয়ে গিয়ে এন্ডারসন বললো। "আমি চিফ এন্ডারসন। এখানকার সিকিউরিটির দায়িত্বে আছি। আপনার জন্যে একটা ফোনকল আছে।"

"আমার জন্যে?" ল্যাংডনের নীল দু'চোখে অনিশ্চয়তা আর উদ্বিগ্নতা ফুঁটে উঠলো।

তার কাছে ফোনটা তুলে দিলো এন্ডারসন। "সিআইএ'র অফিস অব সিকিউরিটি থেকে।"

"এ নাম তো কখনও শুনি নি।"

এন্ডারসন কাষ্ঠ হাসি হাসলো। "কিন্তু তারা আপনার কথা শুনেছে।"

কানের কাছে ফোনটা চেপে ধরলো ল্যাংডন। "হ্যা, বলুন।"

"রবার্ট ল্যাংডন?" ছোট্ট স্পিকারে ডিরেক্টর সাটো'র কর্কশ কণ্ঠটা গর্জে উঠলো যেনো। এতোটাই জোরে শব্দ হলো যে এন্ডারসন পর্যন্ত কথাটা শুনতে পেলো।

"হ্যা?" জবাব দিলো ল্যাংডন।

এন্ডারসন আরেটু কাছে এগিয়ে এলো সাটো কি বলছে সেটা শোনার আশায়।

"আমি ডিরেক্টর ইনোয়ু সাটো বলছি, মিঃ ল্যাংডন। এ মুহূর্তে আমি একটি ক্রাইসিস সামলাচ্ছি, আমার বিশ্বাস আপনার কাছে এমন কিছু তথ্য রয়েছে যা আমাকে সাহায্য করবে।"

ল্যাংডনকে খুব আশাবাদী দেখালো। "পিটার সলোমনের ব্যাপারে বলছেন? আপনারা কি জানেন সে এখন কোথায় আছে?!"

পিটার সলোমন? এন্ডারসনের আচমকাই মনে হলো মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছে না সে।

"প্রফেসর," সাটো বললো। "আমি আপনাকে একটি প্রশ্ন করেছি।"

"পিটার সলোমন মারাত্মক এক বিপদে রয়েছে," ল্যাংডন উত্তেজিত হয়ে বললো। "এক উন্মাদ–"

"ক্ষমা করবেন," সাটো তার কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বললো।

ভুরু কুচকালো এন্ডারসন। *বিরাট ভুল।* সিআইএ'র শীর্ষপদে থাকা কারোর কথার মাঝখানে বিরক্ত করাটা কেবলমাত্র বেসামরিক লোকদেরই কাজ হতে পারে। *আমি তো ভেবেছিলাম ল্যাংডন লোকটি অনেক বেশি স্মার্ট।*

"মনোযোগ দিয়ে শুনুন," সাটো বললো। "আমরা যে মুহূর্তে কথা বলছি তখন এ দেশ মারাত্মক এক সংকটে আছে। আমাকে বলা হয়েছে আপনার কাছে এমন তথ্য রয়েছে যা এ সংকট কাটাতে আমাকে সাহায্য করতে পারবে। আমি আবারো আপনাকে প্রশ্ন করছি। আপনার কাছে কি তথ্যটা রয়েছে?"

ল্যাংডনকে হতবিহ্বল দেখাচ্ছে। "ডিরেক্টর, আপনি কি বলছেন সে সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই নেই। এখন আমি শুধু পিটারকে খুঁজে বের করার কথাই–"

"কোনো ধারণা নেই?" সাটো চ্যালেঞ্জ জানালো যেনো।

এন্ডারসন দেখতে পেলো ল্যাংডনের গায়ের পশম কাটা দিয়ে উঠেছে। প্রফেসর এখন আরো আগ্রাসী হয়ে উঠলো। "না, স্যার। কোনো ধারণাই নেই।"

ভুরু কুচকালো এন্ডারসন। *ভুল। ভুল। ভুল।* ডিরেক্টর সাটোর সাথে রবার্ট ল্যাংডন বিরাট একটি ভুল ক'রে বসেছে। এর জন্যে তাকে পস্তাতে হবে। চড়া মূল্য দিতে হবে তাকে।

অবিশ্বাস্য, এন্ডারসন অবাক হয়ে দেখতে পেলো ডিরেক্টর সাটো রটুন্ডার এক প্রান্ত থেকে উদয় হলো। দ্রুত পদক্ষেপে রবার্ট ল্যাংডনের পেছনে চলে আসছে সে। *সাটো এই ভবনেই আছে!* দম আঁটকে এলো এন্ডারসনের। *ল্যাংডনের কোনো ধারণাই নেই।*

ডিরেক্টরের কানে ফোন ধরা। তার কালো দুটো চোখ লেজারের মতো ল্যাংডনের পেছনে স্থির হয়ে আছে।

ল্যাংডন পুলিশ চিফের ফোনটি কানে ধরে নিজের মধ্যে এক ধরণের উদভ্রান্ত ভাব টের পাচ্ছে। "আমি দুঃখিত, স্যার," তড়িঘড়ি ক'রে ল্যাংডন বললো, "আপনার কথাটা ধরতে পারছি না। আপনি আমার কাছ থেকে কি চাচ্ছেন?"

"আমি আপনার কাছ থেকে কি চাচ্ছি?" ওএস-এর ডিরেক্টরের কণ্ঠটা মৃতপ্রায় লোকের চাপা আর্তনাদের মতো শোনালো।

এমন সময় ল্যাংডন তার কাঁধে একটা স্পর্শ টের পেলো। ঘুরে তাকাতেই তার চোখ ছানাবড়া...ছোটোখাটো এক জাপানি মহিলার দিকে তাকিয়ে আছে সে। মহিলা অগ্নিমূর্তি ধারণ ক'রে আছে। পাতলা চুল, তামাকের দাগবিশিষ্ট দাঁত, আর ঘাড়ের এপাশ ওপাশে অপারেশনের কাটা দাগ। মহিলার কানে একটা ফোন ধরা, কথা বলতেই ল্যাংডন বুঝতে

পারলো এতোক্ষণ সেলফোনে এর সাথেই কথা বলছিলো।

"আমি আপনার কাছ থেকে কি চাচ্ছি প্রফেসর?" শান্তভাবে নিজের সেলফোনটা বন্ধ ক'রে কটমট চোখে তাকালো তার দিকে। "সবার আগে আপনি আমাকে 'স্যার' বলা বন্ধ করুন।"

স্থির চোখে চেয়ে রইলো ল্যাংডন। তার চোখেমুখে লজ্জার আভা। "ম্যাম, আমি...ক্ষমা চাইছি। আমরা দু'জন আসলে কারোর কথাই ঠিক মতো বুঝতে পারছি না আর–"

"আমরা আমাদের কথা ভালো মতোই বুঝতে পারছি, প্রফেসর," বললো মহিলা। "আজেবাজে বকলে আমার মেজাজ ঠিক থাকে না।"

অধ্যায় ১৭

ডিরেক্টর ইনোয়ু সাটো ভীতিকর একটি চিজ–ছোটোখাটো এক মহিলা, যার উচ্চতা চার ফিট দশ ইঞ্চির বেশি হবে না। হাড্ডিসার আর থোবড়ানো মুখ, তার গায়ের চামড়া ভিটিলিগো নামের চর্ম রোগের কারণে ছোপ ছোপ দাগবিশিষ্ট। গায়ের নীল রঙের সুটটা দেখলে মনে হবে সেটা বুঝি কোনো হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। ওপেন-নেক ব্লাউজের কারণে তার গলার অপারেশনের দাগটি দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। তার সহকর্মীরা লক্ষ্য করেছে তার মুখে পুরুষের মতো গোঁফ ওঠে, অবশ্য মহিলা সেগুলো চেঁছে রাখে সব সময়।

প্রায় এক দশক ধরে ইনোয়ু সাটো সিআইএ'র অফিস অব সিকিউরিটির দায়িত্বে নিয়োজিত আছে। তার আই কিউ অসাধারণ, আর স্বজ্ঞা বা ইনটুইশন গা শিউরে ওঠার মতোই নিঁখুত। এ দুয়ের সম্মিলনে তার মধ্যে যে আত্মপ্রত্যয়ী মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছে সেটা যে কাউকেই ভড়কে দেবার মতো। গলার মরণব্যধি ক্যান্সার পর্যন্ত তাকে তার অবস্থান থেকে টলাতে পারে নি। এই রোগযুদ্ধ তাকে এক মাসের জন্যে কাজকর্ম থেকে বিরত রাখতে পেরেছিলো কেবল। তার শারিরীক ওজনের এক তৃতীয়াংশ এবং কণ্ঠের প্রায় অর্ধেকটা শেষ করে ফেলেছে এই রোগ। কিন্তু মহিলা এমনভাবে অফিসে ফিরে এসেছিলো যেনো তার কিছুই হয় নি। দেখে মনে হয় ইনোয়ু সাটো ধ্বংসের অতীত একটি চরিত্র।

রবার্ট ল্যাংডনের মনে হলো সে-ই একমাত্র লোক নয় যে সাটোকে টেলিফোনে পুরুষ বলে ভুল করেছে। ডিরেক্টর এখনও আগুনচোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

"আমি আবারো ক্ষমা চাইছি, ম্যাম," বললো ল্যাংডন। "আমি এখনও ধাতস্থ হবার চেষ্টা ক'রে যাচ্ছি–যে লোক দাবি করছে তার জিম্মায় পিটার সলোমন রয়েছে সে আমাকে সুকৌশলে ডিসি'তে নিয়ে এসেছে আজ রাতে।" জ্যাকেটের পকেট থেকে ফ্যাক্স কপিটা বের ক'রে দেখালো। "কয়েক ঘণ্টা আগে সে আমার কাছে এটা পাঠিয়েছিলো। আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে যে প্লেন সে পাঠিয়েছিলো তার টেইল নাম্বার আমি টুকে রেখেছি। আপনি চাইলে এফএএ'তে ফোন করে ওটাকে–"

সাটো এক ঝটকায় কাগজটা তার হাত থেকে নিয়ে নিলো। কিন্তু সেটা না দেখেই পকেটে রেখে দিলো মহিলা। "প্রফেসর, আমি এই তদন্তটি পরিচালনা করছি। আমি কি জানতে চাই সেটা আমাকে বলার আগ পর্যন্ত কোনো কথা বলবেন না।"

সাটো এবার পুলিশ চিফের দিকে ফিরলো।

"চিফ এন্ডারসন," একেবারে কাছে এগিয়ে এসে কালো দু'চোখে তার দিকে স্থির চেয়ে রইলো সে। "আপনি কি আমাকে বলবেন এখানে কী ঘটছে? পূর্ব দিকের দরজায়

আমার গার্ড আমাকে বলেছে আপনি নাকি এখানে মানুষের একটি হাত পেয়েছেন। কথাটা কি সত্যি?"

এন্ডারসন একটু সরে গিয়ে ঘরের মাঝখানে মেঝেতে থাকা জিনিসটা দেখিয়ে দিলো। "হ্যা, ম্যাম। কয়েক মিনিট আগে।"

মহিলা হাতটার দিকে এমনভাবে তাকালো যেনো সেটা কোনো কিছুই না, ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো পড়ে আছে। "তারপরও আমি যখন আপনাকে ফোন করলাম তখন আমাকে এ ব্যাপারে কিছুই বলেন নি কেন?"

"আমি...আমি ভেবেছিলাম আপনি সেটা জানেন।"

"আমার সাথে মিথ্যে বলবেন না।"

মহিলার কঠিন দৃষ্টির মধ্যে পড়ে চুপ্‌সে গেলো এন্ডারসন। তবে তার কণ্ঠে আত্মবিশ্বাস ঠিকই বজায় রইলো। "ম্যাম, পুরো পরিস্থিতি আমাদের নিয়ন্ত্রণে আছে।"

"আমার তাতে সন্দেহ রয়েছে, চিফ," সাটোও সমান আত্মবিশ্বসী হয়ে বললো কথাটা।

"ফরেনসিক টিম রওনা হয়ে গেছে। যে এ কাজ করেছে নির্ঘাত আঙুলের ছাপ রেখে গেছে সে।"

সন্দেহের চোখে তাকালো সাটো। "আমার মনে হয় যে লোক একটা কাটা হাত নিয়ে আপনাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে এখানে ঢুকতে পেরেছে সে যথেষ্ট চতুর, আর সেই চতুর লোক যে এখানে কোনো আঙুলের ছাপ রেখে যাবে না সেটা খুবই স্বাভাবিক।"

"সেটা হয়তো সত্যি, তবে এটা তদন্ত করা আমার দায়িত্ব।"

"আসলে এ মুহূর্তেই আমি আপনাকে আপনার দায়িত্ব থেকে রেহাই দিচ্ছি, সে দায়িত্ব আমি তুলে নিচ্ছি নিজের কাঁধে।"

আড়ষ্ট হয়ে গেলো এন্ডারসন। "এটা ওএস-এর দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না, পড়ে কি?"

"অবশ্যই পড়ে। এটা ন্যাশনাল সিকিউরিটির বিষয়।"

পিটারের হাত? হতভম্ব হয়ে তাদের দু'জনকে দেখলো ল্যাংডন। *ন্যাশনাল সিকিউরিটি?* সে টের পাচ্ছে পিটারকে খোঁজার তার যে তাগাদা সেটা সাটোর কাছে পাত্তা পাচ্ছে না। ওএস ডিরেক্টরকে একেবারে অন্য কিছু ব'লে মনে হচ্ছে।

এন্ডারসনকেও বিভ্রান্ত লাগছে। "ন্যাশনাল সিকিউরিটি? আপনার প্রতি সম্মান রেখেই বলছি, ম্যাম—"

"আমি চেক ক'রে দেখেছি," কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বললো মহিলা, "আমি আপনাকে আমর অধীনে নিয়ে নিচ্ছি। আমার উপদেশ শুনুন, আমি যা বলবো তা-ই করবেন। আর সেটা করবেন কোনো রকম প্রশ্ন না করেই।"

ঢোক গিলে এন্ডারসন মাথা নেড়ে সায় দিলো। "কিন্তু হাতটা পিটার সলোমনের হাত। সেটা নিশ্চিত হবার জন্যে কি আমাদের আঙুলের ছাপ নেয়া উচিত না?"

"আমি প্রমাণ ক'রে দিতে পারবো," বললো ল্যাংডন। "তার হাতের আঙটিটা আমি চিনতে পেরেছি...তার হাতটাও।" একটু থামলো সে। "অবশ্য টাটুগুলো নতুন, অন্য কেউ এটা করেছে, হয়তো কিছুক্ষণ আগেই।"

"ক্ষমা করবেন?" এখানে আসার পর এই প্রথম মহিলাকে একটু ঘাবড়ে যেতে দেখা গেলো। "হাতে টাট্টু আছে নাকি?"

ল্যাংডন মাথা নেড়ে সায় দিলো। "বুড়ো আঙুলে মুকুট। তর্জনীতে একটি নক্ষত্র।"

চোখে চশমা পরে সাটো হাতটার কাছে চলে গিয়ে হাঙরের মতো চক্কর দিতে লাগলো সেটার চারপাশে।

"আপনি যদিও বাকি তিনটি আঙুল দেখতে পাচ্ছেন না," বললো ল্যাংডন, "আমি নিশ্চিত ওগুলোতেও টাট্টু আছে।"

কথাটা শুনে সাটোকে কৌতুহলী হয়ে উঠতে দেখা গেলো। এন্ডারসনের দিকে ফিরলো মহিলা। "চিফ, আপনি কি বাকি আঙুলগুলো আমাদের জন্যে একটু দেখবেন?"

হাতটার পাশে উপুড় হয়ে দেখলো এন্ডারসন। তবে স্পর্শ করার ব্যাপারে সতর্ক রইলো সে। ভালো করে দেখে বললো, "হ্যা, তিনি ঠিকই বলেছেন। সবগুলো আঙুলেই টাট্টু আছে। যদিও আমি স্পষ্ট ক'রে দেখতে পাচ্ছি না কিসের-"

"একটা সূর্য, লণ্ঠন আর চাবির," নিরসভাবে বলে গেলো ল্যাংডন।

সাটো এবার ল্যাংডনের দিকে ফিরলো। ছোটো ছোটো চোখে তাকে যাচাই করে নিচ্ছে মহিলা। "আপনি কি ক'রে এটা জানতে পারলেন?"

"এভাবে কোনো মানুষের হাত রেখে দেয়াটা এবং আঙুলে টাট্টু থাকাটা খুবই পুরনো একটি আইকন। এটা 'রহস্যের হাত' নামে পরিচিত।"

উঠে দাঁড়ালো এন্ডারসন। "এসবের আবার নামও আছে?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো ল্যাংডন। "এটা প্রাচীনকালের সবচাইতে গোপন আইকন।"

মাথা সোজা ক'রে দাঁড়ালো সাটো। "তাহলে আমি কি আপনাকে জিজ্ঞেস করতে পারি এটা ইউএস ক্যাপিটলের ভেতরে কি জন্যে রাখা হয়েছে?"

এই দুঃস্বপ্নটা থেকে জেগে ওঠার ইচ্ছে করছে ল্যাংডনের। "ঐতিহ্যগতভাবে এটা আমন্ত্রণ দেয়ার কাজে ব্যবহার করা হয়, ম্যাম।"

"আমন্ত্রণ...কিসের?" জানতে চাইলো মহিলা।

বন্ধুর কর্তিত হাতের সিম্বলগুলোর দিকে তাকালো ল্যাংডন। "শত শত বছর ধরে রহস্যের হাত আধ্যাত্মিকতার আহ্বান হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সাধারণত এটা গুপ্ত জ্ঞান লাভ করার আমন্ত্রণ-হাতে গোনা কিছু এলিট যে সুরক্ষিত জ্ঞানের অধিকারী হয়ে থাকে।"

বুকের কাছে দু'হাত ভাঁজ ক'রে সাটো তার কালো দু'চোখে তাকালো ল্যাংডনের দিকে। "তো প্রফেসর, যে লোক দাবি করেছে সে কিছুই জানে না সে কেন এখানে এসেছে...এ পর্যন্ত আপনি বেশ ভালোই চালিয়ে যাচ্ছেন।"

অধ্যায় ১৮

ক্যাথারিন সলোমন তার ল্যাব কোটটা পরে এখানে আসার পর যথরীতি যা যা করতে হয় সেই রুটিন কাজ করতে শুরু করে দিলো–তার ভাই এটাকে বলে 'রাউন্ড।'

ঘুমন্ত শিশু ঠিকমতো ঘুমাচ্ছে কিনা সেটা দেখার জন্যে নার্ভাস বাবা-মা যেভাবে বাচ্চার ঘরে উঁকি দেয় ক্যাথারিনও সেভাবে মেকানিক্যাল রুমের দিকে উঁকি মেরে দেখলো। হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল বেশ ভালোমতোই চলছে, এর ব্যাকআপ ট্যাঙ্কগুলোও নিরাপদে রাখা আছে র‍্যাকের উপর।

নীচের ডাটা স্টোরেজ হলের দিকে গেলো ক্যাথারিন। সব সময় যেমনটি হয় তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত ভল্টের ভেতর থেকে দুটো বাড়তি হলোগ্রাফিক ব্যাকআপ ইউনিট নিরাপদে এবং সশব্দে কাজ ক'রে যাচ্ছে। *এগুলো সবই আমার রিসার্চ,* তিন ইঞ্চি পুরু অভঙ্গুর কাঁচের ভেতর দিয়ে দেখে ভাবলো সে। হলোগ্রাফিক ডাটা স্টোরেজ ডিভাইস যন্ত্রটি রেফ্রিজেরেটরের মতো দেখতে আগের মডেলগুলোর মতো নয়। এটা দেখতে হালকা পাতলা স্টেরিও সিস্টেমের মতো, প্রতিটি বসানো আছে এক কলামের বেইজের উপর।

এই ল্যাবে তার দুটো হলোগ্রাফিক ড্রাইভই সিনক্রোনাইজ, দেখতে প্রায় একই রকম–তার সমস্ত কাজকর্মের এক ধরণের ব্যাকআপ হিসেবে কাজ করে এগুলো। বেশিরভাগ ব্যাকআপ সিস্টেম ভূমিকম্প, আগুন কিংবা চুরির ক্ষেত্রে সেকেন্ডারি ব্যাকআপ হিসেবে কাজ করে কিন্তু ক্যাথারিন এবং তার ভাই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো তাদের ব্যাকআপ সিস্টেমে নিরাপত্তা এবং গোপনীয়তার বিষয়টিও পাশাপাশি থাকবে। একবার তাদের ডাটাগুলো এই ভবনের বাইরে থাকা অফ-সাইট সার্ভারে চলে গেলে সেগুলোর প্রাইভেসি নিয়ে আর নিশ্চিত হওয়া যাবে না।

এখানকার সব কিছু ঠিকঠাক মতো চলছে দেখতে পেয়ে সে আবার হলওয়ে'তে ফিরে গেলো। ল্যাবের ভেতর দিয়ে যাবার সময় অপ্রত্যাশিত কিছু চোখে পড়লো তার। *এটা আবার কি?* সবগুলো যন্ত্রপাতি থেকে মৃদু আলোর আভা জ্বলছে। ব্যাপারটা কি দেখার জন্যে দ্রুত এগোতেই কন্ট্রোলরুমের প্লেক্সিগ্লাসের ভেতর থেকে আলো জ্বলতে দেখে যারপরনাই বিস্মিত হলো ক্যাথারিন।

সে এখানে? কন্ট্রোল রুমের দরজার নব ঘুরিয়ে খুলে ফেললো। "পিটার!" দৌড়ে ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বললো সে। কন্ট্রোল রুমের টার্মিনালে বসে থাকা মোটাসোটা মহিলা চমকে উঠে দাঁড়ালো। "হায় ঈশ্বর! ক্যাথারিন! তুমি তো আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছো!"

ট্রিশ ডান–তাদের দু'ভাই-বোন ছাড়া এখানে ঢোকার অনুমতি পাওয়া একমাত্র ব্যক্তি–ক্যাথারিনের মেটাসিস্টেম অ্যানালিস্ট, সপ্তাহান্তে খুব কমই কাজ করে সে। ছাব্বিশ বছরের লাল চুলের এই জিনিয়াস একজন ডাটা মডেলার, সবচাইতে গোপনীয় ডকুমেন্টগুলো সে দেখাশোনা করে। দেখে মনে হচ্ছে আজ রাতে কন্ট্রোল রুমের প্লাজমা ওয়ালে ডাটা অ্যানালাইসিস করছে। এই প্লাজমা ওয়াল বিশাল একটি মনিটর, দেখতে ঠিক নাসা'র মিশন কন্ট্রোল ডিসপ্লে'র মতো।

"দুঃখিত," ট্রিশ বললো। "তুমি যে এখানে আছো সেটা আমি জানতাম না। তুমি এবং তোমার ভাই এখানে আসার আগেই আমার কাজ শেষ করার চেষ্টা করছিলাম।"

"তার সাথে কি তোমার কথা হয়েছে? সে অনেক দেরি ক'রে ফেলেছে, ফোনও ধরছে না।"

ট্রিশ মাথা ঝাঁকালো। "আমি বাজি ধরে বলতে পারি, তুমি নতুন যে আই-ফোনটা তাকে দিয়েছো সেটা কিভাবে ব্যবহার করতে হয় সে এখনও বুঝে উঠতে পারে নি।"

ট্রিশের এই রসিকতা শুনে ভালো লাগলো ক্যাথারিনের। এখানে ট্রিশকে দেখতে পেয়ে তার মাথায় একটা আইডিয়াও চলে এসেছে। "আসলে, আজরাতে তুমি এখানে আছো ব'লে আমি খুব খুশি হয়েছি। আমাকে একটা কাজে সাহায্য করতে পারবে হয়তো। যদি কিছু মনে না করো আর কি?"

"আমি নিশ্চিত সেটা ফুটবলকে হারিয়ে দেবে।"

গভীর ক'রে দম নিয়ে মাথাটা পরিস্কার ক'রে নিলো ক্যাথারিন। "কিভাবে এটা তোমাকে বলবো বুঝতে পারছি না। কিন্তু আজ আমি একটা অদ্ভুত গল্প শুনেছি..."

ট্রিশ ডান জানে না ক্যাথারিন সলোমন কি গল্প শুনেছে, তবে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে এ নিয়ে সে বেশ টেনশনে আছে। সচরাচর তার বস্‌সুলভ দৃঢ়তা দেখা যাচ্ছে না, বরং ধূসর দু'চোখে উদ্বিগ্নতার ছাপ স্পষ্ট। এই ঘরে ঢোকার আগে সে তার কানের দু'পাশের চুলগুলো তিন তিনবার সরিয়ে নিয়েছে–*নার্ভাস হবার লক্ষণ*, ট্রিশ এটাকে এভাবেই দেখে। অসাধারণ বিজ্ঞানী। কিন্তু খুবই বাজে অভিনেত্রী।

"আমার কাছে গল্পটা একেবারেই কাল্পনিক ব'লে মনে হচ্ছে..." বললো ক্যাথারিন। "...পুরনো একটি লিজেন্ড..." আবারো কানের পাশ থেকে চুল সরালো সে।

"হ্যা, তো?"

দীর্ঘশ্বাস ফেললো ক্যাথারিন। "তারপরও আমার এক বিশ্বস্ত লোক আমাকে জানিয়েছে লিজেন্ডটা নাকি সত্যি।"

"ঠিক আছে..." *সে কী বলতে চাচ্ছে?*

"আমি আমার ভায়ের সাথে এ নিয়ে কথা বলবো কিন্তু আমার মনে হলো তার আগে তোমার সাথে এ বিষয়ে কথা বললে তুমি হয়তো কিছুটা ধারণা দিতে পারবে। এই

লিজেন্ডটা এর আগে ইতিহাসে কখনও কোথাও প্রমাণিত হয়েছিলো কিনা সেটা জানতে পারলে আমি খুবই খুশি হবো।"

"সমগ্র ইতিহাসে?"

ক্যাথারিন মাথা নেড়ে সায় দিলো। "এ বিশ্বের যেকোনো জায়গায়, যেকোনো ভাষায়, ইতিহাসের যেকোনো সময়ে?"

অদ্ভুত অনুরোধ তো, ভাবলো ট্রিশ, *তবে একেবারে অসম্ভব নয়।* দশ বছর আগে কাজটা করা প্রায় অসম্ভব ছিলো। কিন্তু আজকের দিনে এই ইন্টারনেটের যুগে যেখানে বিশ্বের সমস্ত বড় বড় লাইব্রেরি আর জাদুঘরগুলো ডিজিটাইজ করা হয়েছে সেখানে ক্যাথারিনের এই বিষয়টি খুঁজে বের করার জন্যে ট্রান্সলেশন মডিউল সংবলিত সার্চ ইঞ্জিনে ঢুঁ মারলেই কাজ হয়ে যাবে। এখন শুধু দরকার সঠিকভাবে বেছে নেয়া কিছু কি-ওয়ার্ড।

"সমস্যা নেই," বললো ট্রিশ। তাদের ল্যাবের বই পুস্তকের অনেক অনুচ্ছেদই প্রাচীন ভাষায়, সে কারণেই অপটিক্যাল কারেক্টর রিকগনিশন ট্রান্সলেটর সফটওয়্যার ব্যবহার করে থাকে ট্রিশ। এর ফেলে ঐসব দুর্বোধ্য ভাষাগুলো মুহূর্তেই সহজবোধ্য ইংরেজিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। ট্রিশ নিজে পুরনো ফৃসিয়ান, মায়েক এবং আক্কাদিয়ান ভাষার ওসিআর ট্রান্সলেটর সফটওয়্যার বানিয়ে নিয়েছে, এ পৃথিবীতে সে-ই একমাত্র ব্যক্তি যে কিনা এসব ভাষার উপরে এ ধরণের কাজ করেছে।

এই সফটওয়্যার সাহায্যে আসবে কিন্তু তার জন্যে চাই সঠিক কি-ওয়ার্ড বেছে নেয়া

দেখে মনে হচ্ছে ট্রিশের চেয়ে এগিয়ে আছে ক্যাথারিন, ইতিমধ্যেই সে কাগজ হাতে নিয়ে সম্ভাব্য কি-ওয়ার্ডগুলো লিখে নিতে শুরু ক'রে দিয়েছে।

"ঠিক আছে," লেখা শেষ করে ট্রিশের কাছে কাগজটা দিয়ে বললো সে।

কাগজটা পড়ে দেখতেই গোল গোল হয়ে গেলো ট্রিশের চোখ দুটো। *ক্যাথারিন কী ধরণের আজব লিজেন্ডের ব্যাপারে খোঁজ নিচ্ছে?* "তুমি চাচ্ছো আমি এই সবগুলো শব্দ দিয়ে সার্চ ক'রে দেখবো?" একটা শব্দ তো ট্রিশ নিজেই চিনতে পারছে না। *এটা কি আদৌ কোনো ইংলিশ শব্দ?* "তুমি কি মনে করো এইসব জিনিস এক জায়গা থেকেই খুঁজে পাবো আমরা? একেবারে অক্ষরে অক্ষরে?"

"আমি চেষ্টা ক'রে দেখতে চাইছি।"

ট্রিশ বলতে যাচ্ছিলো অসম্ভব, কিন্তু এই শব্দটি এখানে একদম নিষিদ্ধ। এটাকে এখানে আই-ওয়ার্ড বলা হয়। এটাকে সত্য আহরণের জন্যে বিপজ্জনক একটি মানসিক প্রতিবন্ধকতা বলে মনে করে ক্যাথারিন। ট্রিশ ডান মনেপ্রাণে বিশ্বাস করছে এই সব শব্দ দিয়ে সার্চ করতে গেলে কোনো কিছুই পাওয়া যাবে না।

"ফলাফল পেতে কতোক্ষণ লাগবে?" জানতে চাইলো ক্যাথারিন।

"লঞ্চ করতে লাগবে কয়েক মিনিট, তারপর সার্চ করতে হয়তো পনেরো মিনিটের মতো লাগবে।"

"এতো দ্রুত?" ক্যাথারিনকে দেখে খুশি মনে হলো।

মাথা নেড়ে সায় দিলো টৃশ। সারা বিশ্বের সমগ্র অনলাইন থেকে নতুন ডাটা, ডকুমেন্ট ডাইজেস্ট ক'রে সার্চযোগ্য ডাটাবেইজে যোগ করতে গেলে সাধারণ কোনো সার্চ ইঞ্জিনের পুরো একটা দিন লেগে যায়, কিন্তু টৃশ এমন একটি প্রোগ্রাম তৈরি করবে যা খুব দ্রুতগতিতে কাজ করতে পারবে। এটাকে সে সার্চ স্পাইডার নামে ডাকে।

"ডেলিগেটর নামে আমি একটি প্রোগ্রাম লিখবো," বুঝিয়ে বললো টৃশ। "এটা পুরোপুরি বৈধ নয় তবে একটু বেশি দ্রুতগতির। এটি এমন একটি প্রোগ্রাম যা কিনা অন্যসব সার্চ ইঞ্জিনকে দিয়ে আমাদের কাজ করিয়ে নেবার অর্ডার দেবে। বেশিরভাগ ডাটাবেইজেরই বিল্ট-ইন সার্চ ফাংশন রয়েছে–যেমন লাইব্রেরি, জাদুঘর, বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ। সুতরাং আমি এমন একটি প্রোগ্রাম লিখবো যা ঐসব সার্চ ইঞ্জিন খুঁজে বের ক'রে আমাদের কি-ওয়ার্ড ওগুলোতে ইনপুট ক'রে সার্চ করার জন্যে কমান্ড দেবে। এভাবে আমরা হাজার হাজার সার্চ ইঞ্জিনকে একসাথে কাজে লাগাতে পারবো।"

মুগ্ধ হয়ে শুনলো ক্যাথারিন। "সমান্তরাল প্রসেসিং।"

এক ধরণের মেটাসিস্টেম। "আমি কোনো কিছু খুঁজে পেলে তোমাকে ফোন করে জানাবো।"

"তোমার কথা শুনে ভালো লাগছে, টৃশ।" ক্যাথারিন তার পিঠ চাপড়িয়ে দরজার দিকে পা বাড়ালো। "লাইব্রেরিতে থাকবো আমি।"

প্রোগ্রাম লিখতে বসে গেলো টৃশ। এ কাজটি করা যে অবৈধ সেটা আমলেই নিচ্ছে না সে। ক্যাথারিনের জন্যে সে সবই করতে পারে। আজ যে সে এখানে কাজ করছে সেই সৌভাগ্যের কথা কখনও কখনও সে বিশ্বাসও করতে পারে না।

তুমি অনেক পথ পাড়ি দিয়েছো, খুকি।

মাত্র এক বছর আগে বিখ্যাত এক হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিতে মেটাসিস্টেম অ্যানালিস্টের চাকরিটা ছেড়ে দেয় টৃশ। তখন অবসরে থাকা সময়গুলোতে ফৃল্যান্স প্রোগ্রামার হিসেবে একটি ইন্ডাস্ট্রি ব্লগ চালু করে সে–'কম্পিউটারের মেটাসিস্টেম অ্যানালিসিসের ভবিষ্যত অ্যাপ্লিকেশন'–অবশ্য এটা কেউ পড়ে দেখবে কিনা সে ব্যাপারে তার যথেষ্ট সন্দেহ ছিলো। কিন্তু এক রাতে তার ফোন বেজে উঠলো।

"টৃশ ডান?" বেশ ভদ্রভাবে জানতে চাইলো একটি কণ্ঠ।

"হ্যা, বলছি। আপনি কে বলছেন?"

"আমার নাম ক্যাথারিন সলোমন।"

জ্ঞান হারাবার যোগার হলো টৃশের। *ক্যাথারিন সলোমন?* "আমি আপনার বই পড়ি–*নোয়েটিক সায়েন্স প্রাচীন জ্ঞানে প্রবেশ করার আধুনিক প্রবেশদ্বার*–আমি আমার ব্লগেও এ বিষয়ে লিখেছি!"

"হ্যা, আমি সেটা জানি," বিনয়ের সাথেই মহিলা জবাব দিলো। "সেজন্যেই আমি আপনাকে ফোন করেছি।"

অবশ্যই সেজন্যে, টৃশ বুঝতে পারলো, কেমন অসাড় অসাড় অনুভূতি হচ্ছে তার। *অসাধারণ বিজ্ঞনীরাও তাহলে গুগল ব্যবহার ক'রে থাকে।*

"আপনার ব্লগ আমাকে বেশ কৌতুহলী ক'রে তুলেছে," তাকে বললো ক্যাথারিন। "আমি জানতাম না মেটাসিস্টেম মডেলিং এতো দূর পর্যন্ত এসে পড়েছে।"

"হ্যা, ম্যাম," নিজের বিস্ময় আর উচ্ছ্বাস লুকিয়ে বললো টৃশ। "ডাটা মডেলগুলো বহু উন্নত অ্যাপ্লিকেশনের সাথে সাথেই বিকশিত হচ্ছে।"

কয়েক মিনিট ধরেই তারা দু'জন কথা বলে গেলো। টৃশের মেটাসিস্টেমের উপরে করা কাজ, অ্যানালিসিস হিসেবে তার অভিজ্ঞতা, মডেলিং ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করলো ক্যাথারিন।

"আপনার বইটা আমার মাথায় ছিলো এটা নিশ্চিত," টৃশ বললো, "তবে আমার মেটাসিস্টেম কাজে ইন্টারসেকশন দেখে আমি বেশ ভালোমতোই বুঝতে পেরেছি ব্যাপারটা।"

"আপনার ব্লগে আপনি বলেছেন মেটাসিস্টেম মডেলিং নোয়েটিক সায়েন্স স্টাডিকে বদলে দিতে পারবে?"

"অবশ্যই। আমি বিশ্বাস করি মেটাসিস্টেম নোয়েটিক সায়েন্সকে বদলে দিতে পারবে সত্যিকারের বিজ্ঞানে।"

"সত্যিকারের বিজ্ঞান?" একটু শক্ত হয়ে উঠলো ক্যাথারিনের কণ্ঠটা। "মানে..."

ধ্যাত! ভুল শব্দ বলে ফেলেছি। "উমমম, আমি আসলে বলতে চাচ্ছিলাম নোয়েটিক সায়েন্স অনেকটা...অধিবিদ্যার মতো।"

হেসে ফেললো ক্যাথারিন। "অস্থির হবেন না, আমি ঠাট্টা করছিলাম। এ রকম কথা আমি সব সময়ই শুনে থাকি।"

আমি অবাক হচ্ছি না, ভাবলো টৃশ। এমন কি ক্যালিফোর্নিয়ার নোয়েটিক সায়েন্স ইনস্টিটিউটকেও দুর্বোধ্য ভাষায় সহজ বিষয় নিয়ে গবেষণা করে বলে সমালোচনা করা হয়। মনে করা হয় তারা এমন সব বিষয় নিয়ে কাজ করে যা আমরা খুব সহজেই সাধারণ জ্ঞানে পেয়ে থাকি।

টৃশ জানতে পেরেছে, *নোয়েটিক* শব্দটি প্রাচীন গৃক ভাষার *নুস* শব্দ থেকে এসেছে–সাদামাটাভাবে অনুবাদ করলে যার অর্থ দাঁড়ায় 'আন্তঃজ্ঞান' অথবা 'স্বতস্ফূর্ত চেতনা।'

"আমি আপনার মেটাসিস্টেম কাজের ব্যাপারে আগ্রহী," বললো ক্যাথারিন, "আমি এখন যে প্রজেক্টে কাজ করছি সেটার সাথে এটা কিভাবে সমন্বয় করা যায় সেটা নিয়েও ভাবছি। আমার সাথে দেখা করতে চান কি? আপনার চিন্তাভাবনাগুলো ধরতে পারলে ভালো হোতো।"

ক্যাথারিন সলোমন আমার চিন্তাভাবনা ধরতে চাচ্ছেন? এটা যেনো অনেকটা মারিয়া শারাপোভা টেনিস খেলার ব্যাপারে টিপস্ চাচ্ছে সেরকম কিছু।

পরদিন টৃশের বাড়ির সামনে সাদা রঙের একটি ভল্‌ভো এসে থামলে ভেতর থেকে নীল জিন্স পরা হালকা গড়নের আকর্ষণীয় এক মহিলা বেরিয়ে এলো। সঙ্গে সঙ্গে টৃশের কাছে মনে হলো তার নিজের উচ্চতা দু'ফিটে নেমে গেছে। *দারুণ*, কথাটা মুখ ফসকে বের হয়ে গেলো যেনো। *স্মার্ট, ধনী এবং ঝরঝরে শরীর–বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে ঈশ্বর অনেক ভালো।* তবে ক্যাথারিনের বিনম্র ব্যবহার মুহূর্তেই টৃশকে সহজ করে তুললো।

তারা দু'জন বসলো টৃশের পেছন বারান্দায়। বিশাল বারান্দাটি দেখতে চমৎকার।

"আপনার বাড়িটা অসাধারণ," বললো ক্যাথারিন।

"ধন্যবাদ। কলেজে পড়ার সময় আমি বেশ ভাগ্যবান ছিলাম। আমার তৈরি কিছু সফটওয়্যার লাইসেন্স করিয়ে নিয়েছিলাম তখন।"

"মেটাসিস্টেমের সফটওয়্যার?"

"মেটাসিস্টেমের পূর্বপুরুষ বলতে পারেন। ৯/১১-এর পর সরকার প্রচুর সংখ্যক ডাটা হস্তগত করে ইন্টারসেপ্ট কিংবা অন্য কোনোভাবে–বেসামরিক লোকজনদের ই-মেইল, সেলফোন কল, ফ্যাক্স, এসএমএস, ওয়েবসাইট প্রভৃতি থেকে। সেইসব ডাটা থেকে সন্ত্রাসীদের যোগাযোগের সাথে সম্পর্কিত কি-ওয়ার্ড খুঁজে বেড়াচ্ছিলো তারা। তাদের এই ডাটা ভাণ্ডার প্রসেস করার জন্যে আমি একটি সফটওয়্যার তৈরি করি...ওটা থেকে ইন্টেলিজেন্সের কাজে লাগে এরকম কিছু বাড়তি সুবিধা পাওয়া যায়।" একটু হাসলো সে। "বলাই বাহুল্য, আমার সফটওয়্যারটি তাদেরকে আমেরিকার তাপমাত্রা কতো সেটার রিডিং নিতে সাহায্য করছে।"

"বুঝতে পালাম না?"

এবার জোরে হেসে উঠলো টৃশ। "কথাটা শুনে কিছু বোঝা যাচ্ছে না তা আমিও জানি। আমি বলতে চাচ্ছি, এটা সমগ্র দেশের আবেগীয় অবস্থার হিসেব নিরূপন করতে পারে। " টৃশ এবার বোঝাতে শুরু করলো কিভাবে একটি দেশের কমিউনিকেশন্সের ডাটা ফিল্ড ব্যবহার করে সমগ্র জাতির মেজাজ নিরূপন করা যায়। এটার ভিত্তি হলো নির্দিষ্ট কি-ওয়ার্ডের 'সংখ্যার ঘনত্ব' এবং ডাটা ফিল্ডের আবেগীয় সূচকসমূহ। সুখি মুহূর্তে হাসিখুশি ভাষার ব্যবহার আর দুঃসময়ে ঠিক তার উল্টোটা। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কোনো সন্ত্রাসী হামলার সময় সরকার ডাটা ফিল্ড ব্যবহার ক'রে বুঝতে পারবে দেশের জনগণের মানসিক অবস্থা কেমন আছে, ফলে সেই মোতাবেক উপদেশ এবং দিক নির্দেশনা দেয়ার জন্যে প্রেসিডেন্টকে তারা সাজেস্ট করতে পারবে।

"অপূর্ব," নিজের গালে আঙুল দিয়ে টোকা মারতে মারতে বললো ক্যাথারিন। "তার মানে আপনি সমগ্র জনগোষ্ঠীকে...একটি একক সত্তা হিসেবে ধরে নিচ্ছেন।"

"ঠিক বলেছেন। *একটি মেটাসিস্টেম।* একক কোনো কিছুকে তার অসংখ্য অংশের সম্মিলিত রূপে সংজ্ঞায়িত করা। উদাহরণ হিসেবে মানব শরীরের কথা বলা যায়, এখানে মিলিয়ন-বিলিয়ন কোষ রয়েছে, প্রত্যেকটির কোষের রয়েছে আলাদা আলাদা গুনাগুণ এবং

উদ্দেশ্য। কিন্তু তারা সবাই একটি ইউনিট হিসেবে কাজ ক'রে থাকে।"

উৎসাহ আর উত্তেজনায় ক্যাথারিন মাথা নেড়ে সায় দিলো। "পাখির পালক কিংবা মাছের পাল যেরকম একসাথে থাকে, সম্মিলিতভাবে কাজ করে। আমরা এটাকে একসূত্রে গাঁথা কিংবা এন্টেঙ্গেলমেন্ট বলতে পারি।"

ট্রিশ আঁচ করতে পারলো তার বিখ্যাত মেহমানটি নিজের নোয়েটিক সায়েন্সে মেটাসিস্টেমের সম্ভাবনা দেখতে শুরু করেছে। "আমার সফটওয়্যার সরকারের এজেন্সিগুলোকে সংকটকালীন সময়ে আরো ভালোভাবে পরিস্থিতি মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে," ট্রিশ ব্যাখ্যা ক'রে বললো। "অবশ্য এটাকে অন্যভাবে ব্যবহার করার আশংকা উড়িয়ে দেয়া যায় না। সেই সম্ভাবনা থেকেই যায়...ধরুন, জনগণের মাইন্ড-সেট মূল্যায়ন ক'রে নির্বাচনের ফলাফল কি হবে সে সম্পর্কে আগাম ধারণা পেয়ে যাওয়া, কিংবা স্টকমার্কেটের গতিপ্রকৃতি আগেভাগে বুঝে ফেলে ফায়দা লোটা।"

"কথা শুনে মনে হচ্ছে খুবই শক্তিশালী।"

ট্রিশ তার বিশাল বাড়িটার দিকে ইঙ্গিত করলো। "সরকারও সে রকমই মনে করে।"

তার উপরে ক্যাথারিনের ধূসর চোখ জোড়া স্থির হয়ে আছে। "ট্রিশ, আপনার এসব কাজের ফলে নৈতিকতার যে সমস্যা তৈরি হয় সে ব্যাপারে কি আমি প্রশ্ন করতে পারি?"

"আপনি কি বলতে চাচ্ছেন?"

"বলতে চাচ্ছি, আপনি এমন একটি সফটওয়্যার তৈরি করেছেন যা খুব সহজেই অপব্যবহার করা সম্ভব। এটা যাদের কাছে থাকবে তারা এমন সব শক্তিশালী তথ্যের মালিক বনে যাবে যা আর কারো পক্ষে পাওয়া সম্ভব নয়। এটা তৈরি করতে গিয়ে আপনি কি কোনো রকম অস্বস্তিতে ভোগেন নি?"

ট্রিশের চোখে পলক পড়লো না। "অবশ্যই না। আমার সফটওয়্যার ফ্লাইট-সিমুলেটরের মতো সফটওয়্যারগুলোর চেয়ে ভিন্ন কিছু নয়। অনুন্নত দেশে বিমান চালনা প্রশিক্ষণের কাজে এটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আবার ঐ একই জিনিস ব্যবহার করে থাকে এমন সব লোকজন যারা আস্ত বিমান নিয়ে আকাশচুম্বি অট্টালিকায় গিয়ে আঘাত হানে। জ্ঞান হলো এক ধরণের হাতিয়ার। আর সব হাতিয়ারের মতো এটির ব্যবহারও ব্যবহারকারীর উপরেই নির্ভর করে।"

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলো ক্যাথারিন। সে একেবারে মুগ্ধ। "তাহলে আপনাকে একটি হাইপোথেটিক্যাল প্রশ্ন করি।"

ট্রিশের এবার মনে হলো তাদের এইসব কথাবার্তা চাকরির ইন্টারভিউয়ের রূপ ধারণ করতে শুরু করেছে।

একটু নীচু হয়ে মাটি থেকে কিছু বালু কণা তুলে নিলো ক্যাথারিন। "আমার কাছে মনে হচ্ছে আপনার মেটাসিস্টেমের সাহায্যে একটি মাত্র বালু কণা দিয়েই আস্ত একটি সমুদ্র সৈকতের ওজন পরিমাপ করা যাবে।"

"হ্যা, ঠিক বলেছেন।"

"আপনি অবশ্যই জানেন এই ছোট্ট বালু কণার ভর রয়েছে। খুবই অল্প ভর। কিন্তু সেটা তো ভরই।"

টৃশ সায় দিলো।

"যেহেতু এই বালু কণার ভর রয়েছে সেজন্যে এর মধ্যাকর্ষণ শক্তিও আছে। খুব অল্প পরিমাণের হলেও এর অস্তিত্ব আছে, তাই না।"

"ঠিক।"

"এখন, আমরা যদি এরকম টৃলিয়ন টৃলিয়ন বালু কণা দিয়ে, তাদের একে অন্যেকে আকর্ষিত করে...ধরুন একটি চাঁদ তৈরি করি, তাহলে তাদের সম্মিলিত মধ্যাকর্ষণ শক্তি এ পৃথিবীর সমগ্র সাগর-মহাসাগরকে প্রভাবিত ক'রে জোয়ার-ভাটা সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে।"

টৃশ বুঝতে পারছে না এসব কথাবার্তার গন্তব্য কোথায়। তবে যা শুনছে ভালোই লাগছে তার কাছে।

"এবার একটু হাইপোথেটিক্যালি বলি," ক্যাথারিন বললো। "এখন আমি যদি বলি, আপনার আমার মধ্যে যে চিন্তাভাবনার জন্ম হয়...আমাদের মস্তিষ্কে জন্ম নেয়া যেকোনো আইডিয়ার কথা বলছি...সেটারও ভর রয়েছে? আমি যদি বলি, চিন্তাও বাস্তব কিছু, পরিমাপ করার মতো জিনিস, যার রয়েছে পরিমাপযোগ্য ভর? অবশ্যই অতি নগন্য ভর, কিন্তু সেটা তো ভরই, নাকি। তাহলে এর ফলাফল কি হবে?"

"হাইপোথেটিক্যালি বলবো? চিন্তারও যদি ভর থেকে থাকে তবে...সেটারও মধ্যাকর্ষণ শক্তি থাকবে, ফলে সেটা ভর বিশিষ্ট যেকোনো বস্তুকে কাছে টেনে নিতে পারবে।"

মুচকি হাসলো ক্যাথারিন। "আপনার মাথা খুব পরিস্কার। আরো এক ধাপ এগিয়ে যান। অনেক লোকজন মিলে যদি একটি বিষয়ে চিন্তা করতে থাকে তবে কি হবে? ঐ একই চিন্তার সবগুলোর সংখ্যা একটিতে সমন্বিত হবে, আর সেই চিন্তাভাবনার ক্রমবর্ধমান ভর বাড়তে শুরু করবে। ফলে মধ্যাকর্ষণও বেড়ে যাবে।"

"ঠিক।"

"তার মানে...অধিক সংখ্যক লোকজন যদি একই ধরণের চিন্তা করতে শুরু করে তাহলে সেই চিন্তার মধ্যাকর্ষণজনিত শক্তি মূর্ত হয়ে উঠবে...এবং সত্যিকারের শক্তিতে পরিণত হবে সেটা।" ক্যাথারিন ভুরু নাচালো। "এর ফলে আমাদের ভৌত জগতের উপরে কার্যকরী প্রভাব ফেলতেও সক্ষম হবে।"

অধ্যায় ১৯

ডিরেক্টর ইনোয়ু সাটো বুকের উপর দু'হাত ভাঁজ করে এই মাত্র বলা ল্যাংডনের কথাগুলো শুনে তার দিকে স্থির চোখে চেয়ে আছে। "সে আপনাকে বলেছে সে চায় আপনি তার জন্যে প্রাচীন একটি প্রবেশদ্বার খুলে দেবেন? এটা জেনে আমি কি করবো, প্রফেসর?"

দূর্বলভাবে ল্যাংডন কাঁধ তুললো। অসুস্থ বোধ করছে সে, বন্ধুর কর্তিত হাতের দিকে না তাকানোর চেষ্টা করছে। "ঠিক এ কথাই সে আমাকে বলেছে। একটি প্রাচীন প্রবেশদ্বার...এই ভবনের কোথাও সেটা লুকিয়ে রাখা আছে। তাকে আমি বলেছি কোনো রকম প্রাচীন প্রবেশদ্বারের ব্যাপারে আমি কিছু জানি না।"

"তাহলে সে কেন মনে করলো আপনি সেটা খুঁজে বের করতে পারবেন?"

"লোকটা যে পাগল সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।" *সে বলেছে পিটার পথ দেখিয়ে দেবে।* ল্যাংডন পিটারের কর্তিত হাতটার দিকে তাকালো। আবারো কথাটা মনে করলো সে। *পিটার পথ দেখিয়ে দেবে।* হাতটার তর্জনী ছাদের গম্বুজের দিকে তাক করা। *একটি প্রবেশদ্বার? উপরে? পাগল।*

"যে লোক আমাকে ফোন করেছিলো," সাটোকে বললো ল্যাংডন, "সে-ই একমাত্র ব্যক্তি যে জানে আমি আজ রাতে ডিসি'তে আসছি। সুতরাং যে-ই আপনাকে জানিয়েছে আজ রাতে আমি এখানে আছি সে-ই হলো আপনার ঐ লোক। আমি তো বলবো–"

"আমি কোত্থেকে জেনেছি সেটা নিয়ে আপনার মাথা না ঘামালেও চলবে," কাটাকাটাভাবে কথাটা বললো সাটো। "এ মুহূর্তে আমার কাছে সবচাইতে অগ্রাধিকার পাচ্ছে এই লোকটার সাথে সহযোগীতা করার বিষয়টি। আর আমার কাছে যে তথ্য রয়েছে তাতে মনে হচ্ছে লোকটা যা চাচ্ছে তা কেবল আপনিই দিতে পারেন।"

"আর আমার অগ্রাধিকারের কথাটাও তাহলে শুনে রাখুন, আমার একমাত্র অগ্রাধিকার হলো আমার বন্ধুকে খুঁজে বের করা," বিপর্যস্ত ল্যাংডন জবাব দিলো।

গভীর ক'রে নিঃশ্বান নিলো সাটো, পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে। "আমরা যদি মি: সলোমনকে খুঁজে বের করতে চাই তবে আমাদের একটা কাজই করতে হবে–যে লোক তাকে আঁটকে রেখেছে তাকে সহযোগীতা করা।" ঘড়িতে তাকালো সাটো। "আমাদের হাতে সময় খুব কম। আমি আপনাকে আশ্বস্ত ক'রে বলতে পারি, এই লোকটার দাবি মেনে নেয়াটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর সেটা করতে হবে খুব দ্রুত।"

"কিভাবে?" অবিশ্বাসে ল্যাংডন জানতে চাইলো। "একটি প্রাচীন প্রবেশদ্বারের অবস্থান চিহ্নিত ক'রে সেটা খুলে দিয়ে? এ রকম কোনো প্রবেশদ্বার নেই, ডিরেক্টর

সাটো। এই লোকটা বদ্ধ উন্মাদ।"

কয়েক পা এগিয়ে এলো সাটো। "আমি যদি ঠিকভাবে বুঝতে পারি...আপনার উন্মাদগ্রস্ততা বেশ দক্ষভাবেই আজ দু'জন স্মার্ট লোককে বোকা বানিয়ে দিয়েছে।" প্রথমে ল্যাংডন এবং পরে এন্ডারসনের দিকে তাকালো মহিলা। "আমার পেশায় উন্মাদ আর জিনিয়াসের মধ্যে চমৎকার একটি বিভেদ রেখা রয়েছে। আমরা যদি এই লোকটাকে আরো সম্মানজনক টাইটেল দেই তো সেটা বুদ্ধিমানের কাজই হবে।"

"ঐ লোকটা একজন মানুষের হাত কেটে ফেলেছে!"

"আমিও ঠিক একই কথা বলছি। এটা কোনো যে-ই সেই লোকের কাজ নয়। তারচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো, এই লোকের নিশ্চিত বিশ্বাস, আপনি তাকে সাহায্য করতে পারেন, প্রফেসর। সে আপনাকে অতো দূর থেকে ওয়াশিংটনে নিয়ে এসেছে–সঙ্গত কারণেই সে এটা করেছে।"

"সে বলেছে পিটার নাকি তাকে বলেছে আমি সেই প্রবেশদ্বারটি খুলতে পারবো," ল্যাংডন পাল্টা বললো।

"কথাটা যদি সত্যি না হয় তাহলে পিটার কেন এটা বলতে যাবে?"

"আমি নিশ্চিত পিটার এরকম কোনো কথা বলে নি। আর সে যদি এরকম কিছু বলেও থাকে তবে সেটা প্রচণ্ড চাপের মুখে বলেছে। সে খুব বিপর্যস্ত ছিলো...কিংবা ভয় পেয়ে এসব বলেছে।"

"হ্যা। এটাকে বলে ইন্টেরোগেশন টর্চার, আর এটা খুবই কার্যকরী। সবচাইতে বড় কথা, মিঃ সলোমন সত্যটা বলতোই।" সাটো এমনভাবে কথা বলছে যেনো এ ধরণের টেকনিকের ব্যাপার সে ভালো করেই জানে। "সে কি আপনাকে বলেছে পিটার কেন মনে করছে প্রবেশদ্বারটি কেবলমাত্র আপনিই খুলতে পারবেন?"

মাথা ঝাঁকালো ল্যাংডন।

"প্রফেসর, আপনার সুনামের কথা যদি ঠিক হয়ে থাকে তাহলে আপনি এবং পিটার সলোমন দু'জনেই একই ধরণের বিষয়ে আগ্রহী–সিক্রেট, ঐতিহাসিক গুপ্তবিদ্যা, আধ্যাত্মিকতা, এরম কিছু আর কি। পিটারের সাথে আপনার যেসব আলাপ আলোচনা হয়েছে সেখানে কি কখনও ওয়াশিংটন ডিসি'তে গোপন কোনো প্রবেশদ্বারের কথা সে আপনার কাছে উল্লেখ করেছিলো?"

ল্যাংডনের বিশ্বাসই হচ্ছে না এসব কথা সিআইএ'র একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা তাকে বলছে। "আমি নিশ্চিত, এরকম কথা পিটার আমাকে কখনই বলে নি। আমরা দু'জন অনেক বিষয় নিয়েই কথা বলেছি কিন্তু বিশ্বাস করুন, সে যদি আমাকে বলতো ডিসি'তে একটি প্রাচীন প্রবেশদ্বার লুকিয়ে রাখা আছে, সেটা খুলতে পারলে প্রাচীন একটি রহস্য জানা যাবে, তবে আমি তাকে পাগলের ডাক্তার দেখাতে বলতাম।"

মহিলা তার দিকে তাকালো। "কী বললেন? ঐ প্রবেশদ্বার খুলতে পারলে কি পাওয়া যাবে সে কথা ঐ লোক আপনাকে নির্দিষ্ট ক'রে বলে দিয়েছে?"

"হ্যা, তবে সেটা তাকে মুখে বলতে হয় নি।" হাতটার দিকে ইঙ্গিত করলো ল্যাংডন। "রহস্যের হাত প্রাচীন সিক্রেট জ্ঞান লাভ করার এক ধরণের আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ বলতে পারেন–প্রাচীন রহস্য নামের শক্তিশালী প্রজ্ঞা...অথবা সব সভ্যতার হারানো প্রজ্ঞা।"

"তাহলে সে বিশ্বাস করে আপনার জানা সিক্রেটগুলো এখানেই লুকিয়ে রাখা আছে।"

"অনেক ইতিহাসবিদই এটার কথা শুনেছে।"

"তাহলে আপনি কি করে বললেন প্রবেশদ্বারটির কোনো অস্তিত্বই নেই?"

"সম্মান রেখেই বলছি, ম্যাম, আমরা সবাই যৌবনের ঝর্ণা এবং শাংগ্রিলার কথা শুনেছি, কিন্তু তার মানে তো এই নয় যে, ওগুলোর অস্তিত্ব রয়েছে।"

এন্ডারসনের ওয়্যারলেস সেটটা ঘর্‌ঘর্‌ ক'রে বেজে উঠলে বিঘ্ন সৃষ্টি হলো তাদের কথাবার্তায়।

"চিফ?" ওয়্যারলেসে একটা কণ্ঠ বলে উঠলো।

কোমরের বেল্ট থেকে ওয়্যারলেস সেটটি হাতে তুলে নিলো এন্ডারসন। "এন্ডারসন বলছি।"

"স্যার, আমরা পুরো গ্রাউন্ড তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছি। আপনার দেয়া বর্ণনার সাথে মেলে এরকম কাউকে পাওয়া যায় নি। আর কোনো অর্ডার আছে কি, স্যার?"

সাটোর দিকে এক ঝলক তাকালো এন্ডারসন, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে তার কাছ থেকে কোনো অর্ডারের প্রত্যাশা করছে সে, কিন্তু মনে হচ্ছে এ ব্যাপারে ডিরেক্টর সাটোর কোনো আগ্রহই নেই। ল্যাংডন আর সাটোর কাছ থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে এন্ডারসন নীচু কণ্ঠে ওয়্যারলেসে কথা বললো।

সাটোর সন্দেহজনক দৃষ্টি এখনও ল্যাংডনের উপর নিবদ্ধ। "লোকটা যে ওয়াশিংটনে লুকানো সিক্রেটটায় বিশ্বাস করে সেটা আসলে ফ্যান্টাসি, এটাই তো আপনি বলছেন, না?"

ল্যাংডন কথাটার সাথে সায় দিলো। "খুবই পুরনো একটি মিথ। প্রাচীন রহস্যের সিক্রেটটা আসলে প্রাক-খৃস্টিয়। কয়েক হাজার বছরের পুরনো।"

"তারপরও সেটা এতোদিন ধরে চালু আছে?"

"ঠিক যেমনটি চালু আছে সন্দেহজনক আরো অনেক ধর্মীয় বিশ্বাস।" ল্যাংডন প্রায়ই তার ছাত্র-ছাত্রিদেরকে মনে করিয়ে দেয় বেশির ভাগ আধুনিক ধর্ম এবং তার কাহিনীগুলো বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয় নি মূসা নবীর লোহিত সাগর দু'ভাগ করা থেকে...জোসেফ স্মিথের নিউইয়র্কের উপকণ্ঠে মাটির নীচ পাওয়া কতোগুলো স্বর্নের প্লেটে মরমন গ্রন্থ এবং জাদুর এক চশমা পরে সেগুলো অনুবাদ করা, সবই এর মধ্যে পড়ে। বিশাল জনগোষ্ঠীর কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেলেই কোনো কিছু বৈধ হয়ে যায় না।

"আচ্ছা। তাহলে এসব প্রাচীন রহস্য...আসলে কি জিনিস?"

ল্যাংডন নিঃশ্বাস ফেললো। *আপনার হাতে কি কয়েক সপ্তাহ সময় আছে?* "সংক্ষেপে বলতে গেলে, প্রাচীন রহস্য হলো বহু বছর ধরে জমিয়ে রাখা কতোগুলো গোপন জ্ঞানের সমাহার। এই জ্ঞানের ব্যাপারে একটা কৌতুহলী দিক হচ্ছে, এর অনুশীলনকারীরা শক্তিশালী ক্ষমতার অর্জনে সক্ষম হয়ে ওঠে, আর এই সক্ষমতা লুকিয়ে থাকে মানুষের মনের গভীরে। এই জ্ঞান ধারণকারী আলোকিত ব্যক্তি এটা জনসাধারণের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখার জন্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকে, কারণ যারা ইনিশিয়েট নয় তাদের পক্ষে এই জ্ঞান খুবই শক্তিশালী আর বিপজ্জনক।

"কোন্ দিক থেকে বিপজ্জনক?"

"ঠিক যে কারণে আমরা শিশুদের কাছ থেকে দেয়াশলাই লুকিয়ে রাখি। সঠিক লোকের হাতে পড়লে ওটা দিয়ে আলো জ্বালানো যাবে...কিন্তু ভুল হাতে পড়লে বিধ্বংসী আগুন সব ধ্বংস ক'রে দেবে।"

চোখের চশমা খুলে সাটো ভালো ক'রে দেখে নিলো তাকে। "প্রফেসর, এবার আমাকে বলুন, আপনি কি সত্যিই বিশ্বাস করেন এরকম শক্তিশালী জ্ঞানের অস্তিত্ব রয়েছে?"

কী বলবে বুঝতে পারছেন না ল্যাংডন। প্রাচীন রহস্য তার একাডেমিক ক্যারিয়ারে সব সময়ই একটি বিরাট প্যারাডক্স ছিলো। সত্যি বলতে কি, প্রতিটি আধ্যাত্মিক ট্যাডিশনই ঘুরে ফিরে এ রকম গুপ্তজ্ঞানের কথা বলেছে, ঈশ্বরতুল্য ক্ষমতা রয়েছে যে জ্ঞানের টারোট এবং আই চিং মানুষকে ভবিষ্যত দেখার ক্ষমতা দিয়েছে; ফিলোসফার স্টোনের সাহায্যে অ্যালকেমিরা মানুষকে অমরত্ব দান করেছে; অগ্রসর অনুশীলনকারীদেরকে উইক্কা শক্তিশালী জাদু দেখার অনুমতি দিয়েছিলো। এই তালিকা শেষ হবে না।

একজন একাডেমিক হিসেবে এইসব ঐতিহাসিক রেকর্ডগুলোকে অস্বীকার করতে পারে না। বিভিন্ন প্রাচীন পুঁথি, ধর্মগ্রন্থ, আর্টিফ্যাক্ট আর শিল্পকর্ম পরিস্কারভাবে ইঙ্গিত করে প্রাচীন কালের লোকদের একটি শক্তিশালী জ্ঞান ছিলো যা তারা ধাঁধা, মিথ আর প্রতীকের সাহায্যে প্রকাশ করে থাকে, যাতে করে কেবলমাত্র যথাযথভাবে ইনিশিয়েট হওয়া ব্যক্তিই এই ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে। তাসত্ত্বেও একজন বাস্তববাদী এবং সংশয়বাদী হিসেবে ল্যাংডন মোটেও ব্যাপারটা মেনে নিতে পারে নি।

"বলতে পারেন আমি এ ব্যাপারে সংশয়বাদী," সাটোকে বললো সে "এই বাস্তব পৃথিবীতে আমি এমন কিছু দেখি নি যাতে বলতে পারি প্রাচীন রহস্য লিজেন্ড নয়, বাস্তব কিছু। আমার কাছে মনে হয় মানুষের পক্ষে যদি অলৌকিক ক্ষমতা আহরণ সম্ভব হতো তবে তার প্রমাণ থাকতো। কিন্তু এ পর্যন্ত ইতিহাসে সুপারহিউম্যান ক্ষমতার অধিকারী কাউকে দেখা যায় নি।"

সাটো ভুরু তুললো। "এটা তো পুরোপুরি সত্য নয়।"

ল্যাংডন একটু দ্বিধায় পড়ে গেলো। বুঝতে পারছে অনেক ধর্মীয় ব্যক্তি মানবিক ঈশ্বর

হিসেবে আর্বিভূত হবার নজীর রয়েছে, জিশু খৃস্ট হলেন তাদের মধ্যে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য। "আমি মানছি, অনেক শিক্ষিত লোকজন বিশ্বাস করে এ রকম শক্তিশালী জ্ঞানের অস্তিত্ব রয়েছে, তবে আমি এখনও পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারি নি।"

"পিটার সলোমন কি সেইরকমই একজন ব্যক্তি?" মেঝেতে থাকা কর্তিত হাতটার দিকে ইঙ্গিত ক'রে বললো সাটো।

তবে ল্যাংডন হাতটার দিকে তাকাতে পারলো না। "পিটার এমন এক পরিবারে জন্মেছে যারা বরাবরই প্রাচীন আর আধ্যাত্মিক বিষয়গুলোর ব্যাপারে বেশ কৌতুহলী।"

"এটাকে কি আমি হ্যা ব'লে ধরে নেবো?" জানতে চাইলো সাটো।

"আমি আপনাকে আশ্বস্ত ক'রে বলতে পারি, পিটার যদি বিশ্বাসও করে থাকে এইসব প্রাচীন রহস্য সত্যি আছে, তারপরও বলছি, ওয়াশিংটনের কোনো প্রাচীন প্রবেশদ্বারের তালা খুলে সেই জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব বলে সে বিশ্বাস করবে না। রূপকধর্মী প্রতীকের ব্যাপারগুলো সে বুঝতে পারে, কিন্তু তাকে যে লোক জিম্মি করে রেখেছে সে এসব বুঝতে পারছে না।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো সাটো। "তাহলে আপনি বিশ্বাস করেন এই প্রবেশদ্বারটি আসলে রূপকধর্মী।"

"অবশ্যই," জোর দিয়ে বললো ল্যাংডন। "তাত্ত্বিকভাবে আর কি। এটা খুবই প্রচলিত রূপক--আধ্যাত্মিক এক প্রবেশদ্বারে ঢুকলে আলোকিত মানুষে পরিণত হওয়া যায়। বদলে যাওয়া কিংবা রূপান্তর বোঝাতে প্রবেশদ্বার এবং দরজা বহুল ব্যবহৃত একটি রূপকধর্মী প্রতীক। আক্ষরিক অর্থে কোনো প্রবেশদ্বার খোঁজার অর্থ হলো বাস্তবিকই স্বর্গের দরজা খুঁজে বেড়ানোর চেষ্টা।"

মনে হলো কিছুক্ষণের জন্যে সাটো কথাটা বিবেচনা ক'রে দেখলো। "কিন্তু সব শুনে মনে হচ্ছে মিঃ সলোমনকে যে লোক জিম্মি ক'রে রেখছে সে বিশ্বাস করে আপনি বাস্তবিকই কোনো প্রবেশদ্বারের তালা খুলতে পারবেন।"

আবারো এক বুক নিঃশ্বাস ছাড়লো ল্যাংডন। "অন্য অনেক ক্ষ্যাপা লোকের মতো সেও একই ভুল করছে–রূপকধর্মী বিষয়কে বাস্তবিক জিনিস বলে মনে করছে।"

ঠিক একইভাবে প্রথম দিককার অ্যালকেমিস্টরা সীসাকে স্বর্ণে রূপান্তরের পণ্ডশ্রম করে গেছে, কখনও বুঝতে পারে নি সীসা থেকে স্বর্ণ এই ব্যাপারটা আসলে মানুষের সত্যিকারের সম্ভাবনার রূপকধর্মী প্রকাশ–মাথা মোটা, মূর্খকে মেধাবী এবং আলোকিত ব্যক্তিতে রূপান্তর করা।

হাতটার দিকে ইঙ্গিত করলো সাটো। "এই লোকটি যদি আপনাকে দিয়ে এক ধরণের প্রবেশদ্বারের অবস্থান চিহ্নিত করাতে চাইতো, তবে আপনাকে সেটা বললেই পারতো? এতো নাটকীয়তা করার দরকার হলো কেন? একটা টাট্টু আঁকা হাত আপনাকে দিতে যাবে কোন্ আক্কেলে?"

ল্যাংডনও নিজেকে এই প্রশ্ন করেছে কিন্তু কোনো জবাব খুঁজে পায় নি। "মনে হচ্ছে

লোকটা মানসিক ভারসাম্যহীন, তবে বেশ উচ্চশিক্ষিত। এই কর্তিত হাতটা প্রমাণ করে লোকটি রহস্য আর সিক্রেট কোডগুলোর ব্যাপারে বেশ ভালোভাবেই অবগত আছে। এই ঘরের ইতিহাসও বেশ ভালোই জানে সে। ”

“বুঝতে পারলাম না।”

“আজ রাতে সে যা যা করেছে একেবারে প্রাচীন প্রটোকল যথাযথভাবে অনুসরণ করেই করেছে। ঐতিহ্যগতভাবে রহস্যের হাত এক ধরণের পবিত্র আমন্ত্রণ। আর সেজন্যেই এটা পবিত্র কোনো স্থানেই উপস্থাপিত করা হয়েছে।”

সাটোর দু'চোখ কুচকে গেলো। “এটা ইউএস ক্যাপিটল বিল্ডিংয়ের রটুন্ডা, প্রফেসর। প্রাচীন কোনো পবিত্র মন্দির নয়।”

“আসলে ম্যাম, বললো ল্যাংডন, “আমি এমন অনেক ইতিহাসবিদকে চিনি যারা আপনার সাথে একমত পোষণ করবে না।”

ঠিক সেই মুহূর্তে শহরের আরেক প্রান্তে টৃশ ডান প্লাজমা ওয়ালের সামনে বসে আছে। সার্চ স্পাইডার প্রোগ্রাম তৈরি ক'রে ক্যাথারিনের দেয়া পাঁচটি কি-ওয়ার্ড টাইপ করছে সে।

দেখা যাক কি হয়।

একটু আশাবাদী হয়ে সে স্পাইডার লঞ্চ করলো। বিদ্যুৎ গতিতে এই পাঁচটি শব্দ সারা বিশ্বের সমস্ত টেক্সটের মধ্য থেকে যথাযথ সাযুজ্য খুঁজতে শুরু ক'রে দেবে।

এসবের মানে কি, কথাটা না ভেবে পারলো না টৃশ। সব কিছু বিস্তারিত না জেনেই তো সে সলোমনদের সাথে কাজ করার প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলো।

অধ্যায় ২০

রবার্ট ল্যাংডন একফাঁকে উদ্বিগ্ন চোখে তার হাতঘড়িতে তাকালো ৭টা ৫৮। মিকি মাউসের হাসিমাখা মুখ তাকে মোটেও উৎফুল্ল করতে পারলো না। *পিটারকে খুঁজে বের করতে হবে। এখানে আমরা অযথাই সময় নষ্ট করছি।*

একটা ফোন কল রিসিভ করার জন্যে সাটো কিছুক্ষণের জন্যে একটু দূরে চলে গিয়েছিলো, কিন্তু এখন আবার ফিরে এলো মহিলা। "প্রফেসর, আমি কি কোনো কিছু থেকে আপনাকে বিরত করলাম নাকি?"

"না, ম্যাম," বললো ল্যাংডন। জামার হাতা টেনে হাতঘড়িটা ঢেকে ফেললো সে। "আমি আসলে পিটারকে নিয়ে খুবই দুশ্চিন্তায় আছি।"

"আমি বুঝতে পারছি না, তবে আপনাকে আবারো আশ্বস্ত ক'রে বলছি, পিটারকে সাহায্য করতে চাইলে তাকে যে লোক আঁটকে রেখেছে তার মাইন্ড-সেটটা বুঝতে আমাকে সহায়তা করুন।"

ল্যাংডন অবশ্য বুঝতে পারছে না। তবে এটা বুঝতে পারছে ওএস-এর ডিরেক্টর যা জানতে চাইছে সেটা না পাওয়া পর্যন্ত তাকে এখান থেকে কোথাও যেতে দেবে না।"

"কিছুক্ষণ আগে আপনি বলছিলেন এই রটুন্ডা প্রাচীন রহস্যের জন্যে একটি পবিত্র জায়গা?" সাটো বললো।

"হ্যা, ম্যাম।"

"ব্যাপারটা আমাকে বুঝিয়ে বলুন।"

ল্যাংডন জানে তাকে খুব সাবধানে শব্দ চয়ন করতে হবে। পুরো সেমিস্টার জুড়ে সে ওয়াশিংন ডিসি'র আধ্যাত্মিক সিম্বলের উপর পড়িয়েছে। শুধুমাত্র এই ভবনটির মধ্যে যে পরিমাণ আধ্যাত্মিক রেফারেন্স রয়েছে সেটার তালিকা বলে শেষ করা যাবে না।

আমেরিকার লুক্কায়িত অতীত রয়েছে।

ল্যাংডন যখনই আমেরিকার সিম্বলজির উপর তার ছাত্রছাত্রিদের কাছে লেকচার দেয় তখনই তার মনে হয় তার দেশের স্থপতিদের সত্যিকারের উদ্দেশ্যের সাথে বর্তমান সময়কার বেশিরভাগ রাজনীতিকের দাবির কোনো মিলই নেই।

আমেরিকার পরিকল্পিত নিয়তি ইতিহাসে হারিয়ে গেছে।

এ দেশের স্থপতিরা যখন এই শহরটির পত্তন করেন তখন প্রথমে এর নাম দিয়েছিলেন 'রোম।' এখানকার নদীর নামকরণ করেছিলেন টাইবার। পুরো শহর জুড়ে প্যানথিয়ন, মন্দির এবং ইতিহাসের মহান সব দেব-দেবির ছবিতে ভরিয়ে তুলেছিলেন তারা–অ্যাপোলো, মিনার্ভা, ভেনাস, হেলিওস, ভালকান, জুপিটার। শহরের ঠিক কেন্দ্রে এ

দেশের স্থপতিরা প্রাচীন সভ্যতাকে সম্মান জানানোর জন্যে তাদের একটি নিদর্শন স্থাপন করেন–মিশরিয় অবিলিস্ক। এই শহরের অবিলিস্কটা কায়রো কিংবা আলেকজান্দ্রার অবিলিস্কের চেয়েও বড়, উচ্চতা ৫৫৫ ফিট, তার মানে ত্রিশ তলারও বেশি উঁচু। এই শহর যার নামে নামকরণ করা হয়েছে সেই উপদেবতা এবং জাতির পিতাকে ধন্যবাদ এবং সম্মান জানানোর জন্যে এটি স্থাপন করা হয়েছে।

ওয়াশিংটন।

এখন শত শত বছর পর, চার্চ আর রাষ্ট্র পুরোপুরি পৃথক হয়ে যাবার পরও এর স্টেট-স্পন্সরড রটুন্ডা প্রাচীন সব ধর্মের প্রতীকে সুসজ্জিত হয়ে শোভা বর্ধন ক'রে যাচ্ছে। রটুন্ডায় এক ডজনেরও বেশি দেবতা রয়েছে–রোমের সত্যিকারের প্যানথিয়নের চেয়েও সংখ্যায় বেশি। অবশ্য এটা ঠিক যে, ৬০৯ সালে রোমান প্যানথিয়ন খৃস্টমতবাদে ধর্মান্তরিত হয়ে যায়...এর সত্যিকারের ইতিহাস আড়ালে চলে গেছে।

"আপনি যেমনটি জানেন," ল্যাংডন বললো, "এই রটুন্ডাটি রোমের সবচাইতে প্রাচীন এবং শ্রদ্ধেয় একটি মন্দিরকে সম্মান দেয়ার উদ্দেশ্যে সাজানো হয়েছে। ভেস্টা মন্দির।"

"ভেস্টাল ভার্জিনে যেটি আছে?" সাটোকে দেখে মনে হচ্ছে রোমের ভার্জিনাল গার্জিয়ানদের সাথে ইউএস ক্যাপিটল ভবনের কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে এটা সে কোনোভাবেই বিশ্বাস করতে চাইছে না।

"রোমরে ভেস্টা মন্দিরটি," বললো ল্যাংডন, "বৃত্তাকারের, মেঝেতে ফুঁটো আছে। যেখানে কুমারি সিস্টাররা নবজাগরনের পবিত্র অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত করতো, এইসব সিস্টারদের কাজ ছিলো এখানকার অগ্নিশিখা যেনো কখনও নিভে না যায়।"

কাঁধ ঝাঁকালো ডিরেক্টর সাটো। "এই রটুন্ডাটিও বৃত্তাকারের তবে এখানকার মেঝেতে তো আমি কোনো ফুঁটো দেখতে পাচ্ছি না।"

"এখন দেখা যায় না, তবে অনেক বছর পর্যন্ত এই ঘরের মেঝেতেও বিশাল একটি ফুঁটোর মতো ছিলো, এখন যেখানে পিটারের হাতটা রাখা আছে ঠিক সেখানে।" হাতটার দিকে ইঙ্গিত করলো ল্যাংডন। উপরের রেলিং থেকে এখনও সেই ফুঁটোটার দাগ দেখতে পাবেন আপনি।"

"কি?" মেঝের দিকে তাকিয়ে সাটো জানতে চাইলো। "এ কথা তো আমি কখনও শুনি নি।"

"মনে হয় উনি ঠিকই বলেছেন," আগে যেখানে ফুটোটা ছিলো সেখানে লোহার একটি চাকতি দেখিয়ে এন্ডারসন বললো। "এর আগেও আমি এটা দেখেছি তবে কেন সেটা বুঝতে পারি নি।"

এক্ষেত্রে আপনি একা নন, ভাবলো ল্যাংডন। হাজার হাজার লোক আর বিখ্যাত আইন প্রণেতারা এখানে প্রতিদিন যাওয়া আসা করে, কিন্তু তাদের কোনো ধারণাই নেই তাদের পায়ের নীচে রয়েছে ক্যাপিটল ক্রিপ্ট বা ভল্ট–রটুন্ডার ফ্লোরের নীচে একটি লেভেল।

"এই ফ্লোরের ফুঁটোটা," তাদেরকে বললো ল্যাংডন, "প্রকারন্তরে ঢাকা আছে, তবে অনেক সময়ই এই রটুন্ডায় আগত লোকজন দেখতে পায় নীচ থেকে আগুন জ্বলছে।"

সাটো ঘুরে তাকালো। "আগুন? ইউএস ক্যাপিটলে?"

"আসলে বড়সড় একটি মশাল–শিখা অনির্বাণ, আমাদের ঠিক নীচে ক্রিপ্টের মধ্যে জ্বলছে। মেঝের ফুঁটো দিয়ে এটা দেখা যেতো, ফলে ঘরটাকে মনে হোতো একটি আধুনিক ভেস্টা মন্দির। এই ভবনের এমন কি নিজস্ব ভেস্টাল ভার্জিনও ছিলো–একজন ফেডারেল কর্মচারী এটাকে ক্রিপ্টের রক্ষক বলে ডাকতো–যা কিনা পঞ্চাশ বছর ধরে সফলভাবেই আগুনের শিখা জ্বালিয়ে গেছে, তারপর রাজনীতি, ধর্ম আর ধোঁয়ার কারণে জিনিসটার অপমৃত্যু ঘটে।"

এন্ডারসন আর সাটোকে খুব অবাক দেখালো।

বর্তমানে, এখানে প্রজ্জ্বলিত এক সময়কার শিখা অনিবার্ণ থাকার চিহ্ন হিসেবে এক তলা নীচে ক্রিপ্ট ফ্লোরে খোদাই করা কম্পাস-স্টার রয়ে গেছে–আমেরিকার শিখা অনিবার্ণের একটি প্রতীক, যা কিনা এক সময় নতুন বিশ্বের চারপ্রান্তে আলো ছড়িয়ে দিতো।

"তাহলে আপনি বলতে চাচ্ছেন, পিটারের হাত যে লোকটি এখানে রেখে গেছে সে এসব বিষয় সম্পর্কে অবগত আছে?" সাটো বললো।

"স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে সেটা। আমার তো মনে হয় এরচেয়েও অনেক বেশি কিছু সে জানে। এই ঘরে অসংখ্য প্রতীক প্রাচীন রহস্যকে প্রতিফলিত করে।"

"গুপ্ত জ্ঞান," একটু ঠাট্টাচ্ছলে বললো সাটো। "যে জ্ঞান মানুষকে ঈশ্বরতুল্য ক্ষমতা প্রদান করে।"

"হ্যা, ম্যাম।"

"এটা তো এ দেশের খৃস্টিয় ঐতিহ্যের সাথে খাপ খাচ্ছে না।"

"তা ঠিক, তবে এটাই সত্যি। মানুষ ঈশ্বরে পরিণত হওয়াটাকে বলে *অ্যাপোথিওসিস*। আপনি জেনে থাকুন আর না-ই থাকুন, মানুষকে ঈশ্বরে পরিণত করার থিমটি এই রটুন্ডার সিম্বলিজমের মূল উদ্দেশ্য।"

"অ্যাপোথিওসিস?" এন্ডারসন চমকে উঠে আশেপাশে তাকিয়ে খুঁজে দেখার চেষ্টা করলো।

"হ্যা।" *এন্ডারসন এখানে কাজ করে। সে জানে।* "অ্যাপোথিওসিস শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হলো 'স্বর্গীয় রূপান্তর'–মানুষের ঈশ্বর হয়ে ওঠা। এটা এসেছে প্রচীন গৃক শব্দ 'অ্যাপো' মানে হয়ে ওঠা, এবং 'থিয়োস' মানে ঈশ্বর থেকে।"

এন্ডারসনকে খুবই আগ্রহী হয়ে উঠতে দেখা গেলো। "*অ্যাপোথিওসিস* মানে 'ঈশ্বর হয়ে ওঠা'? আমার কোনো ধারণাই নেই।"

"আমি কি কোনো কথা শুনতে মিস্ করেছি?" সাটো জানতে চাইলো।

"ম্যাম," বললো ল্যাংডন, "এই ভবনের সবচাইতে বড় পেইন্টিংটার নাম *দ্য*

অ্যাপোথিওসিস অব ওয়াশিংটন। এটাতে পরিস্কারভাবে চিত্রিত করা হয়েছে জর্জ ওয়াশিংটন ঈশ্বরে রূপান্তরিত হচ্ছেন।”

সাটোকে আবারো সন্দেহগ্রস্ত ব'লে মনে হচ্ছে। “এ ধরণের কোনো কিছু আমি কখনও দেখি নি।”

“আমি নিশ্চিত, আপনি দেখেছেন।” ল্যাংডন তর্জনী উঁচিয়ে সোজা উপরের দিকে দেখালো। “এটা ঠিক আপনার মাথার উপরেই আছে।”

অধ্যায় ২১

দ্য অ্যাপোথিওসিস অব ওয়াশিংটন–৪৬৬৪ বর্গফুটের একটি ফ্রেসকো ক্যাপিটল রটুন্ডার গম্বুজের ভেতরের দিকটা ঢেকে রেখেছে–১৮৬৫ সালে কনস্টানটিনো ব্রুমিদো এটি সম্পন্ন করেন।

দাবি করা হয় 'ক্যাপিটলের মাইকেলঅ্যাঞ্জেলো' নামে পরিচত ব্রুমিদি ঠিক যেভাবে মাইকেলঅ্যাঞ্জেলো সিস্টিন চ্যাপেলের ছাদের ক্যানভাসে ফ্রেসকো এঁকেছিলেন তিনিও একই কাজ করেছেন। মাইকেলঅ্যাঞ্জেলোর মতো ব্রুমিদিও তার সেরা কাজগুলো ভ্যাটিকানের ভেতরে করেছেন। ১৮৫২ সালে ঈশ্বরের সবচাইতে বড় উপাসনালয় ত্যাগ করে ইউএস ক্যাপিটলের নতুন উপাসনালয়ে কাজ করার জন্যে আমেরিকায় চলে আসেন তিনি। ব্রুমিদি করিডোর হিসেবে পরিচিত ট্রম্পে লয়েল থেকে ভাইস প্রেসিডেন্টের ঘর পর্যন্ত তার কাজের নির্দশন ছড়িয়ে রয়েছে। তারপরও ক্যাপিটল রটুন্ডার ছাদের উপরে তার কাজটিকেই বেশিরভাগ ঐতিহাসিক ব্রুমিদির মাস্টারওয়ার্ক হিসেবে চিহ্নিত ক'রে থাকে।

ছাদের বিশাল ফ্রেসকোটার দিকে তাকালো রবার্ট ল্যাংডন। তার ছাত্রদের এই ফ্রেসকোর অদ্ভুত আর উদ্ভট ইমেজগুলো দেখে ভড়কে যাওয়াটা সে খুব উপভোগ করে, কিন্তু আজকে তার মনে হচ্ছে সে এমন একটি ফাঁদে আটকা পড়ে আছে যেটা এখনও পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারছে না।

ডিরেক্টর সাটো কোমরে হাত দিয়ে মাথার উপরে থাকা ফ্রেসকোটার দিকে ভুরু কুচকে চেয়ে আছে। ল্যাংডন বুঝতে পারছে এই পেইন্টিংটা যারা প্রথমবার দেখে থমকে দাঁড়িয়ে বিস্মিত হয় ডিরেক্টরের অবস্থাও এখন ঠিক সেরকম।

পুরোপুরি হতবিহ্বল।

আপনি একা নন, ভাবলো ল্যাংডন। বেশির ভাগ লোকজনের কাছেই *দ্য অ্যাপোথিওসিস অব ওয়াশিংটন* অদ্ভুত ঠেকে, আর যতোই তারা এটার দিকে তাকিয়ে থাকে ততোই আজব বলে মনে হয় তাদের কাছে। "সেন্ট্রাল প্যানেলে আছেন জর্জ ওয়াশিংটন," বললো ল্যাংডন। ১৮০ ফিট উপরে গম্বুজের ঠিক মাঝখানে ইঙ্গিত করে বললো। "দেখতেই পাচ্ছেন, তিনি সাদা আলখেল্লা পরে আছেন, তার চারপাশে আছে তেরোজন কুমারি, মরণশীল মানুষের উপরে মেঘের ওপর সওয়ার হয়েছেন তিনি। এটাই তার অ্যাপোথিওসি মুহূর্ত...তার ঈশ্বর হয়ে ওঠা।"

সাটো এবং এন্ডারসন কিছুই বললো না।

"কাছেই," বলতে শুরু করলো ল্যাংডন, "আপনারা অদ্ভুত পুরনো রীতিতে আঁকা

কিছু ফিগার দেখতে পাবেন প্রাচীন দেবতারা আমাদের জাতির স্থপতিদের সামনে অগ্রসর জ্ঞান উপস্থাপন করছেন। মিনার্ভা আমাদের জাতির মহান সব আবিষ্কারককে প্রযুক্তিগত অনুপ্রেরণা দান করছেন–বেনজামিন ফ্রাঙ্কলিন, রবার্ট ফুলটন, স্যামুয়েল মোর্স।" একে একে সব দেখাতে শুরু করলো ল্যাংডন। "ওখানে দেখুন, ভালকান আমাদেরকে স্টিম ইঞ্জিন তৈরি করতে সাহায্য করছে। তাদের পাশে নেপচুনকে দেখুন, কিভাবে আটলান্টিকের এপার ওপার দিয়ে ক্যাবল নিয়ে যেতে হয় সেটা দেখাচ্ছে। তারই পাশে রয়েছে শস্যদানার দেবি সেরেস, আমাদের সেরিয়াল অর্থাৎ শিশুখাদ্যের দেবি। বসে আছে ম্যাককরমিক রিপারের উপর, এটা আমাদের দেশের কৃষিখাতে যুগান্তকারী ভূমিকা রেখেছে এবং পরিণত করেছে পৃথিবীর সবচইতে বড় খাদ্য উৎপাদনকারী দেশে। পেইন্টিংটাতে বেশ খোলামেলাভাবেই আমাদের জাতির স্থপতিদেরকে দেবতাদের কাছ থেকে মহান সব জ্ঞান লাভ করতে দেখানো হচ্ছে।" মাথা নামিয়ে এবার সে সাটোর দিকে তাকালো। "জ্ঞানই শক্তি, আর সঠিক জ্ঞান মানুষকে অলৌকিক কাজকর্ম করার ক্ষমতা প্রদান করে, একেবারে ঈশ্বরের মতো সব কাজকর্ম।"

নিজের ঘাড়ে মেসেজ করতে করতে ল্যাংডনের দিকে ফিরে তাকালো সাটো। "আটলান্টিকের তলদেশ দিয়ে ফোনের তার নিয়ে যাওয়ার মানে ঈশ্বর হয়ে ওঠা! কী যে বলেন না।"

"আধুনিক মানুষের কাছে হয়তো এটা সেরকম কিছু না," জবাবে বললো ল্যাংডন। "কিন্তু জর্জ ওয়াশিংটন যদি জানতেন আমরা এমন এক জাতিতে পরিণত হবো যারা সাগর-মহাসাগরের ওপারে থাকা লোকজনের সাথে মুহূর্তেই কথা বলতে পারবে, আকাশে উড়ে যেতে পারবে শব্দের গতিতে, পা রাখবে চাঁদের মাটিতে, তবে তিনি ধরে নিতেন আমরা ঈশ্বর বনে গেছি। অলৌকিক সব কাজকর্ম করতে সক্ষম আমরা।" একটু থামলো সে। "কল্প-বিজ্ঞানের লেখক আর্থার সি. ক্লার্কের ভাষায়, 'যে কোনো অগ্রসর প্রযুক্তি ঠিক জাদুর মতোই।' "

সাটো তার ঠোঁট কামড়ে আছে, বোঝা যাচ্ছে মহিলা গভীর চিন্তায় মগ্ন। মেঝেতে রাখা কর্তিত হাতটার দিকে তাকিয়ে সেটার তর্জনী অনুসরণ করে মাথার উপরে থাকা গম্বুজের দিকে তাকালো এবার। "প্রফেসর, আপনাকে বলা হয়েছে 'পিটার পথ দেখিয়ে দেবে।' ঠিক বলেছি?"

"হ্যা, ম্যাম। কিন্তু–"

"চিফ," ল্যাংডনের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বললো সাটো, "আপনি কি আমাদের জন্যে এই পেইন্টিংটা আরো কাছ থেকে দেখার ব্যবস্থা করতে পারবেন?"

এন্ডারসন মাথা নেড়ে সায় দিলো। "গম্বুজের চারপাশে একটি ক্যাটওয়াক আছে।"

উপরের দিকে তাকালো ল্যাংডন। পেইন্টিংটার ঠিক নীচ থেকেই ছোট্ট একটা রেলিং দেখা যাচ্ছে। ওটা দেখেই তার শরীর আড়ষ্ট হয়ে গেলো। "উপরে ওঠার কোনো দরকার নেই।" এক ইউএস সিনেটর এবং তার স্ত্রীর আমন্ত্রণে এই ক্যাটওয়াকে একবার

উঠেছিলো সে। বিপজ্জনক এই ওয়াকওয়ে এবং বহু নীচের দৃশ্য দেখে রীতিমতো মাথা ঘোড়াতে শুরু করেছিলো তার।

"দরকার নেই?" সাটো বললো। "প্রফেসর, আমাদের কাছে এমন লোক আছে যে বিশ্বাস করে এই ঘরে একটি প্রবেশদ্বার রয়েছে, যা দিয়ে সে একজন ঈশ্বর হয়ে উঠতে পারবে। এখানকার ছাদে এমন একটি ফ্রেসকো রয়েছে যেখানে মানুষকে ঈশ্বর হয়ে উঠতে দেখানো হয়েছে। আর মেঝেতে একটা কাটা হাত ঠিক সেই ছাদের দিকেই তাক করা! সব কিছুই বলছে আমাদেরকে এক্ষুণি উপরে উঠে বিষয়টি দেখা উচিত।"

"আসলে," এন্ডারসন কথার মাঝখানে বাঁধা দিয়ে বললো। তার দৃষ্টি এখন উপরে। "খুব বেশি লোকে এটা জানে না, গম্বুজের মধ্যে ষড়ভূজাকৃতির একটি সিন্দুক রয়েছে। সেটা দরজার মতোই খোলা যায়। ওটা দিয়ে আপনি নীচে দেখতে পারবেন–"

"দাঁড়ান," বললো ল্যাংডন, "আপনি একটা কথা বলতে ভুলে গেছেন। এই লোকটি যে প্রবেশদ্বারের কথা বলছে সেটা রূপকধর্মী প্রবেশদ্বার–এমন একটি দরজা যেটির অস্তিত্ব নেই। 'পিটার পথ দেখিয়ে দেবে' বলতে সে রূপকার্থেই কথাটা বলেছে। এই হাতটার ভঙ্গি–তর্জনী এবং বুড়ো আঙুল উপরের দিকে তোলা–প্রাচীন রহস্যের সুপরিচিত একটি সিম্বল। প্রাচীনকালে সারা পৃথিবীর অসংখ্য চিত্রকর্মে এটা দেখা যায়। একই ভঙ্গি লিওনার্দো দা ভিঞ্চির তিনিটি বিখ্যাত মাস্টারপিসেও আছে–*দ্যা লাস্ট সাপার, অ্যাডোরেশন অব দি ম্যাজাই* এবং *সেন্ট জন দ্য ব্যাপটিস্ট*। ঈশ্বরের সাথে মানুষের আধ্যাত্মিক যোগযোগের প্রতীক এটি।" *যতো উপরে ততো নীচে।* উন্মাদ লোকটির আজব কথাগুলো এখন আরো বেশি প্রাসঙ্গিক ব'লে মনে হচ্ছে তার কাছে।

"এটা আমি আগে কখনও দেখি নি," বললো সাটো।

তাহলে ESPN দেখুন, ভাবলো ল্যাংডন। প্রফেশনাল ক্রীড়াবিদেরা সফল্য পাবার পর সব সময়ই ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্যে আকাশের দিকে আঙুল তুলে ধরে, এটা দেখে ল্যাংডন খুব মজা পায়। তবে কতোজন জানে তারা আসলে প্রাক-খৃস্টিয় ভঙ্গির মাধ্যমে উপরে থাকা মহাক্ষমতাধর শক্তিকে স্বীকার ক'রে নিচ্ছে, যা কিনা ক্ষণিকের জন্যে তাদেরকেও ঈশ্বরতুল্য ক্ষমতা প্রদান করেছে।

"আপনাদের জন্যে বলছি," ল্যাংডন বললো, "এই রটুন্ডায় কেবল পিটারের হাতটিই এভাবে আর্বিভূত হয় নি।"

সাটো তার দিকে এমনভাবে তাকালো যেনো সে একটা বদ্ধ উন্মাদ। "কি বললেন?"

ল্যাংডন মহিলার ব্ল্যাকবেরি মোবাইলের দিকে ইশারা করলো। "গুগলে 'জর্জ ওয়াশিংটন জিউস' নামটি টাইপ করুন তাহলেই বুঝতে পারবেন।"

সাটো কথাটার মানে বুঝতে না পারলেও লেখাটা টাইপ করতে শুরু করলো। কাছে এসে তার কাঁধের উপর দিয়ে আগ্রহভরে দেখতে লাগলো এন্ডারসন

ল্যাংডন বললো, "এই রটুন্ডায় এক সময় নগ্ন বুকের জর্জ ওয়াশিংটনের একটি বিশাল ভাস্কর্য ছিলো...ঈশ্বর হিসেবে তাকে চিত্রিত করা হয়েছিলো তাতে। প্যানথিয়নে

যেভাবে জিউস বসে আছে তিনিও ঠিক সেভাবেই বসে ছিলেন, নগ্ন বুকটা খোলা, বাম হাতে একটি তলোয়ার, ডান হাত উপরের দিকে তোলা; তর্জনী এবং বুড়ো আঙুলও উপরের দিকে তাক্ করা।"

মনে হচ্ছে সাটো অনলাইনে কোনো ইমেজ পেয়েছে, কারণ তার পেছনে থাকা এন্ডারসনের চোখেমুখে ভড়কে যাওয়ার চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। "আরে, এটা জর্জ ওয়াশিংটন?"

"হ্যা," বললো ল্যাংডন। "জিউস হিসেবে চিত্রিত।"

"তার হাতটার দিকে দেখুন," সাটোর কাঁধের উপর দিয়ে দেখতে দেখতে বললো এন্ডারসন। "উনার ডান হাতটা মিঃ সলোমনের মতো অবস্থায় আছে।"

যেমনটি আমি বলেছি, ভাবলো ল্যাংডন, পিটারের হাতটাই এখানে প্রথম এভাবে রাখা হয় নি। হোরাশিও গৃনফের নগ্ন জর্জ ওয়াশিংটন ভাস্কর্যটি প্রথমে এই রটুন্ডাতেই উন্মোচিত করা হয়। অনেকে ঠাট্টা ক'রে বলেছে ওয়াশিংটন নাকি জামাকাপড় পাবার আশায় মরিয়া হয়ে ঈশ্বরের কাছে এভাবে হাত তুলে আবেদন করছেন। আমেরিকার ধর্মীয় আদর্শ পরিবর্তিত হয়ে গেলে এই ঠাট্টাটিও বদলে গিয়ে বিতর্কিত একটি বিষয় হয়ে ওঠে, ফলে ভাস্কর্যটি এখান থেকে ইস্ট গার্ডেনে সরিয়ে ফেলা হয়। বর্তমানে এটি স্মিথসোনিয়ানের ন্যাশনাল মিউজিয়াম অব আমেরিকান হিস্টোরিতে রাখা হয়েছে। ওখানে এই মূর্তিটি যারা দেখে থাকে তারা কোনোভাবেই বুঝতে পারে না এটা সেই সময়কার শেষ নিদর্শন যখন এ দেশের জাতির পিতা একজন ঈশ্বর হিসেবে ইউএস ক্যাপিটলের দিকে নজর রাখছিলেন...যেমন করে দেবতা জিউস প্যানথিয়নে বসে নজর রাখে।

সাটো তার ব্ল্যাকবেরি মোবাইলে একটা নাম্বার ডায়াল করতে শুরু করলো। বোঝাই যাচ্ছে এই মাত্র শোনা কথাগুলো নিজের স্টাফদের দিয়ে চেক করিয়ে নেবে। "তোমরা কি খুঁজে পেলে?" ধৈর্যসহকারে শুনে গেলো সে। "আচ্ছা..." সারসরি ল্যাংডন তারপর পিটারের কর্তিত হাতটার দিকে তাকালো মিহলা। "তোমরা একদম নিশ্চিত?" আরো কিছুক্ষণ শুনে গেলো। "ঠিক আছে, ধন্যবাদ।" ফোনটা রেখে ল্যাংডনের দিকে তাকালো সে। "আমার সাপোর্ট স্টাফেরা একটু রিসার্চ ক'রে নিশ্চিত হয়েছে রহস্যের হাতের অস্তিত্ব রয়েছে, আপনার বলা সব কথার সাথেও মিল পাওয়া গেছে।"

"খুশি হলাম," বললো ল্যাংডন।

"এতো খুশি হবেন না," কাটাকাটাভাবে বললো মহিলা। "মনে হচ্ছে, যতোক্ষণ না আপনি আমাকে সেই আসল কথাটা বলছেন ততোক্ষণ আমরা কানাগলিতেই হাটবো।"

"ম্যাম?"

সাটো তার কাছে এগিয়ে এলো। "আমরা পুরো বৃত্তটা ঘুরে এসেছি, প্রফেসর। আপনি আমাকে এমন কিছু বলেন নি যা আমি আমার স্টাফদের কাছ থেকে পাই নি। তাই আপনাকে আরেকবার জিজ্ঞেস করছি। আপনাকে কেন আজ রাতে এখানে নিয়ে

আসা হয়েছে? আপনার মধ্যে এমন কি বিশেষত্ব আছে? এমন কি আছে যা কেবল আপনিই জানেন?"

"এ কথা আমি আপনাকে আগেও বলেছি," ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললো ল্যাংডন। "আমি জানি না এই লোক কেন ভাবছে আমি এমন কিছু জানি!"

সাটো কি করে জানতে পারলো সে আজ রাতে এখানে আছে, সে ব্যাপারে তাকে প্রশ্ন করার জন্যে একটু প্রলুব্ধ হলো ল্যাংডন। তবে এ নিয়েও তারা কথা বলেছে, কোনো সদুত্তর পায় নি সে। "আমি যদি জানতাম পরবর্তী পদক্ষেপটি কি হবে তাহলে আমি সেটা আপনাকে বলতাম।" সাটোকে বললো ল্যাংডন। "কিন্তু সেটা আমি জানি না। "সাধারণত রহস্যের হাত কোনো শিক্ষক তার ছাত্রের জন্যে বাড়িয়ে দেয়। ঠিক তারপর পরই একগাদা নির্দেশনা দেয়া হয়...কোনো এক মন্দিরে যাবার নির্দেশনা, যে মাস্টার শেখাবে তার নাম–এরকম কিছু আর কি! কিন্তু এ লোকটি কেবল আমাদের জন্যে পাঁচটি টাট্টু রেখে গেছে! এ দিয়ে খুব বেশি কিছু–"চুপ মেরে গেলো ল্যাংডন।

তার দিকে ভুরু কুচকে তাকালো সাটো। "কি?"

ল্যাংডন আবারো হাতটার দিকে তাকালো। *পাঁচটি টাট্টু।* এবার বুঝতে পারলো সে যা বলছে সেটা হয়তো পুরোপুরি সত্য নয়।

"প্রফেসর?" সাটো জোরে বললো।

হাতটার দিকে এগিয়ে গেলো ল্যাংডন। *পিটার পথ দেখিয়ে দেবে।*

"প্রথমে আমার মনে হয়েছিলো এই লোকটি সম্ভবত পিটারের হাতের তালুতে কিছু রেখে গেছে–একটা মানচিত্র, চিঠি কিংবা দিক নির্দেশনা দেবার জন্যে কোনো কিছু।"

"এ রকম কিছু তো রেখে যায় নি," বললো এন্ডারসন। "দেখতেই তো পাচ্ছেন মুষ্টিবদ্ধ করা তিনটি আঙুল খুব একটা শক্ত ক'রে বন্ধ করা নেই।"

"আপনি ঠিক বলেছেন," বললো ল্যাংডন। "তবে আমার কাছে মনে হচ্ছে..." উপুড় হয়ে পিটারের হাতের তালুতে কি আছে দেখার চেষ্টা করলো সে। "হয়তো সেটা কাগজে লেখা নেই।"

"টাট্টু করা আছে?" বললো এন্ডারসন।

মাথা নেড়ে সায় দিলো ল্যাংডন।

"আপনি কি হাতের তালুতে কিছু দেখতে পাচ্ছেন?" জানতে চাইলো সাটো।

আরো উপুড় হয়ে মুষ্টিবদ্ধ হাতের ভেতরটা দেখার চেষ্টা করলো ল্যাংডন। "এভাবে দেখা যাবে না, আমি–"

"উফ্! ঈশ্বরের দোহাই লাগে," সাটো বললো। "এই বালের জিনিসটা খুলে ফেলুন!"

তার সামনে এসে দাঁড়ালো এন্ডারসন। "ম্যাম! এটা স্পর্শ করার আগে ফরেনসিক টিমের জন্যে আমাদের অপেক্ষা করা উচিত–"

"আমি কাজটা এক্ষুণি করতে চাই," এন্ডারসনকে পাশ কাটিয়ে সামনে এগিয়ে গেলো সাটো। হাতটার কাছে এসে উপুড় হয়ে পকেট থেকে একটা কলম বের করলো সে।

সাটো কলমটা দিয়ে একে একে মুষ্টিবদ্ধ করা তিনটি আঙুল খুলে ফেললে ল্যাংডন উঠে দাঁড়িয়ে অবিশ্বাসে দেখতে লাগলো। তালুটা এবার তাদের সামনে দৃশ্যমান।

মুখ তুলে ল্যাংডনের দিকে তাকালো মহিলা। তার ঠোঁটে মুচকি হাসি। "আবারো আপনার কথাই ঠিক হলো, প্রফেসর।"

অধ্যায় ২২

লাইব্রেরিতে পায়চারি করার সময় ক্যাথারিন সলোমন তার জামার হাতা গুটিয়ে হাত ঘড়িটা দেখে নিলো। অপেক্ষা করা তার স্বভাবে নেই। তার কাছে মনে হচ্ছে তার সমস্ত জগত যেনো থেমে আছে। টৃশের সার্চ স্পাইডারের ফলাফলের জন্যে অপেক্ষা করছে সে, অপেক্ষা করছে তার বড় ভায়ের ফোনের জন্যেও। তার চেয়ে ও বড় কথা যে লোক এই সমস্যার জন্য দায়ি তার ফোনের জন্যেও তার অপেক্ষা চলছে।

লোকটা যদি আমাকে কথাটা না বলতো তাহলেই ভালো হতো, ভাবলো সে। সাধারণত নতুন মানুষের সাথে পরিচিত হবার ব্যাপারে ক্যাথারিন খুব সাবধান থাকে। তারপরও আজ দুপুরে এই লোকটার সাথে প্রথম পরিচয় হতেই লোকটা তার বিশ্বাস অর্জন করে ফেলেছে মুহূর্তেই। *পরোপুরি।*

ক্যাথারিন অভ্যাসমতো প্রতি রোববার দুপুরে সাপ্তাহিক জার্নাল পড়ে থাকে। আজো তাই করেছিলো, আর ঠিক সে সময় লোকটা তাকে ফোন করে।

"মিস্ সলোমন?" কণ্ঠটা একেবারেই অদ্ভুত। কেমন জানি ফাঁপা ফাঁপা। "আমার নাম ড. ক্রিস্টোফার আবাডন। আশা করছি আপনার ভায়ের ব্যাপারে আপনার সাথে কিছুক্ষণ কথা বলতে পারবো?"

"আপনি কে বলছেন?" জানতে চাইলো সে। *আরে, আপনি কিভাবে আমার ব্যক্তিগত সেল নাম্বারটা পেলেন?*

"ড. ক্রিস্টোফার আবাডন?"

নাম শুনে চিনতে পারলো না ক্যাথারিন। লোকটা গলা খাকারি দিলো। "আমি ক্ষমা চাইছি, মিস্ সলোমন। আমার ধারণা ছিলো আপনার ভাই আমার সম্পর্কে আপনাকে কিছু বলেছে। আমি তার ডাক্তার। তার ইমার্জেন্সি কনট্যাক্ট লিস্টে আপনার ফোন নাম্বারটি ছিলো।" ক্যাথারিনের বুকটা ধক ক'রে উঠলো। *ইমার্জেন্সি কনটাক্ট? কি হয়েছে?*

"না, খারাপ কিছু না, অন্তত সে রকমই আশা করি," লোকটা বললো। "আজ সকালে আপনার ভায়ের আমার এখানে আমার কথা ছিলো তার, কিন্তু সে আসে নি। তার ফোনে অনেক চেষ্টা করেও তাকে পাই নি। ফোন না করে সে কখনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাতিল করে না। তাই একটু চিন্তায় পড়ে গেছি বলতে পারেন। আপনাকে ফোন করতে দ্বিধা ছিলো কিন্তু–"

"না, না, ঠিক আছে, আপনি ফোন করাতে আমি খুশিই হয়েছি।" ক্যাথারিন এখনও ডাক্তারের নামটা ধরতে পারছে না। "গতকালকের সকাল থেকে আমার ভায়ের সাথে আমার কোনো কথা হয় নি। সম্ভবত সে তার মোবাইল বন্ধ ক'রে রেখেছে। চালু করতে

ভুলে গেছে।” কিছুদিন আগে ক্যাথারিন তাকে নতুন আই-ফোন উপহার দিয়েছে, কিন্তু এখনও সেটা কিভাবে ব্যবহার করতে হয় বুঝে উঠতে পারে নি পিটার।

“আপনি বলছেন আপনি তার ডাক্তার?” জানতে চাইলো সে। *পিটারের কি এমন কোনো অসুখ আছে যা সে আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছে?*

দীর্ঘ নীরবতা নেমে এলো। “আমি খুবই দুঃখিত, আপনাকে ফোন ক'রে আমার প্রফেশনে একটু ভুল ক'রে ফেলেছি। আপনার ভাই আমাকে বলেছিলো আমার কাছে তার চেকআপ করার ব্যাপারটি আপনি জানেন। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে কথাটা সত্যি নয়।”

আমার ভাই তার ডাক্তারের কাছে মিথ্যে বলেছে? ক্যাথারিন আরো বেশি চিন্তিত হয়ে উঠলো। “সে কি অসুস্থ?”

“আমি দুঃখিত, মিস্ সলোমন। ডাক্তার-রোগীর সম্পর্কের কথা খুবই গোপনীয়, আপনার ভায়ের অসুখের বিষয়ে কোনোরকম আলোচনা করতে পারবো না। ইতিমধ্যে অনেক বলে ফেলেছি। আর না। আমি ফোন রেখে দিচ্ছি। তবে তার সাথে কথা হলে বলবেন আমাকে যেনো ফোন ক'রে জানায় সে ভালো আছে।”

“দাঁড়ান!” বললো ক্যাথারিন। “দয়া করে আমাকে বলুন, পিটারের কি হয়েছে!”

ডাক্তার আবাডন নিঃশ্বাস ছাড়লো। মনে হচ্ছে নিজের ভুলের জন্যে অনুতপ্ত। “মিস্ সলোমন, আমি বুঝতে পারছি আপনি মর্মাহত। এজন্যে আপনাকে দোষ দিচ্ছি না। আমি নিশ্চিত আপনার ভাই ঠিকই আছে। গতকালই সে আমার চেম্বারে এসেছিলো।”

“গতকাল? আজকেও আবার আপনার ওখানে যাবার কথা ছিলো? আমার তো মনে হচ্ছে ব্যাপার খুবই গুরুতর।”

আরেকটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো লোকটি। “আমার মনে হয় তাকে আরেকটু সময় দেয়ার দরকার এসব কথা–”

“আমি এক্ষুণি আপনার অফিসে আসছি।” কথাটা বলেই ক্যাথারিন দরজার দিকে পা বাড়ালো। “আপনার অফিসটা কোথায়?”

কোনো কথা নেই।

“ডাক্তার আবাডন?” বললো ক্যাথারিন। “আমি আপনার ঠিকানাটা নিজেও খুঁজে বের করতে পারবো, অথবা আপনি আমাকে সেটা বলে দিন। এক্ষুণি। যাই হোক না কেন, আমি আপনার কাছে আসছি।”

ডাক্তার একটু চুপ থেকে বললো, “আমি যদি আপনার সাথে দেখা করি তাহলে দয়া করে আপনার ভাইকে সে কথা বলবেন না। অন্তত যতো দিন না আমি তাকে পুরো ব্যাপারটি খুলে বলি?”

“ঠিক আছে।”

“ধন্যবাদ। আমার চেম্বার কালোরামা হাইট্সে।” ঠিকানা বলে দিলো তাকে।

বিশ মিনিট পর ক্যাথারিন সলোমন কালোরামা হাইটসে পৌছে গেলো। এ সময় তার ভাইকে অনেকবার ফোন করেও পায় নি সে। তার ভাই এখন কোথায় আছে সেটা

নিয়ে খুব বেশি চিন্তিত নয়, তার চিন্তা গোপনে ডাক্তার দেখানো নিয়ে।

ঠিকানা অনুযায়ী ভবনটি খুঁজে পাবার পর ক্যাথারিন দ্বিধায় পড়ে গেলো। *এটা কোনো ডাক্তারের অফিস?*

তার সামনের বিশাল ম্যানসনটির রয়েছে রট আয়রনের সিকিউরিটি বেড়া, ইলেক্ট্রনিক ক্যামেরা আর বিশাল ঘাসের মাঠ। ঠিকানাটা ভালো ক'রে চেক করতে গেলে একটি সিকিউরিটি ক্যামেরা তার দিকে ঘুরে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেলো গেটটা। ভয়ে ভয়ে ভেতরে ঢুকে বিশাল একটি গ্যারাজের ভেতর লিমোজিনের পাশে নিজের গাড়িটা পার্ক ক'রে রাখলো সে।

এই লোকটা কি ধরণের ডাক্তার?

গাড়ি থেকে নামতেই ম্যানসনের দরজাটা খুলে গেলে অভিজাত দেখতে এক লোককে দেখা গেলো দরজার সামনে। খুবই সুন্দর, বেশ লম্বা, ক্যাথারিনের প্রত্যাশার চেয়েও বয়স অনেক কম। তারপরও লোকটার মধ্যে বয়স্ক মানুষের নম্রতা আর সূক্ষ্মতা রয়েছে। চমৎকার কালো পোশাক আর টাই পরে আছে সে। সোনালী চুলগুলো ছোটো ছোটো ক'রে ছাটা।

"মিস্ সলোমন, আমি ডাক্তার ক্রিস্টোফার আবাডন," অনেকটা নীচু কণ্ঠে বললো সে। হাত মেলানোর সময় দেখা গেলো তার গায়ের ত্বক মসৃণ আর সতেজ।

"আমি ক্যাথারিন সলোমন," লোকটার গায়ের ত্বকের দিকে না তাকানোর চেষ্টা করে বললো সে। *লোকটা কি মেকআপ দিয়েছে নাকি?*

বাড়ির ভেতর ঢুকতেই ক্যাথারিনের মধ্যে অস্থিরতা বেড়ে গেলো। ফয়ারটি অসম্ভব সুন্দর। ব্যাকগ্রাউন্ডে ক্লাসিক্যাল সঙ্গীত বাজছে। চমৎকার সুগন্ধীও টের পেলো ক্যাথারিন। "জায়গাটা খুবই সুন্দর," বললো সে। "আমার কাছে অবশ্য অফিস ব'লে মনে হচ্ছে না।"

"এরকম বাড়ি করার জন্যে আমি সৌভাগ্যবান বলতে পারেন।" তাকে লিভিংরুমে নিয়ে এলো লোকটা। "আরাম ক'রে বসুন। আমি একটু চা বানিয়ে আনছি। চা খেতে খেতে কথা হবে।" রান্নাঘরের দিকে চলে গেলো সে।

ক্যাথারিন সলোমন বসলো না। মেয়েদের ইনটুইশন খুব প্রখর হয়, ক্যাথারিন এটা ভালো করেই জানে। এ জায়গায় কিছু একটা আছে, কারণ তার গায়ের পশম খাঁড়া হয়ে গেছে। এখানে এমন কিছু দেখতে পাচ্ছে না যাতে করে তার মনে হবে এটা কোনো ডাক্তারের অফিস। লিভিংরুমের দেয়াল জুড়ে ক্লাসিক্যাল চিত্রকলা। প্রাচীনকালের কিছু অদ্ভুত মিথিক্যাল থিমের চিত্রকলাও রয়েছে। বিশাল ক্যানভাসে *থৃ গ্রেসেস*-এর নগ্ন ছবির সামনে এসে দাঁড়ালো সে।

"এটা মাইকেল পাকের্জের আসল একটি তৈলচিত্র।" অলক্ষ্যে তার পাশে এসে দাঁড়ালো ডাক্তার আবাডন। হাতে গরম গরম চায়ের ট্রে। "আমরা কি ফায়ারপ্লেসের সামনে বসবো?"

লিভিংরুমের একটি সোফায় বসলো তারা। "নাভার্স হবার কোনো দরকার নেই।"

"আমি নার্ভাস নই," সঙ্গে সঙ্গে বললো ক্যাথারিন।

তাকে আশ্বস্ত করার হাসি দিলো লোকটি। "আসলে লোকজন কখন নার্ভাস হয় সেটা জানাই আমার কাজ।"

"বুঝলাম না?"

"আমি একজন মনোবিজ্ঞানী, মিস্ সলোমন। এটাই আমার পেশা। আপনার ভাইকে আমি প্রায় এক বছর ধরে দেখে আসছি। আমি তার থেরাপিস্ট।"

ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইলো ক্যাথারিন। *আমার ভাই থেরাপি নিচ্ছে?*

রোগীরা তাদের নিজেদের থেরাপি নিজেরা খুব একটা করে না।" বললো লোকটি "আপনাকে ফোন করাটা আমার জন্যে ভুল হয়ে গেছে। অবশ্য আত্মরক্ষার্থে আমি বলতে পারি আপনার ভাই আমাকে ভুল তথ্য দিয়েছে।"

"আমার আমার মাথায় কিছুই ঢুকছে না।"

"আপনাকে নার্ভাস ক'রে থাকলে ক্ষমা চাইছি।" তার কথা শুনে মনে হচ্ছে সে খুবই বিব্রত। "আমি লক্ষ্য করেছি আপনি আমার মুখের দিকে বার বার তাকাচ্ছেন। হ্যা, ঠিকই ধরেছেন। আমি মেকআপ নিয়েছি।" নিজের গালে টোকা মেরে বললো, "আমার চামড়ায় একটি সমস্যা আছে। এক ধরণের রোগ। তাই ওটা আড়াল করতে মেকআপ নিয়ে থাকি। আমার বউই সাধারণত মেকআপ দিয়ে দেয় তবে সে না থাকলে কাজটা আমাকেই করতে হয়।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো ক্যাথারিন। কথা বলতে বিব্রত বোধ করছে সে।

"আর এই সুন্দর চুলগুলো..." নিজের চুলে হাত বুলালো সে। "পরচুলা। আমার ত্বকের অসুখ চুলের কপিকলগুলো নষ্ট ক'রে ফেলেছে।" কাঁধ তুলে বললো। "বলতে বাধ্য হচ্ছি আমার একটি পাপ হলো আমার অহংকার।"

"আর আমারটা হলো রূঢ়তা," বললো ক্যাথারিন।

"মোটেই না।" ডাক্তার আবাডনের হাসিটা অদ্ভুত। "আমরা কি শুরু করতে পারি? চায়ের সাথে?"

ফায়ারপ্লেসের সামনে বসে তারা চা পান করতে লাগলো। "আপনার ভাই থেরাপি সেশনের সময় চা খায়, সে থেকে চা বানানো এবং পরিবেশন করাটা আমার অভ্যোস হয়ে গেছে। সে বলে, সলোমনরা নাকি চা-ভক্ত।"

"পারিবারিক ঐতিহ্য," বললো ক্যাথারিন। "ব্ল্যাক, প্লিজ।"

চা খেতে খেতে তারা হালকা বিষয় নিয়ে কথা বলে গেলো কিছুক্ষণ। ক্যাথারিন অবশ্য তার ভায়ের ব্যাপারে জানার জন্যে উদগ্রীব। "আমার ভাই আপনার এখানে আসে কেন?" জানতে চাইলো সে। *আর সে কথা আমাকে কেন বলে নি?* বোঝা যাচ্ছে পিটার তার জীবনের ট্র্যাজেডিটা নিজের কাছেই রেখে দিতে চেয়েছিলো। বাবাকে হারিয়েছে খুবই অল্প বয়সে তার পাঁচ বছর পরই মাকে। তারপরও পিটারের মধ্যে দৃঢ়তার কোনো কমতি দেখা যায় নি।

চায়ে চুমুক দিলো ডাক্তার। "আপনার ভাই আমার কাছে এসেছিলো কারণ সে আমাকে বিশ্বাস করে। সাধারণ ডাক্তার-রোগীর সম্পর্কের উর্ধ্বে আমাদের দু'জনের সখ্যতা।" ফায়ারপ্লেসের কাছে একটা ছবির ফ্রেমের দিকে ইঙ্গিত করলো সে। প্রথমে দেখে ক্যাথারিনের মনে হয়েছিলো ডিপ্লোমার সার্টিফিকেট, পরে দেখতে পেলো দু'মাথার ফিনিক্স পাখির ছবি।

"আপনি একজন ম্যাসন?" *এটা আরো বেশি হায়ার ডিগ্রি।*

"পিটার এবং আমি এক ধরনের ভাই ভাই সম্পর্কে আবদ্ধ।"

"আপনি এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন যার জন্যে আপনাকে তেত্রিশ ডিগ্রিতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।"

"ঠিক তা নয়," বললো সে। "আমার পরিবার বেশ ধনী। ম্যাসনিক চ্যারিটিতে আমি অনেক টাকা দেই।"

এবার ক্যাথারিন বুঝতে পারলো কেন তার ভাই তরুণ এই ডাক্তারকে এতো বিশ্বাস করে। *ধনী পরিবারের একজন ম্যাসোন, মানব হিতকর কাজে এবং প্রাচীন মিথলজিতে আগ্রহী?*

শুরুতে যেমন ভেবেছিলো ডাক্তার আবাডনের সাথে তার ভায়ের আরো অনেক বিষয়ে মিল আছে।

"আপনাকে যখন বলেছি আমার ভাই কেন আপনার কাছে আসে, তার অর্থ এই নয় যে, আপনাকে কেন সে বেছে নিলো?" ক্যাথারিন বললো। "আমি বলতে চাচ্ছি সে কেন মনোবিজ্ঞানীর কাছে থেরাপি নিতে আসে?"

ডাক্তার আবাডন হেসে ফেললো। "হ্যা, আমি জানি। আসলে ভদ্রভাবে আমি আপনার প্রশ্নটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলাম। এ ব্যাপারটা নিয়ে আমার আলোচনা করা উচিত হবে না।" একটু থেমে আবার বললো, "আমি স্বীকার করছি তার এই ব্যাপারটা সে কেন আপনার কাছ থেকে লুকালো সেটা ভেবেই আমি হতভম্ব হয়ে গেছি। বিশেষ করে সেটা যখন আপনার রিসার্চের সাথেই জড়িত।"

"আমার রিসার্চ?" খুবই অবাক হয়ে বললো ক্যাথারিন। *আমার ভাই আমার গবেষণার ব্যাপারেও কথা বলেছে?*

"কিছু দিন আগে আপনার ভাই, আপনার সম্প্রতিক আবিষ্কারে মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব কি পড়তে পারে সেটা জানতে আমার কাছে এসে পেশাদার মতামত জানতে চেয়েছিলো।"

ক্যাথারিন চায়ে চুমুক দিতে গিয়ে থেমে গেলো। "সত্যি? আমি...অবাক হলাম," কোনোভাবে বলতে পারলো সে। *পিটার ভাবছেটা কি? সে তার পরিচিত লোককে আমার কাজ সম্পর্কে বলেছে?* তাদের সিকিউরিটি প্রটোকলে ক্যাথারিনের কাজকর্ম সম্পর্কে কারো কাছে কিছু বলাটা নিষেধ। তারচেয়েও বড় কথা তার ভাই নিজে এই শর্ত লঙ্ঘন করেছে।

"এটা নিশ্চিত আপনি জানেন, মিস্ সলোমন, আপনার গবেষণার কাজকর্মগুলো

জনগণ জেনে গেলে কী ঘটবে সেটা নিয়ে আপনার ভাই বেশ উদ্বিগ্ন আছে। এই পৃথিবীর দার্শনিক অবস্থার বিরাট পরিবর্তন হবে ব'লে সে আশংকা করছে...এ ব্যাপারে সম্ভবপর মনস্তাত্ত্বিক ফলাফল কি হতে পারে সে জন্যেই আমার কাছে এসেছিলো।"

"আচ্ছা," কথাটা বলার সময় তার চায়ের কাপ একটু কেঁপে উঠলো।

"আমরা যেসব প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছি সেগুলো খুবই চ্যালেঞ্জিং জীবনের সুগভীর রহস্য যদি উন্মোচিত হয়ে পড়ে তবে মানুষের অবস্থা কি হবে? ধর্মীয় বিশ্বাস হিসেবে আমরা যা বিশ্বাস করি সেগুলো যদি সত্য বলে প্রমাণিত হয় তাহলে কি হবে? অথবা মিথ হিসেবে ভুল প্রমাণিত হলে?"

ক্যাথারিন বিশ্বাস করতে পারছে না সে এসব কি শুনছে। তারপরও নিজের আবেগ সংযত রাখলো সে। "আশা করি আপনি কিছু মনে করবেন না, আমি আমার কাজের ব্যাপারে কারো সাথে আলোচনা করতে চাইছি না। আমার কাজকর্ম সবাইকে জানানোর কোনো পরিকল্পনাও আমার নেই। কিছু দিনের জন্যে আমার আবিষ্কারগুলো আমার ল্যাবেই তালা মেরে রাখতে চাই।"

"মজার তো," চেয়ারে হেলান দিয়ে আবাডন গভীর চিন্তায় ডুবে গেলো। "গতকাল আপনার ভাই খুব ভেঙে পড়েছিলো, তাই আজ আবার আসতে বলেছিলাম। সেটা যখন ঘটে এখন আমি তাকে–"

"ভেঙে পড়েছিলো?" ক্যাথারিনের বুকটা ধকধক করতে শুরু করলো এবার। মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলো?" তার ভাই মানসিকভাবে ভেঙে পড়বে এ কথা বিশ্বাসই হচ্ছে না।

"আমি মনে হয় আপনাকে আপসেট ক'রে দিলাম। আমি দুঃখিত। সবকিছু বিবেচনা করে বুঝতে পারছি প্রশ্নগুলোর জবাব আপনি জানতে চাইবেন।"

"সেগুলো জানার অধিকার আমার আছে কিনা আমি জানি না," বললো ক্যাথারিন। "তবে এটা জানি আমার ভাই-ই আমার একমাত্র পারিবারিক সদস্য। আমার চেয়ে ভালো তাকে আর কেউ বোঝে না। সুতরাং কি হয়েছে সেটা আমাকে বললে আপনাকে আমি সাহায্য করতে পারবো। আমরা দু'জনেই একই জিনিস চাই–পিটারের মঙ্গল।"

ডাক্তার আবাডন অনেকক্ষণ চুপ থেকে এমনভাবে মাথা নাড়ালো যেনো ক্যাথারিনের কথাটার মধ্যে যুক্তি আছে। "একটা কারণেই আপনাকে কথাটা বলছি, সেই কারণটা হলো আমার মনে হচ্ছে আপনাকে বললে পিটারের অনেক উপকার হবে।"

"অবশ্যই।"

সামনে ঝুঁকে হাটুর উপর কঁনুই রেখে আবাডন বললো, "আপনার ভাইকে প্রথম যেদিন দেখি সেদিন থেকেই টের পাচ্ছিলাম তার মধ্যে এক ধরণের অপরাধবোধ আছে। এ নিয়ে সে বেশ চিন্তিত। তবে ব্যাপারটা কি সেটা জানার জন্যে তাকে কখনও চাপ দেই নি, কারণ সে আমার কাছে সেজন্যে আসে নি। তবে গতকাল সঙ্গত কারণেই সে কথাটা তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম।" স্থির চোখে তার দিকে তাকালো আবাডন। "আপনার ভাই

নাটকীয়ভাবে, অনেকটা অপ্রত্যাশিতভাবেই সব খুলে বলেছে। এমন কিছু সে বলেছে যা আমি মোটেও আশা করি নি...আপনার মা যে রাতে মারা যান সে রাতে যা ঘটেছিলো তাও বলেছে।"

ক্রিসমাস ইভ–ঠিক দশ বছর আগে। আমার কোলেই মারা গেছেন তিনি।

"সে আমাকে বলেছে আপনাদের বাড়িতে একটি ডাকাতির সময় আপনার মা খুন হন? এক লোক এমন কিছু খুঁজছিলো যা কিনা আপনার ভাই লুকিয়ে রেখেছে ব'লে সে বিশ্বাস করেছিলো?"

"কথাটা ঠিক।"

আবাডনের চোখ কুচকে এলো। "আপনার ভাই সেই লোকটাকে গুলি ক'রে হত্যা করে?"

"হ্যা।"

গালে আঙুল দিয়ে টোকা মারলো আবাডন। "আপনি কি জানতেন ঐ লোকটি আপনাদের বাড়িতে কি খুঁজতে এসেছিলো?"

বিগত দশ বছর ধরে ক্যাথারিন এই স্মৃতিটা আঁটকে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে। "হ্যা লোকটার দাবি খুবই নির্দিষ্ট ছিলো। দুভার্গ্যের ব্যাপার হলো সে কি বলছে সে সম্পর্কে আমাদের কারো কোনো ধারণাই ছিলো না।"

"আপনার ভায়ের ছিলো।"

"কি?" উঠে দাঁড়ালো ক্যাথারিন।

"গতকাল সে আমাকে যে গল্পটা বলেছে তাতে সে রকমই মনে হয়েছে। লোকটা কি খুঁজছিলো সেটা পিটার জানতো। তারপরও সে ঐ জিনিসটা তার হাতে তুলে দেয় নি। না বোঝার ভান করেছে সে।"

"এটা হতেই পারে না। লোকটা কি চায় সেটা পিটারের জানা কথা নয়। তার দাবিটি আমাদের কারোর কাছেই বোধগম্য ছিলো না।"

"মজার তো।" একটু থেমে ডাক্তার আবাডন কিছু নোট টুকে নিলো। "আমি তো বলেছি পিটার আমাকে বলেছে সে জানতো না। আপনার ভাই বিশ্বাস করে সে যদি ঐ লোকটার সাথে সহযোগীতা করতো তবে আপনার মা আজও বেঁচে থাকতেন। এটাই তার অপরাধবোধের মূল কারণ।"

মাথা ঝাঁকালো ক্যাথারিন। "এটা তো পাগলামি...

আবাডনকে দেখে মনে হলো ঘাবড়ে গেছে। "মিস্ সলোমন, আমার আশংকা আপনার ভাই বাস্তবতার সাথে খাপ খাওয়াতে পারছে না। আমার ধারণা এটাই তার সমস্যা। আর সেজন্যেই আজকে তাকে আসতে বলেছিলাম। ভয়াবহ স্মৃতির সাথে বাস করার সময় এরকম বিভ্রান্তিতে ভোগা খুবই সাধারণ ব্যাপার।"

আবারো মাথা ঝাঁকালো ক্যাথারিন। "ডাক্তার, পিটার বিভ্রান্তিতে ভুগবে এটা বিশ্বাস করা কঠিন।"

“আমিও সেটা মেনে নিতাম যদি..”

“যদি কি?”

“যদি সে আমাকে অদ্ভুত একটি গল্প না বলতো।”

সামনে ঝুঁকে এলো ক্যাথারিন। “পিটার আপনাকে কি বলেছে?”

আবাডনের মুখে হাসি। “মিস্ সলোমন, আমাকে প্রশ্নটা করতে দিন। আপনার ভাই কি আপনার সাথে কখনও এরকম কিছু নিয়ে আলোচনা করেছে যে, ওয়াশিংটন ডিসি'তে কিছু লুকানো আছে বলে সে বিশ্বাস করে অথবা মহান একটি গুপ্তধন সে রক্ষা করছে সে সম্পর্কে...হারিয়ে যাওয়া প্রাচীনকালের জ্ঞান?”

ক্যাথারিনের মুখ হা হয়ে গেলো। “আপনি এসব কি বলছেন?”

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো ডাক্তার আবাডন। “আমি আপনাকে যা বলবো সেটা আপনাকে ভড়কে দেবে, মিস্ সলোমন।” একটু থেমে স্থির চোখে তাকালো তার দিকে। “তবে এ ব্যাপারে আপনি যদি কিছু জেনে থাকেন সেটা আমাকে বললে খুবই সাহায্যে আসবে। তার কাপটা হাতে নিয়ে বললো, “আরো চা দেই?”

অধ্যায় ২৩

আরেকটা টাট্টু।

পিটারের খোলা তালু দেখার জন্যে ল্যাংডন হামাগুড়ি দিলো। তার নিষ্প্রাণ তালুতে সাতটি ক্ষুদ্রাকৃতির প্রতীক রয়েছে।

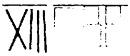

"দেখে মনে হচ্ছে এগুলো কোনো সংখ্যাই হবে," অবাক হয়ে বললো ল্যাংডন। "অবশ্য আমি সেগুলো চিনতে পারছি না।"

"প্রথম সংখ্যাগুলো তো রোমান সংখ্যা," বললো এন্ডারসন।

"আমার তা মনে হচ্ছে না," বললো ল্যাংডন। "রোমান সংখ্যায় I-I-I-X অস্তিত্ব নেই। এটা V-I-I হিসেবে লেখা হয়।"

"বাকিগুলোর ব্যাপারে কি বলবেন?" জানতে চাইলো সাটো।

"বুঝতে পারছি না। দেখে মনে হচ্ছে আরবিতে আট-আট-পাঁচ লেখা হয়েছে।"

"আরবিতে?" এন্ডারসন প্রশ্ন করলো। "এগুলো তো আমার কাছে ইংরেজি সংখ্যা বলেই মনে হচ্ছে।"

"আমাদের ইংরেজি সংখ্যাগুলোই আরবি সংখ্যা।" নিজের ছাদত্রদের কাছে এই বিষয়টা পরিস্কার করতে করতে ল্যাংডন এতোটাই অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে মধ্যপ্রাচ্য সংস্কৃতিতে অগ্রসর বিজ্ঞান নামে একটি লেকচার তৈরি করেছিলো। এর মধ্যে আমাদের আধুনিককালের সংখ্যাটি রয়েছে। এটি রোমান সংখ্যার চেয়েও অনেক বেশি সুবিধাজনক। কেন না এর মধ্যে পজিশনাল নোটেশন এবং 'শূন্য'-এর ব্যবহার আছে। ল্যাংডন অবশ্য তার এই লেকচারটি সব সময় শেষ করে থাকে এই কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে যে, আরব সংস্কৃতি মানবসভ্যতাকে *আল-খুল* নামক একটি শব্দ দিয়েছে। এটি হারভার্ডের ভর্তি হওয়া নবীন ছাত্রদের প্রিয় পানীয়, সবার কাছে যা অ্যালকোহল নামে পরিচিত।

টাট্টুটা আরো ভালো ক'রে দেখে নিলো ল্যাংডন। একেবারেই হতবুদ্ধিকর লাগছে এখন। "আট আট পাঁচের ব্যাপারে আমি কিছু বলতে পারছি না। সরল রেখার লেখাটা দেখতে কেমন জানি লাগছে। এগুলো হয়তো সংখ্যা নয়।"

"তাহলে এগুলো কি?" সাটো জানতে চাইলো।

"বুঝতে পারছি না। পুরো টাট্টুটা দেখে মনে হচ্ছে...প্রাচীন টিউটোনিকেদের *রুন* অক্ষরে লিখিত।"

"মানে?" আবারো জানতে চাইলো সাটো।

"রুনিক বর্ণমালা সোজাসুজি রেখা টেনে লেখা হয়। তাদের অক্ষরগুলোকে রুন বলা হয়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এগুলো পাথর খোদাই করে লেখা হয় বলে এরকম সহজ সরল হয়ে থাকে।"

"এগুলো যদি রুন হয়ে থাকে তবে তাদের অর্থ কি?" সাটো বললো।

মাথা ঝাঁকালো ল্যাংডন। তার জ্ঞান কেবলমাত্র বেসিক রুনিক বর্ণমালার উপরেই সীমাবদ্ধ। তৃতীয় শতাব্দীর টিউটোনিক পদ্ধতি *ফুথার্ক* পর্যন্ত। "সত্যি বলতে কি আমি এমনকি নিশ্চিত করে বলতেও পারছি না এগুলো রুন। একজন স্পেশালিস্টকে জিজ্ঞেস ক'রে দেখতে পারেন। বিভিন্ন রকমের আকৃতি রয়েছে–হালসিঙ্গি, ম্যানক্স, দ্য ডটেড স্টাঙ্গনার–"

"পিটার সলোমন তো একজন ম্যাসন ছিলেন, তাই না?"

ল্যাংডন আৎকে উঠলো। "হ্যা। কিন্তু এসবের সাথে তার কি সম্পর্ক?" মেঝে থেকে উঠে দাঁড়িয়ে খর্বাকৃতির মহিলার সামনে পর্বতের মতো দাঁড়িয়ে পড়লো সে।

"আপনি আমাকে বলুন। এইমাত্র বললেন রুনিক বর্ণমালা পাথরে খোদাই করে লেখা হয়, আর আমি এটা জানি ফৃম্যাসনদের উৎপত্তি পাথর খোদাইকারীদের মধ্য থেকেই হয়েছে। এটা এজন্যে বলছি, কারণ আমি আমার স্টাফদের যখন বললাম রহস্যের হাত এবং পিটার সলোমনের মধ্যে কোনা সংযোগ রয়েছে কিনা সেটা সার্চ ক'রে দেখতে তারা আমাকে জানালো তাদের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সংযোগ রয়েছে," একটু থামলো মহিলা, যেনো কথাটার গুরুত্ব কতো বেশি সেটা ল্যাংডনকে বুঝিয়ে দিচ্ছে। "ম্যাসন।"

দীর্ঘশ্বাস ফেললো ল্যাংডন। নিজের ছাত্রদেরকেও সে এ কথা বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে "*Google* 'রিসার্চ' শব্দের প্রতিশব্দ নয়। ইন্টারনেটের এই যুগে মনে হয় সব কিছুই সব কিছুর সাথে লিংক করা। পৃথিবী ক্রমশ অসংখ্য তথ্যজালের সমন্বয়ে জটিল এক জগতে পরিণত হচ্ছে। আর সেটা ঘন থেকে ঘনত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে প্রতিদিনই।

কণ্ঠে ধৈর্য ধরে রাখার চেষ্টা করলো ল্যাংডন। "আপনার স্টাফদের সার্চে যে ম্যাসন শব্দটি বেরিয়ে এসেছে তাতে আমি অবাক হই নি। পিটার সলোমন এবং যেকোনো গুপ্তবিদ্যার টপিকের সাথে লিংক খুঁজতে গেলে ম্যাসন বেরিয়ে আসবে নিশ্চিতভাবে।"

"হ্যা," বললো সাটো, "এজন্যে আমি নিজেও খুব অবাক হয়েছি আমার কাছে আপনি ম্যাসনদের কথা উল্লেখ করেন নি বলে। হাজার হোক আপনি কথা বলছেন এমন একটি গুপ্তজ্ঞান নিয়ে যা কিনা আলোকিত কিছু মানুষজন রক্ষা ক'রে আসছে। এটা তো ম্যাসনিক বলেই মনে হচ্ছে, তাই নয় কি?"

"তা অবশ্য মনে হচ্ছে...সেই সঙ্গে এও মনে হচ্ছে, এটা রসিক্রুশিয়ানি, আলুমব্রাদিন এবং অন্যান্য যেকোনো গুপ্তবিদ্যার দলও হতে পারে।"

"তবে পিটার সলোমন একজন ম্যাসন–খুবই শক্তিশালী একজন ম্যাসন। মনে হচ্ছে

আমরা যদি সিক্রেট নিয়ে কথা বলি তবে ম্যাসনদের কথাই সবার আগে এসে পড়ে। ঈশ্বর জানে, ম্যাসনরা তাদের সিক্রেটগুলো কতোটাই না ভালোবাসে।”

ল্যাংডন মহিলার কণ্ঠে অবিশ্বাসের আভাস টের পেলো। সে এসবের অংশ হতে চায় না। “আপনি যদি ম্যাসনদের সম্পর্কে জানতে চান তো কোনো ম্যাসনের কাছ থেকে সেটা জেনে নিলে ভালো করবেন।”

“আসলে,” বললো সাটো, “আসলে আমি বিশ্বাস করি এরকম কারো কাছেই সেটা জিজ্ঞেস করবো।”

মহিলার এই কথাটার মধ্যে মূর্খতা আর আক্রমণাত্মক দুটোই খুঁজে পেলো ল্যাংডন। “আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্যে বলছি, ম্যাম, সমগ্র ম্যাসনিক দর্শনটি সততা এবং বিশ্বস্ততার উপর ভিত্তি করেই নির্মাণ করা হয়েছে। ম্যাসনরা খুবই বিশ্বস্ত লোক হয়ে থাকে, এরকম বিশ্বস্ত লোক আপনি খুব একটা দেখতে পাবেন না।”

“আমি তো বরং এর উল্টোটাই দেখেছি। এরকম বেশ অকাট্য প্রমাণ আমার কাছে আছে।”

যতোই সময় গড়িয়ে যাচ্ছে এই মহিলাকে ল্যাংডনের ততোই অপছন্দ হচ্ছে। ম্যাসনদের আইকোনোগ্রাফি এবং সিম্বলের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য নিয়ে সে অনেক বছর ধরে লিখে যাচ্ছে, সে জানে ম্যাসনদের প্রায়ই অন্যায়ভাবে ভুল বোঝা হয়ে থাকে। তাদের সংগঠনটি এ পৃথিবীর সবচাইতে বেশি ভুল বোঝা একটি সংগঠন। প্রায়ই তাদের ব্যাপারে আজেবাজে কথা রটে থাকে। তারা শয়তানের পূজা করে থেকে শুরু করে একবিশ্ব ব্যবস্থা প্রবর্তনের অভিযোগেও অভিযুক্ত করা হয় তাদেরকে। তবে ম্যাসনরা কখনই তাদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে মুখ খোলে না, এটাই তাদের নীতি। এরফলে খুব সহজেই তারা টার্গেটে পরিণত হয়।

“আবারো আমরা কানাগলিতে এসে পড়লাম, মিঃ ল্যাংডন,” সাটো বললো। “আমার কাছে মনে হচ্ছে আপনি কিছু একটা বলতে ভুলে গেছেন...অথবা আমাদের কাছে সেটা বলছেন না। যে লোকটার সাথে আমরা এখন দেনদরবার করছি, সে বলছে পিটার সলোমন আপনাকে নির্দিষ্টভাবেই বেছে নিয়েছেন।” শীতল চোখে তাকালো ল্যাংডনের দিকে। “আমার মনে হয় আমাদের কথাবার্তা সিআইএ’র হেডকোয়ার্টারে স্থানান্তর করবার সময় এসে গেছে। ওখানে গেলে হয়তো ভাগ্য আরো বেশি সাহায্য করবে আমাদেরকে।”

সাটোর এই হুমকিটা খুব একটা খেয়ালই করলো না ল্যাংডন। মহিলার বলা এইমাত্র একটি কথা তার মনে ঘুরপাক খাচ্ছে। *সলোমন আপনাকে বেছে নিয়েছেন।* মন্তব্যটি ল্যাংডনের মনে অদ্ভুতভাবেই আঘাত করতে সক্ষম হয়েছ। পিটারের হাতে থাকা ম্যাসনিক আঙটিটার দিকে তাকালো সে। এই আঙটিটা পিটারের সবচাইতে মূল্যবান সম্পদ–সলোমন পরিবারের একটি উত্তরাধিকারের চিহ্ন। এতে দু’মাথার ফিনিক্স পাখির সিম্বল রয়েছে–ম্যাসনদের অনিবার্য জ্ঞানের প্রতীক। স্বর্নটা আলোতে চকচক করে উঠলে অপ্রত্যাশিত একটি স্মৃতি জেগে উঠলো তার মনে।

ল্যাংডন দীর্ঘশ্বাস ফেললো। পিটারকে ধরে রেখেছে যে লোক তার অদ্ভুত ফিসফিসানি কণ্ঠটা স্মরণ করলো সে *আপনি কি আসলেই বুঝতে পারছেন না? আপনাকে কেন বেছে নেয়া হয়েছে?*

এখন হঠাৎ করেই মনের মধ্যে জমে থাকা কুয়াশা কেটে গেলো ল্যাংডনের, চট ক'রে যেনো তার চিন্তাভাবনাগুলো ভারসাম্য খুঁজে পেলো।

সঙ্গে সঙ্গে বুঝে গেলো সে, এখানে তাকে নিয়ে আসার উদ্দেশ্যটা কি।

দশ মাইল দূরে সুইটল্যান্ড পার্কওয়ে'তে গাড়ি চালানোর সময় মালাখ তার সিটের পাশ থেকে অতিচেনা ভাইব্রেশনটি শুনতে পেলো। এটা পিটার সলোমনের আই-ফোন, আজকে এটা খুবই শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে কাজে দিচ্ছে। এর ডিসপ্লেতে ভিজুয়াল কলার আইডি হিসেবে ভেসে উঠেছে একটি ছবি : কালো চুলের মাঝবয়সী খুবই আর্কষণীয় এক মহিলা।

ইনকামিং কল–ক্যাথারিন সলোমন।

মুচকি হাসলো মালাখ, কলটা রিসিভ করলো না। *নিয়তি আমাকে আরো কাছে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।*

আজ বিকেলে সে ক্যাথারিন সলোমনকে তার নিজ বাড়িতে টোপ দিয়ে নিয়ে এসেছিলো একটা কারণে–নিশ্চিত হতে তার কাছে এমন কোনো তথ্য আছে কিনা যা তার সাহায্যে লাগতে পারে...সম্ভবত মালাখ যে জিনিস খুঁজছে সেটার অবস্থান চিহ্নিত করতে সাহায্য করবে এরকম কোনো পারিবারিক সিক্রেট। বোঝা গেছে ক্যাথারিনের ভাই এতো বছর ধরে যে জিনিসটি রক্ষা ক'রে আসছে সে ব্যাপারে তার কাছে কিছুই বলে নি।

তারপরও মালাখ ক্যাথারিনের কাছ থেকে অন্য কিছু জানতে পেরেছে। *এমন কিছু যাতে করে ক্যাথারিন আজ তার জীবনের জন্যে আরো বাড়তি কিছু সময় পেয়ে গেছে।* ক্যাথারিন তাকে নিশ্চিত ক'রে বলেছে তার এ পর্যন্ত সবগুলো আবিষ্কারই একটি জায়গায় রেখে দিয়েছে। তার নিজের ল্যাবের সেফটি লকারে তালাবদ্ধ অবস্থায় এটি আছে।

আমাকে সেটা ধ্বংস করতে হবে।

ক্যাথারিনের রিসার্চ নতুন ধরণের চিন্তার দ্বার খুলে দেবে। একবার সেই দরজা একটুখানি ফাঁক করলেই বাকিরা সেটা অনুসরণ করতে শুরু করবে। সব কিছু বদলে যাবে চোখের নিমেষে। *এটা তো আমি হতে দিতে পারি না। পৃথিবী যেমন আছে তেমনই থাকবে...অজ্ঞানতার গাঢ় অন্ধকারে।*

আই-ফোনটি বিপ্ করলো। ইঙ্গিত করছে ক্যাথারিন একটা ভয়েস মেইল করেছে। মেইলটা পড়লো মালাখ।

"পিটার, আমি বলছি।" ক্যাথারিনের কণ্ঠ শুনে বোঝা যাচ্ছে সে খুব চিন্তিত। "তুমি

কোথায়? আমি এখনও ডাক্তার আবাডনের সাথে আমার কথাবার্তাগুলোর কথা ভাবছি...খুব উদ্বিগ্ন আমি। সব ঠিক আছে তো? প্লিজ আমাকে ফোন করো। আমি ল্যাবে আছি।”

ভয়েস মেইলটা শেষ হয়ে গেলো।

মালাখের ঠোঁটে মুচকি হাসি। *ভাইকে নিয়ে উদ্বিগ্ন না হয়ে ক্যাথারিনের উচিত নিজেকে নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়া।* সুইটল্যান্ড পার্কওয়ে থেকে সিলভার হিল রোডের অভিমুখে ছুটলো সে। এক মাইলেরও কম দূরে গিয়ে অন্ধকারেই এসএমএসসি ভবনটির আবছায়া রূপ দেখতে পেলো। গাছগাছালির মাঝখানে সেটা দাঁড়িয়ে আছে। হাইওয়ের ঠিক ডান দিকে এর অবস্থান। পুরো কমপ্লেক্সটি কাটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা।

নিরাপদ একটি ভবন? আপন মনে বললো মালাখ। *তবে এমন একজনকে আমি চিনি যে কিনা আমার জন্যে এখানকার দরজাটা খুলে দেবে।*

অধ্যায় ২৪

ব্যাপারটা ল্যাংডনের উপর তরঙ্গের মতো আছড়ে পড়লো যেনো।

আমি জানি আমি কেন এখানে।

রটুন্ডার মাঝখানে দাঁড়িয়ে তার খুবই ইচ্ছে করছে এখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে যেতে...পিটারের হাত থেকে, সেই হাতে থাকা স্বর্ণের আঙটিটা থেকে, সাটো এবং এন্ডারসনের সন্দেহজনক দৃষ্টি থেকে। কিন্তু সেটা না ক'রে বরফের মতো জমে আছে সে। কাঁধে ঝুলে থাকা ডে-ব্যাগটা আরো বেশি শক্ত করে ধরে রেখেছে। *আমাকে এখান থেকে বের হতে হবে।*

এক বছর আগে ক্যামবৃজে শীতের এক সকালের দৃশ্য তার স্মৃতিতে ভেসে উঠলে তার চোয়াল শক্ত হয়ে এলো। সকাল ছয়টা বাজে হারভার্ডের সুইমিংপুলে সাঁতার কাটা শেষ করে ল্যাংডন তার ক্লাসে ঢুকেছিলো সেদিন। অতি পরিচিত চক, ডাস্টার আর বাষ্পের গন্ধ নাকে টের পেলো যথারীতি। নিজের ডেস্কের দিকে দু'পা এগিয়ে যেতেই থমকে দাঁড়ালো সে।

তার জন্যে ওখানে একজন অপেক্ষা করছে–অভিজাত দেখতে এক ভদ্রলোক, রাজকীয় ধূসর দু'চোখ।

"পিটার?" অনেকটা আৎকে উঠে বললো ল্যাংডন।

মৃদু আলোর ক্লাশরুমে পিটার সলোমনের হাসিটা খুব বেশি সাদা দেখালো। "গুডমর্নিং রবার্ট। আমাকে দেখে অবাক হয়েছো?" তার কণ্ঠটা খুব নরম শোনালেও তাতে দৃঢ়তা আছে।

সঙ্গে সঙ্গে তার কাছে গিয়ে আন্তরিকভাবে হাত মেলালো ল্যাংডন। "আরে, এই ভোরে ইয়েলের অভিজাত বংশের এক লোক লাল ক্যাম্পাসে কি করতে এসেছে?"

"শত্রুপক্ষের সীমানায় গোপন এক মিশন," হাসতে হাসতে সলোমন বললো। ল্যাংডনের সরু কোমরের দিকে ইঙ্গিত করলো সে। "সাঁতার কাটা হচ্ছে তাহলে। তোমার ফিগার বেশ ভালো আছে দেখছি।"

"তোমাকে আরো বেশি বয়স্ক মনে করিয়ে দেবার জন্যে চেষ্টা করছি আর কি," ঠাট্টা করে বললো ল্যাংডন। "তোমাকে দেখে খুব ভালো লাগছে, পিটার। ব্যাপার কি?"

"ছোট্ট একটা বিজনেস ট্রিপে এসেছি," ফাঁকা ক্লাসরুমের চারপাশে তাকিয়ে সে বললো। "এভাবে তোমার এখানে আসার জন্যে আমি দুঃখিত, রবার্ট। তবে কয়েক মিনিটের বেশি সময় নেবো না। তোমাকে একটা জিনিস বলার দরকার হলো...সামনাসামনি। একটু সাহায্য করতে হবে আর কি।"

এরকম ঘটনা এই প্রথম। ল্যাংডন ভাবতে লাগলো যে লোকের কাছে সব কিছু আছে তার জন্যে একজন সাধারণ কলেজ প্রফেসর কি এমন করতে পারে। "সাধ্যমতো চেষ্টা করবো," জবাবে বললো সে, যে লোক তার জন্যে অনেক কিছু করেছে তার জন্যে কিছু একটা করতে পারবে ব'লে মনে মনে খুশিই হলো ল্যাংডন।

সলোমন তার কণ্ঠটা একটু খাদে নামিয়ে আনলো। "আমি আশা করছি তুমি আমার জন্যে একটা জিনিস খুঁজে দেবে।"

ল্যাংডনের চোখ দুটো গোল গোল হয়ে গেলো। "হারকিউলেস নয়, আশা করি।" একবার সলোমনদের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে ল্যাংডন সলোমনের একশ' পঞ্চাশ পাউন্ডের বিশাল সাইজের কুকর হারকিউলেসকে নিজের কাছে রাখার ব্যাপারে রাজি হয়েছিলো। কিন্তু ল্যাংডনের বাড়িতে কুকুরটা অল্প কিছু দিনের মধ্যেই হোমসিক হয়ে পড়ে। ল্যাংডনের চমৎকার স্টাডিতে ওটাকে রাখার পরও দুষ্টু কুকুরটার মনোঃপুত হয় নি সেটা।

"জানো, আমি এখনও ওটাকে গছিয়ে দেবার জন্যে হন্যে হয়ে লোক খুঁজে বেড়াচ্ছি," সলোমন মুখ টিপে হেসে বললো।

"ভুলে যাও। হারকিউলেস যে আমার বাড়ি পছন্দ করে নি সেজন্যে আমি খুব খুশি।"

সলোমন মুচকি হাসলেও তার মধ্যে উদাসীনতা লক্ষ্য করা গেলো। "রবার্ট, আমি যে কারণে এখানে এসেছি, আমি চাইছি তুমি এমন একটা জিনিসের উপর নজর রাখবে যা আমার কাছে খুবই মূল্যবান। জিনিসটা আমি উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি। তবে জিনিসটা আমার বাড়ি কিংবা অফিসে রেখে স্বস্তি পাচ্ছি না।"

সঙ্গে সঙ্গে ল্যাংডন এক ধরণের অস্বস্তিতে ভুগতে শুরু করলো। পিটার সলোমনের দুনিয়ায় 'মূল্যবান' কিছু মানে বহু দামি জিনিস। "ডিপোজিট-বক্সে রাখলে কেমন হয়?" *আরে তোমার পরিবার কি আমেরিকার অর্ধেক ব্যাঙ্কের শেয়ারের মালিক নয়?*

"এটা করতে গেলে তো কাগজপত্র তৈরি করতে লাগবে, ব্যাঙ্কের কর্মচারিরাও জড়িত হয়ে পড়বে। আমি বিশ্বস্ত কোনো বন্ধুকেই বরং বেশি পছন্দ করবো। আমি জানি তুমি সিক্রেট রক্ষা করে থাকো।" সলোমন তার পকেট থেকে ছোট্ট একটা প্যাকেজ বের ক'রে ল্যাংডনের হাতে তুলে দিলো।

নাটকীয় ভূমিকার কারণে ল্যাংডন অসাধারণ কিছু আশা করেছিলো। প্যাকেজটি ছোট্ট কিউব-আকৃতির বাক্স, প্রায় তিন বর্গ ইঞ্চির মতো হবে। বাদামি রঙের প্যাকিং পেপারে মোড়ানো আর ফিতা দিয়ে বাধা। প্যাকেজটার আকার এবং ওজন থেকে মনে হলো ওটার ভেতরে পাথর কিংবা ধাতব জিনিস রয়েছে। *এটা?* বাক্সটা হাতে নিয়ে উল্টে দেখলো ফিতার গিটের জায়গায় মোম দিয়ে সিলগালা করা, অনেকটা পুরনো আমলের ফরমানের মতো। সিলটায় দু'মাথার ফিনিক্স আর তার বুকে ৩৩ সংখ্যার ছাপ আছে—ফ্র্ম্যাসনদের সর্বোচ্চ ডিগ্রির প্রতীক।

"সত্যি, পিটার," মুখে একটা অপ্রস্তুত হাসি এঁটে বললো ল্যাংডন। "তুমি হলে

ম্যাসনিক লজের ওরশিপফুল মাস্টার, কোনো পোপ নও। নিজের আঙটি দিয়ে প্যাকেজের সিলগালা করেছো?"

নিজের হাতে থাকা স্বর্ণের আঙটিটার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসি দিলো পিটার। "এই প্যাকেজে আমি নিজে সিল করি নি, রবার্ট। এটা করেছেন আমার দাদার বাবা। প্রায় একশ' বছর আগে।"

ল্যাংডনের মাথা সোজা হয়ে গেলো। "কি?!"

আঙটি থাকা হাতটি তুলে ধরলো সলোমন। "এই ম্যাসনিক আঙটিটা তারই ছিলো। তার মৃত্যুর পর আমার দাদা পেয়েছেন, তারপর আমার বাবা...এবং অবশেষে পেয়েছি আমি।"

প্যাকেজটা তুলে ধরলো ল্যাংডন। "তোমার দাদার বাবা এটা একশ' বছর আগে সিলগালা করার পর কেউ আর খুলে দেখে নি?"

"ঠিক বলেছো।"

"কিন্তু...কেন?"

মুচকি হাসলো সলোমন। "কারণ সময় হয় নি।"

ল্যাংডন ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইলো। "কিসের সময় হয় নি?"

"রবার্ট, আমি জানি কথাটা অদ্ভুত শোনাবে, তবে যতো কম জানবে ততোই মঙ্গল। প্যাকেটটা নিরাপদ কোনো জায়গায় রেখে দাও। আর দয়া ক'রে কাউকে এ কথা বোলো না যে এটা আমি তোমাকে দিয়েছি।"

ল্যাংডন আশা করলো তার মেন্টর হয়তো তার সাথে মজা করছে। তার চোখের দিকে ভালো করে তাকালো সে। নাটক করার ব্যাপারে সলোমনের খ্যাতি রয়েছে। "পিটার, তুমি কি নিশ্চিত এটা কোনো সাজানো নাটক নয়, যাতে করে আমি ভাবতে শুরু করি প্রাচীন কোনো ম্যাসনিক সিক্রেট রক্ষা করছি সুতরাং কৌতুহলী হয়ে তোমাদের সংগঠনে যোগ দেবার জন্যে সিদ্ধান্ত নেবো?"

"ম্যাসনরা কাউকে রিক্রুট করে না, রবার্ট। তুমিও সেটা ভালো ক'রে জানো। তাছাড়া তুমি আগেই আমাকে বলে দিয়েছো, তুমি আমাদের সাথে যোগ দেবে না।"

কথাটা সত্য। ম্যাসনিক দর্শন এবং সিম্বলজিকে ল্যাংডন খুবই শ্রদ্ধা করে, তারপরও সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইনিশিয়েট হবে না তাদের দলে। তাদের দলে যোগ দিলে গোপনীয়তার শপথ নিতে হয়, সেটা করলে তার ছাত্রদের কাছে ফ্ম্যাসনারি বিষয়ে কোনো লেকচার দেয়া যাবে না। আলোচনা করা যাবে না তাদের বিষয়ে। ঠিক একই কারণে সক্রেটিস ইলিউশিনিয়ান রহস্যে অংশ নিতে অস্বীকার করেছিলেন।

এখন এই ম্যাসনিক সিলগালা করা ছোট্ট বাক্সটা হাতে নিয়ে সেই অনিবার্য প্রশ্নটি না করে পারলো না সে। "তোমার ম্যাসনিক ভায়েদের কাউকে বিশ্বাস করতে পারলে না কেন?"

"বলতে পারো আমার মন বলছিলো এটা ভ্রাতৃসংঘের বাইরে কারো কাছেই বেশি

নিরাপদ থাকবে। আর এই প্যাকেটের আকার দেখে এটাকে বিচার কোরো না, তাহলে বোকামি করা হবে। আমার বাবার কথা যদি সত্যি হয়ে থাকে তবে এটাতে প্রচণ্ড শক্তিধর জিনিস রয়েছে।” একটু থামলো সে। “এক ধরণের টালিসম্যান।”

সে কি টালিসম্যানের কথা বললো? টালিসম্যান হলো এমন একটি বস্তু যাতে জাদুময় ক্ষমতা রয়েছে। সাধারণত টালিসম্যান সৌভাগ্য বয়ে আনার কাজে ব্যবহৃত হয়, শয়তানের প্রভাব থেকে মুক্ত হবার জন্যে কিংবা প্রাচীন আচার-অনুষ্ঠানে সাহায্য করার জন্যে ব্যবহার করা হয়। “পিটার, তুমি বুঝতে পারছো টালিসম্যান মধ্যযুগেই গুরুত্ব হারিয়েছে, ঠিক বলেছি?”

ল্যাংডনের কাঁধে পিটার হাত রাখলো। “আমি জানি কথাটা শুনতে কেমন লাগবে রবার্ট। তোমাকে বহু দিন ধরেই আমি চিনি। তোমার সংশয়বাদীতাই তোমার একাডেমিক কাজে সবচাইতে বড় শক্তি। এটা তোমার সবচাইতে বড় দুর্বলতাও বটে। তোমাকে আমি জানি, তোমাকে বিশ্বাস করতে বলছি না আমি...কেবল আস্থা রাখতে বলছি। আমি যখন বলছি এই টালিসম্যানটি শক্তিশালী তখন আমার কথায় আস্থা রাখো। আমাকে বলা হয়েছে এটা যার কাছে থাকবে তার পক্ষে বিশৃঙ্খলা থেকে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার কাজে এটি সাহায্য করবে।”

ল্যাংডন কেবল চেয়ে রইলো। ‘বিশৃঙ্খলা থেকে শৃঙ্খলা’র ধারণাটি ম্যাসনিকদের অন্যতম আপ্তবাক্য। *অর্ডো অ্যাব চাও।* তারপরেও, টালিসম্যানের কোনো শক্তি আছে কথাটা একেবারেই অবাস্তব। বিশৃঙ্খলা থেকে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার শক্তি তো বহু দূরের কথা।

“এই টালিসম্যানটি,” সলোমন আবার বলতে শুরু করলো, “ভুল হাতে পড়লে বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। দুভার্গ্যের কথা আর কি বলবো, আমার বিশ্বাস করার সঙ্গত কারণ রয়েছে, ক্ষমতাবান লোকেরা এটা আমার কাছ থেকে চুরি করতে চাইছে।” তার দু'চোখে যে গুরুগাম্ভীর্য দেখেছে ল্যাংডন সেটা কখনও ভোলার নয়। “আমি চাই তুমি এটা কিছু দিন তোমার কাছে নিরাপদে রাখো। এটা কি করতে পারবে তুমি?”

সেদিন রাতে ল্যাংডন তার রান্নাঘরে প্যাকেটটা নিয়ে বসে বসে অনেক ভেবেছে এর ভেতরে কি থাকতে পারে। শেষে এটাকে পিটারের একটি অদভুত খেয়াল হিসেবে মেনে নিয়ে তার লাইব্রেরির ওয়াল সেফের ভেতরে রেখে দিয়ে খুব দ্রুতই জিনিসটার কথা ভুলে গিয়েছিলো।

অবশ্য...সেটা আজকের সাকালের আগ পর্যন্ত।

দক্ষিণের টানে কথা বলা একলোকের ফোন কল।

“ওহ্ প্রফেসর, আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম!” ডিসি'তে যাবার জন্যে খুঁটিনাটি সব জানানোর পর অ্যাসিসটেন্ট কথাটা বলেছিলো। “মি: সলোমন আরেকটা অনুরোধ করেছেন।”

“হ্যা, বলুন?” জবাব দিলো ল্যাংডন। সবেমাত্র যে লেকচারটি দিতে সে রাজি হয়েছে সেটা নিয়ে ভাবছিলো তখন।

"আপনার জন্যে মিঃ সলোমন একটা চিঠি রেখে গেছেন।" লোকটি আচমকাই চিঠি পড়তে শুরু করে দিলো। এমনভাবে পড়লো যেনো পিটারে হাতের লেখা উদ্ধার করতে যথেষ্ট বেগ পাচ্ছে সে। " 'রবার্টকে বোলো...কয়েক বছর আগে...তাকে যে সিলগালা করা ছোট্ট প্যাকেটটি দিয়েছিলাম...সেটা যেনো সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসে।' লোকটি থামলো। "আপনি কি বুঝতে পেরেছেন?"

তার কাছে রাখা ছোট্ট বাক্সটার কথা মনে পড়তেই ল্যাংডন খুব অবাক হলো। "হ্যা, বুঝতে পেরেছি। পিটার কি বোঝাতে চেয়েছে সেটা আমি বুঝতে পেরেছি।"

"তাহলে সেটা সঙ্গে করে নিয়ে আসতে পারবেন?"

"অবশ্যই। পিটারকে বলবেন আমি সেটা নিয়ে আসবো।"

"চমৎকার।" অ্যাসিসটেন্টের কথা শুনে মনে হলো সে খুব স্বস্তি পেয়েছে। "আজরাতে আপনার বক্তৃতার সাফল্য কামনা করছি। নিরাপদে ভ্রমণ করুন।"

বাড়ি ছাড়ার আগে ল্যাংডন ওয়াল সেফ থেকে প্যাকেটটা তার কাঁধের ব্যাগে ভরে নিতে ভুল করে নি।

এখন সে দাঁড়িয়ে আছে ইউএস ক্যাপিটলের ভেতরে, একটা জিনিসই কেবল অনুভব করতে পারছে সে। পিটার সলোমন ভয়াবহ যন্ত্রণার সাথেই জানতে পারবে ল্যাংডন তাকে ব্যর্থ ক'রে দিয়েছে।

অধ্যায় ২৫

হায় ঈশ্বর, *ক্যাথারিনের কথাই ঠিক। সব সময় যেমনটি হয়।*

টৃশ ডান তার সামনে থাকা প্লাজমা ওয়ালে সার্চ-স্পাইডারের ফলাফলের দিকে বিস্ময়ে চেয়ে আছে। তার সন্দেহ ছিলো কোনো রকম ফলাফল পাওয়া যাবে না। কিন্তু এখন সে দেখতে পাচ্ছে প্রায় এক ডজন ফলাফল তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। আরো রেজাল্ট আসছে।

তার মধ্যে একটি এন্ট্রি খুবই সম্ভাবনাময় বলে মনে হচ্ছে।

টৃশ লাইব্রেরির দিকে মুখ ঘুরিয়ে চিৎকার করলো। "ক্যাথারিন? আমার মনে হয় তোমার এটা দেখা দরকার!"

কয়েক বছর হয়ে গেলো টৃশ এ রকম সার্চ-স্পাইডার ব্যবহার ক'রে আসছে, তারপরও আজকের রেজাল্ট তাকেও অবাক করে দিয়েছে। *কয়েক বছ আগেও এই সার্চটার ফলাফল শূন্য পাওয়া যেতো।* কিন্তু এখন সব দেখে মনে হচ্ছে এ বিশ্বের সার্চ করার মতো ডিজিটাল ম্যাটেরিয়াল এতো বেশি পরিমাণে বেড়ে গেছে যে প্রায় সব ধরণের জিনিসই এখানে সার্চ করে পাওয়া যায়। অবিশ্বাস্য হলো এমন একটি কি-ওয়ার্ড টৃশ এ জীবনে কখনও শোনে নি পর্যন্ত...সার্চে সেটাও পাওয়া গেছে।

কন্ট্রোল রুমের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো ক্যাথারিন। "কি পেয়েছো তুমি?"

"অনেক কিছু।" প্লাজমা ওয়ালের দিকে ইশারা করলো সে। "এইসব ডকুমেন্ট তোমার দেয়া কি-ওয়ার্ডের সাথে ম্যাচ করেছে।"

কানের পাশ থেকে চুল সরিয়ে তালিকাটা দেখতে শুরু করলো সে।

"তুমি খুব বেশি উত্তেজিত হওয়ার আগেই তোমাকে একটা কথা বলে রাখা ভালো," টৃশ তাকে বললো। "তোমাকে আশ্বস্ত ক'রে বলতে পারি, তুমি যা খুঁজছো তা এখানকার বেশিরভাগ ডকুমেন্টেই পাবে না। এগুলোকে আমরা বলি ব্ল্যাকহোল। ফাইলগুলোর সাইজ দেখো। বিশাল। এগুলো আসলে লক্ষ-কোটি ই-মেইলের কম্প্রেস্‌ড আর্কাইভ, বিশালাকৃতির এনসাইক্লোপিডিয়া সেট, গ্লোবার মেসেজ বোর্ড, যা কিনা বছরের পর বছর ধরে ইন্টারনেটে ভেসে বেড়াচ্ছে। এইসব ফাইলের আকার এবং বিষয়বস্তুতে অসংখ্য সম্ভাবনাময় কি-ওয়ার্ড রয়েছে যা কিনা সার্চ ইঞ্জিনকেও বিগড়ে দিতে পারবে।"

তালিকার একটি এন্ট্রির দিকে ক্যাথারিন ইঙ্গিত করলো। "এটার ব্যাপারে কি বলবে?"

টৃশ হাসলো। ক্যাথারিন এক ধাপ এগিয়ে আছে। তালিকার সবচাইতে ছোটো আকৃতির ফাইলটিই সবার আগে খুঁজে বের করেছে সে। "চোখ খুব ভালো। হ্যা, এটাই

এখন পর্যন্ত আমাদের একমাত্র ক্যান্ডিডেট। এই ফাইলটি খুবই ছোটো, এক বা দু'পৃষ্ঠার হবে।"

"ফাইলটা খোলো।" ক্যাথারিনের কণ্ঠে উদ্বিগ্নতা।

টৃশ বিশ্বসাই করতে পারছে না ক্যাথারিনের এই সার্চে এক দু'পৃষ্ঠার ফাইলটি কোনো সাহায্যে আসবে কিভাবে। তারপরেও ফাইলটি ওপেন করার সাথে সাথে যে কি-ওয়ার্ডগুলো ভেসে উঠলো সেটা...একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার।

ক্যাথারিন আরো কাছে এগিয়ে এসে প্লাজমা ওয়ালের দিকে ভালো ক'রে তাকালো। "এই ডকুমেন্টটি...*রিড্যাক্টেড?*"

টৃশ সায় দিলো। "ডিজিটাল টেক্সটের জগতে তোমাকে স্বাগতম।"

অটোমেটিক রিড্যাকশন ডিজিটাইজ ডকুমেন্টের ক্ষেত্রে মানসম্মত প্র্যাকটিস হয়ে দাঁড়িয়েছে। রিড্যাকশন এমন একটি প্রসেস যেখানে কোনো সার্ভার তার ব্যবহারকারীদেরকে পুরো টেক্সটিই সার্চ করতে দেয়, কিন্তু উন্মোচিত করে ছোট্ট একটি অংশ—এক ধরণের টিজার আর কি—কেবলমাত্র অনুরোধ জানানো কি-ওয়ার্ড সম্পর্কিত অংশটাই হাজির করে থাকে। বিশাল কিংবা পুরো টেক্সটি প্রদর্শন না করে কপিরাইট সমস্যা থেকে নিজেকে রক্ষা করে সেই সাথে ব্যবহারকারীকে এটাও জানিয়ে দেয় তুমি যে তথ্যটি খুঁজছো সেটা আমার কাছে আছে। তবে পুরোটা পেতে চাইলে আমার কাছ থেকে তোমাকে সেটা কিনে নিতে হবে।

"দেখতেই পাচ্ছো," তালিকাটা স্ক্রল করতে করতে টৃশ বললো, "এই ডকুমেন্টে তোমার সবগুলো কি-ওয়ার্ডই রয়েছে।"

রিড্যাকশনের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো ক্যাথারিন।

টৃশ স্ক্রল করে একেবারে টপ পেইজে ফিরে এলো। ক্যাথারিনের প্রত্যেকটি কি-ওয়ার্ডের নীচে আন্ডারলাইন করা আছে ক্যাপিটাল লেটারে, তার সাথে আছে টিজার টেক্সট।

...গোপন লোকেশন আন্ডারগ্রাউন্ড যেখানে...
...ওয়াশিংটন ডিসি'র কোথাও, কো-অর্ডিনেটগুলো...
...একটি প্রাচীন প্রবেশদ্বার উন্মোচিত করো যেটি পথ দেখিয়েছে...
...সাবধান পিরামিড-এর ভেতরে বিপজ্জনক...
...এই এনগ্রেইভ সিম্বলনটির অর্থোদ্ধার করো...

এই ডকুমেন্টটি কিসের সেটা বুঝতে পারছে না টৃশ। আরে, 'সিম্বলন' মানেই বা কি?

ক্যাথারিন উদগ্রীব হয়ে পর্দার আরো কাছে চলে এলো। "এই ডকুমেন্টটি কোত্থেকে এসেছে? কে লিখেছে এটা?"

ট্রিশ অবশ্য ইতিমধ্যেই সেটা খুঁজতে শুরু করে দিয়েছে। "একটু সময় দাও। এটার সোর্স খুঁজছি আমি।"

"এটা কে লিখেছে সেটা আমাকে জানতে হবে," কথাটা আবারো বললো, তার কণ্ঠে দুশ্চিন্তার ছাপ স্পষ্ট। "এটার পুরোটা দেখতে চাইছি আমি।"

"চেষ্টা করছি," ক্যাথারিনের কণ্ঠে অধৈর্য ভাব দেখে চম্‌কে উঠলো ট্রিশ।

অদ্ভুত ব্যাপার হলো ফাইলটির লোকেশন ডিসপ্লেতে দেখানো হচ্ছে না। বরং তার বদলে ইন্টারনেটের সংখ্যাগত প্রটোকল অ্যাড্রেস দেখানো হচ্ছে। "আমি এর আইপি'র পরিচয় বের করতে পারছি না," বললো ট্রিশ। "ডোমেইন নামনটি পাওয়া যাচ্ছে না। দাঁড়াও।" ট্রিশ তার টার্মিনাল উইন্ডো তুলে দিলো। "আমি ট্রেসরুট রান করবো।"

ট্রিশ তার কমান্ড লিখতে শুরু করলো। এর ফলে তার কন্ট্রোলরুমের মেশিন আর এই ডকুমেন্টটি যে মেশিনে রক্ষিত আছে তার মধ্যে একটি সংযোগ স্থাপন হবে।

"এখন ট্রেসিং করছে," বললো সে। তার কমান্ড কাজ করতে শুরু করেছে।

ট্রেসরুট খুবই দ্রুতগতি সম্পন্ন, মুহূর্তেই পর্দায় অসংখ্য নেটওয়ার্ক ডিভাইসের তালিকা ভেসে উঠলো। হন্যে হয়ে খুঁজতে খুঁজতে শুরু করলো ট্রিশ।

এটা আবার কি? ডকুমেন্টটির সার্ভারে পৌছানোর আগেই ট্রিশের ট্রেস করা থেমে গেলো। "মনে হচ্ছে আমার ট্রেসরুট ব্লক হয়ে গেছে।" বললো ট্রিশ। *এটাও কি সম্ভব?*

"আবার রান করো।"

আরেকটা ট্রেসরুট চালালো ট্রিশ, কিন্তু একই ফল পাওয়া গেলো। "না। কানাগলি। মনে হচ্ছে এই ডকুমেন্টটি এমন এক সার্ভারে আছে যা ট্রেস করা সম্ভব নয়।" উপায়ন্ত না দেখে বললো সে। "তবে তোমাকে এটা বলতে পারি, আমাদের ওয়াশিংটন ডিসি'তেই এটির অবস্থান।"

"ঠাট্টা করছো।"

"অবাক হবার কিছু নেই," বললো ট্রিশ। "এইসব স্পাইডার প্রোগ্রাম ভৌগলিকভাবে কাজ করে। তার মানে সবচাইতে কাছের এলাকা থেকে প্রথম রেজাল্ট নিয়ে আসে। তাছাড়া তোমার একটি সার্চ স্ট্রিং হলো 'ওয়াশিংটন ডিসি।' "

" 'কে' দিয়ে সার্চ করলে কেমন হয়?" ক্যাথারিন পাশ থেকে বললো। "তাহলে কি জানা যাবে না ডোমেইনের মালিক কে?"

একটু বেশি সহজ সরল হলেও আইডিয়াটা খারাপ না। 'কে' দিয়ে আইপি নাম্বার খুঁজে বের করতে শুরু করলো ট্রিশ। এখন সে আরো বেশি উদভ্রান্ত হয়ে পড়লো। সেই সাথে বেড়ে গেলো তার কৌতুহলও। *এই ডকুমেন্টটি কার?* 'কে' দিয়েও যখন কিছু পাওয়া গেলো না তখন দু'হাত তুলে আত্মসমর্পন করলো ট্রিশ। "মনে হচ্ছে এই আইপি অ্যাড্রেসটির কোনো অস্তিত্বও নেই। আর কোনো তথ্য বের করতে পারবো না।"

"এটা তো নিশ্চিত, আইপি'র অস্তিত্ব আছে। ওখানে স্টোর করা একটি ডকুমেন্ট আমরা এইমাত্র সার্চ করে বেরও করলাম!"

সত্য। তারপরও দেখা যাচ্ছে এই ডকুমেন্টটি যার সে চায় না তার পরিচয় অন্যেরা জানুক। "বুঝতে পারছি না কি বলবো তোমাকে। সিস্টেম ট্রেস করা অবশ্য আমার কাজ না। মনে হচ্ছে তোমাকে একজন হ্যাকারের শরণাপন্ন হতে হবে। আমি কোনো কিছু করতে পারছি না।"

"এরকম কাউকে চেনো?"

ঘাড় ঘুরিয়ে টৃশ তার বসের দিকে তাকালো। "ক্যাথারিন, আমি তো ঠাট্টা ক'রে বলেছি। এটা মোটেও ভালো কোনো কাজ হবে না।"

"কিন্তু তাতে তো কাজ হবে?" হাতঘড়িতে তাকালো সে।

"উম, হ্যা...তা হবে। টেকনিক্যালি এটা খুব সহজ কাজ।"

"এরকম কাকে তুমি চেনো?"

"হ্যাকারদের কথা বলছো?" নার্ভাসভাবে হেসে ফেললো টৃশ। "আমার পুরনো কর্মক্ষেত্রের প্রায় অর্ধেক সহকর্মীই হ্যাকার।"

"তোমার খুব বিশ্বস্ত এরকম কেউ কি আছে?"

সে কি সিরিয়াস? টৃশ অবশ্য দেখতে পাচ্ছে ক্যাথারিন খুবই সিরিয়াস। "তা আছে," চট করে বললো সে। "এরকম একজনকে চিনি যাকে ডাকা যেতে পারে। সে আমাদের সিস্টেম সিকিউরিটি স্পেশালিস্ট ছিলো–অসম্ভব রকমের একজন কম্পিউটার জিনিয়াস। আমার সাথে সে ডেট করতে চায়, তবে সে খুব ভালো একজন লোক, আমি তাকে বিশ্বাস করি। সে ফৃল্যান্স কাজও করে থাকে।"

"বিশ্বস্ত হবে কি?"

"ও একজন হ্যাকার। তাকে তো বিশ্বস্ত হতেই হবে। এটাই তো তার সম্বল। তবে এ কাজের জন্যে কম করে হলেও এক হাজার ডলার চাইবে সে–"

"তাকে কল করো। দ্রুত কাজ করার জন্যে দ্বিগুন অফার করো।"

টৃশ আরো বেশি অস্বস্তিতে পড়ে গেলা–ক্যাথারিন সলোমনের জন্যে একজন হ্যাকার ভাড়া করে দিচ্ছে। "তুমি কি নিশ্চিত?"

"লাইব্রেরির ফোনটা ব্যবহার করো," বললো ক্যাথারিন। "ওটার ব্লক নাম্বার রয়েছে। আর মনে রেখো, আমার নাম তাকে বোলো না।"

"ঠিক আছে।" দরজার কাছে যেতেই ক্যাথারিনের আই-ফোনের বিপ্ শুনে টৃশ থেমে গেলো। তার মনে ক্ষীণ আশা ক্যাথারিনের ফোনে ইনকামিং মেসেজটা হয়তো তাকে এই জঘন্য কাজটা করতে বিরত রাখবে। ক্যাথারিন পকেট থেকে ফোনটা বের করে ডিসপ্লের দিকে তাকালো।

তার আই-ফোনে একটা নাম দেখে যারপরনাই স্বস্তি পেলো ক্যাথারিন।

অবশেষে।

পিটার সলোমন

“আমার ভাই টেক্সট মেসেজ পাঠিয়েছে,” টৃশের তাকিয়ে বললো সে।

আশাবাদী হয়ে উঠলো টৃশ। “তাহলে তাকেই আমরা এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস ক’রে দেখতে পারি...কোনো হ্যাকারকে না ডেকে?”

প্লাজমা ওয়ালে রিড্যাক্টেড ডকুমেন্টটার দিকে তাকিয়ে ডা: আবাডনের কণ্ঠটা শুনতে পেলো ক্যাথারিন। *আপনার ভাই বিশ্বাস করে ওটা ডিসি’তেই আছে...ওটা খুঁজে বে করা যাবে।* কোন কথাটা বিশ্বাস করবে সে সম্পর্কে ক্যাথারিনের কোনো ধারণাই নেই। এই ডকুমেন্টটাতে এমন তথ্য রয়েছে যা নিয়ে তার ভাই পিটার মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।

মাথা ঝাঁকালো ক্যাথারিন। “এটা কে লিখেছে আর কোত্থেকে এটা এসেছে সেটা আমি জানতে চাই। ফোন করো।”

অবাক হয়ে টৃশ দরজার দিকে পা বাড়ালো আবার।

তার ভাই ডা: আবাডনকে যে রহস্যের কথা বলেছে সেটা এই ডকুমেন্টটি ব্যাখ্যা করতে পারবে বলে তার ধারণা। আজকে অন্তত একটা রহস্য সমাধান হবে। অবশেষে তার ভাই তার দেয়া আই-ফোন দিয়ে কিভাবে মেসেজ লিখে পাঠাতে হয় সেটা শিখতে পেরেছে।

“মিডিয়াকে অ্যালার্ট করে দিও,” পেছন থেকে টৃশকে বললো সে। “মহান পিটার সলোমন তার প্রথম টেক্সট মেসেজ পাঠাতে সক্ষম হয়েছে।”

এসএমএসসি’র সামনের রাস্তার ওপারে একটি মলের পার্কিংলটে মালাখ তার লিমোজিনের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। একটা ফোনের জন্যে অপেক্ষা করছে সে, জানে কলটা এক্ষুণিই আসবে। বৃষ্টি থেমে গেছে, শীতের রাতে চাঁদ আকাশের মেঘ ভেদ করে উঁকি দিচ্ছে। তিন মাস আগে ঠিক এই চাঁদটাই হাউজ অব টেম্পলের উপর ছিলো, মালাখ তখন ইনিশিয়েট হচ্ছিলো।

আজকে পৃথিবীটা অন্য রকম লাগছে।

অপেক্ষা করার সময় তার পাকস্থলীটা আবারো ঘরঘর করে উঠলো। দু’দিন ধরে অভুক্ত আছে সে, অস্বস্তি লাগলেও তার প্রস্তুতির জন্যে এটার দরকার রয়েছে। এটা হলো প্রাচীন একটি রীতি। খুব জলদিই তার সমস্ত শারিরীক কষ্ট লাঘব হয়ে যাবে।

শীতের এই রাতে দাঁড়িয়ে থাকার সময় মালাখের মনে হচ্ছে ভাগ্য তার পক্ষে। আর পরিহাসের বিষয় হলো ঠিক একটা চার্চের সামনে আছে সে। স্টার্লিং ডেন্টাল আর মিনিমার্টের মাঝখানে ছোট্ট একটি স্যাঙ্কচুয়ারি রয়েছে।

ঈশ্বরের চমৎকার ঘরে।

জানালার দিকে মালাখ তাকালো। এই চার্চের ডকট্রিনাল বক্তব্যকে ডিসপ্লে করছে

সেটা আমরা বিশ্বাস করি জিশু খৃস্ট ঈশ্বরের ঔরশে কুমারি মেরির গর্ভে জন্মেছেন। তিনি মানুষ এবং ঈশ্বর দুটোই সত্য।

মুচকি হাসলো মালাখ। *হ্যা, জিশু উভয়ই-মানুষ এবং ঈশ্বর-কিন্তু কুমারির গর্ভে জন্মানোটা স্বর্গীয় হবার জন্যে কোনো পূর্বশর্ত নয়। এভাবে এটা হয়ও নি।*

তার সেলফোনের রিং হবার শব্দ শুনে নাড়িস্পন্দন বেড়ে গেলো যেনো। এখন যে ফোনটি রিং হচ্ছে সেটি মালাখের নিজের ফোন-খুবই সস্তা আর ডিসপোজেবল ফোনসেট, গতকালকেই এটা কিনেছে সে। কলার আইডি দেখে বুঝতে পারলো এতোক্ষণ এই ফোনের জন্যেই সে অপেক্ষা করছিলো।

একটি লোকাল কল, মালাখ মুচকি হেসে রাস্তার ওপারে থাকা সিলভার হিল রোডের আবছায়া ভবনটির দিকে তাকিয়ে কলটা রিসিভ করলো সে।

"আমি ডাক্তার আবাডন বলছি," সে বললো, তার কণ্ঠটা বদলে নিলো একটু।

"ক্যাথারিন বলছি," এক নারী কণ্ঠ বললো। "অবশেষে আমি আমার ভাইকে পেয়েছি।"

"ওহ্, কী যে স্বস্তি পেলাম! সে কেমন আছে?"

"আমার ল্যাবে আসছে সে," বললো ক্যাথারিন। "সত্যি বলতে কি, সে বলেছে আপনাকেও এখানে আসতে।"

"বুঝলাম না?" একটু ইতস্তত করার ভাব করলো মালাখ। "আপনার...ল্যাবে?"

"ও আপনাকে অবশ্যই খুব বিশ্বাস করে। অন্য কাউকে সে কখনই এখানে আসতে বলে নি।"

"মনে হচ্ছে সে ভাবছে ওখানে আমি গেলে আমাদের কথাবার্তা আরো ভালোভাবে বলা যাবে, কিন্তু আমার কাছে এটাকে অনাহুতভাবে প্রবেশ করা বলেই মনে হচ্ছে।"

"আমার ভাই যেহেতু বলেছে আপনি এখানে আসতে পারেন তখন এখানে আসতে আপনার কোনো বাধা নেই। তাছাড়া সে বলেছে আমাদের দু'জনকেই অনেক কথা বলবে সে। কি হচ্ছে না হচ্ছে সে ব্যাপারে আমি সব জানতে চাই।"

"ঠিক আছে তাহলে। আপনার ল্যাবটি ঠিক কোথায়?"

"স্মিথসোনিয়ানের সাপোর্ট সেন্টারে। সেটা কোথায় আপনি কি জানেন?"

"না," বললো মালাখ। পার্কিংলটের দিকে এক ঝলক চেয়ে দেখলো সে। "আমি এখন আমার গাড়িতে আছি। আমার কাছে অবশ্য গাইডেন্স সিস্টেম রয়েছে। ঠিকানাটা কি?"

"চল্লিশ-দুই-দশ সিলভার হিল রোড।"

"ঠিক আছে, একটু ধরুন, আমি টাইপ ক'রে নিচ্ছি।" দশ সেকেন্ড বিরতি নিয়ে আবার বললো মালাখ, "আহ্ ভালো খবর, কাছাকাছিই আছি বলে মনে হচ্ছে। জিপিএস বলছে আমি মাত্র দশ মিনিট দূরত্বে আছি।"

"দারুণ। আমি গেটের সিকিউরিটিকে বলে দিচ্ছি আপনি আসছেন।"

"ধন্যবাদ আপনাকে।"

"খুব জলদি দেখা হচ্ছে।"

সস্তা ফোনটি পকেটে রেখে এসএমএসসি'র ভবনের দিকে তাকালো মালাখ। *নিজেকে নিজে আমন্ত্রণ জানানোটা কি খুব বেশি অভদ্রতা হয়ে গেলো না?* হেসে পিটার সলোমনের সেলফোনটা পকেট থেকে বের করে কিছুক্ষণ আগে ক্যাথারিন সলোমনকে করা টেক্সট মেসেজটা জন্যে নিজেকে সাধুবাদ দিলো।

> তোমার মেসেজ পেয়েছি। সব ঠিক আছে। ব্যস্ত সময় যাচ্ছে আমার। ডা: আবাডনের সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্টের কথা ভুলে গিয়েছিলাম। তাকে জানাতে পারি নি বলে দুঃখিত। লম্বা গল্প। এখন ল্যাবে আসছি। ডা: আবাডনকে পেলে তাকেও ল্যাবে আসতে বলে দাও। তাকে আমি বিশ্বাস করি। তোমাদের দু'জনকেই অনেক কথা বলার আছে আমার। - পিটার

অবাক করার কিছু নেই যে, পিটারের আই-ফোন এখন ক্যাথারিনের রিপলাইয়ে রিং হবে।

> পিটার, টেক্সট মেসেজ পাঠানো শিখেছো বলে কংগ্রাচুলেশন! তুমি ঠিক আছো জেনে খুশি হলাম। ডাক্তারের সাথে কথা বলেছি, উনি ল্যাবে আসছেন। খুব জলদি দেখা হচ্ছে! - কে

সলোমনের আই-ফোনটি লিমোজিনের সামনের চাকার নীচে রাস্তার উপর রেখে দিলো মালাখ। এই ফোনটা মালাখের বেশ ভালো কাজে দিয়েছে...এখন এটা দুনিয়া থেকে উধাও করে দিতে হবে। কেউ যেনো এটা ট্রেস করতে না পারে। গাড়িতে উঠেই ইঞ্জিন স্টার্ট করে একটু সামনের দিকে এগিয়ে গেলে সে। স্পষ্ট শুনতে পেলো গাড়ির চাকার নীচে ফোন সেটটির পিষ্ট হবার শব্দ।

মালাখ গাড়িটা আবারো পার্কিংলটে চালিয়ে নিয়ে এসে চেয়ে রইলো সামনের এসএমএসসি'র ভবনের দিকে। *দশ মিনিট।* পিটার সলোমনের বিশাল ওয়্যারহাউজে ত্রিশ মিলিয়ন সম্পদ রক্ষিত আছে, তবে মালাখ আজরাতে এখানে এসেছে তার মধ্যে মাত্র দুটো মূল্যবান সম্পদ ধ্বংস করার জন্যে।

ক্যাথারিন সলোমনের সবগুলো রিসার্চ।

এবং স্বয়ং ক্যাথারিন সলোমন।

অধ্যায় ২৬

“প্রফেসর ল্যাংডন?” বললো সাটো। “আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি যেনো ভুত দেখেছেন। আপনি কি ঠিক আছেন?”

ল্যাংডন তার ডে-ব্যাগটি এক হাতে ধরে রেখেছে এমনভাবে যেনো এর ভেতরে থাকা ছোটো প্যাকেজটি লুকাতে চাইছে সে। তার মুখ যে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে সেটাও বুঝতে পারছে ল্যাংডন। “আমি...পিটারের ব্যাপারে একটু উদ্বিগ্ন।”

সাটো তার দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

ল্যাংডন একটু সতর্ক হয়ে উঠলো আজ রাতে এই ঘটনায় সাটোর জড়িত হবার আসল কারণ হয়তো তার কাছে বিশ্বাস করে সলোমনের দেয়া এই বাক্সটি। পিটার ল্যাংডনকে সতর্ক করে দিয়েছিলো *শক্তিশালী লোকজন এটা চুরি করতে চাইছে। ভুল হাতে পড়লে এটা খুবই বিপজ্জনক হয়ে উঠবে।* ল্যাংডন বুঝতে পারছে না সিআইএ কেন টালিসম্যান থাকা একটি বাক্স চাইছে...কিংবা এই টালিসম্যান দিয়ে কি করা যাবে। *অর্ডো অ্যাব চাও?*

একটু কাছে এগিয়ে এলো সাটো। তার কালো দু'চোখ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে তাকে। “আমার মনে হচ্ছে আপনি কিছু একটা বুঝতে পেরেছেন?”

ল্যাংডন এবার টের পেলা সে ঘেমে যাচ্ছে। “না, ঠিক তা নয়।”

“আপনি ভাবছেনটা কি?”

“আমি কেবল...” দ্বিধায় পড়ে গেছে ল্যাংডন। বুঝতে পারছে না কি বলবে। তার ব্যাগে যে প্যাকেজটা রয়েছে সেটার কথা বলতে চাইছে না সে। কিন্তু সাটো যদি তাকে সিআইএ'র হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যায় তবে তো এই ব্যাগটা তল্লাশী করে দেখা হবে। “আসলে...” মিথ্যে বলার চেষ্টা করলো সে, “পিটারের হাতে লেখা সংখ্যাগুলোর ব্যাপারে আমার মাথায় অন্য একটা আইডিয়া আছে।”

সাটোর মুখ দেখে কিছুই বোঝা গেলো না। “হ্যা?” এন্ডারসনের দিকে তাকালো মহিলা। সে এইমাত্র আসা ফরেনসিক টিমকে অভ্যর্থনা জানিয়ে এসেছে।

ঢোক গিলে ল্যাংডন কর্তিত হাতটার কাছে উপুড় হয়ে ভাবতে লাগলো কী বলবে তাদেরকে। *তুমি একজন শিক্ষক, রবার্ট–উপস্থিত বুদ্ধি খাটাও!* সাতটি ক্ষুদ্র সিম্বলের দিকে আরেকবার দেখে নিলো সে। আশা করলো কোনো উৎসাহ পাবে বলে।

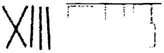

কিছুই না। ফাঁকা।

ল্যাংডন তার স্মৃতি ঘেটে অসংখ্য সিম্বলের এনসাইক্লোপিডিয়া থেকে কিছু একটা খুঁজে বেড়াতে লাগলো। একটা মাত্র জিনিসই পেলো বলার মতো। এটা তার প্রথমেই মনে হলেও যুতসই হবে না বলে বাতলি করে দিয়েছিলো। এখন ভাবার জন্যে অন্তত কিছুটা সময় তার দরকার রয়েছে।

"তো," বলতে শুরু করলো সে, "একজন সিম্বলজিস্টর প্রথম ক্লু হলো সে ভুল পথে আছে, সিম্বল আর কোডের অর্থোদ্ধার করার সময় সে বহু সিম্বলিক ভাষার ব্যবহার করতে শুরু করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আমি যখন বলেছি এই টেক্সটা রোমান এবং আরাবিক, সেটা খুব খারাপ বিশ্লেষণ ছিলো কারণ আমি মাল্টিপাল সিম্বলিক সিস্টেম ব্যবহার করেছি। একই কথা প্রযোজ্য রোমান এবং রুনিকের বেলায়ও।"

বুকের কাছে দু'হাত ভাঁজ করে ভুরু তুললো সাটো, যেনো বলছে, "বলে যান।"

"সাধারণত, যোগাযোগ একটি মাত্র ভাষায় সম্পন্ন হয়, বহু-ভাষায় নয়। সুতরাং সিম্বলজিস্টের প্রথম কাজ হলো যেকোনো টেক্সটের জন্যেই একটি মাত্র সিম্বলিক সিস্টেম খুঁজে বের করা যা দিয়ে পুরো টেক্সটি বিচার করা যাবে।"

"আপনি কি এখন একক কোনো সিস্টেম দেখতে পাচ্ছেন?"

"উমম, হ্যা...এবং না।" অ্যাম্বিগ্রাম এর চক্রাকার সাদৃশ্যের ব্যাপারে ল্যাংডনের যে অভিজ্ঞতা রয়েছে সেটা তাকে শিখিয়েছে কখনও কখনও সিম্বলের একাধিক অর্থও থাকে। এক্ষেত্রে অবশ্য তার কাছে মনে হচ্ছে এই সাতটি সিম্বলের একটি মাত্র ভাষাই রয়েছে। "আমরা যদি হাতটা একটু এদিক ওদিক ক'রে দেখি তাহলে ভাষাটা সহজ বলেই মনে হবে। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, ল্যাংডন এখন যেভাবে হাতটা রাখতে চাচ্ছে সেটা পিটারকে আঁটকে রাখা লোকটি ইতিমধ্যেই বলে দিয়েছে প্রাচীন একটি আপ্তবাক্য বলার সময়। *যতো উপরে, ততো নীচে।*

পিটারের হাত যে কাঠের স্ট্যান্ডের উপর রাখা সেটি ধরতে গিয়ে ল্যাংডন এক ধরণের অদ্ভুত আতঙ্কে শিহরিত হয়ে উঠলো। আস্তে করে স্ট্যান্ডটা উল্টো করে দিলে পিটারের তর্জনীটা চলে গেলো নীচের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেলো হাতের তালুতে আঁকা সিম্বলটাও।

"এভাবে দেখলে," বললো ল্যাংডন, "X -I -I -I অর্থপূর্ণ রোমান সংখ্যা হয়ে ওঠে-তেরো। তারচেয়ে বড় কথা বাকি অক্ষরগুলো রোমান বর্ণমালা হিসেবেও ধরে নেয়া যায়-SBB।" ল্যাংডন ধরে নিয়েছিলো এই বিশ্লেষণটি হয়তো কোনো আগ্রহের সৃষ্টি করবে না কিন্তু এন্ডারসনের অভিব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেলো।

"SBB?" চিফ জানতে চাইলো।

এন্ডারসনের দিকে ফিরলো ডিরেক্টর সাটো। "আমি যদি ভুল না করে থাকি, মনে

হচ্ছে এই সংখ্যাটি এই ক্যাপিটল ভবনে বেশ পরিচিত।"

এন্ডারসনের মুখ বিবর্ণ দেখাচ্ছে। "অবশ্যই।"

বাঁকা হাসি হেসে সাটো এন্ডারসনকে ইশারা করলো। "চিফ, আমার সাথে একটু আসুন তো। আপনার সাথে আমাকে একান্তে একটু কথা বলতে হবে।"

ডিরেক্টর সাটো এন্ডারসনকে একপাশে ডেকে নিয়ে গেলে বিস্মিত ল্যাংডন একা দাঁড়িয়ে রইলো। *এসব কি হচ্ছে? আর* SBB XIII *জিনিসটা আবার কি?*

চিফ এন্ডারসন ভাবছে আজকের রাতটা কিভাবে এতো অদ্ভুত হয়ে যাচ্ছে। *হাতটা বলছে SBB13?* বহিরাগত কেউ SBB13 সম্পর্কে জানে এটা ভেবেও সে অবাক হচ্ছে... SBB13 নিয়ে ততোটা অবাক হচ্ছে না। পিটার সলোমনের তর্জনী, মনে হচ্ছে না উপরের দিকে নির্দেশ করছে। অবশ্য প্রথম দেখায় সেরকমই কিছু মনে হয়েছিলো...এখন দেখা যাচ্ছে বরং বিপরীত দিকেই সেটা নির্দেশ করছে।

টমাস জেফারসনের ব্রোঞ্জের স্ট্যাচুর কাছে এন্ডারসনকে ডেকে নিয়ে গেলো ডিরেক্টর সাটো। "চিফ, আমার বিশ্বাস আপনি জানেন SBB13 ঠিক কোথায় অবস্থিত?"

"অবশ্যই জানি।"

"তার ভেতরে কি আছে সেটা কি জানেন?"

"না, না দেখে বলতে পারবো না। আমার মনে হয় ওটা এক দশক ধরে ব্যবহার করা হয় না।"

"এখন আপনাকে সেটা খুলতে হবে।"

নিজের ভবনের ভেতরে তাকে কি করতে হবে না হবে সেটা অন্য কেউ বলে দেয়াটা এন্ডাসনের মোটেও ভালো লাগছে না। "ম্যাম, সেটা করতে গেলে সমস্যা পোহাতে হতে পারে। আগে আমাকে অ্যাসাইনমেন্ট লিস্টটা চেক করে দেখতে হবে। জানেনই তো, নীচের বেশিরভাগ তলাগুলোই প্রাইভেট অফিস কিংবা স্টোরেজ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আর প্রাইভেট অফিসের বেলায় সিকিউরিটি প্রটোকল– "

"আপনি আমার জন্যে SBB13 খুলে দেবেন," বললো সাটো, "তা না হলে আমি ওএস'কে ডেকে পাঠাবো সেটার দরজা ভেঙে ঢোকার জন্যে।"

এন্ডারসন তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ওয়্যারলেস সেটটা হাতে নিয়ে বললো, "আমি এন্ডারসন বলছি। কেউ যেনো SBB13-এর তালাটা খুলে দেয়। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ওখানে কাউকে পাঠিয়ে দাও। আমি ওখানে যাচ্ছি।"

যে কণ্ঠটা জবাব দিলো শুনে মনে হচ্ছে সে কিছুই বুঝতে পারছে না। "চিফ, আপনি কি SBB-র কথা বলছেন, কনফার্ম করুন?"

"হ্যা, ওটার কথাই বলছি। SBB। ওখানে এক্ষুণি কাউকে পাঠিয়ে দাও। আমার একটা টর্চলাইটও লাগবে।" ওয়্যারলেসটা রেখে দিলো এন্ডারসন। সাটো আরো কছে

এগিয়ে এলে তার হৃদস্পন্দনটা বেড়ে গেলো। আরো নীচু কণ্ঠে কথা বলতে শুরু করলো মহিলা।

"চিফ, আমাদের হাতে সময় খুব কম," চাপা কণ্ঠে বললো সাটো, "আমি চাই আপনি যতো দ্রুত সম্ভব আমাদেরকে ওখানে নিয়ে যান।"

"হ্যা, ম্যাম।"

"আপনার কাছ থেকে আমি আরেকটা জিনিস চাই।"

দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকার পর আরো বাড়তি কিছু? প্রতিবাদ করার মতো অবস্থায় নেই এন্ডারসন। এই মহিলা যখন থেকে এখানে ঢুকেছে তার মর্জি মোতাবেকই সব করছে।

ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা ল্যাংডনের দিকে ইশারা করলো সাটো। "ল্যাংডনের কাঁধে ডাফেল ব্যাগটি।"

সেদিকে তাকালো এন্ডারসন। "সেটার আবার কি হয়েছে?"

"আমার ধারণা ল্যাংডন যখন এ ভবনে প্রবেশ করে তখন আপনার স্টাফেরা সেটা এক্স-রে করেছে?"

"অবশ্যই করেছে। সব ব্যাগই স্ক্যান করা হয়।"

"আমি সেই এক্স-রে'টা দেখতে চাই। জানতে চাই ঐ ব্যাগে কি আছে।"

ল্যাংডনের কাঁধে থাকা ব্যাগটার দিকে তাকালো এন্ডারসন। সারাক্ষণই এই ব্যাগটা বয়ে বেড়াচ্ছে ল্যাংডন। "কিন্তু...তাকে জিজ্ঞেস করে নিলে তো খুব সহজেই কাজটা করা যায়, নাকি?"

"আমার অনুরোধটি কি আপনি বুঝতে পারেন নি?"

এন্ডারসন আবারো তার ওয়্যারলেস সেটটি হাতে নিয়ে সাটোর অনুরোধটি জানিয়ে দিলো। সাটো তার ব্ল্যাক বেরি মোবাইলের অ্যাড্রেস দিয়ে দিলো এন্ডারসনের কাছে, তাকে এও বলে দিলো, তার টিম এক্স-রে'টা খুঁজে পেলে যেনো সঙ্গে সঙ্গে তার ই-মইলে সেটার ডিজিটাল কপি সেন্ড করে দেয়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও কথাটা মেনে নিলো এন্ডারসন।

কর্তিত হাতটা ক্যাপিটল পুলিশের কাছ থেকে ফরেনসিক টিম নিজেদের হেফাজতে নিয়ে নিলে সাটো তাদেরকে অর্ডার করলো তরা যেনো এটা ল্যাঙ্গলে'র তার টিমের কাছে দিয়ে দেয়। এন্ডারসন এতোটাই ক্লান্ত বোধ করছে যে কোনো রকম প্রতিবাদই করলো না। সে এখন ছোটোখাটো এক জাপানি মহিলার স্টিমরোলারে পিষ্ট হচ্ছে।

"আমি তার হাতের আঙটিটাও চাই," ফরেনসিকদের জানিয়ে দিলো সাটো।

চিফ ফরেনসিক টেকনিশিয়ান প্রশ্ন করতে উদ্যত হলেও শেষে কিছুই বললো না। পিটারের হাত থেকে স্বর্নের আঙটিটা খুলে নমুনা সংগ্রহের ছোট্ট প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরে সাটোর হাতে তুলে দিলো সে। জিনিসটা পকেটে ভরে নিয়ে মহিলা ল্যাংডনের দিকে ফিরলো এবার।

"আমরা যাচ্ছি, প্রফেসর। আপনার জিনিসপত্র নিয়ে নিন।"

"কোথায় যাচ্ছি আমরা?" ল্যাংডন জানতে চাইলো।

"চলুন, মিঃ এন্ডারসন।"

হ্যা, ভাবলো এন্ডারসন, *আমার পেছন পেছন আসুন।* SBB ক্যাপিটলের এমন একটি অংশ যেখানে খুব সংখ্যক লোকই ভিজিট করে থাকে। ওখানে যেতে হলে বিস্তৃত গোলকধাঁধা আর ছোটো ছোটো অনেকগুলো কক্ষ পেরিয়ে সংকীর্ণ একটি প্যাসেজ দিয়ে যেতে হয়। সেই প্যাসেজের নীচে মাটি চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে গোপন সিন্দুক। আব্রাহাম লিনকনের ছোটো ছেলে ট্যাড, একবার ওখানে ঢুকে চিরতরের জন্যে হারিয়ে যেতে বসেছিলো। এন্ডারসন এই সন্দেহ করতে শুরু করে দিয়েছে, সাটো যদি তার উদ্দিষ্ট জিনিসটি পেয়ে যায় তবে ল্যাংডনকেও একই পরিণতি বরণ করতে হবে।

অধ্যায় ২৭

সিস্টেম সিকিউরিটি স্পেশালিস্ট মার্ক জুবিয়ানিস তার মাল্টিটাস্ক ক্ষমতার জন্যে সব সময় গর্ব বোধ করে। এ মুহূর্তে সে সোফায় বসে আছে টিভি রিমোট, কর্ডলেস ফোন, একটি ল্যাপটপ, একটি পিডিএ এবং বড়সড় বোলে পাইরেটস বুটি নিয়ে। এক চোখ তার টিভিতে চলতে থাকা রেডস্কিনদের খেলার দিকে আর অন্য চোখ ল্যাপটপের মনিটরে। জুবিনিয়াস তার ব্লুটুথ হেডফোনে এমন এক মেয়ের সাথে কথা বলছে যার সাথে তার এক বছর ধরে কোনো যোগাযোগ নেই।

প্লে-অফ গেমের রাতে টৃশ ডান কল করেছে।

মেয়েটি আরেকবার প্রমাণ দিলো সামাজিকতার ব্যাপারে তার অযোগ্যতা কতো প্রকট। তার সাবেক এই কলিগ রেডস্কিনদের খেলার সময়টিকে তার সাথে কথা বলার জন্যে বেছে নিয়েছে, সেই সাথে একটা অনুরোধও করে বসেছে। পুরনো দিনের কিছু কথাবার্তা এবং তার জোকগুলো কতোটা মিস্ করে সেটা জানিয়ে আসল কথায় এসেছে টৃশ গোপন এক আইপি অ্যাড্রেস বের করতে চায় সে, সম্ভবত ডিসি'র নিরাপদ কোনো অঞ্চলে সেটার সার্ভার অবস্থিত। ঐ সার্ভারে ছোট্ট একটি ডকুমেন্ট রয়েছে, সে ওটাতে প্রবেশ করতে চায়...অথবা ডকুমেন্টটি কার অন্তত সেটা জানতে চায়।

সঠিক লোকের কাছে ধর্ণা দিয়েছে, তবে ভুল সময়ে, তাকে সে বলেছিলো। তারপর টৃশ তার সাথে এমন সূক্ষ্ম চালাকি করেছে জুবিয়ানিস সেটা বোঝার আগেই নিজের ল্যাপটপে অদ্ভুত সেই আইপি অ্যাড্রেসের নাম টাইপ করতে শুরু করে দেয়।

নাম্বারটার দিকে একবার তাকিয়েই জুবিয়ানিস অস্বস্তিতে ভুগতে শুরু করলো। "টৃশ, এই আইপি'টা ফাঙ্কি ফরমেটের। এটা এমন এক প্রটোকলে লেখা হয়েছে যা মোটেও সহজলভ্য নয়। সম্ভবত এটা সরকারী গোয়েন্দা কিংবা সামরিক বাহিনীর।"

"মিলিটারি?" টৃশ হেসে ফেললো। "বিশ্বাস করো, আমি এই সার্ভার থেকে একটি রিড্যাক্টেড ডকুমেন্ট নামিয়েছি, এটা কোনো মিলিটারি নয়।" জুবিয়ানিস তার টার্মিনাল উইন্ডো তুলে দিয়ে ট্রেসরুট করার চেষ্টা করলো। "তুমি বলছো তোমার ট্রেসরুট কাজ করে নি? মানে ব্যর্থ হয়েছে?"

"হ্যা। দু দু'বার। একই জিনিস হয়েছে।"

"আমারটাও তাই।" ডায়গনস্টিক প্রোব লঞ্চ করলো সে। "এই আইপি নিয়ে এতো আগ্রহের কারণ কি?"

"আমি সার্চ ইঞ্জিনে একটা জিনিস খুঁজতে গিয়ে এই আইপি থেকে রিড্যাক্টেড ডকুমেন্ট ডাউনলোড করেছি। ডকুমেন্টটির বাকি অংশ দেখতে চাইছি আমি। এরজন্যে

আমি পে করতেও রাজি আছি, কিন্তু এই আইপি'টা কার এবং কিভাবে সেটাতে অ্যাকসিস করবো বুঝে উঠতে পারছি না।"

জুবিয়ানিস মনিটরের পর্দায় তাকিয়ে ভুরু তুললো। "তুমি কি এ ব্যাপারে নিশ্চিত? আমি একটা ডায়গনস্টিক রান করছি, আর এটার ফায়ারওয়াল কোডিং দেখে...খুব সিরিয়াস বলেই মনে হচ্ছে।"

"এজন্যেই তো তোমাকে এতোগুলো টাকা দেয়া হচ্ছে।"

কথাটা ভেবে দেখলো জুবিয়ানিস। *এরকম সহজ একটা কাজের জন্যে তারা মোটা অঙ্কের টাকা সাধছে।* "একটা প্রশ্ন, টৃশ। এটা নিয়ে এতো উঠেপড়ে লেগেছো কেন?"

টৃশ কিছুটা সময় নিলো। "এক বন্ধুকে সাহায্য করছি।"

"আমি নিশ্চিত, বিশেষ কোনো বন্ধুই হবে।"

"মেয়েটা আমার বিশেষ বন্ধুই বটে।"

জুবিয়ানিস মুচকি হাসলো। *আমি জানতাম।*

"শোনো," বললো টৃশ, তার কণ্ঠে অধৈর্য। "তুমি কি এই আইপি'টার পরিচয় বের করতে পারবে? হ্যা অথবা না?"

"হ্যা, পারবো। আর এটাও জানি তুমি এরজন্যে বেশ মোটা অঙ্কের টাকা দিচ্ছো।"

"কতোক্ষণ লাগতে পারে?"

"বেশিক্ষণ লাগবে না।" কথা বলতে বলতে টাইপ করলো সে। "দশ মিনিটের মধ্যে তাদের নেটওয়ার্কের মেশিনে ঢুকতে পারবো আমি। ঢোকার পরই তোমাকে কল ক'রে জানাবো।"

"শুনে খুব ভালো লাগলো। তো, কেমন যাচ্ছে দিনকাল?"

এখন সে খবর নিচ্ছে? "টৃশ, ঈশ্বরের দোহাই লাগে, রেডস্কিনদের প্লেঅফের সময় ফোন করে এখন তুমি আমার সাথে আড্ডা মারতে চাচ্ছো? তুমি এই আইপি'টা হ্যাক করতে চাও, নাকি চাও না?"

"ধন্যবাদ, মার্ক। তোমার কলের অপেক্ষায় থাকবো।"

"পনেরো মিনিট।" জুবিনিয়াস ফোনটা রেখে দিয়ে বোল থেকে এক মুঠো পাইরেটস বুটি নিয়ে টিভির ভলিউমটা আন মিউট ক'রে দিলো।

হায়রে মেয়েমানুষ।

অধ্যায় ২৮

তারা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?

এন্ডারস এবং সাটোর সাথে ক্যাপিটলের অভ্যন্তরে যাওয়ার সময় ল্যাংডন টের পেলো তার হৃদস্পন্দন বেড়ে যাচ্ছে প্রতিটি পদক্ষেপে। রটুন্ডার পশ্চিম দিকের পর্টিকো থেকে যাত্রা শুরু করেছে তারা, একটা মার্বেলের সিঁড়ি বেয়ে বিশাল একটা দরজা পেরিয়ে রটুন্ডার ঠিক নীচে অবস্থিত বিখ্যাত একটি কক্ষে গেলো।

ক্যাপিটল ক্রিপ্ট।

এখানকার বাতাস খুব ভারি, এরইমধ্যে ল্যাংডন ক্লোস্ট্রোফোবিকে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। ক্রিপ্টের ছাদ বেশ নীচু, ফরটি ডোরিক কলাম দিয়ে সাপোর্ট দেয়া আছে এর বিশাল পাথরের মেঝে। *শান্ত হও, রবার্ট।*

"এই পথে," বললো এন্ডারসন, বিশাল বৃত্তাকারের জায়গাটির বাম দিকে মোড় নিলো।

সুখের বিষয় হলো এই বিশেষ ক্রিপ্টে কোনো শবদেহ রাখা হয় নি। তার বদলে এখানে রাখা হয়েছে বেশ কয়েকটি স্ট্যাচু। ক্যাপিটলের একটি মডেল, রাষ্ট্রীয় শেষকৃত্যের কফিন রাখা হয় যে কাঠের উপর সেই *ক্যাটাফ্লেক* রাখার একটি গুদামঘর। তাদের দলটি এতো তাড়াহুড়া করে এগিয়ে গেলো যে, ঘরের মাঝখানে রাখা মার্বেলের কম্পাসটির দিকে তাকিয়েও দেখলে না, এক সময় এখানেই শিখা অনির্বাণ প্রজ্বলিত হোতো।

এন্ডারসনকে দেখে মনে হচ্ছে বেশ তাড়ায় আছে, আর সাটো তার ব্ল্যাক বেরি নিয়ে ব্যস্ত। সেলুলার সার্ভিস, ল্যাংডন শুনেছে, ক্যাপিটল ভবনের ভেতরে বিভিন্ন প্রান্তে থাকা শত শত সরকারী ফোন কলগুলো ব্রডকাস্ট এবং বুস্ট করার কাজ করে থাকে।

ক্রিপ্টটা অতিক্রম করার পর দলটি প্রবেশ করলো মৃদু আলো জ্বলা একটি ফয়ারে। তারপর আঁকাবাঁকা হলওয়ে আর কানাগলি দিয়ে ছুটতে শুরু করলো তারা। গুপ্ত কিছু প্যাসেজ দেখা গেলো, অসংখ্য দরজা রয়েছে সেখানে, প্রতিটির রয়েছে আলাদা আলাদা নাম্বার। যেতে যেতে ল্যাংডন দরজার নাম্বারগুলো পড়ে দেখলো।

S154 . . . S153 . . . S152 . . .

এইসব দরজার পেছনে কি আছে সে সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই নেই। তবে একটা জিনিস এখন বেশ পরিস্কার–পিটার সলোমনের হাতের তালুতে থাকা টাট্টুগুলোর অর্থ।

SBB13 ইউএস ক্যাপিটল ভবনের পেটের ভেতরে থাকা কোনো কক্ষের দরজার নাম্বারই হবে।

"এইসব দরজাগুলো কিসের?" জানতে চাইলো ল্যাংডন। তার কাঁধে থাকা ডে-ব্যাগটা আরো শক্ত করে ধরে রেখেছে, ভাবছে সলোমনের এই ছোট্ট প্যাকেজের ভেতরে থাকা জিনিসটার সাথে SBB13 চিহ্নিত দরজার কি এমন সম্পর্ক থাকতে পারে।

"অফিস এবং গুদামঘর," বললো এন্ডারসন। "প্রাইভেট অফিস এবং গুদামঘর," সাটোর দিকে ফিরে তাকাতেই কথাটা যোগ করলো সে।

সাটো তার ব্ল্যাক বেরি থেকে চোখ সরিয়ে তাকিয়েও দেখলো না।

"ওগুলো দেখতে খুব ছোটো মনে হচ্ছে," বললো ল্যাংডন।

"ওগুলোর বেশিরভাগই ক্লোসেট, তারপরও এগুলো ডিসি'র সবচাইতে কাঙ্খিত রিয়েল এস্টেট। এটা হলো আসল ক্যাপিটলের প্রাণকেন্দ্র। পুরনো সিনেট কক্ষ আমাদের মাথার দোতলা উপরে।"

"আর SBB13?" জিজ্ঞেস করলো ল্যাংডন। "সেটা কার অফিস?"

"কারোর নয়। SBB প্রাইভেট স্টোরেজ এরিয়া। বলতে বাধ্য হচ্ছি কিভাবে-"

"চিফ এন্ডারসন," নিজের ব্ল্যাক বেরি থেকে চোখ না সরিয়েই সাটো বললো। "শুধু আমাদেরকে ওখানে নিয়ে যান, এরচেয়ে বেশি কিছু করার দরকার নেই।"

এন্ডারসনের চোয়াল শক্ত হয়ে গেলো। চুপচাপ তাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে লাগলো সে এমন একটি জায়গা দিয়ে যেটাকে দেখে মনে হচ্ছে হাইব্রিড সেলফ স্টোরেজ ফ্যাসিলিটিজ এবং মহাকাব্যিক কোনো গোলকধাঁধা। প্রায় সবগুলো দেয়াল জুড়েই আগেপিছে যাবার সাইন দেয়া আছে। বোঝা যাচ্ছে নির্দিষ্ট অসি ব্লকে যাবার জন্যে দিক নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে।

S142 to S152 . .

ST1 থেকে S152 .

H1 থেকে H166 এবং HT1 থেকে HT67

এখান থেকে একা একা বের হতে পারবে বলে ল্যাংডনের মনে ঘোরতর সন্দেহ দেখা দিলো। জায়গাটি একেবারে গোলকধাঁধাপূর্ণ। কেবল ধরতে পারলো সবগুলো অফিসের নম্বারই S অথবা H দিয়ে শুরু হয়েছে। খুব সম্ভবত এটি দিয়ে ভবনের সিনেট সাইড অথবা হাউজ সাইড কথাটা বুঝিয়েছে। ST এবং HT লেখা এলাকাটি দেখে মনে হচ্ছে এন্ডারসন একেই টেরেস লেভেল বলে ডাকে।

তারপরও SBB সাইনটা কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

অবশেষে তারা একটির স্টিলের ভারি দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো, সেটাতে কি-কার্ড এন্ট্রি বক্স রয়েছে।

SB লেভেল

ল্যাংডন আঁচ করতে পারলো তারা খুব কাছে এসে পড়েছে।

এন্ডারসন কি-কার্ড নিতে গিয়ে একটু ইতস্তত করলো, বোঝা যাচ্ছে সাটোর দাবি মেটাতে অস্বস্তি বোধ করছে সে।

"চিফ," সাটো তাগাদা দিলো তাকে। "আমাদের হাতে সারা রাত নেই।"

একান্ত অনিচ্ছায় এন্ডারসন কি-কার্ডটি ইনসার্ট করতেই স্টিলের দরজাটি একটু খুলে গেলো। ধাক্কা মেরে বাকিটা খুলে দিলে ভেতরের ফয়ারে প্রবেশ করলো বাকিরা। তাদের পেছনে শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেলো স্টিলের দরজাটি।

এই ফয়ারের ভেতরে কি দেখতে পাবে সে ব্যাপারে ল্যাংডন নিশ্চিত নয়। তবে তার চোখের সামনে যা দেখতে পাচ্ছে সেটা একেবারেই অপ্রত্যাশিত। নীচের দিকে নেমে যাওয়া একটা সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে আছে সে। "আরো নীচে যেতে হবে?" তার হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে গেলো যেনো। "ক্রিপ্টের নীচেও আরেকটা লেভেল আছে?"

"হ্যা," বললো এন্ডারসন। "SB-এর অর্থ সিনেট বেইজমেন্ট।"

আৎকে উঠলো ল্যাংডন। *দারুণ!*

অধ্যায় ২৯

এসএমএসসি'র আঁকাবাঁকা বৃক্ষশোভিত প্রবেশপথ দিয়ে গাড়িটা এগিয়ে যাচ্ছে। বিগত এক ঘণ্টা আগে এখানে প্রথম একজন গার্ডকে দেখা গেলো। দায়িত্ববশত বহনযোগ্য টিভি সেটের ভলিউম কমিয়ে দিয়ে কাউন্টারের নীচে স্ন্যাকসের প্যাকেটটা রেখে দিলো সে। *বাজে সময়।* রেডস্কিন সবেমাত্র তাদের খেলা শুরু করেছে, এই খেলাটা একটুও মিস্ করতে চাচ্ছে না সে।

গাড়িটা কাছে আসতেই গার্ড তার নোটপ্যাডে থাকা নামটি দেখে নিলো।

ডা: ক্রিস্টোফার আবাডন।

ক্যাথারিন সলোমন কিছুক্ষণ আগে তার এই অতিথির ব্যাপারে সিকিউরিটিকে অবহিত করেছে। এই ডাক্তার ভদ্রলোক কে সে ব্যাপারে গার্ডের কোনো ধারণাই নেই। তবে দেখে মনে হচ্ছে ডাক্তারি বিদ্যায় সে খুব ভালোই হবে। কালো রঙের লম্বা একটি লিমোজিনে ক'রে এসেছে ভদ্রলোক। গার্ডহাউজের পাশে এসে সেটা থামলে ড্রাইভার জানালার কাঁচ নামিয়ে দিলো নিঃশব্দে।

"গুড ইভনিং," মাথার টুপিটা স্পর্শ করে শফার বললো। খুই শক্তসামর্থ্য একজন লোক সে, মাথা শেভ করা। গাড়ির রেডিওতে সে রেডস্কিনদের খেলা শুনছে। "মিস্ ক্যাথারিন সলোমনের আমন্ত্রণে ডাক্তার ক্রিস্টোফার আবাডনের আসার কথা ছিলো?"

গার্ড মাথা নেড়ে সায় দিলো। "পারিচয়পত্র দেখান, প্লিজ।"

শফার খুব অবাক হলো। "আমি দুঃখত, মিস সলোমন কি আপনাকে আগেভাগে বলে রাখেন নি?"

সায় দিলো গার্ড, চোরা চোখে টিভির দিকে তাকিয়ে খেলার অবস্থা দেখে নিলো সে। "উনি বলার পরও আমাকে আইডি চেক ক'রে দেখতে হবে। দুঃখিত, এটাই নিয়ম। ডাক্তারের আইডি দেখতে হবে আমাকে।"

"ঠিক আছে।" পেছনে ফিরে প্রাইভেট স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে শফার কী যেনো বললো। এই ফাঁকে আবারো টিভির দিকে চোখ ফেরালো গার্ড। রেডস্কিন এখন বেশ ভালো খেলছে। এই লিমোটা দ্রুত ভেতরে ঢুকে পড়লেই সে আবার মনোযোগ দিয়ে খেলা দেখতে পারবে বলে আশা করছে।

খোলা জানালা দিয়ে আইডিটা বাড়িয়ে দিলো শফার। দেখে মনে হলো এইমাত্র সেটা পেছন থেকে নিয়েছে সে।

কার্ডটা হাতে নিয়ে দ্রুত সেটা স্ক্যান করে নিলো গার্ড। ডিসি'র ড্রাইভার লাইসেন্সে দেখা যাচ্ছে ক্রিস্টোফার আবাডন কালোরামা হাইট্সে থাকেন। ছবিতে একজন হ্যান্ডসাম

সোনালী চুলের লোককে দেখা যাচ্ছে, নীল রঙের ব্লেজার, নেকটাই আর সাটিনের পকেট স্কয়ার পরে আছে সে। *ডিএমভি'র কে আছে যে পকেট স্কয়ার পরে?*

এমন সময় টিভি সেট থেকে হর্ষধ্বনি শোনা গেলে গার্ড সেদিকে তাকিয়ে দেখতে পেলো রেডস্কিন দলের এক খেলোয়াড় এন্ড জোনে এসে নাচছে। আঙুল উঁচিয়ে রেখেছে আকাশের দিকে। "মিস করে ফেলেছি," গজগজ করতে করতে গার্ড গাড়ির জনালার সামনে ফিরে এলো আবার।

"ঠিক আছে," শফারে কাছে আইডিটা ফিরিয়ে দিয়ে বললো সে। "আপনারা যেতে পারেন।"

লিমোটা ভেতরে ঢুকতেই গার্ড বসে গেলো টিভির সামনে। আশা করছে রিপ্লেতে মিস্ করা দৃশ্যটি দেখতে পাবে।

ভেতরে ঢোকার আকঁবাঁকা পথ ধরে এগিয়ে যেতেই মালাখ আপন মনে না হেসে পারলো না। পিটার সলোমনের গোপন জাদুঘরে অনুপ্রবেশ কারাটা খুবই সহজসাধ্য কাজ। এ নিয়ে বিগত চব্বিশ ঘণ্টায় দ্বিতীয়বার সলোমনের ব্যক্তিগত আস্তানায় অনুপ্রবেশ করলে মালাখ। গতরাতে ঠিক এভাবেই সে সালোমনের বাড়িতে ঢুকেছিলো।

পোটোম্যাকে সলোমনের চমৎকার একটি কাউন্ট্রি এস্টেট থাকা সত্ত্বেও বেশিরভাগ সময় সে থাকে শহরের অভিজাত এলাকা ডরচেস্টার আর্মসের একটি পেন্থাউজে। আর সব ধনীদের মতোই তার ভবনটি দূর্গের মতোই সুরক্ষিত। উঁচু পাচিল। গেটে রক্ষী। অতিথিদের তালিকা। নিরাপদ আন্ডারগ্রাউন্ড পার্কিং।

এই লিমোজিনটা নিয়েই মালাখ ভবনের গার্ডহাউজে গিয়েছিলো। মাথায় শফারের টুপি পরে বলেছিলো, "ডাক্তার ক্রিস্টোফার আবাডন এসেছেন। উনি মিঃ পিটার সলোমনের আমন্ত্রিত অতিথি।" কথাটা মালাখ এমনভাবে বলেছিলো যেনো ডিউক অব ইয়র্কের পরিচয় দিচ্ছে সে।

গার্ড আবাডনের আইডি চেক করে লগবুক দেখে বলেছিলো, "হ্যা। মিঃ সলোমন ডাক্তারের জন্যে অপেক্ষায় আছেন।" বোতাম টিপে গেট খুলে দেয় এরপর। "মিঃ সলোমন পেন্থাউজ অ্যাপার্টমেন্টে আছেন। ডান দিকের শেষ লিফটে উঠে যেতে বলবেন ডাক্তার সাহেবকে। সোজা উপরে চলে যাবে সেটা।"

"আপনাকে ধন্যবাদ।" মাথার টুপিটা স্পর্শ করে গাড়িটা নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে মালাখ।

গ্যারাজের ভেতরে ঢুকে সিকিউরিটি ক্যামেরা আছে কিনা সেটা ভালো করে নেয় সে। নেই। বোঝা যাচ্ছে এখানে যরা থাকে তারা গাড়ি চুরি করে না, আর তারা এমন লোকও নয় যে, তাদেরকে চোখে চোখে রাখতে হবে সারাক্ষণ।

লিফটের পাশে গাড়িটা পার্ক করে রাখে মালাখ। তারপর ড্রাইভার কম্পার্টমেন্ট এবং

প্যাসেঞ্জার কম্পার্টমেন্টের মাঝে যে পার্টিশানটা আছে সেটা তুলে দিয়ে পেছনে চলে যায় সে। শফারের টুপিটা খুলে মাথায় পরে নেয় সোনালী চুলের একটি পরচুলা। জ্যাকেট আর টাই ঠিক করে আয়নায় নিজের মুখটা দেখে নেয় মেকআপটা ঠিক আছে কিনা। মালাখ কোনো রকম ফাঁকফোকর রাখতে চায় না। আজকের রাতে তো নয়ই।

এর জন্যে আমি দীর্ঘদিন অপেক্ষায় ছিলাম।

পরমুহূর্তেই মালাখ লিফটে উঠে চুপচাপ উপরতলায় পৌছে যায়। দরজা খুলে গেলে চোখের সামনে একটি অভিজাত ফয়ার দেখতে পায় সে। তার নিমন্ত্রণদাতা তার জন্যেই অপেক্ষা করছে।

"ডাঃ আবাডন, স্বাগতম আপনাকে।"

মালাখ লোকটির বিখ্যাত ধূসর চোখের দিকে তাকিয়ে টের পেলো তার হৃদস্পন্দন বেড়ে যাচ্ছে। "মিঃ সলোমন, আপনাকে দেখে খুব ভালো লাগছে।"

"প্লিজ, আমাকে পিটার বলেই ডাকবেন।" তারা দু'জনে করমর্দন করলো। হাত মেলানোর সময় পিটারের হাতে সোনার ম্যাসোনিক আঙটিটা দেখতে পেলো মালাখ...ঠিক এই হাতটাই একবার মালাখের দিকে অস্ত্র তাক করেছিলো। সুদূর অতীত থেকে একটা কণ্ঠ মালাখকে ফিসফিস ক'রে বললো। *তুমি যদি ট্রিগার চাপো তো আমি তোমাকে সারাজীবন ধরে তাড়িয়ে বেড়াবো।*

"ভেতরে আসুন," সলোমন বললো। মালাখকে অভিজাত এক লিভিংরুমে নিয়ে গেলো সে। এর বড় বড় জানালা দিয়ে ওয়াশিংটন শহরের চমৎকার দৃশ্য দেখা যায়।

"আমি কি চায়ের গন্ধ পাচ্ছি?" ভেতরে ঢুকেই মালাখ বললো।

সলোমন খুব খুশি হলো কথাটা শুনে। "আমার বাবা-মা সব সময় অতিথিদেরকে চা দিয়ে আপ্যায়ন করতেন। আমিও সেই ঐতিহ্য বজায় রেখেছি।" লিভিংরুমের ফায়ারপ্লেসের কাছে যেখানে একটি টি-সার্ভিস তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে সেখানে নিয়ে গেলো মালাখকে। "মাখন আর চিনি?"

"ধন্যবাদ। আমি ব্ল্যাক টি পছন্দ করি।"

সলোমন আবারো মুগ্ধ হলো। "একজন বিশুদ্ধবাদী।" সে দু'জনের জন্যেই ব্ল্যাক টি ঢাললো কাপে। "আপনি বলেছেন আমার সাথে আপনি এমন একটা বিষয় নিয়ে আলাপ করতে চান যা খুবই স্পর্শকাতর, কেবল একান্ত আলাচারিতায়ই সেটা বলা যেতে পারে।"

"আপনাকে ধন্যবাদ আমাকে সময় দেবার জন্যে।"

"আপনি এবং আমি এখন ম্যাসনিক ভাই। আমাদের মধ্যে একটি অটুট বন্ধন আছে। বলুন, আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি।"

"প্রথমে আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাবো কয়েক মাস আগে আমাকে তেত্রিশ ডিগ্রি'তে প্রবেশ করতে দিয়ে সম্মানিত করার জন্যে। এটা আমার কাছে খুবই অর্থপূর্ণ একটি ব্যাপার।"

"শুনে খুশি হলাম। তবে জেনে রাখবেন ঐ সিদ্ধান্তটি আমার একার ছিলো না। সুপৃম কাউন্সিলের ভোটে গৃহীত হয়েছিলো সেটি।"

"অবশ্যই।" মালাখের সন্দেহ পিটার সলোমন সম্ভবত তার বিরুদ্ধেই ভোট দিয়েছিলো। কিন্তু অন্যসব জিনিসের মতো ম্যাসনদের অভ্যন্তরেও টাকা খুবই শক্তিশালী প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে। নিজের লজে বত্রিশ ডিগৃতে উন্নীত হবার পর মালাখ মাত্র একমাস অপেক্ষা করেছে। ম্যাসনিক গ্র্যান্ড লজের নামে কয়েক মিলিয়ন ডলার চ্যারিটি দিয়ে দ্রুত অভিজাত তেত্রিশ ডিগৃতে অভিষিক্ত হয়েছে সে। *তারপরও আমি কোনো সিক্রেটের কথা জানতে পারি নি।*

'তেত্রিশ ডিগৃতে সবই উন্মোচিত করা হয়'–বহু পুরনো সেই আপ্তবাক্য সত্ত্বেও মালাখকে নতুন কিছুই বলা হয় নি। সে যা খুঁজে বেড়াচ্ছে সে সম্পর্কে কিছুই জানতে পারে নি। তবে সে কখনও আশাও করে নি তাকে এটা বলা হবে। ফৃম্যাসোনারিদের ইনার সার্কেলের অভ্যন্তরে এখনও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিছু একটি সার্কেল রয়েছে...ঐ সার্কেলগুলো কখনও দেখতে পাবে না মালাখ। এ নিয়ে সে মাথাও ঘামাচ্ছে না। তার অর্ন্তভূক্তিই এই উদ্দেশ্য সাধন করবে। *ঐ টেম্পল রুমে অনন্য সাধারণ একটা ঘটনা ঘটেছিলো,* আর এটাই মালাখকে তাদের সবার উপরে ক্ষমতা প্রদান করেছে। *আমি আর তোমাদের নিয়ম মেনে চলবো না।*

"আপনি বুঝতে পারছেন," চায়ে চুমুক দিয়ে মালাখ বললো, "অনেক বছর আগে আপনার সাথে আমার দেখা হয়েছিলো।"

খুব অবাক হলো সলোমন। "তাই নাকি? আমার তো মনে পড়ছে না।"

"বহু দিন আগের কথা।" *আর জেনে রাখুন, আমার আসল নাম ক্রিস্টোফার আবাডন নয়।*

"আমি দুঃখিত। আমার স্মরণ শক্তি বোধহয় দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। আপনার সাথে কখন কিভাবে দেখা হয়েছিলো একটু মনে করিয়ে দেবেন কি?"

এ পৃথিবীতে সবচাইতে বেশি ঘৃণা করে যে লোকটিকে তার দিকে তাকিয়ে শেষবারের মতো হাসি দিলো মালাখ। "এটা খুবই দুভার্গ্যের কথা যে, আপনি মনে করতে পারছেন না।"

বিদ্যুৎ গতিতে মালাখ তার পকেট থেকে ছোট্ট একটি ডিভাইস বের করে সলোমনের বুকে ঠেসে ধরলো। নীল রঙের আলো চমকে উঠলো সেটা থেকে, স্টান-গানটি ডিসচার্জ করে উঠলে তীক্ষ্ণ একটি শব্দ হলো কেবল। এক মিলিয়ন ভোল্টের বিদ্যুৎ কাঁপিয়ে দিলো পিটার সলোমনের সারা দেহ। সুতীব্র এক আর্তনাদে বেরিয়ে এলো তার মুখ দিয়ে। দু'চোখ যেনো কোটর থেকে বেড়িয়ে আসছে। নিজের চেয়ারে হাত-পা অসার হয়ে পড়ে রইলো পিটার সলোমন। তার সামনে এসে মালাখ পরখ ক'রে দেখলো, যেনো শিকারী সিংহ নিজের আহত শিকারকে খেয়ে ফেলার আগে দেখে নিচ্ছে সেটা।

সলোমনের দম বন্ধ হয়ে আছে। নিঃশ্বাস নিতে চাচ্ছে কিন্তু পারছে না।

মালাখ তার শিকারের চোখে ভীতি দেখতে পাচ্ছে স্পষ্ট। ভাবলো পিটার সলোমনকে এ রকম দুর্বল অবস্থায় কতো জন লোক দেখেছে। কিছুক্ষণ এভাবে তাকিয়ে থাকলো মালাখ। চায়ে চুমুক দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো পিটার কখন শ্বাস নিতে শুরু করে।

একটু কেঁপে উঠলো সলোমন, চেষ্টা করলো কথা বলার জন্যে। "কে-কেন?" কোনোমতে বলতে পারলো সে।

"আপনি কি মনে করছেন?" মালাখ পাল্টা প্রশ্ন করলো।

সলোমনকে খুব বিস্মিত দেখাচ্ছে। "আপনি...টাকা-পয়সা চাচ্ছেন?"

টাকা? একটু জোরে হেসে নিজের চায়ের কাপে আরেকটা চুমুক দিলো মালাখ। "ম্যাসোনদের আমি মিলিয়ন ডলার দিয়েছি; আমার কোনো টাকা-পয়সার দরকার নেই।" *আমি এসেছি প্রজ্ঞার জন্যে, আর সে কিনা আমাকে টাকা সাধছে।*

"তাহলে...কি চাচ্ছেন?"

"আপনার কাছে একটি সিক্রেট আছে। আজ রাতে সেটা আমার সাথে ভাগ করে নেবেন আপনি।"

মাথাটা একটু তুলে মালাখকে ভালো ক'রে দেখার চেষ্টা করলো সলোমন। "বুঝতে...পারছি না।"

"আর কোনো মিথ্যে বলবেন না!" চিৎকার করে বললো মালাখ। অসার হয়ে পড়ে থাকা লোকটার আরো কাছে এগিয়ে এলো সে। "এই ওয়াশিংটনে কি লুকিয়ে রাখা আছে সেটা আমি জেনে গেছি।"

সলোমনের ধূসর দু'চোখে সুতীব্র ভয় দেখা গেলো। "আপনি কি বলছেন কিছুই বুঝতে পারছি না!"

চায়ে আরেকটা চুমুক দিয়ে কাপটা পাশে রেখে দিলো মালাখ। "দশ বছর আগেও আপনি আমাকে ঠিক একই কথা বলেছিলেন, আপনার মা যে রাতে খুন হয়েছিলে।"

সলোমনের দু'চোখ প্রসারিত হয়ে গেলো। "তুমি...?"

"আপনার মা'কে মরতে হতো না, যদি আমি যা চেয়েছিলাম সেটা ভালোয় ভালো দিয়ে দিতেন..."

পিটার সলোমনের মুখটা প্রচণ্ড ভয় এবং অবিশ্বাসে বিকৃত হয়ে গেলো যেনো।

"আপনাকে সতর্ক করে দিয়ে বলছি," বললো মালাখ, "আপনি যদি ট্রিগার টিপে দিন তো আমি সারা জীবন আপনাকে তাড়িয়ে বেড়াবো।"

"কিন্তু আপনি তো–"

মালাখ একেবারে কাছে এসে ডিভাইসটি সলোমনের বুকে চেপে ধরলো আবার। আরেকবার নীল রঙের আলো জ্বলে উঠতেই সলোমন পুরোপুরি অসার হয়ে পড়লো।

টিজার নামের ডিভাইসটি পকেটে রেখে চায়ের বাকিটুকু শেষ করে রুমাল দিয়ে ঠোঁট মুছে নিজের শিকারের দিকে আবারো তাকালো মালাখ। "আমরা তাহলে যেতে পারি?"

সলোমনের শরীরটা নিথর পড়ে আছে তবে তার চোখ দুটো খোলা এবং সচল।

কাছে এসে তার কানে কানে মালাখ বললো, "আমি আপনাকে এমন এক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি যেখানে কেবল সত্য থাকে।"

আর কোনো কথা না বলে সলোমনের মুখের ভেতর রুমালটা গুঁজে দিলো মালাখ। তারপর অসার হয়ে থাকা দেহটা নিজের প্রশস্ত কাঁধে তুলে নিয়ে প্রাইভেট এলিভেটরের দিকে পা বাড়ালো সে। বের হয়ে যাবার সময় টেবিলের উপর থেকে সলোমনের আই-ফোন আর চাবির রিংটা নিয়ে নিলো।

আজ রাতে আপনি আপনার সবগুলো সিক্রেটই আমার কাছে বলবেন, মনে মনে বললো মালাখ। *অনেক বছর আমাকে কেন মেরে ফেলেছিলেন সেটাও বলতে হবে।*

অধ্যায় ৩০

SB লেভেল।

সিনেট বেইজমেন্ট।

রবার্ট ল্যাংডনের ক্লস্ট্রোফোবিয়া তার প্রতিটি পদক্ষেপের সাথে আরো বেশি চেপে ধরছে তাকে। ভবনের আসল ফাউন্ডেশনের ভেতরে যতোই ঢুকছে ততোই বাতাস ভারি হয়ে উঠছে। বায়ুপ্রবাহের অস্তিত্ব টের পাচ্ছে না তারা। নীচের এই জায়গার দেয়ালগুলো পাথর আর হলুদ রঙের ইটের সমন্বয়ে তৈরি।

ডিরেক্টর সাটো তার ব্ল্যাক বেরিতে টাইপ করতে করতে হাটছে। তার আচরণের মধ্যে এক ধরণের সন্দেহজনক কিছু আঁচ করছে ল্যাংডন। তবে তার এই অনুভূতিটা খুব দ্রুতই উভয়ের জন্যেই প্রযোজ্য হয়ে পড়লো। সাটো এখনও তাকে বলে নি কিভাবে সে জানতে পারলো ল্যাংডন আজ রাতে এখানে এসেছে। *ন্যাশনাল সিকিউরিটির ইসু?* প্রাচীন আধ্যাত্মিকতার সাথে জাতীয় নিরাপত্তার কি সম্পর্ক থাকতে পারে সেটা এখনও বুঝতে পারছে না সে। যেমন এই পরিস্থিতিটাও বুঝতে পারছে না।

পিটার সলোমন আমার কাছে বিশ্বাস করে একটা টালিসম্যান রেখেছে...এক উন্মাদ আমাকে ধোকা দিয়ে সেটা এই ক্যাপিটলে নিয়ে এসেছে আর এখন সে চাচ্ছে আমি তার জন্যে প্রাচীন একটি মিসটিক্যাল প্রবেশপথ খুলে দেই...সম্ভবত সেটা SBB13 নামের ঘনটাতেই আছে।

পরিস্কার করে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

যেতে যেতে ল্যাংডন পিটার সলোমনের টাট্টু করা হাতটার ভয়ঙ্কর দৃশ্য মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করলো। সেটা এখন রহস্যের হাত হিসেবে পরগণিত হচ্ছে। সেই ভয়াল দর্শন হাতটার সাথে পিটারের কণ্ঠস্বর যোগ দিয়েছে *রবার্ট, প্রাচীন রহস্য নিয়ে অনেক মিথ আছে...তবে তার অর্থ এই নয় যে ওগুলো একেবারেই কাল্পনিক।*

মিস্টিক্যাল সিম্বল আর ইতিহাস নিয়ে দীর্ঘদিন স্টাডি করা সত্ত্বেও বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে ল্যাংডন সব সময়ই প্রাচীন রহস্য এবং মানুষ ঈশ্বর হয়ে উঠবে, তাদের এই সম্ভাবনার কথায় বিশ্বাস করতে পারে নি।

মানতেই হচ্ছে, যুগের পর যুগ ধরে সিক্রেট জ্ঞান হস্তান্তরিত হবার অসংখ্য রেকর্ড রয়েছে ইতিহাসে। এটা এসেছে প্রথম দিককার মিশরিয় আধ্যাত্মিক গোষ্ঠীদের কাছ থেকে। এরপর এটি আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যায়, রেনেসাঁর সময় ইউরোপে এটি আবার উঠে আসে প্রাদপ্রদীপের আলোয়। বেশিরভাগ ঐতিহাসিকের মতে, সেখানেই এটা একদল বৈজ্ঞানিকের মধ্যে ঠাঁই পেয়ে যায়, যারা পরিচিত ছিলো ইউরোপের থিঙ্ক ট্যাঙ্ক

হিসেবে–রয়্যাল সোসাইটি অব লন্ডন–রহস্যজনকভাবেই এর ডাক নাম হলো 'অদৃশ্য কলেজ'।

এই গুপ্ত 'কলেজ' খুব দ্রুতই বিশ্বের সবচাইতে আলোকিত ব্যক্তিদের কাছে *brain trust* হিসেবে পরিগণিত হয়ে ওঠে–এরা হলেন আইজ্যাক নিউটন, ফ্রান্সিস বেকন, রবার্ট বয়েল, এমন কি বেনজামিন ফ্রাঙ্কলিন। আজকের আধুনিক যুগেও এর 'ফেলো'দের তালিকাটি কম আকর্ষণীয় নয়–আইনস্টাইন, হকিং, বোর এবং সেলসিয়াস। এইসব মহান ব্যক্তিরা মানুষের বোধগম্য জগতকে অনেক দূর পর্যন্ত নিয়ে গেছেন। কারো কারো মতে, অদৃশ্য কলেজের অভ্যন্তরে প্রাচীন জ্ঞানের সংস্পর্শে আসার কারণেই তাদের পক্ষে এতো বড় বড় কীর্তি করা সম্ভব হয়েছে। এ ব্যাপারে ল্যাংডনের মনে অবশ্য সন্দেহ আছে। তারপরও সে মনে করে ঐ অদৃশ্য কলেজের চারদেয়ালের মধ্যে অসংখ্য পরিমাণে 'মিস্টিক্যাল কাজ' সংরক্ষিত রয়েছে।

১৯৩৬ সালে আইজ্যাক নিউটনের গোপন কাগজপত্র প্রকাশিত হলে বিশ্ব হতবাক হয়ে দেখতে পায় নিউটন সব ধরণের প্রাচীন অ্যালকেমি এবং মিস্টিক্যাল প্রজ্ঞা নিয়ে স্টাডি করেছেন। নিউটনের নিজের হাতে লেখা রবার্ট বয়েলের কাছে এক চিঠিতে দেখা যায় তিনি তাদের অর্জিত মিস্টিক্যাল জ্ঞানের বিষয়ে বয়েলকে 'পুরোপুরি নীরবতা' পালন করতে বলছেন। "এটা জানাজানি হলে," নিউটন লিখেছেন, "এই পৃথিবীর অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যাবে।"

অদ্ভুত এই সতর্কতার ব্যাপারে আজও তর্ক বিতর্ক হয়ে থাকে।

"প্রফেসর," আচমকা সাটো তার ব্ল্যাক বেরি থেকে চোখ সরিয়ে বললো, "যদিও আপনি বার বার বলছেন আজ রাতে আপনি এখানে কেন এসেছেন সে ব্যাপারে কিছুই জানেন না, তারপরও বলছি, হয়তো পিটার সলোমনের আঙটিটার বিষয়ে কিছু বলতে পারবেন আপনি।"

"চেষ্টা করে দেখতে পারি," বললো ল্যাংডন।

নমুনা সংগ্রহের প্লাস্টিকের ছোট্ট ব্যাগটি ল্যাংডনের হাতে তুলে দিলো মহিলা। "এই আঙটিতে থাকা সিম্বলটার ব্যাপারে আমাকে বলুন।"

ফাঁকা প্যাসেজওয়ে দিয়ে যাবার সময় ল্যাংডন তার অতিচেনা আঙটিটা পরখ করতে লাগলো। দু'মাথার ফিনিক্স পাখি *অর্ডো অ্যাব চাও* লেখা একটি ব্যানার ধরে রেখেছে। পাখিটার বুকে ৩৩ সংখ্যাটি খোদাই করা। "দু'মাথার ফিনিক্স আর তেত্রিশ সংখ্যাটি ম্যাসোনদের সর্বোচ্চ ডিগ্রিকে বোঝায়।" টেকনিক্যালি এই সম্মানজনক ডিগ্রিটি কেবলমাত্র স্কটিশ রইট-এর অভ্যন্তরেই দেয়া হয়। তবে ম্যাসনারি ডিগ্রি এবং রাইটসগুলো অনেক জটিল প্রক্রিয়ায় দেয়া হয় সেসবের বিস্তারিত ব্যাখ্যা ইচ্ছে করেই সাটোকে বললো না ল্যাংডন। "ম্যাসনদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক এলিট এই সম্মানজনক তেত্রিশ ডিগ্রি লাভ করে থাকে। প্রতিটি ডিগ্রি অর্জন করতে হলে এর আগের ডিগ্রিটা ভালোভাবে সম্পন্ন করতে হয়। তবে তেত্রিশ ডিগ্রি দেবার বেলায় একটু বেশি সতর্কতা এবং সংরক্ষণ নীতি প্রয়োগ

করা হয়ে থাকে। এটা কেবলমাত্র আমন্ত্রণ দেয়ার মাধ্যমে প্রদান করা হয়ে থাকে।"

"তাহলে আপনি জানতেন পিটার সলোমন এলিট ইনার সার্কেলের একজন সদস্য?"

"অবশ্যই জানতাম। সদস্যপদের ব্যাপারটি খুব একটা গোপনীয় রাখা হয় না।"

"তিনি তাদের উচ্চপর্যায়ের অফিশিয়াল?"

"বর্তমান সময়ের কথা যদি বলেন, হ্যা। পিটার সুপৃম কাউন্সিল থার্টি থার্ড ডিগৃর প্রধান, যা কিনা আমেরিকার স্কটিশ রাইট-এর গর্ভনিং বডি।" ল্যাংডন সব সময়েই তাদের হেডকোয়ার্টারে যেতে পছন্দ করে–হাউজ অব দি টম্পেল–একটি ক্লাসিক্যাল মাস্টারপিস, যার সিম্বলিক অলঙ্কারগুলো স্কটল্যান্ডের রোজলিন চ্যাপেলের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে থাকে।

"প্রফেসর, আঙটিটার ব্যান্ডে যে এনগ্রেভিং রয়েছে সেটা কি আপনি লক্ষ্য করেছেন? ওটাতে লেখা আছে 'তেত্রিশ ডিগৃতি সব কিছু প্রকাশ করা হয়।' "

সায় দিলে ল্যাংডন। "এটা ম্যাসনিক ঐতিহ্যের কমন থিম।"

"আমার ধারণা এর মানে হালা, কেউ যদি ম্যাসনদের তেত্রিশ ডিগৃতে স্থান পায় তবে তার কাছে বিশেষ কোনো কিছু প্রকাশ করা হবে?"

"হ্যা, এটাই ঐতিহ্য। তবে সম্ভবত এটা বাস্তবতা নয়। সব সময় এই ষড়যন্ত্রমূলক অনুমাণ করা হয় যে, তাদের মধ্য থেকে যাকে এভাবে ম্যাসনদের উচ্চপর্যায়ে বেছে নেয়া হয় তাকে একটি মিসটিক্যাল সিক্রেট জানিয়ে দেয়া হয়। তবে আমার সন্দেহ, সত্য হলো, এটা অতো বেশি নাটকীয় কিছু নয়।"

মাঝেমধ্যেই ঠাট্টাচ্ছলে ম্যাসনিক সিক্রেটের কথা বলতো পিটার সলোমন, তবে ল্যাংডন মনে করতো তাকে প্রলুব্ধ করে ভ্রাতৃসংঘে যোগ দেবার জন্যেই পিটার এটি করতো। দুভার্গ্যের কথা হলো আজরাতে ঘটনাগুলো ঠাট্টাতামাশার বিষয় নয়। আর ল্যাংডনকে সিলগালা করা একটি প্যাকেজ রক্ষা করার জন্যে পিটারের যে আকুতি সেটাকেও এখন হলকা করে দেখার কোনো উপায় নেই।

পিটারের আঙটি রাখা প্লাস্টিকের ব্যাগটার দিকে বিষন্ন চোখে তাকালে ল্যাংডন। "ডিরেক্টর, আমি যদি এটা নিজের কাছে রাখি তবে কি আপনি কিছু মনে করবেন?" ল্যাংডন বললো।

মুখ তুলে তাকালো মহিলা। "কেন?"

"এটা পিটারের কাছে খুবই মূল্যবান একটি জিনিস। আজ রাতে আমি এটা তার কাছে ফিরিয়ে দিতে চাই।"

মহিলার চোখেমুখে সন্দেহ। "আশা করি সে সুযোগ যেনো আপনি পান।"

"ধন্যবাদ।" পকেটে আঙটিটা রেখে দিলো ল্যাংডন।

"আরেকটা প্রশ্ন।" গোলকধাঁধাতুল্য গলি দিয়ে দ্রুত হেটে যাবার সময় সাটো বললো। " 'তেত্রিশ ডিগৃ' এবং 'প্রবেশদ্বার'-এর ব্যাপারে আমার স্টাফরা যখন চেক করে দেখছিলো তখন পিরামিড সংক্রান্ত শত শথ রেফারেন্স পেয়েছে তারা?"

"এতেও অবাক হবার মতো কিছু নেই," বললো ল্যাংডন। "মিশরের পিরামডি নির্মাতারাই আধুনিক স্টোনম্যাসনদের পূর্বপুরুষ। পিরামিড এবং মিশরিয় থিমগুলো ম্যাসনিক সিম্বলিজমে খুবই কমন জিনিস।"

"কিসের সিম্বলাইজিং?"

"পিরামিড আসলে এনলাইটেনমেন্ট অর্থাৎ জ্ঞানের আলোকপ্রাপ্তকেই প্রতিনিধিত্ব করে। এটা প্রাচীনকালের মানুষদের পার্থিব সমতল থেকে উপরের স্বর্গের দিকে, সোনালী সূর্যের অভিমুখে অর্থাৎ আলোর অনিবার্য উৎসের দিকে উন্নীত হবার যে ক্ষমতা তারই একটি প্রতীক।"

সাটো একটু অপেক্ষা করলো। "আর কিছু না?"

আর কিছু না?! ল্যাংডন এইমাত্র ইতিহাসের সবচাইতে আভিজাত্যপূর্ণ প্রতীকের কথা বলেছে। *স্থাপনাটি মানুষকে ঈশ্বরের রাজত্বে ঠাঁই করে দিয়েছে।*

"আমার স্টাফদের মতে," সাটো বললো, "আজ রাতের ঘটনার সাথে এর অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক সংযোগ রয়েছে। তারা আমাকে জানিয়েছে, ওয়াশিংটনে একটি পিরামিড আছে এরকম একটি জনপ্রিয় লিজেন্ড নাকি রয়েছে–এমন একটি পিরামিড যার সাথে ম্যাসন এবং প্রাচীন রহস্যে সম্পর্ক রয়েছে?"

ল্যাংডন বুঝতে পারলো সাটো কিসের কথা বলছে। আর বেশি সময় নষ্ট করার আগেই এই ধারণাটি বাতিল করে দেবার চেষ্টা করলো সে। "আমিও এই লিজেন্ডটার কথা শুনেছি, ডিরেক্টর। তবে এটা একেবারেই কল্পনাপ্রসূত। ম্যাসনদের পিরামিড হলো ডিসি'র বহু পুরনো একটি মিথ। সম্ভবত ইউনাটেড স্টেট্সের গ্রেট সিলের পিরামিড থেকে এটার উৎপত্তি।"

"আপনি এটার কথা আগে কেন বলেন নি?"

কাঁধ ঝাঁকলো ল্যাংডন। "কারণ এর কোনো সত্যতা নেই। যেমনটি বললাম, এটি একটি মিথ। ম্যাসনদের ঘিরে থাকা অসংখ্য মিথের একটি।"

"তারপরও এই নির্দিষ্ট মিথটি সরাসরি প্রাচীন রহস্যের সাথে সম্পর্কিত?"

"নিশ্চয়, যেমনটি অন্য অনেক মিথের বেলায়ও প্রযোজ্য। প্রাচীন রহস্য অসংখ্য লিজেন্ডের উদগাতা, যার অনেকগুলো এখনও টিকে আছে–শক্তিশালী প্রজ্ঞার গল্প, টেম্পলারদের মতো সিক্রেট গার্ডিয়ানরা রক্ষা করে চলছে, রসিক্রুশিয়ান, ইলুমিনাতি, আলুমব্রাডো–তালিকাটা বলে শেষ করা যাবে না। এগুলো সবগুলোই প্রাচীন রহস্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত...ম্যাসনিক পিরামিড হলো সেরকমই একটি মিথ।"

"আচ্ছা," বললো সাটো। "এই লিজেন্ডটা আসলে কি বলে?"

একটু ভেবে ল্যাংডন বললো, "আমি আসলে ষড়যন্ত্র তত্ত্বের কোনো বিশেষজ্ঞ নই, তবে মিথলজিতে আমার লেখাপড়া রয়েছে। বেশিরভাগ লিজেন্ড অনেকটা এরকম হয়ে থাকে প্রাচীনরহস্য–প্রাচীনকালের হারিয়ে যাওয়া প্রজ্ঞা–এগুলোকে মানবসভ্যতার সবচাইতে পবিত্র সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অন্যসব সম্পদের মতো, এগুলোও

সুরক্ষিত অবস্থায় থাকে। যেসব আলোকিত জ্ঞানী এই প্রজ্ঞার আসল ক্ষমতা বুঝতে পেরেছিলো তারা এর ভয়াবহ সম্ভাবনার ব্যাপারেও আতঙ্কিত ছিলো। তারা জানতো এই সিক্রেট জ্ঞান যদি ইনিশিয়েট ব্যতীত কারো হাতে পড়ে তবে ধ্বংসাত্মক পরিণাম বয়ে আনবে সেটা। একটু আগে যেমনটি বলেছি। শক্তিশালী হাতিয়ার ভালো এবং খারাপ দু'কাজেই ব্যবহার করা যায়। তাই প্রাচীন রহস্য এবং মানবসভ্যতার ধারাবাহিকতাকে রক্ষা করার জন্যে প্রথমদিককার চর্চাকরীরা একটি গুপ্তসংঘ প্রতিষ্ঠা করেছিলো। এইসব ভ্রাতৃসংঘের ভেতরে তারা কেবল যথাযথভাবে ইনিশিয়েট হওয়া ব্যক্তিদের সাথেই এই প্রজ্ঞার ব্যাপারটি শেয়ার করে থাকে। এভাবে জ্ঞানী থেকে জ্ঞানীতে এটি হস্তান্তরিত হয়। অনেকে বিশ্বাস করে, আমরা আমাদের অতীত কালের রহস্যের মাস্টারদের দিকে ফিরে তাকাতে পারি...জদুকরদের গালগল্প, জাদুকর আর তান্ত্রিকরা।"

"এবং ম্যাসনিক পিরামিড?" সাটো জানতে চাইলো। "এটা কিভাবে খাপ খায়?"

"কী আর বলবো," ল্যাংডন এবার জোরে জোরে পা চালালো সাটোর সাথে তাল মেলানোর জন্যে, "এখানেই ইতিহাস আর মিথ সমন্বিত হতে শুরু করে। অনেকের মতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যেই সমগ্র ইউরোপে এইসব গুপ্তসংঘের বেশিরভাগ নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিলো। ক্রমবর্ধমান ধর্মীয় শক্তির উন্মেষের ফলেই এরা শেষ হয়ে যায়। বলা হয়ে থাকে ফ্ম্যাসনরাই প্রাচীন রহস্যের শেষ ধারকবাহক হিসেবে টিকে থাকে। বোধগম্য কারণেই তারা ভয় পেয়েছিলো, তাদের পূর্বতন ভ্রাতৃসংঘের মতো যদি তারাও শেষ হয়ে যায় তবে প্রাচীন রহস্য চিরকালের জন্যে হারিয়ে যাবে।"

"আর পিরামিড?" সাটো আবারও তাড়া দিলো।

ল্যাংডন সে কথাতেই আসছিলো। "ম্যাসনিক পিরামিডের লিজেন্ডটা একেবারেই সরল। বলা হয়, ম্যাসনরা ভবিষ্যত বংশধরদের জন্যে মহানজ্ঞান রেখে যাওয়ার যে কর্তব্য সেটা ঠিক ঠিক পালন করার জন্যে সিদ্ধান্ত নেয় সেটা কোনো মহান দূর্গে লুকিয়ে রাখবে।" গল্পটা মনে করার চেষ্টা করলো ল্যাংডন। "আবারো বলছি, এটা পুরোপুরিই একটি মিথ। মনে করা হয় ম্যাসনরা তাদের সিক্রেট জ্ঞান পুরনো বিশ্ব থেকে নতুন বিশ্বে স্থানান্তরিত করেছে–এই আমেরিকায়–এমন একটি দেশ যেখানে কোনো ধররে ধর্মীয় উগ্রতা আর নিষ্পেষণ থাকবে না বলে তারা আশা করেছিলো। এখানে তারা অপ্রবেশ্য এক দূর্গ নির্মাণ করে–একটি গুপ্ত পিরামিড–প্রাচীন রহস্যকে সুরক্ষিত করার জন্যে এর ডিজাইন করা হয়। যতো দিন সমগ্র মানবসভ্যতা এটার অভাবনীয় ক্ষমতা বুঝতে না পারবে, সামলাতে না পারবে ততো দিন এটা এখানেই লুকিয়ে রাখা হবে। মিথ অনুযায়ী, ম্যাসনরা তাদের মহান পিরামিডের শীর্ষে মুকুট হিসেবে খাঁটি স্বর্নের একটি ক্যাপস্টোন বসিয়ে দিয়েছে, এর ভেতরে বহু মূল্যবান কোনো সম্পদ আছে সেটার প্রতীকি অর্থে–মানব সভ্যতাকে তার পূর্ণ মাত্রার সম্ভাবনায় পৌছে দেয়ার সক্ষমতা রয়েছে প্রাচীন এই প্রজ্ঞার। *অ্যাপোথিওসিস*।"

"গল্পটা বেশ," বললো সাটো।

"হ্যা। সব ধরণের আজগুবি গালগল্পের শিকার হয়েছে ম্যাসনরা।"

"এটা নিশ্চিত, আপনি এ ধরণের পিরামিডের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না।"

"অবশ্যই করি না," জবাবে বললো ল্যাংডন। "এমন কোনো প্রমাণ নেই যে মনে হবে, আমাদের ম্যাসনিক পূর্বপুরুষেরা আমেরিকার মাটিতে কোনো ধরণের পিরামিড নির্মাণ করেছিলেন। ডিসি'তেও প্রশ্নই ওঠে না। একটা পিরামিড লুকিয়ে রাখাটা খুবই কঠিন। বিশেষ করে সব যুগে হারিয়ে যাওয়া প্রজ্ঞা ধারণ করার মতো বিশাল কোনো পিরামিড।"

ল্যাংডন স্মরণ করলো, লিজেন্ডটা কখনও ব্যাখ্যা করে নি ম্যাসনিক পিরামিডের ভেতরে ঠিক কি থাকতে পারে-এটা কি প্রাচীন টেক্সট, ওকাল্ট পুঁথি, বৈজ্ঞানিক তথ্য, নাকি রহস্যজনক কোনো কিছু-তবে লিজেন্ড বলে এর ভেতরে থাকা মহামূল্যবান তথ্য সাংকেতিকভাবে রাখা হয়েছে...আর সেটা কেবল অসম্ভব আলোকিত, বিদ্বান মানুষের পক্ষেই বোঝা সম্ভব।

"সে যাইহোক না কেন," বললো ল্যাংডন, "আমরা সিম্বলজিস্টরা এ ধরণের গল্পগুলোকে 'আর্কিটাইপাল হাইব্রিড' নামে ডেকে থাকি-অন্যসব ক্লাসিক লিজেন্ডের মিশ্রণ, জনপ্রিয় মিথলজি থেকে এতো বেশি সংখ্যক উপাদান ধার করে যে এটা শুধু কাহিনী বা আখ্যান হতে পারে-ঐতিহাসিক তথ্য নয়।"

ল্যাংডন যখন তার ছাত্রদেরকে আর্কিটাইপাল হাইব্রিড সম্পর্কে শিক্ষাদান করে তখন সে রূপকথার উদাহরণ ব্যবহার ক'রে থাকে যা কিনা প্রজন্ম পর প্রজন্ম ধরে ঘুরে বেড়ায় এবং ক্রমশ বাড়তে থাকে, যোগ হতে থাকে নানান উপাদান। এক সময় আসল গল্পটা আর চেনা যায় না। তবে কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট ঠিকই বজায় থাকে-উদ্ভিনা কুমারী, হ্যান্ডসাম যুবরাজ, অপ্রবেশ্য দূর্গ এবং শক্তিশালী জাদুরকাঠি। রূপকথার মাধ্যমে মন্দ আর ভালোর চিরন্তন লড়াইটি আমাদের শৈশবেই মনে ভেতর গেঁথে যায়।

একটা কর্নারে পৌছে গেলে ছোট্ট একটা সিঁড়ি দিয়ে আরো নীচে নেমে গেলো এন্ডারসনকে অনুসরণ করতে করতে। সাটো মাথা চুলকে বললো, "আমাকে এটা বলুন। আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে, পিরামিডকে এক সময় মনে করা হোতো ঈশ্বরের কাছে পৌছানোর জন্যে ফারাওদের একটি মিস্টিক্যাল প্রবেশপথ, তাই নয় কি?"

"আপনার কথা সত্য।"

সাটো থেমে ল্যাংডনের এক হাত ধরলো, বিস্ময় এবং অবিশ্বাসের মাঝামাঝি এক অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে তার চোখেমুখে। "আপনি বলছেন পিটার সলোমনকে যে লোক ধরে রেখেছে সে আপনাকে একটি গুপ্ত প্রবেশপথ খুঁজে বের করতে বলছে, আর আপনার একবারও মনে হয় নি সে আসলে ম্যাসনিক পিরামিডের কথা বলছে?"

"যেভাবেই দেখুন না কেন, ম্যাসনিক পিরামিড একটি রূপকথা। একেবারে খাঁটি ফ্যান্টাসি।"

সাটো তার খুব কাছে এগিয়ে এলে মহিলার নিঃশ্বাসে সিগারেটের গন্ধ টের পেলো।

"এ ঘটনায় আপনার অবস্থানের ব্যাপরটি আমি বুঝতে পেরেছি, প্রফেসর। কিন্তু আমার তদন্তের স্বার্থে এটা এড়িয়ে যাওয়াটা খুব কঠিন। একটি প্রবেশপথ পথ দেখিয়ে দেবে গুপ্ত কোনো জ্ঞানের হদিস? আমার কাছে পিটার সলোমনকে আঁটকে রাখা ঐ লোকটার কথাগুলোকে এরকমই মনে হচ্ছে। তার দাবি কেবল আপনিই এটা খুলতে পারবেন।"

"আমার মোটেও বিশ্বাস হচ্ছে না–"

"আপনি কি বিশ্বাস করলেন সেটা কোনো ব্যাপার নয়। আপনার বিশ্বাসকে সরিয়ে রেখে এটা অন্তত মেনে নিন যে, এই লোকটা বিশ্বাস করে ম্যাসনিক পিরামিড সত্যি আছে।"

"ঐ লোকটা বদ্ধ উন্মাদ! সে হয়তো এও বিশ্বাস করে SBB13 হলো আন্ডারগ্রাউন্ড পিরামিডে প্রবেশ করবার প্রবেশদ্বার, যার ভেতরে রয়েছে প্রাচীনকালের হারানো প্রজ্ঞা!"

সাটো ঠায় দাঁড়িয়ে পড়লো। তার দু'চোখে ক্রোধের আগুন। "আজ রাতে আমি যে সংকটের মোকাবেলা করছি সেটা কোনো রূপকথা নয়, প্রফেসর। এটা একেবারেই বাস্তব। এ কথা আমি নিশ্চিত ক'রে বলতে পারি।"

শীতল এক নীরবতা নেমে এলো তাদের দু'জনের মধ্যে।

"ম্যাম?" দশ ফিট দূরে একটা নিরাপদ দরজার দিকে ইশারা করে এন্ডারসন বললো। "আমরা প্রায় পৌঁছে গেছি। আপনি যদি চান তো আরো অগ্রসর হতে পারি।"

অবশেষে সাটো ল্যাংডনের উপর থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে এন্ডারসনকে এগিয়ে যেতে ইঙ্গিত করলো।

নিরাপদ দরজাটা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো তারা। দরজার ভেতরে সংকীর্ণ একটা গলি চলে গেছে। ল্যাংডন প্রথমে ডানে তারপর বায়ে তাকালো। *ঠাট্টা করছেন আপনারা।*

সে দাঁড়িয়ে আছে তার জীবনে দেখা সবচাইতে দীর্ঘ এক হলওয়ে'র সামনে।

অধ্যায় ৩১

কিউবের উজ্জ্বল আলো থেকে বেরিয়ে বাইরের নিকষ কালো অন্ধকারে পা বাড়াতেই ট্রিশ ডান অতি পরিচিত শিড়দাড়া বেয়ে শীতল প্রবাহ বয়ে যাওয়াটা টের পেলো। এসএমএমসি'র ফ্রন্ট গেট এইমাত্র জানিয়েছে ক্যাথারিনের অতিথি ডা: আবাডন এসে পৌছেছে, তাকে এখন পাঁচ নাম্বার পডে নিয়ে আসতে হবে। এ কাজটা ট্রিশকেই করতে বলা হয়েছে। এখানে ভিজিট করতে আসা এই লোকটি সম্পর্কে ক্যাথারিন তাকে তেমন কিছুই বলে নি। ট্রিশ লোকটার ব্যাপারে কৌতুহল বোধ করছে। বোঝা যাচ্ছে এই লোককে পিটার সলোমন খুব বিশ্বাস করে। সলোমন তো এর আগে এখানে কাউকে আমন্ত্রণ জানায় নি। এই প্রথম।

আশা করি ভালোভাবেই এই জায়গাটা সে অতিক্রম করতে পারবে, অন্ধকারে হাটতে হাটতে ভাবলো ট্রিশ। ক্যাথারিনের ভিআইপি যেনো আতঙ্কিত হয়ে পড়ে সেটাই মনে প্রাণে চাইছে। *প্রথমবার সব সময়ই বাজে হয়ে থাকে।*

ট্রিশের প্রথমবারটি ছিলো এক বছর আগে। ক্যাথারিনের প্রস্তাব গ্রহণ করে চাকরিটা করতে রাজি হয় সে, তারপর প্রয়োজনীয় কাগজপত্রে সই করে ক্যাথারিনের সাথেই এসএমএসসি'র এই ল্যাবে আসে। 'রাস্তা' নামে পরিচিত অন্ধকার এলাকাটি তারা দু'জন হেটে পার হয়ে পড৫ লেখা একটি দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। তখনও ক্যাথারিন তাকে মানসিকভাবে প্রস্তুত নেবার জন্যে বলে যাচ্ছিলো, কিন্তু দরজাটা খুলে গেলে ট্রিশ যা দেখতে পেলো সেটার জন্যে সে মোটেও প্রস্তুত ছিলো না।

ফাঁকা।

ক্যাথারিন সেই গাঢ় অন্ধকারেই কয়েক ফিট সামনে এগিয়ে গিয়ে ট্রিশকে বললো তাকে অনুসরণ করতে। "আমার উপর আস্থা রাখো। তুমি হারিয়ে যাবে না।"

ট্রিশ কল্পনা করলো স্টেডিয়ামের মতো বিশাল একটি অন্ধকার ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে, এ কথা ভাবতেই ঘেমে উঠতে শুরু করলো সে।

"তোমাকে সঠিক পথে রাখার জন্যে আমাদের কাছে একটি গাইডেন্স সিস্টেম রয়েছে।" মেঝের দিকে ইঙ্গিত করলো ক্যাথারিন। "খুবই লো-টেক।"

ট্রিশ অন্ধকারেই সিমেন্টের মেঝের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখতে পেলো সংকীর্ণ একটি কার্পেট চলে গেছে সামনের অন্ধকারের দিকে।

"তোমার পায়ের কাছে দেখতে পাচ্ছো," বললো ক্যাথারিন। "আমার পেছন পেছন আসতে থাকো।"

ক্যাথারিন অন্ধকারে উধাও হয়ে গেলে টৃশ তার ভয় এড়িয়ে অনুসরণ করতে শুরু করলো। *এটা পাগলামি!* কার্পেটের উপর দিয়ে মাত্র কয়েক ফিট এগোতেই তার পেছনে থাকা স্টিলের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেলো সশব্দে। যেটুকু ক্ষীণ আলো ছিলো তাও উধাও হয়ে গেলো নিমেষে। তার নাড়িস্পন্দন বাড়তে শুরু করলো এবার। পায়ের নীচে থাকা কার্পেটের দিকে সমস্ত মনোযোগ দিলো সে। কিছু দূর এগোতেই টের পেলো শক্ত সিমেন্টের মেঝেতে পা পড়েছে। চমকে উঠে সঙ্গে সঙ্গে আবার কার্পেটটা খুঁজে নিলো আন্দাজ করে করে।

সামনের অন্ধকার থেকে ক্যাথারিনের কণ্ঠটা শোনা গেলো, এই কালচে গহ্বরে সেটা যেনো প্রাণহীন কোনো কণ্ঠ বলেই মনে হলো টৃশের কাছে। "মানুষের শরীর খুবই বিস্ময়কর," বললো সে। "তার একটা ইন্দ্রিয়কে বঞ্চিত করবে তো সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা ইন্দ্রিয় সচল হয়ে উঠবে। এই মুহূর্তে তোমার পায়ের নার্ভগুলো নিজেরাই 'টিউনিং' হয়ে আরো বেশি স্পর্শকাতর হয়ে উঠছে।"

ভালো জিনিস, মনে মনে বললো টৃশ। আবারও নিজের পথ ঠিক করে নিলো।

নীরবে হেটে গেলো তারা। মনে হলো অনেকটা সময় কেটে গেছে। "আর কতো দূর?" অবশেষে জানতে চাইলো টৃশ।

"আমরা মাঝপথে আছি।" ক্যাথারিনের কণ্ঠটা এখন আরো দূর থেকে শোনা গেলো।

নিজের গতি বাড়িয়ে দিলো টৃশ। *আমি তো আমার চোখের এক মিলিমিটার দূরের জিনিসও দেখতে পাচ্ছি না!* "ক্যাথারিন? কখন হাটা থামাতে হবে সেটা বোঝো কিভাবে?"

"একটু পরই সেটা বুঝতে পারবে," জবাবে বললো ক্যাথারিন।

এটা এক বছর আগের ঘটনা। আর আজরাতে টৃশ নিজেই একজনকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসবে এই গাঢ় অন্ধকার দিয়ে। কার্পেটের পরিবর্তন টের পেয়ে বুঝে গেলো এক্সিট থেকে সে মাত্র তিন ফিট দূরে আছে। বেইসবল খেলার ভক্ত হিসেবে পিটার সলোমন এটাকে ওয়ার্নিং ট্র্যাক বলে অভিহিত করে থাকে। টৃশ থেমে গিয়ে কি-কার্ডটা বের করে স্লটের ভেতরে সেটা ইনসার্ট করলো।

শব্দ করতে করতে খুলে গেলো দরজাটা।

এসএমএসসি'র হলওয়ের ওয়েলকামিং লাইটের দিকে চোখ কুচকে তাকালো টৃশ।

ফাঁকা করিডোর দিয়ে যেতে যেতে টৃশ খেয়াল করলো সে রিড্যাক্টেড ফাইলটির কথা ভাবছে। *প্রাচীন প্রবেশপথ? সিক্রেট আন্ডারগ্রাউন্ড লোকেশন?* ভাবতে লাগলো মার্ক জুবিয়ানিস এই রহস্যময় ডকুমেন্টটির অবস্থান খুঁজে বের করতে পারবে কিনা।

কন্ট্রোলরুমের ভেতরে প্লাজমা ওয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে রহস্যময় ডকুমেন্টটির দিকে তাকিয়ে আছে ক্যাথারিন। তার কাছে মনে হচ্ছে এই ডকুমেন্টটি ঠিক ঐ লিজেন্ডটার উপরেই যার কথা তার ভাই ডা: আবাডনকে বলেছে।

...গোপন লোকেশন আন্ডারগ্রাউন্ড যেখানে...
...ওয়াশিংটন ডিসি'র কোথাও, কো-অর্ডিনেটগুলো...
...একটি প্রাচীন প্রবেশদ্বার উন্মোচিত করো যেটি পথ দেখিয়েছে...
...সাবধান পিরামিড-এর ভেতরে বিপজ্জনক...
...এই এনগ্রেইভ সিম্বলনটির অর্থোদ্ধার করো...

এই ফাইলের বাকি অংশটুকু আমাকে দেখতে হবে, মনে মনে বললো ক্যাথারিন।

কিছুক্ষণ প্লাজমা ওয়ালের দিকে তাকিয়ে সেটার সুইচ বন্ধ ক'রে দিলো সে। ক্যাথারিন সব সময়ই এই এনার্জি-ইনটেনসিভ ডিসপ্লেটার সুইচ বন্ধ করে রাখে যাতে করে ফুয়েল সেলের তরল হাইড্রোজেন রিজার্ভ থাকে।

তার কি-ওয়ার্ডটি পর্দায় মিলিয়ে যেতে দেখলো সে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পর্দা জুড়ে নেমে এলো গাঢ় অন্ধকার।

নিজের অফিসে ফিরে এলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই ডা: আবাডন এসে পৌছাবেন। তাকে স্বাগত জানাতে হবে।

অধ্যায় ৩২

"প্রায় পৌঁছে গেছি," বললো এন্ডারসন, ল্যাংডন এবং সাটোকে অন্তহীন এক করিডোরে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে সে। "লিনকনের সময় এই প্যাসেজটি নোংরা ময়লা আর্বজনায় আর ইঁদুরে ভরে ছিলো।"

জায়গাটা যে পরিস্কার করা হয়েছে সেজন্যে কৃতজ্ঞ বোধ করলো ল্যাংডন। সে মোটেও ইঁদুরের ভক্ত নয়। তাদের দলটি অব্যহতভাবেই এগিয়ে যাচ্ছে। তাদের পায়ের শব্দ অদ্ভুত শোনাচ্ছে। কিছুটা ভৌতিক। প্যাসেজের ভেতর মাঝেমধ্যেই প্রতিধ্বণি তুলছে সেটা। লম্বা হলওয়ের একপাশে সারি সারি দরজা, কিছু দরজা বন্ধ তবে বেশিরভাগ দরজাই সামান্য ফাঁক করা। দেখে মনে হচ্ছে এখানকার বেশিরভাগ ঘরই পরিত্যক্ত। ল্যাংডন লক্ষ্য করছে দরজাগুলোর নাম্বার ক্রমশ কমে আসছে। কিছুক্ষণ পর মনে হচ্ছে এগুলো শেষ হয়ে আসবে।

SB4 . . . SB3 . . . SB2 . . . SB1

একটা নাম্বারবিহীন দরজা অতিক্রম করলো তারা, কিন্তু নাম্বারগুলো আবার বাড়তে শুরু করলে এন্ডারসন থেমে গেলো।

HB1 . . . HB2 . . .

"দুঃখিত," এন্ডারসন বললো। "ভুল করে ফেলেছি। আমি এতো ভেতরে মনে হয় কখনই আসি নি।"

তাদের দলটি কয়েক ফিট পেছনে গিয়ে একটা পুরনো লোহার দরজার সামনে থামলো। ল্যাংডন বুঝতে পারলো এটা হলওয়ের মাঝখানের অংশ-যে মধ্যরেখাটি সিনেট বেইজমেন্ট (এসবি) এবং হাউজ বেইজমেন্ট (এইচবি)-এর মধ্যে অবস্থিত। দেখা গেলো এই দরজাটিও মার্ক করা আছে, তবে এর এনগ্রেভিং এতোটাই বিবর্ণ হয়ে গেছে সে সেটা চোখেই পড়ে না।

SBB

"এই সেই জায়গা," বললো এন্ডারসন। "যেকোনো সময় চাবি এসে পৌঁছাবে।"

সাটো তার হাতঘড়িটা দেখে নিলো।।

SBB লেখাটা দেখে এন্ডারসনকে জিজ্ঞেস করলো ল্যাংডন, "এটা মাঝখানে থাকা সত্ত্বেও এটাকে সিনেট সাইড হিসেবে চিহ্নিত করা আছে কেন?"

এন্ডারসনকে দেখে মনে হচ্ছে সে কথাটা বুঝতে পারছে না। "আপনি কি বলছেন?"

"এটাতে লেখা আছে SBB, তার মানে এটা S দিয়ে শুরু হয়েছে, H দিয়ে নয়।"

মাথা ঝাঁকালো এন্ডারসন। "SBB-এর S দিয়ে সিনেট বোঝায় না। এটা–"

"চিফ?" দূর থেকে একজন গার্ড তাকে ডাকলো। লোকটার হাতে একটা চাবি। তাদের দিকেই আসছে।

"দুঃখিত, স্যার। একটু বেশি সময় লেগে গেছে। আমরা SBB-এর মেইন চাবিটা খুঁজে পাচ্ছি না। অক্সিলিয়ারি বাক্স থেকে বাড়তি একটা চাবি নিয়ে এসেছি।"

"আসলটা হারিয়ে গেছে?" অবাক হয়ে এন্ডারসন জানতে চাইলো।

"সম্ভবত হারিয়ে গেছে," জবাবে বললো গার্ড। তার নিঃশ্বাস ফুরিয়ে আসছে যেনো। "অনেক বছর ধরে কেউ তো এখানে আসে নি। তাই চাবিটারও দরকার পড়ে নি।"

চাবিটা হাতে নিয়ে নিলো এন্ডারসন। "SBB13-এর দ্বিতীয় কোনো চাবি নেই?"

"দুঃখিত, SBB-এর কোনো ঘরেরই চাবি এখন পর্যন্ত আমরা খুঁজে পাই নি। ম্যাকডোনাল্ড খুঁজে দেখছে।" গার্ড তার ওয়্যারলেস সেট হাতে নিয়ে কথা বললো, "বব? আমি চিফের সাথে আছি। SBB13-এর বাড়তি কোনো চাবি পাওয়া গেছে কি?"

গার্ডের ওয়্যারলেস সেটে একটা কণ্ঠ জবাব দিলো। "সত্যি বলতে কি ব্যাপরটা অদ্ভুতই। আমরা কম্পিউটারাইজ করার পর থেকে এখানে কোনো এন্ট্রি দেখতে পাচ্ছি না। তবে লগবুকে দেখা যাচ্ছে বিশ বছর আগে SBB-এর সবগুলো ঘরই পরিস্কার ক'রে পরিত্যাক্ত করা হয়েছে। ওগুলো এখন অব্যবহৃত জায়গা হিসেবে তালিকাবদ্ধ করা হয়েছে।" একটু থামলো সে। "শুধুমাত্র SBB13 বাদে।"

এন্ডারসন ওয়্যারলেস সেটটি হাতে নিয়ে নিলো। "আমি চিফ বলছি। শুধুমাত্র SBB13 বাদে বলতে তুমি কি বোঝাচ্ছো?"

"স্যার," কণ্ঠটা জবাবে বললো, একটু ইতস্তত করছে যেনো। "আমার কাছে একটা হাতে লেখা নোট আছে, সেটাতে SBB13-কে 'প্রাইভেট' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। অনেক দিন আগের নোট, তবে স্থপতি নিজে এটা লিখে স্বাক্ষর করেছেন।"

আর্কিটেক্ট কলতে এই ক্যাপিটল ভবন ডিজাইন করেছেন যিনি তার কথা বোঝানো হচ্ছে না, এটা ল্যাংডন জানে, আসলে যে লোক এটি পচিালনা করে তাকে বোঝানো হচ্ছে। আর্কিটেক্ট হিসেবে যে লোককে ক্যাপিটলে নিযুক্ত করা হয়েছে তর দায়িত্ব এর রক্ষণাবেক্ষণ, নিরাপত্তা, লোকবল নিয়োগ এবং সংস্কার সাধন করা।

"অদ্ভুত ব্যাপার তো..." ওয়্যারলেসের কণ্ঠটা বললো, "আর্কিটেক্টের নোটে কি এই 'প্রাইভেট স্পেস'টিকে পিটার সলোমনের ব্যবহার করতে পারবেন বলে কোনো উল্লেখ আছে?"

ল্যাংডন, সাটো এবং এন্ডারসন একসাথে একে অন্যের দিকে মুখ চাওয়া চাওয়ি করলো।

"স্যার, আমার ধারণা," কণ্ঠটা বলতে লাগলো, "মিঃ সলোমনের কাছে SBB এবং SBB13-এর প্রাইমারি চাবি দুটো রয়েছে।"

নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারছে না ল্যাংডন। ক্যাপিটলের বেইজমেন্টে

পিটারের প্রাইভেট রুম আছে? সে সব সময়ই জানতো পিটার সলোমনের অনেক সিক্রেট রয়েছে, কিন্তু এরকম সিক্রেটের কথা শুনে ল্যাংডন নিজেও বিস্মিত।

"ঠিক আছে,"এন্ডারসন বললো, তার মধ্যে অবশ্য বিস্ময়ের কোনো ছিঁটেফোঁটাও নেই। "আমাদেরকে SBB13-এ ঢুকতে হবে, সুতরাং ওটার বিকল্প চাবি খুঁজতে থাকো।"

"ঠিক আছে, স্যার। আপনার অনুরোধের প্রেক্ষিতে আমরা ডিজিটাল ইমেজও খুঁজে-"

"ধন্যবাদ," কথার মাঝখানেই এন্ডারসন বোতাম টিপে বাধা দিলো। "এই পর্যন্তই। যতো দ্রুত পারো ফাইলটা ডিরেক্টর সাটোর ব্ল্যাক বেরিতে সেন্ড করে দাও।"

"বুঝতে পেরেছি, স্যার।" ওয়্যারলেসটি বন্ধ হয়ে গেলো।

সেটটি গার্ডের কাছে ফিরিয়ে দিলো এন্ডারসন।

গার্ড একটা ব্লুপ্রিন্টের ফটোকপি বাড়িয়ে দিলো তার চিফের দিকে। "স্যার, ধূসর রঙেরটা SBB, আর SBB13-কে আমরা X দিয়ে চিহ্নিত করেছি, সুতরাং খুঁজে পেতে কোনো অসুবিধা হবে না। এরিয়াটি খুবই ছোটো।"

গার্ডকে ধন্যবাদ জানিয়ে ব্লুপ্রিন্টের দিকে চোখ বোলালো এন্ডারসন। গার্ড আর কিছু না বলে চলে গেলো নিজের কাজে। ল্যাংডন তাকিয়ে দেখতেই অবাক হয়ে গেলো। ইউএস ক্যাপিটলের নক্সাটা তার কাছে অসংখ্য কিউবিকেলের হিজিবিজি সমাহার বলে মনে হচ্ছে তার কাছে।

কিছুক্ষণ ব্লুপ্রিন্টটা দেখে মাতা নেড়ে সায় দিয়ে সেটা পকেটে ভরে রাখালো এন্ডারসন। SBB লেখা দরজার দিকে ফিরে হাতে চাবি নিয়ে একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে থেমে গেলো সে। দরজাটা খোলার ব্যাপারে অস্বস্তি বোধ করছে। একই রকম অনুভূতি ল্যাংডনেরও হচ্ছে। এই দরজার ভেতরে কি আছে সে ব্যাপারে তার কোনো ধারণাই নেই। কিন্তু সলোমন এখানে যাই রেখে থাকুক না কেন সেটা যে গোপন রাখার জন্যেই রেখেছে সে ব্যাপারে তার মনে কোনো সন্দেহ নেই। *খুবই গোপন।*

সাটো গলা খাকারি দিলে এন্ডারসন বুঝে গেলো এটার অর্থ কি। গভীর করে নিঃশ্বাস নিয়ে চাবি ঢোকালো চিফ। কিন্তু চাবিটা ঘুরছে না। ক্ষণিকের জন্যে ল্যাংডনের মনে হলো এটা ভুল চাবি। তবে দ্বিতীয়বার ঘোরাতেই তালা খুলে যেতেই দরজাটা ঠেলে খুলে ফেললো এন্ডারসন।

মড়মড় শব্দ ক'রে দরজাটা খুলতেই ভেতর থেকে ভ্যাপসা বাতাস বেরিয়ে এলো।

অন্ধকারে চোখ কুচকে তাকালো ল্যাংডন কিন্তু কিছুই দেখতে পেলো না।

"প্রফেসর," অন্ধকারে হাতরিয়ে বাতির সুইচটা পেতেই পেছনে থাকা ল্যাংডনের দিকে ঘুরে বললো এন্ডারসন। "আপনার প্রশ্নের জবাবে বলছি, SBB-এর S দিয়ে সিনেট বোঝায় না। এটা দিয়ে বোঝানো হয় sub।"

"sub?" হতভম্ব হয়ে জানতে চাইলো ল্যাংডন।

সায় দিয়েই সুইচ টিপে বাতি জ্বালিয়ে দিলো সে। একটা ছোট্ট বাতি জ্বলে উঠতেই

দেখা গেলো ভয়ঙ্করবাবেই খাড়া একটি সিঁড়ি নেমে গেছে গাঢ় অন্ধকারে। "SBB হলো ক্যাপিটলের সাববেইজমেন্ট।"

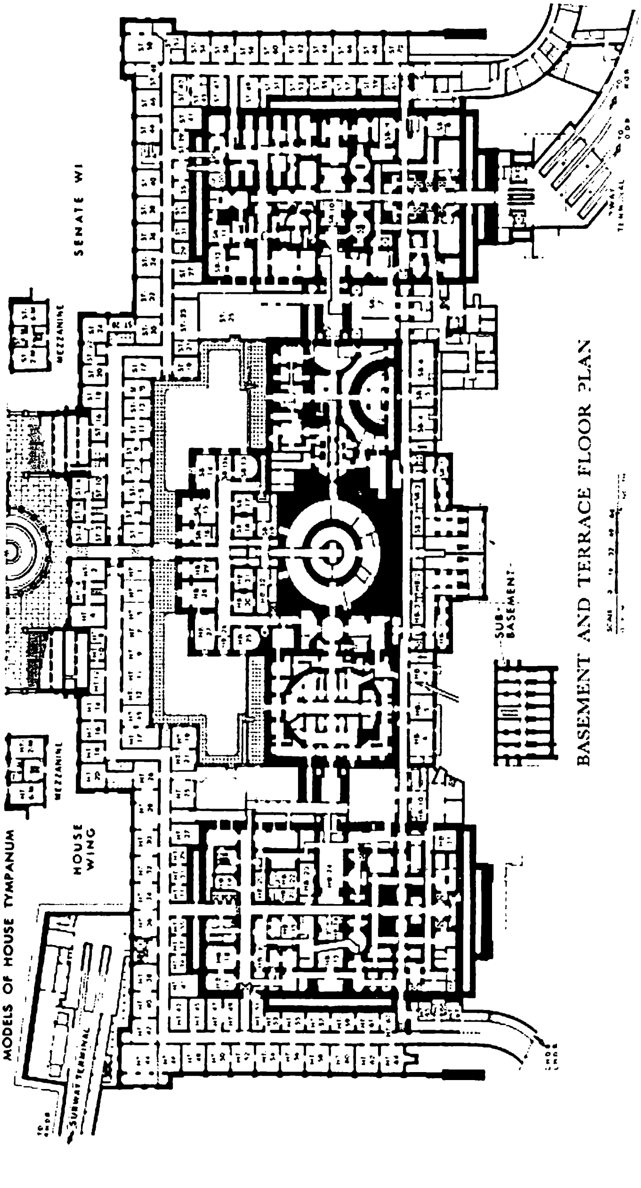

অধ্যায় ৩৩

সিস্টেম সিকিউরিটি স্পেশালিস্ট মার্ক জুবিয়ানিস তার সোফায় ডুবে ল্যাপটপের পর্দায় ভেসে ওঠা তথ্যটা দেখে ভিমড়ি খেলো।

এটা আবার কোন ধরণের ঠিকানা/ অ্যাড্রেস?

তার সবচাইতে কার্যকর হ্যাকিং হাতিয়ারগুলো পর্যন্ত এই ডকুমেন্টের ভেতর প্রবেশ করতে কিংবা টৃশের দেয়া আইপি অ্যাড্রেসটার পরিচয় বের করতে ব্যর্থ হচ্ছে। দশ মিনিট পার হয়ে গেলেও তার প্রোগ্রাম এখন পর্যন্ত নেটওয়ার্কের ফায়ারওয়াল ভেদ করার মতো কিছুই করতে পারে নি। ভেদ করতে যে পারবে সে ব্যাপারে খুব একটা আশাবাদীও হতে পারছে না সে। *তারা আমার উপর টেক্কা দিচ্ছে।* অন্য কোনো টুল ব্যবহার করে ভিন্নভাবে আবার চেষ্টা করে দেখতে যাবে এমন সময় তার ফোনটা বেজে উঠলো।

টৃশ, উফ ঈশ্বর। আমি তো বলেছি তোমাকে ফোন করে জানাবো। টিভিতে দেখতে ফুটবল গেমের শব্দ মিউট করে ফোনটা ধরলো সে। "হ্যা?"

"আপনি কি মার্ক জুবিয়ানিস?" এক লোক তাকে জিজ্ঞেস করলো। "ওয়াশিংটনের ৩৫৭ কিংস্টন ড্রাইভ ইন?"

ফোনের অপরপ্রান্তে লোকজনের গুঞ্জন শুনতে পেলো মার্ক। *খেলার সময় একজন টেলিমার্কেটিয়ার? তারা কি পাগল হয়ে গেলো নাকি?* "আমাকে আন্দাজ করতে দিন। আঙ্গুইলা'তে আমি এক সপ্তাহের অবকাশ যাপন করার সুযোগ জিতে গেছি?"

"না," কোনো রকম ঠাট্টার রেশ ছাড়াই কণ্ঠটা জবাব দিলো। "সিআইএ'র সিস্টেম সিকিউরিটি থেকে বলছি।"

ক্যাপিটল বিল্ডিংয়ের সাববেইজমেন্টের তিন তলা উপরে ভিজিটর সেন্টারের বিশাল খোলামেলা চত্বরে সিকিউরিটি গার্ড নুনেজ প্রতি রাতের মতোই প্রধান এন্ট্রি গেটটা বন্ধ করে তালা মেরে রাখলো। মূল্যবান মার্বেলের মেঝে দিয়ে হেটে যাবার সময় টাট্টু আঁকা আর্মি-সারপ্লাস জ্যাকেট পরা লোকটার কথা ভাবলো সে।

তাকে আমি ভেতরে ঢুকতে দিয়েছি। আগামীকাল তার চাকরিটা থাকে কিনা ভাবতে লাগলো নুনেজ।

এস্কেলেটরের দিকে পা বাড়াতেই বাইরের দরজায় জোরে জোরে আঘাতের শব্দ শুনে ঘুরে তাকাতেই দেখতে পেলো বাইরে একজন বয়স্ক আফ্রিকান-আমেরিকান লোককে। কাঁচের উপর হাত দিয়ে আঘাত করছে, তাকে ভেতরে ঢুকতে দেবার জন্যে ইশারা করছে লোকটা।

মাথা ঝাঁকিয়ে নুনেজ তার হাতঘড়িটার দিকে ইশারা করলো।

লোকটি আবারো কাঁচে আঘাত করে আলোর মধ্যে এসে দাঁড়ালো। চমৎকার নীল রঙের সুট পরা, মাথায় ছোটো ছোটো করে কাটা সোনালী রঙের চুল। নুনেজের নাড়িস্পন্দন বেড়ে গেলো মুহূর্তে। *এসব হচ্ছে কি!* দূর থেকেও নুনেজ চিনতে পারলো লোকটা কে। দৌড়ে গিয়ে দরজার তালা খুলে দিলো সে। "আমি দুঃখিত, স্যার। প্লিজ, ভেতরে আসুন।"

ক্যাপিটলের আর্কিটেক্ট ওয়ারেন বেলামি ভেতরে ঢুকে ভদ্রভাবে মাথা নেড়ে ধন্যবাদ জানালো নুনেজকে। বেলামি দেখতে ছোটোখাটো কিন্তু শক্তসামর্থ্য একজন মানুষ। বুক টান করে হাটে, তার দৃষ্টি অর্ন্তভেদী। সেখানে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস। এই পুরো এলাকাটির নিয়ন্ত্রণ তার উপরেই ন্যস্ত। বিগত পচিশ বছর ধরে বেলামি ইউএস ক্যাপিটলের সুপারভাইজার হিসেবে কাজ করেছে।

"আপনাকে আমি কি সাহায্য করতে পারি, স্যার?"

"ধন্যবাদ।" চিবিয়ে চিবিয়ে স্পষ্ট উচ্চারণে বললো কথাটা। নর্থইস্টার্ন আইভি লিগ গ্র্যাজুয়েট বেলামি এতো স্পষ্ট উচ্চারণে কতা বলে যে অনেকে তাকে একজন বৃটিশ বলে ভুল করে থাকে। "এইমাত্র আমি জানতে পারলাম এখানে নাকি একটা ঘটনা ঘটেছে।" তাকে দেখে খুব চিন্তিত বলে মনে হচ্ছে।

"জি স্যার। এটা–"

"চিফ এন্ডারসন কোথায়?"

"নীচের তলায় আছেন, সিআইএ'র অফিস অব সিকিউরটির ডিরেক্টর সাটোর সঙ্গে।"

বেলামির চোখ দুটো গোল গোল হয়ে গেলো। "এখানে সিআইএ এসে পড়েছে?"

"জি স্যার। ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে ডিরেক্টর সাটো এখানে চলে এসেছেন।"

"কেন?" বেলামি অবাক হয়ে জানতে চাইলো।

কাঁধ তুললো নুনেজ। *আরে আমাকে কেন জিজ্ঞেস করছেন?*

এস্কেলেটরের দিকে পা বাড়ালো বেলামি। "তারা এখন কোথায়?"

"তারা সবাই নীচের লেভেলে গেছেন।" পেছন পেছন যেতে যেতে বললো নুনেজ।

পেছনে ফিরে চিন্তিত ভঙ্গিতে বললো বেলামি, "নীচের তলায়? কেন?"

"আমি সেটা জানি না–আমি আমার ওয়্যারলেসে শুনেছি।"

এখন আরো বেশি দ্রুত হাটছে বেলামি। "আমাকে এক্ষুণি তাদের কাছে নিয়ে যাও।"

"জি স্যার।"

দ্রুত পদক্ষেপে খোলা চত্বরটি দিয়ে যাবার সময় বেলামির হাতে বড়সড় স্বর্নের আঙটিটার দিকে একঝলক তাকালো নুনেজ।

নুনেজ তার ওয়্যারলেস সেট হাতে নিয়ে বললো, "চিফকে আপনার আসার কথা জানিয়ে দিচ্ছি আমি।"

“না।” বিপজ্জনকভাবে জ্বলে উঠলো বেলামির দু’চোখ। “আমি চাই তারা এ খবরটা না জানুক।”

আজ রাতে নুনেজ বিরাট একটি ভুল করে বসেছে, কিন্তু আর্কিটেক্ট এই ভবনে এসে পৌঁছেছে সে কথা যদি চিফকে আগেভাগে না জানায় তবে আর রক্ষা নেই। “স্যার?” কাচুমাচু করে বললো সে। “আমার মনে হয় চিফ এন্ডারসনকে–”

“তুমি নিশ্চয় জানো আমি মিঃ এন্ডারসনকে নিয়োগ দিয়েছি?” বললো বেলামি।

সায় দিলো নুনেজ।

“তাহলে আমার মনে হয় সেও চাইবে তুমি আমার আদেশ পালন করো।”

অধ্যায় ৩৪

টৃশ ডান এসএমএসসি'র লবিতে ঢুকেই অবাক হয়ে গেলো। যে অতিথি এখানে অপেক্ষা করার কথা ডাক্তারকে দেখে নৃতত্ত্ব, সমুদ্রবিজ্ঞান কিংবা অন্য কোনো বৈজ্ঞানিক বিষয়ক বই পড়ুয়া পণ্ডিত ব'লে মনে হচ্ছে না। বরং এর বিপরীত কিছু মনে হচ্ছে, ডাঃ আবাডন দেখতে অভিজাত কোনো ব্যক্তির মতোই, পরে আছে চমৎকার একটা সুট। খুবই লম্বা এবং পেটানো শরীর। মুখটা রোদে পোড়া–নিয়মিত সূর্যস্নানের ফল। মাথার চুলগুলো একেবারেই সোনালী, আর সেগুলো ছোটো করে ছাটা। দেখে মনে হয় ল্যাবরেটরিতে কাজ করেন না, আরাম আয়েশে থাকেন।

"আমার মনে হয় আপনি ডাঃ আবাডন?" হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো টৃশ।

লোকটা দ্বিধার সাথেই টৃশের করমর্দন করলো। "আমি দুঃখিত। আপনি কে?"

"টৃশ ডান," জবাবে বললো সে। আমি ক্যাথারিনের অ্যাসিসটেন্ট। আপনাকে ল্যাবে নিয়ে যাবার জন্যে আমাকে পাঠিয়েছে।"

"ও আচ্ছা।" লোকটার মুখে এবার হাসি দেখা গেলো। "আপনার সাথে পরিচিত হয়ে খুব ভালো লাগছে, টৃশ। আমাকে দেখে কনফিউজড হয়ে থাকলে দুঃখিত। আমার ধারণা ছিলো ক্যাথারিন এখানে একাই থাকবে।" হলের দিকে ইঙ্গিত করে বললো সে। "তাহলে আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যান।"

লোকটা খুব দ্রুত কাটিয়ে উঠলেও টৃশ তার চোখে হতাশার চিহ্ন দেখতে পেলো। ডাঃ আবাডনের ব্যাপারে অতি গোপনীয়তার কারণটি এখন সে বুঝতে পারলো। *রোমান্টিক কোনা ব্যাপার হবে হয়তো?* ক্যাথারিন কখনওই তার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কথা বলে না। কিন্তু তার অতিথি দেখতে খুবই আকর্ষণীয় এবং অভিজাত, অবশ্য বয়সে তার চেয়ে ছোটোই হবে। লোকটা নির্ঘাত ক্যাথারিনদের মতোই ধনী পরিবারের। ডাঃ আবাডন হয়তো মনে করেছিলেন আজ রাতে এখানে ক্যাথারিন ছাড়া আর কেউ থাকবে না।

লবির সিকিউরিটি চেকপয়েন্টে একজন গার্ডই রয়েছে, টৃশকে দেখা মাত্রই সে কান থেকে হেডফোন খুলে রাখলেও সেটা থেকে রেডস্কিনদের খেলার ধারাবিবরণী স্পষ্ট শুনতে পেলো টৃশ। গার্ড মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে ভিজিটরকে চেক করে ডাক্তারের বুকে একটা টেম্পোরারি সিকিউরিটি ব্যাজ পরিয়ে দিলো।

"জিতলো কে?" পকেট থেকে সেলফোন, চাবির রিং আর সিগারেট লাইটার বের করে রাখার সময় বেশ আগ্রহ নিয়ে ডাক্তার জানতে চাইলো।

"স্কিনরা তিন শূন্য ব্যবধানে জিতেছে। তার কথা শুনে মনে হচ্ছে যতো দ্রুত সম্ভব

কাজ শেষ করে রেডিও শুনতে চাচ্ছে সে। "ফাটাফাটি খেলা হয়েছে।"

"মিঃ সলোমন খুব জলদিই এসে পড়বেন," গার্ডকে বললো টৃশ। "উনি আসলে ল্যাবে পাঠিয়ে দিও।"

"ঠিক আছে।" তারা চলে যাবার সময় গার্ড হেসে বললো। "আগেভাগে জানিয়ে দেবার জন্যে ধন্যবাদ। আমি নিজেকে খুব ব্যস্ত দেখাবো।"

টৃশের এই কথাটা শুধুমাত্র গার্ডকে আগেভাগে জানিয়ে দিয়ে উপকার করা জন্যেই নয়, বরং ডাঃ আবাডনকে বুঝিয়ে দেয়া ক্যাথারিনের সাথে তার এই রোমান্টিক সাক্ষাতের সময় টৃশ ছাড়াও আরেকজন থাকবে।

"তো, ক্যাথারিনকে চেনেন কিভাবে?" রহস্যময় অতিথির দিকে তাকিয়ে টৃশ জানতে চাইলো।

মুচকি হাসলো ডাঃ আবাডন। "ওহ্ লম্বা এক গল্প। আমরা এক সঙ্গে একটা কাজ করছি।"

বুঝেছি, মনে মনে বললো টৃশ। *এটা আমার জানার দরকার নেই।*

"অসাধারণ ফ্যাসিলিটিজের একটি জায়গা," বিমাল করিডোর দিয়ে যাবার সময় চারপাশে তাকিয়ে বললো আবাডন। "আমি এর আগে কখনও এখানে আসি নি।"

তার ভরাট কণ্ঠটি প্রতিটি পদক্ষেপের সাথে সাথে আরো বেশি বন্ধুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। টৃশ লক্ষ্য করতে পারলো কাজটা সে ইচ্ছাকৃতভাবেই করছে। হলওয়ের উজ্জ্বল আলোয় টৃশের কাছে মনে হলো তার মুখের রোদেপোড়া চামড়াটি সম্ভবত নকল। *আজব।* ফাঁকা করিডোর দিয়ে যাবার সময় টৃশ তাকে এখানকার বিভিন্ন জায়গার বর্ণনা, কার্যক্রম জানিয়ে দিলো।

অতিথিকে দেখে মনে হলো খুবই মুগ্ধ হয়েছে। "কথা শুনে মনে হচ্ছে এখানে অমূল্য সব আর্টিফ্যাক্টস রয়েছে। আমি তো আমা করেছিলাম সবখানেই গার্ড থাকবে।"

"তার কোনো দরকার নেই," মাথার উপরে সিলিংয়ে থাকা সারি সারি মাছের চোখ-আকৃতির লেন্সের দিকে ইঙ্গিত করলো সে। "এখানকার সিকিউরিটি ব্যবস্থা অটোমেটিক। করিডোরের প্রতিটি ইঞ্চি রেকর্ড রাখা হয় চব্বিশ/সাতে। এই কারিডোরটা হলো এখানকার মেরুদণ্ড। কি-কার্ড আর পিন নাম্বার ছাড়া এই করিডোর দিয়ে কোনো রুমেই ঢোকা সম্ভব নয়।"

"ক্যামেরার ব্যবহার বেশ ভালোমতোই করা হয়।"

"আমাদের এখানে কখনও চুরির ঘটনা ঘটে নি। কিন্তু এটাও তো ঠিক, এই জাদুঘরটি এমন জায়গা নয় যে এখানে ডাকাতি হবে–এখানে রক্ষিত নিদর্শন বস্তুগুলোর কালোবাজারে কোনো চাহিদা নেই।"

মুচকি হাসলো ডাঃ আবাডন। "আশা করি আপনি ঠিকই বলেছন।"

"আমাদের সবচাইতে বড় সমস্যা হলো ইঁদুর আর পোকামাকড়।" টৃশ সবিস্তারে জানাতে শুরু করলো কিভাবে এই ভবনের ভেতর পোকামাকড় আর ইঁদুরের উপদ্রব থেকে

রক্ষা পাওয়ার জন্যে সিস্টেম ব্যবহার করা হয়। স্থাপত্যিকভাবে এখানে একটা জিনিস আছে যেটাকে বলা হয় 'ডেড জোন'–পুরো ভবনকে একটা বিশেষ দেয়াল দিয়ে মুড়িয়ে রাখা হয়।

"অবিশ্বাস্য," বললো আবাডন। "তাহলে ক্যাথারিন এবং পিটারের ল্যাবটি কোথায়?"

"পাঁচ নাম্বার পডে," বললো টৃশ। "এই হলওয়ের শেষমাথায় অবস্থিত সেটা।"

আচমকা থেমে গেলো আবাডন। ডান দিকে থাকা ছোট্ট একটা জানালার দিকে ঘুরে গেলো সে। "ওয়াও! এটা দেখেছেন!"

হেসে ফেললো টৃশ। "হ্যা, এটা তিন নাম্বার পড। এটাকে বলে ওয়েট-পড।"

"*ওয়েট*, মানে ভেজা?" কাঁচের খুব কাছে গিয়ে বললো আবাডন।

"এখানে তিন হাজার গ্যালন তরল ইথানল রয়েছে। একটু আগে দানবাকৃতির স্কুইডের কথা বলেছিলাম আপনাকে, সে কথা মনে আছে?"

"এটাই কি সেই স্কুইড?!" টৃশের দিকে চোখ গোল গোল ক'রে তাকালো ডাঃ আবাডন। "এটা তো অনেক বড়!"

"এটা স্ত্রী আর্কিটিউথিস," বললো টৃশ। "লম্বায় চল্লিশ ফিটের মতো হবে।"

ডাঃ আবাডন এতোটাই অবাক হলো যে টৃশের কাছে মনে হচ্ছে সে বুঝি কোনো বাচ্চা ছেলেকে চিড়িয়াখানার জানোয়ার দেখাচ্ছে। পাঁচ সেকেন্ড ধরে চোখের পলক না ফেলেই কাঁচের জানালা দিয়ে প্রাণীটা দেখে গেলো ডাক্তার সাহেব।

"ঠিক আছে," অবশেষে হাসতে হাসতে বললো টৃশ। কি-কার্ড বের করে পিন নাম্বার টাইপ করতে শুরু করলো সে। "আসুন। আপনাকে আমি স্কুইডটা দেখাচ্ছি।"

মৃদু আলোর তিন নাম্বার পডের ভেতর ঢুকতেই দেয়ালে থাকা সিকিউরিটি ক্যামেরাগুলো দেখে নিলো মালাখ। ক্যাথারিনের নাদুসনুদুস অ্যাসিসটেন্ট এই ঘরে রাখা দর্শনীয় প্রাণীগুলোর বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছে অনেকটা আপন মনেই। সেসব কথা অবশ্য মালাখ মনোযোগ দিয়ে শুনছে না। এই ঘরের দানবাকৃতির স্কুইড নিয়ে তার কোনো মাথা ব্যথা নেই। অপ্রত্যাশিত কোনো সমস্যা সমাধান করার জন্যে এই অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রাইভেট স্পেসটি কিভাবে ব্যবহার করা যায় সেটা নিয়েই ভাবছে সে।

অধ্যায় ৩৫

ক্যাপিটলের সাববেইজমেন্টে যাওয়ার জন্যে যে কাঠের সিঁড়িটা আছে সেরকম খাড়া এবং সংকীর্ণ সিঁড়ি ল্যাংডন জীবনেও ব্যবহার করে নি।

তার শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুতগতির হয়ে যাচ্ছে, ফুসফুস চেপে আসছে যেনো। নীচের এদিকটায় বাতাস ঠাণ্ডা আর গুমোট। কয়েক বছর আগে ভ্যাটিকানের নেকরোপোলিসের সংকীর্ণ সিঁড়িটার কথা না ভেবে পারলো না ল্যাংডন। *মৃতের শহর।*

তাদের সামনে এন্ডারসন টর্চলাইট হাতে পথ দেখিয়ে যাচ্ছে। ল্যাংডনের পেছনে আছে সাটো, মাঝমধ্যেই মহিলা হাত দিয়ে পেছন থেকে ঠেলা দিচ্ছে তাকে। *আমি যতো দ্রুত সম্ভব যাচ্ছি।* গভীর ক'রে দম নিলো ল্যাংডন, দু'পাশের সংকীর্ণ দেয়াল দুটোর কথা ভুলে থাকার চেষ্টা করলো সে। সিঁড়িটা এতোটাই সংকীর্ণ যে তার কাঁধ সোজা ক'রে রাখা যাচ্ছে না। তার কাঁধে ঝুলে থাকা ডে-ব্যাগটি দেয়ালের সাথে ঘষা খাচ্ছে।

"আপনার এই ব্যাগটা উপরে রেখে আসা উচিত ছিলো," পেছন থেকে সাটো বললো তাকে।

"আমি ঠিক আছি," জবাবে বললো ল্যাংডন, এই ব্যাগটি হাতছাড়া করার কোনো ইচ্ছে তার নেই। পিটারের ছোট্ট প্যাকেজটির কথা ভাবলো সে। ইউএস ক্যাপিটলের এই সাববেইজমেন্টের সাথে এই জিনিসটির সম্পর্ক কি ভেবে পাচ্ছে না এখনও।

"আর অল্প কিছু ধাপ বাকি আছে," বললো এন্ডারসন। "প্রায় পৌঁছে গেছি আমরা।"

তাদের দলটি এবার অন্ধকারে পদার্পণ করলো, সিঁড়ির উপরে জ্বলে থাকা একমাত্র বাতিটি এখন তাদের নাগালের বাইরে। কাঠের সিঁড়ির ধাপ শেষ হতেই ল্যাংডন বুঝতে পারলো নোংরা মেঝেতে পা রেখেছে সে। *জার্নি টু দি সেন্টার অব দি আর্থ– পৃথিবীর কেন্দ্রে পরিভ্রমণ।* তার পেছনে সাটোও নেমে এলো।

টর্চলাইটের আলো আশেপাশে ফেলে দেখতে লাগলো এন্ডারসন। সাববেইজমেন্টটি দেখতে মোটেও কোনো বেইজমেন্টের মতো লাগছে না। একটা সংকীর্ণ করিডোর যেনো সিঁড়ি থেকে উপরের দিকে উঠে গেছে। এন্ডারসন প্রথমে ডান এবং পরে বাম দিকে আলো ফেললে ল্যাংডন দেখতে পেলো প্যাসেজটি লম্বায় পঞ্চাশ ফিটের মতো হবে, দু'পাশে সারি সারি ছোটো ছোটো কাঠের দরজা রয়েছে। দরজাগুলোর মাঝখানের জায়গা এতোটাই অল্প যে ল্যাংডন আন্দাজ করতে পারলো ঘরগুলো চওড়ায় দশ ফিটের বেশি হবে না।

ACME *স্টোরেজ ডোমাটালিয়ার ভূ-গর্ভস্থ কক্ষের সাথে গিয়ে মিলবে,* এন্ডারসন ব্লুপ্রিন্টটা দেখতে নিলে ল্যাংডন ভবালো। ব্লুপ্রিন্টে সাববেইজমেন্টের একটি জায়গায় X

চিহ্ন দিয়ে SBB13 রুমটির অবস্থান চিহ্নিত করা হয়েছে। ল্যাংডন লক্ষ্য না করে পারলো না যে, এই লেআউটটির সাথে চৌদ্দ-সমাধি মসোলিয়ামের বেশ সাদৃশ্য রয়েছে–সাতটি ভল্ট অন্য সাতটি ভল্টের মুখোমুখি অবস্থিত–এরই একটাতে কবর সরিয়ে এই মাত্র তারা যে সিঁড়িটা দিয়ে নেমে এসেছে সেটা বসানো হয়েছে। *সব মিলিয়ে মোট তেরোটি।*

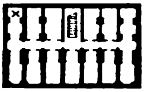

তার সন্দেহ আমেরিকার 'তেরো' সংক্রান্ত ষড়যন্ত্র তত্ত্ব বাস্তবিকই ভিত্তি পাবে যদি তারা জানতে পারেতো সেটা ইউএস ক্যাপিটলের ঠিক তেরা তলা নীচে অবস্থিত। অনেকে ইউনাটেড স্টেটসের গ্রেট সিল-এ তেরোটি তারকা আর তীর, পিরামিডের তেরোটি ধাপ, তেরোটি রক্ষাকবচ স্ট্রাইপ, তেরোটি অলিভ পাতা, তেরোটি চিঠি এবং এরকম আরো অনেক কিছু দেখে সন্দেহ করতেই পারে।

"এটা দেখে তো পরিত্যাক্ত বলেই মনে হচ্ছে," বললো এন্ডারসন। তাদের সামনের কক্ষটির দিকে আলো ফেললো সে। কাঠের ভারি দরজাটা পুরোপুরি খোলা। টর্চের আলোতে সংকীর্ণ পাথরের একটি ঘর দেখা যাচ্ছে–দশ ফিটের মতো চওড়া এবং তেরো ফিটের মতো গভীর হবে সেটা–যেনো একটা কানাগলি। সেই ঘরে অল্প কিছু কাঠের বাক্স আর কিছু প্যাকিং পেপার ছাড়া আর কিছু নেই।

দরজার উপর পিতলের একটি প্লেটের উপর আলো ফেললো এন্ডারসন। প্লেটটি পুরনো হলেও মার্কিংটা পড়ার যোগ্য।

SBB IV

"SBB চার," এন্ডারসন বললো।

"তাহলে SBB13 কোন্‌টি?" জানতে চাইলো সাটো।

এন্ডারসন তার টর্চের আলো করিডোরের দক্ষিণ প্রান্তে ফেললো। "ওখানে।"

সংকীর্ণ প্যাসেজটার দিকে চোখ কুচকে তাকাতেই ল্যাংডন ভয়ে কেঁপে উঠলো। এই শীতল জায়গাতেও টের পেলো কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে।

সারি সারি দরজাগুলো অতিক্রম করার সময় তারা দেখতে পেলো সবগুলো ঘরই দেখতে এক রকম, দরজা খোলা, বোঝা যাচ্ছে বহু আগেই পরিত্যাক্ত করা হয়েছে সেগুলো। শেষ মাথায় এসে এন্ডারসন ডান দিকে মোড় নিয়ে টর্চের আলো ফেললো SBB13-এর দরজার উপরে।

তবে অন্য দরজাগুলোর মতো SBB13-এর দরজাটা খোলা নয়। বন্ধ অবস্থায় আছে।

এই দরজাটিও দেখতে ঠিক আগেরগুলোর মতো–ভারি এবং লোহার হাতল আর সবুজ রঙ করা পিতলের নাম্বার প্লেট। এই দরজার নাম্বার প্লেটের উপর যে সাতটি অক্ষর লেখা আছে ঠিক সেই অক্ষরগুলোই পিটারের হাতের তালুতে আঁকা ছিলো।

SBB XIII

দয়া করে বলুন এই দরজাটি তালা মারা আছে, মনে মনে বললো ল্যাংডন।

কোনো রকম ইতস্তত না করেই সাটো কথা বললো। "দরজাটা খোলার চেষ্টা করুন।"

একটু অস্বস্তি নিয়ে পুলিশ চিফ দরজার হাতলটা ধরে মোচড় দিলো। কোনো কাজ হলো না। টর্চের আলো ফেললো এবার। পুরনো আমলের লক আর কিহোল দেখতে পেলো।

"মাস্টার কি দিয়ে চেষ্টা করুন," বললো সাটো।

উপরতলা থেকে নেয়া মেইন চাবিটা বের করে এন্ডারসন দেখতে পেলো ওটা কিহোলে খাপ খাচ্ছে না।

"আমার কি ভুল হচ্ছে," সাটো ব্যঙ্গ করে বললো, "নাকি ইমার্জেন্সির সময়ও সিকিউরিটিরা এখানকার সবগুলো জায়গায় যাবার সুযোগ পায় না?"

হতাশ হয়ে এন্ডারসন সাটোর দিকে তাকালো। "ম্যাম, আমার লোকজন বিকল্প চাবি খুঁজছে, তবে–"

"এই লকটা গুলি করে ভাঙুন," দৃঢ়তার সাথে বললো মহিলা।

ল্যাংডনের নাড়িস্পন্দন বেড়ে গেলো।

গলা খাকারি দিলো এন্ডারসন। খুবই অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গেছে সে। "ম্যাম, আমি বিকল্প চাবির জন্যে অপেক্ষা করছি। এভাবে দরজার তালায় গুলি করতে স্বস্তি বোধ করছি না–"

"সিআইএ'র তদন্তে বাধা দেবার অপরাধে আপনি সম্ভবত জেলখানায় থাকলেই বেশি স্বস্তি বোধ করবেন।"

একেবারে হতভম্ব দেখালো এন্ডারসনকে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে টর্চলাইটটা সাটোর হাতে দিয়ে হোলস্টার থেকে পিস্তল বের ক'রে নিলো সে।

"দাঁড়ান!" বললো ল্যাংডন, এভাবে আর চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না সে। "একবার ভাবুন। এই দরজার পেছনে কি আছে সেটার খোঁজ না দিয়ে পিটার বরং তার ডান হাতটা হারিয়েছে। আপনি কি নিশ্চিত এ কাজটা আমাদের করতেই হবে? এই দরজাটির তালা খোলার অর্থ হবে একজন সন্ত্রাসীর দাবি পূরণ করা।"

"আপনি কি পিটার সলোমনকে ফিরে পেতে চান?" জানতে চাইলো সাটো।

"অবশ্যই চাই, তবে–"

"তাহলে আপনাকে বলবো তাকে যে লোক আঁটকে রেখেছে তার কথা মতো কাজ করা।"

"প্রাচীন একটি প্রবেশদ্বার খুলে দেয়া? আপনি মনে করছেন এটাই সেই প্রবেশদ্বার?"

ল্যাংডনের মুখে আলো ফেললো সাটো। "প্রফেসর, এটা কি সে সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই নেই। এটা কোনো স্টোরেজ অথবা প্রাচীন কোনো পিরামিডের গোপন প্রবেশপথ, যা-ই হোক না কেন, আমি এটা খুলবো। আমি কি বাঝাতে পেরেছি?"

টর্চের আলোয় চোখ কুচকে আছে ল্যাংডন। অবশেষে মাথা নেড়ে সায় দিলো সে।

টর্চের আলো ল্যাংডনের উপর থেকে সরিয়ে দরজার তালার উপর ফেললো সাটো। "চিফ? খুলুন।"

একান্ত অনিচ্ছায় এন্ডারসন তার অস্ত্রটা হাতে নিয়ে কাচুমাচু করতে শুরু করে দিলো।

"ওহ্ ঈশ্বরের দোহাই লাগে!" তার হাত থেকে সাটো অস্ত্রটা কেড়ে নিয়ে টর্চটা ধরিয়ে দিলো এন্ডারসনের হাতে। "এটা দিয়ে আলো ফেলুন।" একেবারে অভিজ্ঞ লোকের মতোই সে অস্ত্রটা কক্ করে দরজার লকের উপর গুলি চালাতে উদ্যত হলো।

"দাঁড়ান!" চিৎকার করে ল্যাংডন বললেও ততোক্ষণে বেশ দেরি হয়ে গেছে।

পর পর তিনবার অস্ত্রটা গর্জে উঠলো।

ল্যাংডনের মনে হলো তার কানের পর্দা বুঝি ফেঁটেই গেছে। *মহিলা কি উন্মাদ?!* সংকীর্ণ এই জায়গায় অস্ত্রের শব্দগুলো কানে তালা লাগিয়ে দেবার মতো শোনালো।

এন্ডারসনকে দেখেও মনে হচ্ছে তার কানে তালা লেগে গেছে।

দরজার তালাটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেলে একটু ফাঁক হয়ে সেটা খুলে গেলো।

পিস্তলের বাট দিয়ে দরজায় আঘাত করে পুরোপুরি খুলে ফেললো সাটো। ভেতরের গাঢ় অন্ধকার দেখা যাচ্ছে।

ল্যাংডন ভেতরে তাকালেও অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখতে পেলো না। *গন্ধটা কিসের?* অন্ধকারের ভেতর থেকে অদ্ভুত এক গন্ধ ভেসে আসছে।

এন্ডারসন দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে টর্চের আলো ফেললো মেঝেতে। এই ঘরটাও অন্য ঘরগুলোর মতোই–লম্বা, সংকীর্ণ একটি জায়গা। দেয়ালগুলো খরখরে পাথরের, ফলে ঘরটা দেখে মনে হয় প্রাচীনকালের কোনো বন্দীশালা। *কিন্তু গন্ধটা...*

"এখানে তো কিছুই নেই," এন্ডারসন ঘরের ভেতর আলো ফেলে বললো। এবার দরজার বিপরীত দিকের দেয়ালে আলো ফেললো সে।

"হায় ঈশ্বর...!" চিৎকার করে উঠলো এন্ডারসন।

সবাই দেখতে পেলো সেটা, আর দেখা মাত্রই আৎকে পিছু হটে গেলো।

দরজার বিপরীত দিকের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে অবিশ্বাসে রইলো ল্যাংডন।

ভয়ঙ্কর ব্যাপার হলো, তার দিকেও কিছু একটা তাকিয়ে আছে।

অধ্যায় ৩৬

"হায় ঈশ্বর, এটা আবার কি...?" SBB13-এর ভেতরে এন্ডারসন আৎকে উঠে হাতের টর্চলাইটটা প্রায় ফেলেই দিতে যাচ্ছিলো। ভয়ে পিছিয়ে গেলো সে।

ল্যাংডন এবং সাটোরও একই অবস্থা। মহিলাকে এই প্রথম ভড়কে যেতে দেখা গেলো।

সাটো তাদের সামনের দেয়ালের দিকে অস্ত্রটা তাক করে এন্ডারসনকে আবারো টর্চের আলো ফেলার ইশারা করলো। টর্চটা তলে ধরলো এন্ডারসন। বিপরীত দিকের দেয়ালে টর্চের আলোটা খুব মৃদু হয়ে পড়লেও বিবর্ণ আর ভৌতিক মুখটা দেখার জন্যে যথেষ্টই বলা যায়। প্রাণহীন দুটো চক্ষু কোটর তাদের দিকেই চেয়ে আছে।

নরকঙ্কালের মুণ্ড।

দরজার বিপরীত দিকের দেয়ালে একটা কাঠের ডেস্কের উপর মুণ্ডুটা রাখা আছে। সেই মুণ্ডটার পাশেই মানুষের দুটো পা আর অন্যান্য জিনিসগুলো সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে–একটি অ্যান্টিক বালিঘড়ি, ক্রিস্টালের ফ্লাস্ক, মোমবাতি, সাদা পাউডারের দুটো প্লেট এবং একটা কাগজের শিট। ডেস্কের পাশের দেয়ালে ভয়ঙ্করদর্শন লম্বা একটি কাস্তে রাখা আছে। এর বাঁকা ব্লেডটি অনেকটা গ্রিম রিপারের মতো।

ঘরের ভেতর কয়েক পা হেটে গেলো সাটো। "তো...মনে হচ্ছে আমার ধারণার চেয়েও অনেক বেশি সিক্রেট রেখেছেন পিটার সলোমন।"

এন্ডারসন সায় দিয়ে তার পাশে এসে দাঁড়ালো। "আপনার ক্লোসেটে কঙ্কালের কথা বলা।" টর্চ দিয়ে ঘরের বাকি অংশ দেখে নিলো সে। "আর গন্ধটা?" নাক চেপে বললো। "সেটা কিসের?"

"সালফারের," পেছন থেকেই জবাব দিলো ল্যাংডন। "ডেস্কে দুটো প্লেট আছে। ডান দিকের প্লেটে লবন রয়েছে। অন্যটাতে আছে সালফার।"

"অবিশ্বাসে সাটো ঘুরে দাঁড়ালো। "এ কথা আপনি কি করে জানলেন?!"

"কারণ ঠিক এ রকম ঘর সারা পৃথিবীতে অনেক রয়েছে।"

সাববেইজমেন্টের এক তলা উপরে ক্যাপিটল সিকিউরিটি গার্ড নুনেজ ক্যাপিটলের আর্কিটেক্ট ওয়ারেন বেলামিকে লম্বা এক হলওয়ে দিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এটা চলে গেছে পূর্ব দিকের বেইজমেন্টে। নীচ থেকে তিনটি গুলির শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেয়েছে নুনেজ।

আর কোনো পথ নেই।

"সাববেইজমেন্ট দরজাটা খোলা," বললো বেলামি। হলওয়ের শেষ মাথায় খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে তারা।

অদ্ভুত এক রাতই বটে, ভাবলো নুনেজ। নীচে কেউ যায় নি। "কি হয়েছে সেটা খুঁজে বের করতে পারলে খুব খুশি হবো।" ওয়্যারলেস সেটটি হাতে নিয়ে বললো সে।

"তুমি তোমার কাজে ফিরে যাও," বললো বেলামি। "এখান থেকে আমি একাই যেতে পারবো।"

অবাক হলো নুনেজ। "আপনি নিশ্চিত?"

ওয়ারেন বেলামি নুনেজের কাঁধে একটা হাত রাখলো। "বাবা, এখানে আমি পঁচিশ বছর ধরে কাজ করছি। আমার মনে হয় আমি আমার পথ খুঁজে নিতে পারবো।"

অধ্যায় ৩৭

এ জীবনে মালাখ কিছু অদ্ভুত জায়গা দেখেছে, কিন্তু সেগুলোর মধ্যে খুব কমই তিন নাম্বার পডের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে। বিশাল ঘরটা দেখে মনে হয় কোনো ক্ষ্যাপাটে বৈজ্ঞানিক ওয়ালমার্টের একটি শাখা অধিগ্রহণ করে এর প্রতিটি সেলফ আর তাকে সব ধরণের আকার এবং আকৃতির নিদর্শন বস্তু দিয়ে ভরিয়ে রেখেছে। ফটোগ্রাফিক ডার্করুমের মতো ঘরটার ভেতর লাল রঙের 'সেফলাইট' জ্বলে আছে। সেলফের নীচ থেকে উপরের দিকে মুখ করে জ্বলে আছে সেগুলো, ফলে ইথানল ভর্তি কন্টেইনারগুলো আলোকিত হয়ে আছে। সংরক্ষণ করার রাসায়নিকের গন্ধ বমির উদ্রেক করছে।

"এই পডে বিশ হাজারের মতো নমুনা সঙগৃহীত করা আছে," মোটাসোটা মেয়েটি বললো। "মাছ, ইঁদুরজাতীয় প্রাণী, স্তন্যপায়ী, সরিসৃপ।"

"আশা করি সবগুলোই মৃত?" জানতে চাইলো মালাখ, সে খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছে এরকম একটি ভান করার চেষ্টা করছে।

হেসে ফেললো মেয়েটি। "হ্যা, হ্যা। একদম মৃত। সবগুলোই। একটা কথা আপনাকে বলি, এখানে কাজ শুরু করার ছ'মাস পরেও এ জায়গায় আসতে সাহস করি নি আমি।"

কারণটা কি সেটা মালাখ বুঝতে পারলো। যেখানেই তাকাচ্ছে জারের ভেতর মৃত প্রাণী দেখতে পাচ্ছে সে। তারপরও এইসব সংগ্রহ যেনো চমকে দেবার জন্যে যথেষ্ট নয় তাই সেলফলাইট নামের বাতি জ্বালিয়ে পরিবেশটাকে আরো ভুতুরে করা হয়েছে। অবশ্য এই সেলফলাইট ব্যবহার করা হয়েছে নমুনাগুলো সুরক্ষার জন্যে। এখানে কোনো লোক বেশিক্ষণ থাকলে মনে হবে বিরাট একটা অ্যাকুরিয়ামের ভেতর দাঁড়িয়ে আছে সে, যেখানে প্রাণহীন প্রাণীগুলো জড়ো হয়ে অন্ধকারের ভেতর থেকে তাকে দেখে যাচ্ছে।

"এটা হলো *কোয়েলাকান্থ*," বড়সড় কাঁচের কন্টেইনারের ভেতর রাখা মালাখের দেখা সবচাইতে কুৎসিত একটি মাছ দেখিয়ে বললো মেয়েটি। "মনে করা হতো ডাইনোসরের সাথে সাথে তারা বিলুপ্ত হয়ে গেছে কিন্তু কয়েক বছর আগে আফ্রিকায় ধরা পড়লে তারা এটি স্মিথসোনিয়ানে দান করে দেয়।"

আপনারা ভাগ্যবান, মনে মনে বললো মালাখ। মেয়েটির কথা সে খুব একটা শুনছে না। দেয়ালে কোনো সিকিউরিটি ক্যামেরা আছে কিনা দেখছে সে। একটা খুঁজে পেলো–দরজার উপরে–অবাক করার কিছু নেই, কারণ এই দরজাটিই এখানকার একমাত্র প্রবেশপথ।

"আপনি যা দেখতে চেয়েছিলেন সেটা আছে এখানে..." বললো মেয়েটি। তাকে

নিয়ে গেলো বিশাল একটি ট্যাঙ্কের কাছে, বাইরে থেকে এটাই সে দেখেছিলো। "আমাদের এখানে রাখা সবচাইতে দীর্ঘতম নিদর্শন বস্তু।" এমনভাবে হাত দিয়ে জিনিসটা দেখালো যেনো গেম শো'তে উপস্থাপিকা নতুন কোনো গাড়ি দেখাচ্ছে। "আর্কিটিউথিস।"

স্কুইডের ট্যাঙ্কটি দেখতে এক সারি কাঁচের ফোনবুথের মতো। এর ভেতরে ভীষণ ফ্যাকাসে লম্বা একটি তালগোল পাকানো আকৃতি দেখা যাচ্ছে। মালাখ প্রাণীটার বাস্কেটবল আকৃতির চোখ দুটোর দিকে তাকালো। "আপনার *কোয়েলাকান্থ* দেখতে খুবই হ্যান্ডসাম লাগছে," বললো সে।

"ওটা জ্বলে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।"

ট্যাঙ্কটির এক পাশে একটি সুইচ টিপে দিলো মেয়েটি, সঙ্গে সঙ্গে ট্যাঙ্কের নীচ থেকে কতোগুলো ফ্লুরোসেন্ট লাইট জ্বরে উঠলো। আর্কিটিউথিস এবার জ্বলজ্বল করে নতুন রুপে আর্বিভূত হলো যেনো।

তিমি মাছের সাথে লড়াই করার সময় আর্কিটিউথিস কিভাবে কামড় বসায় সে ব্যাপারে বর্ণনা দিতে শুরু করলো মেয়েটি।

মালাখের কানে কেবল বকবকানির শব্দ শোনা গেলো।

সময় এসে গেছে।

তিন নাম্বার পডে এলে ট্রিশ ডানের সব সময়ই অস্বস্তি লাগে, তবে এইমাত্র তার শিড়দাড়া বেয়ে যে শীতল অনুভূতি বয়ে গেলো সেটা একেবারেই আলাদা।

স্বতঃফূর্ত। আদিম।

এটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলো ট্রিশ, কিন্তু খুব দ্রুতই বাড়তে শুরু করছে এখন। তাকে একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরছে। যদিও তার এই উদ্বিগ্নতার উৎস ঠিক কোথায় সেটা ট্রিশ বুঝতে পারছে না তারপরও তার মন বলছে এখান থেকে চলে যাওয়াই ভালো।

"তো এই হলো স্কুইড," ট্যাঙ্কের বাতিটা নিভিয়ে দেবার জন্যে হাত বাড়ালো সে। "আমাদের এখন ক্যাথারিনের কাছে যাওয়া–"

বিশাল একটি পাঞ্জা তার মুখ চেপে ধরে তার মাথাটা সজোরে পেছন দিকে টেনে নিলো। একটা শক্তিশালী হাত তার শরীরটা জড়িয়ে ধরে পাথরের মতো শক্ত বুকে চেপে ধরলো সেটা। আচমকা এ রকম আঘাতে অসাড় হবার উপক্রম হলো ট্রিশের।

তারপরই ঘটলো সেই ভয়ঙ্কর কাণ্ডটি।

ট্রিশের বুক চেপে ধরে তার কাছ থেকে কি-কার্ডটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করলো, এক ঝাটকায় ঘাড়টা মটকে দিতে গেলে তার হাত থেকে কি-কার্ডটা পড়ে গেলো মেঝেতে। মেয়েটি মৃদু লড়াই করার চেষ্টা করলেও এই অসম লড়াইয়ে কোনো লাভ হলো না তার। চিৎকার করার চেষ্টা করলো সে কিন্তু লোকটার হাত তার মুখ চেপে আছে। একটু ঝুঁকে

টৃশের কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে সে বললো, "তোমার মুখ থেকে আমি আমার হাতটা সরিয়ে ফেললে কোনো রকম চিৎকার কবে না, বুঝতে পেরেছো?"

তীব্র আতঙ্কে মাথা নেড়ে সায় দিলো সে। তার ফুসফুস বাতাস নেবার জন্যে ফেঁটে যাচ্ছে। *আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছি না!*

লোকটি তার মুখ থেকে হাতটা সরিয়ে নিতেই টৃশ বুক ভরে বাতাস নেবার চেষ্টা করলো।

"আমাকে ছাড়ুন!" হাপাতে হাফাতে বললো সে। "আপনি এটা করছেন কি?"

"আমাকে তোমার পিন নাম্বারটা বলো," বললো সেই লোকটি।

টৃশ মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছে না। *ক্যাথারিন! আমাকে বাঁচাও! এই লোকটা কে?!* "সিকিউরিটি আপনাকে দেখতে পাচ্ছে!" টৃশ বললো, যদিও সে ভালো করেই জানে তারা এখন ক্যামেরার রেঞ্জের বাইরে আছে। *কেউ দেখছে না।*

"তোমার পিন নাম্বার," আবারো বললো লোকটি। "তোমার কি-কার্ডের সাথে যেটা ম্যাচ করে সেটা।"

তার মধ্যে প্রচণ্ড একটা ভয় জেঁকে বসতেই উদভ্রান্তের মতো ঘুরে গেলো সে। একটা হাত কোনোভাবে ছাড়িয়ে নিয়ে লোকটার চোখে খামচি মারার চেষ্টা করলো। তার নখ লোকটার গালে আঁচড় বসাতে সক্ষম হলেও চোখে আঘাত করতে পারলো না। গালের চামড়া ভেদ করে চারটা কালচে ক্ষত দেখে টৃশ বুঝতে পারলো ওগুলো মোটেও রক্ত নয়। লোকটা মেকআপ করে এসেছে। তার খামচি সেটার উপরেই আঁচড় বসিয়েছে। এরফলে তার মুখে কারো রঙের টাট্টুগুলোর কিছুটা বেরিয়ে এসেছে।

এই দানবটা কে?!

অতিমানবীয় শক্তিতে লোকটি তাকে ধরে অনেকটা শূন্যে তুলে কাঁচের খোলা ট্যাঙ্কের উপর চেপে ধরলো। তার মুখ এখন ইথানলের উপর। সেটা ধোঁয়ায় তার নাক-মুখ জ্বলে যাবার উপক্রম হলো।

"তোমার পিন নাম্বারটা বলো?" আবারো বললো লোকটি।

তার চোখ দুটো পুড়ে যাচ্ছে। তার মুখের নীচে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে স্কুইডটি তরলের মধ্যে ভাসছে।

"আমাকে বলো," তরলের আরো কাছে মুখটা চেপে ধরলো সে। "পিন নাম্বারটা কি?"

তার গলা পুড়ে যাচ্ছে এখন। "শূন্য-আট-শূন্য-চার!" কোনো রকমে বলতে পারলো সে। নিঃশ্বাস নিতে পারছে না। "আমাকে ছেড়ে দাও! শূন্য-আট-শূন্য-চার!"

"তুমি যদি মিথ্যে বলে থাকো তো," আরো বেশি চেপে ধরে বললো সে। তার চুল এখন ইথানল স্পর্শ করছে।

"আমি মিথ্যে বলছি না!" কাশতে কাশতে বললো টৃশ। "৪ঠা আগস্ট আমার জন্মদিন।!"

"ধন্যবাদ তোমাকে, টৃশ।"

শক্তিশালী হাতটা দিয়ে মেয়েটির মাথা আরো জোরে নীচের দিকে ধাক্কা দিলো সে। ট্যাঙ্কের তরলে ডুবিয়ে দিলো তার মাথাটা। তীব্র যন্ত্রণায় তার চোখ দুটো পুড়ে গেলো। আরো জোরে *ঠেসে* দিলো তার মাথাটা। ইথানলের মধ্যে পুরোপুরি ডুবে গেলো টৃশের মাথা। টৃশ টের পেলো তার মুখটা স্কুইডের গায়ে লেগে আছে।

নিজের সমস্ত শক্তি একত্র করে মাথাটা তোলার চেষ্টা করলো প্রাণপনে। কিন্তু শক্তিশালী হাতটা একটুও টলানো গেলো না।

আমাকে শ্বাস নিতে হবে!

ডুবে থাকলেও মুখ আর চোখ খুলে রাখলো না। শ্বাস নেবার জন্যে তার ফুসফুস পুড়ে যাচ্ছে যেনো। না! শ্বাস নিও না! কিন্তু শেষপর্যন্ত শ্বাস নিতেই হলো তাকে। এটাকে বলে ইনহ্যাল্যাশন রিফ্লেক্স।

বুক ভরে নিঃশ্বাস নেবার জন্যে তার মুখটা খুলে গেলে মুখের ভেতর তরল ইথানল ঢুকে পড়লো। গলা দিয়ে বুকের ভেতর সেই তরল যখন ঢুকে পড়তে শুরু করলো তখন তার যে সতীব্র যন্ত্রণা হলো সেটা এ জীবনে কখনও কল্পনাও করে নি সে। ভাগ্য ভালো, এটা খুব বেশিক্ষণ ধরে চললো না। তার সমস্ত জগত অন্ধকারে তলিয়ে যেতে কয়েক সেকেন্ডের বেশি লাগলো না।

ট্যাঙ্কের পাশে দাঁড়িয়ে দম নিয়ে মালাখ দেখলো মেয়েটার অবস্থা কি।

ট্যাঙ্কের মুখের উপর মেয়েটির প্রাণহীন দেহ পড়ে আছে। মুখটা এখনও ডুবে আছে তরল ইথানলে। তাকে এভাবে দেখে মালাখের একটা স্মৃতি জেগে উঠলো। এই মেয়েটিকে খুন করার আগে এ জীবনে সে আরেকটি নারীকে হত্যা করেছে। স্মৃতিটা সেই নারীর।

ইসাবেল সলোমন।

বহু দিন আগে। অন্য এক জীবনে।

মেয়েটির মৃতদেহের দিকে তাকালো মালাখ। তার পা দুটো ধরে পুরো শরীরটা একটু তুলে ট্যাঙ্কের ভেতরে ফেলে দিলো সে। টৃশ ডানের নিথর দেহটা ইথানলের মধ্যে ভাসছে। মাথাটা নীচে, পা দুটো উপরে। আস্তে আস্তে তার শরীরটা নীচের দিকে চলে যাচ্ছে। পরনের জামাকাপড় ভিজে ভারি হয়ে আসাতে সে ডুবে যাবে ট্যাঙ্কের নীচে গাঢ় অন্ধকারে।

মালাখ তার হাত দুটো মুছে ট্যাঙ্কের প্লেক্সিগ্লাসের ঢাকনাটা লাগিয়ে দিলো।

ওয়েট পডে এখন নতুন একটি নমুনা যোগ হলো।

মেঝে থেকে টৃশের কি-কার্ডটা তুলে পকেটে ভরে নিলো সে ০৮০৪

মালাখ যখন টৃশ ডানকে লবিতে প্রথম দেখতে পেয়েছিলো তার কাছে মনে হয়েছিলো সে একটা বোঝা। তারপরই বুঝতে পারলো মেয়েটির কি-কার্ড এবং পাসওয়ার্ড তার জন্যে এক ধরণের ইন্সুরেন্স। ক্যাথারিনের ডাটা-স্টোরেজ রুমটি

পিটারের কথামতো অনেক বেশি নিরাপদ হয়ে থাকে তবে ক্যাথারিনকে দিয়ে সেটা আনলক করতে বেশ বেগ হতো মালাখকে। *এখন আমার নিজের কাছেই এক সেট চাবি রয়েছে।* ক্যাথারিনকে দিয়ে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছু করানোর যে ঝক্কি সেটা আর করতে হবে না। এতে করে তার সময়ও বেঁচে যাবে। খুশি হলো মালাখ।

সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াতেই জানালার কাঁচে নিজের প্রতিবিম্বটা দেখে মালাখ বুঝতে পারলো তার মেকআপ বেশ ভালোভাবেই নষ্ট হয়ে গেছে। এতে অবশ্য কিছু যায় আসে না এখন। ক্যাথারিন কিছু বুঝে ওঠার আগেই বুঝতে পারবে অনেক দেরি হয়ে গেছে তার।

অধ্যায় ৩৮

"এই ঘরটা ম্যাসনিক?" মুণ্ডুটা থেকে চোখ ফিরিয়ে ল্যাংডনের দিকে তাকালো সাটো।

শান্তভাবে মাথা নেড়ে সায় দিলো ল্যাংডন। "এটাকে বলা হয় চেম্বার অব রিফ্লেক্সশন। এইসব ঘর হিমশীতল আর এরকমই জায়গায় বানানো হয় যাতে করে একজন ম্যাসন তার নিজের নৈতিকতা অনুধাবন করতে পারে। মৃত্যুর মতো অনিবার্য ব্যাপার নিয়ে ধ্যান করার মাধ্যমে একজন ম্যাসন বহু মূল্যবান মানব জীবনের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করে থাকে।"

ভয়াল দর্শন ঘরটার চারপাশে তাকিয়ে সাটোকে মনে হলো না সে ল্যাংডনের কথায় সন্তুষ্ট হতে পারছে। "এটা ধ্যান করার ঘর?"

"সত্যি বলতে কি, হ্যা। এইসব ঘরে সব সময় একই ধরণের প্রতীক রাখা থাকে– নরমুণ্ডু, হাড় দিয়ে ক্রশ করা, কাস্তে, বালিঘড়ি, সালফার, লবন, সাদা কাগজ, মোমবাতি, ইত্যাদি। মৃত্যুর প্রতীকগুলো দেখে একজন ম্যাসন এই পৃথিবীতে আরো ভালোভাবে বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা পেয়ে থাকে।"

"এটা দেখে তো মনে হচ্ছে মৃত্যু-মন্দির," বললো এন্ডারসন।

কথাটা মিথ্যে নয়। "আমার সিম্বলজি ক্লাসের বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রিই প্রথম প্রতিক্রিয়া হিসেবে এ কথা বলে থাকে।" ল্যাংডন প্রায়ই তাদেরকে বেরেসনিয়াকের *সিম্বল অব ফ্ম্যাসনারি* বইটি পড়তে দেয়। ঐ বইটাতে চেম্বার অব রিফ্লেক্সশনের চমৎকার একটি ছবি আছে।

"আর আপনার ছাত্ররা," সাটো বললো, "এরকম নর মুণ্ডু এবং কাস্তে দিয়ে ধ্যান করার কথা শুনে এটাকে অস্বাভাবিক বলে মনে করে না?"

"একজন খৃস্টান যখন কাঠের উপর পেরেকবিদ্ধ লোকের সামনে হাটু মুড়ে প্রার্থনা করে কিংবা কোনো হিন্দু যখন হাতির মস্তকবিশিষ্ট চার হাতের গনেশকে পূজা করে তারচেয়ে বেশি অস্বাভাবিক মনে হয় না নিশ্চিত। কোনো ধর্ম বা সংস্কৃতির প্রতীকগুলোকে ভুল বোঝাই হলো সাধারণ কুসংস্কারের উৎস।"

সাটো মুখ সরিয়ে নিলো, বোঝা যাচ্ছে কোনো লেকচার শোনার মুডে নেই সে। টেবিলের কছে এগিয়ে গেলো মহিলা। এন্ডারসন টর্চ দিয়ে সেখানে আলো ফেলার চেষ্টা করলো কিন্তু টর্চের আলো কমে এসেছে।

তারা তিনজন সংকীর্ণ ঘরটার আরো ভেতরে ঢুকে পড়রেল সালফারের গন্ধে ল্যাংডনের দম বন্ধ হবার যোগার হলো। সাববেইজমেন্ট জায়গাটি গুমোট, ভেতরের আর্দ্রতা বোলের মধ্যে থাকা সালফারগুলোকে আরো বেশি সক্রিয় করে তুলছে। টেবিলের

উপর রাখা নরমুণ্ডু এবং অন্যান্য জিনিসগুলো কাছ থেকে ভালো করে দেখে নিলো সাটো।

দূর্বল টর্চের আলো ফেলে এন্ডারসনও তার সাথে যোগ দিলো আজব জিনিসগুলোকে নিরীক্ষণ করতে।

সব দেখে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কোমরে দু'হাত দিয়ে দাঁড়ালো সাটো। "এইসব ফালতু জিনিস কিসের জন্যে?"

ল্যাংডন জানে এই ঘরে রাখা জিনিসগুলো খুবই সতর্কতার সাথে বেছে নিয়ে সাজানো হয়েছে। "রূপান্তরের প্রতীক," তাকে বললো সে। তাদের সাথে টেবিলের সামনে চলে আসতেই তার মনে হলো আবদ্ধ কোনো জায়গায় আঁটা পড়ে গেছে। "মুণ্ডুটা অথবা *ক্যাপুট মরটাম* মানুষের চূড়ান্ত নিঃশেষ হওয়াকে বুঝিয়ে থাকে। এটা আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয় এক দিন আমরা সবাই আমাদের জাগতিক দেহ ত্যাগ করবো। সালফার এবং লবন হলো অ্যালকেমিক্যাল প্রভাবক যা কিনা রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করে। আওয়ারগ্লাস সময়ের রূপান্তরকে প্রতিনিধিত্ব করে।" মোমবাতিগুলোর দিকে ইঙ্গিত করলো সে। "আর এই মোমবাতি প্রাচীন আগুনের প্রতীক, মানুষকে তার অজ্ঞতার গাঢ় ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলে–তাকে আলোকিত একজনে পরিণত করে।"

"আর...এটা?" ঘরের এককোণে ইঙ্গিত করে জানতে চাইলো সাটো।

এন্ডারসন তার দূর্বল হয়ে যাওয়া টর্চের আলো ফেললো দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা করাতের উপর।

"বেশিরভাগ লোকে যেমনটি মনে করে এটা আসলে মৃত্যুর প্রতীক নয়," বললো ল্যাংডন। "এই কাস্তে হলো প্রকৃতির কর্ষনের প্রতীক–প্রকৃতির দেয়া সম্পদ আহরণ করা।"

সাটো এবং এন্ডারসন চুপ মেরে গেলো। মনে হচ্ছে তারা তাদের চারপাশের অদ্ভুত সব জিনিসগুলো বোঝার চেষ্টা করছে।

এখান থেকে বের হয়ে যেতে চাইছে ল্যাংডন। "বুঝতে পারছি এই ঘরটা খুব অস্বাভাবিক ঠেকছে আপনাদের কাছে," বললো সে, "কিন্তু এখানে দেখার মতো কিছু নেই। এটা আসলে খুবই স্বাভাবিক। ম্যাসনদের অনেক লজেই এরকম ঘর রয়েছে।"

"কিন্তু এটা তো কোনো ম্যাসনিক লজ নয়!" প্রতিবাদ জানিয়ে বললো এন্ডারসন। "এটা হলো ইউএস ক্যাপিটল। আমি জানতে চাইছি আমার বিল্ডিংয়ে এই ঘরটা এলো কি করে।"

"ম্যাসনরা কখনও কখনও তাদের অফিস অথবা প্রাইভেট হোমের কাছে এরকম ঘর তৈরি করে থাকে ধ্যান করার সুবিধার্থে। এটা একেবারে অস্বাভাবিক নয়।" বোস্টনের এক হার্ট সার্জনকে ল্যাংডন চেনে যে তার অফিসের একটি ক্লোসেটকে এরকম একটি ঘরে রূপান্তর করে নিয়েছে সার্জারির আগে ধ্যান করার জন্যে।

সাটো দেখে উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে। "আপনি বলতে চাচ্ছেন পিটার সলোমন এখানে এসে মৃত্যুর কতা স্মরণ করতেন?"

"আমি আসলে জানি না," বেশ আন্তরিকভাবেই বললো ল্যাংডন। "হয়তো সে এটা তৈরি করেছে তার ম্যাসনিক ভায়েদের জন্যে যারা এই ভবনে কাজ করে, জাগতিক পৃথিবীর হৈহট্টগোল থেকে ক্ষণিকের জন্যে আত্মার মোক্ষ লাভের উদ্দেশ্যে...শক্তিশালী আইনপ্রণেতাদের ধ্যান করবার একটি জায়গা, কঠিন কোনো সিদ্ধান্ত নেবার আগে এখানে এসে একটু ধ্যান করার সুবিধার্থে।"

"চমৎকার বরেছেন," ব্যঙ্গ করে বললো সাটো। "তবে আমার মনে হচ্ছে আমেরিকানরা যদি জানতে পারে তাদের নেতারা ক্লোসেটের ভেতর মুণ্ডু আর কাস্তে নিয়ে প্রার্থনা করে তবে তাদের মোটেও ভালো লাগবে না।"

তাদের সেটা করা উচিত হবে না, ভাবলো ল্যাংডন। আরো অনেক বেশি নেতা যদি যুদ্ধের মতো সিদ্ধান্ত নেবার আগে এরকম প্রার্থনা করতো তাহলে পৃথিবীটা কিভাবেই না বদলে যেতো।

ঠোঁট কামড়ে সাটো ঘরের চার দিক ভালো করে দেখে নিলো। "এখানে নর মুণ্ডু, হাড়গোড় এবং রাসায়নিক জিনিস ছাড়াও আরো কিছু আছে, প্রফেসর। আপনাকে একজন লোক ক্যাম্ব্রিজ থেকে উড়িয়ে নিয়ে এসেছে ঠিক এই জায়গায়।"

ল্যাংডন তার কাঁধের ডে-ব্যাগটা শক্ত করে ধরলো। এখনও বুঝতে পারছে না যে প্যাকেজটি সে বহন করছে সেটার সাথে এই ঘরের কী সম্পর্ক থাকতে পারে। "ম্যাম. আমি দুঃখিত। কিন্তু এখানে অসাধারণ কিছুই আমি দেখতে পারছি না।" মনে মনে ল্যাংডন আশা করলো অন্তত এবার তারা পিটারকে খুঁজে বের করার কাজ শুরু করতে পারবে।

এন্ডারসনের টর্চের আলো আবারো নিভু নিভু করছে। তার দিকে ঘুরে তাকালো সাটো। বোঝা যাচ্ছে তার মেজাজ বিগড়ে গেছে এখন। "ঈশ্বরের দোহাই, এটা কি খুব বেশি চাওয়া হলো?" পকেট হাতরিয়ে একটা সিগারেট লাইটার বের করলো সে। সেটা জ্বালিয়ে টেবিলের উপর রাখা একমাত্র মোমবাতিটি প্রজ্জ্বলিত করলো সাটো। প্রথমে মৃদু আলো, তারপরই পুরোদমে আরো ছড়াতে শুরু করলো সেটা। পাথরের দেয়ালে লম্বা একটা ছায়া দেখা গেলো। মোমবাতির আলো আরেকটু বাড়তেই অপ্রত্যাশিত দৃশ্য স্পষ্ট হয়ে উঠলো তাদের সামনে।

"দেখুন!" আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললো এন্ডারসন।

মোমবাতির আলোতে তারা দেয়ালে একটা লেখা দেখতে পাচ্ছে–সামনের দেয়ালে সাতটা বড় বড় অক্ষর লেখা।

VITRIOL

"অদ্ভুত শব্দ," লেখাটার পাশে ভয়ঙ্কর একটি কঙ্কাল সদৃশ্য অবয়ব দেখে সাটো বললো।

"আসলে এটি একটি সংক্ষিপ্ত রূপ," বললো ল্যাংডন। "এরকম ম্যাসনিক কক্ষের দেয়ালে এই লেখাটা দেখা যায়। এটা হলো ম্যাসনদের ধ্যান করার মন্ত্রের সংক্ষিপ্ত রূপ *ভিস্তা ইন্তেরিওরা, রেক্তিফিকান্দো ইনভেনিস ওকাল্তাম লাপিদেম।*

তার দিকে প্রশংসার দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো সাটো। "মানেটা কি?"

"পৃথিবীর অভ্যন্তরে গমন করো পরিশুদ্ধ করো নিজেকে, তাহলেই খুঁজে পাবে লুক্কায়িত পাথর।"

সাটো তীক্ষ্ম চোখে তাকালো। "এই লুক্কায়িত পাথরের সাথে কি লুক্কায়িত পিরামিডের কোনো সম্পর্ক রয়েছে?"

কাঁধ তুললো ল্যাংডন। এ নিয়ে বেশি কিছু বলতে চাইছে না সে। তাতে কেবল আগুনে ঘি ঢালা হবে। "যারা ওয়াশিংটনের লুক্কায়িত পিরামিড নিয়ে কষ্ট কল্পনা করতে মজা পায় তারা আপনাকে বলবে *ওকালতাম লপিদেম* দিয়ে পাথরের পিরামিডকেই বোঝানো হয়। বাকিরা আপনাকে বলবে এটা দিয়ে আসলে ফিলোসফার স্টোনকে বোঝানো হয়–এটা এমন একটা জিনিস অ্যালকেমিস্টদের বিশ্বাস যা দিয়ে অমরত্ব লাভ করা যায়, কিংবা যে কোনো কিছুকে স্পর্শ করে সোনায় রূপান্তর করা সম্ভব। আবার এমনও লোক আছে যারা দাকি করে এটা দিয়ে গ্রেট টেম্পলের প্রাণকেন্দ্রে গোপন এক পাথরের কক্ষকে বোঝানো হয়। কেউ কেউ বলে এটা হলো সেন্ট পিটারের গুপ্তশিক্ষা–পাথর। প্রতিটি ঐতিহ্যই এই 'পাথর'কে নিজেদের মতো করে ব্যাখ্যা করেছে। তবে সব সময়ই *ওকালাত লাপিদেমকে* এনলাইটেনমেন্ট মানে জ্ঞানালোকপ্রাপ্তি এবং শক্তির উৎস বলে গন্য করা হয়ে থাকে।

গলা খাকারি দিলো এন্ডারসন। "এটা কি সম্ভব মিঃ সলোমন ঐ লোকটার কাছে মিথ্যে বলেছেন? হয়তো তিনি বলেছেন এখানে কিছু একটা রয়েছে...কিন্তু আসলে কিছুই নেই।"

ল্যাংডনও ঠিক এরকম কথা ভাবছে।

আচমকা মোমবাতির আলো নিভু নিভু হয়ে গেলো, যেনো বাতাসের ঝাপটা এসে নিভিয়ে দিচ্ছে সেটা। তবে মুহূর্তেই আবার প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠলো পুর্নোদ্যমে।

"অদ্ভুত তো," বললো এন্ডারসন। "আমা করি উপর তলার দরজাটা কেউ বন্ধ করে দেয় নি।" ঘর থেকে বেরিয়ে অন্ধকার হলওয়ে'তে চলে গেলো সে। "হ্যালো?"

ঘর থেকে তার বাইরে যাওয়াটা ল্যাংডন অবশ্য খেয়ালই করলো না। তার দৃষ্টি সামনের দেয়ালে আঁটকে আছে। *এইমাত্র কি ঘটলো?*

"আপনি দেখেছেন সেটা?" জানতে চাইলো সাটো। সেও ভয়ার্তভাবে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আছে।

সায় দিলো ল্যাংডন, তার নাড়িস্পন্দন বেড়ে যাচ্ছে দ্রুত। *এইমাত্র আমি কি দেখলাম?*

একটু আগে সামনের দেয়ালটি মনে হয় চকমক ক'রে উঠেছিলো। যেনো তার

ভেতর দিয়ে কোনো শক্তি তরঙ্গ বয়ে গেছে।

ঘরে ফিরে এলো এন্ডারসন। "বাইরে তো কেউ নেই।" সে ঘরে ঢুকতেই দেয়ালটি আবারো চকচক করে উঠলো। "হায় ঈশ্বর!" আৎকে উঠে পিছু হটে গেলো সে।

তারা তিনজনেই কিছুক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলো না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে রইলো কেবল। ল্যাংডন টের পেলো তার সারা শরীর কাটা দিয়ে উঠেছে। ভয়ে ভয়ে সামনের দিকে এগিয়ে আস্তে ক'রে দেয়ালটি আঙুল দিয়ে স্পর্শ করলো। "এটা কোনো দেয়াল নয়," বললো সে।

সাটো এবং এন্ডারসনও সামনে এগিয়ে এসে ভালো ক'রে দেখলো সেটা।

"একটা ক্যানভাস," ল্যাংডন বললো।

"কিন্তু বাতাসে ফুলে উঠছে," সঙ্গে সঙ্গে বললো সাটো।

হ্যা, খুব অদ্ভুতভাবে। আরো ভালোভাবে জিনিসটা পরখ ক'রে দেখলো ল্যাংডন। ক্যানভাসের চকচকে পৃষ্ঠদেশ মোমবাতির আলোয় অদ্ভুতভাবেই চকমক করে উঠেছে কারণ ঘরের বাতাসে ওটা পেছন দিকে ফুলে উঠেছিলো।

আঙুল দিয়ে ক্যানভাসটি আস্তে ক'রে ধাক্কা দিতেই চমকে উঠলো ল্যাংডন। সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে নিলো নিজের হাত। *ক্যানভাসের পেছনে খালি জায়গা আছে!*

"ওটা সরিয়ে ফেলুন," সাটো আদেশ করলো।

ল্যাংডনের হৃদপিণ্ড এখন লাফাতে শুরু করেছে। ক্যানভাসের একপ্রান্ত ধরে আস্তে ক'রে টেনে সরাতেই অবাক হয়ে দেখতে লাগলো সে। *হায় ঈশ্বর।*

সাটো এবং এন্ডারসনও স্তব্ধ হয়ে সেটা দেখতে লাগলো।

শেষে সাটো বললো, "মনে হচ্ছে আমরা আমাদের পিরামিডটা পেয়ে গেছি।"

অধ্যায় ৩৯

খোলা জায়গাটির দিকে তাকিয়ে আছে রবার্ট ল্যাংডন। ক্যানভাস ব্যানারের পেছনের দেয়ালে চারকোনা একটি ফুটো আছে। দেয়ালের তিন ফিট উপর থেকে কতোগুলো ইট সরিয়ে এই জায়গাটি তৈরি করা হয়েছে বলেই মনে হচ্ছে। অন্ধকারে কিছুক্ষণের জন্যে ল্যাংডনের মনে হলো এই ফুটোটা দেয়ালের পরে অবস্থিত একটা ঘরের জানালা।

কিন্তু এখন সে দেখতে পাচ্ছে তার ধারণা ভুল।

খোলা জায়গাটি কয়েক ফিট এগিয়ে গিয়েই থেমে গেছে। যেনো দেয়াল খোদাই করা কোনো প্রকোষ্ঠ। সাধারণত জাদুঘরগুলোতে এরকম প্রকোষ্ঠ থাকে স্ট্যাচু রাখার জন্যে। এই প্রকোষ্ঠটি ছোটোখাটো একটি জিনিস প্রদর্শনের জন্যেই তৈরি করা হয়েছে।

নয় ইঞ্চির মতো উঁচু, সলিড গ্রানাইট পাথর খোদাই করে তৈরি করা হয়েছে এটি। চারটা দিকই পালিশ করা, ফলে মোমবাতির আলোয় চকচক করছে।

ল্যাংডন বুঝতে পারছে না এটা এখানে কি করছে। *পাথরের একটি পিরামিড?*

"আপনার বিস্ময় দেখে মনে হচ্ছে," খুব সন্তুষ্ট হয়ে বললো সাটো, "এই জিনিসটা চেম্বার অব রিফ্লেক্সশনে সচরাচর থাকে না?"

মাথা ঝাঁকালো ল্যাংডন।

"তাহলে একটু আগে ওয়াশিংটনের ম্যাসনিক পিরামিডের লিজেন্ডের ব্যাপারে আপনি যা বলেছিলেন হয়তো সেটা পূর্ণমূল্যায়ন করবেন এখন?" তার কথাটা একেবারে ঠাট্টার মতো শোনালো।

"ডিরেক্টর," সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো ল্যাংডন, "এই ছোট্ট পিরামিডটি ম্যাসনিক পিরামিড নয়।"

"তাহলে ইউএস ক্যাপিটলের অভ্যন্তরে ম্যাসনদের এক নেতার গোপন কক্ষে লুকিয়ে রাখা যে পিরামিডটি আমরা খুঁজে পেয়েছি সেটা নিতান্তই কাকতালীয় ঘটনা?"

দু'হাতে চোখ ডলে পরিস্কার করে ভাবার চেষ্টা করলো ল্যাংডন। "ম্যাম, এই পিরামিডটির সাথে মিথে বর্ণিত পিরামিডের কোনো মিলই নেই। ম্যাসনদের পিরামিডটি হবে বিশাল, যার মাথাটি খাঁটি সোনায় তৈরি। এরকমই বর্ণনা দেয়া আছে।"

তারচেয়েও বড় কথা ল্যাংডন জানে এই ছোট্ট পিরামিডটি–যার মাথা একেবারেই ফ্ল্যাট–আসলে কোনো পিরামিডই নয়। শীর্ষ বিন্দু ছাড়া এটাও এক ধরণের সিম্বল। অসমাপ্ত পিরামিড নামে এটি পরিচিত। এটা স্মরণ করিয়ে দেয় মানুষের পরিপূর্ণ সম্ভাবনা অর্জনের বিষয়টি সবস সময়ই চলমান একটি প্রক্রিয়া। যদিও খুব কম সংখ্যক লোকেই জানে এটা আসলে এই বিশ্বের সবচাইতে বেশি প্রকাশিত একটি সিম্বল। বিশ বিলয়নের

বেশি ছাপা হয়েছে। প্রতিটি এক ডলারের নোটে এটা আছে। অসমাপ্ত পিরামিড ধৈর্য ধরে তার চকচকে ক্যাপস্টোনের জন্যে অপেক্ষা করছে, এটা মনে করিয়ে দেয় আমেরিকা এবং আমেরিকানদের অসমাপ্ত নিয়তির কথা যা এখনও অর্জিত হয় নি, এটা দেশ এবং ব্যক্তি উভয়ের জন্যেই প্রযোজ্য।

"ওটা নীচে নামান," পিরামিডটি দেখিয়ে এন্ডারসনকে বললো সাটো। "আমি ওটা ভালো করে দেখতে চাই।" টেবিলে রাখা মুণ্ডু, হাড়গোড় আর বাকি জিনিসগুলো তাচ্ছিল্যভরে সরিয়ে ফেললো মহিলা। কোনো রকম শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলো না সে।

ল্যাংডনের কাছে তাদের দু'জনকেই কবর-চোর বলেই মনে হলো, যারা ব্যক্তিগত পবিত্রস্থান লণ্ডভণ্ড করে থাকে।

ল্যাংডনকে পাশ কাটিয়ে এন্ডারসন প্রকোষ্ঠ থেকে পিরামিডটি দু'হাতে তুলে নিয়ে অনেকটা আছাড় মেরেই সেটা রাখলো কাঠের টেবিলের উপর। সাটোকে দেখার জন্যে জায়গা করে দিতে সরে দাঁড়ালো সে।

মোমবাতিটা হাতে নিয়ে ডিরেক্টর খুব কাছ থেকে পিরামিডটা দেখতে লাগলো। এর মসৃণ পৃষ্ঠদেশে আলতো করে আঙুল বোলালো মহিলা। প্রতিটি ইঞ্চি তন্ন তন্ন করে দেখে হতাশ হলো সে। "প্রফেসর, একটু আগে আপনি বলেছিলেন ম্যাসনিক পিরামিড বানানো হয়েছে সিক্রেট সুরক্ষা করার উদ্দেশ্যে।"

"লিজেন্ড তো তাই বলে।"

"অনুমান করে বলছি, পিটারকে যে লোক আঁটকে রেখেছে সে যদি বিশ্বাস করে এটাই সেই ম্যাসনিক পিরামিড তাহলে তো এর ভেতরে শক্তিশালী তথ্য রয়েছে।"

উপায় না দেখে মাথা নেড়ে সায় দিলো ল্যাংডন। "হ্যা, তারপরও কথা থাকে। সে যদি এটার ভেতরে রক্ষিত তথ্য খুঁজেও পায় তার অর্থোদ্ধার করতে পারবে না। লিজেন্ড বলে এই তথ্য এনকোড ক'রে রাখা হয়েছে। ওগুলো পাঠোদ্ধার করা.. যোগ্য ব্যক্তি ছাড়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়।"

"কী বললেন?"

ল্যাংডনের ধৈর্যের বাধ ভেঙে যাবার উপক্রম হলেও বেশ শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলো সে। "মিথলজিক্যাল সম্পদগুলো সব সময়ই সুরক্ষিত থাকে, কেবল পরীক্ষার মাধ্যমে যোগ্য লোকের পক্ষেই সেটা অর্জন করা সম্ভব। মনে করে দেখুন পাথরে গেঁথে থাকা তলোয়ারের রিজেন্ডের কথাটা, আর্থার ছাড়া আর কেউ সেটা পাথর থেকে টেনে তুলতে পারে নি। আর্থার সেই অসামান্য তলোয়ারের শক্তি অর্জন করার জন্যে আধ্যাত্মিকভাবে প্রস্তুতি নিয়েছিলো। ম্যাসনিক পিরামিডও এ রকম আইডিয়ার উপর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এক্ষেত্রে সম্পদ হলো তথ্য, আর সেটা লেখা আছে সাংকেতিক ভাষায়–বিস্মৃত সভ্যতার রহস্যময় এক ভাষায়–কেবল যোগ্য লোকেই এটা বুঝবে।"

সাটোর ঠোঁটে মৃদু হাসি দেখা গেলো। "এখন বোঝা যাচ্ছে আপনাকে কেন আজরাতে এখানে ডেকে আনা হয়েছে।"

“কী বললেন?”

আস্তে ক'রে পিরামিডটি পুরো ১৮০ ডিগ্‌ ঘুরিয়ে দিলো সাটো। এখন পিরামিডের সামনের অংশটি মোমবাতির আলোয় চকচক করছে।

বিস্ময়ে সেদিকেই চেয়ে রইলো রবার্ট ল্যাংডন।

“মনে হচ্ছে,” বললো সাটো, “কেউ একজন বিশ্বাস করে আপনিই হলেন সেই যোগ্য লোক।”

অধ্যায় ৪০

ট্রিশের এতো দেরি হচ্ছে কেন?

ক্যাথারিন সলোমন আবারো তার হাতঘড়িতে তকালো। ডাঃ আবাডনকে তার ল্যাবে আসার অদ্ভুত আর ভীতিকর পথটির কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলো, কিন্তু তাই বলে ঐ অন্ধকারের জন্যে তাদের এতো দেরি হবে সেটা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছে না সে। *তাদের তো এরইমধ্যে এখানে চলে আসার কথা।*

এক্সিট দরজাটা খুলে ক্যাথারিন অন্ধকারাচ্ছন্ন ভয়েডের দিকে তাকালো। কান পেতে শোনার চেষ্টা করলো তবে কিছুই শুনতে পেলো না।

"ট্রিশ?" নাম ধরে ডাকলো সে, কিন্তু তার এই আওয়াজ অন্ধকারে হারিয়ে গেলো।

নীরবতা।

হতবুদ্ধি হয়ে দরজা বন্ধ করে সেলফোনটা হাতে নিয়ে লবিতে ফোন করলো সে। "আমি ক্যাথারিন বলছি। ট্রিশ কি এখানে আছে?"

"না, ম্যাম," লবির গার্ড জবাবে বললো। "আপনার অতিথিকে নিয়ে সে তো দশ মিনিট আগেই রওনা দিয়েছে।"

"তাই নাকি? আমার মনে হচ্ছে তারা এখনও পাঁচ নাম্বার পডেই আসে নি।"

"একটু দাঁড়ান, আমি চেক ক'রে দেখছি।" কম্পিউটার কিবোর্ডে গার্ডের টাইপ করার শব্দ ক্যাথারিন শুনতে পেলো। "আপনার কথাই ঠিক, মিস ট্রিশ ডানের কি-কার্ড এখনও পাঁচ নাম্বার পডের দরজায় ইনসার্ট করা হয় নি। তার শেষ অ্যাকসিস দশ মিনিট আগে হয়েছে...তিন নাম্বার পডে। আমার মনে হয় সে আপনার অতিথিকে একটু ঘুরিয়ে টুরিয়ে দেখাচ্ছে।"

অবাক হলো ক্যাথারিন। *তাই তো!* খবরটা শুনে তার কাছে একটু অদ্ভুতই মনে হলো, কারণ সে ভালো করেই জানে ট্রিশ তিন নাম্বার পডে সচরাচর যায় না। আর, তার তো ওখানে বেশিক্ষণ থাকারও কথা নয়। বিপদের গন্ধ পাচ্ছে সে। "ধন্যবাদ তোমাকে। আমার ভাই কি এসে পৌছেছে?"

"না ম্যাম। এখনও আসেন নি।"

"ধন্যবাদ।"

ফোন রেখে দিলো ক্যাথারিন। টের পেলো নিজের ভেতরে এক ধরণের ভয় জেঁকে বসছে। এর ফলে সিদ্ধান্ত নিতে একটু দেরি হলো তবে সেটা খুব অল্প সময়ের জন্যেই। ডাঃ আবাডনের গাড়িতে যখন ঢুকলো ঠিক একই রকম অনুভূতিতে আক্রান্ত হয়েছিলো সে। বিব্রতকরভাবেই তার নারী-স্বজ্ঞাটি সেখানে ব্যর্থ বলে প্রমাণিত হয়েছিলো। খুবই বাজেভাবে।

এটা কিছুই না, নিজেকে বললো ক্যাথারিন।

অধ্যায় ৪১

রবার্ট ল্যাংডন পাথরের পিরামিডটা ভালো ক'রে দেখে নিলো। *এটা হতে পারে না।*

"প্রাচীন সাংকেতিক ভাষা," তার দিকে মুখ তুলে না তাকিয়েই সাটো বললো। "আমাকে বলুন, এটা দিয়ে কি বোঝানো হচ্ছে?"

এইমাত্র খুঁজে পাওয়া পিরামিডের নতুন দিকটাতে ষোলোটি ক্যারেক্টার খোদাই করা আছে।

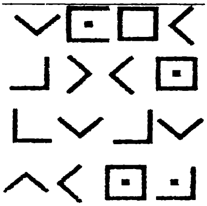

ল্যাংডনের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এন্ডারসনের মুখ হা হয়ে আছে, ঠিক যেনো ল্যাংডনের অভিব্যক্তির প্রতিফলন করছে সে। সিকিউরিটি চিফকে দেখে মনে হচ্ছে অচেনা কোনো কি-প্যাড দেখছে সে।

"প্রফেসর?" বললো সাটো। "আমার ধারণা আপনি এটা পড়তে পারবেন?"

ঘুরে দাঁড়ালো ল্যাংডন। "আপনার কেন এরকম ধারণা হলো?"

"কারণ আপনাকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে, প্রফেসর। আপনিই সেই লোক। এই জিনিসটা এক ধরণের কোড বলেই মনে হচ্ছে আমার কাছে। আপনার সুনামের কথা বিবেচনায় নিলে এটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় এরঅর্থোদ্ধার করার জন্যেই আপনাকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে।"

ল্যাংডনকে মানতেই হলো, রোম এবং প্যারিসের ঐ ঘটনার পর থেকেই ইতিহাসের বড় বড় সব কোডগুলোর অর্থোদ্ধার করার জন্যে তার কাছে অজস্র প্রস্তাব আসছে–ফ্যাইসটোস ডিস্ক, ডোরাবেল্লা সিফার, ভয়নিখের রহস্যময় পুঁথি।

খোদাই করা চিহ্নগুলোর উপর হাত বোলালো সাটো। "আপনি কি আমাকে বলতে পারবেন এইসব আইকনের মানে কি?"

এগুলো কোনো আইকন নয়, মনে মনে বললো ল্যাংডন। এগুলো প্রতীক/সিম্বল। এটা দেখামাত্রই সে চিনতে পেরেছে–সপ্তদশ সতকের সংকেতবদ্ধ একটি /এনক্রিপ্টেড সিফার ভাষা। এটার পাঠোদ্ধার কি করে করতে হয় সেটা ল্যাংডন ভালো করেই জানে। "ম্যাম," একটু দ্বিধার সাথে বললো সে। "এই পিরামিডটি পিটারের ব্যক্তিগত সম্পত্তি।"

"প্রাইভেট হোক আর যা-ই হোক, আপনাকে যদি এই কোডটার জন্যে ওয়াশিংটনে নিয়ে আসা হয়ে থাকে তবে আপনাকে আমি কোনোই সুযোগ দেবো না। আমি জানতে চাই এ দিয়ে কি বোঝানো হয়েছে।"

সাটোর ব্ল্যাকবেরি মোবাইলটি তীক্ষ্ম শব্দে বেজে উঠলে ডিসপ্লেতে ইনকামিং মেসেজটা পড়ে দেখলো সে। ক্যাপিটল ভবনের এতো ভেতরেও নেটওয়ার্ক পাওয়া যাচ্ছে দেখে খুবই অবাক হলো ল্যাংডন।

ল্যাংডনের দিকে মুখ তুলে অদ্ভুতভাবে তাকালো সাটো।

"চিফ এন্ডারসন," তার দিকে ফিরে বললো মহিলা। "আপনার সাথে একান্তে কিছু কথা বলতে পারি কি?" ডিরেক্টরকে নিয়ে এন্ডারসন গাঢ় অন্ধকারের হলওয়ের দিকে চলে গেলে পিটারের চেম্বার অব রিফ্লেক্সশন নামের ঘরে ল্যাংডন সম্পূর্ণ একা হয়ে গেলো।

এই রাতটা কখন শেষ হয় সে কথাই ভাবছে চিফ এন্ডারসন। *আমার রটুন্ডায় একটি কর্তিত হাত? আমার বেইজমেন্টে একটি মৃত্যুপুরী? পাথরের পিরামিডের উপর খোদাই করা কিম্ভুতকিমাকার কিছু চিহ্ন?* রেডস্কিনদের খেলাটা আর তেমন গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে না এখন।

সাটোকে নিয়ে হলওয়ে দিয়ে যাবার সময় টর্চের আলো জ্বালালো সে। মৃদু হলেও একেবারে না থাকার চেয়ে সেটা অনেক ভালো। ল্যাংডনের দৃষ্টিসীমার বাইরে এসে দাঁড়ালো সাটো।

"এটা একটু দেখুন," চাপা কণ্ঠে কথাটা বলেই নিজের ব্ল্যাকবেরিটা এন্ডারসনের হাতে তুলে দিলো মহিলা।

উজ্জ্বল ডিসপ্লের দিকে তাকিয়ে রইলো এন্ডারসন। একটা সাদাকালো ছবি দেখতে পাচ্ছে সে- ল্যাংডনের ব্যাগের যে এক্সরের কথা একটু আগে সাটো অনুরোধ করেছিলো এটা হলো সেই এক্সরে। বেশি ঘন বস্তু এক্সরে'তে সাদা দেখায়। ল্যাংডনের ব্যাগে রাখা একটি মাত্র জিনিসই আছে, আর সেটা একেবারে সাদা দেখাচ্ছে। বোঝাই যাচ্ছে জিনিসটা বেশ ঘনত্ববিশিষ্ট। এটার আকৃতি একেবারেই অভ্রান্ত।

সারা রাত এ জিনিসটা সে বহন করছে? সাটোর দিকে বিস্ময়ে তাকালো এন্ডারসন। "ল্যাংডন কেন এটার কথা উল্লেখ করে নি?"

"ভালো প্রশ্নই করছেন," ফিসফিস করে বললো সাটো।

"আকৃতিটা...এটা কো কাকতালীয় হতে পারে না।"

"না। কাকতালীয় হতে পারে না।" সাটোর কণ্ঠে প্রচণ্ড ক্রোধের বর্হিপ্রকাশ দেখা যাচ্ছে।

করিডোর থেকে মৃদু একটা শব্দ শুনে এন্ডারসন সেদিকে তাকালো। একটু অবাক হয়েই সামনের অন্ধকার প্যাসেজওয়ের দিকে টর্চের আলো ফেললো সে। মৃদু আলোতে

ফাঁকা করিডোর ছাড়া আর কিছু দেখা গেলো না।

"হ্যালো?" বললো এন্ডারসন। "ওখানে কে?"

নীরবতা।

তার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকালো সাটো।

কান পেতে কিছুক্ষণ শুনেই মাথা ঝাঁকালো এন্ডারসন। *আমাকে এখান থেকে বের হতে হবে।*

মোমবাতি জ্বলতে থাকা ঘরে সম্পূর্ণ একা ল্যাংডন পিরামিডের খোদাই করা সিম্বলগুলোর উপর হাত বোলালো। মেসেজটার অর্থ কি সেটা জানার জন্যে তার মধ্যে কৌতুহল থাকলেও পিটার সলোমনের ব্যক্তিগত বিষয়ে অযাচিতভাবে নাক গলাচ্ছে না। *ঐ উন্মাদটি এই ছোট্ট পিরামিডটির জন্যে এতোটা উদগ্রীব হয়ে উঠেছে কেন?*

"প্রফেসর, একটা সমস্যা হয়েছে," পেছন থেকে সাটোর কণ্ঠটা খুব জোরে শোনা গেলো। "এইমাত্র আমি নতুন একটি তথ্য পেয়েছি। আপনার অনেক মিথ্যে শুনেছি। আর না।"

পেছনে ফিরতেই ল্যাংডন দেখতে পেলো ওএস-এর ডিরেক্টর ব্ল্যাকবেরি হাতে অগ্নিমূর্তি ধারণ করে তার দিকে এগিয়ে আসছে। এক পা পিছিয়ে গিয়ে ল্যাংডন সাহায্যের জন্যে এন্ডারসনের দিকে তাকালে, কিন্তু চিফের ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে সেও সাটোর দলে। দরজার সামনে পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে সে। ল্যাংডনের সামনে এসে তার মুখের কাছে ব্ল্যাকবেরিটা তুলে ধরলো সাটো।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ডিসপ্লের দিকে তাকালো ল্যাংডন। একটা ফিল্ম নেগেটিভের মতো ছবি। মাঝখানের বস্তুটা বেশ স্পষ্ট করেই চোখে পড়ছে। ছোট্ট একটা পিরামিড।

ক্ষুদ্র পিরামিড? সাটোর দিকে তাকারো ল্যাংডন। "এটা কি?"

মনে হলো প্রশ্নটা সাটোকে আরো ক্ষেপিয়ে তুললো। "আপনি ভান করছেন কিছুই জানেন না?"

ল্যাংডনেরও মেজাজ বিগড়ে গেলো এবার। "আমি কোনো কিছু না বোঝার ভান করছি না! এরকম জিনিস আমি জীবনেও দেখি নি!"

"হাহ্!" রেগেমেগে বললো সাটো। "সারাক্ষণ তো এটাই ব্যাগে করে বহন করছেন!"

"আমি-" মাঝপথেই থেমে গেলো ল্যাংডন। কাঁধে ঝোলানো ডে-ব্যাগটির দিকে তাকালো সে, তারপর আবারো ব্ল্যাকবেরির দিকে। *হায় ঈশ্বর...প্যাকেজটার ভেতরে তাহলে...*আরো ভালো করে ডিসপ্লের ছবিটা দেখে নিলো সে। এবার ধরতে পারলো। একটা কিউব। পিরামিডের শীর্ষমুখ। হতবাক ল্যাংডন বুঝতে পারছে সে তাকিয়ে আছে তার নিজের ব্যাগের এক্সরের দিকে...পিটারের রসহ্যময় কিউব-আকৃতির প্যাকেজটার

দিকে। সত্যি বলতে কি, কিউবটি ফাঁপা একটি বাক্স...যার ভেতরে আছে ছোট্ট একটি পিরামিড।

কিছু বলার জন্যে মুখ খুললেও ল্যাংডন কিছুই বলতে পারলো না। কথাগুলো যেনো গলার মাঝপথে জট পাকিয়ে গেছে। টের পেলো তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে ক্রমশ।

সহজ-সরল। বিশুদ্ধ। ভয়াবহ।

হায় ঈশ্বর। টেবিলে রাখা ছোটোখাটো পিরামিডটির দিকে তাকালো সে। এটার শীর্ষবিন্দু নেই, একেবারে সমতল–ছোট্ট চারকোণা একটি ক্ষেত্র–ফাঁকা জায়গাটি প্রতীকিভাবেই অপেক্ষা করছে এর চূড়ান্ত অংশটির জন্যে...যে অংশটি যোগ হলে অসমাপ্ত পিরামিড সম্পূর্ণ পিরামিডে রূপান্তরিত হয়ে উঠবে।

ল্যাংডন এবার বুঝতে পারলো যে ক্ষুদ্র পিরামিডটি সে বহন করছে সেটা আসলে কোনো পিরামিড নয়। এটা আসলে ক্যাপস্টোন। মুহূর্তেই বুঝতে পারলো কেন রহস্যময় এই পিরামিডটি কেবলমাত্র সে একাই খুলতে পারবে।

আমার কাছে চূড়ান্ত অংশটি রয়েছে।

আর এটি অবশ্যই...একটি টালিসম্যান।

পিটার যখন বলেছিলো প্যাকেজটার মধ্যে টালিসম্যান আছে তখন হেসে উঠেছিলো ল্যাংডন।এখন বুঝতে পারছে তার বন্ধু ঠিকই বলেছে। এই ক্ষুদ্র ক্যাপস্টোনটি আসলে টালিসম্যান, তবে জাদুময় কোনো জিনিস নয়...অনেক বেশি আগেকার। অতো আগে টালিসম্যানের উপর কোনো রকম জাদুময় ক্ষমতা আরোপ করা হয় নি। এটার আরেকটা অর্থ রয়েছে–'উপসংহার', 'সমাপ্তি' কিংবা 'পূর্ণতা।' গৃক শব্দ *টালিসমা*-এর অর্থ হলো 'সমাপ্ত করা।' টালিসম্যান হলো এমন একটি বস্তু বা ধারণা যা দিয়ে কোনো কিছুর পূর্ণতা সম্পন্ন করা যায়। শেষ উপাদান। প্রতীকি অর্থে বলতে গেলে, ক্যাপস্টোনই প্রকারন্তরে টালিসম্যান। অসমাপ্ত পিরামিডের পূর্ণাঙ্গভাবে সম্পন্ন করার প্রতীক।

একটা অদ্ভুত তাগিদ অনুভব করলো ল্যাংডন, তাকে বাধ্য করলো তাচেয়েও বড় অদ্ভুত সত্যটা মেনে নিতে পিটারের চেম্বার অব রিফ্লেক্সশন রুমের পিরামিডের যে আকৃতি মনে হচ্ছে একটু একটু করে সেটাও ম্যাসনিক লিজেন্ডের সেই কথিত পিরামিডে রূপান্তরিত হবে।

এক্সরের ছবিতে ক্যাপস্টোনটি যে রকম উজ্জ্বল দেখাচ্ছে তাতে করে ল্যাংডন ধারণা করছে জিনিসটা ধাতব কিছু দিয়ে তৈরি...খুবই ঘনত্ববিশিষ্ট ধাতব পদার্থ। এটা খাঁটি স্বর্নের কিনা সেটা অবশ্য সে জানে না, আর এ নিয়ে খুব বেশি ভাবতেও চাচ্ছে না সে। *এই পিরামিডটি খুবই ছোটো। কোডগুলোও খুব সহজবোধ্য। আর...ঈশ্বরের দোহাই, এটা নিতান্তই একটি মিথ!*

তার দিকে কড়া নজর রাখছে সাটো। "একজন মেধাবী মানুষ হিসেবে আজরাতে আপনি বোকার মতো কিছু ভুল করেছেন, প্রফেসর। একজন ইন্টেলিজেন্স অফিসারের কাছে মিথ্যে বলেছেন আপনি। ইচ্ছাকৃতভাবে বাধা দিয়েছেন সিআইএ'র তদন্তকাজে?"

"যদি চান তো ব্যাপরটা আমি খুলে বলছি।"

"আপনি সেটা সিআইএ'র হেডকোয়ার্টারে গিয়েই বলবেন। এই মুহূর্তে আমি আপনাকে আটক করছি।"

ল্যাংডনের সারা শরীর আড়ষ্ট হয়ে গেলো। "আপনি সিরিয়াসলি বলছেন!"

"একদম সিরিয়াসলি বলছি। আপনাকে আমি আগেই বলেছিলাম, আজরাতে আমরা বেশ ঝুঁকির মধ্যে আছি, তারপরও আপনি আমাদের সহযোগীতা না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আপনি আপনাকে বলবো এই পিরামিডের কোডগুলোর অর্থ কি সেটা বলুন, কারণ সিআইএ'র হেডকোয়ার্টারে গেলে..." ব্ল্যাকবেরিটা পিরামিডের কাছে নিয়ে সাংকেতিক চিহ্নগুলোর ছবি তুললো সাটো। "আমার অ্যানালিস্টরা এ নিয়ে উঠেপড়ে লাগবে।"

ল্যাংডন প্রতিবাদ করার জন্যে কিছু বলতে যাবার আগেই সাটো দরজার কাছে থাকা এন্ডারসনের দিকে ঘুরে গেলো। "চিফ, ল্যাংডনের ব্যাগ থেকে পাথরের পিরামিডটি নিয়ে নিন। আমি তাকে আমার কাস্টডিতে নিয়ে নিচ্ছি। আপনার অস্ত্রটা আমাকে দেবেন কি?"

ঘরের ভেতর যখন ঢুকছে এন্ডারসনের মুখ তখন একেবারে পাথরের মতোই সুকঠিন। তার আগেই নিজের বগলের হোলস্টার থেকে অস্ত্রটা বের করে সাটো দিতেই মহিলা সেটা ল্যাংডনের দিকে তাক্ ক'রে ধরে রেখেছে।

ল্যাংডনের কাছে মনে হলো সে বুঝি স্বপ্ন দেখছে। *এটা হতে পারে না।*

ল্যাংডনের কাঁধ থেকে ব্যাগটা নিয়ে একটা চেয়ারের উপর রাখলো এন্ডারসন। ব্যাগের জিপার খুলে টেবিলে রাখা পাথরের ভারি পিরামিডটি ল্যাংডনের নোটবই আর ছোট্ট প্যাকেজটির সাথে ব্যাগের ভেতর রেখে দিলো।

আচমকা একটা আওয়াজ ভেসে এলো হলওয়ে থেকে। সঙ্গে সঙ্গে দরজার কাছে একটা মনুষ্যমূর্তির আর্বিভাব ঘটলো। হুরমুর করে ঘরে ঢুকে এন্ডারসনে পেছনে এসে দাঁড়ালো সেটা। তার এই আগমন চিফ খেয়াল করে নি। মুহূর্তেই আগন্তুক কাঁধ দিয়ে এন্ডারসনের পিঠে প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা মেরে বসলে চিফ সামনের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো টেবিলের উপর। সেখানে রাখা হাড়গোড় আর অন্যান্য জিনিসগুলো ছড়িয়ে পড়লো মেঝের চারপাশে। মেঝেতে পড়তেই চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেলো বালিঘড়িটি। মোমবাতিটা পড়ে গেলেও সেটা নিভু নিভু ক'রে জ্বলছে।

এই হট্টগোলের মধ্যে সাটো মাটিতে গড়িয়ে অস্ত্র তাক করার চেষ্টা করলেও আগন্তুক এক ঝটকায় পায়ের একটা হাড় তুলে নিয়ে মহিলার ঘাড়ে প্রচণ্ড জোরে আঘাত ক'রে বসলো। তীব্র যন্ত্রণায় চিৎকার দিয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়লো সে। তার হাতের অস্ত্রটাও ছিটকে পড়লো মেঝেতে। আগন্তুক লাথি মেরে সেটা আরো দূরে সরিয়ে দিয়ে ল্যাংডনের দিকে ফিরলো। লোকটা খুব লম্বা আর পেটানো শরীরের, এরকম অভিজাত আফ্রিকান-আমেরিকান লোক ল্যাংডন এর আগে কখনও দেখে নি।

"পিরামিডটা তুলে নিন!" আদেশের ভঙ্গিতে বললো লোকটা। "আমার সাথে আসুন!"

অধ্যায় ৪২

যে আফ্রিকান-আমেরিকান লোকটি ল্যাংডনকে ক্যাপিটলের ভূগর্ভস্থ গোলকধাঁধা দিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সে নিঃসন্দেহে একজন শক্তিশালী লোক। করিডোরের কোথায় কোন্ দিক দিয়ে যেতে হবে সেটা বেশ ভালো করে জানার পরও এই অভিজাত আগন্তুকের কাছে এমন একগোছা চাবির রিং আছে যা দিয়ে মনে হয় এখানকার সবগুলো দরজাই খোলা সম্ভব।

ল্যাংডন দ্রুত তাকে অনুসরণ ক'রে যাচ্ছে। একটা অপরিচিত সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলো সে। ওঠার সময় তার কাছে মনে হলো কাঁধের ডে-ব্যাগটির চামড়ার স্ট্র্যাপটি বুঝি তার কাঁধের মাংস কেঁটে ফেলবে। পাথরের পিরামিডটি এতো বারি যে ল্যাংডন আশংকা করছে স্ট্রাপটা যেকোনো সময় ছিঁড়ে যেতে পারে।

শেষ কয়েক মিনিট সব ধরণের যুক্তিকেই হার মানিয়েছে। ল্যাংডন এখন দেখতে পাচ্ছে সে স্বতঃফূর্তভাবেই এগিয়ে যাচ্ছে। তার মন বলছে এই লোকটার উপর আস্থা রাখতে। এই লোকটি কেবল ল্যাংডনকে সাটোর হাতহ থেকেই রক্ষা করে নি, সেই সাথে পিটার সলোমনের রহস্যময় পিরামিডটি রক্ষা করার জন্যে বিপদেরও ঝুঁকি নিয়েছে। অবশ্য লোকটার উদ্দেশ্য কি সেটা এখনও রহস্যই রয়ে গেছে। লোকটার হাতে স্বর্নের একটি আঙটি দেখতে পেলো ল্যাংডন–একটি ম্যাসনিক আঙটি–দু'মাথার ফিনিক্স পাখি এবং সেটার বুকে ৩৩ সংখ্যা। এই লোকটি পিটার সলোমনের খুবই বিশ্বস্ত একজন বন্ধু। তারা সর্বোচ্চ পর্যায়ের ম্যাসনিক ভাই।

সিঁড়ির উপর উঠে লোকটার পিছু পিছু আরেকটা করিডোর ধরে এগোতে লাগলো ল্যাংডন। ইউটিলিটি হলওয়ের আনমার্ক করা একটি দরজা দিয়ে অসংখ্য সাপ্লাই বাক্স এবং ময়লা ফেলার ব্যাগ এড়িয়ে সার্ভিস দরজার দিয়ে একদম অপ্রত্যাশিত এক জগতে এসে পড়লো তারা–ছবি দেখার থিয়েটার কিংবা সেরকম কোনো জায়গা হবে সেটা। ওটার ভেতর দিয়ে মেইন দরজা খুলে বিশাল এক ফয়ারে এসে পড়লো লোকটার পিছু পিছু। ল্যাংডন এবার বুঝতে পারলো তারা এখন ভিজিটর সেন্টারে দাঁড়িয়ে আছে, আজরাতে এখান দিয়েই সে প্রবেশ করেছিলো।

দুর্ভাগ্যজনকভাবেই, ঠিক যেমন দুর্ভাগ্য একজন ক্যাপিটল পুলিশ অফিসারের।

তারা দু'জন অফিসারের মুখোমুখি হতেই আচমকা থেমে একে অন্যের দিকে চেয়ে রইলো সবাই। এখানে ঢোকার সময় এক্সরে মেশিনের কাছে যে তরুণ হিসপ্যানিক অফিসারকে দেখেছিলো তাকে চিনতে পারলো ল্যাংডন।

"অফিসার নুনেজ," আফ্রিকান-আমেরিকার লোকটি বললো। "কোনো কথা বলবে না। আমার সাথে আসো।"

গার্ড অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গেলেও বাধ্য ছেলের মতো কোনো প্রশ্ন করলো না সে।

এই লোকটা কে?

ভিজিটর সেন্টারের দক্ষিণ-পূর্ব কর্নারের দিকে দ্রুত এগিয়ে ছোট্ট একটি ফয়ার এবং ভারি একটা দরজার কাছে এসে পড়লো তারা তিনজন। দরজাটা অরেঞ্জ টেপ দিয়ে সিল করা। ভিজিটর সেন্টারে যাই ঘটুক না কেন এটা বন্ধ রাখা হয়েছে। লোকটা দরজার টেপ টেনে উপড়ে ফেলে চাবির রিং থেকে চাবি খুঁজতে খুঁজতে গার্ডকে বললো, "আমাদের বন্ধু চিফ এন্ডারসন সাববেইজমেন্টে আছে। সম্ভবত সে আহত হয়েছে। তুমি এক্ষুণি তাকে গিয়ে দেখে আসো।"

"জি স্যার।" নুনেজকে খুবই হতবিহ্বল দেখাচ্ছে।

"তারচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, তুমি আমাদেরকে দ্যাখো নি।" চাবিটা পেয়ে গেলে সেটা রিং থেকে খুলে দরজাটা খুলেই গার্ডের কাছে সেটা ফেরত দিয়ে দিলো। "আমরা চলে গেলে দরজাটা লক্ করে দেবে। যে টেপটা উপড়ে ফেলেছি সেটাও সুন্দর ক'রে লাগিয়ে রাখবে। কাউকে কিছু বলবে না। এমনকি চিফকেও। বুঝেতে পেরেছো, অফিসার নুনেজ?"

গার্ড চাবিটার দিকে এমনভাবে তাকালো যেনো তার হাতে বহু মূল্যবান কোনো রত্ন দেয়া হয়েছে বিশ্বাস করে। "ঠিক আছে, স্যার।"

আর কোনো কথা না বলে লোকটা দরজা দিয়ে হুরমুর করে বেরিয়ে গেলে ল্যাংডনও তার পেছন পেছন ছুটে চললো। তাদের পেছনে দরজাটা বন্ধ হবার শব্দ শুনতে পেলো ল্যাংডন।

"প্রফেসর ল্যাংডন," আন্ডার কনস্ট্রাকশনে থাকা নতুন একটি করিডোর দিয়ে ছুটতে ছুটতে লোকটা বললো। "আমার নাম ওয়ারেন বেলামি। পিটার সলোমন আমার খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু।"

ল্যাংডন একটু চমকে লোকটাকে দেখে নিলো ভালো করে। *আপনিই সেই ওয়ারেন বেলামি?* ক্যাপিটলের আর্কিটেক্টের সাথে তার কখনই সাক্ষাত হয় নি। তবে লোকটার নাম সে অনেক শুনেছে।

"আপনার কথা পিটার খুব বলে," বেলামি বললো, "আপনাকে এই রকম বাজে পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়েছে বলে আমি সত্যি দুঃখিত।"

"পিটার ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে আছে। তার হাতটা..."

"আমি জানি।" তিক্ত কণ্ঠে বললো বেলামি। "বলতে বাধ্য হচ্ছি এটা সে তুলনায় নস্যি।"

আলো ঝলমলে একটি করিডোরে এসে পড়লো তারা, এখান থেকে প্যাসেজওয়েটা একদম বাম দিকে মোড় নিয়েছে। করিডোরের বাকি পথটুকু কোথায় গেছে সেটা না জানা গেলেও গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে আছে সেটা।

"দাঁড়ান," কথাটা বলেই কাছের একটি ইলেক্ট্রিক্যাল রুমে ঢুকে পড়লো বেলামি।

রুমের ভেতর কমলা রঙের অসংখ্য কর্ড সাপের মতো এঁকেবেঁকে চলে গেছে অন্ধকার করিডোরের দিকে। অপেক্ষা করতে লাগলো ল্যাংডন। আর্কিটেক্ট সম্ভবত এক্সটেনশন কর্ডগুলোর সুইচটা খুঁজে পেয়েছে, কেননা তার সামনের পথটি আলোকিত হয়ে উঠেছে।

ল্যাংডন কেবল তাকিয়ে রইলো।

রোমের মতো ওয়াশিংটন ডিসি'র রয়েছে অসংখ্য গোপন প্যাসেজওয়ে এবং ভূ-গর্ভস্থ টানেল। তাদের সামনে যে প্যাসেজটি এখন সে দেখতে পাচ্ছে সেটা ভ্যাটিকান আর সেন্ট অ্যাঞ্জেলো প্রসাদের মধ্যেকার সংযোগ টানেলের কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছে তাকে। দীর্ঘ। অন্ধকারাচ্ছন্ন। সংকীর্ণ। তবে পুরনো দিনের *পাসেত্তোর* মতো নয় এটি, এই প্যাসেজটি একেবারেই আধুনিক। এটার কাজ এখনও শেষ হয় নি। প্যাসেজটির শেষপ্রান্ত দেখা যাচ্ছে না। একমাত্র বাতি বলতে কনস্ট্রাকশন কাজে ব্যবহৃত এক ধরণের বাল্ব। অসম্ভব সুদীর্ঘ টানেলে এটা তেমন একটা ভূমিকা রাখতে পারছে না।

এরইমধ্যে বেলামি প্যাসেজ দিয়ে ছুটতে শুরু করে দিয়েছে। "আমার সাথে সাথে আসুন। সাবধানে পা ফেলবেন।"

বেলামির ঠিক পেছন পেছন যাচ্ছে ল্যাংডন আর ভাবছে এই টানেলটি কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে।

ঠিক একই সময় মালাখ তিন নাম্বার পড থেকে বেরিয়ে এসএমএসসি'র জনমানবহীন মেইন করিডোর দিয়ে পাঁচ নাম্বার পডের দিকে ছুটে যাচ্ছে। ট্রিশের কি-কার্ডটা শক্ত করে হাতে ধরে বিড়বিড় ক'রে বলে যাচ্ছে, "শূন্য-আট-শূন্য-চার।"

তার মাথায় অবশ্য আরেকটা বিষয়ও ঘুরপাক খাচ্ছে। ক্যাপিটল ভবন থেকে এইমাত্র জরুরি একটি মেসেজ পেয়েছে মালাখ। *আমার কনট্যাক্ট অপ্রত্যাশিত এক সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে।* তারপরও খবরটা বেশ উৎসাহব্যঞ্জকই বটে রবার্ট ল্যাংডনের কাছে পিরামিড এবং ক্যাপাস্টোন দুটোই রয়েছে। অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটলেও গুরুত্বপূর্ণ জিনিস দুটো সঠিক জায়গাতে গিয়েই পড়েছে। নিয়তি নিজেই যেনো মালাখের বিজয় নিশ্চিত করার জন্যে আজ রাতের ঘটনাগুলো পরিচালিত করছে যেনো।

অধ্যায় ৪৩

দীর্ঘ টানেল দিয়ে কোনা কথা বলেই বেলামির পেছন পেছন তার দ্রুতপদক্ষেপের সাথে তাল মিলিয়ে ছুটছে ল্যাংডন। এ পর্যন্ত ক্যাপিটলের আর্কিটেক্টকে দেখে মনে হচ্ছে সাটো এবং পাথরের পিরামিডের মধ্যে দূরত্ব বাড়ানোর চেষ্টা ক'রে যাচ্ছে সে। ঘটনা কি সেটা ল্যাংডনকে ব্যাখ্যা করার চেয়ে এটাই হলো তার কাছে বেশি গরুত্বপূর্ণ কাজ। ল্যাংডনের আশংকা সে যতোটা ধারণা করছে ঘটনা আসলে আরো বেশি দূর এগিয়েছ।

সিআইএ? ক্যাপিটলের আর্কিটেক্ট? তেত্রিশ ডিগৃর দু'জন ম্যাসন?

ল্যাংডনের মোবাইল ফোনটা তীক্ষ্ম শব্দে বেজে উঠলো। জ্যাকেটের পকেট থেকে ফোনটা বের করে জবাব দিতে গিয়ে দ্বিধায় পড়ে অবশেষে বললো, "হ্যালো?"

যে কণ্ঠটা ফিসফিস ক'রে বললো সেটা অদ্ভুত আর পরিচিত। "প্রফেসর, শুনলাম আপনার নাকি অপ্রত্যাশিত একজন সঙ্গী জুটে গেছে?"

ভয়ে সারা গায়ে কাটা দিয়ে উঠলো ল্যাংডনের। "পিটার কোথায়?!" জানতে চাইলো সে। তার উচ্চকিত কণ্ঠটা টানেলের ভেতর গমগম করে উঠলো। তার দিকে পাশ ফিরে তাকালো ওয়ারেন বেলামি। তাকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছে, ল্যাংডনকে সে হাটা না থামানোর জন্যে ইশারা করলো।

"চিন্তা করবেন না," কণ্ঠটা বললো। "যেমনটি বলেছি, পিটার নিরাপদ জায়গাতেই আছে।"

"তুমি ওর হাত কেটে ফেলেছো! তার এখন ডাক্তার দেখানো দরকার!"

"তার একজন পাদ্রীর দরকার," জবাবে বললো লোকটি। "তবে আপনি তাকে বাঁচাতে পারেন। আমি যা বলবো তা যদি করেন তো পিটার বেঁচে থাকবে। আপনাকে কথা দিচ্ছি।"

"তোমার মতো উন্মাদের করা প্রতীজ্ঞার কোনো মূল্য নেই আমার কাছে।"

"উন্মাদ? প্রফেসর, আজরাতে আপমি যে প্রাচীন প্রটোকল ব্যবহার করেছি তার জন্যে আমাকে প্রশংসা করা উচিত আপনার। রহস্যের হাত আপনাকে প্রবেশদ্বার পর্যন্ত নিয়ে গেছে–ওখানে রাখা পিরামিডটি প্রাচীন প্রজ্ঞাকে উন্মোচিত করবে। আমি জানি ওটা এখন আপনার কাছেই আছে।"

"তুমি ভাবছো এটা ম্যাসনিক পিরামিড?" জানতে চাইলো ল্যাংডন। "এটা আসলে পাথরের একটি পিণ্ড।"

ফোনের অপরপ্রান্তে নীরবতা নেমে এলো। "মিঃ ল্যাংডন, আপনি চালাকি করবেন না। আপনি ভালো করেই জানেন আজ রাতে আপনি কি খুঁজে পেয়েছেন। একটি

পাথরের পিরামিড...ওয়াশিংটন ডিসি'র প্রাণকেন্দ্রে লুকিয়ে রাখা ছিলো সেটা...এক শক্তিশালী ম্যাসন কর্তৃক?"

"তুমি একটা মিথের পেছনে ছুটছো! পিটার তোমাকে যা-ই বলে থাকুক না কেন সে ভয়ে বলেছে। ম্যাসনিক পিরামিডের লিজেন্ডটা কাল্পনিক ছাড়া আর কিছুই না। সিক্রেট জ্ঞান সুরক্ষার জন্যে ম্যাসনরা কোনো পিরামিড নির্মাণ করে নি। আর তারা যদি সেরকম কিছু তৈরিও করে থাকে, এই পিরামিডটি সে তুলনায় খুবই ছোটো। আপনি যেরকমটি ভাছেন সে রকম কিছু না।"

মুচকি হাসলো লোকটা। "বুঝতে পারছি, পিটার আপনাকে খুব কমই বলেছে। যাকগে, মিঃ ল্যাংডন, আপনার কাছে এখন যেটা আছে সেটাকে আপনি মানেন আর না মানেন, আমি যা বলবো আপনি তাই করবেন। আমি জানি যে পিরামিডটি আপনার কাছে আছে তাতে খোদাই করে কিছু কোড লেখা রয়েছে। আমার জন্যে আপনি সেই কোডের অর্থোদ্ধার করে দেবেন। কেবল তার পরেই আমি পিটারকে আপনার কাছে ফিরিয়ে দেবো।"

"তুমি যে রকমটি মনে করছো," বললো ল্যাংডন, "এই এনগ্রেভিংটা প্রাচীন রহস্য নয়।"

"অবশ্যই নেই," বললো লোকটি। "রহস্যটা এতোই বিস্তৃত যে, ছোটোখাটো কোনো পাথরের পিরামিডে সেটা লেখা থাকার কথা নয়।"

এ কথা শুনে ল্যাংডন ভিমরি খেলো। "এই এনগ্রেভিংটা যদি প্রাচীন রহস্য না হয়ে থাকে তবে এটা ম্যাসনিক পিরামিড নয়। লিজেন্ডে পরিস্কার বলা আছে, ম্যাসনিক পিরামিডে প্রাচীন রহস্য লুকিয়ে রাখা আছে।"

লোকটার কণ্ঠ এবার তেঁতে উঠলো। "মিঃ ল্যাংডন, ম্যাসনিক পিরামিড নির্মাণ করা হয়েছে প্রাচীন রহস্যকে সংরক্ষণ করা উদ্দেশ্যে, কিন্তু মনে হচ্ছে আপনি বুঝতে পারছেন না পিটার আপনাকে ঠিক বলেছিলো? ম্যাসনিক পিরামিডের ক্ষমতা এজন্যে নয় যে, এটা রহস্য উন্মোচন করবে...বরং এটাতে জানা যাবে কোন গোপন জায়গায় রহস্যগুলো মাটি চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে।'

ল্যাংডন আৎকে উঠলো।

"ঐ এনগ্রেভিংটার অর্থোদ্ধার করুন," কণ্ঠটা বলতে লাগলো, "তাহলেই জানতে পারবেন মানবসভ্যতার সবচাইতে বড় সম্পদ কোথায় লুকিয়ে রাখা আছে।" হেসে ফেললো সে। "পিটার আপনার হাতে সরাসরি এই সম্পদটি তুলে দেয় নি, প্রফেসর।"

টানেলের ভেতর থেমে গেলো ল্যাংডন। "দাঁড়াও। তুমি বলতে চাচ্ছো এই পিরামিডটি...এক ধরণের মানচিত্র?"

বেলামিও থেমে গেলো। তার চোখেমুখে আতঙ্ক। বোঝা যাচ্ছে কলার একজনের মর্মে ঠিকমতোই আঘাত হানতে পেরেছে। *পিরামিড হলো একটা মানচিত্র।*

"এই মানচিত্রটি," ফিসফিসিয়ে বললো কণ্ঠটা, "অথবা পিরামিডটি, কিংবা

প্রবেশদ্বারটি, যে নামেই আপনি একাটে ডাকুন না কেন...অনেক আগেই তৈরি করা হয়েছিলো প্রাচীন রহস্য লুকিয়ে রাখার জন্যে, যাতে করে এটা বিস্মৃত হয়ে না যায়...হারিয়ে না যায় কোনো কালে।"

"ষোলোটি সিম্বল দেখে মনে হচ্ছে না এগুলো কোনো মানচিত্র।"

"দেখে কোনো কিছু বোঝা যায় না। এটা ধোঁকা দেয়ার জন্যেও করা হতে পারে, প্রফেসর। তবে যা-ই বলি না কেন, এটার অর্থোদ্ধার করার ক্ষমতা কেবলমাত্র আপনারই রয়েছে।"

"তুমি ভুল বলছো," পাল্টা বললো ল্যাংডন। সহজ সরল সিম্বলটা কল্পনা করলো সে। "যে কেউ এটার অর্থোদ্ধার করতে পারবে। এটা খুব একটা সূক্ষ্ম নয়।"

"আমার মনে হয় চোখে যা দেখতে পাচ্ছেন তারচেয়ে অনেক বেশি কিছু আছে ঐ পিরামিডে। তো কথা ঐ একটাই, আপনার কাছেই সেই ক্যাপস্টোনটি রয়েছে।"

ব্যাগে রাখা ছোট্ট ক্যাপস্টোনটির কথা ভাবলো ল্যাংডন। বিশৃঙ্খলা থেকে শৃঙ্খলায় নিয়ে আসা? কি বিশ্বাস করতে হবে না করতে হবে সে জানে না। কিন্তু প্রতিটি মুহূর্তেই তার ব্যাগে রাখা পিরামিডটির ওজন যেনো আরো ভারি হয়ে যাচ্ছে।

কানে সেলফোন চেপে অন্যপ্রান্তে থাকা ল্যাংডনের উদ্বিগ্ন হয়ে নিঃশ্বাস ফেলার শব্দটি উপভোগ করছে মালাখ। "এখন আমাকে আরেকটা কাজে যেতে হচ্ছে, প্রফেসর, যেমনটি যাচ্ছেন আপনি নিজেও। মানচিত্রটির অর্থোদ্ধার করার পর যতো দ্রুত সম্ভব আমাকে ফোন করে জানাবেন। আমরা একসঙ্গে সেই গোপনস্থানে যাবো, একটু লেনদেন করতে হবে। পিটারের জীবন...প্রাচীনকালের সমস্ত জ্ঞানের বিনিময়ে।"

"আমি কিছুই করবো না," দৃঢ়তার সাথে বললো ল্যাংডন। "বিশেষ করে পিটার বেঁচে আছে কিনা সেটার প্রমাণ ছাড়া।"

"আপনাকে উপদেশ দেবো, আমাকে পরীক্ষা করবেন না। আপনি বিশাল একটি যন্ত্রের অতি ক্ষুদ্র অংশ। আপনি যদি আমার কথার অবাধ্য হন, কিংবা আমাকে খুঁজে বের করার চেষ্ট করেন, পিটার মারা যাবে। কসম খেয়ে বলছি আমি।"

"আমি যতোদূর জানি, পিটার মারা গেছে।"

"সে বহাল তবিয়তেই বেঁচে আছে, প্রফেসর। তবে আপনার সাহায্য তার খুবই দরকার।"

"তুমি আসলে কি খুঁজছো? চিৎকার করে ফোনে বললো ল্যাংডন।

জবাব দেবার আগে মালাখ একটু সময় নিলো। "অনেকেই প্রাচীন রহস্যের পিছু নিয়েছে, তাদের ক্ষমতা নিয়ে তর্কবিতর্ক করেছে। আজ রাতে আমি প্রমাণ করবো রহস্যগুলো সত্যি আছে।"

চুপ মেরে গেলো ল্যাংডন।

"আমি বলবো এক্ষুণি মানচিত্রের উপর কাজ শুরু করে দিন," বললো মালাখ। "আজকের মধ্যেই আমি এই তথ্যটা চাই।"

"আজকে?!" ইতিমধ্যে রাত ন'টা বেজে গেছে!"

"ঠিক। *টেম্পাস ফিউজিট।*"

অধ্যায় ৪৪

নিউইয়র্ক এডিটর জোনাস ফকম্যান তার ম্যানহাটনের অফিসের বাতি সবেমাত্র নিভিয়েছে তখনই ফোনটা বেজে উঠলো। এই অসময়ে ফোন তোলার কোনো ইচ্ছে তার ছিলো না–কিন্তু কলার আইডির দিকে চোখ যেতেই সে সিদ্ধান্ত পাল্টাতে হলো। *খবর নিশ্চয় ভালো হবে,* ভাবলো সে। তুলে নিলো ফোনের রিসিভার।

"আমরা কি এখনও তোমার বই ছাপাতে পারবো?" একটু রসিকতার ছলেই ফকম্যান জানতে চাইলো।

"জোনাস!" রবার্ট ল্যাংডনের কণ্ঠটা খুবই উদ্বিগ্ন শোনাচ্ছে। "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তোমাকে পাওয়া গেছে বলে। তোমার সাহায্যের দরকার।"

ফকম্যানের মেজাজ মুহূর্তেই বদলে গেলা। "রবার্ট, তোমার কাছে কিছু লেখা আছে এডিট করার জন্যে?"

"শোনো, আমার কিছু তথ্যের দরকার। গত বছর তোমার সাথে ক্যাথারিন সলোমন নামের এক বৈজ্ঞানিকের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম, পিটার সলোমনের ছোটো বোন?"

ফকম্যান ভুরু তুললো। *লেখার কোনো কথা নেই।*

"নোয়েটিক সায়েন্সের উপর বই প্রকাশ করার জন্যে সে একজন প্রকাশক খুঁজছিলো? মনে আছে?"

ফকম্যানের চোখ দুটো গোল গোল হয়ে গেলো। "অবশ্যই মনে আছে। আর সেই পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ঐ মেয়ে কেবল আমাকে তার গবেষণার ফলাফলগুলো পড়তেই দেয় নি, ভবিষ্যতে নির্দিষ্ট একটা তারিখের আগে সেগুলো প্রকাশ না করার কথাও বলেছে।"

"জোনাস, আমার কথা শোনো। আমার হাতে বেশি সময় নেই। ক্যাথারিনের ফোন নাম্বারটা আমার একটু দরকার। এক্ষুণি। তোমার কাছে কি সেটা আছে?"

"তোমাকে সাবধান করার জন্যে বলছি...তোমার কথাবার্তার মধ্যে মরিয়া মরিয়া একটা ভাব রয়েছে। মহিলা দেখতে অসাধারণ, কিন্তু তুমি তাকে এতো রাতে–"

"ঠাট্টা করছি না, জোনাস। তার নাম্বারটা খুবই দরকার।"

"ঠিক আছে...একটু ধরো।" ফকম্যান আর ল্যাংডন দীর্ঘ দিন ধরেই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ফকম্যান জানে ল্যাংডন কখন সিরিয়াস। একটা সার্চ উইন্ডোতে ক্যাথারিনের নাম টাইপ করে কোম্পানির ই-মেইল সার্ভারটা স্ক্যান করলো জোনাস।

"আমি দেখছি," বললো ফকম্যান। "আর মনে রেখো, তোমার ভালোর জন্যে বলছি, হারভার্ডের সুইমিংপুল থেকে তাকে ফোন কোরো না। তাহলে মনে হবে তুমি কোনো

পাগলা গারদে আছো।"

"আমি সুইমিংপুলে নেই, জোনাস। ইউএস ক্যাপিটলের নীচে একটা টানেলে আছি এখন।"

ল্যাংডনের কথা শুনে ফকম্যান বুঝতে পারলো সে কোনো ঠাট্টা করছে না। এই লোকটার কি হয়েছে? "রবার্ট, তুমি নিজের বাড়িতে বসে আরামে লিখতে পারো না কেন?" তার কম্পিউটার পর্দায় তথ্যটা ভেসে উঠলো। "ঠিক আছে...শোনো, পেয়েছি।" পুরনো ই-মেইল থ্রেডের মধ্যে মাউস চালালো সে। "দেখে মনে হচ্ছে তার সেল নাম্বারটাই কেবল আছে আমার কাছে।"

"নাম্বারটা বলো।"

তাকে নাম্বারটা বলে দিলো ফকম্যান।

"ধন্যবাদ, জোনাস," কৃতজ্ঞতায় বললো ল্যাংডন। "তোমার কাছে আমি ঋণী।"

"আমার কাছে তুমি একটা পাণ্ডুলিপি দেবার জন্যে ঋণী, রবার্ট। তোমার কি ধারণা আছে কতো দিন–"

লাইনটা কেটে গেলো।

রিসিভারের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালো জোনাস ফকম্যান। লেখকদের ছাড়া বই প্রকাশের কাজটা খুবই সহজ হোতো।

অধ্যায় ৪৫

সেলফোনে কলার আইডিটা দেখে ক্যাথারিন সলোমন ভিমরি খেলো। তার ধারণা ছিলো ইনকামিং কলটা ট্রিশ ডানের কাছ থেকে এসেছে, সে এবং ডা: ক্রিস্টোফার আবাডনের আসতে এতো দেরি হচ্ছে কেন সেটা হয়তো তাকে বলবে, কিন্তু এই কলটি ট্রিশ ডান করে নি।

একেবারেই অন্য একজন।

ক্যাথারিন আরক্তিম হয়ে মুচকি হাসলো। *আজরাতে কি কোনো আগন্তুককে পাওয়া যাবে?* ফোন সেটটি খুলে দেখলো সে।

"আমাকে আবার বলো না," ঠাট্টার ছলে বললো সে, "বুকিশ ব্যাচেলর অবিবাহিত কোনো নোয়েটিক বিজ্ঞানীকে খুঁজছে?"

"ক্যাথারিন!" গভীর কণ্ঠটা রবার্ট ল্যাংডনের। "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তুমি ঠিক আছো।"

"অবশ্যই ঠিক আছি," একটু অবাক হয়ে বললো সে। "অবশ্য পিটারের বাড়িতে গত বছর গ্রীষ্মের পার্টির পর থেকে তুমি আমাকে আর ফোন কোরো নি, সেটা বাদ দিলে আমি ঠিকই আছি।"

"আজ রাতে একটা ঘটনা ঘটেছে। প্লিজ, আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনো।" তার স্বাভাবিক নরম আর মিষ্টি কণ্ঠটা বিধ্বস্ত শোনাচ্ছে। "তোমাকে এ কথাটা বলার জন্যে আমি দুঃখিত...পিটার মারাত্মক বিপদে পড়েছে।"

ক্যাথারিনের মুখের হাসি উবে গেলো। "কি বলছো তুমি?"

"পিটার..." শব্দ খুঁজে না পেয়ে থেমে গেলো ল্যাংডন। "কিভাবে বলবো জানি না। তাকে...তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিভাবে এবং কে এ কাজ করেছে জানি না। তবে–"

"তুলে নিয়ে গেছে?" ক্যাথারিন জানতে চাইলো। "রবার্ট, তুমি আমাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছো। তুলে নিয়ে গেছে...কোথায়?"

"আঁটকে রাখা হয়েছে।" বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এলো ল্যাংডনের কণ্ঠটা। "আজকে না হয় গতকাল এ ঘটনা ঘটেছে।"

"কী যা তা বলো," রেগেমেগে বললো সে। "আমার ভাই ভালো আছে। পনেরো মিনিট আগে তার সাথে আমার কথা হয়েছে!"

"কথা হয়েছে?!" ল্যাংডনের কথা শুনে মনে হলো সে যারপরনাই বিস্মিত।

"হ্যা! সে আমাকে টেক্সট মেসেজ করে জানিয়েছে আমার ল্যাবে আসছে এখন।"

"টেক্সট মেসেজ করেছে..." আপন মনেই বলে ফেললো কথাটা। "তার মানে, তুমি

তার কণ্ঠ শোনো নি?”

“না, তবে–”

“আমার কথা শোনো। যে মেসেজ তুমি পেয়েছো সেটা তোমার ভাই পাঠায় নি। এক লোক পিটারের ফোন থেকে ওটা পাঠিয়েছে। ঐ লোকটা খুবই বিপজ্জনক। সে যেই হোক না কেন, আমাকে কৌশলে ওয়াশিংটনে নিয়ে এসেছে আজরাতে।”

“কৌশলে? তোমার কথাবার্ত কিছুই বুঝতে পারছি না!”

“আমিও সেটা জানি। তার জন্যে দুঃখিত।” ল্যাংডনের কথা শুনে মনে হচ্ছে সে তার স্বভাবাসুলভ মেজাজে নেই। কেমন জানি খাপছাড়া। ক্যাথারিন, আমার মনে হয় তুমিও বিপদের মধ্যে আছো।”

ক্যাথারিন সলোমন নিশ্চিত ল্যাংডন কখনও এরকম ঠাট্টা করবে না। তারপরও তার কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে তার মাথা ঠিক নেই। “আমি ঠিকই আছি। একটা নিরাপদ ভবনে লক করা অবস্থায় আছি এখন!” বললো সে।

“পিটার তোমাকে যে মেসেজটা পাঠিয়েছে সেটা আমাকে পড়ে শোনাও তো।”

অবাক হয়ে ক্যাথারিন পিটারের পাঠানো টেক্সট মেসেজটি পড়ে শোনালো ল্যাংডনকে। শেষের দিকে ডাঃ আবাডনের কথা যখন এলো তখন এক ধরণের শীতল অনুভূতি বয়ে গেলো তার মধ্যে। “ ‘ডাঃ আবাডনকে পেলে তাকেও আমাদের সাথে যোগ দিতে বোলো। তাকে আমি খুবই বিশ্বাস করি...’ ”

“ওহ ঈশ্বর...” ভয়ে ল্যাংডনের কণ্ঠটা যেনো আঁটকে এলো। “তুমি কি ঐ লোকটাকে ল্যাবে আসার জন্যে বলেছো?”

“হ্যা! আমার অ্যাসিসটেন্ট তাকে নিয়ে আসার জন্যে লবিতে গেছে। যে কোনো সময় তারা চলে–”

“ক্যাথারিন, পালাও!” চিৎকার ক'রে বললো ল্যাংডন। “এক্ষুণি!”

এসএমএসসি'র অন্যপ্রান্তে সিকিউরিটি রুমের ভেতর একটা ফোন বাজলে রেডিওতে রেডস্কিনদের খেলা শুনতে থাকা গার্ড অনিচ্ছায় ফোনটা তুলে নিলো।

“লবি থেকে বলছি,” জবাবে বললো সে। “আমি কাইল।”

“কাইল, আমি ক্যাথারিন সলোমন!” খুবই উদ্বিগ্ন আর হাপাতে হাপাতে বললো কথাটা।

“ম্যাম, আপনার ভাই তো এখনও আসেন নি–”

“টৃশ কোথায়?” জানকে চাইলো সে। “তুমি কি তাকে মনিটরে দেখতে পাচ্ছো?”

চেয়ার ঘুরিয়ে মনিটরের দিকে তাকালো গার্ড। “সে এখনও কিউব থেকে বের হয় নি?”

“না!” চিৎকার করে বললো ক্যাথারিন।

গার্ড এবার বুঝতে পারলো ক্যাথারিন সলোমন এমনভাবে হাফাচ্ছে যেনো সে দৌড়াচ্ছে। *ওখানে হচ্ছেটা কি?*

সঙ্গে সঙ্গে ভিডিও জয়স্টিক দিয়ে ভিডিও ফিডের দৃশ্য দেখার চেষ্টা করলো। "ঠিক আছে, একটু দাঁড়ান। একটু পেছনে টেনে নিয়ে দেখছি...আপনার অতিথির সাথে ট্রিশকে লবিতে দেখতে পাচ্ছি...তারা 'রাস্তা'র দিয়ে যাচ্ছে...একটু ফাস্ট ফরোয়ার্ড করে দিচ্ছি...হ্যা, তারা ওয়েট পডে যাচ্ছে এখন...ট্রিশ তার কি-কার্ড দিয়ে দরজা আনলক করছে...পডের ভেতর ঢুকে পড়লো তারা...ফাস্ট ফরোয়ার্ড করছি...তারা দু'জন ওয়েট পড থেকে এক মিনিট আগে বের হয়ে এসেছে...যাচ্ছে..." তার মাথাটা উঁচু হয়ে গেলো। ভিডিওটার দৃশ্য স্লো করে দিয়ে দেখলো সে। "দাঁড়ান। এটা তো অদ্ভুত।"

"কি হয়েছে?"

"ওয়েট পড থেকে ভদ্রলোক দেখি একাই বের হয়েছে।"

"ট্রিশ ভেতরে রয়ে গেছে?"

"হ্যা, তাই তো মনে হচ্ছে। আপনার অতিথিকে এখন আমি দেখছি...সে একাই হল দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।"

"ট্রিশ কোথায়?" উদভ্রান্তের মতো জানতে চাইলো ক্যাথারিন।

"ভিডিও ফিডে তাকে তো দেখতে পাচ্ছি না," বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে গার্ড জবাব দিলো। পর্দার দিকে আবার চোখ রাখলো সে। দেখতে পেলো লোকটার জ্যাকেটের হাতা ভেজা ভেজা...কনুঁই পর্যন্ত। *ওয়েট পডে সে করেছেটা কি?* গার্ড দেখলো লোকটা পাঁচ নাম্বার পডের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তার হাতে একটা জিনিস ধরা...কি-কার্ড।

গার্ড টের পেলো তার শরীর কাটা দিয়ে উঠছে। "মিস্ সলোমন, একটা মারাত্মক সমস্যা হয়ে গেছে।"

আজকের রাতটা ক্যাথারিন সলোমনের জন্যে প্রথম রাত।

দু'বছরে সে কখনই ভয়েডের ভেতর সেলফোন ব্যবহার করে নি। কখনও এভাবে দৌড়ে ভয়েড অতিক্রম করে নি। এখন, ক্যাথারিন সলোমন কানে সেলফোন চেপে গাঢ় অন্ধকারে কার্পেটের উপর দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে। যতোবার তার পা কার্পেট থেকে সরে যাচ্ছে ততোবারই আবার সামলে নিচ্ছে কিন্তু গাতি একটুও কমাচ্ছে না।

"সে এখন কোথায়?" হাফাতে হাফাতে গার্ডকে প্রশ্ন করলো ক্যাথারিন।

"চেক করে দেখছি," জবাবে বললো গার্ড। "ফাস্ট ফরোয়ার্ড করছি...হ্যা, হল দিয়ে হেটে যাচ্ছে সে...পাঁচ নাম্বার পডের দিকে..."

ক্যাথারিন এবার আরো জোরে দৌড়াতে শুরু করলো। এখানে ফাঁদে পড়ে যাবার আগেই এক্সিট দরজায় পৌছাতে পারবে বলে আশা করছে সে। "পাঁচ নাম্বার পডে ঢুকতে তার কতোটুকু পথ বাকি আছে?"

"ম্যাম, আমি বুঝতে পারছি না। আমি এখনও ফার্স্ট ফরোয়ার্ড করছি। এটা রেকর্ড করা ভিডিও। যা দেখছি তা ইতিমধ্যে ঘটে গেছে।" একটু থামলো সে। "দাঁড়ান, এন্ট্রি ইভেন্ট মনিটরটা একটু চেক ক'রে দেখি।" আবারো একটু সময় নিয়ে তারপর বললো, "ম্যাম, এক মিনিট আগে মিস ডানের কি-কার্ডটা পাঁচ নাম্বার পডে ইনসার্ট করা হয়েছে।"

অন্ধকার গহ্বরের মাঝপথে হুরমুর করে থেমে গেলো ক্যাথারিন। "এরইমধ্যে সে পাঁচ নাম্বার পড আনলক ক'রে ফেলেছে?" ফিসফিস ক'রে ফোনে বললো সে।

উদভ্রান্তের মতো গার্ড টাইপ ক'রে যাচ্ছে। "হ্যা, মনে হচ্ছে...নব্বই সেকেন্ড আগে প্রবেশ করেছে সে।"

আড়ষ্ট হয়ে গেলো ক্যাথারিনের সমস্ত শরীর। বন্ধ হয়ে এলো তার নিঃশ্বাস। চারপাশের অন্ধারকে আচম্বিতই জীবন্ত বলে মনে হচ্ছে তার কাছে।

সে এখন আমার সাথে ভেতরেই আছে।

মুহূর্তেই ক্যাথারিন বুঝতে পারলো এই গাঢ় অন্ধকারে তার সেলফোনের আলোটাই একমাত্র আলো। এই আলোতে তার মুখের এক পাশ আলোকিত হয়ে আছে। "সাহায্যের জন্যে ডেকে পাঠাও," গার্ডকে চাপা কণ্ঠে বললো সে। "আর ওয়েট পডে গিয়ে ট্রিশকে সাহায্য করো।" তারপর আস্তে করে ফোনটা বন্ধ করে দিলো।

চারপাশে গাঢ় অন্ধকার যেনো জাপটে ধরলো তাকে।

এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে নিঃশ্বাস নেবার চেষ্টা করলো ক্যাথারিন। কয়েক সেকেন্ড পর তার ঠিক সামনে ইথানলের গন্ধ টের পেলো। গন্ধটা আরো প্রকট হয়ে উঠছে। কারো উপস্থিতি আঁচ করতে পারছে এখন, তার থেকে মাত্র কয়েক ফিট দূরে, কার্পেটের উপর। তার কাছে মনে হচ্ছে স্তব্ধতার মাঝে তার হৃদস্পন্দনের শব্দটা এতো জোরে হচ্ছে যে তাকে হয়তো বিপদে ফেলে দেবে সেটা। নিঃশব্দে পায়ের জুতো জোড়া খুলে কার্পেট থেকে নেমে একটু বাম দিকে সরে গেলো সে। সিমেন্টের মেঝেটা খুব বেশি ঠাণ্ডা লাগছে। আরো এক কদম সরে গেলো কার্পেট থেকে।

মট্ করে শব্দ করে উঠলো তার এক পায়ের গোড়ালী।

এই নিস্তব্ধতায় শব্দটি গুলির আওয়াজের মতোই শোনালো।

আচমকা তার থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে কাপড় নড়ার শব্দ হলে ক্যাথারিন দৌড়ানোর চেষ্টা করলো, কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে গেছে। শক্তিশালী দুটো হাত জড়িয়ে ধরলো তাকে। ঘুরে দাঁড়াবার চেষ্টা করলে লোহার মতো শক্ত দুটো হাত তার ল্যাব কোটটা ধরে তাকে এক ঝটকায় টেনে নিলো। কৌশল করে তার হাত দুটো নাড়িয়ে পরনের ল্যাব কোট থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে ফেললো ক্যাথারিন। আচমকা, কোথায় যাচ্ছে, কোন্ দিকে যাচ্ছে, কিছু না বুঝেই দৌড়াতে শুরু করলো সে। অন্তহীন অন্ধকারে অন্ধের মতো ছুটতে লাগলো ক্যাথারিন সলোমন।

অধ্যায় ৪৬

বিশাল সংগ্রহ থাকা সত্ত্বেও লাইব্রেরি অব কংগ্রেসকে অনেকেই অভিহিত ক'রে থাকে 'পৃথিবীর সবচাইতে সুন্দর ঘর' হিসেবে। তবে এর অসম্ভব সুন্দর ভবনটির তুলনায় বিশাল সংগ্রহের জন্যেই এটি বেশি পরিচিত। পাঁচশ' মাইলেরও বেশি সুদীর্ঘ সেল্‌ফের সারি রয়েছে এখানে–ওয়াশিংটন ডিসি থেকে বোস্টন পর্যন্ত দূরত্বের সম পরিমাণ–তাই খুব সহজেই এ বিশ্বের সর্ববৃহৎ লাইব্রেরি হিসেবে দাবি করতে পারে এটি। প্রতিনিয়তই এর সংগ্রহ বাড়ছে। গড়ে প্রতিদিন যোগ হচ্ছে দশ হাজার আইটেম।

বিজ্ঞান এবং দর্শনের উপর টমাস জেফারসনের ব্যক্তিগত বইয়ের সংগ্রহ দিয়ে এর যাত্রা শুরু। বর্তমানে এই লাইব্রেরিটি জ্ঞানের সুষ্ঠু বিকাশের প্রতি আমেরিকার যে কমিটমেন্ট তারই মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠেছে। ওয়াশিংটনের প্রথম যে কয়টি ভবনে ইলেক্ট্রিকের বাতি লাগানো হয়েছিলো এটি তার মধ্যে অন্যতম। আক্ষরিক অর্থেই এই লাইব্রেরিটি যেনো নতুন বিশ্বের আলোর উৎস।

নাম থেকে বোঝা যায়, এই লাইব্রেরিটি কংগ্রেসের প্রয়োজনেই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিলো, যার সদস্যরা ক্যাপিটল ভবনের রাস্তার ওপারে কাজ করতো। লাইব্রেরি এবং ক্যাপিটলের মধ্যেকার এই পুরনো বন্ধনটি অতি সম্প্রতি মজবুত হয়েছে একটি স্থাপনা নির্মাণের মাধ্যমে–ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাভিনুর নীচ দিয়ে দীর্ঘ একটি টানেল এই দুটো ভবনকে সংযুক্ত করেছে।

আজরাতে, মৃদু আলোর টানেলের ভেতর রবার্ট ল্যাংডন একটি কনস্ট্রাকশন জোনের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ওয়ারেন বেলামির পেছন পেছন। ক্যাথারিনের ব্যাপারে উদ্বিগ্নতা নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করছে সে। *ঐ উন্মাদ তার ল্যাবে ঢুকে পড়েছে?!* কারণটা কি সেটা ল্যাংডন ভাবতেও চাচ্ছে না। তাকে সাবধান করে দেয়ার জন্যে ল্যাংডন ফোন করে আর ফোন রাখার আগেই ক্যাথারিনকে বলে দেয় ঠিক কোথায় তার সাথে দেখা করতে হবে। *এই শালার টানেলটি কতো দীর্ঘ?* তার এখন মাথা ব্যথা করছে। কতোগুলো বিষয় ঘুরপাক খাচ্ছে মাথায় ক্যাথারিন, পিটার, ম্যাসন, বেলামি, পিরামিড, প্রাচীন ভবিষ্যৎবাণী...এবং একটি মানচিত্র।

সবগুলো চিন্তা ঝেড়ে একটা চিন্তাই কেবল করলো। *বেলামি আমাকে কথা দিয়েছে প্রশ্নের জবাব সে দেবে।* টানেলের শেষ মাথায় পৌছে গেলে বেলামি একটি নির্মাণাধীন বিশাল দরজা দিয়ে ল্যাংডনকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলো। তাদের পেছনে এই নির্মাণাধীন দরজটি লক্ ক'রে রাখার কোনো উপায় নেই। তবে বেলামি তাৎক্ষণিক বুদ্ধি প্রয়োগ করে কনস্ট্রাকশনের কাজে ব্যবহৃত একটি অ্যালুমিনিয়ামের মই দরজার কাছে রেখে সেটার

উপর একটি মেটাল বাকেট এমনভাবে রেখে দিলো যেনো দরজাটা খোলা হলেই বাকেটটি সশব্দে মেঝেতে পড়ে যায়।

এটা হলো আমাদের অ্যালার্ম সিস্টেম? বাকেটটার দিকে তাকিয়ে ল্যাংডনের মনে হলো তাদের নিরাপত্তার জন্যে বেলামির এই পরিকল্পনাটি বেশ ভালোই কাজে দেবে। সব কিছু খুব দ্রুত ঘটছে, তাই মাথা ঠাণ্ডা রেখে ভাবার সময় পায় নি ল্যাংডন। এখন বেলামির সাথে এভাবে পালিয়ে যাওয়ার পরিণতিটা কি হতে পারে সেটা নিয়ে ভাবতে শুরু করলো সে। *সিআইএ'র কাছে আমি এখন একজন ফেরারি।*

বেলামি তাকে একটা সিঁড়ির কাছে নিয়ে এলে সেটা দিয়ে তারা উঠতে শুরু করলো। কমলা রঙের পাইলন দিয়ে সিঁড়িটা কর্ডন করা। ওঠার সময় ল্যাংডন টের পেলো তার ডে-ব্যাগে রাখা জিনিসটা কতো ভারি। "পাথরের পিরামিড," বললো সে, "আমি এখনও বুঝতে পারছি না-"

"এখানে নয়," কথার মাঝখানে বাধা দিলো বেলামি। "আলোতে গিয়ে আমরা সেটা পরীক্ষা ক'রে দেখবো। একটা নিরাপদ জায়গা আমি চিনি।"

ল্যাংডন অবশ্য আশংকা করলো, সিআইএ'র অফিস অব সিকিউরিটির ডিরেক্টরকে যে লোক শারীরিকভাবে আঘাত করেছে তার জন্যে আদৌ কোনো নিরাপদ জায়গা আছে কিনা।

সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতেই ইটালিয়ান মার্বেলের প্রশস্ত একটি হলওয়েতে এসে পড়লো তারা। হলওয়ে'তে সারিবদ্ধ আট জোড়া স্ট্যাচু রয়েছে-সবগুলোই চিত্রিত করেছে দেবি মিনার্ভাকে। বেলামি ল্যাংডনকে তাড়া দিয়ে পূর্বদিকের খিলানযুক্ত একটি পথ দিয়ে আরো বেশি জমকালো চত্বরে নিয়ে এলো।

মৃদু আলো এবং আফটার-আওয়ার লাইটিং থাকা সত্ত্বেও লাইব্রেরির বিশাল হলটি ইউরোপের ক্লাসিক্যাল প্রাসাদের আভিজাত্যে সমুজ্জ্ব। মাথার ওপর পঁচাত্তর ফিট উপরে স্টেইন্ড-গ্লাসের স্কাইলাইটগুলো প্যানেল বিমের ফাঁকে ফাঁকে চকচক করছে তার সঙ্গে রয়েছে বিরল 'অ্যালুমিনিয়াম পাতা'-এই ধাতু এক সময় স্বর্নের চেয়েও বেশি দামি ছিলো। তার নীচে এ সারি পিলার দ্বিতীয় তলার বেলকনিগুলোকে সাপোর্ট দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বেলকনিগুলোতে দুটো সিঁড়ি দিয়ে যাওয়া যায়। আর সেই দুটো সিঁড়িকে সাপোর্ট দিচ্ছে জ্ঞানালোকপ্রাপ্তির মশাল হাতে বিশাল ব্রোঞ্জের একটি নারী মূর্তি।

বর্তমান যুগের জ্ঞানালোকপ্রাপ্তি বা এনলাইটেনমেন্টের থিমকে চিত্রিত করার জন্যে রেনেসাঁর স্থাপত্যশৈলীর সাথে অদ্ভুত এক প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। সিঁড়ির রেলিংগুলো মাকড়পডের মতো দেখতে আধুনিক এক বিজ্ঞানীর ছবি খোদাই করা হয়েছে। *একজন ইলেক্ট্রিশিয়ান অ্যাঞ্জেল হাতে টেলিফোন ধরে রেখেছে? এক স্বর্গীয় পতঙ্গবিশারদকে দেখানো হয়েছে নমুনা সংগ্রহের বাক্সসহকারে?* ল্যাংডন ভাবলো, বার্নিনি এসব দেখে কী ভাবতেন।

"আমরা এখানে কথা বলবো," হাতে লেখা ১৪৫০ সালের মেইনজের বিশাল

বাইবেল এবং গুটেনবার্গ বাইবেলের আমেরিকান কপি যে দুটো বুলেটপ্রুফ কেসে রাখা আছে সেটা অতিক্রম করে যাওয়ার সময় বেলামি বললো। এ দুটো জিনিস লাইব্রেরির সবচাইতে মূল্যবান সম্পদের মধ্যে অন্যতম। মাথার উপরে ছাদে *দ্য এভুলুশন অব দি বুক* নামের জন হোয়াইট আলেক্সান্ডারের ছয়-প্যানেলের পেইন্টিংটা শোভা বর্ধন করছে।

পূর্ব দিকের করিডোরের দেয়ালের সামনে অভিজাত দেখতে এক জোড়া ডাবল-ডোর দিয়ে ঢুকে পড়লো বেলামি। ল্যাংডন জানে এই দুটো দরজার পেছনে কোন্ ঘরটি আছে, তবে কথা বলার জন্যে জায়গাটাকে অদ্ভুত বলেই মনে হচ্ছে তার কাছে। 'নীরবতা পালন করুন' সাইন লেখা ঘরের ভেতর কথা বলাটা এক ধরণের পরিহাসই, তারচেয়ে বড় কথা ঘরটা দেখে মনে হয় না এটা কোনো 'নিরাপদ জায়গা'। লাইব্রেরির ক্রুশ আকৃতির ফ্লোরপ্ল্যানে এই ঘরটা একেবারে মাঝখানে অবস্থিত। এই ভবনের হৃদপিণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা হয় এটিকে। এখানে লুকানো মানে কোনো গীর্জায় অনুপ্রবেশ করে সেটার বেদীতে লুকিয়ে থাকা।

তাসত্ত্বেও বেলামি দরজার তালা খুলে ভেতরে ঢুকে বাতি জ্বালালো। আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো আমেরিকার অসাধারণ স্থাপত্যশৈলীর মাস্টারপিসগুলো। বিখ্যাত রিডিংরুমটি ভাবনার খোরাক যোগায়। ঘরের মাঝখানে বিশালাকৃতির একটি আটকোণা ১৬০ ফিট উঁচুতে উঠে গেছে। এর আটটি দিক টেনেসির চকোলেট-ব্রাউন মার্বেল, ক্রিম রঙের সিয়েনা মার্বেল এবং আপেল-রেড আলজেরিয়ান মার্বেলের সমন্বয়ে তৈরি। এটার আট দিক থেকেই বাতি জ্বালিয়ে রাখার কারণে কোথাও কোনো ছায়া পড়ে না। ফলে ঘরটি জ্বল জ্বল করছে এমন একটি আবহ তৈরি হয়।

"অনেকে বলে এটি হলো ওয়াশিংটনের সবচাইতে নজরকাড়া ঘর," ল্যাংডনকে ভেতরে ঢুকতে দিয়ে বেলামি বললো।

সম্ভবত সমগ্র বিশ্বেই, ভেতরে ঢুকে ঘরটা দেখে মনে মনে বললো ল্যাংডন। সব সময় যেমনটি হয়, তার চোখ প্রথমে গেলো মাঝখানের টাওয়ার সদৃশ্য সেন্ট্রাল কলারের দিকে, যেখান থেকে আলোক রশ্মি উপরের দিকে বেলকনিতে থেকে নেমে এসেছে। ঘরটার চারপাশে বৃত্তাকারে রয়েছে ষোলোটি ব্রোঞ্জের 'পোট্রেট' স্ট্যাচু, রেলিং থেকে নীচের দিকে তাকিয়ে আসে সেগুলো। তাদের নীচে অসাধারণ কতোগুলো খিলানযুক্ত পথের আর্কেড বেলকনির আকৃতি তৈরি করেছে। ফ্লোর লেভেলে তিনটি বার্নিশ করা কাঠের ডেস্ক অর্ধ-বৃত্তাকারে বিশাল আটকোণা ডেস্কটা চারপাশ জুড়ে রাখা হয়েছে।

ল্যাংডন এবার বেলামির দিকে মনোযোগ দিলো। ঘরের প্রশ্বস্ত ডাবল ডোরটা খুলে দাঁড়িয়ে আছে সে। "আমার মনে হয় আমরা লুকানোর জায়গা খুঁজছি," দ্বিধার সাথে বললো ল্যাংডন।

"এই ভবনে কেউ প্রবেশ করলে আমি সেটা শুনতে চাইবো," বললো বেলামি।

"কিন্তু তারা কি খুব সহজে আমাদেরকে এখানে খুঁজে পাবে না?"

"আমরা যেখানেই লুকাই না কেন তারা ঠিকই খুঁজে পাবে। তবে এই ভবনে কেউ

যদি আমাদেরকে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলে তবে এই ঘরটা বেছে নেয়ার জন্যে আপনি খুব খুশি হবেন।"

ল্যাংডন কিছুই বুঝতে পারলো না, তবে বেলামিকে দেখে মনে হলো না এ নিয়ে সে বেশি কিছু বলতে চাইছে। এরইমধ্যে সে ঘরের মাঝখানে গিয়ে একটি রিডিং ডেস্ক বেছে নিয়েছে। দুটো চেয়ার টেনে রিডিং লাইট জ্বালিয়ে ল্যাংডনের ব্যাগের দিকে ইশারা করলো সে।

"ঠিক আছে, প্রফেসর। জিনিসটা ভালো করে দেখি তাহলে।"

গ্রানাইট পাথরের মসৃণ পৃষ্ঠে কোনো রকম আঁচড় যেনো না লাগে সেজন্যে ল্যাংডন ব্যাগটি আস্তে ক'রে ডেস্কের উপর রেখে এর চারপাশের জিপার খুলে ফেললে ভেতরে রাখা পিরামিডটি তাদের সামনে উন্মোচিত হলো। রিডিং ল্যাম্পটি ঠিক করে পিরামিডটি ভালো করে স্টাডি করতে শুরু করলো ওয়ারেন বেলামি। খোদাই করা কোডগুলোর উপর আলতো করে হাত বোলালো সে।

"আমার ধারণা আপনি এই ভাষাটা ধরতে পেরেছেন?" জানতে চাইরো বেলামি।

"অবশ্যই," ষোলোটি প্রতীকের দিকে তাকিয়ে বললো ল্যাংডন।

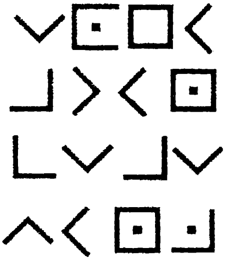

ফ্রিম্যাসন সিফার নামে পরিচিত এই এনকোডেড ভাষাটি প্রথম দিককার ম্যাসনিক ভায়েদের মধ্যে ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হোতো। একটা সহজবোধ্য কারণেই এই সাংকেতিক ভাষাটি পরিত্যাগ করা হয়–এটার অর্থোদ্ধার করা খুব সহজ। ল্যাংডনের সিনিয়র সিম্বলজি সেমিনারের বেশিরভাগ ছাত্র মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে এটার পাঠোদ্ধার করতে পারে। পেন্সিল আর কাগজ থাকলে এ কাজ করতে ল্যাংডনের লাগবে মাত্র ষাট সেকেন্ড সময়।

শত শত বছরের পুরনো সহজবোধ্য এই সাংকেতিক ভাষাটি এখন অনেকগুলো প্যারাডক্স উপস্থাপন করেছে। প্রথমত, দাবি করা হচ্ছে একমাত্র ল্যাংডনই এটার অর্থোদ্ধার করতে সক্ষম, যা কিনা পাগলের প্রলাপ। দ্বিতীয়ত, সাটো মনে করছে একটি ম্যাসনিক সিফার জাতীয় নিরাপত্তার জন্যে হুমকি স্বরূপ। তার কথা শুনে মনে হচ্ছে আমাদের পারমাণবিক লঞ্চিং কোডগুলো একটি ক্র্যাকার জ্যাক ডিকোডার রিঙে এনক্রিপ্টেড করা আছে। এখনও ল্যাংডন এসবের কোনোটিই বিশ্বাস করতে পারছে না।

এই পিরামিডটি একটি মানচিত্র? প্রাচীনকালের হারানো প্রজ্ঞার দিকে সেটা ইঙ্গিত করছে?

"রবার্ট," গম্ভীর কণ্ঠে বললো বেলামি। "ডিরেক্টর সাটো কি আপনাকে বলেছে সে কেন এ ব্যাপারে এতোটা আগ্রহী?"

মাথা ঝাঁকালো ল্যাংডন। "নির্দিষ্ট ক'রে কিছু বলে নি। মহিলা বার বার বলছিলো এটা নাকি জাতীয় নিরাপত্তার ইসু। আমার মনে হয় মহিলা মিথ্যে বলছে।"

"হয়তো," ঘাড়ের পেছনে হাত বুলিয়ে বললো বেলামি। মনে হচ্ছে কিছু একটা বলতে গিয়ে ইতস্তত করছে সে। "তবে তারচেয়েও বড় সমস্যার সম্ভাবনা রয়েছে।" ল্যাংডনের চোখে চোখ রেখে বললো সে। "এটাও সম্ভব, ডিরেক্টর সাটো হয়তো সত্যি সত্যি এই পিরামিডের আসল সম্ভাবনাটি আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে।"

অধ্যায় ৪৭

চারপাশের অন্ধকারকে খুবই গাঢ় ব'লে মনে হচ্ছে ক্যাথারিন সলোমনের কাছে।

কার্পেটের অতি পরিচিত নিরাপদ ডিরেকশন ছেড়ে অনেকটা আন্দাজের উপর ভর করেই সে এখন ছুটছে। সামনে বাড়িয়ে রাখা তার হাত দুটোতে কোনো কিছুই ধরা পড়ছে না। খালি পায়ে সিমেন্টের মেঝেটাকে মনে হচ্ছে বরফে জমে যাওয়া কোনো হ্রদ...এরকম বিরুদ্ধ পরিবেশ থেকে তাকে এখন পালাতে হবে।

ইথানলের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না বলে অন্ধকারে থেমে অপেক্ষা করতে লাগলো সে। স্তব্ধতার মাঝে দাঁড়িয়ে কান পেতে শোনার চেষ্টা করলো, আশা করলো তার হৃদস্পন্দনটি এতো জোরে জোরে লাফাবে না। তার পেছনে ভারি পায়ের শব্দটি এখন থেমে গেছে। *তাকে কি আমি ফাঁকি দিতে পেরেছি?* চোখ বন্ধ করে কল্পনা করার চেষ্টা করলো সে এখন কোথায় আছে। *কোন্ দিকে আমি দৌড়েছিলাম? দরজাটা কোথায়?* এতে কোনো কাজ হলো না। এতোটাই এলোমেলো ঘুরেছে যে বের হবার দরজাটি যেকোনো দিকেই হতে পারে।

ক্যাথারিন একবার শুনেছিলো ভয় নাকি নতুন করে উদ্যম যোগয়, মস্তিষ্ককে ভালোভাবে চিন্তা করার সক্ষমতা প্রদান করে। কিন্তু এ মুহূর্তে তার মধ্যেকার যে ভীতি কাজ করছে সেটা তার সমস্ত চিন্তাভাবনাকে ওল্টপালট করে দিয়েছে। ভীতি আর দ্বিধার মাঝে দুলছে সে। *আমি যদি এক্সিটটা খুঁজেও পাই সেটা দিয়ে বের হতে পারবো না।* ল্যাব কোটটা থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পালিয়ে এসেছে, সেটার পকেটেই আছে তার কি-কার্ডটা। তার একমাত্র আশা ভরসা হলো বিমাল মাঠে একটা সূচের মতো পড়ে আছে সে-ত্রিশ হাজার বর্গ ফুটের বিশাল এক চত্বরে সে নিতান্তই একটি ক্ষুদ্র বিন্দু। ক্যাথারিনের বিশ্লেষক মন বলছে কোনো রকম নড়াচড়া না করে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে। *ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকো। কোনো শব্দ কোরো না।* সিকিউরিটি গার্ড এদিকেই আসছে, আর অজ্ঞাত এক কারণে তার আক্রমণকারীর শরীর থেকে ইথানলের তীব্র গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। *সে আমার কাছে চলে এলে আমি টের পেয়ে যাবো।*

চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার সময় ল্যাংডনের কথাটা নিয়ে ভাবতে লাগলো ক্যাথারিন। *তোমার ভাই...তাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।* টের পেলো তার হাতে ঠাণ্ডা ঘাম জমে ডান হাতে ধরে রাখা সেলফোনের দিকে চুঁইয়ে পড়ছে। এই বিপদের কথাটি তার মাথায়ই আসে নি। ফোনটি যদি বেজে ওঠে তাহলে সে কোথায় আছে সেটা সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যাবে। শব্দ আর ডিসপ্লের উজ্জ্বল আলো।

ফোনটা বন্ধ করে রাখো...ওটা থেকে দূরে রাখো নিজেকে।

কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। তার ডান দিক থেকে ইথানলের গন্ধটা আসছে। ক্রমশ প্রকট হচ্ছে সেটি। নিজেকে শান্ত রাখতে বেগ পেতে হচ্ছে ক্যাথারিনের। দৌড়ে পালানোর যে স্বতঃস্ফূর্ত তাগিদ অনুভূত হচ্ছে সেটাকে দমিয়ে রাখলো বহু কষ্টে। আস্তে করে সতর্কতার সাথে এক কদম বায়ে সরে গেলো সে। পরনের জামা কাপড় নড়ার মৃদু শব্দই তার আক্রমণকারীকে জানান দিয়ে দেবে। ইথানলের গন্ধটা একেবারে কাছ থেকে টের পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটা শক্তিশালী হাত তার কাঁধটা ধরে ফেললো। সেই হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার জন্যে ঘুরে গেলো সে, সুতীব্র ভয় জেঁকে বসেছে তার মধ্যে। গাণিতিক সম্ভাবনা জানালা দিয়ে পালালো, অন্ধের মতো প্রাণপনে দৌড়াতে শুরু করলো ক্যাথারিন। একেবারে বাম দিক দিয়ে ছুটছে, তারপর আচমকাই দিক বদলে অনেকটা আন্দাজে ভয়েডের দিকে ছুটতে লাগলো সে।

কোত্থেকে যেনো একটা দেয়াল এসে পড়লো তার সামনে।

প্রচণ্ড জোরে আঘাত পেয়ে তার বুকের ভেতর বাতাস বের হয়ে গেলো। হাতে আর কাঁধে তীব্র যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেলো। তবে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হলো সে। দেয়ালের সাথে প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা লাগলেও এটা এক ধরণের স্বস্তি বয়ে আনলো তার জন্যে। শব্দটা চারপাশে প্রতিধ্বণি করছে। *সে জানে এখন আমি কোথায়।* যন্ত্রণা ভুলে পডের অন্ধকারের দিকে তাকালো আবার। তার কাছে মনে হচ্ছে লোকটা তার দিকেই তাকিয়ে আছে।

এক্ষুণি তোমার অবস্থান বদলাও!

নিঃশ্বাস নিতে সমস্যা হচ্ছে, তারপরও দেয়াল ধরে ধরে এগোতে লাগলো সে। *দেয়ালের কাছেই থেকো। তোমাকে কোণঠাসা করে ফেলার আগেই সটকে পড়ো।* তার ডান হাতে এখনও সেলফোনটা ধরা আছে। দরকার হলে এটা ছুড়ে মারবে মারণাস্ত্র হিসেবে!

এরপর যে শব্দটা শুনতে পেলো ক্যাথারিন সেটার জন্যে একদম প্রস্তুত ছিলো না সে–ঠিক তার সামনে কাপড় নড়ার পরিস্কার শব্দ শোনা গেলো...একদম দেয়ালের কাছে। থমকে দাঁড়ালো সে, বন্ধ করে দিলো শ্বাসপ্রশ্বাস। *এরইমধ্যে সে দেয়ালের সামনে এসে পড়লো কিভাবে?* মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস বের হবার শব্দ শুনতে পেলো সে, সেই সাথে ইথানলের গন্ধটা। *সেও দেয়াল ধরে ধরে আমার দিকে এগিয়ে আসছে!*

কয়েক পা পিছিয়ে গেলো ক্যাথারিন। তারপর নিঃশব্দে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে দ্রুত বিপরীত দিক দিয়ে ছুটতে শুরু করলো সে, তবে বিশ ফিটের মতো এগোতেই অসম্ভব ঘটনাটি ঘটলো। আবারো ঠিক তার সামনে, দেয়ালের কাছে, কাপড় নড়ার মৃদু শব্দ শুনতে পেলো সে, তারপরই ইথানলের পরিচিত গন্ধটি। বরফের মতো জমে গেলো ক্যাথারিন সলোমন।

হায় ঈশ্বর, এই লোকটা দেখি সবখানেই আছে!

নগ্ন বুকে মালাখ অন্ধকারের দিকে চেয়ে আছে।

তার জ্যাকেটের হাতায় লেগে থাকা ইথানল এক ধরণের সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছিলো, তাই সেটাকে বাড়তি সুবিধায় রূপান্তরিত করে নিয়েছে। শার্ট আর জ্যাকেট খুলে নিজের শিকারকে কোণঠাসা করার কাজে সেগুলো ব্যবহার করেছে। জ্যাকেটটি পান দিকের দেয়ালের কাছে ছুড়ে মারার পর সে শুনতে পেয়েছে ক্যাথারিন সলোমন থমকে গিয়ে দিক বদলে নিয়েছে। এখন সামনের বাম দিকে শার্টটা ছুড়ে মেরে মালাখ শুনতে পেলো আবারো থমকে দাঁড়িয়েছে মহিলা। ক্যাথারিনকে বেশ ভালো মতোই কোণঠাঁসা করতে পেরেছে সে।

এখন কান পেতে স্তব্ধতার মাঝে অপেক্ষা করছে সে। *যাওয়ার মতো একটা জায়গাই রয়েছে ক্যাথারিনের কাছে–সরাসরি আমার দিকে।* তারপরও মালাখ কোনো শব্দ শুনতে পাচ্ছে না। হয় প্রচণ্ড ভয়ে প্যারালাইজ হয়ে পড়েছে সে, নয়তো পাঁচ নাম্বার পডে ঢোকার জন্যে সাহায্যের আশায় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। যাই হোক না কেন, সে হেরে যাবে। পাঁচ নাম্বার পডে সহসা কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। বাইরের কি-প্যাডটি খুবই সহজ উপায়ে এবং বেশ কার্যকরভাবে অচল ক'রে দিয়েছে মালাখ। টৃশের কি-কার্ডটা ব্যবহার করার পর কি-কার্ডের স্লটটি সজোর ঘুষি মেরে নষ্ট করে দিয়েছে যাতে করে অন্য কেউ এটার ভেতর কোনো কার্ড ঢোকাতে না পারে।

তুমি আর আমি এখন সম্পূর্ণ একা, ক্যাথারিন...এই কাজটা করতে যতোক্ষণ লাগবে ততোক্ষণ।

একটু সামনের দিকে এগিয়ে গেলো মালাখ। নড়াচড়ার শব্দ হয় কিনা শুনতে চাইলো। আজরাতে ক্যাথারিন সলোমন তার ভায়ের জাদুঘরের অন্ধকারে মারা যাবে। বৃদ্ধ লোকটির যন্ত্রণা বহু প্রতীক্ষিত প্রতিশোধ হবে।

আচমকা মালাখ বিস্ময়ের সাথেই দেখতে পেলো দূরের অন্ধকারে ছোট্ট একটি আলোক বিন্দু জ্বলছে। বুঝতে পারলো মারাত্মক একটি ভুল ক'রে বসেছে ক্যাথারিন। *সাহায্যের জন্যে ফোন করছে সে?!* মোবাইলের ডিসপ্লেটা বিশ গজ দূরে কোমর সমান উঁচুতে জ্বলছে। নিকষ কালো বিশাল অন্ধকারে অতি উজ্জ্বল আলো বলেই মনে হচ্ছে সেটাকে। ক্যাথারিন কখন বের হয় সে অপেক্ষায় ছিলো মালাখ, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তাকে আর অপেক্ষা করতে হবে না।

ডিসপ্লের আলোর দিকে তড়িৎগতিতে ছুটে গেলো মালাখ, সাহায্যের জন্যে করা ফোন কলটি শেষ করার আগেই তাকে ধরে ফেলতে হবে। মুহূর্তেই সেখানে পৌছে গেলো সে, দু'হাত বাড়িয়ে সামনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়লো তাকে ধরার জন্যে।

মালাখের হাতের আঙুল শক্ত একটা দেয়ালের সাথে আঘাত লেগে এমনভাবে বেঁকে গেলো যে, ভেঙে যাবার উপক্রম হলো সেগুলো। পরক্ষণেই তার মাথাটাও আঘাত হানলো সেই দেয়ালে। প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা লাগলো দেয়ালের স্টিল বিমের সাথে। হুমরি খেয়ে পড়ে তীব্র যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠলো সে। নিজেকে ভর্ৎসনা দিতে দিতে কোনো রকমে

উঠে দাঁড়ালো আবার। দেয়ালে লাগানো কোমর সমান উঁচু রেলিংয়ে ক্যাথারিন সলোমন চাতুর্যের সাথেই তার ফোল্ডিং সেলফোনটি অন ক'রে রেখে দিয়েছিলো।

ক্যাথারিন আবারো দৌড়াচ্ছে। এবার আর শব্দ হবার কোনো ভয় করছে না সে। দেয়ালের সারি সারি রিংগুলো ধরে প্রাণপনে ছুটে যাচ্ছে পাঁচ নাম্বার পডের দিকে। *দৌড়াও!* এভাবে যদি দেয়াল ধরে এগিয়ে যায় তবে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই যে এক্সিট দরজাটা খুঁজে পাবে সেটা সে ভালো করেই জানে।

গার্ড আসছে না কেন? সে গেলো কোথায়?

নির্দিষ্ট দূরত্বে থাকা এক সারি রিং বাম হাতে ধরে ধরে এগোচ্ছে সে, আর ডান হাতটা সামনের দিকে বাড়িয়ে রেখেছে সুরক্ষার জন্যে। *কখন আমি কর্নারে পৌছাতে পারবো?* মনে হচ্ছে এই দেয়ালটি শেষ হবে না। যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। কিন্তু আচমকাই রিংগুলো শেষ হয়ে গেলো। বাম হাতটায় কোনো দেয়ালের স্পর্শ পাচ্ছে না এখন। কয়েক পা এগানোর পর আবারো দেয়ালটা টের পেলো, সেই সাথে রিংগুলোও। থেমে গিয়ে একটু পেছনে চলে এলো ক্যাথারিন। বুঝতে পারলো মসৃণ মেটাল প্যানেলে আছে সে। *এখানে কোনো রিং নেই কেন?*

ক্যাথারিন শুনতে পাচ্ছে তার আক্রমণকারী ফোস ফোস শব্দ করতে করতে দেয়াল বরাবর তার দিকেই এগিয়ে আসছে। কিন্তু অন্য একটা শব্দ শুনে ক্যাথারিন ঘাবড়ে গেলো–দূর থেকে সিকিউরিটি গার্ড পাঁচ নাম্বার পডের দরজায় টর্চ লাইট দিয়ে আঘাত করে যাচ্ছে।

গার্ড ভেতরে ঢুকতে পারছে না?

তার এই ভাবনাটা ভীতিকর হলেও দরজায় আঘাতের শব্দ শুনে সঙ্গে সঙ্গে ক্যাথারিন সচেতন হয়ে উঠলো। এবার সে বুঝতে পারলো পাঁচ নাম্বার পডের ঠিক কোথায় আছে সে। ফ্ল্যাট প্যানেল দেয়ালটি আসলে কি তাও ধরতে পারলো।

প্রতিটি পডেই স্পেসিমেন বে নামের এক ধরণের স্লাইডিং দেয়াল রয়েছে–বড় বড় দর্শনীয় বস্তু আনা নেয়ার কাজে এটা ব্যবহার করা হয়। ঠিক যেমনটি থাকে এয়ারপ্লেন হ্যাঙ্গারে। এই দরজাটা আকারে খুবই বিশাল, ক্যাথারিন কখনও দুঃস্বপ্নেও ভাবে নি এক দিন তার এই দরজাটি খোলার প্রয়োজন পড়বে। কিন্তু এ মুহূর্তে মনে হচ্ছে এটাই তার একমাত্র আশা।

এটা কি অপারেট করার মতো অবস্থায় রয়েছে?

অন্ধকারেই পড়িমরি করে সেই দরজার দিকে ছুটে গেলো সে। হাতরাতে হাতরাতে লোহার হাতলটা পেয়ে গেলে অনেকটা হাফ ছেড়ে বাঁচলো, কিন্তু সমস্ত শক্তি দিয়েও সেটা ঘুরাতে পারলো না। আবারো চেষ্টা করলো। কোনো লাভ হলো না।

তার আক্রমণকারী খুব কাছে এসে পড়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছে সে। *দরজাটা লক করা!* প্রচণ্ড ভয়ে উদভ্রান্তের মতো দরজাটা হাতরাতে শুরু করলো। কোনো বোল্ট অথবা লিভার আছে কিনা খুঁজে দেখছে। হঠাৎ করেই ভার্টিকাল পোলের মতো কিছু একটা টের পেলো

হাতে। সেটা হাতরিয়ে উপুড় হয়ে মেঝেতে একটা ফুটো খুঁজে পেলো ক্যাথারিন। ঐ ফুটোটাতেই ছিটকিরিটা ঢোকানো আছে। *একটি সিকিউরিটি রড!* উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাতে রডটা টেনে খুলে ফেললো।

লোকটা প্রায় চলে এসেছে!

এবার হাতলটা ধরে জোরে টানতে শুরু করলো সে। প্রথমে মনে হলো সেটা বুঝি সরবে না, কিন্তু দরজাটা একটু ফাঁক হলে বাইরের চাঁদের আলো প্রবেশ করতেই বুঝতে পারলো সেটা খুলছে। আবারো জোরে টানতে লাগলো ক্যাথারিন। দুই পাল্লার মাঝখানে দূরত্ব বাড়তে লাগলো আস্তে আস্তে। *আরেকটু!* আরো জোরে টানতেই দরজাটা আরেকটু সরে গেলো, তবে সে টের পেলো তার আক্রমণকারী তার থেকে মাত্র কয়েক ফিট দূরে আছে এখন।

দরজার মাঝখানে সংকীর্ণ ফাঁকটা দিয়ে ছিপছিপে শরীরটা ঢুকিয়ে নিতে ক্যাথারিনের তেমন কোনো বেগ পেতে হলো না। অন্ধকার থেকে একটা হাত তাকে খামচে ধরে পেছনে টানার চেষ্টা করলো আচমকা। খোলা জায়গাটা দিয়ে বের হবার আপ্রাণ চেষ্টা করলো সে। টাট্টু আঁকা একটি হাত তাকে টেনে ভেতরে নিয়ে যেতে চাচ্ছে। ভয়ঙ্কর হাতটা সাপের মতো আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলতে চাইছে তাকে।

ক্যাথারিন ঘুরেই সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লে পাঁচ নাম্বার পডের বাইরে কাঁকড় বিছানো প্রাঙ্গণে হুমরি খেয়ে পড়লো। তার পায়ের মোজা কিছুটা ছিঁড়ে গেলেও নিজেকে সামলে নিয়ে দৌড়াতে শুরু করলো সে। তার লক্ষ্য প্রধান প্রবেশপথ। রাতের বেলায়ও বেশ ভালোই দেখতে পাচ্ছে ক্যাথারিন, কারণ এতোক্ষণ ঘন অন্ধকারে থাকার কারণে তার চোখ স্বল্প আলোর সাথে অনেকটাই খাপ খাইয়ে নিয়েছিলো। সুতরাং বাইরের স্বল্প আলোতে সবই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে এখন। ঠিক দিনের আলোর মতো! তার পেছনে ভারি দরজাটা সশব্দে খুলে গেলে পরক্ষণেই পায়ের শব্দ শুনতে পেলো সে। অসম্ভব দ্রুত পদক্ষেপ।

তার সাথে দৌড়ে প্রধান প্রবেশপথে পৌছাতে পারবো না কখনও। তার ভলভো গাড়িটা যে খুব কাছেই পার্ক করা আছে সেটা সে জানে। কিন্তু সেই সামান্য দূরত্বটাও তার কাছে অনেক বেশি মনে হচ্ছে এখন। *আমি পারবো না।*

ঠিক তখনই ক্যাথারিন বুঝতে পারলো খেলার জন্যে শেষ একটা কার্ড তার হাতে রয়ে গেছে।

পাঁচ নাম্বার পডের কর্নারের কাছে পৌছাতেই পায়ের শব্দ শুনে বুঝতে পারলো তার খুব কাছে এসে পড়েছে লোকটা। *হয় এখনই করতে হবে নয়তো আর কখনওই সম্ভব হবে না।* কর্নারের দিকে না গিয়ে আচমকা বাম দিকে মোড় নিয়ে ভবনের পাশে ঘাসের মাঠে চলে এলো সে। এটা করার সময় দু'চোখ শক্ত করে বন্ধ করে দু'হাতে নিজের মুখটা ঢেকে অন্ধের মতোন ঘাসের লন দিয়ে দৌড়াতে শুরু করলো ক্যাথারিন।

মোশন-অ্যাক্টিভেটেড সিকিউরিটি লাইটিং সিস্টেমটি সচল হয়ে উঠলো। পাঁচ নাম্বার

পড়ের চারপাশ জুড়ে তীব্র আলো জ্বলে ওঠায় রাত বদলে দিনের মতো আলোকিত হয়ে উঠলো। ক্যাথারিন তার পেছনে থাকা আততায়ীর তীব্র আর্তনাদ শুনতে পেলো। এক সাথে যে ফ্লাডলাইটগুলো জ্বলে উঠেছে তার ক্ষমতা পঁচিশ মিলিয়ন মোমবাতির সমতুল্য। আচমকা তীব্র আলোয় লোকটার চোখ ঝলসে যাবার উপক্রম হলো। যেনো তার দু'চোকে সূঁচ ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। কাঁকর বিছানো প্রাঙ্গনে লোকটার হুমরি খেয়ে পড়ার শব্দ শুনতে পেলো সে।

নিজের দু'চোখ শক্ত করে বন্ধ করে রাখলো ক্যাথারিন। খোলা লনে কিছু নেই, এই বিশ্বাসে না দেখেই ছুটে চলেছে সে। যখন তার মনে হলো বিল্ডিং আর বাতির আলো থেকে অনেক দূর চলে এসেছে কেবল তখনই চোখ খুললো। এবার দেখেশুনে প্রাণপনে দৌড়াতে শুরু করলো ক্যাথারিন সলোমন।

তার ভলভো গাড়িটার চাবি সব সময় যে জায়গায় রাখে সেখানেই খুঁজে পেলো সেটা–সেন্টার কনসোলে। দম ফুরিয়ে গেছে তার, কাঁপা কাঁপা হাতে ইগনিশনে চাবিটা ঢুকিয়ে ইঞ্জিন স্টার্ট করতেই হেডলাইট দুটো জ্বলে উঠলো, সেইসাথে সামনের ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা নজরে এলো তার।

কুৎসিত একটি অবয়ব তার দিকে ছুটে আসছে।

মুহূর্তের জন্যে বরফের মতো জমে গেলো ক্যাথারিন।

তার গাড়ির হেডলাইটে যে প্রাণীটার ছবি দেখতে পাচ্ছে সেটার মাথা ন্যাড়া আর নগ্ন বুক। তার সারা গায়ে টাট্টু, সিম্বল, স্কেল আর নানান কিছু লেখাঝোকা। রেগেমেগে চিৎকার করতে করতে তেড়ে আসছে সে। দু'হাত চোখের সামনে রেখেছে, যেনো কোনো গুহায় থাকা কোনো প্রাণী জীবনে প্রথম সূর্যের আলোর মুখোমুখি হয়েছে। ক্যাথারিন গিয়ারে হাত দিতেই লোকটা কাছে এসে পড়লো। কঁনুই দিয়ে সাইড উইন্ডোতে প্রচণ্ড জোরে আঘাত হানলে সেফটি গ্লাসটা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেলো। কাঁচের গুঁড়োগুলো ক্যাথারিনের কোলের উপর ছিটকে পড়লো মুহূর্তেই।

টাট্টু আঁকা একটি হাত জানালার ভেতর দিয়ে ঢুকে ক্যাথারিনের ঘাড় ধরতে উদ্যত হলো। গাড়িটা ব্যাক গিয়ারে নিয়ে পেছনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলেও খপ্ করে গলা ধরে ফেললো তার আক্রমণকারী। অকল্পনীয় শক্তিতে টিপে ধরলো সেটা। লোকটার হাত থেকে নিজেকে ছাড়াবার জন্যে ক্যাথারিন মাথাটা ঘোরাবার চেষ্টা করতেই চোখের সামনে লোকটার মুখ দেখতে পেলো সে। নখের আঁচড়ের মতো তিনটি গভীর দাগ তার মুখের মেকআপ ভেদ করে চেহারায় আঁকা টাট্টুগুলো উন্মোচিত করে ফেলেছে। লোকটার চোখ দুটো জান্তব আর পৈশাচিক।

"তোমাকে দশ বছর আগেই আমার খুন করা উচিত ছিলো," গর্জে উঠে বললো লোকটি। "যে রাতে তোমার মা'কে হত্যা করেছিলাম আমি।"

কথাটা শুনেই ভয়ঙ্কর এক স্মৃতি মনে পড়ে গেলো ক্যাথারিনের : এই দুটো বন্য চোখ এর আগেও সে দেখেছে। *এই তো সেই লোক।* তার গলাটা যদি এভাবে চেপে না ধরা

থাকতো তবে তীব্র একটা চিৎকার দিতো সে।

ক্যাথারিন এক্সলেটরে পা চেপে দিতেই গাড়িটা পেছনের দিকে সবেগে ছুটে গেলো। তার কাছে মনে হলো তা গলায় বুঝি সজোরে আঘাত করা হয়েছে। লোকটা জানালার পাশে নিজের সমস্ত ওজন ক্যাথারিনের গলা ধরে মাটি থেকে একটু উপরে উঠে গেলো। আচমকা গাড়ির জানালার পাশে গাছের ডালপালার আঘাত লাগতেই লোকটা উধাও হয়ে গেলো।

গাড়িটা সবুজ চত্বর ছেড়ে ঢালু পথ দিয়ে আপার-পার্কিংলটে এসে পড়লে সজোরে ব্রেক কষলো ক্যাথারিন। নীচে অর্ধনগ্ন লোকটি নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে তার গাড়ির হেডলাইটের দিকে চেয়ে আছে। অসম্ভব শান্তভাবে ট্যাটু আঁকা একটি হাত তুলে সোজা তার দিকে তাক্ করলো সে।

আদিম ভয় আর সুতীব্র ঘৃণায় ক্যাথারিনের রক্ত টগবগ ক'রে ফুটতে লাগলো, সেই সাথে গাড়িটা সবেগে ছুটে চললো সিলভার হিল রোড থেকে বের হবার জন্যে।

অধ্যায় ৪৮

পরিস্থিতি এমনই যে ক্যাপিটল আর্কিটেক্ট এবং রবার্ট ল্যাংডনকে পালাতে সাহায্য না করে আর কোনো উপায় ছিলো না ক্যাপিটল অফিসার নুনেজের। এখন বেইজমেন্টের পুলিশ হেডকোয়ার্টারে ফিরে এসে নুনেজ দেখতে পাচ্ছে খুব দ্রুতই আকাশে ঝড়ের মেঘ জড়ো হচ্ছে।

চিফ ট্রেন্ট এন্ডারসন নিজের মাথায় বরফের প্যাক ধরে রেখেছে, আর অন্য এক অফিসার সাটোর ছিলে যাওয়া শরীরে বরফের প্যাক ঘষছে। তারা দু'জনেই ভিডিও সার্ভিলেন্স টিমের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, ল্যাংডন আর বেলামির অবস্থান জানার জন্যে ভিডিও রেকর্ডিংটা চেক করে দেখছে।

"প্রতিটি হলওয়ে এবং এক্সিটের ভিডিও চেক করে দ্যাখো," সাটো আদেশ করলো। "আমি জানতে চাই তারা কোথায় গেছে!"

পার্দার দিকে চোখ রাখতেই নুনেজের পেট গুলিয়ে উঠলো। সে জানে আসল সত্যটা কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা জেনে যাবে। *আমি তাদেরকে পালাতে সাহায্য করেছি।* পরিস্থিতিটা আরো খারাপ বলে ঠেকছে কারণ, এইমাত্র সিআইএ'র চারজন লোকের এক দল এসে যোগ দিয়েছে। তারা এখন প্রস্তুতি নিচ্ছে ল্যাংডন আর বেলামির পিছু নেবার জন্যে। এইসব লোকদের ক্যাপিটল পুলিশদের মতো লাগছে না। দেখতে তারা একদম একনিষ্ঠ সৈনিকের মতো...কালো রঙের ক্যামোফ্লেজ, নাইটভিশন আর অত্যাধুনিক হ্যান্ডগান।

নুনেজ একটু সতর্ক হয়ে উঠলো। সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলো সে। চিফ এন্ডারসনের কাছে এগিয়ে গেলো চুপচাপ। "একটা কথা বলতে পারিম চিফ?"

"কি কথা বলবে?" নুনেজকে সাথে নিয়ে হলে চলে এলো এন্ডারসন।

"চিফ, আমি মারাত্মক একটা ভুল করে ফেলেছি," কথাটা বলতেই ঘেমে উঠলো সে। "আমি দুঃখিত, আমি পদত্যাগ করছি।" *কিছুক্ষণ পর আপনিই আমাকে বরখাস্ত করবেন।*

"কী বললে, বুঝতে পারলাম না?"

ঢোক গিললো নুনেজ। "একটু আগে আমি আর্কিটেক্ট বেলামি এবং ল্যাংডনকে ভিজিটর সেন্টার দিয়ে এই ভবন থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেছি।"

"কি?!" চিৎকার করে বললো এন্ডারসন। "তাহলে আমাকে সে কথা বলো নি কেন?!"

"আর্কিটেক্ট কাউকে কিছু না বলতে বলেছিলেন।"

“আরে, তুমি আমার অধীনে কাজ করো। যত্তোসব!” এন্ডারসনের কণ্ঠটা করিডোরে প্রতিধ্বনিত হলো। “বেলামি আমার মাথাটা দেয়ালের সাথে ধাক্কা দিয়ে যা তা অবস্থা করেছে!”

আর্কিটেক্ট তাকে যে চাবিটা দিয়েছিলো সেটা এন্ডারসনকে দিয়ে দিলো নুনেজ।

“এটা আবার কি?” অবাক হয়ে জানতে চাইলো চিফ এন্ডারসন।

“ইন্ডিপেন্ডেন্স এভিনুর নীচ দিয়ে যে নতুন টানেলটি তৈরি হচ্ছে সেখানে যাবার চাবি। আর্কিটেক্ট বেলামির কাছে এটা ছিলো। ওখান দিয়েই তারা পালিয়েছে।”

চাবিটার দিকে অপলক চেয়ে রইলো এন্ডারসন। বাকরুদ্ধ সে।

হলওয়ে'তে এসে সাটো তাদের দেখে প্রশ্ন করলো, “এখানে কি হচ্ছে?”

নুনেজের মনে হলো তার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। এন্ডারসনের হাতের চাবিটা সাটো দেখতে পেয়েছে। মহিলা আরো কাছে এগিয়ে আসতেই নুনেজ তার চিফকে রক্ষা করার জন্যে তাৎক্ষণিক একটা বুদ্ধি বের করলো। “সাববেইজমেন্টে আমি একটা চাবি খুঁজে পেয়েছি। চিফ এন্ডারসনের কাছে আমি জানতে চাইছিলাম এই চাবিটা দিয়ে কোথায় যাওয়া যায় সেটা তিনি জানেন কিনা।”

সাটো খুব কাছে এসে চাবিটার দিকে ভালো ক'রে তাকিয়ে জানতে চাইলো, “চিফ কি জানেন?”

এন্ডারসনের দিকে তাকালো নুনেজ। কী বলবে না বলবে সেটাই ভাবছে সে। অবশেষে চিফ মাথা ঝাঁকালো। “না দেখে বলতে পারবো না। আমাকে চেক করে দেখতে হবে–”

“আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না,” বললো সাটো। “এই চাবিটা দিয়ে ভিজিটর সেন্টারের একটি টানেলের দরজা খোলা যায়।”

“তাই নাকি?” বললো এন্ডারসন। “আপনি কি ক'রে জানলেন?”

“এইমাত্র আমরা সার্ভিলেন্স ক্যামেরার ভিডিও ক্লিপিংসটা খুঁজে পেয়েছি। এই অফিসার নুনেজ ল্যাংডন আর বেলামিকে পালাতে সাহায্য করেছে। তারপর টানেলের দরজা লক্ করে দিয়েছে সে। বেলামিই নুনেজকে চাবিটা দিয়েছে।”

এন্ডারসন রেগেমেগে নুনেজের দিকে তাকালো। “কথাটা কি সত্যি?!”

মাথা নীচু করে সায় দিলো নুনেজ। নিজের সেরা অভিনয় করার চেষ্টা করছে সে। “আমি দুঃখিত, স্যার। আর্কিটেক্ট আমাকে বলেছেন কাউকে যেনো এ কথা না বলি!”

“আরে ঐ আর্কিটেক্ট তোমাকে কী বললো না বললো তার নিকুচি করি আমি!” গর্জে উঠে বললো এন্ডারসন। “আমি চাই–”

“চুপ করুন, ট্রেন্ট,” ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললো সাটো। “আপনারা দু'জনেই জঘন্য মিথ্যেবাদী। এসব মিথ্যে কথা সিআইএ'র জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে রেখে দিন।” এন্ডারসনের কাছ থেকে টানেলের চাবিটা ছোঁ মেরে নিয়ে নিলো মহিলা। “আপনাদের কাজ এখানেই শেষ।”

অধ্যায় ৪৯

রবার্ট ল্যাংডন তার সেলফোনটি রেখে দিলো, খুবই উদ্বিগ্ন বোধ করছে সে। *ক্যাথারিন তার ফোন ধরছে না?* ল্যাব থেকে বের হয়ে নিরাপদ কোনো জায়গাতে গিয়েই তাকে ফোন করবে এবং তার সাথে এখানে দেখা করবে ব'লে ক্যাথারিন কথা দিয়েছিলো। কিন্তু এর কোনোটিই সে করে নি।

রিডিংরুমের ডেস্কে বেলামি ল্যাংডনের পাশেই বসে আছে। সেও এইমাত্র একটি কল করেছে এমন এক লোকের কাছে যে কিনা তাদেরকে নিরাপদ কোনো স্থানে আশ্রয় দিতে পারবে। দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো তার ঐ লোকও ফোন ধরে নি। বেলামি অবশ্য আর্জেন্ট একটি মেসেজ পাঠিয়েছে, তাকে বলেছে ল্যাংডনের ফোনে এক্ষুণি একটা কল করার জন্যে।

"আমি চেষ্টা করতে থাকবো," ল্যাংডনকে সে বললো, "কিন্তু এই মুহূর্তে আমাদেরকে আমাদের মতোই চলতে হবে। এই পিরামিডটির জন্যে একটি পরিকল্পনা করতে হবে আমাদের।"

পিরামিড। ল্যাংডনের কাছে রিডিংরুমের চমৎকার ব্যাকড্রপটি একেবারে উধাও হয়ে গেলো। তার সমস্ত ভাবনা এখন কেবল তার সামনে যা আছে তা নিয়েই ঘুরপাক খাচ্ছে–পাথরে একটি পিরামিড, সিলগালা করা একটি প্যাকেজ, যার ভেতর রয়েছে একটি ক্যাপস্টোন এবং অভিজাত এক আফ্রিকান-আমেরিকান ভদ্রলোক, যে কিনা অন্ধকারে উদয় হয়ে তাকে সিআইএ'র জিজ্ঞাসাবাদের হাত থেকে উদ্ধার করেছে।

ক্যাপিটরের আর্কিটেক্টের কাছ থেকে ল্যাংডন কিছুটা স্বাভাবিকতা প্রত্যাশা করেছিলো, কিন্তু এখন তার কাছে মনে হচ্ছে ওয়রেন বেলামি পিটারকে আঁটকে রাখা ঐ উন্মাদ লোকটার চেয়ে খুব বেশি যুক্তিপূর্ণ নয়। বেলামি বেশ জোর দিয়ে বলছে পাথরের এই পিরামিডটিই হলো ম্যাসনিক লিজেন্ডে বর্ণিত সেই পিরামিড। *একটি প্রাচীন মানচিত্র? যা কিনা আমাদেরকে শক্তিশালী প্রজ্ঞার দিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে?*

"মিঃ বেলামি," ভদ্রভাবে বললো ল্যাংডন, "মানুষকে অসীম ক্ষমতার অধিকারী করার মতো প্রাচীন জ্ঞানের অস্তিত্ব রয়েছে, এই আইডিয়াটি...আমি মোটেও সিরিয়াসলি নিতে পারছি না।"

বেলামির চোখে হতাশা এবং আন্তরিকতা উভয়ই দেখা গেলো। ল্যাংডনের সন্দেহগ্রস্ততা সেটাকে আরো বেশি অস্বিস্তির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। "হ্যা, প্রফেসর, আপনি যে এরকম ভাববেন সেটা আমি আন্দাজ করতে পেরেছিলাম। আমার অবাক হওয়া উচিত হবে না। আপনি একজন বহিরাগত। ব্যাপারটা বাইরে থেকে দেখছেন।

কিছু ম্যাসনিক বাস্তবতাকে আপনি মিথ হিসেবে দেখবেন তার কারণ আপনি যথাযথভাবে ইনিশিয়েট হন নি, ওগুলোকে বোঝার জন্যে পর্যাপ্ত প্রস্তুতিও নেই আপনার।"

এবার ল্যাংডন একটু উৎসাহিত বোধ করলো। *আমি অডিসিয়াসের ক্রুদের দলে কোনো সদস্য ছিলাম না, তবে আমি নিশ্চিত সাইক্লোপ একটি মিথ।* "মিঃ বেলামি, লিজেন্ডটা যদি সত্যিও হয়ে থাকে...এই পিরামিডটি সেই ম্যাসনিক পিরামিড হতে পারে না।"

"পারে না?" পাথরের উপর খোদাই করা ম্যাসনিক সিফারে হাত বোলালো বেলামি। "আমার কাছে মনে হচ্ছে বর্ণনার সাথে এটা একেবারেই মিলে যায়। চকচকে ধাতব ক্যাপস্টোন বিশিষ্ট পাথরে একটি পিরামিড। সাটোর এক্সরে'তে যা স্পষ্ট দেখা গেছে, আর মনে রাখবেন, পিটার এটা আপনাকে বিশ্বাস ক'রে দিয়েছে।" ছোট্ট কিউব-আকৃতির প্যাকেজটা হাতে তুলে নিলো বেলামি।

"এই পাথরের পিরামিডটির উচ্চতা এক ফুটেরও কম," পাল্টা বললো ল্যাংডন। "ম্যাসনিক পিরামিড সম্পর্কে যতোগুলো গল্প আমি শুনেছি তাতে বলা হয়েছে ম্যাসনিক পিরামিডটি আকারে অনেক বিশাল।"

এ কথাটা যে বলা হবে সেটা বেলামি আগেই আন্দাজ করতে পেরেছিলো। "তাহলে তো জানেনই, লিজেন্ডে যে পিরামিডের কথা বলা হয়েছে সেটা এতোটাই উঁচু যে ঈশ্বর নিজেও সেটা স্পর্শ করতে পারেন।"

"একদম ঠিক।"

"আমি আপনার সমস্যাটি ধরতে পেরেছি, প্রফেসর। প্রাচীন রহস্য এবং ম্যাসনিক দর্শন বলে থাকে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই ঈশ্বরের সম্ভাবনা রয়েছে। প্রতীকার্থে বলতে গেলে এটা দাবি করা যেতেই পারে, একজন এনলাইটেন্ড ব্যক্তি...ঈশ্বরকে স্পর্শ করে।"

কথার এই খেলা ল্যাংডনের কাছে হেয়ালী ব'লে মনে হলো।

"এমন কি বাইবেলও এ ব্যাপারে একমত," বললো বেলামি। "জেনেসিসে যেমনটি বলা হয়েছে সেটা যদি আমরা মেনে নেই, 'ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেছেন তার নিজের অবয়বে,' তাহলে আমাদেরকে এটাও মেনে নিতে হবে-ঈশ্বরের অধীনস্ত হবার জন্যে মানুষকে সৃষ্টি করা হয় নি। লুউক-এর ১৭:২০-এ আমাদেরকে বলে, 'ঈশ্বরের সাম্রাজ্য তোমার ভেতরে অবস্থান করে।' "

"আমি দুঃখিত, আমি এরকম কোনো খৃস্টানকে চিনি না যে কিনা নিজেকে ঈশ্বরের সমতুল্য মনে করে।"

"অবশ্যই এরকম কেউ মনে করে না," জোরালোভাবে বললো বেলামি। "কারণ বেশিরভাগ খৃস্টানই এটা দু'ভাবে চায়। তারা বেশ গর্বের সাথেই জানাতে চায় যে তারা বাইবেলে বিশ্বাস করে, আবার সেই বাইবেলের যে অংশটাকে তার বিশ্বাসের জন্যে কঠিন কিংবা অসুবিধার ব'লে মনে হয় সেটাকে তারা এড়িয়ে যায়।"

ল্যাংডন কিছুই বললো না।

“তো, ম্যাসনিক পিরামিডের বহু-পুরনো বর্ণনামতে সেটা এতোটাই উঁচু যে ঈশ্বরও সেটা ছুঁতে পারে...এরফলে পিরামিডের আকৃতি নিয়ে একটা ভুলবোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে। যার জন্যে আপনার মতো একাডেমিকরা জোর দিয়েই বরে থাকে যে পিরামিডের ধারণাটি নিছকই কোনো মিথ, ফলে কেউ এটার অন্বেষণ করে নি।”

পাথরের পিরামিডের দিকে তাকালো ল্যাংডন। “আপনাকে বিভ্রান্ত করেছি বলে আমি ক্ষমা চাইছি,” বললো সে। “আমি সাধারণভাবেই সব সময় ভেবেছি ম্যাসনিক পিরামিডকে একটি মিথ হিসেবে দেখেছি।”

“আপনার কাছে কি মনে হয় না, স্টোনম্যাসন কর্তৃক যে মানচিত্র তৈরি করা হবে সেটা পাথরে খোদাই হওয়াই অনেক বেশি যুক্তিযুক্ত? ইতিহাসের সুদীর্ঘ প্রেক্ষাপটের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাবো আমাদের বেশিরভাগ উল্লেখযোগ্য স্থানসমূহের দিক নির্দেশনাই পাথর খোদাই করে করা হয়েছে–আমাদের আচারআচরণ কেমন হবে তার দিক নির্দেশনা দিয়ে মূসা নবীকে ঈশ্বর যে বাণী দিয়েছিলেন সেই টেন কমেন্ডমেন্টস তো পাথরেই খোদাই করা ছিলো।”

“আমি বুঝতে পেরেছি, তারপরেও বলছি, ম্যাসনিক পিরামিডকে সব সময় একটি লিজেন্ড হিসেবেই বিবেচনা করা হয়েছে। আর লিজেন্ড মতে এটি একধরনের মিথ।”

“হ্যা, লিজেন্ড তো বটেই। আমার আশংকা মূসা নবীর বেলায় যে সমস্যা হয়েছে আপনার বেলায়ও ঠিক তাই হচ্ছে।”

“কী বললেন, বুঝলাম না?”

নিজের আসন থেকে ঘুরে বেলকনির যেখানে ষোলোটি ব্রোঞ্জের মূর্তি নীচের দিকে তাকিয়ে আছে সেদিকে তাকালো বেলামি। তাকে বেশ খুশি খুশি দেখাচ্ছে এখন। “আপনি কি মূসাকে দেখেছেন?”

লাইব্রেরিতে রাখা মূসার স্ট্যাচুটার দিকে তাকালো ল্যাংডন। “হ্যা।”

“তার শিং আছে।”

“আমি সেটা জানি।”

“কিন্তু তার শিং কেন আছে সেটা কি আপনি জানেন?”

বেশিরভাগ শিক্ষকের মতো ল্যাংডনও কারো কাছ থেকে লেকচার শুনতে পছন্দ করে না। যে কারণে তাদের মাথার উপর মূসা নবীর মূর্তির শিং আছে ঠিক একই কারণে মূসার হাজার হাজার খৃস্টিয় ছবিতেও শিং রয়েছে–এক্সোডাস পুস্তকের একটি ভুল অনুবাদ। আসল হিব্রু এক্সোডাসে বর্ণনা করা হয়েছে মূসার ‘কারান ওহ্’র পানাভ’ আছে–মুখের এমন একটি চামড়া যা দ্যুতি ছড়ায়–‘নূর’–কিন্তু রোমান ক্যাথলিক চার্চ যখন তাদের জন্যে লাতিন বাইবেল তৈরি করে তখন অনুবাদক এটিকে বুঝতে না পেরে ‘করনুটা এসেট ফাসিস সুয়া’ নামে অভিহিত করে, যার অর্থ ‘তার মাথায় শিং আছে’। সেই থেকে চিত্রশিল্পী আর ভাস্কররা মূসাকে শিংসহকারেই চিত্রিত ক’রে গেছে।

"এটা নিছই ভুল," জবাবে বললো ল্যাংডন। "খৃস্টপূর্ব চারশ' বছর আগে অনুবাদক সেন্ট জেরোমির একটি ভুল অনুবাদ।"

মনে হলো বেলামি বেশ মুগ্ধ হয়েছে। "ঠিক বলেছেন। ভুল অনুবাদ। কিন্তু তার ফলাফল...ইতিহাস জুড়েই বেচারা মূসা বিকৃতভাবে চিত্রিত হয়ে আসছেন।"

'বিকৃত' শব্দটি বেশ ভালোভাবেই খাপ খায় এর সাথে। শৈশবে ল্যাংডন সেন্ট পিটার্সের ব্যাসিলিকায় রাখা মাইকেলঅ্যাঞ্জেলোর শিং বিশিষ্ট মূসাকে যখন প্রথম দেখেছিলো তখন ভয়ে শিউড়ে উঠেছিলো।

"আমি মূসার শিংয়ের কথা উল্লেখ করেছি এটা বোঝানোর জন্যে যে, একটা শব্দ ভুলভাবে বোঝার কারণে কিভাবে ঐতিহাসিক ভুল হয়ে দাঁড়ায় সেটা।"

আপনি পাদ্রীকে উপদেশ দিচ্ছেন, মনে মনে বললো ল্যাংডন। কয়েক বছর আগে প্যারিসে এটা ভালোভাবেই সে বুঝেছিলো। *সানগ্রিল হলি গ্রেইল। স্যাংরিয়েল রাজকীয় রক্ত।*

"ম্যাসনিক পিরামিডের বেলায়," বেলামি বলতে লাগলো, "লোকজন একটি 'লিজেন্ড'-এর গুঞ্জন শুনেছে। ম্যাসনিক পিরামিডের লিজেন্ডটি শুনতে মিথের মতোই মনে হয়। কিন্তু লিজেন্ড শব্দটি দিয়ে আসলে অন্য কিছু বোঝানো হয়েছে। এটাকে ভুলভাবে তুলে ধরা হয়েছে। অনেকটা টালিসম্যান শব্দটির মতো।" একটু হাসলো সে। "সত্য লুকিয়ে রাখার জন্যে ভাষা খুবই কার্যকরী একটি মাধ্যম হতে পারে।"

"এটা ঠিক, কিন্তু আপনাকে আরো ব্যাখ্যা করতে হবে।"

"রবার্ট, ম্যাসনিক পিরামিড আসলে একটি মানচিত্র। আর সব মানচিত্রের মতোই এর একটি লিজেন্ড রয়েছে–সেটা কিভাবে পড়বেন তার একটি চাবিকাঠি।" কিউব-আকৃতির প্যাকেজটি হাতে তুলে নিলো বেলামি। "আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না? এই ক্যাপাস্টোনটি পিরামিডের লিজেন্ড। এ বিশ্বের সবচাইতে শক্তিশালী আর্টিফ্যাক্টটি কিভাবে পড়তে হবে এটা হলো তারই চাবিকাঠি...মানবসভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ যেখানে রাখা আছে সে জায়গা উন্মোচিত করবে সেটা–মানবসভ্যতার হারানো প্রজ্ঞা।"

ল্যাংডন চুপ মেরে গেলো।

"আমি সবিনয়ে নিবেদন করছি," বললো বেলামি, "আপনার বিশাল পিরামিডটি...এরকমই হবে। ছোটোখাটো পাথরের একটি পিরামিড, যার স্বর্নের ক্যাপস্টোনটি এতোটাই উঁচু যে ঈশ্বরও সেটা ছুঁতে পারবে। এতোটা উঁচু যে একজন আলোকিত মানুষও পৌছতে পারবে, পারবে স্পর্শ করতে।"

কিছুক্ষণ তারা দু'জনেই কোনো কথা বললো না।

পিরামিডের দিকে তাকিয়ে অপ্রত্যাশিত এক উত্তেজনা টের পেলো ল্যাংডন। নতুনভাবে এটাকে দেখছে সে। ম্যাসনিক সিফারের দিকে আবারো চোখ বোলালো সে। "কিন্তু এই কোডগুলো...মনে হচ্ছে খুবই..."

"সহজ-সরল?"

সায় দিলো ল্যাংডন। "প্রায় যে কেউ এটার অর্থোদ্ধার করতে পারবে।"

মুচকি হেসে বেলামি একটি পেন্সিল আর কাগজ বাড়িয়ে দিলো ল্যাংডনের উদ্দেশ্যে। "তাহলে আমাদেরকে একটু পরিস্কার করে ব্যাখ্যা করে দেখান, নাকি?"

এই কোডটি পড়তে ল্যাংডন একটু অস্বস্তি বোধ করছে। তবে পরিস্থিতি বিবেচনায় নিলে তার প্রতি পিটারের যে আস্থা তার সাথে ছোটোখাটো একটি বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। তারচেয়ে বড় কথা, এই এনগ্রেভিংটায় যা বলবে তা দিয়ে কোনো গোপন স্থান খুঁজে বের করা যাবে বলেও সে বিশ্বাস করে না...ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ তো বহু দূরের ব্যাপার।

বেলামির হাত থেকে পেন্সিলটা নিয়ে সিফারটা ভালো করে দেখে নিলো ল্যাংডন। এই কোডটি খুবই সহজ, তার কোনো পেন্সিল কিংবা কাগজের দরকার নেই। তারপরও কোনো রকম ভুল যেনো না হয় সেটা নিশ্চিত করতে চাইছে সে, তাই পেন্সিল আর কাগজ নিয়ে ম্যাসনিক সিফারের অতি সাধারণ একটি *চাবি*-এর অর্থোদ্ধার করতে শুরু ক'রে দিলো ল্যাংডন। চাবিটাতে চারটা গ্রিড রয়েছে—দুটো সমতল আর দুটো ডটবিশিষ্ট—তাদের মধ্যেই বর্ণমালাগুলো সুশৃঙ্খলভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। বর্ণমালার প্রতিটি অক্ষর বেষ্টনীর বা এনক্লোজারের আকৃতির ভেতর অবস্থান করছে। প্রতিটি অক্ষরের আকৃতির যে বেষ্টনী সেটা এই চিঠির প্রতীক হয়ে উঠেছে।

পদ্ধতিটি খুবই সহজ সরল। একেবারে শিশুতোষই বলা যায়।

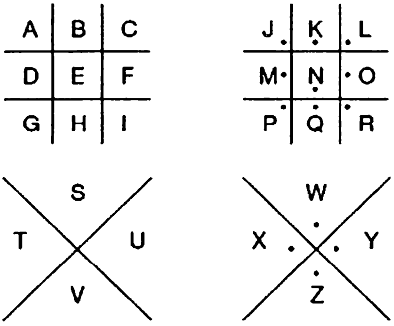

ল্যাংডন তার হাতের কাজটা আবারো চেক ক'রে দেখলো। সে নিশ্চিত সংকেতবদ্ধ চাবিটা সঠিকই আছে। এবার সে পিরামিডে খোদাই করা কোডটার দিকে তাকালো। এটার অর্থোদ্ধার করতে হলে এখন তাকে তার লেখা সংকেতবদ্ধ চাবির সাথে সাযুজ্য খুঁজে বের ক'রে অক্ষরের মাঝখানে লিখে নিতে হবে।

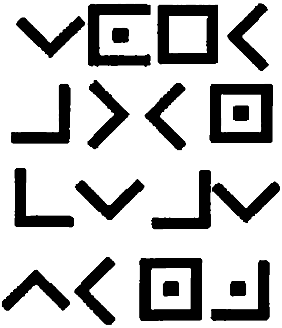

পিরামিডের প্রথম অক্ষরটি দেখে মনে হচ্ছে নিম্নমুখী তীর অথবা চ্যালিস। খুব দ্রুতই ল্যাংডন সংকেতবদ্ধ চাবির মাঝখানে চ্যালিস-আকৃতির অংশটা খুঁজে পেলো। ওটা বাম দিকের এক কোণে অবস্থিত এবং S অক্ষরটি এনক্লোজ করেছে।

পিরামিডের পরের সিম্বলটি মাঝখানে বিন্দুবিশিষ্ট ডান বাহুবিহীন একটি বর্গক্ষেত্র। এই আকৃতিটা সংকেতবদ্ধ গ্রিডের মধ্যে O অক্ষরটি এনক্লোজ করলো।

O অক্ষরটি লিখে ফেললো সে।

তৃতীয় সিম্বলটি নিঁখুত একটি বর্গক্ষেত্র, E অক্ষরটি এনক্লোজ করেছে সেটি।

ল্যাংডন E অক্ষরটি লিখে ফেললো।

S O E . . .

এবার দ্রুততার সাথে পুরো গ্রিডটি সম্পন্ন ক'রে ফেললো ল্যাংডন।

এবার নিজের অনুবাদটির দিকে তাকিয়ে একটা হতবিহ্বল নিঃশ্বাস ফেললো সে। ইউরেকা বলে চিৎকার করার মুহূর্ত হিসেবে এটাকে বলা যাবে না।

বেলামির ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি দেখা যাচ্ছে। "প্রফেসর, আপনি তো জানেনই, প্রাচীন রহস্য কেবলমাত্র আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের জন্যেই সংরক্ষিত রাখা হয়েছে।"

"ঠিক বলেছেন," চোখ কুচকে বললো ল্যাংডন। *বোঝাই যাচ্ছে আমি সেই যোগ্যতা অর্জন করতে পারি নি।*

অধ্যায় ৫০

ভার্জিনিয়ার ল্যাঙ্গলে'তে সিআইএ'র হেডকোয়ার্টারের বেইজমেন্ট অফিসে সেই ষোলো-অক্ষরের ম্যাসনিক সিফারটি হাই ডেফিনেশন কম্পিউটার মনিটরে জ্বল জ্বল করছে।। ওএস'র সিনিয়র অ্যানালিস্ট নোলা কাই একা বসে আছে, দশ মিনিট আগে তার বস্ ডিরেক্টর ইনোয়ু সাটোর ই-মেইলে পাঠানো ইমেজটি স্টাডি ক'রে যাচ্ছে সে।

এটা কি এক ধরণের তামাশা? তবে নোলা জানে এটা কোনো তামাশা নয়। ঠাট্টা তামাশা করার লোক নয় ডিরেক্টর সাটো। ঠাট্টা তামাশা কি জিনিস সেটা মহিলা জানেই না। আজরাতে যা ঘটে গেছে সেটাকে আর যাই বলা হোক না কেন, সেটাকে ঠাট্টা-তামাশা বলার কোনো উপায় নেই। সিআইএ'র অভ্যন্তরে সবকিছু দেখার ক্ষমতাসম্পন্ন অফিস অব সিকিউরিটিতে নোলার রয়েছে হাই লেভেল ক্লিয়ারেন্স। এরফলে ক্ষমতার পেছনে থাকা শক্তির যে জগত সেটা সে ভালো করেই চেনে। কিন্তু বিগত চব্বিশ ঘণ্টায় যা ঘটেছে তাতে করে পরাক্রমশালী ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের সম্পর্কে তার ধারণা চিরকালের জন্যেই পাল্টে গেছে।

"হ্যা, ডিরেক্টর," নোলা বললো, কাঁধে ফোনটা চেপে রেখে সাটোর সাথে কথা বলছে সে। "এনগ্রেভিংটা অবশ্যই ম্যাসনিক সিফার। কিন্তু সেটা দেখে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। অর্থহীন বলে মনে হচ্ছে। দেখে মনে হচ্ছে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বর্ণমালার একটি গ্রিড।" ডিসক্রিপশনটার দিকে তাকালো সে।

S	**O**	**E**	**U**
A	**T**	**U**	**N**
C	**S**	**A**	**S**
V	**U**	**N**	**J**

"এটা অবশ্যই কিছু বলছে," কথাটা জোর দিয়ে বললো সাটো।

"যতোক্ষণ না এনক্রিপশনের দ্বিতীয় লেয়ারটি পাচ্ছি ততোক্ষণ পর্যন্ত কিছু বলা যাচ্ছে না।"

"কিছু আন্দাজ করতে পারছো কি?" জানতে চাইলো সাটো।

"এটা গ্রিড-বেইজড ম্যাট্রিক্স, তাই আমি সচরাচর যেসব জিনিস রান করে থাকি, যেমন ভিজেনিয়ার, গ্রিলেস, ট্রেলিসেস এরকম কিছু দিয়ে সেটা পরীক্ষা ক'রে দেখবো,

তবে কথা দিতে পারছি না, বিশেষ ক'রে এটা যদি ওয়ানটাইম প্যাড হয়ে থাকে।"

"যা করার করো। তবে দ্রুত করতে হবে। এক্সরের ব্যাপারটা কি?"

চেয়ারটা ঘুরিয়ে দ্বিতীয় সিস্টেমের দিকে ফিরলো নোলা। ওটাতে একটা ব্যাগের স্ট্যান্ডার্ড সিকিউরিটি এক্সরে ডিসপ্লে করা আছে। সাটো বলেছে, এটার ভেতরে কিউব-আকৃতির বাক্সের ভেতর ছোট্ট একটি পিরামিড রয়েছে। সাধারণত দুই ইঞ্চি উচ্চতাবিশিষ্ট কোনো বস্তু জাতীয় নিরাপত্তার জন্যে হুমকি হয়ে ওঠার কথা নয়, অবশ্য সেটা যদি পরিশুদ্ধ প্লুটোনিয়ামের তৈরি না হয়ে থাকে। এই জিনিসটা তো সেরকম কিছু না। এটা এমন কিছু দিয়ে তৈরি যা সমানভাবেই চমকে দেবার মতো।

"ইমেজ-ডেনসিটি অ্যানালিসিসটি নিশ্চিত করেছে," বললো নোলা। "প্রতি কিউবিক সেন্টিমিটারে ঊনিশ দশমিক তিন গ্রাম রয়েছে। একেবারে খাঁটি স্বর্ণ। খুবই মূল্যবান জিনিস।"

"আর কিছু?"

"হ্যা। স্বর্নের পিরামিডের পৃষ্ঠদেশে ঘনত্ব নিরূপন করার স্ক্যান অল্পকিছু অস্বাভাবিকতা খুঁজে পেয়েছে। মনে হচ্ছে স্বর্নের মধ্যে খোদাই ক'রে কিছু লেখা হয়েছে।"

"তাই নাকি?" আশাবাদী হয়ে উঠলো সাটো। "ওটাতে কি লেখা আছে?"

"এখনও বলতে পরছি না। খোদাই করার ছবিটা খুবই হালকা এসেছে। ফিল্টার দিয়ে স্পষ্ট করার চেষ্টা করছি। কিন্তু এক্সরের রেজুলেশন খুব একটা ভালো নয়।"

"ঠিক আছে, চেষ্টা করতে থাকো। কিছু পেলে আমাকে ফোন করে জানিও।"

"ঠিক আছে, ম্যাম।"

"নোলা, শোনো?" সাটোর কণ্ঠটা হঠাৎ করেই গম্ভীর হয়ে উঠলো। "এই চব্বিশ ঘণ্টায় তুমি যা জানতে পেরেছো, পাথরের পিরামিডের ছবি, স্বর্নের ক্যাপাস্টোন এগুলো খুবই উচ্চপর্যায়ের নিরাপত্তার সাথে জড়িত। একান্তই গোপনীয় ব্যাপার। কারো সাথে এ নিয়ে কোনো কথা বলবে না। তুমি কেবল সরাসরি আমার কাছেই রিপোর্ট দেবে। আমি কি পরিস্কার ক'রে বোঝাতে পেরেছি তোমাকে?"

"অবশ্যই, ম্যাম।"

"বেশ। কি হয় না হয় আমাকে জানিও।" ফোন রেখে দিলো সাটো।

দু'চোখ ডলে কম্পিউটার স্ক্রিনের দিকে তাকালো নোলা। ছত্রিশ ঘণ্টা ধরে সে ঘুমাতে পারছে না। আর এটাও ভালো করে জানে, এই সংটটা সমাধান না হওয়া পর্যন্ত ঘুমানো ফুরসৎও পাবে না সে।

সমাধানটি যেরকমই হোক না কেন।

ক্যাপিটল ভিজিটর সেন্টারের নীচে টানেলের প্রবেশপথের সামনে কালো পোশাকের সিআইএ'র চারজন ফিল্ড-অপারেশন স্পেশালিস্ট দাঁড়িয়ে আছে। শিকারী কুকুরের মতো

আধো-আলো-অন্ধারের টানেলের দিকে চেয়ে আছে তারা। যেনো শিকারে যাওয়ার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে।

ফোনে কথা বলা শেষ করে সাটো তাদের দিকে এগিয়ে গেলো। "জেন্টেলমেন," সে বললো, আর্কিটেক্টের চাবিটা এখনও তার হাতে। "আপনাদের মিশনের প্যারামিটারগুলো কি বুঝতে পেরেছেন?"

"জি, স্যার," দলনেতা জবাবে বললো। "আমাদের টার্গেট দুটি। প্রথমটি হলো, এক ফুট উচ্চতার একটি এনগ্রেভিং পিরামিড। দ্বিতীয়টি, দুই ইঞ্চি উঁচু কিউব-আকৃতির একটি প্যাকেট। এ দুটো জিনিস শেষবার রবার্ট ল্যাংডনের ব্যাগে দেখা গেছে।"

"একদম ঠিক," বললো সাটো। "এ দুটো জিনিস খুব দ্রুত এবং অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করতে হবে। আপনাদের কি আর কোনো প্রশ্ন করার আছে?"

"বলপ্রয়োগের প্যারামিটারটি কি হবে?"

সাটোর কাঁধে যেখানে বেলামি হাড় দিয়ে জোরে আঘাত করেছিলো এখনও সেজায়গায় প্রচণ্ড ব্যথা করছে। "যেমনটি বলেছি, ঐ আইটেম দুটো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেকোনোভাবেই হোক না কেন, ওগুলো উদ্ধার করতে হবে।"

"বুঝতে পেরেছি।" চারজন লোক ঘুরে টানেলের অন্ধকারে উধাও হয়ে গেলো।

একটা সিগারেট জ্বালিয়ে তাদের দিকে চেয়ে রইলো সাটো।

অধ্যায় ৫১

ক্যাথারিন সলোমন সব সময়ই একজন সতর্ক ড্রাইভার, কিন্তু এখন তার ভলভো গাড়িটা নব্বই মাইলেরও বেশি গতিতে চালাচ্ছে সুইটল্যান্ড পার্কওয়ে দিয়ে। ভয়ার্তভাবটা কেটে যাবার আগপর্যন্ত কাঁপতে থাকা পা দিয়ে এক্সলেটরটা চেপে রেখছিলো সে। এবার সে বুঝতে পারলো তার অয়িন্ত্রিত কাঁপুনিটা শুধুমাত্র ভয় থেকে উৎসারিত নয়।

আমি ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছি।

গাড়ির ভাঙা জানালা দিয়য়ে শীতের প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকছে, আকটিক বাতাসের মতো তার সমস্ত শরীরে আঘাত হানছে সেই বাতাস। মোজা পরা পা দুটো অসাড় হয়ে গেছে। প্যাসেঞ্জার সিটের নীচে বাড়তি এক জোড়া জুতো রাখে সব সময়, সেটা নেবার জন্যে উপুড় হলো সে। কিন্তু উপুড় হতেই টের পেলো তার গলায় যেনো ছুরি মারা হয়েছে এরকম সুতীব্র যন্ত্রণা হচ্ছে। ঐ লোকটা তার শক্তিশালী হাত দিয়ে গলাটা চেপে ধরেছিলো।

যে লোকটি তার গাড়ির জানালার কাঁচ ভেঙেছে তার সাথে ডা: ক্রিস্টোফার আবাডন নামের লোকটির কোনো মিলই নেই। মাথা ন্যাড়া, নগ্ন বুক, মেকআপ খসে ভয়ঙ্কর টাট্টু আঁকা একটি চেহারা উন্মোচিত হয়েছে।

লোকটার কণ্ঠ আবারো শুনতে পেলো ক্যাথারিন, ভাঙা জানালা দিয়ে ফিসফিসিয়ে বলেছিলো। *ক্যাথারিন, তোমাকে দশ বছর আগেই আমার খুন করার উচিত ছিলো...যে রাতে তোমার মাকে আমি হত্যা করেছিলাম।*

কেঁপে উঠলো ক্যাথারিন। এই লোকটাই তাহলে সেই লোক। লোকটার চোখে যে হিংস্রতা সে দেখেছে সেটা কখনও ভুলবার নয়। তার ভাই যে তাকে গুলি করেছিলো সেটাও তার স্পষ্ট মনে আছে। সেই গুলিতেই তো লোকটা মরে গেলো, তারপর উঁচু জায়গা থেকে নীচের বরফের নদীতে ফেলে দেয়া হলো তাকে। সেখানে বরফের নীচে তলিয়ে যেতে দেখা গেছে তাকে। এক সপ্তাহ ধরে তদন্তকারীরা তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে তারপরও কোনো মৃতদেহ পাওয়া যায় নি। অবশেষে তারা ধারণা করে স্রোতের টানে মৃতদেহটা চিজাপিক উপসাগরে ভেসে গেছে।

তাদের ধারণা ভুল, এখন সে ভালো করেই জানে। *সে বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে।*

এবং ফিরে এসেছে।

স্মৃতিটা ফিরে আসতেই সুতীব্র যন্ত্রণা অনুভব করলো ক্যাথারিন। ঠিক দশ বছর আগের ঘটনা। ক্রিসমাসের সময়। ক্যাথারিন, পিটার আর তাদের মা-তাদের পুরো পরিবার-পোটোম্যাক নদী তীরে তাদের দুই শত একরের বিশাল ম্যানসনে জড়ো

হয়েছিলো। তাদের এস্টেটের ভেতর দিয়ে নদীর কিছু অংশ চলে গেছে।

ঐতিহ্য অনুযায়ী তাদের মা রান্নাঘরে ছেলেমেয়ের জন্যে উপাদেয় খাবার রান্না করছিলো। পঁচাত্তর বছর বয়সেও ইসাবেল সলোমন ছিলেন একজন অসাধারণ কুক। সেই রাতে মুখে জল আনা গরুর মাংসের রোস্ট, গার্লিক পটেটোসহ নানান উপাদেয় খাবারের গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছিলো পুরো বাড়ি জুড়ে। তাদের মা যখন রান্নার কাজে ব্যস্ত তখন তারা দুই ভাই-বোনে গৃনহাউজের ভেতর আরাম করে বসে গল্প করছিলো ক্যাথারিনের নতুন কোনো গবেষণার বিষয় নিয়ে–নোয়েটিক সায়েন্স নামের বিজ্ঞানের নতুন একটি ক্ষেত্র। আধুনিক কণাবাদী পদার্থ বিদ্যার সাথে প্রাচীন মিস্টিসিজমের অদ্ভুত এক সমন্বয় এই নোয়েটিক বিজ্ঞান ক্যাথারিনকে পুরোপুরি গ্রাস করে ফেলেছে তখন।

পদার্থবিজ্ঞানের সাথে দর্শনের মিলন।

ক্যাথারিন পিটারকে তার কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার কথা বলার সময় ভায়ের চোখে সে স্পষ্ট কৌতুহল দেখতে পাচ্ছিলো। ক্রিসমাসে ভাইকে এমন কৌতুহলোদ্দীপক কিছু বলতে পেরে সে ভীষণ খুশি হলো। কিন্তু সেই ক্রিসমাস থেকেই কঠিন এক বেদনার সূচনা হলো তাদের জীবনে।

পিটারের ছেলে জাখারি।

ক্যাথারিনের এই ভাতিজার একুশতম জন্মদিনটাই ছিলো তার শেষ জন্মদিন। একটা দুঃস্বপ্নের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলো তাদের পরিবারটি, মনে হচ্ছিলো তার ভাই পিটার বুঝি অবশেষে কিভাবে হাসতে হয় সেটা শিখেছে।

জাখারি খুবই অপরিপক্ক, দূর্বল আর রাগি এক টিনএজার ছিলো। বিশাল প্রতিপত্তিশালী ধনী পরিবার সত্ত্বেও জাখারি নিজেকে 'সলোমন এস্টাবলিশমেন্ট' থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পন করেছিলো যেনো। প্রিপারেটরি স্কুল থেকেই তাকে বিতারিত করা হয়, সেলিব্রেটিদের সাথে পার্টি করে বেড়াতো সব সময়, আর নিজের বাব-মা'র স্নেহ-ভালোবাসা এড়িয়ে চলতো অজ্ঞাত কোনো কারণে।

পিটারের হৃদয় ভেঙেছে সে।

জাখারির আটারো তম জন্মদিনের ঠিক কয়েক দিন আগে ক্যাথারিন তার মা এবং ভাইয়ের সাথে বসে একটা তর্ক শুনেছিলো জাখারি আরো বেশি পরিপক্ক না হওয়রা আগপর্যন্ত তাকে উত্তারধিকার হিসেবে বিবেচনা করা হবে না। সলোমন পরিবারের শত বছরের একটি ঐতিহ্য হলো এই উত্তরাধিকার–ছেলে হোক মেয়ে হোক, আঠারোতম জন্মদিনে বিশাল পরিমাণের সম্পদ প্রদান করতে হয় সলোমন পরিবারের নবীন সদস্যকে। সলোমনরা বিশ্বাস করে জীবনের শুরুতেই এটা করলে বেশি ভালো। তারচেয়ে বড় কথা সলোমন পরিবারের তরুণ সদস্যের হাতে বিশাল পরিমাণ ধনসম্পদ দিয়ে দেয়া হয় যেনো তারা পরিবারের ধনসম্পদ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

কিন্তু জাখারির বেলায় পিটারের মা চাচ্ছিলেন না পিটারের বখে যাওয়া ছেলের হাতে এতো বিপুল পরিমাণের টাকা-পয়সা দিয়ে দেয়া হোক। পিটার অবশ্য মায়ের সাথে

একমত হতে পারছিলো না।

“সলোমন উত্তরাধিকারের বিষয়টি পারিবারিক ঐতিহ্য,” তার ভাই বলেছিলো, “সেটা অব্যহত রাখাই উচিত। কোনোভাবেই লঙ্ঘন করা ঠিক হবে না। এই বিপুল পরিমাণের টাকা হয়তো জাখারিকে দায়িত্বশীল হতে বাধ্য করবে।”

দুঃখজনকভাবেই তার ভায়ের কথাটা ভুল প্রমাণিত হয়েছিলো।

টাকা হাতে পাওয়া মাত্রই পরিবার ছেড়ে চলে যায় জাখারি। বাড়ি থেকে নিজের কোনো জিনসপত্র না নিয়েই উধাও হয়ে যায় সে। তবে কয়েক মাস পরেই ট্যাবলয়েড পত্রিকাগুলোতে তার দেখা মেলে ট্রাস্ট ফান্ডের প্লেবয় ইউরোপে উদ্দাম জীবনযাপন করছে।

ট্যাবলয়েডগুলো জাখারির ব্যভিচার আর উদ্দাম জীবনযাপনের সচিত্র ডকুমেন্ট ছেপে দেয়। ইয়টে বন্য-পার্টির ছবি আর মদ খেয়ে মাতাল হওয়ার খবরগুলো হজম করতে সলোমনদের বেশ বেগ পেতে হয়। কিন্তু পূর্ব ইউরোপের এক সীমান্তের কাছে কোকেইন নিয়ে ধরা পড়ার ছবিটা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হলে সলোমন পরিবারের জন্যে সেটা হয়ে উঠলো হৃদয়বিদারক একটি ঘটনা সলোমন পরিবারের ধনীর দুলাল তুরস্কের কারাগারে।

তারা জানতে পারলো যে কারাগারে সে আছে সেটার নাম সোগানলিক–ইস্তাম্বুলের উপকণ্ঠে কারতাল জেলার এফ-ক্লাশের জঘন্য বর্বর একটি ডিটেনশন সেন্টার। নিজের ছেলের নিরাপত্তার ব্যাপারে পিটার আতঙ্কিত হয়ে পড়লো। তুরস্কে উড়ে গেলো ছেলেকে ছাড়িয়ে আনার জন্যে। কিন্তু ক্যাথারিনের বিপর্যস্ত ভাই ফিরে এলো খালি হাতে, এমন কি জাখারির সাথে তার দেখাও করতে দেয়া হলো না। একমাত্র আশা আমেরিকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পিটারের একজন পরিচিত লোক জাখারিকে এক্সট্রাডাইট চুক্তির আওতায় দেশে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে যাচ্ছে।

দু'দিন পর বিদেশ থেকে একটা ভয়ঙ্কর ফোন পেলো পিটার। পরের দিন পত্রপত্রিকাগুলো শিরোনাম করলো : সলোমনদের উত্তরাধিকার জেলের ভেতর খুন।

নিহতের ছবিটা ছিলো বীভৎস। মিডিয়া আরো পৈশাচিক আচরণ করলো। সবর্ত্র ছবিটা প্রচার কররো তারা। সলোমনদের শেষকৃত্যানুষ্ঠানের অনেক পরও তারা এসব ছবি ছাপাতে, প্রচার করতে থাকে। জাখারিকে জেল থেকে ছড়িয়ে আনার ব্যর্থতার জন্যে পিটারের স্ত্রী তাকে কখনই ক্ষমা করতে পারে নি। এই ঘটনার ছ'মাস পরেই তাদের মধ্যে ডিভোর্স হয়ে যায়। সেই থেকে পিটার একাই আছে।

এর কয়েক বছর পরই ক্যাথারিন, তার মা আর পিটার ক্রিসমাসে একত্রিত হয়েছিলো। দুঃসহ যন্ত্রণাটি মনের গভীরে রয়ে গেলেও সেটা আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে পড়েছিলো অনেকটাই। তাদের মা রান্না করছে, আর দু ভাই-বোনে বসে আড্ডা দিচ্ছে।

ঠিক তখনই একেবারে অপ্রত্যাশিত একটি আওয়াজ শোনা গেলো।

“হ্যালো সলোমন খান্দান,” ভরাট একটি কণ্ঠ বলে উঠলো তাদের পেছন থেকে।

চমকে উঠে ক্যাথারিন আর তার ভাই ঘুরেই দেখতে পেলো পেটানো শরীরের লম্বা এক লোক গৃনহাউজে ঢুকছে। কালো রঙের একটি স্কি মাস্ক পরে আছে সে, কেবল চোখ দুটো দেখা যাচ্ছে। সেই দু'চোখে সুকঠিন হিংস্রতা।

পিটার সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেলো। "তুমি কে?! এখানে কিভাবে ঢুকলে?!"

"আমি তোমার ছেলে জাখারিকে জেলে থাকার সময় চিনতাম। সে আমাকে বলেছে চাবিটা কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে।" একটা পুরনো চাবি তাদের সামনে তুলে ধরে আগন্তুক জানোয়ারের মতো হাসি দিলো। "তাকে পিটিয়ে মারার আগে এটা নিয়ে নিয়েছিলাম।"

পিটারে মুখ হা হয়ে গেলো।

একটা পিস্তল তাক্ করা হলো পিটারের বুক বরাবর। "বসো।"

নিজের চেয়ারে ধপাস করে বসে পড়লো পিটার।

লোকটাকে দেখে ক্যাথারিন বরফের মতোই জমে গেলো। মুখোশের পেছনে লোকটার চোখ দুটো বন্যজন্তুদের মতোই জ্বলজ্বল করছে।

"শোনো!" চিৎকার করে বললো পিটার, যেনো কথাটা শুনে রান্না ঘরে থাকা তার মা সতর্ক হয়ে যায়। "তুমি যে-ই হও না কেন, যা নেবার নিয়ে এখান থেকে চলে যাও!"

লোকটা এবার পিটারের বুকে অস্ত্রটা চেপে ধরলো। "আমি কি চাই বলে তুই মনে করছিস?"

"আমাকে বলো কতো টাকা চাও তুমি," বললো সলোমন। "আমরা বাড়িতে টাকা-পয়সা রাখি না, তবে আমি–"

দানবটা অট্টহাসিতে ফেঁটে পড়লো যেনো। "আমাকে অপমান করবি না। টাকার জন্যে আমি এখানে আসি নি। জাখারির জন্মগত বাকি অধিকারটি নিতে এসেছি আমি।" দাঁত বের করে হাসলো এবার। "সে আমাকে পিরামিডের ব্যাপারে সব বলেছে।"

পিরামিড? তীব্র ভয়ে আর বিস্ময়ে ভাবলো ক্যাথারিন। *কিসের পিরামিড?*

তার ভাই স্বীকার করলো না। "তুমি এসব কি বলছো বুঝতে পারছি না।"

"আমাকে বোকা বানাবার চেষ্টা করবি না! তুই তোর স্টাডির সিন্দুকে ওটা রেখেছিস। জাখারি আমাকে সব বলেছে। ওটা আমাকে দিয়ে দে। এক্ষুণি।"

"জাখারি তোমাকে যা বলেছে না জেনে বলেছে," বললো পিটার। "আমি জানি না তুমি কিসের কথা বলছো!"

"জানিস না?" আগন্তুক ঘুরে অস্ত্রটা এবার ক্যাথারিনের মুখের দিকে তাক করলো। "এখন কি বলবি?"

পিটারের দু'চোখে তীব্র আতঙ্ক। "আমার কথা বিশ্বাস করো! তুমি কি চাইছো তার কিছুই আমি জানি না!"

"আরেকবার মিথ্যে বলেছিস তো," বললো সে, "কসম খেয়ে বলছি তোর বোনকে আমি শেষ করে দেবো।" মুচকি হাসি দিলো এবার। "জাখারির কাছ থেকে যা শুনেছি

তাতে মনে হচ্ছে তোর এই ছোটো বোনটি তোর কাছে সমস্ত সহায়-সম্পত্তির চেয়েও অনেক বেশি দামি–"

"কি হচ্ছে এখানে?!" পিটারের ব্রাউনিং সিটোরি শটগান হাতে ক্যাথারিনের মা ঘরে ঢুকে বললো–অস্ত্রটা ঠিক আগন্তুকের বুক বরাবর তাক করা। লোকটা বৃদ্ধার দিকে ঘুরতেই পঁচাত্তর বছরের প্রাণশক্তিতে ভরপুর মহিলা সময় নষ্ট না করে গুলি করে বসলো। আগন্তুক ছিটকে পেছন দিকে হুমরি খেয়ে কাঁচের দরজা ভেঙে পড়ে যাওয়ার সময় তার হাতের অস্ত্রটা দিয়ে গুলি করতে শুরু করলো ঘরের চারদিকে। মেঝেতে লুটিয়ে পড়তেই হাত থেকে পিস্তলটা ছিটকে পড়ে গেলো।

সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপ দিয়ে অস্ত্রটা নেবার চেষ্টা করলো পিটার। ক্যাথারিন পড়ে গিয়েছিলো, মিসেস সলোমন মেয়ের কাছে ছুটে এসে হাটু গেঁড়ে বসে পড়লেন "হায় ঈশ্বর, তুমি কি আঘাত পেয়েছো?"

মাথা ঝাঁকালো ক্যাথারিন, আতঙ্ক বাকরুদ্ধ হয়ে গেছে সে। ভাঙা কাঁচের দরজার বাইরে মুখোশ পরা লোকটি নিজের পায়ে উঠে দাঁড়াতেই বনের ভেতর দিয়ে পালালো। বুকের একপাশ এক হাতে ধরে দৌড়াতে লাগলো সে। পিটার সলোমন যখন দেখতে পেলো তার মা আর বোন অক্ষত আছে তখন পিস্তলটা তুলে নিয়ে আগন্তুকের পিছু নিলো রুদ্ধশ্বাসে।

ক্যাথারিনের মা তার কাঁপতে থাকা হাতটা ধরলো। "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তুমি ঠিক আছো।" তারপর আচমাকাই তার মা সরে গেলো একটু। "ক্যাথারিন? তোমার শরীর থেকে রক্ত বের হচ্ছে! রক্ত! তোমার গুলি লেগেছে!"

রক্তটা দেখতে পেলো ক্যাথারিন। প্রচুর রক্ত। তার সারা শরীর ভরে আছে রক্তে। কিন্তু কোনো ব্যথা অনুভূত হচ্ছে না তার।

তার মা উদভ্রান্তের মতো তার শরীর খুঁজে দেখলো কোথায় আঘাত লেগেছে। "কোথেকে রকাত বের হচ্ছে? কোথায় তোমর আঘাত লেগেছে!"

"মা. আমি জানি না, আমি তো তেমন কিছু টের পাচ্ছি না!"

ঠিক তখনই ক্যাথারিন রক্তের আসল উৎসটা দেখতে পেলো। আর দেখতে পেয়েই ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেলো তার। "মা, আমার না..." তার মায়ের সাদা সাটিন ব্লাউজের একপাশের দিকে ইঙ্গিত করলো সে। ওখানে থেকেই রক্তপাত হচ্ছে, ছোট্ট একটা ফুটো দেখতে পেলো সেই সাথে। দ্বিধার সাথে তার মা তাকিয়ে দেখলো নিজের ক্ষতস্থানটি। চসকে উঠে পিছু হটে গেলো সে, যেনো এইমাত্র ব্যথা অনুভূত হলো তার।

"ক্যাথারিন?" তার কণ্ঠটা এখনও শান্ত, তবে আচমকাই যেনো তাতে পঁচাত্তর বছরের ছাপ পড়ে গেলো। "একটা অ্যাম্বুলেন্স ডাকো।"

অ্যাম্বুলেন্স ডাকার জন্যে হলঘরের ফোনের দিকে দৌড়ে গেলো ক্যাথারিন। কিন্তু গ্রিনহাউজে যখন ফিরে এলো দেখতে পেলো রক্তের বিছানায় তার মা নীরব-নিথর হয়ে পড়ে আছে। মার পাশে বসে তাকে ধরে দু'হাতে তুলে নিলো ক্যাথারিন।

দূরের বন থেকে যখন গুলির শব্দটা শুনতে পেলো ক্যাথারিন তখন জানে না কতোটা সময় পেরিয়ে গেছে। কিছুক্ষণ পর তার ভাই পিটার অস্ত্র হাতে উদভ্রান্তের মতো গৃনহাউজে প্রবেশ করলো। ক্যাথারিনের কোলে নিজের মাকে রক্তাক্ত অবস্থায় অসাড় হয়ে পড়ে থাকতে দেখে তীব্র যন্ত্রণায় মুখটা বিকৃত হয়ে গেলো তার। গৃনহাউজের ভেতরে বুকফাটা যে আর্তনাদটি ক্যাথারিন শুনতে পেলো সেটা এ জীবনে কখনও ভোলার নয়।

অধ্যায় ৫২

মালাখ ভবনের পাঁচ নাম্বার পডের বিশাল দরজাটার দিকে দৌড়ে যাবার সময় টের পেলো তার পিঠের টাট্টু আঁকা মাংসপেশীগুলো ঢেউ খেলে যাচ্ছে।

তার ল্যাবে আমাকে ঢুকতে হবে।

ক্যাথারিন যে এভাবে পালিয়ে যাবে সেটা ছিলো অপ্রত্যাশিত...এবং ঝামেলাপূর্ণ। মালাখ কোথায় থাকে সেটাই যে কেবল জেনে গেছে তা নয় তার সত্যিকারের পরিচয়টাও ফাঁস হয়ে গেছে...এবং এক দশক আগে তাদের বাড়িতে যে সে ঢুকেছিলো তাও জেনে গেছে ক্যাথারিন। মালাখ নিজেও সেই রাতের ঘটনাটি ভুলে যায় নি। পিরামিডের একেবারে কাছে এসেও সেটা হস্তগত করতে পারে নি কারণ নিয়তি বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। *আমি এখনও প্রস্তত হই নি।* তবে সে এখন প্রস্তত। আরো শক্তিশালী। আরো বেশি প্রভাবশালী। কঠিন প্রস্তুতি নিয়েছিলো। মালাখ আজরাতে নিজের নিয়তির চরিতার্থ করার দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। একদম নিশ্চিত ছিলো রাত শেষ হবার আগেই ক্যাথারিনকে মৃত দেখবে সে।

বে-ডোর নামে পরিচি বিশাল দরজাটির সামনে আসতেই নিজেকে আশ্বস্ত করলো যে, সত্যিকার অর্থে ক্যাথারিন পালাতে পারে নি। সে কেবল অনিবার্য ব্যাপারটিকে দীর্ঘায়িত করেছে। দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে অন্ধকারেই গটগট করে হেটে গেলো সে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পায়ের নীচে কার্পেটটা টের পেলো। তারপর কিউবের উদ্দেশ্যে রওনা হলো মালাখ। পাঁ নাম্বার পডের দরজায় যে আঘাত করার শব্দ শোনা যাচ্ছিলো সেটা এখন থেমে গেছে। মালাখের ধারণা যে কি-প্যানেলেটি সে আঘাত করে বিকল করে দিয়েছিলো সেটা সরানোর কাজ করছে গার্ড।

কিউবে ঢোকার দজার কাছে এসে ট্রিশের কি-কার্ডটা কিপ্যাডের ভেতর ঢোকালে প্যানেলটি জ্বলে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে। ট্রিশের পিন নাম্বার ইনসার্ট করে ভেতরে ঢুকে পড়লো সে। ঘরের ভেতরে সবগুলো বাতি জ্বলছে। জীবাণুমুক্ত ঘরের ভেতর যেতে যেতে অত্যাধুনিক সব যন্ত্রপাতি দেখে বিস্মিত হলো মালাখ। এরকম শক্তিশালী টেকনোলজির সাথে সে অবশ্য বেশ পরিচিত। নিজের বাড়ির বেইজমেন্টে সেও তার নিজস্ব উদ্ভাবিত বিজ্ঞান নিয়ে কাজ করে থাকে। আর গতকাল ঐসব বিজ্ঞানই অসাধারণ এক ফলাফল বয়ে এনেছে।

সত্যটা।

পিটার সলোমনের অনন্য বন্দীদশা–ফাঁদে আঁটকা পড়ে আছে একাকী–নগ্ন হয়ে পড়ে

আছে পুরুষ মানুষের সমস্ত গোপনীয়তা উন্মোচন করে। আমি তার আত্মা দেখতে পাচ্ছি। মালাখ কিছু সিক্রেট জানতে পেরেছে, বাকিগুলো একনও জানতে পারে নি। তার মধ্যে ক্যাথারিনের ল্যারেটরির খবর এবং তার অভাবনীয় আবিষ্করগুলো রয়েছে। *বিজ্ঞান খুব কাছাকছি এসে পড়ছে,* মালাখ বুঝতে পেরেছিলো। *আমি সেটা অযোগ্যদের জন্যে আলো জ্বালিয়ে পথ দেখাতে দেবো না।*

ক্যাথারিন এখানে আধুনিক বিজ্ঞান ব্যবহার করে প্রাচীন দার্শনিক প্রশ্নের উত্তর দিতে শুরু করেছিলো। *আমাদের প্রার্থনার কথা কি কেউ শোনে? মৃত্যুর পর কি জীবন আছে? মানুষের কি আত্মা রয়েছে?* অবিশ্বাস্যভাবেই ক্যাথারিন এসব প্রশ্নের জবাব দিতে পেরেছে, বলা ভালো এরচেয়েও বেশি কিছু সে করেছে। বৈজ্ঞানিকভাবে। দৃঢ়তার সাথে। যে পদ্ধতি সে ব্যবহার করেছে সেটা তর্কাতীত। এমন কি সবচাইতে সন্দেহগ্রস্ত লোকও তার পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফলগুলো মেনে নেবে। এই তথ্যটি যদি প্রকাশিত হয় কিংবা জানাজানি হয়ে যায় তবে মানুষের বিবেক আমূল বদলাতে শুরু করবে। তারা *তাদের পথ খুঁজে বের করতে শুরু করবে।* আজ রাতে মালাখের রূপান্তর হবার আগে তার শেষ কাজটি হলো এটা যেনো না ঘটে তা নিশ্চিত করা।

ল্যাবের ভেতর দিয়ে যাবার সময় পিটার তাকে যেমনটি বলেছিলো সেই ডাটা রুমটি খুঁজে পলো সে। ভারি কাঁচের দেয়ালের ভেতর দিয়ে দুটো হলোগ্রাফিক ডাটা ইউনিট দেখতে পেলো মালাখ। *ঠিক সে যেখানে বলেছিলো সেখানেই।* ভাবতেও কষ্ট হচ্ছে এরকম ছোটো বাক্সের ভেতর এমন কিছু রয়েছে যা কিনা মানব উন্নয়নের গতিপথকেই আমূল পাল্টে দেবে। তারপরও এইসব প্রভাবকের চেয়ে সত্য সব সময়ই বেশি শক্তিশালী হিসেবে পরিগণিত হয়।

হলোগ্রাফিক স্টোরেজ ইউনিটের দরজার সিকিউরিটি প্যানেলে ট্রিশের কি-কার্ডটি প্রবেশ করালো মালাখ। কিন্তু অবাক হয়ে দেখতে পেলো প্যানেলটি জ্বলে উঠছে না। বোঝা যাচ্ছে এ ঘরে ঢোকার অনুমতি নেই ট্রিশ ডানের। এবার ক্যাথারিনের ল্যাব-কোটের পকেট থেকে সংগৃহীত কি-কার্ডটা বের করলো সে।

এই কার্ডটা ইনসার্ট করতেই প্যানেলের বাতি জ্বলে উঠলো।

মালাখের একটা সমস্যা আছে। *আমি তো ক্যাথারিনের পিন নাম্বারটা জানি না।* সে ট্রিশের পিন নাম্বার দিয়ে চেষ্টা করলো, কিন্তু কাজ হলো না। গাল চুলকে কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে ভারি প্লেক্সিগ্লাসটার দিকে তাকালো সে। একটা কুড়াল দিয়ে আঘাত করলেও এটা ভাঙতে সক্ষম হবে না, সেই সাথে যে হার্ডডিস্ক ড্রাইভগুলো ধ্বংস করতে চায় সেটাও করা যাবে না, এটা মালাখ ভালো করেই জানে।

সে যাই হোক, এরকম সমস্যার জন্যে মালাখের একটা পরিকল্পনা আছে।

পিটার তাকে যেমন বলেছে, পাওয়ার সাপ্লাই রুমের ভেতরে মালাখ একটা র‍্যাক খুঁজে পেলো যেখানে বেশ কয়েকটি মেটাল সিলিন্ডার রাখা আছে। সিলিন্ডারগুলোতে লেখা

আছে এলএইচ, নাম্বার ২, এবং বিস্ফোরকদ্রব্যের ইউনিভার্সাল সিম্বলটি। এইসব সিলিন্ডারের একটির সাথে ল্যাবের ফুয়েল সেলের সংযোগ আছে।

সংযোগকৃত সিলিন্ডারটি রেখে রিজার্ভ সিলিন্ডারের মধ্যে থেকে একটি নীচে নামিয়ে র‍্যাকের পাশে রাখা ডলিতে রেখে দিলো। এরপর সিলিন্ডারটি ডলিতে করে ডাটা স্টোরেজ রুমের প্লেক্সিগ্লাসের সামনে নিয়ে এলো সে। এই ঘরটির কাঁচের দরজাটা ভালোভাবে অবলোকন করে একটা দূর্বলতা খুঁজে পেয়েছে মালাখ–মেঝে আর দরজার তলার মধ্যে একটু ফাঁক রয়েছে।

সিলিন্ডারটি দরজার কাছে রেখে একটা ফ্লেক্সিবেল রাবারে টিউব দরজার নীচ দিয়ে ঢুকিয়ে দিলো সে। রাবারের সেফটি সিলটি খুলে সিলিন্ডারের ভাল্বের সাথে লাগিয়ে নিলো খুব দ্রুত। এবার সিলিন্ডারের ভাল্বটি আনলক করে দিতেই প্লেক্সিগ্লাসের ভেতর দিয়ে সে দেখতে পেলো দরজর ওপাশে ঢোকানো টিউবের মধ্য দিয়ে তরল পদার্থ ঢুকে পড়ছে। ঠাণ্ডার মধ্যে থাকলে হাইড্রোজের তরল অবস্থায় থাকে, কিন্তু এটা যতোই উষ্ণ হতে থাকে ততোই বলকাতে শুরু করে। এরফলে গ্যাস তৈরি হয় যা বিস্ফোরক হিসেবে তরলের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী।

হিন্ডেনবার্গে কথা মনে রেখো।

মালাখ ল্যাবে গিয়ে বানসেন-বার্নার ফুয়েলের পাইরেক্স জগটি নিয়ে এলো–খুবই উচ্চক্ষমতাবিশিষ্ট দাহ্য পদার্থ, জ্বলানী তেল নয়। প্লেক্সিগ্লাসের দরজার সামনে এসে দেখতে পেলো তরল হাইড্রোজেন সিলিন্ডার থেকে নির্গত হচ্ছে ডাটা স্টে রেজ রুমের ভেতর। সেই ঘরের পুরো মেঝে জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে সেটা। হলোগ্রাফিক স্টোরেজ ইউনিট যেসব পায়ার উপর দাঁড়িয়ে আছে সেগুলোর চারপাশ ঘিরে ফেলেছে তরল হাইড্রোজেন। ঘরের ভেতর এখন ধোঁয়ার সৃষ্টি হচ্ছে। হাইড্রোজেন গ্যাসে রূপান্তরিত হচ্ছে...ছোট্ট জায়গাটি খুব দ্রুতই আচ্ছন্ন করে ফেলছে সেটা।

বানসেন-বার্নার ফুয়েলের জগটা তুলে হাইড্রোজেন সিলিন্ডার, টিউব আর দরজার নীচে ফাঁকে বেশ ভালো পরিমাণে দাহ্য পদার্থ ঢেলে দিলো। তারপর খুব সতর্কতার সাথেই ল্যাব থেকে বের হয়ে গেলো সে।

ওয়াশিংটন ডিসি'র ৯১১ কলের ডিসপ্যাচার অপারেটর আজরাতে অন্য রকম একটি কাজে খুবই ব্যস্ত। *ফুটবল, বিয়ার আর পূর্ণিমা*, ভাবছে সে, এমন সময় তার সামনের পর্দায় আরেকটি ইমার্জেন্সি কল ভেসে উঠলো, এটা এসেছে আনাকোস্টিয়ার সুইটল্যান্ড পার্কওয়ের একটি গ্যাসস্টেশনের পে-ফোন থেকে। *সম্ভবত গাড়ি দুর্ঘটনা।*

"নাইন-ওয়ান-ওয়ান থেকে বলছি," মেয়েটি বললো। "আপনার ইমার্জেন্সিটা কি?"

"স্মিথসোনিয়ান মিউজিয়ামের সাপোর্ট সেন্টারে আমাকে আক্রমণ করা হয়েছে,"

ভয়ার্ত এক নারী কণ্ঠ বললো। "প্লিজ, ওখানে পুলিশ পাঠান! চল্লিশ-দুই-দশ সিলভার হিল রোড!"

"ঠিক আছে, আস্তে। ঘাবড়াবেন না," অপারেটর মেয়েটি বললো। "আপনাকে যেটা করতে-"

"কালোরামা হাইটসের ম্যানসনেও কিছু অফিসার পাঠান, আমার মনে হচ্ছে ওখানে আমার ভাইকে আঁটকে রাখা হয়েছে!"

অপারেটর দীর্ঘশ্বাস ফেললো। *পূর্ণিমা।*

অধ্যায় ৫৩

"**আমি** আপনাকে যা বলার চেষ্টা করছি," ল্যাংডনকে বেলামি বললো, "আমরা চোখে যা দেখতে পাচ্ছি এই পিরামিডে তারচেয়েও অনেক বেশি কিছু আছে।"

তাতো বটেই। ল্যাংডনকে এটা মানতেই হলো যে তার ব্যাগের ভেতর থাকা পিরামিডটি এখ তার নিজের কাছেই অনেক বেশি রহস্যময় বলে মনে হচ্ছে। ম্যাসনিক সিফারটার অর্থোদ্ধার করতে গিয়ে কতোগুলো অর্থহীন অক্ষরের গ্রিড ছাড়া আর কিছুই পায় নি।

বিশৃঙ্খলা।

S	O	E	U
A	T	U	N
C	S	A	S
V	U	N	J

দীর্ঘক্ষণ ধরে ল্যাংডন অক্ষরগুলোর দিকে তাকিয়ে অর্থপূর্ণ কিছু খোঁজার চেষ্টা করলো–গুপ্ত শব্দ, অ্যানাগ্রাম, কোনো রকম ক্লু–কিন্তু কিছুই খুঁজে পেলো না সে।

"ম্যাসনিক পিরামিডটি," ব্যাখ্যা করে বললো বেলামি, "অনেকগুলো স্তরের আড়ালে এর সিক্রেটগুলো লুকিয়ে রেখেছে। আপনি একটা পর্দা টানবেন তো আরেকটার মুখোমুখি হবেন। আপনি এইসব অক্ষর উন্মোচন করেছেন, তারপরও কিছু পাচ্ছেন না, কারণ আপনাকে আরেকটা ধাপে যেতে হবে। অবশ্য এটা একমাত্র সে-ই করতে পারবে, যার কাছে ক্যাপস্টোনটি আছে। আমার সন্দেহ ক্যাপস্টোনটিতেও সাংকেতিক কিছু আছে, যা দিয়ে জানা যাবে পিরামিডটি কিভাবে ডিসিফার করা যাবে।"

ডেস্কে রাখা কিউব-আকৃতির প্যাকেজটার দিকে তাকালো ল্যাংডন। বেলামি যা বললো আর ল্যাংডনের এখন যেরকমটি মনে হচ্ছে তাতে এটা স্পষ্ট ক্যাপস্টোন আর পিরামিটি হলো 'সেগমেন্টড সিফার'–একটা কোডকে দু'অংশে ভাগ ক'রে ফেলা। আধুনিক ক্রিপ্টোলজিস্টরা সব সময়ই সেগমেন্টড সিফার ব্যবহার করে থাকে, যদিও এই পদ্ধতিটির প্রচলন হয় প্রাচীন গৃসে। গৃকরা যখন তাদের কোনো সিক্রেট তথ্য সংরক্ষণ করতো তখন সেটা মাটির পাটাতনে লিখে সেটাকে অনেকগুলো খণ্ডে ভেঙে বিভিন্ন জায়গায় রেখে দিতো। ঐসব খণিডত অংশগুলো একসাথেই করলেই কেবল সিক্রেটটা

জানা যেতো। এই কাদামাটিতে খোদাই করে লেখা সাংকেতিক পদ্ধতিকে বলা হোতো সিম্বলন। আর সেই থেকে আসলে আধুনিক *সিম্বল* শব্দটির উৎপত্তি।

"রবার্ট," বেলামি বললো, "এই পিরামিড আর ক্যাপস্টোনটি বহুকাল ধরে আলাদা করে রাখা হয়েছিলো সিক্রেটটার নিরাপত্তার জন্যে।" তার কণ্ঠটা এখন নরম শোনাচ্ছে। "কিন্তু আজ রাতে এই দুটো অংশ বিপজ্জনকভাবেই খুব কাছে চলে এসেছে। আমি নিশ্চিত, আমাকে এটা বলতে হবে না...আমাদের দায়িত্ব হলো এই পিরামিড দুটি সমন্বয় না করা।"

ল্যাংডনের কাছে মনে হলো বেলামির এইসব কথাবার্তার মধ্যে কিছুটা দুচিন্তা রয়েছে। *সে কি ক্যাপস্টোন আর পিরামিডের কথা বলছে...নাকি ডেটোনেটর আর পারমাণবিক বোমার কথা বলছে?* বেলামির দাবিটা এখনও সে মেনে নিতে পারছে না, তবে মনে হয় না তাতে কিছু যায় আসে। "এটা যদি ম্যাসনিক পিরামিড হয়েই থাকে, এটাতে যদি প্রাচীন জ্ঞানের গুপ্তস্থানটির কথা বলা হয়ে থাকে তবে সেই জ্ঞান কিভাবে আহরণ করা যাবে?"

"পিটার আমাকে সব সময়ই বলতো আপনাকে খুব সহজে পটানো যায় না–এমন একজন একাডেমিক যে কিনা শক্ত প্রমাণসকারেই অনুমাণ করতে পছন্দ করে।"

"আপনি বলতে চাচ্ছেন আপনি এইসব লিজেন্ড বিশ্বাস করেন?" ল্যাংডন অধৈর্য হয়ে উঠছে। "আপনিও তো...শিক্ষিত, আধুনিক একজন মানুষ। এরকম জিনিস আপনি কি করে বিশ্বাস করেন?"

মুচকি হাসলো বেলামি। "ফ্ম্যাসনারিদের কলাকৌশল আমাকে মানুষের বোগম্যতার উর্ধ্বে কিছু জিনিসের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা করতে শিখিয়েছে। কোনো আইডিয়াকে অলৌকিক মনে হলেই সেটা নিয়ে চিন্তাভাবনা বন্ধ না করে দেয়ার শিক্ষা আমি পেয়েছি তাদের কাছ থেকে।"

অধ্যায় ৫৪

এসএমএসসি'র বাইরে প্রাঙ্গনের প্যাট্রলম্যান উদভ্রান্তের মতো পাথর বিছানো পথ ধরে ছুটে চলেছে। এইমাত্র সে ভবনের ভেতর থেকে এক অফিসারের ফোন পেয়েছে, সে বলেছে পাঁচ নাম্বার পডের কিপ্যাডটা সাবোট্যাজ করা হয়েছে, আর সিকিউরিটি লাইট ইঙ্গিত করছে পাঁচ নাম্বার পডের বিশাল বে-ডোরটা খোলা হয়েছে কিছুক্ষণ আগে

এসব হচ্ছে কি?!

বে-ডোরের সামনে আসতেই সে দেখতে পেলো দরজাটি কয়েক ফিট খোলা। *আজব,* মনে মনে বললো সে। *এটা তো কেবলমাত্র ভেতর থেকে খোলা যায়।* কোমরের বেল্ট থেকে টর্চলাইটটা হাতে নিয়ে ভেতরের অন্ধকারে আরো ফেললো সে। কিছুই নেই। এই অজ্ঞাত অপরিচিত স্থানে ঢোকার কোনো ইচ্ছে তার নেই। কেবলমাত্র দরজার ফাঁক দিয়ে একটু দেখছে। টর্চের আলো প্রথমে ডানে তারপর বায়ে ফেলতেই একটা শক্তিশালী হাত তাকে টেনে অন্ধকারের ভেতরে নিয়ে গেলো। গার্ডের কাছে মনে হলো অদৃশ্য এক শক্তি যেনো তাকে ধরে ঘুরিয়ে ফেলেছে। ইথানলের গন্ধ পেলো সে। হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেলো টর্চলাইটটা, কী ঘটছে না ঘটছে বুঝে ওঠার আগেই পাথরের মতো শক্ত একটা হাত তার মাথার বাম পাশে প্রচণ্ড জোরে ঘুষি চালালো। সিমেন্টের মেঝেতে লুটিয়ে পড়লো গার্ড...তার সামনে থেকে বিশাল একটা কালচে অবয়ব সরে যেতেই তীব্র যন্ত্রণাটি টের পেলো সে।

মেঝেতে পড়ে গোঙাতে লাগলো গার্ড, শ্বাস নেবার জন্যে হাসফাস করছে সে। তার টর্চলাইটটা সামনেই পড়ে আছে, সেটার আলোতে দেখা যাচ্ছে একটা ধাতব সিলিন্ডার জাতীয় কিছু। সিলিন্ডারের লেভেল বলছে এটা বানসেন-বার্নারের ফুয়েল সিলিন্ডার।

একটা সিগারেট লাইটার জ্বলে উঠলে যে দৃশ্যটি দেখা গেলো সেটা মানুষের বলে মনে হলো না। *হায় জিশু!* নগ্ন বুকের প্রানীটা হাটু মুড়ে মেঝেতে লাইটারটা দিয়ে যা করছে সেটা দেখে গার্ড আর কিছু ভাবার সময় পেলো না।

মুহূর্তেই সাটের মতো আগুনের শিখা ভেতরের অন্ধকারের দিকে ছুটতে শুরু করলো। আগুন থেকে চোখ সরিয়ে দরজার দিকে তাকাতেই গার্ড দেখতে পেলো জানোয়ারটা দরজা দিয়ে বের হয়ে গেছে।

কোনো রকমে উঠে বসলো গার্ড, যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে সে। আগুনের দিকে তাকিয়ে দেখলো আবার। *কি হচ্ছে?!* আগুনের শিখাটা এতোই ছোটো যে সেটাকে বিপজ্জনক বলে মনে হচ্ছে না, তারপরেও এমন একটা কিছু দেখতে পেলো সে যা কিনা একেবারেই ভয়ঙ্কর। এ আগুন অন্ধকার ঘরে আলো জ্বালানোর জন্যে দেয়া হয় নি। আগুনের শিখাটি

পেছনের দেয়ালের দিকে ছুটে যাচ্ছে, ওখানে বিপুল পরিমাণের সিন্ডার ব্লক স্ট্রাকচারকে প্রজ্বলিত করছে সেটা। গার্ড কখনই পাঁচ নাম্বার পডে প্রবেশ করে নি, তবে সে জানে ঐ স্ট্রাকচারটি কিসের।

কিউব।

ক্যাথারিন সলোমনের ল্যাব।

আগুনের শিখা সোজা চলে যাচ্ছে ল্যাবের বাইরের দরজার দিকে। উঠে দাঁড়ালো গার্ড, ভালো করেই জানে দরজার নীচ দিয়ে তেল ঢুকে আছে...খুব দ্রুতই ভেতরে আগুন জ্বলতে শুরু করবে। তবে সাহায্যের আশায় দৌড় দেবার জন্যে ঘুরতেই টের পেলো অপ্রত্যাশিত একটি দমকা বাতাস তাকে অতিক্রম করলো।

পাঁচ নাম্বার পডের পুরোটাই তীব্র আলোয় আলোকিত হয়ে উঠলো এক নিমেষে।

গার্ড হাইড্রোজেনের অগ্নিকুণ্ডলীটা চোখে দেখতে পেলো না, পাঁচ নাম্বার পডের ছাদ উড়িয়ে বিশাল এক অগ্নিকুণ্ডলী উপরের দিকে উঠে গেলো সেটা, আরো দেখতে পেলো না আকাশ থেকে টাইটানিয়াম আর ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতির টুকরো টুকরো অংশ বৃষ্টির মতো নীচে পড়ার দৃশ্যটি। ডাটা স্টোরেজ রুমের সব কিছু মুহূর্তে উধাও হয়ে গেলো।

দক্ষিণের অভিমুখে গাড়ি চালিয়ে যাবার সময় রিয়ারভিউ মিরর দিয়ে তীব্র আরোর ঝলকানিটা দেখতে পেলা ক্যাথারিন সলোমন। বজ্রপাতের মতো একটা শব্দও হলো রাতের অন্ধকারকে ভেদ করে। চমকে উঠলো সে।

আতশবাজি? মনে মনে ভাবলো। *রেডস্কিনরা কি খেলার হাফটাইমে আতশবাজি ফোটাচ্ছে?*

আবারো রাস্তার দিকে মনোযোগ দিলো ক্যাথারিন। একটু আগে গ্যাস স্টেশন থেকে ৯১১-এ করা সাহায্যের জন্যে ফোন কলটি নিয়ে ভাবলো।

৯১১-এর ডিসপ্যাচারকে বেশ ভালোমতোই সে বোঝাতে পেরেছে এসএমএসসি'তে টাট্টু আঁকা এক লোকের অনুপ্রবেশের ঘটনাটি। সেটা তদন্ত করতে যেনো এক্ষুণি পুলিশ পাঠানো হয় সেখানে। মনে মনে ক্যাথারিন প্রার্থনা করলো তার অ্যাসিসটেন্ট ট্রিশ ডানকে যেনো খুঁজে পায় তারা। ডিসপ্যাচারকে সে বলেছে কালোরামা হাইটসের ডাঃ আবাডনের ব্যাপারেও যেনো খোঁজ নেয়া হয়। তার ধারণা পিটারকে ওখানেই আঁটকে রাখা হয়েছে।

দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো রবার্ট ল্যাংডনের আনলিস্টেড মোবাইল ফোন নাম্বারটি সে মনে রাখতে পারে নি। ফলে আর কোনো উপায় না দেখে সোজা লাইব্রেরি অব কংগ্রেসের উদ্দেশ্যে রওনা দিলো সে। ল্যাংডন তাকে ওখানেই তার সাথে দেখা হবে।

ডাঃ আবাডনের ভয়ঙ্কর পরিচয়টা সব কিছু পাল্টে দিয়েছে। ব্যাপারটা বিশ্বাস করতেও কষ্ট হচ্ছে তার। সে কেবল জানে বহু বছর আগে যে লোক তার মা আর ভাতিজাকে খুন করেছে সেই একই লোক এখন তার ভাইকে জিম্মি ক'রে তাকে হত্যা

করার জন্যে একটু আগে তার ল্যাবে এসেছিলো। *এই উন্মাদ লোকটি কে? সে চাচ্ছেটা কি?* তার কাছে এর যে জবাব রয়েছে সেটার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছে না। *একটা পিরামিড?* এই লোকটা আজরাতে কেন ল্যাবে এসেছিলো সেটাও বুঝতে পারছে না সে। ক্যাথারিনকে যদি খুনই করতে চাইবে তবে কেন আজ দুপুরে নিজের বাড়িতে তাকে একা পেয়েও সেটা করলো না? মেসেজ পাঠানোর ঝামেলা পোহালো কেন? আর কেনই বা তার ল্যাবে অনুপ্রবেশ করার মতো ঝুঁকি নিলো লোকটা?

অপ্রত্যাশিতভাবেই তার পেছনে যে আতশবাজিটা জ্বলছে সেটা আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেলো। গাছপালা ছাড়িয়ে আকাশের দিকে কমলা রঙের বিশাল একটি অগ্নিকুণ্ডলী দেখতে পেলো ক্যাথারিন। *এটা আবার কি?!* অগ্নিকুণ্ডলীটার সাথে কালো ধোয়াও আছে...আর সেটা তো রেডস্কিনদের ফেডেক্সফিল্ডের ধারেকাছেও না। অবাক হয় সে ভাবতে লাগলো সম্ভাব্য অগ্নিকুণ্ডলীটার কাছাকাছি কোন্ ইন্ডাস্ট্রি রয়েছে...পার্কওয়ের ঠিক দক্ষিণ-পূর্ব দিকে।

ঠিক তখনই ধরতে পারলো ব্যাপারটা।

অধ্যায় ৫৫

ওয়ারেন বেলামি তার সেলফোনের বাটন টিপে যাচ্ছে প্রচণ্ড তাড়ায়, তাদেরকে সাহায্য করতে পারে এরকম কারোর সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে সে।

ল্যাংডন বেলামিকে দেখছে কিন্তু তার সমস্ত ভাবনা এখন পিটারকে নিয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে। তাকে কিভাবে খুঁজে বের করা যায় সে কথাই ভাবছে সে। *এনগ্রেভিংটার অর্থোদ্ধার করুন*, পিটারকে যে লোক আঁটকে রেখেছে সে বলেছে তাকে, *এটা আপনাকে বলে দেবে মানব সভ্যতার সবচাইতে বড় সম্পদটি কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে...আমরা একসঙ্গেই যাবো সেখানে...একটা লেনদেন করবো।*

চিন্তিতভাবে ফোনটা রেখে দিলো বেলামি। কোনো জবাব পায় নি সে।

"আমি একটা জিনিস বুঝতে পারছি না," বললো ল্যাংডন। "আমি যদি মেনেও নেই প্রাচীন প্রজ্ঞার অস্তিত্ব রয়েছে...আর এই পিরামিডটি সেই গুপ্তস্থানটির কথা বলে দেবে...তাহলে আমি কি খুঁজবো? একটা সিন্দুক? বাঙ্কার?"

চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে রইলো বেলামি। তারপর অনিচ্ছায় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, "রবার্ট, এতো দিন ধরে আমি শুনে আসছি এই পিরামিডটি নাকি একটি সিঁড়ির কথা বলবে।"

"সিঁড়ি?"

"হ্যা। এমন একটা সিঁড়ি যা মাটির অনেক নীচে চলে গেছে...কয়েকশ' ফিট নীচে।"

ল্যাংডন বিশ্বাস করতে পারছে না এসব কী শুনছে। সামনের দিকে ঝুঁকে এলো সে।

"আমি শুনেছি প্রাচীন প্রজ্ঞা মাটির নীচে লুকিয়ে রাখা আছে।"

রবার্ট ল্যাংডন উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি করতে শুরু করলো। *একটি সিঁড়ি মাটির কয়েকশ' ফিট নীচে চলে গেছে...ওয়াশিংটন ডিসি'তে।* "আর এই সিঁড়িটা এর আগে কেউ কোনো দিন দেখে নি?"

"বলা হয়ে থাকে এর প্রবেশপথটি বিশাল একটা পাথর দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে।"

দীর্ঘশ্বাস ফেললো ল্যাংডন। বিশাল পাথরে ঢেকে রাখা ধারণাটি জিশু খৃস্টের সামধি/কবরের ব্যাপারে বলা হয়ে থাকে। এই আর্কিটাইপাল হাইব্রিড এ ধরণের সব কিছুর জন্মদাতা। "ওয়ারেন, আপনি কি বিশ্বাস করেন এই গোপন সিঁড়িটার অস্তিত্ব আছে?"

"আমি নিজের চোখে সেটা কখনও দেখি নি, তবে ম্যাসনদের মধ্যে হাতেগোনা কয়েকজন বৃদ্ধলোক কসম খেয়ে বলেছে এটার নাকি অস্তিত্ব রয়েছে। তাদের একজনকেই ফোন করার চেষ্টা করছিলাম এইমাত্র।"

পায়চারি করতে লাগলো ল্যাংডন, কি বলবে বুঝতে পারছে না।

"রবার্ট, আপনি এই পিরামিডটি দিয়ে আমাকে কঠিন একটা অবস্থায় ফেলে দিয়েছেন।" বললো ওয়ারেন বেলামি। "আমি জানি কাউকে জোর করে কোনো কিছু বিশ্বাস করানো যায় না। তারপরও আমি আশা করবো আপনি পিটার সলোমনের প্রতি আপনার কর্তব্যের ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন।"

হ্যা, তাকে সাহায্য করাই হরো আমার আমার কর্তব্য, মনে মনে বললো ল্যাংডন।

"এই পিরামিডটির কোনো কিছু প্রকাশ করার ক্ষমতা আছে সেটা আপনি বিশ্বাস করুন তার কোনো দরকার নেই আমার। তবে আমি চাইবো আপনি নৈতিকভাবে এই সিক্রেটটা রক্ষা করার জন্যে বাধ্য থাকবেন...সেটা যাই হোক না কেন।" কিউব-আকৃতির ছোট্ট প্যাকেজটার দিকে তাকালো বেলামি। "পিটার আপনাকে বিশ্বাস করে এই ক্যাপস্টোনটি দিয়েছিলো, আপনি তার ইচ্ছে অনুযায়ী এটার সিক্রেট রক্ষা করবেন বলে তার আস্থা ছিলো আপনা উপর। এখন আপনাকে ঠিক সেই কাজটাই করতে হবে, এমনকি পিটারের নিজের জীবনের বিনিময়ে হলেও।"

পায়চারি করতে থাকা ল্যাংডন থেমে ঘুরে তাকালো। "কি?!"

বেলামি নিজের আসনেই বসে রইলো, তার চোখেমুখে বিষাদের ছায়া থাকলেও দৃঢ়তার একটি ভাব আছে তাতে। "সে নিজেও এটা চাইবে। পিটারের কথা ভুলে যান। সে চলে গেছে। পিটার তার নিজের কাজ করে গেছে। পিরামিডটা রক্ষা করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে সে। এখন আমাদেরকে নিশ্চিত করতে হবে তার এই ত্যাগ যেনো বিফলে না যায়।"

"আমি বিশ্বাস কতে পারছি না আপনি এ কথা বলছেন!" ল্যাংডন যারপরনাই বিস্মিত হলো। তার চোখেমুখে আগুন। "এই পিরামিডটি যদি আপনার কথা মতো সব কিছু হয়েও থাকে, আপনার মনে রাখা উচিত পিটার আপনার ম্যাসনিক ভাই। যেকোনো কিছুর বিনিময়ে তাকে রক্ষা করার শপথ নিয়েছেন আপনি। এমনকি আপনার নিজের দেশর বিনিময়ে হলেও!"

"না, রবার্ট। একজন ম্যাসন তার ম্যাসনিক ভাইকে সব কিছুর বিনিময়ে হলেও রক্ষা করবে...কেবল একটা জিনিস বাদে–মানব সভ্যতার জন্যে আমাদের ভ্রাতৃসংঘ যে মহান সিক্রেট রক্ষা ক'রে চলেছে। এই হারানো প্রজ্ঞার কোনো ক্ষমতা আছে কিনা সেটা আমার বিবেচ্য বিষয় নয়, আমি এটা রক্ষা করার জন্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এটা যেনো অযোগ্য কারো হাতে গিয়ে না পড়ে সেটাও আমাকে নিশ্চিত করতে হবে। কোনো কিছুর বিনিময়েও এটা আমি কাউকে দেবো না...এমন কি সেটা পিটারের জীবনের বিনিময়ে হলেও।"

"আমি অনেক ম্যাসনকে চিনি," রেগেমেগে বললো ল্যাংডন, "তাদের মধ্যে অনেকে বেশ উচ্চপর্যায়ের। আমি নিশ্চিত এইসব অগ্রসর চিন্তাভাবনার মানুষ পাথরের কোনো পিরামিডের জন্যে নিজেদের জীবন বিলিয়ে দেবে। আর আমি আরো নিশ্চিত একটা গোপন সিঁড়ি মাটির নীচে রক্ষিত সম্পদের সন্ধান দেবে এরকম কোনো কিছুতে তারা

বিশ্বাস করে না।"

"রবার্ট, আমাদের মধ্যে সার্কেলের ভেতর সার্কেল রয়েছে। সবাই সব কিছু জানে না।"

নিঃশ্বাস ফেললো ল্যাংডন, সংযত রাখার চেষ্টা করলো নিজের আবেগ। সবার মতো সেও ম্যাসনদের অভ্যন্তরে এলিট সার্কেলের কথা শুনেছে। কথাটা সত্য হোক কিংবা মিথ্যে হোক বর্তমান পরিস্থিতিতে সেটা প্রাসঙ্গিক নয়। "ওয়ারেন, এই পিরামিড আর ক্যাপস্টোনটি যদি সত্যি কোনো ম্যাসনিক সিক্রেট প্রকাশ করে থাকবে তহলে পিটার আমাকে কেন এসবে জড়াতে যাবে? আমি তো ম্যাসনদের দলে নেই, তাদের কোনো ভাইও নই...ইনার সার্কেল তো দূরের কথা।"

"আমি সেটা জানি, আমার তো মনে হয় সেজন্যেই পিটার এটা আপনার কাছে রেখেছে। অতীতেও এই পিরামিডটি টার্গেট হয়েছে, এমন কি আমাদের ভ্রাতৃসংঘেও অনেকে বাজে উদ্দেশ্য নিয়ে ঢুকে এ কাজ করেছে। পিটার ভ্রাতৃসংঘের বাইরের কারো কাছে এটা রেখেছে খুব বুদ্ধি করেই।"

"আপনি কি জানতেন আমার কাছে ক্যাপস্টোনটি আছে?" জানতে চাইলো ল্যাংডন।

"না। যদি পিটার কাউকে এটা বলে থাকে তো সেটা একজনের কাছেই বলেছে।" বেলামি তার ফোনটা ল্যাংডনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ আগে করা কল নাম্বারটি দেখালো। "কিন্তু এখন পর্যন্ত তাকে আমি ফোনে পাচ্ছি না। তো, এখন মনে হচ্ছে আপনি এবং আমাকে নিজেদের মতো করেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।"

ল্যাংডন তার মিকি মাউস ঘড়িটার দিকে তাকালো। ৯টা ৪২ মিনিট। "আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, পিটারকে যে লোক আঁটকে রেখেছে সে অপেক্ষা করছে কখন আমি এই পিরামিডের সিফারটার অর্থোদ্ধার করতে পারি।"

বেলামিকে চিন্তিত দেখালো। "ইতিহাসে মহান সব ব্যক্তিরা প্রাচীন রহস্যকে রক্ষা করার জন্যে অনেক ব্যক্তিগত ত্যাগ স্বীকার করেছেন। আপনাকে এবং আমাকে ঠিক একই কাজ করতে হবে।" উঠে দাঁড়ালো সে। "আমাদেরকে এক জায়গা বসে থাকলে চলবে না। সাটো খুব দ্রুত জেনে যাবে আমরা কোথায় আছি।"

"ক্যাথারিনের কি হবে?!" জানতে চাইলো ল্যাংডন। বোঝা গেলো সে চলে যেতে চাচ্ছে না। "তাকে তো ফোনে পাচ্ছি না। সেও আমাকে ফোন করলো না।"

"নিশ্চয় কিছু একটা হয়েছে।"

"তাকে তো এভাবে বিপদের মধ্যে ফেলে চলে যেতে পারি না!"

"ক্যাথারিনের কথা ভুলে যান!" বললো বেলামি, তার কণ্ঠটা এখন বেশ কর্তৃত্বপরায়ণ। "পিটারের কথাও ভুলে যান! সবার কথা ভুলে যান! আপনি কি বুঝতে পারছেন না, রবার্ট, আমাদের সবার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্ব পালন করার জন্যে আপনার উপর বিশ্বাস রাখা হয়েছিলো-আপনি, পিটার, ক্যাথারিন, আমি?" ল্যাংডনের চোখে চোখ রাখলো সে। "এই পিরামিড আর ক্যাপস্টোনটা লুকিয়ে রাখার জন্যে একটা

নিরাপদ জায়গা খুজেঁ বের করতে হবে–"

বিশাল হল থেকে ধাতব কোনো জিনিস পড়ে যাওয়ার শব্দ শোরা গেলো।

সেদিকে ঘুরে তাকালো বেলামি, তার চোখেমুখে তীব্র আতঙ্ক। "এতো তাড়াতাড়ি!"

দরজার দিকে তাকালো ল্যাংডন। মনে হচ্ছে টানেলের দরজায় ঠেস দিয়ে রাখা মইয়ের উপর যে বাকেটটা রেখেছিলো বেলামি সেটা পড়ার শব্দ। *তারা আমাদেরকে ধরার জন্যে আসছে।*

তারপর অপ্রত্যাশিতভাবেই শব্দটা আবারো প্রতিধ্বণিত হলো।

আরো একবার।

এবং আবারও।

লাইব্রেরি অব কংগ্রেসের সামনে একটা বেঞ্চে বসে থাকা বাস্তুহারা লোকটি দু'চোখ ডলে অদ্ভুত একটি দৃশ্য দেখতে পেলো।

সাদা রঙের একটি ভলভো গাড়ি রাস্তা থেকে ফুটপাতে উঠে লাইব্রেরির প্রধান প্রবেশপথের সামনে ব্রেক কষলো সজোরে। কালো চুলের আকর্ষণীয় এক মহিলা গাড়ি থেকে নেমেই উদভ্রান্তের মতো চারপাশটা দেখে নিয়ে বাস্তুহারা লোকটির উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বললো, "আপনার কাছে কি একটা ফোন আছে?"

আরে মেয়ে, আমার বাম পায়ে একপাটি জুতো পর্যন্ত নেই।

মনে হলো মহিলা সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারলো। সোজা লাইব্রেরির প্রধান দরজার সিঁড়ি দিয়ে উঠে পড়লো সে। তিনটি দরজার সবগুলোর হাতল ধরে খোলার চেষ্টা করলেও খুলতে পারলো না।

আরে মেয়ে, লাইব্রেরিটা বন্ধ হয়ে গেছে।

কিন্তু মহিলাকে দেখে মনে হচ্ছে না ব্যাপারটা নে বুঝতে পারছে। একটা হাতল ধরে জোরে টানছে আর দরজায় আঘাত করে যাচ্ছে। বার বার। অনেকবার।

ওয়াও, মনে মনে বললো বাস্তুহারা লোকটি, *মহিলার একটা বইয়েরর দরকার পড়েছে।*

অধ্যায় ৫৬

ক্যাথারিন সলোমন যখন তার সামনের বিশাল ব্রোঞ্জের দরজাটা খুলে যেতে দেখলো তার কাছে মনে হলো নিজের ভেতরে আবেগের প্লাবন বয়ে যাচ্ছে। আজরাতের সমস্ত ভয় আর দ্বিধা যেনো একটা বোতলে জমে ছিলো, এখন সেটা উপচে পড়তে শুরু করেছে।

লাইব্রেরির দরজার সামনে যে অবয়বটি দাঁড়িয়ে আছে সে আর কেউ নয়, ওয়ারেন বেলামি। তার ভায়ের বন্ধু এবং বিশ্বস্ত একজন লোক। কিন্তু ক্যাথারিন যাকে দেখে সবচাইতে খুশি হলো সে দাঁড়িয়ে আছে বেলামির ঠিক পেছনেই। সত্যি বলতে কি, তাদের দুজনের অনুভূতিই এই রকম। দরজা দিয়ে তাকে ঢুকতে দেখে রবার্ট ল্যাংডনের দু'চোখে স্বস্তি নেমে এলো...সোজা তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো ক্যাথারিন।

ক্যাথারিন তার পুরনো বন্ধু ল্যাংডনের বুকে মাথা রেখে যখন আশ্বস্ত হচ্ছে তখন বেলামি আস্তে করে বিশাল দরজাটা বন্ধ করে দিলো। দরজার ভারি তালাটা সশব্দে লক হতেই অবশেষে স্বস্তি পেলো ক্যাথারিন সলোমন। চোখ দিয়ে পানি চলে এলেও সেটা দমিয়ে রাখার চেষ্টা করলো সে।

ল্যাংডন তাকে ধরে রাখলো। "কোনো ভয় নেই," ফিসফিস করে বললো। "তুমি ঠিক আছো। তোমার কিছু হবে না।"

তার কারণ তুমি আমাকে বাঁচিয়েছো, এ কথাটা বলতে চাইছে ক্যাথারিন। *সে আমার ল্যাবটা ধ্বংস করে ফেলেছে...আমার সমস্ত কাজ। এতোগুলো বছরের সব গবেষণা...ধোয়ায় বিলীন হয়ে গেছে।* তাকে সব বলতে চাইছে সে, কিন্তু বলতে পারছে না। জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে।

"আমরা পিটারকে খুঁজে বের করবো।" ল্যাংডনের গভীর কণ্ঠটা আশ্বস্ত করে বললো তাকে। "কথা দিচ্ছি তোমাকে।"

আমি জানি এ কাজ কে করেছে! চিৎকার ক'রে বলতে চাচ্ছে ক্যাথারনি। *যে লোক আমার মা এবং ভাতিজাকে খুন করেছে!* কিন্তু এসব কথা বলার আগেই অপ্রত্যাশিত একটি শব্দে লাইব্রেরির ভেতরে নীরবতা ভেঙে দিলো।

তাদের নীচে প্রবেশপথের সিঁড়ির কাছে থেকে প্রচণ্ড জোরে শব্দটা হলো—যেনো বিশাল ধাতব কোনো বস্তু টাইল্‌সের মেঝেতে পড়ে গেছে। ক্যাথারিন টের পেলো ল্যাংডনের শরীরটা সঙ্গে সঙ্গে আড়ষ্ট হয়ে গেলো শব্দটা শুনে।

সামনে এগিয়ে গেলো বেলামি। তার চোখেমুখে তীব্র আতঙ্ক। "আমাদেরকে এক্ষুণি চলে যেতে হবে।"

বিস্মিত ক্যাথারিন ল্যাংডন আর বেলামির সাথে সাথে বিশাল হলঘরের ভেতর দিয়ে রিডিংরুমের ভেতর ঢুকে পড়লো। এই ঘরটায় আলো জ্বলছে। বেলামি ঘরের দুটো দরজা এবং ভেতরের আরেকটা দরজা সঙ্গে সঙ্গে লক করে দিলো।

তাদেরকে ঘরের মাঝখানে নিয়ে এলো বেলামি। একটা ডেস্কের উপর ব্যাগ রাখা আছে। পাশে জ্বলছে ল্যাম্প। ব্যাগের কাছেই রাখা আছে কিউব-আকৃতির ছোট্ট একটা প্যাকেজ। বেলামি সেটা ব্যাগে ভরে নিলো। সেই ব্যাগের ভেতরে একটি–

থমকে গেলো ক্যাথারিন। *একটি পিরামিড?*

যদিও সিম্বল খোদাই করা পাথরের পিরামিডটি সে কখনও দেখে নি তারপরও জিনিসটা দেখে তার সমস্ত শরীর কাঁপতে শুরু করলো। তার মন বলছে সত্যটা সে জেনে গেছে। ক্যাথারিন সলোমন এমন একটা জিনিসের সামনে দাঁড়িয়ে আছে যা কিনা তার জীবনটা তছনছ করে ফেলেছে। *পিরামিড।*

জিপার লাগিয়ে ব্যাগটা ল্যাংডনের হাতে তুলে দিলো বেলামি। "এ জিনিস চোখের আড়াল করবেন না।"

আচমকা এক বিস্ফোরণে ঘরের বাইরের দিককার দরজা দুটো কেঁপে উঠলো। তার সাথে ছিটকে এলো কাঁচের অসংখ্য ছোটো ছোটো টুকরো।

"এ দিক দিয়ে!" বেলামি ঘুরে সেন্টার সার্কুলেশন ডেস্কের দিকে ছুটে চললো। তার চোখেমুখে তীব্র আতঙ্ক। বিশাল অক্টোগোনাল ক্যাবিনেটের চারপাশে আটটি কাউন্টার আছে সেখানে। তাদেরকে কাউন্টারগুলোর পেছনে নিয়ে গিয়ে ক্যাবিনেটের খোলা একটি জায়গার দিকে ইঙ্গিত করলো সে। "এর ভেতরে ঢুকে পড়ুন!"

"এটার ভেতরে?" জানতে চাইলো ল্যাংডন। "তারা তো নিঘার্ত আমাদের খুঁজে পাবে!"

"আমার উপর বিশ্বাস রাখুন," বললো বেলামি। "আপনি যা ভাবছেন এটা সেরকম কিছু নয়।"

অধ্যায় ৫৭

মালাখ তার লিমোজিনটা চালিয়ে দক্ষিনের কালোরামা হাইটসের অভিমুখে রওনা হলো। ক্যাথারিনের ল্যাবে যে বিস্ফারণটা হয়েছে সেটা তার প্রত্যাশার চেয়েও বেশি ছিলো, আর সে খুব ভাগ্যবান যে অক্ষত অবস্থায় ওখান থেকে পালাতে পেরেছে। সৌভাগ্যবশত হট্টগোলের কারণে কোনো রকম বাধা ছাড়াই সে সটকে পড়তে পেরেছে। গেটের গার্ড যখন ফোন করতে ব্যস্ত তখন প্রচণ্ড স্পিডে লিমোজিনটা চালিয়ে বের হয়ে যেতে পেরেছে সে।

আমাকে রাস্তা থেকে নেমে যেতে হবে, মনে মনে ভাবলো সে। ক্যাথারিন যদি এতোক্ষণে পুলিশকে ফোন নাও করে থাকে এই বিস্ফোরণের শব্দটা তাদেরকে সচকিত করে তুলবে। *খালি গায়ে লিমোজিন চালানো কোনো লোককে খুব সহজেই চিহ্নিত করা সম্ভব।*

কয়েক বছরের প্রস্তুতির পর তার বিশ্বাসই হচ্ছে না আজকের রাতটা তার জীবনে এসেছে। এই রাতটির জন্যে কতো না অপেক্ষা করেছে সে। কতো কষ্টই না করতে হয়েছে তাকে। *বছর কয়েক আগে যে দুঃস্বপ্নের শুরু...আজরাতে সেটার অসাধারণ সমাপ্তি হবে।*

যে রাতে এসবের শুরু সে রাতে তার নাম মালাখ ছিলো না। সত্যি বলতে কি যে রাতে এসব শুরু হয়েছে সে রাতে তার কোনো নামই ছিলো না। কয়েদী নাম্বার ৩৭। ইস্তাম্বুলের উপকণ্ঠে জঘন্য সোগানলিক কারাগারের বেশিরভাগ বন্দীর মতো সেও মাদকদ্রব্য বহনের অভিযোগে সাজা খাটছিলো।

সিমেন্টের সেলের ভেতর ঘুটঘুটে অন্ধকারে প্রচণ্ড ক্ষুধা আর তীব্র শীতে নিজের বাঙ্কে শুয়ে শুয়ে ভাবছিলো আর কতো দিন এই জেলখানায় তাকে থাকতে হবে। চব্বিশ ঘণ্টা আগে তার সাথে যোগ দেয়া নতুন কয়েদী ছেলেটা তার খাটের উপর নিজের খাটে শুয়ে আছে। মোটাসোটা মদখোর জেলের পরিচালক, যে কিনা নিজের কাজকে মোটেও পছন্দ করে না, আর সেটার ক্ষার মেটায় কয়েদীদের উপর, রাতের বেলায় সব বাতি নিভিয়ে দিয়ে গেছে।

রাত প্রায় দশটার দিকে ৩৭ নাম্বার ভেন্টিলেশন শ্যাফট দিয়ে একটা কথপোকথন শুনতে পেলো। প্রথম কণ্ঠটি নির্ভুল পরিস্কার–জেলখানার পরিচালকের খুবই আগ্রাসী আর ঝাঁঝালো কণ্ঠ, যে কিনা এতো রাতে আসা একজন ভিজিটরের কারণে রেগেমেগে আগুন হয়ে আছে।

"হ্যা, হ্যা, বুঝতে পেরেছি, অনেক দূর থেকে এসেছেন," বলছে সে, "কিন্তু প্রথম

মাসে কোনো ভিজিটরকে দেখা করার অনুমতি দেয়া হয় না। এটাই সরকারী আইন। এর কোনো ব্যত্যয় হয় না।"

যে কণ্ঠটা জবাব দিলো সেটা খুবই নম্র আর ভদ্র। তাতে মিশে আছে বেদনা। "আমার ছেলে কি নিরাপদ আছে?"

"ও তো মাদকাসক্ত।"

"তার সাথে কি ভালো ব্যবহার করা হচ্ছে?"

"অনেক ভালো ব্যবহার করা হচ্ছে," পরিচালক বললো। "তবে মনে রাখবেন এটা কোনো হোটেল নয়।"

যন্ত্রণাদায়ক নীরবতা নেমে এলো। "আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্ট এক্সট্রাডাইট, মানে বন্দীপ্রত্যার্পণ করার অনুরোধ করবে।"

"হ্যা, হ্যা। তারা তো সব সময়ই এটা করে। তাদের অনুরোধ গ্রহণ করা হবে, অবশ্য কাগজপত্র তৈরি করতে আমাদের কয়েক সপ্তাহ লেগে যাবে...কয়েক মাসও লেগে যেতে পারে...সেটা নির্ভর করে।"

"কিসের উপর নির্ভর করে?"

"কী আর বলবো," পরিচালক বললো, "আমরা সামান্য বেতনভুক্ত কর্মচারি।" একটু থামলো সে। "অবশ্য আপনার মতো লোকজন যদি এই জেলখানার স্টাফদের জন্যে কিছু অনুদান দেয় তো কজকর্ম একটু দ্রুত করা যাবে।"

ভিজিটর কোনো কিছু বললো না।

"মিঃ সলোমন," নীচু কণ্ঠে বললো পরিচালক, "আপনার মতো ধনী লোকের জন্যে টাকা-পয়সা কোনো সমস্যা না। আপনাদের জন্যে সব সময়ই বিভিন্ন পথ খোলা থাকে। সরকারের ভেতর কিছু লোকজনকে আমি চিনি। আপনি আর আমি যদি এক সঙ্গে কাজ করি তাহলে আপনার ছেলেকে এখান থেকে বের করা সম্ভব হবে...আগামীকালই সব অভিযোগ ফিরিয়ে নেয়া হবে। এমন কি দেশে গিয়েও তাকে কোনো কোটকাচারির মুখোমুখি হতে হবে না।"

সঙ্গে সঙ্গে জবাব পাওয়া গেলো। "আপনার প্রস্তাবে কি হবে না হবে বাদ দিন। টাকা দিয়ে সব সমস্যার সমাধান হয় অথবা জীবনে কোনো দায়বদ্ধতা, জবাবদিহিতা নেই এ শিক্ষা আমি আমার ছেলেকে দেবো না। বিশেষ করে এরকম সিরিয়াস ব্যাপারে।"

"আপনি তাকে এখানে ফেলে চলে যাবেন?"

"আমি তার সাথে কথা বলতে চাই। এক্ষুণি।"

"বললামই তো, আমাদের আইন সেটা করতে দেবে না। আপনি আপনার ছেলেকে অল্প কিছু দিনের মধ্যে ছাড়াবার জন্যে ব্যবস্থা না নিলে তার সাথে কোনো রকম দেখা সাক্ষাত করতে পারবেন না।"

কয়েক মুহূর্তের জন্যে অসহ্য নীরবতা নেমে এলো। "স্টেট ডিপার্টমেন্ট আপনাদের সাথে যোগাযোগ করবে। জাখারিকে নিরাপদে রাখবেন। আশা করছি এক সপ্তাহের মধ্যে

প্লেনে করে তাকে নিয়ে যেতে পারবো। গুডনাইট।"

দরজা বন্ধ হবার শব্দ শোনা গেলো।

৩৭ নাম্বার কয়েদী নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারলো না। *এ কেমন বাপ ছেলেকে শিক্ষা দেবার জন্যে এরকম জঘন্য জেলখানায় রেখে যাচ্ছে?* পিটার সলোমন জাখারির বিরুদ্ধে আনা সমস্ত মামলা তুলে নেয়ার প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করেছে।

সেই রাতেই নিজের বাঙ্কে শুয়ে ৩৭ নাম্বার বুঝতে পারলো কিভাবে সে এই জেলখানা থেকে মুক্তি পাবে। টাকাই যদি হয় বন্দী আর মুক্ত মানুষের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য সৃষ্টিকারী বস্তু তবে ৩৭ নাম্বার বেশ ভালোমতোই মুক্ত হতে পারবে। পিটার সলোমন হয়তো টাকা-পয়সাকে আমলে নেয় না, কিন্তু যারা ট্যাবলয়েড পত্রপত্রিকা পড়ে থাকে তারা জানে তার ছেলে জাখারিরও প্রচুর টাকা-পয়সা আছে। পর দিন ৩৭ নাম্বার পরিচালকের সাথে একান্তে কথা বলে একটা পরিকল্পনা করে ফেললো—খুবই সাহসী আর কৌশলী একটি পদ্ধতি যা কিনা তাদের দু'জনেরই স্বার্থ সিদ্ধি করবে।

"এ কাজের জন্যে জাখারি সলোমরকে মরতে হবে," ৩৭ নাম্বার ব্যাখ্যা করে বললো। "তবে আমাদের দুজনকে সঙ্গে সঙ্গেই উধাও হয়ে যেতে হবে। এই জায়গায় দেখতে পারবেন না আপনি।"

কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনা করার পর দু'জন লোকই হাত মেলালো। *খুব জলদিই জাখারি সলোমন মারা যাবে,* ভাবলো ৩৭ নাম্বার। কাজটা করতে কতো সহজ হবে সেটা ভেবে মুচকি হেসে ফেললো সে।

দু'দিন পর স্টেট ডিপার্টমেন্ট সলোমন পরিবারকে সেই ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদটি জানালো। জেলখানার ভেতর ছেলে খুন হবার যে ছবি তোলা হলো সেটা দেখে তারা সবাই বুঝতে পারলো কতো নির্দয়ভাবে পিটিয়ে তাদের ছেলেকে খুন করা হয়েছে। তার নিষ্প্রাণ দেহটা কুকড়ে পড়ে আছে সেলের মেঝেতে। লোহার শিকের সাথে মাথাটা এমনভাবে ঠুকিয়েছে যে থেতলে একাকার হয়ে গেছে সেটা। বাকি শরীরটা এমনভাবে পেটানো হয়েছে যে কোনো মানুষের পক্ষে সেটা কল্পনা করা কঠিন। তার এই মৃত্যুতে যাকে সন্দেহ করা হচ্ছে সে আর কেউ নয় স্বয়ং জেলের পরিচালক, সম্ভবত খুন হওয়া ছেলের সমস্ত টাকা-পয়সা নিয়ে পালিয়ে গেছে লোকটা। জাখারি তার সমস্ত টাকা-পয়সা একটি প্রাইভেট নাম্বারে স্থানান্তরিত করেছিলো, কিন্তু তার মৃত্যুর পর পরই সেই একাউন্টটা ফাঁকা হয়ে যায়। টাকাগুলো কোথায় আছে কেউ তা জানে না।

পিটার সলোমন সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রাইভেট জেটে করে তুরস্কে গিয়ে ফিরে এলো নিজের ছেলের কফিন নিয়ে। তাকে সমাহিত করা হলো সলোমন পরিবারের কবরস্থানে। জেলের পরিচালককে আর পাওয়া যায় নি। আর পাওয়া যাবেও না, ৩৭ নাম্বার সেটা জানে। ঐ তুর্কিটার মৃতদেহ মারমারা সাগরের তলদেশে ঠাঁই করে নিয়েছে। ফসফরাস প্রণালী থেকে দলবেধে যেসব নীল রঙের মান্না কাঁকড়া আসে তাদের খাদ্য হয়েছে সে। জাখারি সলোমনের বিশাল পরিমাণ টাকা-পয়সা ট্রেস করার অযোগ্য একটি একাউন্টে

ট্রান্সফার হয়ে যায়। মুক্ত হয়ে বিশাল ধনসম্পদের মালিক বনে যায় ৩৭ নাম্বার কয়েদী।

গৃক দ্বীপটি স্বর্গের মতো। আলো, পানি আর মেয়েমানুষ।

টাকা দিয়ে কেনা যায় না এরকম কোনো জিনিস নেই–নতুন পরিচয়, নতুন পাসপোর্ট, নতুন স্বপ্ন। একটা গৃক নাম বেছে নেয় সে–আন্দ্রোস দারিওস–আন্দ্রোস' মানে যোদ্ধা আর 'দারিওস' মানে সম্পদশালী। জেলখানার কালো রাতগুলো তাকে ভয়ার্ত করে তুলেছিলো, আন্দ্রোস তাই প্রতীজ্ঞা করেছিলো আর কখনও ফিরে যাবে না। নিজের নোংরা চুলগুলো শেভ করে মাদকের জগতকে পুরোপুরি পরিত্যাগ করে নতুন জীবন শুরু করে সে–আগে কখনও কল্পনাও করা যায় নি এরকম এক ইন্দ্রিয় সুখ আবিষ্কার করে সে। একা একা নিরিবিলি ইজিয়ান সাগরে নৌকা চালানো হয়ে উঠলো তার একমাত্র নায়িকা। খাড়া পাহাড় থেকে মায়কোনোসের ফেনিল পানিতে ঝাঁপ দেয়া হয়ে উঠলো তার নতুন কোকেইন।

আমার পুনর্জন্ম হয়েছে।

সাইরোস দ্বীপে বিশাল একটা ভিলা কিনলো আন্দ্রোস, আবাস গাঁড়লো পসিডোনিয়ার চমৎকর শহরতলীতে। এই নতুন দুনিয়াটা কেবল যে ধনদৌলতের তা নয়, বরং সাংস্কৃতিক এবং দৈহিক বিশুদ্ধতার স্থানও বটে। তার প্রতিবেশীরা নিজেদের শরীর আর মন নিয়ে খুবই গর্বিত থাকতো, ব্যাপারটা তার মধ্যেও সংক্রমিত হলো খুব দ্রুত। সমুদ্র সৈকতে জগিং করতে শুরু করলো নতুন আগত এই লোকটি, সূর্যস্নান করে সাদা চামড়া পুড়িয়ে ফেললো, পড়তে শুরু করলো বই-পুস্তক। হোমারের ওডেসি পড়ে আন্দ্রোস মুগ্ধ হলো এর শক্তিশালী ব্রোঞ্জ চামড়ার যোদ্ধাদের ব্যাপারে। এইসব দ্বীপেই তারা যুদ্ধ করে বেড়াতো। পরদিন থেকে আন্দ্রোস ওয়েট লিফটিং করতে শুরু করে দিলো, অবাক হয়ে লক্ষ্য করলো কতো দ্রুত তর বুকের ছাতি আর হাতের পেশী প্রসারিত হয়ে যাচ্ছে। টের পেতে শুরু করলো মেয়েরা তার দিকে প্রশংসার দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। এই প্রশংসা মাদকের মতো কাজ করলো। আরো শক্তিশালী হবার জন্যে উঠেপড়ে লাগলো সে। শেষ পর্যন্ত হলোও তাই। স্টেরয়েড আর কালোবাজার থেকে হরমোন সংগ্রহ করে নিজের পেশীগুলোকে আরো বলশালী করে ফেললো। নিজেকে এমনভাবে বদলে ফেললো যে কখনও সেটা কল্পনাও করে নি–নিখুঁত পুরুষের প্রতিভু। উচ্চতা এবং পেশী উভয় দিক থেকেই সে বেড়ে উঠলো আগের চেয়ে অনেক বেশি। লম্বা পা দুটো ট্যান করে সুন্দর করে তুললো।

সবাই এখন তাকাচ্ছে।

আন্দ্রোস সতর্ক হয়ে উঠলো স্টেরয়েড আর হরমোন কেবল তার শরীরটাকেই বদলে দিলো না, সেই সাথে কণ্ঠটাও আমূল পাল্টে দিলো–ফ্যাসফ্যাসে আর অদ্ভুত একটি কণ্ঠ। এরফলে আরো বেশি রহস্যময় হয়ে উঠলো সে। আজব কণ্ঠ, সুঠাম দেহ, প্রচুর ধনসম্পদ আর নিজের রহস্যময় অতীত সম্পর্কে কোনো কিছু বলতে অস্বীকৃতি তার কাছাকাছি আসা মেয়েদেরকে আরো বেশি আগ্রহী করে তুললো। নিজেদেরকে তার কাছে সমর্পন করতো

তারা, সেও তাদের সবাইকে পরিপূর্ণ তৃপ্ত করতো। তার বাড়িতে ছবি তোলার জন্যে আসা এক ফ্যাশন মডেল থেকে ছুটিতে বেড়াতে আসা সাধারণ আমেরিকার কলেজ পড়ুয়া মেয়ে এবং বাড়ির পাশে একাকী গৃহবধূ ও মাঝেমধ্যে তরুণ একজনকে সে তৃপ্ত করতো। তারা আরো বেশি পাওয়ার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠতো।

আমি একটি মাস্টারপিস।

কয়েক বছরের মধ্যে সেক্সুয়াল অ্যাডভেঞ্চারের মধ্যে রোমাঞ্চ হারাতে শুরু করলো আন্দ্রোস। হারাতে শুরু করলো সব কিছু প্রতিই। দ্বীপের খাবার-দাবারগুলোও স্বাদ হারাতে শুরু করলো। বই পড়েও আগের মতো আর আনন্দ পেলো না সে। এমন কি তার বাড়ি থেকে চমৎকার সূর্যাস্তকে সাদামাটা বলে মনে হতে লাগলো। এটা কি করে হলে? তার বয়স মাত্র মধ্য বিশে। তারপরও নিজেকে বুড়ো বলে মনে হচ্ছে। জীবনে আর কি আছে? শরীরটাকে সুঠাম করে নিয়েছে, শিক্ষিত করে নিয়েছে নিজের মনমানসিকতা; স্বর্গের মতো জায়গায় বসবাস করে। যে কারো কাছে কাঙ্খিত ভালোবাসা তার আছে।

তারপরও অবিশ্বাস্যভাবে নিজেকে এতোটা শূন্য বলে মনে হচ্ছে যেনো তুরস্কের জেলে আছে সে।

আমি কোন জিনিসটা মিস্ করছি?

কয়েক মাস পর জবাবটা পেলো সে। নিজের ভিলায় একা বসেছিলো, উদাসভাবে টিভি চ্যানেল ঘুরে বেড়াচ্ছিলো একের পর এক। ঠিক তখনই ফৃম্যাসনারিদের উপর এক টিভি অনুষ্ঠান দেখতে পেলো। অনুষ্ঠানটি খুব বাজেভাবে নির্মিত, জাবাবের চেয়ে প্রশ্নই বেশি। তারপরও ভ্রাতৃসংঘকে ঘিরে কতোগুলো ষড়যন্ত্র তত্ত্ব তাকে আকৃষ্ট করে তুললো। বর্ণনাকারী একের পর এক লিজেন্ডের কথা বলে যাচ্ছে।

ফৃম্যাসন এবং নতুন বিশ্বব্যবস্থা...

P2ম্যাসনিক লজ...

ফৃম্যাসনারিদের হারানো সিক্রেট...

ম্যাসনিক পিরামিড...

নড়েচড়ে বসলো আন্দ্রোস। পিরামিড। বর্ণনাকারী রহস্যময় এক পাথরে পিরামিডের কথা বলতে লাগলো, যার গায়ে খোদাই করে কিছু সংকেত লেখা আছে, সেই সংকেতের অর্থোদ্ধার করতে পারলে সীমাহীন ক্ষমতার জ্ঞান লাভ করা যাবে। গল্পটা যদিও আজগুবি বলে মনে হচ্ছে তারপরেও বহুকাল আগের একটা স্মৃতিকে উস্‌কে দিলো সেটা...অন্ধকার এক সময়ের ক্ষীণ স্মৃতি। আন্দ্রোসের মনে পড়ে গেলো জাখারি সলোমন নাকি রহস্যময় এক পিরামিডের কথা তার বাবার কাছ থেকে শুনেছে।

এটা কি সেটাই? বিস্তারিত সব কিছু মনে করতে বেগ পেলো সে।

টিভি অনুষ্ঠান শেষ হলে বেলকনিতে গিয়ে দাঁড়ালো আন্দ্রোস। ঠাণ্ডা বাতাসে মাথাটা পরিস্কার করে নেবার চেষ্টা করলো। এখন আরো অনেক বেশি কথা মনে পড়ে গেলো

তার। যেনো সব কিছু একসাথে হুমরি খেয়ে জড়ো হলো তার মাথায়। বুঝতে শুরু করলো এই লিজেন্ডে কিছু সত্য রয়েছে। যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে জাখারি সলোমন–যদিও অনেক আগেই মারা গেছেথ–এখনও তাকে অনেক কিছু দিতে পারে।

আমার হারানোর কি আছে?

তিন সপ্তাহ পর যত্ন নিয়ে পরিকল্পনা করলো সে। বেছে নিলো একটা সুবিধাজনক সময়। প্রচণ্ড শীতের মধ্যে সলোমনদের পোটোম্যাক এস্টেটের গৃনহাউজের বাইরে দাঁড়িয়ে কাঁচের ভেতর দিয়ে দেখতে পেলো পিটার সলোমন তার বোন ক্যাথারিন সলোমনের সাথে বসে বসে গল্প করছে। *দেখে মনে হচ্ছে জাখারিকে ভুলে যেতে তাদের কোনা সমস্যা হয় নি*, ভাবলো সে।

মুখের উপর স্কি মুখোশটা পরার আগে একটু কোকেইন সেবন করে নিলো আন্দ্রোস, অনেক বছরের মধ্যে এই প্রথম। অতি পরিচিত নির্ভীক অনুভূতিটা আবার টের পেলো সে। হাতে একটা অস্ত্র নিয়ে পুরনো চাবি দিয়ে দরজাটা খুলেই ঢুকে পড়লো ভেতরে। "হ্যালো সলোমন খান্দান।"

দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হলো আন্দ্রোসের পরিকল্পনা অনুযায়ী ঐ রাতের ঘটনা এগোয় নি। পিরামিডটা হস্তগত করা তো দূরের কথা নিজের জীবন রক্ষা করাই দায় হয়ে পড়েছিলো সে রাতে। বরফে ঢাকা লনটা পেরিয়ে ঘন বনের ভেতর ঢুকেও রেহাই পায় নি, তাকে অবাক করে দিয়ে পিটার সলোমন পিস্তল হাতে তার পিছু নেয়। বনের ভেতর এমন একটা সংকর্ণ জায়গা দিয়ে দৌড়াতে শুরু করলো সে যার নীচেই রয়েছে জলাধার। একটা জলপ্রপাতের শব্দ কানে এলো তার। এক সারি ওক গাছ অতিক্রম করে বাম দিকে মোড় নিলো সে। পরমুহূর্তেই টের পেলো বরফের উপর দৌড়াচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়ালো সে। অল্পের জন্যে মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেলো আন্দ্রোস।

হায় ঈশ্বর!

তার থেকে মাত্র এক ফিট পরই পথটা শষ হয়ে গেছে। সোজা খাড়াভাবে নেমে গেছে নীচের বরফ হয়ে যাওয়া একটা নদীতে। পথের মাঝখানে বিশাল একটা পাথর খণ্ড, কোনো বাচ্চাছেলে সেটাতে অদক্ষ হাতে একটা লেখা খোদাই করেছে :

Zach's bRiDge

খাড়া গিরিখাদের অপরপ্রান্তে পথটা আবার শুরু হয়েছে। *বৃজটা কোথায়?!* কোকেইর আর কাজ করছে না। *আমি ফাঁদে পড়ে গেছি!* ভয় পেয়ে আন্দ্রোস পেছন দিকে আবার ছুটতে শুরু করতেই পিটার সলোমনের মুখোমুখি হলো। দম ফুরিয়ে সে পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

পিস্তলটা দেখেই আন্দ্রোস কয়েক পা পিছিয়ে গেলো। তার পেছনে যে খাড়া

গিখাদটি আছে সেটা কম করে হলেও পঞ্চাশ ফিটের মতো হবে। তারচেয়েও বড় কথা এই পঞ্চাশ ফিটের পর রয়েছে বরফ হয়ে যাওয়া একটা নদী। পাশের জলপ্রপাত থেকে যে বাষ্প উড়ে আসছে সেটা এতোটাই ঠাণ্ডা যে তার হাড়ে কাঁপন ধরিয়ে দিলো।

"জাখের বৃজটা বহু দিন আগেই ধ্বংস হয়ে গেছে," হাফাতে হাফাতে বললো সলোমন। "একমাত্র সে-ই এতো দূল পর্যন্ত আসতো।" সলোমন অস্ত্রটা বেশ দক্ষভাবেই তাক করে রেখেছে। "তুমি আমা ছেলেকে খুন করেছিলে কেন?"

"ফালতু একটা ছেলে," জবাবে বললো আন্দ্রোস। "মাদকাসক্ত। তার উপকারই করেছি।"

সামনে এগিয়ে এলো সলোমন। আন্দ্রোসের বুকে তাক করলো অস্ত্রটা। "সম্ভবত আমিও তোমার সে রকম উপকার করবো এখন।" তার কণ্ঠটা খুবই ভয়ঙ্কর শোনালো। "তুমি আমার ছেলেকে পিটিয়ে মেরেছো। কোনো মানুষ কিভাবে এ কাজ করতে পারে?"

"দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে মানুষ অচিন্তনীয় কাজ করতে পারে।"

"তুমি আমার ছেলেকে খুন করেছো!"

"না," জবাবে বললো আন্দ্রোস। "আপনি আপনার ছেলেকে খুন করেছেন। আপনি কেমন বাবা ওরকম জঘন্য একটা জেলে ছেলেকে রেখে এলেন! আপনিই আপনার ছেলেকে খুন করেছেন! আমি করি নি।"

"তুমি কিছুই জানো না!" চিৎকার করে বললো সলোমন, তার কণ্ঠে তীব্র যন্ত্রণা।

আপানার ধারণা ভুল, মনে মনে বললো আন্দ্রোস। *আমি সব জানি।*

আরো কাছে এগিয়ে এলো পিটার সলোমন। আন্দ্রোসের থেকে মাত্র পাঁচ গজ দূরে। খুনির বুক ধক ধক করছে। পেছনে ফিরে নীচের গিরিখাদের দিকে তাকিয়ে সলোমনের দিকে ফিরলো আবার। "আপনি যতোটা ধারণা করেছেন তার চেয়েও অনেক বেশি আমি জানি," ফিসফিস করে বললো। "আমি জানি আপনি ঠাণ্ডা মাথায় খুন করার লোক নন।"

আরো কাছে এগিয়ে এলো সলোমন। একেবারে ডেড এইম।

"আমি আপনাকে সতর্ক করে দিচ্ছি," বললো আন্দ্রোস, "যদি টৃগার টেপেন আপনাকে আমি সারা জীবন তাড়িয়ে বেড়াবো।"

"ইতিমধ্যেই তুমি সেটা করেও ফেলেছো।" এ কথা বলার সাথে সাথে গুলি করে বসলো পিটার সলোমন।

নিজের কালো লিমোজিনে করে কালোরামা হাইটসে ফিরে যাবার সময় মালাখ নামে পরিচয় দেয় যে লোকটি সে তার অলৌকিকভাবে বেঁচে যাওয়া ঘটনাটি স্মরণ করলো। চিরকালের জন্যে সে বদলে গেছে। গুলির শব্দটি মাত্র একবারই প্রতিধ্বনিত হয়েছিলো কিন্তু বছরের পর বছর ধরে সেটা তার কানে বেজে চলেছে। এক সময় তার যে নিখুঁত শরীর ছিলো সেটা এখন অসংখ্য কাটা দাগে পরিপূর্ণ.. ঐসব দাগ তার নতুন পরিচয়ের

টাট্টুর সিম্বল এঁকে ঢেকে রেখেছে সে।

আমি মালাখ।

এটাই আমার নিয়তি।

আগুনের উপর দিয়ে সে হেটে গেছে, পরিণত হয়েছে ছাইয়ে, তারপর আবারো উদ্ভাসিত হয়েছে...আরেকবার রূপান্তরিত হয়েছে। আজকের রাতটি তার দীর্ঘ প্রতীক্ষিত ভ্রমনের চূড়ান্ত ধাপ হবে।

অধ্যায় ৫৮

কয়লি ডাক নামের কি-ফোর বিস্ফোরকটি স্পেশাল ফোর্সের নতুন উদ্ভাবন। বিশেষ করে বন্ধ দরজার তালা খোলার কাজে এটা ব্যবহার করা হয়। সাইক্লোট্রিমেথিলিনট্রিনিটামাইন-এর সাথে ডাইথিলহেক্সিল প্লাস্টিসাইজারের উপাদান মিশিয়ে এটি তৈরি করা হয়েছে। সি-ফোর পাতলা কাগজে এটা মাখিয়ে সেই কাগজ দরজার লকে ঢুকিয়ে দিয়ে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। লাইব্রেরির রিডিংরুমের বেলায় এটা বেশ ভালো মতোই কাজ করেছে।

অপারেশনের লিডার এজেন্ট টার্নার সিমকিন্স ভাঙা দরজাটা দিয়ে ভেতরে ঢুকে বিশাল আটকোণা ঘরটার দিকে তাকালো। কিছু নেই।

"বাতিগুলো সব নিভিয়ে দাও," বললো সিমকিন্স।

দেয়ালের সুইচবোর্ড থেকে সুইচটা খুঁজে পেলে এক এজেন্ট বাতিগুলো নিভিয়ে দিতেই পুরো ঘরটা ডুবে গেলো অন্ধকারে। সঙ্গে সঙ্গে তারা চারজনেই চোখে নাইট-ভিশন পরে নিয়ে পুরো রিডিংরুমটা সার্ভে করতে শুরু করে দিলো। তাদের চোখে ঘরটা এখন সবুজ রঙের দেখাচ্ছে।

একই দৃশ্য। কিছুই নেই।

অন্ধকারে কাউকেই দেখা যাচ্ছে না।

ফেরারিরা সম্ভবত অস্ত্র বহন করছে না, তারপরও ফিল্ড টিমের সদস্যরা অস্ত্র উঁচিয়ে ঘরে প্রবেশ করলো। অন্ধকারে তাদের অস্ত্র থেকে চারটা সরু লেজার রশ্মি নির্গত হচ্ছে। সেই রশ্মি ঘরের সর্বত্র বিচরণ করছে টার্গেটকে ঘায়েল করার জন্যে। বেশিরভাগ সময়ই এই লেজার লাইট দেখেই দুষ্কৃতিকারীরা আত্মসমর্পন ক'রে ফেলে।

কিন্তু আজ রাতে সেটা হলো না।

এখনও কোনো কিছুই তাদের চোখে পড়ছে না।

এজেন্ট সিমকিন্স হাত তুলে তার টিমকে ইশারা করতেই নীরবে বাকিরা চার দিকে ছড়িয়ে পড়লো। সতর্কভাবে তারা ঘরের মাঝখানে এগিয়ে গেলো চার দিক থেকে। সিমকিন্স তার নাইট-ভিশন গগল্‌সের একটা সুইচ টিপে দিলো, এটা সিআইএ'র নতুন একটি প্রযুক্তি। অনেক বছর ধরেই থার্মাল ইমেজ পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে কিন্তু সম্প্রতি এটা ক্ষুদ্রসংস্করণ তৈরি করা হয়েছে, সেইসাথে যোগ হয়েছে ডিফারেন্সিয়াল সেনসিসিভিটি যা কিনা ভিন্ন ভিন্ন বস্তুকে পৃথক ক'রে দেখাতে পারে এবং ডুয়াল সোর্স ইন্টেগ্রেশন সুবিধা। এই নতুন ধরণের নাইট-ভিশন ফিল্ড এজেন্টদেরকে সুপারম্যানের মতো দৃষ্টিশক্তি দান করেছে।

আমরা অন্ধকারেও দেখি। দেয়ালের ওপারে কি আছে তাও দেখি। আর

এখন...একটু আগে ঘটে যাওয়া ঘটনাও দেখতে পারি।

থার্মাল ইমেজিং যন্ত্রপাতিগুলো তাপের ব্যাপারে এতোটাই স্পর্শকাতর যে এটি কেবল মানুষের বর্তমান অবস্থানই চিহ্নিত করে না...সেই সাথে তার পূর্বের অবস্থানও নিখুঁতভাবে চিহ্নিত করতে পারে। পূর্বের দৃশ্য দেখার এই ক্ষমতা প্রায়শই গুরুত্বপূর্ণ সম্পদে পরিণত হয়। আজ রাতেও এটি বেশ ভালোই কাজে দিলো। একটা রিডিং ডেস্কে থার্মাল চিহ্ন দেখতে পেলো এজেন্ট সিমকিন্স। সেটার পাশে দুটো চেয়ার লালচে-বেগুনি রঙের আলোয় জ্বল জ্বল করছে। তার মানে ঘরের অন্যসব চেয়ারের তুলনায় এ দুটি চেয়ার অনেক বেশি উত্তপ্ত হয়ে আছে। ডেস্কের ল্যাম্পটার আলো কমলা রঙের দেখাচ্ছে তার গগল্‌সে। দু'জন লোক এই চেয়ার দুটোতে বসেছিলো, এটা নিশ্চিত। কিন্তু এখন প্রশ্ন হলো তারা কোন্ দিক দিয়ে চলে গেছে।

ঘরের মাঝখানে থাকা বৃত্তাকারের সেন্ট্রাল কাউন্টারেই প্রশ্নটার জবাব খুঁজে পেলো সে। একটা লালচে রঙের হাতের ছাপ জ্বল জ্বল করছে সেখানে।

অস্ত্রটা উঁচিয়ে সিমকিন্স আটকোণা ক্যাবিনেটের দিকে এগিয়ে গেলো দ্রুত। ঘুরে দেখলো পুরো কাউন্টারটি। অবশেষে কনসোলের একপাশে খোলা একটা জায়গা দেখতে পেলো সে। *তারা কি সত্যি একটা ক্যাবিনেটের ভেতর ঢুকে আছে?* এজেন্ট খোলা জায়গাটির দিকে আবারো ভালো ক'রে তাকালো। এটার উপরেও আরেকটা হাতের ছাপ জ্বল জ্বল করছে। কনসোলে ঢোকার আগে কেউ এটার হাতল ধরেছিলো।

চুপ করে থাকার সময় শেষ হয়ে গেছে।

"থার্মাল সিগনেচার পওয়া গেছে!" চিৎকার ক'রে বললো সিমকিন্স। "আমার কাছে আসো!"

তার দু'জন সঙ্গি তার বিপরীত দিকে এসে আটকোণা কনসোলটা ঘিরে ফেললো তারা।

খোলা জায়গাটার দিকে এগোলো সিমকিন্স। এখনও দশ ফিট দূরে আছে সেটা। ভেতরে আলো জ্বলতে দেখা যাচ্ছে। "কনসোলের ভেতরে আলো জ্বলছে!" চিৎকার ক'রে বললো এই আশায় যে, কথাটা শুনে হয়তো বেলামি এবং মি: ল্যাংডন বেরিয়ে আসবে হাত তুলে।

তেমন কিছুই ঘটলো না।

বেশ, আমরা তবে অন্যভাবেই সেটা করবো।

আরেকটু কাছে এগোতেই ভেতর থেকে অদ্ভুত একটি গুঞ্জন শুনতে পেলো সিমকিন্স। যন্ত্রের মতো শোনাচ্ছে শব্দটা। একটু থেমে ভাবার চেষ্টা করলো এ রকম ছোটো জায়গায় কি ধরণের যন্ত্র থাকতে পারে। আরো কাছে এগোতেই যন্ত্রের শব্দের সাথে মানুষের কণ্ঠস্বরও শুনতে পেলো। তারপর, ঠিক খোলা জায়গাটায় পৌছতেই ভেতর থেকে বাতি নিভে গেলো সঙ্গে সঙ্গে।

ধন্যবাদ, মনে মনে বললো সে। নিজের নাইট-ভিশনটা অ্যাডজাস্ট ক'রে নিলো।

আমাদের সুবিধাই হলো।

খোলা জায়গাটার সামনে দাঁড়িয়ে ভেতরে তাকিয়ে দেখলো সে। অপ্রত্যাশিত ব্যাপার। কনসোলের ভেতরটা মোটেও কোনো ক্যাবিনেট নয়, বরং এর ভেতরে আছে একটা সিঁড়ি, সেটা চলে গেছে নীচের একটা ঘরের দিকে। এজেন্ট তার অস্ত্রটা তাক করে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে শুরু করলো। প্রতিটি পদক্ষেপে যন্ত্রের শব্দটা বাড়ছে।

এই জায়গাটা আবার কিসের?

রিডিংরুমের নীচের ঘরটা খুবই ছোটো। যে শব্দটা সে এতোক্ষণ ধরে শুনছিলো সেটা কোনো মেশিনেরই, তবে সে জানে না মেশিনটা কোথায় অবস্থিত। হয় ল্যাংডন আর বেলামি এটা চালু করেছে নয়তো এটা চব্বিশ ঘণ্টাই চলতে থাকে। সে যাই হোক না কেন তাতে কিছুই যায় আসে না। ঘরের একমাত্র নির্গমনপথের সামনে ফেরারিরা তাদের ছাপ রেখে গেছে–ভারি একটা স্টিলের দরজার পাশে কিপ্যাডের উপর জ্বল জ্বল করছে চারটা আঙুলের ছাপ। দরজার চারপাশ দিয়ে কমলা রঙের চিকন আলো জ্বলতে দেখা যাচ্ছে, তার মানে দরজার ওপাশে বাতি জ্বালানো আছে।

"দরজাটা গুঁড়িয়ে দাও," সিমকিন্স বললো। "এখান দিয়েই তারা পালিয়েছে।"

কি-ফোর নামের বিস্ফোরক দিয়ে দরজার তালা ভেঙে ফেলতে মাত্র আট সেকেন্ডের মতো সময় লাগলো। দরজাটা খুলে গেলে বিস্ফোরকের ধোয়া কেটে যেতেই এজন্টেরা দেখতে পেলো এক অদ্ভুত আন্ডারগ্রাউন্ডের দিকে তারা তাকিয়ে আছে, যা কিনা এখানে 'স্ট্যাক্‌স' নামে পরিচিত।

লাইব্রেরি অব কংগ্রেসের রয়েছে মাইলে পর মাইল বুকসেলফ, তাদের বেশিরভাগই রাখা হয় আন্ডারগ্রাউন্ডে। অসংখ্য বুকসেলফের সারিগুলো দেখ মনে হবে আয়নায় সৃষ্টি হওয়া দৃষ্টি বিভ্রমের মতো 'অসীম' কিছু।

একটা সাইন বলছে :

তাপ-নিয়ন্ত্রিত এলাকা
এই দরজাটা সব সময় বন্ধ রাখুন।

তালা নষ্ট হওয়া দরজাটা দিয়ে ভেতরে ঢুকতেই সিমকিন্সের মনে হলো এখানকার বাতাস খুবই ঠাণ্ডা। না হেসে পারলো না সে। *এরচেয়ে সহজ আর কিছু হতে পারে?* তাপ-নিয়ন্ত্রিত এলাকায় হিট-সিগনেচারগুলো সোলার ফ্লেয়ারের মতো জ্বল জ্বল করছে। মাথার উপরে রেলিংটাতে জ্বলছে লাল রঙের আলো। বেলামি অথবা ল্যাংডন এটা ধরে ধরেই এখান দিয়ে চলে গেছে।

"পালাতে পারবে," আপন মনে ফিসফিস ক'রে বললো সে, "কিন্তু লুকাতে পারবে না।"

বুকসেলফের মধ্য দিয়ে যাবার সময় সিমকিন্সের মনে হলো শিকার ধরার জন্যে তাদের আর নাইট-ভিশন গগল্‌স ব্যবহার করার দরকার নেই। অন্য কোনো সময় হলে এই বই-পুস্তকের সংগ্রহশালার ভেতর লুকিয়ে থাকাটা হোতো খুবই বুদ্ধিমানের কাজ, কিন্তু লাইব্রেরি অব কংগ্রেস বিদ্যুত সাশ্রয়ের জন্যে মোশন অ্যাক্টিভেটেড লাইট ব্যবহার ক'রে থাকে, ফলে ফেরারিদের পালিয়ে যাবার রাস্তাটা রানওয়ের মতোই জ্বলছে এখন।

সবাই তাদের গগল্‌স খুলে ফেললো। তাদের সামনে বুকসেলফের গোলকধাঁধা দিয়ে আঁকাবাঁকা আলোর যে রেখা চলে গেছে সেটা ধরে দ্রুত ছুটতে শুরু করলো তারা। একটু সামনে এগোতেই সিমকিন্স দেখতে পেলো আলোর রেখাটি ফট ফট করে জ্বলছে। *কাছে এসে পড়েছি আমরা।* আরো জোরে দৌড়াতে শুরু করলো সে। এবার পায়ের শব্দ আর শ্বাসপ্রশ্বাসের আওয়াজ শুনতে পেলো। তারপরই একটা টার্গেটকে দেখতে পেলো সে।

"দৃষ্টি সীমার ভেতরে এসে গেছে তারা!" চিৎকার ক'রে বললো সিমকিন্স।

ওয়ারেন বেলামির লম্বা লম্বা হাত পায়ের অবয়বটি সামনেই দেখা যাচ্ছে। সুট পরা আফ্রিকান-আমেরিকান ভদ্রলোক বুকসেলফের মাঝ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে পা টেনে টেনে, বোঝাই যাচ্ছে দম ফুরিয়ে গেছে লোকটার। *কোনো লাভ নেই, বুড়ো।*

"মিঃ বেলামি, এক্ষুণি থামুন!" চিৎকার ক'রে বললো সিমকিন্স।

কিন্তু বেলামি থামলো না, একটা মোড় নিলো, সারি সারি বাইয়ের সেলফের মাঝখান দিয়ে ঢুকে পড়েছে সে। প্রতিটি মোড় নিতেই মাথার উপর থাকা বাতিগুলো জ্বলে উঠছে।

বিশ গজ দূরে এসে পড়লে ফিল্ড টিম আবারো তাকে থামার জন্যে চিৎকার ক'রে বললো কিন্তু বেলামি সে কথায় কর্ণপাত করলো না।

"তাকে থামাও!" আদেশ করলো সিমকিন্স।

যে এজেন্টের কাছে ননলেথাল রাইফেল আছে সে তাক করেই ফায়ার করলো। অস্ত্র থেকে যে জিনিস বের হয়ে বেলামির পায়ে গিয়ে লাগলো সেটার ডাক নাম সিলি স্ট্রিঙ্গ, তবে জিনিসটা নামের মতো নিরীহ কোনো জিনিস নয়। সান্ডিয়া ন্যাশনাল ল্যাবরেটরিতে এটা আবিষ্কার করা হয়েছে। পলিইউরেথেইনের এই ফোম কোনো কিছুর সাথে লাগা মাত্রই পাথরের মতো শক্ত হয়ে যায়। এটা হয়তো মানুষ মারতে সক্ষম নয় কিন্তু কারো শরীরে এটা লাগলে সাথে সাথেই সে আর চলতে ফিরতে পারে না। মোটর সাইকেল ব্রেক করার মতো দৌড়াতে থাকা কেউ থমকে পড়ে। হারিয়ে ফেলে নড়াচড়া করার শক্তি। সঙ্গে সঙ্গে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। তবে বেলামি আরো দশ ফিটের মতো এগোতেই পড়ে গেলো। তার মাথার উপর থাকা বাতিটা ফটফট করে জ্বলছে।

"বেলামিকে আমি দেখছি," বললো সিমকিন্স। "তোমরা ল্যাংডনকে ধরো! একটু সামনেই আছে সে–" দলনেতা থেমে গেলো। বেলামি যেখানে পড়ে আছে তার সামনে কোনো বাতি জ্বলছে না। একেবারে নিকষ কালো অন্ধকার। তার মানে একটাই, বেলামির সামনে দিয়ে কেউ দৌড়ে যাচ্ছে না। *সে একা?*

বেলামি উপুড় হয়ে পড়ে জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে। তার পা আর পায়ের গোড়ালী

শক্ত প্লাস্টিকে জড়িয়ে আছে। এজেন্ট তার সামনে গিয়ে পা দিয়ে ঠেলে বুড়োকে চিৎ ক'রে শুইয়ে দিলো।

"সে কোথায়?!" জানতে চাইলো এজেন্ট।

পড়ে গিয়ে বেলামির ঠোঁট কেটে গেছে, রক্ত বের হচ্ছে সেখান দিয়ে। "কার কথা বলছো?"

এজেন্ট সিমকিন্স বেলামির বুকে তার বাম পা'টা তুলে দিয়ে সজোরে চাপ দিলো নিজের শরীরের ওজন দিয়ে। "আমার কথা বিশ্বাস করুন, মিঃ বেলামি, আমার সাথে এই খেলাটা খেলতে চাইবেন না আপনি।"

অধ্যায় ৫৯

নিজেকে মৃত লাশ ব'লে মনে হচ্ছে রবার্ট ল্যাংডনের।

গাঢ় অন্ধকারে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে সে, বুকের উপর দু'হাত ভাঁজ করে রাখা, একেবারে সংকীর্ন একটি জায়গায় ফাঁদে পড়ে আছে সে। তার পাশে ক্যাথারিনও একইভাবে শুয়ে আছে তবে সে তাকে দেখতে পাচ্ছে না। ভয়ে দু'চোখ বন্ধ করে রেখেছে। জায়গাটা দেখলেই দম বন্ধ হয়ে আসবে।

তার চারপাশের জায়গাটা খুবই ছোটো।

একেবারে ছোটো।

ষাট সেকেন্ড আগে রিডিং রুমের দরজাটা ভেঙে পড়তেই সে এবং ক্যাথারিন বেলামির পেছন পেছন আটকোনার কনসোলের ভেতর ঢুকে সেখান থেকে একটা সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে অপ্রত্যাশিত একটা জায়গায় এসে পড়ে।

জায়গাটাতে ঢুকেই ল্যাংডন বুঝে গিয়েছিলো সে কোথায় এসেছে। লাইব্রেরির সার্কুলেশন সিস্টেমের হৃদপিণ্ড এটি। এটার সাথে এয়ারপোর্টের ব্যাগেজ ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টারের বেশ মিল রয়েছে। সার্কুলেশন রুমে অনেকগুলো কনভেয়ার বেল্ট আছে, বিভিন্ন দিকে সেগুলো চলে গেছে। লাইব্রেরি অব কংগ্রেস যেহেতু বড় বড় তিনিটি আলাদা ভবনে অবস্থিত তাই প্রায়শই অনুরোধ জানানো বইগুলো এক ঘর থেকে আরেক ঘরে নিয়ে যাবার জন্যে মাটির নীচে থাকা অসংখ্য টানেলে ভেতরে কনভেয়ার বেল্টের সাহায্যে সেগুলো পরিবহন করা হয়।

বোলমি সঙ্গে সঙ্গে ঘরটা পেরিয়ে একটা স্টিলের দরজায় কি-কার্ড ঢুকিয়ে সেটা খুলে ফেলে। ঘরটা অন্ধকার থাকলেও দরজা খুলে যেতেই মোশন-সেন্সর বাতিগুলো জ্বলতে শুরু করে দেয়।

ল্যাংডন চোখে সামনে যা দেখতে পেলো সেটা খুব কম মানুষই দেখে থাকে। *লাইব্রেরি অব কংগ্রেসের 'স্ট্যাক'।* বেলামির পরিকল্পনাকে মনে মনে সাধুবাদ দিলো সে। *লুকানোর জন্যে বিশাল একটা গোলকধাঁধার চেয়ে ভালো কোনো জায়গা আছে কি?*

স্ট্যাকের ভেতর তাদেরকে বেলামি পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় নি অবশ্য। একটা বই দিয়ে দরজাটা খুলে তাদের দিকে ফিরলো। "আশা করেছিলাম আপনাদের কাছে অনেক কিছু ব্যাখ্যা করবো, কিন্তু আমাদের হাতে আর সময় নেই।" ল্যাংডনের হাতে তার কি-কার্ডটা ধরিয়ে দিয়ে বললো, "এটা আপনার দরকার হবে।"

"আপনি আমাদের সাথে আসবেন না?" জানতে চাইলো ল্যাংডন।

মাথা ঝাঁকালো বেলামি। "আমরা যদি বিচ্ছিন্ন না হই তবে আপনি পালাতে পারবেন

না। সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এই পিরামিড আর ক্যাপস্টোনটা নিরাপদ রাখা।"

সিঁড়ি দিয়ে উপরের রিডিংরুমে যাওয়া ছাড়া আর কোনো পথ দেখতে পাচ্ছে না ল্যাংডন। "তাহলে আপনি কোথায় যাবেন?"

"আমি তাদেরকে আপনাদের কাছ থেকে একটু দূরে রাখার চেষ্টা করবো," বললে বেলামি। "'আপনাদেরকে পালিয়ে যেতে দেয়ার জন্যে এছাড়া আমার আর কোনো উপায়ও নেই।"

ক্যাথারিন আর সে কোথায় যাবে এ প্রশ্ন করার আগেই বেলামি কনভেয়ার বেল্ট থেকে বইয়ের একটা বড়সড় বাক্স সরিয়ে ফেললো। "বেল্টের উপর শুয়ে পড়ুন," বললো সে। "হাত দুটো ভেতরে রাখবেন।"

তার দিকে চেয়ে রইলো ল্যাংডন। *এসব কী বলছেন!* কনভেয়ার বেল্টটি কিছু দূর গিয়েই দেয়ালের একটা ঘুটঘুটে অন্ধকার ফুটো দিয়ে ঢুকে পড়েছে। সেই ফুটো দিয়ে বইয়ে বাক্স ঢুকতে পারে, কিন্তু তারচেয়ে বেশি কিছু নয়। স্ট্যাকের দিকে উন্মুখ হয়ে তাকালো ল্যাংডন।

"ওটার কথা ভুলে যান," বললো বেলামি। "মোশন-সেন্সর লাইটের কারণে ওখানে লুকিয়ে থাকা যাবে না।"

"থার্মাল সিগনেচার পাওয়া যাচ্ছে!" এমন সময় উপর তলা থেকে একটা কণ্ঠ বললো। "আমার কাছে আসো!"

ক্যাথারিন যা শোনার শুনেছে, কোনো তর্ক না করে সোজা কনভেয়ার বেল্টে উঠে মমির মতো শুয়ে পড়লো তাতে–বুকে দু'হাত ভাঁজ করে।

বরফের মতো জমে রইলো ল্যাংডন।

"রবার্ট," তাড়া দিলো বেলামি। "আমার জন্যে না হলেও পিটারের জন্যে এটা আপনাকে করতেই হবে।"

উপর তলার কণ্ঠস্বরগুলো আরো কাছ থেকে শোনা যাচ্ছে এখন।

যেনো স্বপ্নের মধ্যে আছে, ল্যাংডন সম্মোহিতের মতো উঠে পড়লো কনভেয়ার বেল্টের উপর। এক পাশে ডে-ব্যাগটা রেখে ক্যাথারিনের পায়ের কাছে মাথা দিয়ে সেও মমির মতো সটান শুয়ে পড়লো। চিৎ হয়ে সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে তার কাছে মনে হলো হাসপাতালের এমআরআই মেশিনের ভেতর শুয়ে আছে। একটু পরই গোলাকার টিউবের ভেতর ঢুকে যাবে তার মাথাটা।

"আপনার ফোনটা চালু রাখবেন," বেলামি তাকে বললো। "খুব জলদিই আপনাকে একজন ফোন করবে। তাকে বিশ্বাস করবেন।"

একজন ফোন করবে? ল্যাংডন জানে এর আগে বেলামি একজনকে ফোনে অনেক চেষ্টা করেও না পেয়ে একটা মেসেজ সেন্ড ক'রে দিয়েছিলো। তবে কিছুক্ষণ আগে সিঁড়ি দিয়ে নামা সময় শেষবারের মতো চেষ্টা করে লোকটাকে ফোনে পেয়ে যায়। লোকটার সাথে চাপা কণ্ঠে সংক্ষেপে কিছু কথা বলেই ফোনটা রেখে দেয় সে।

"শেষপ্রান্ত পর্যন্ত কনভেয়ারটা দিয়ে যাবেন," বললো বেলামি। "এটা আবার ঘুরে আসার আগেই দ্রুত নেমে পড়বেন। আমার দেয়া চাবিটা ব্যবহার করে এখান থেকে চলে যেতে পারবেন অনায়াসে।"

"চলে যাবো কোথায়?!" জানতে চাইলো ল্যাংডন।

কিন্তু বেলামি লিভার টেনে দিলো, ঘরের মধ্যে থাকা সবগুলো কনভেয়ার বেল্টই শব্দ করতে করতে চলতে শুরু করলে আড়ষ্ট হয়ে গেলো ল্যাংডন। দেখতে পেলো সিলিংটা সরে যাচ্ছে আস্তে আস্তে।

ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করো।

দেয়ালের গোলাকার ফুটো দিয়ে কনভেয়ার বেল্টটি ঢোকার আগে ল্যাংডন পাশ ফিরে দেখতে পেলো ওয়ারেন বেলামি স্ট্যাকের ভেতর ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারে প্রবেশ করলো ল্যাংডন। লাইব্রেরির পেটে ঢুকে পড়তেই সিঁড়ির দিকে লেজার রশ্মিগুলো বিচরণ করতে শুরু করলো।

অধ্যায় ৬০

প্রেফার্ড সিকিউরিটির স্বল্প বেতনের মহিলা সিকিউরিটি গার্ড তার কল-শিট থেকে কালোরামা হাইটসের ঠিকানাটি ডাবল-চেক ক'রে দেখলো। *এটা?* তার সামনে থাকা বিশাল গেটের প্রবেশপথটি এই এলাকার সবচাইতে বড় আর নিরিবিলি এস্টেট। এ জায়গার ব্যাপারে ৯১১-এ করা জরুরি কলটি তাই খুবই অদ্ভুত লাগছে।

আনকনফার্মড কলগুলোর বেলায় ৯১১ সব সময়ই পুলিশকে না জানিয়ে প্রথমে স্থানীয় অ্যালার্ম কোম্পানির সাথে তারা যোগাযোগ করে। অ্যালার্ম কোম্পানির মটো সম্পর্কে গার্ড প্রায়শই ভেবে থাকে–'আপনার নিরাপত্তার প্রথম ধাপ'–সেটা ভুয়া অ্যালার্ম, দুষ্টুমি করা, কিংবা ক্ষ্যাপাটে প্রতিবেশীর কাজও হতে পারে।

আজরাতে গার্ড ওখানে পৌছেই কোনো রকম উল্টাপাল্টা কিছু দেখতে পেলো না। তার কাজ খুব সহজ সরল। নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে একটু দেখে আসা। অস্বাভাবিক কিছু পেলে রিপোর্টকরে দেয়া। সাধারণত বাড়িঘরের অ্যালার্ম নিরীহ কোনো কারণে বেজে উঠলে ঘটনাস্থলে গিয়ে অ্যালার্ম রিসেট ক'রে আসে। এই বাড়িটা অবশ্য একদমই সুনসান। কোনো অ্যালার্ম বাজছে না। রাস্তা থেকে সব কিছুই অন্ধকার আর শান্তিপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে।

গেটের ইন্টারম থেকে কল করলো গার্ড, কিন্তু কোনো জবাব পেলো না। ওভাররাইড কোড টাইপ করে গেট খুলে মেয়েটি ভেতরে ঢুকে পড়লো। গাড়িটার ইঞ্জিন চালু রেখে হেডলাইট জ্বালিয়ে সামনের দরজার কাছে গিয়ে বেল বাজালো সে। কোনো সাড়া নেই। ভেতরে কোনো আলো জ্বলতে কিংবা মানুষের উপস্থিতি দেখতে পেলো না।

একান্ত অনিচ্ছায় রুটিনমাফিক যা করার তাই করলো গার্ড। টর্চলাইটটা জ্বালিয়ে বাড়ির চারপাশটা ঘুরে দেখলো কোনো জানালা কিংবা দরজা ভাঙা আছে কিনা। মেয়েটা মোড় নিতেই কালো রঙের একটা লিমোজিন বাড়ির সামনে দিয়ে চলে গেলো। যাবার আগে কিছুক্ষণের জন্যে গতি একটু কমিয়ে পূর্ণ গাতিতে আবার ছুটে গেলো সেটা। *নাক গলানো প্রতিবেশী।*

বাড়িটার চারপাশটা ভালো করে দেখলেও অস্বাভাবিক কিছু পেলো না। যে রকম ধারণা করেছিলো সে বাড়িটা তারচেয়ে অনেক বড়। পেছনের প্রাঙ্গণে যেতেই তীব্র ঠাণ্ডায় কাপতে শুরু করে দিলো সে। এই বাড়িতে কেউ নেই, এটা নিশ্চিত।

"ডিসপ্যাচ?" ওয়্যারলেসে বললো সে। "আমি কালোরামা হাইটসে আছি। মালিক বাড়িতে নেই। অস্বাভাবিক কিছু দেখা যায় নি। পুরো এলাকাটি চেক করা হয়েছে। অনুপ্রবেশের কোনো চিহ্ন নেই। ভুয়া অ্যালার্ম।"

"ঠিক আছে," জবাবে বললো ডিসপ্যাচার। "গুডনাইট।"

ওয়্যারলেসটা বেল্টে রেখে নিজের গাড়ির দিকে ফিরে যাবার সময় কিছু একটা তার চোখে পড়লো। ঢোকার সময় এই জিনিসটা সে লক্ষ্য করে নি–বাড়ির পেছনে নীলচে আলোর একটি বিন্দু।

অবাক হয়ে আলোর উৎসটা কি সেটা দেখার জন্যে এগিয়ে গেলো সে। বাড়িটার বেইজমেন্টের একটি জানালা। জানালার কাঁচ ভেতর থেকে কালো রঙ দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে। *সম্ভবত এক ধরণের ডার্করুম?* জানালার কালো কাঁচের একটা ছোট্ট অংশে কালি উঠে গিয়ে ফুটোর মতো হয়ে আছে। সেটা দিয়েই নীলচে আলোটা ছোট্ট বিন্দুর মতো জ্বলছে।

উপুড় হয়ে দেখার চেষ্টা করলো সে। কিন্তু এতো ছোট্ট ফুটো দিয়ে কিছুই দেখতে পেলো না। জানালার কাঁচে টোকা মারলো এই আশায় ভেতরে কেউ কাজ করতে থাকলে সাড়া দেবে হয়তো।

"হ্যালো?" চিৎকার করে বললো সে।

কোনো সাড়া শব্দ নেই। তবে আবারো টোকা মারলে কাঁচে লাগানো রঙের চলটা উঠে গেলে বেশ বড়সড় একটা বৃত্ত তৈরি হয়ে গেলো যা দিয়ে ভালোমতোই ভেতরের দৃশ্য দেখা সম্ভব। জানালার কাঁচে মুখটা এনে বেইজমেন্টের ভেতরটা দেখতেই চমকে উঠলো মেয়েটি। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হলো এটা না দেখলেই ভালো হোতো।

এটা আবার কি?!

কিছুক্ষণ ভেতরের থাকা নিদারুণ ভীতিকর দৃশ্যটার দিকে দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো সে। শেষে কাঁপতে কাঁপতে কোমরের বেল্ট থেকে ওয়্যারলেসটা নেবার জন্যে হাত বড়ালো।

ওটা আর কখনও হাতে নাগাল পেলো না সে।

একজোড়া লোহার দণ্ড তার ঘাড়ে প্রচণ্ড জোরে আঘাত হানলে তীব্র যন্ত্রণা বয়ে গেলো সারা শরীর জুড়ে। মাংসপেশী অসাড় হয়ে পড়লো মুহূর্তেই, সামনের দিকে হুমরি খেয়ে পড়লো সে। ঠাণ্ডা মাটিতে মুখ থুড়ে পড়ার আগে দু'চোখ বন্ধ করতেও সক্ষম হলো না গার্ড মেয়েটি।

অধ্যায় ৬১

ওয়ারেন বেলামির দু'চোখ বেঁধে রাখাটা এবারই প্রথম নয়। তার সব ম্যাসনিক ভায়েদের মতো তাকেও ম্যাসনদের উচ্চপর্যায়ে অধিষ্ঠিত হবার জন্যে 'হুডউইঙ্ক' নামের একটি আচার পালন করতে হয়েছে, সেটা অবশ্য বিশ্বস্ত বন্ধুদের মাঝখানে ঘটেছিলো। তবে আজরাতে যা হচ্ছে তা একেবারেই আলাদা। এইসব শক্ত-কঠিন লোকগুলো তাকে হাত-পা বেধে মুখের উপর একটা ব্যাগ পরিয়ে দিয়ে লাইব্রেরির স্ট্যাকের মাঝ দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

এজেন্টরা শারীরিকভাবে বেলামিকে অপদস্থ করার হুমকি দিয়ে রবার্ট ল্যাংডনের বর্তমান অবস্থান জানতে চেয়েছে। নিজের বয়স্ক শরীরটা খুব বেশি অত্যাচার সহ্য করতে পারবে না এটা বুঝতে পেরে বেলামি কিছু করার আগেই সুন্দর করে মিথ্যে কথাটা বলে দিয়েছে।

"ল্যাংডন আমার সাথে এই নীচে আসে নি!" দম নিতে নিতে বলেছিলো সে। "তাকে আমি বেলকনিতে থাকা মূসা নবীর স্ট্যাচুর পেছনে লুকিয়ে থাকতে বলেছিলাম। তবে এখন সে কোথায় আছে সেটা আমি জানি ন।!" গল্পটাতে কাজ হয়েছে, কারণ তার কাছ থেকে এ কথা শোনার সাথে সাথেই দু'জন এজেন্ট দৌড়ে সেখানে চলে গেছে। এখন বাকি দু'জন এজেন্ট তাকে ধরে স্ট্যাকের ভেতর দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

বেলামির একমাত্র স্বস্তি এই যে, ল্যাংডন আর ক্যাথারিন পিরামিডটা নিয়ে নিরাপদ সটকে যেতে পেরেছে। খুব শীঘ্রই ল্যাংডনের সাথে একজন লোক যোগযোগ করে তাদেরকে নিরাপদ এক আশ্রয়ে নিয়ে নেবে। *তাকে বিশ্বাস করবেন।* বেলামি যে লোককে ফোন করেছিলো সে ম্যাসনিক পিরামিড আর এর সিক্রেট সম্পর্কে অনেক জ্ঞান রাখে–প্রাচীন প্রজ্ঞা মাটির অনেক নীচে বহুকাল আগে রাখা হয়েছে, একটা গোপন সিঁড়ি দিয়ে সেখানে যাওয়া যাবে। রিডিংরুম থেকে তারা যখন পালাচ্ছিলো তখন এই লোকটাকে অবশেষে ফোনে পায় বেলামি।

এখন অন্ধকার দিয়ে এভাবে বন্দী অবস্থায় বেলামি ল্যাংডনের ব্যাগে রাখা পিরামিড আর স্বর্নের ক্যাপস্টোনের ছবিটা ভাবলো। অনেক বছর পর এই দুটো জিনিস এক ঘরে একই সময় অবস্থান করেছে।

সেই যন্ত্রণাদায়ক রাতটির কথা বেলামি কখনও ভুলবে না। *পিটারের জন্যে অনেকবারের মধ্যে প্রথমবার।* বেলামিকে পিটার পোটোম্যাকের সলোমন এস্টেটে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলো জাখারি সলোমনের আঠারোতম জন্মদিনে। একজন বখে যাওয় চিরবিদ্রোহী হওয়া সত্ত্বেও সলোমন পরিবারের সন্তান হিসেবে জাখারিকে সে রাতে তাদের

ঐতিহ্য অনুযায়ী উত্তরাধিকার প্রদান করা হয়। পিটারের একজন বিশ্বস্ত বন্ধু এবং ম্যাসনিক ভাই হিসেবে বেলামিকে সেই ঘটনার সাক্ষী হিসেবে সেখানে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছিলো। তবে ছেলেকে শুধুমাত্র টাকা-পয়সা দান করার ঘটনার সাক্ষী হিসেবে বেলামিকে সেদিন উপস্থিত থাকতে বলা হয় নি। টাকা-পয়সার চেয়েও অনেক বড় কিছু ঐ রাতে ঝুঁকির মধ্যে ছিলো।

কথা মতো একটু আগেভাগেই বেলামি পিটারের ব্যক্তিগত স্টাডিরুমে এসে পৌছায় সেই রাতে। চমৎকার ঘরটিতে চামড়া, ফায়ারপ্লেসে কাঠ পোড়ার গন্ধ আর চায়ের সুবাসে পূর্ণ ছিলো। পিটার তার ছেলেকে ঘরে নিয়ে আসার সময় নিজের আসনে বসেছিলো ওয়ারেন। আঠারো বছরের রোগাপাতলা ছেলেটি বেলামি দেখে যারপরনাই বিস্মিত হয়েছিলো। "আপনি এখানে কি করতে এসেছেন?"

"সাক্ষী হতে," বেলামি বললো তাকে। "হ্যাপি বার্থ ডে, জাখারি।"

ছেলেটা গজগজ করতে করতে মুখ সরিয়ে নিলো।

"বসো, জাখ," বললো পিটার।

বাবার বিশাল কাঠের ডেস্কের বিপরীতে একটা চেয়ারে বসলো জাখারি। পিটার ঘরের দরজা লাগিয়ে দিলে তার পাশে আরেকটা চেয়ারে এসে বসলো বেলামি।

খুবই গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বলতে শুরু করলো পিটার সলোমন। "তুমি কি জানো কেন তোমাকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে?"

"মনে হয় জানি," বললো জাখারি।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো সলোমনের বুক থেকে। "আমি জানি অনেক দিন তোমার সাথে আমার একান্তে কোনো কথাবার্তা হয় নি, জাখ। একজন ভালো বাবা হওয়া এবং তোমাকে এই মুহূর্তের জন্যে প্রস্তুত করতে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করেছি।"

জাখারি কিছুই বললো না।

"তুমি তো জানোই, সলোমন পরিবারে প্রত্যেক সন্তানই প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে উঠলে তাকে তার জন্মগত অধিকার দেয়া হয়–সলোমনদের ধনসম্পদের একটি অংশ–যা কিনা তোমার জন্যে একটা বীজ স্বরূপ, এটাকে পরিচর্য করে বড় করে মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করতে হবে তোমাকে।"

দেয়ালের একটা সিন্দুকের কাছে গিয়ে সেটা খুলে বিশাল একটা কালো রঙের ফোল্ডার বের করে আনলো সলোমন। "বাবা, এই পর্টোফলিওতে তোমার নিজের নামে হস্তান্তর করা বৈধ কিছু টাকা-পয়সার কাগজপত্র রয়েছে। এটা তোমর সব ধরণের প্রয়োজন মেটাতে পারবে।" ডেস্কের উপর সেটা রাখলো সে। "এর একটাই লক্ষ্য, এইসব টাকা-পয়সা ব্যবহার করে তুমি তোমার নিজের জীবনটাকে কর্মমুখী, উৎপাদনমুখী করে তুলবে, আরো বিকশিত করবে নিজের আর্থিক সক্ষমতা, যাতে করে মানুষের কল্যাণে কাজ করতে পারো।"

ফোল্ডারটা নেবার জন্যে হাত বাড়ালো জাখারি। "ধন্যবাদ।"

“দাঁড়াও,” পর্টোফোলিও উপর হাত রেখে তার বাবা বললো। “আরেকটা বিষয় তোমাকে খুলে বলার দরকার আছে।”

বাবার দিকে চোখ কুচকে তাকালো জাখারি। সরিয়ে নিলো হাতটা।

“সলোমন পরিবারের উত্তরাধিকারের মধ্যে আরেকটা জিনিস আছে যার কথা তুমি এখনও জানো না।” তার বাবা জাখারির চোখের দিকে তাকিয়ে রইলো। “তুমি আমার একমাত্র সন্তান, জাখারি। তার মানে একটা জিনিস বেছে নেবার অধিকার তোমার আছে।”

টিনএজারকে খুবই কৌতুহলী বলে মনে হলো এখন।

“এটা এমন একটা পছন্দ যা কিনা তোমার ভবিষ্যতকে নির্ধারণ করে দেবে। সুতরাং আমি তোমাকে বলবো কথাটা খুব মন দিয়ে শুনবে।”

“কি বেছে নিতে হবে?”

তার বাবা গভীর ক'রে দম নিলো। “সম্পদ আর প্রজ্ঞার মধ্যে...যে কোনো একটি বেছে নেয়া।”

ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইলো জাখারি। “সম্পদ আর প্রজ্ঞা? বুঝতে পারছি না।”

আবারো সিন্দুকের কাছে গেলো সলোমন। ওখান থেকে পাথরের একটি ম্যাসনিক পিরামিড বের করে আনলো যার গায়ে খোদাই করা সিম্বল রয়েছে। পর্টোফলিওর পাশে সেটা রাখলো পিটার। “অনেক দিন আগে এই পিরামিডটি তৈরি করা হয়েছে, তোমার পরিবার বংশ পরম্পরা এটার মালিক।”

“একটা পিরামিড?” জাখারিকে দেখে মনে হলো সে হতাশ হয়েছে।

“বাবা, এই পিরামিডটি আসলে একটি মানচিত্র...যে মানচিত্র মানবসভ্যতার সবচাইতে মূল্যবান সম্পদ কোথায় লুকিয়ে রাখা আছে তার সন্ধান দেয়। এক দিন এই সম্পদ আহরণ করা হবে তার জন্যেই এই পিরামিডটি তৈরি করা হয়েছে।” গর্বে পিটারের কণ্ঠটা তরঙ্গায়িত হয়ে উঠলো এবার। “আজরাতে ঐতিহ্য অনুসারে আমি এটা তোমার কাছে নিবেদন করছি...তবে কিছু শর্তসাপেক্ষে।”

সন্দেহের চোখে পিরামিডটির দিকে তাকালো জাখারি। “সম্পদটা কি?”

বেলামি ভালো করেই জানে এই মোটা দাগের প্রশ্নটি পিটার আশা করে নি। তারপরেও নিজেকে সংযত রাখলো পিটার। তার অভিব্যক্তিতে কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেলো না।

“জাখারি, এর বিশাল প্রেক্ষাপট ছাড়া তোমাকে এটা বোঝানো খুব কঠিন হবে। তবে এই সম্পদটিকে...মূলত...প্রাচীন প্রজ্ঞা নামেই আমরা অভিহিত ক'রে থাকি।”

হেসে ফেললো জাখারি, তার কাছে মনে হচ্ছে বাবা তার সাথে ঠাট্টা করছে।

এবার পিটারের চোখে এক ধরণের বিষন্নতা দেখতে পেলো বেলামি।

“এটা বর্ণনা করা আমর পক্ষে খুবই কঠিন, জাখ। ঐতিহ্য অনুযায়ী কোনো সলোমন আঠারোতে পা দেয়ার সময় উচ্চতর শিক্ষায় প্রবেশ করে—”

"আমি তো তোমাকে বলেছি!" রেগেমেগে বললো জাখারি, "কলেজে পড়ার ব্যাপারে আমার কোনো আগ্রহ নেই!"

"আমি কলেজের কথা বলি নি," তার বাবা বললো, কণ্ঠটা এখনও শান্ত আর ধীরস্থির। "আমি ফৃম্যাসনারিদের ভ্রাতৃসংঘের কথা বলছি। মানবিক বিজ্ঞানে রহস্যময়তার উপর যে শিক্ষা তার কথা বলছি আমি। আমার সাথে যদি ঐ র‍্যাঙ্কে যোগ দেয়ার কোনো ইচ্ছে থাকে তোমার তবে আজ রাতের এই সিদ্ধান্তটি যে তোমার জন্যে কতোটা গুরুত্বপূর্ন সেটা বোঝার শিক্ষা পাবে তুমি।"

জাখারির চোখ দুটো গোল গোল হয়ে গেলো। "আমাকে ঐসব ম্যাসনিক আর লেকচার দেবে না। আমি জানি সলোমনদের আমিই প্রথম ওখানে যোগ দিতে চাচ্ছি না। তুমি কি বুঝতে পারছো না? একদল বৃদ্ধের সাথে পোশাক পরে ঐসব ফালতু অনুষ্ঠানে অংশ নেবার কোনো ইচ্ছে আমার নে!"

দীর্ঘক্ষণ তার বাবা নিশ্চুপ রইলো। পিটারের তারুণ্য ভরা দু'চোখে সুগভীর বেদনা দেখতে পেলো বেলামি।

"হ্যা, আমি বুঝতে পারছি," শেষে পিটার বললো। "এখন সময় অনেক পাল্টে গেছে। বুঝতে পারছি ম্যাসনারি ব্যাপার স্যাপার হয়তো তোমার কাছে অদ্ভুত লাগে, কিংবা বিরক্তিকর। তবে আমি তোমাকে জানিয়ে দিতে চাই তোমার জন্যে দরজাটা সব সময় খোলা থাকবে। যদি কখনও তোমার মন বদলায় তুমি যোগ দিতে পারবে।"

"এতো আশা কোরো না," তাচ্ছিল্যভরে বললো জাখ।

"যথেষ্ট হয়েছে!" রেগেমেগে উঠে দাঁড়ালো পিটার। "বুঝতে পারছি তোমার জন্যে জীবন খুবই সংগ্রামপূর্ণ, জাখ, তবে আমি তোমার একমাত্র পথপ্রদর্শক নই। অনেক ভালো লোক তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে, যারা তোমাকে ম্যাসনিক সমাজে সাদরে আমন্ত্রণ জানানোর জন্যে প্রস্তত আছে, তোমার সত্যিকারের সম্ভাবনাগুলো দেখিয়ে দিতে পারবে তারা।"

মুচকি হেসে জাখারি বেলামির দিকে তাকালো। "এজন্যেই কি আপনি এখানে এসেছেন, মিঃ বেলামি? তাহলে আপনারা ম্যাসনরা আমার পেছনে উঠেপড়ে লেগেছেন?"

কিছুই বললোনা বেলামি, পিটার সলোমনের দিকে সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে তাকালো সে-জাখারিকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্যে যে এই ঘরে সে-ই হলো সত্যিকারের ক্ষমতাবান ব্যক্তি।

নিজের বাবার দিকে ফিরলো জাখারি।

"জাখ," বললো পিটার, "আমরা কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারলোম না...সুতরাং আমাকে একটা কথা বলতে দাও। তোমাকে আজরাতে যে দায়িত্ব নেবার জন্যে প্রস্তাব দেয়া হলো সেটার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারো আর পারো প্রস্তাব দেয়াটা আমাদের পারিবারিক বাধ্যবাধকতা।" পিরামিডের দিকে ইঙ্গিত করলো সে। "এই পিরামিডের দায়িত্ব নেয়াটা বিরল একটি সম্মানের ব্যাপার। আমি তোমার কাছে একটা অনুরোধ

করবো, কোনো সিদ্ধান্ত নেবার আগে এই সুযোগটা নেবার ব্যাপারে কয়েকটা দিন ভেবে দ্যাখো।"

"সুযোগ?" বললো জাখারি। "একটা পাথর বেবিসিটিং করাকে সুযোগ বলছো?"

"এ পৃথিবীতে অনেক রহস্য আছে, জাখ," একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো পিটার। "আছে এমন অনেক সিক্রেট যা তোমার দূর কল্পনাকেও ছাড়িয়ে যাবে। এই পিরামিড সেরকমই কিছু সিক্রেট রক্ষা করছে। তারচেয়েও বড় কথা, সম্ভবত তোমার জীবৎকালেই এমন একটা সময় আসবে যখন এই পিরামিডের অর্থোদ্ধার করা সম্ভব হবে, সম্ভব হবে এর সিক্রেটগুলো উদ্ধার করা। সেই মুহূর্তটা হবে মানুষের জন্যে বিশাল এক রূপান্তরের সন্ধিক্ষণ...সেই ঘটনায় তোমার নিজের ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে। আমি চাই এ কথাটা খুব ভালো করে, সতর্কভাবে বিবেচনা করবে। সম্পদ খুবই সাধারণ ব্যাপার, কিন্তু প্রজ্ঞা একেবারেই বিরল।" ডেস্কে রাখা পর্টোফোলিও এবং পিরামিডের দিকে ইঙ্গিত করলো সে। "দয়া করে মনে রাখবে, প্রজ্ঞা ছাড়া ধনসম্পদ প্রায়শই ধ্বংসাত্মক পরিণাম বয়ে আনে।"

জাখারিকে দেখে মনে হলো সে ভাবছে তার বাবা একজন বদ্ধ উন্মাদ। "তুমি যা-ই বলো না কেন বাবা, এটার জন্যে আমি আমার উত্তরাধিকার হাতছাড়া করবো না।" পিরামিডের দিকে ইঙ্গিত করলো সে।

বুকের কাছে দু'হাত ভাঁজ করলো পিটার। "এই দায়িত্বটা তুমি নিলে আমি পিরামিড এবং টাকা-পয়সা দুটোই আমার কাছে সযত্নে রেখে দেবো যতো দিন না তুমি ম্যাসনদের শিক্ষা সফলভাবে সমাপ্ত করো। এতে হয়তো কয়েক বছর লেগে যাবে কিন্তু তুমি পিরামিড এবং ধনসম্পদ ভালোমতো গ্রহণ করার মতো পরিপক্ক হয়ে উঠবে ততোদিনে। সম্পদ আর প্রজ্ঞা খুবই সম্ভাবনাময় একটি কম্বিনেশন হবে।"

জাখারি তেঁতে উঠলো। "হায় জিশু! তুমি দেখছি হাল ছাড়ছো না, তাই না? আরে, তুমি কি দেখতে পাচ্ছো না ম্যাসন, পাথরের পিরামিড কিংবা প্রাচীন রহস্য নিয়ে আমার কোনো মাথা ব্যথা নেই?" ডেস্কের উপর রাখা পোর্টফোলিওটা হাতে নিয়ে বাবার চোখের সামনে নেড়ে নেড়ে বললো সে, "এটা আমার জন্মগত অধিকার! আমার সামনে যে দাঁড়িয়ে আছে সেও একই অধিকার ভোগ করেছে। আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না এইসব ফালতু গল্প বলে তুমি আমার উত্তরাধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছো!" পোর্টফোলিওটা বগলদাবা করে দরজার উদ্দেশ্যে পা বাড়ালো সে।

"জাখারি, দাঁড়াও!" ছেলের পেছন পেছন দৌড়ে গেলো পিটার। "তোমার যা খুশি করো, কিন্তু এই পিরামিডের ব্যাপারে কোনো দিন কাউকে কিছুই বোলো না!" আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বললো সে। "কাউকেই না!"

কিন্তু জাখারি তার কথাটা আমলেই নিলো না। গটগট করে চলে গেলো সে।

পিটার সলোমন দু'চোখে তীব্র বেদনা আর হতাশা নিয়ে ডেস্কের চেয়ারে বসে পড়লো। অনেকক্ষণ পর বেলামির দিকে মুখ তুলে তাকালো জোর করে মুখে একটা বিষন্ন

হাসি এঁটে। "ভালোই হলো।"

দীর্ঘশ্বাস ফেললো বেলামি। সলোমনের দুঃখটা বুঝতে পারছে সে। "আমার কথা শুনে মনে কোরো না আমি খুব কঠিন কিছু বলছি...তবে...তুমি কি তাকে বিশ্বাস করো?"

উদাসভাবে চেয়ে রইলো সলোমন।

"মানে..." বেলামি একটু থেমে আবার বললো, "সে কাউকে এই পিরামিডের কথা বলবে না?"

সলোমনের মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেলো। "কী বলবো বুঝতে পারছি না, ওয়ারেন। তাকে আমি এক বিন্দু বুঝতে পারি সেটাও বলতে পারছি না।"

বেলামি উঠে দাঁড়িয়ে পিটারের ডেস্কের সামনে পায়চারি করতে শুরু করে দিলো। "পিটার তুমি তোমার পারিবারিক দায়িত্ব পালন করেছো, কিন্তু এইমাত্র যা ঘটে গেলো সেটা বিবেচনা করে আমাদেরকে একটু সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। তোমার কাছে আমি ক্যাপস্টোনটা ফেরত দিয়ে দেবো যাতে করে নতুন একটা নিরাপদ জায়গায় সেটা রাখতে পারো। অন্য কারোর হাতে এটা থাকা উচিত।"

"কেন?" জানতে চাইলো সলোমন।

"জাখারি যদি পিরামিডের কথাটা কাউকে বলে দেয়...সেই সাথে এটাও জানিয়ে দেয় যে, আমি উপস্থিত ছিলাম..."

"ক্যাপস্টোনের ব্যাপারে সে কিছুই জানে না। তাছাড়া এই পিরামিডের গুরুত্ব সে বোঝেও না। একেবারেই অপরিপক্ক একটা ছেলে। এ নিয়ে আমাদের চিন্তার করার দরকার নেই। নতুন কোনো জায়গায় এটা রাখরাও প্রয়োজন দেখছি না। তুমি যেখানে রাখছো সেখানেই ক্যাপস্টোনটি রেখে দাও। সব সময় আমরা যেখানে রাখি আর কি।"

এর ঠিক ছয় বছর পর এক ক্রিসমাসে বিশালাকৃতির লোকটা সলোমনদের বাড়িতে হানা দেয়। তার দাবি, সে-ই জেলখানায় জাখারিকে খুন করে জেল থেকে পালিয়েছে। ঐ লোকটি পিরামিডের জন্যেই সলোমন এস্টেটে এসেছিলো, কিন্তু ইসাবেল সলোমনের জীবননাশ করা ছাড়া আর কিছু করতে পারে নি সে।

কয়েক দিন পরই পিটার তার নিজের অফিসে বেলামিকে ডেকে পাঠায়। তারপর দরজা লক্ করে সিন্দুক থেকে পিরামিডটি বের ক'রে ডেস্কের উপর রাখে। "তোমার কথাই শোনা উচিত ছিলো আমার।"

বেলামি জানে পিটার অপরাধবোধে ভুগছে। "তাতেও কোনো লাভ হোতো না।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পিটার বললো, "তুমি কি ক্যাপাস্টোনটা নিয়ে এসেছো?"

পকেট থেকে কিউব-আকৃতির একটা ছোট্ট প্যাকেজ বের করলো বেলামি। বাদামি রঙের কাগজ দিয়ে মোড়ানো সেটা। ফিতা দিয়ে বেঁধে সলোমনের আঙটি দিয়ে মোমের সিলগালা করা। ডেস্কের উপর প্যাকেজটা রাখতেই বেলামি বুঝতে পারলো ম্যাসনিক পিরামিডের দুটো অংশ এতো দ্রুত এখন এক সাথে আছে। এতো দ্রুত এ দুটো জিনিস একসাথে করা হবে সেটা তাদের চিন্তায়ও ছিলো না। "অন্য কারোর কাছে এটা রাখার

ব্যবস্থা করো। কার কাছে রাখবে তার নাম আমাকে বোলো না।”

মাথা নেড়ে সায় দিলো সলোমন।

“আমি জানি পিরামিডটি তুমি কোথায় লুকিয়ে রাখতে পারবে,” বললো বেলামি। ক্যাপিটল ভবনের সাববেইজমেন্টের কথা বললো তাকে। “ওয়াশিংটনে এরচেয়ে নিরাপদ জায়গা আর পাবে না।”

বেলামির স্মরণ করলো আইডিয়াটা সঙ্গে সঙ্গেই সলোমনের পছন্দ হয়, তার কারণ আমাদের দেশের হৃদপিণ্ডের প্রতীক হিসেবে জায়গাটিতে এই পিরামিডটি রাখা প্রতীকি অর্থেই যর্থাথ। *টিপিক্যাল সলোমন*, মনে মনে ভাবলো বেলামি। *সংকটের সময়ও আশাবাদী।*

এখন দশ বছর পর বেলামিকে যখন চোখ বেঁধে লাইব্রেরি অব কংগ্রেসের ভেতর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তখন সে ভালো করেই জানে আজরাতের সংটটা আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে অনেক অনেক বেশি গুরুতর। সে আরো জেনে গেছে পিটার সলোমন কার কাছে ক্যাপস্টোনটা রেখেছিলো...ঈশ্বরের কাছে সে প্রার্থনা করলো রবার্ট ল্যাংডন যেনো তার উপর অর্পিত দায়িত্ব ভালোভাবে সম্পন্ন করতে পারে।

অধ্যায় ৬২

আমি সেকেন্ড স্ট্রটের নীচে আছি।

অন্ধকার মাটির নীচ দিয়ে কনভেয়ার বেল্টটা এডামস বিল্ডিং নামে পরিচিত ভবনের দিকে এগিয়ে যাবার সময় রবার্ট ল্যাংডন জোর করে দু'চোখ বন্ধ ক'রে রাখলো। মাথার উপর হাজার হাজার টন মাটি আর সংকীর্ণ টিউবের কথাটা না ভাবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে সে। তার কয়েক গজ সামনে ক্যাথারিনের নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছে, তবে এ পর্যন্ত সে একটা কথাও বলে নি।

ক্যাথারিন ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে আছে। ল্যাংডন তাকে তার ভাইয়ের কর্তিত হাতের কথা না বলার সিদ্ধান্ত নিলো। *তোমাকে বলতেই হবে, রবার্ট। এটা তার জানা দরকার।*

"ক্যাথারিন?" অবশেষে বললো ল্যাংডন, তবে চোখ খুললো না। "তুমি ঠিক আছো তো?"

কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বললো সে, "রবার্ট, যে পিরামিডটি তুমি বহন করছো সেটা পিটারের, তাই না?"

"হ্যা," জবাব দিলো ল্যাংডন।

অনেকক্ষণ কিছু বললো না সে। "আমার মনে হয়...এই পিরামিডটার জন্যেই আমার মা খুন হয়েছেন।"

ইসাবেল সলোমন যে দশ বছর আগে মারা গেছেন সেটা ল্যাংডন ভালো করেই জানে, তবে বিস্তারিত কিছু জানে না সে। পিটার তার কাছে পিরামিডের ব্যাপারে কিছু বলে নি। "তুমি কি বলছো?"

সেই রাতে ঘটে যাওয়া ঘটনাটি যখন বলতে শুরু করলো তখন ক্যাথারিনের কণ্ঠটা আবেগাপ্লুত হয়ে উঠলো। "অনেক দিন আগের ঘটনা তবে লোকটা যে পিরামিড চাইছিলো সে কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। সে বলেছিলো আমার ভাতিজা জাখারির কাছ থেকে জেলে বসে পিরামিডের কথা শুনেছে সে...তাকে খুন করার ঠিক আগ মুহূর্তে।"

অবাক হয়ে শুনতে লাগলো ল্যাংডন। সলোমন পরিবারের উপর নেমে আসা এই বিপর্যয়টা ছিলো একেবারেই অবিশ্বাস্য। ক্যাথারিন বলতে লাগলো, তার বিশ্বাস ছিলো আগন্তুক ঐ রাতেই মারা গিয়েছে...অবশ্য তার এই বিশ্বাস আজ মিথ্যে প্রমাণিত হয়েছে। আজরাতে আবার আর্বিভূত হয়েছে সেই লোকটা। পিটারের মনোবিজ্ঞানী সেজে ক্যাথারিনকে তার বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলো সে। "সে আমার ভায়ের ব্যক্তিগত অনেক বিষয় জানে, সেইসাথে আমার মায়ের মৃত্যু এবং আমার গবেষণার কাজকর্ম সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল আছে লোকটা," কথাটা উদ্বিগ্ন হয়ে বললো ক্যাথারিন, "এসব কথা

কেবলমাত্র আমার ভায়ের কাছ থেকেই জানা সম্ভব। সেজন্যেই তাকে আমি বিশ্বাস করেছিলাম...ফলে খুব সহজেই আমার ল্যাবে ঢুকতে পেরেছে সে।" গভীর করে দম নিয়ে ক্যাথারিন ল্যাংডনকে বললো, সে একদম নিশ্চিত আজ রাতে তার ল্যাবটা ধ্বংস ক'রে ফেলেছে ঐ লোক।

সব শুনে হতভম্ব হয়ে গেলো ল্যাংডন। কিছুক্ষণ তারা দু'জন কোনো কথাই বলতে পারলো না। ল্যাংডন বুঝতে পারলো আজরাতের বাকি ঘটনাগুলো ক্যাথারিনকে বলাটা জরুরি হয়ে পড়েছে। ধীরে ধীরে তাকে বলতে শুরু করলো সে বছর কয়েক আগে তার ভাই তাকে একটা প্যাকেজ রাখতে দেয়ার কথা, আজরাতে কিভাবে তাকে সুকৌশলে ওয়াশিংটনে নিয়ে আসা হয়েছে এবং অবশেষে তার ভায়ের কর্তিত হাতটা ক্যাপিটল ভবনের রটুন্ডায় পাওয়া যাওয়ার খবর।

একেবারে চুপ মেরে গেলো ক্যাথারিন।

ল্যাংডন নিশ্চিত জানে ক্যাথারিন নীরবে ফোঁপাচ্ছে। তাকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিতে চাইলো সে। কিন্তু যে অবস্থায় তারা এখন আছে তাতে সেটা সম্ভব নয়। "পিটার বেঁচে আছে," ফিসফিস করে বললো সে। "তাকে আমরা উদ্ধার করবো।" তাকে আশ্বস্ত করার জন্যে বললো ল্যাংডন। "ক্যাথারিন, পিটারকে যে লোক আঁটকে রেখেছে সে আমাকে কথা দিয়েছে পিটারকে জীবিত ফিরিয়ে দেয়া হবে...তার জন্যে পিরামিডটার অর্থোদ্ধার করার পর পরই।"

তবুও ক্যাথারিন কিছুই বললো না।

ল্যাংডন বলতে থাকলো। পাথরের পিরামিড, তার গায়ে খোদাই করা ম্যাসনিক সিফার, ক্যাপস্টোন, এবং বেলামির দাবি মতো এই পিরামিডটা যে ম্যাসনিক লিজেন্ডের সেই পিরামিড সেটাও...এটা আসলে এক ধরণের মানচিত্র, যার সূত্র ধরে ওয়াশিংটনে গোপন এক সিঁড়ির সন্ধান পাওয়া যাবে আর ঐ সিঁড়িটা দিয়ে পৌছে যাওয়া যাবে মাটির অনেক নীচে...সেখানে বহুকাল আগে প্রাচীন একটা সম্পদ মাটি চাপা দিয়ে রাখা আছে।"

অবশেষে ক্যাথারিন যখন কথা বললো তার কণ্ঠে কোনো আবেগের ছ'টা দেখা গেলো না। "রবার্ট, চোখ খোলো।"

আমার চোখ খুলবো? এই সংকীর্ণ জায়গাটা দেখার কোনো ইচ্ছে নেই তার।

"রবার্ট!" বেশ তাড়া দিয়ে বললো এবার। "চোখ খুলে দ্যাখো! আমরা পৌছে গেছি!"

চোখ খুলে ল্যাংডন যে জায়গাটা দেখতে পেলো সেটা দেখতে ঠিক যেখান থেকে তারা কনভেয়ার বেল্টে উঠেছিলো সেরকম। ক্যাথারিন এরইমধ্যে নেমে ল্যাংডনের ডে-ব্যাগটা নিয়ে নিয়েছে। কনভেয়ার বেল্টটা ঘুরে যাবার আগেই ল্যাংডন লাফ দিয়ে নেমে পড়লো সেটা থেকে। জায়গাটাতে একটা সাইনে লেখা আছে এডামস বিল্ডিং : সার্কুলেশন রুম ৩।

ল্যাংডনের মনে হলো ভূগর্ভস্থ কোনো খালের ভেতর থেকে এইমাত্র বের হয়ে এলো সে। *পূণর্জন্ম।* ক্যাথারিনের দিকে ফিরলো সে। "তুমি ঠিক আছো তো?"

তার চোখ দুটো লাল টকটকে, বোঝা যাচ্ছে নীরবে কেঁদেছে, তবে সায় জানালো সে ঠিক আছে। কোনো কথা না বলে ল্যাংডনের ডে-ব্যাগটা তুলে নিয়ে ঘরের একপ্রান্তে একটা ডেস্কের উপর সেটা রাখলো। ডেস্কের হ্যালোজেন লাইটটা জ্বালিয়ে ব্যাগের জিপার খুলে ভেতরে তাকালো সে।

হ্যালোজেন লাইটের আলোতে পিরামিডটি দেখতে কদাকার লাগলো। এর গায়ে খোদাই করা সিম্বলগুলো উপর ক্যাথারিন হাত বোলাতেই ল্যাংডন টের পেলো ক্যাথারিনের ভেতর প্রচণ্ড আবেগ বয়ে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে ডে-ব্যাগ থেকে কিউব-আকৃতির প্যাকেজটাও বের করে আলোর সামনে তুলে ধরলো সে। বেশ কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করলো সেটা।

"দেখতেই পাচ্ছো, মোমের উপর পিটারের আঙটি দিয়ে সিলটা মারা আছে," বললো ল্যাংডন। "সে আমাকে বলেছে এই প্যাকেজে একশ' বছরেরেও বেশি সময় আগে এই সিলটা দেয়া হয়েছে।"

কিছুই বললো না ক্যাথারিন।

"তোমার ভাই যখন এই প্যাকেজটা বিশ্বাস করে আমার কাছে রাখে তখন বলেছিলো এটা নাকি আমাকে বিশৃঙ্খলা থেকে শৃঙ্খলা আনার শক্তি দান করবে। তার কথাটার অর্থ আমি বুঝতে পারি নি। তবে ধারণা করছি ক্যাপস্টোনটি গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রকাশ করবে, কারণ পিটার বেশ জোর দিয়ে বলেছিলো এটা যেনো কোনোভাবেই ভুল হাতে না পড়ে। মিঃ বেলামিও একটু আগে আমাকে একই কথা বলেছে। বার বার তাগাদা দিয়েছে এটা লুকিয়ে রাখার জন্যে, কারো কাছে যেনো এই প্যাকেজটা না দিই।"

ক্যাথারিন এবার ফিরে তাকালো। তার চোখেমুখে প্রচণ্ড ক্রোধ। "বেলামি তোমাকে বলেছে এই প্যাকেজটা না খুলতে?"

"হ্যা। বেশ দৃঢ়ভাবেই বলেছে সে।"

ক্যাথারিনকে দেখে খুবই বিস্মিত মনে হচ্ছে। "কিন্তু তুমিই না বললে একমাত্র এই ক্যাপস্টোনটা দিয়েই পিরামিডটার গায়ে যে সিফার আছে সেটার অর্থোদ্ধার করা যাবে?"

"সম্ভবত তাই।"

এবার ক্যাথারিনের কণ্ঠটা চড়া হয়ে গেলো। "তুমি বললে এই পিরামিডটার অর্থোদ্ধার করতেই তোমাকে বলা হয়েছে। পিটারকে ফিরে পাবার এটাই একমাত্র পথ, ঠিক?"

সায় দিলো ল্যাংডন।

"তাহলে আমরা এটা বের ক'রে অর্থোদ্ধার করছি না কেন?!"

কি বলবে বুঝতে পারছে না ল্যাংডন। "ক্যাথারিন এই একই কথা আমি বেলামিকেও বলেছি, কিন্তু তারপওর সে আমাকে বেলেছে কোনো কিছুর বিনিময়েই যেনো আমি এই পিরামিডটির সিক্রেট ফাঁস না করি, এমনকি এটার কথা কাউকে যেনো না বলি...সেটা তোমার ভায়ের জীবনের বিনিময়ে হলেও।"

ক্যাথারিনের সুন্দর মুখটা শক্ত হয়ে গেলো। কানের পাশ থেকে চুল সরিয়ে দৃঢ়ভাবে বললো, "এই পাথরের পিরামিডটি যা-ই হোক না কেন, আমার পুরো পরিবারকে শেষ করে দিয়েছে। প্রথমে আমার ভাতিজা জাখারি, তারপর আমার মা আর এখন আমার একমাত্র ভাই। আর এটাও মনে রাখবে রবার্ট, তুমি যদি আজরাতে আমাকে ফোন করে সতর্ক না করতে..."

ল্যাংডন টের পেলো ক্যাথারিনের যুক্তি আর বেলামির শক্ত অনুরোধের মাঝখানে আঁটকা পড়ে গেছে সে।

"হতে পারি আমি একজন বিজ্ঞানী," ক্যাথারিন বললো, "তবে আমি এমন একটি পরিবার থেকে এসেছি যারা ম্যাসন হিসেবে যথেষ্ট পরিচিত। বিশ্বাস করো, আমি ম্যাসনিক পিরামিডের ব্যাপারে সবগুলো গল্পই শুনেছি, এটা নাকি এমন এক সম্পদের প্রতিশ্রুতি দেয় যা দিয়ে মানবসভ্যতা জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত হয়ে উঠবে। সত্যি বলতে কি, এরকম কিছুর অস্তিত্ব আছে সে কথা বিশ্বাস করতে আমার কষ্ট হয়। আর সেটার অস্তিত্ব যদি থেকেও থাকে...তাহলে সময় এসেছে সেটা প্রকাশ করার।" প্যাকেজের ফিতা খুলতে উদ্যত হলো ক্যাথারিন।

লাফ দিয়ে উঠলো ল্যাংডন। "ক্যাথারিন, না! দাঁড়াও!"

থামলেও তার হাতটা ফিতা ধরে রাখলো। "রবার্ট, এই জিনিসের জন্যে আমি আমার ভাইকে মরতে দেবো না। এই ক্যাপস্টোনটি যাই বলুক না কেন...এই খোদাই করা সিম্বল যে হারানো সম্পদের কথাই প্রকাশ করুক না কেন...আজরাতে এসব সিক্রেটের পরিসমাপ্তি ঘটবে।"

এ কথা বলার সাথে সাথেই ফিতা টেনে প্যাকেজটা খুলতে শুরু করলো ক্যাথারিন সলোমন।

অধ্যায় ৬৩

ওয়াশিংটনের অ্যাম্বাসি রো নামে পরিচিত অঞ্চলের পশ্চিমে এক নিরিবিলি আবাসিক এলাকায় মধ্যযুগের স্টাইলে দেয়াল ঘেরা একটি বাগান রয়েছে, কথিত আছে এর গোলাপগুলো বারো শতকের গাছ থেকে ফুঁটে থাকে। বাগানের পাথরের গ্যাজোবোটি সবার কাছে অন্ধকার ঘর হিসেবে পরিচিত। এর চারপাশ দিয়ে পাথর বিছানো যে কয়টি পথ চলে গেছে সেগুলো জর্জ ওয়শিংটনের ব্যক্তিগত খনির পাথর থেকে সংগ্রহ করা।

আজরাতে এই বাগানের নীরবতা ভাঙলো কাঠের গেট দিয়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসা এক যুবকের চিৎকারে।

"হ্যালো?" চাঁদের আলোয় তাকে খুব নার্ভাস দেখাচ্ছে। "আপনি কি এখানে আছেন?"

যে কণ্ঠটা জবাব দিলো সেটা এতোটাই ক্ষীণ যে শ্রবনযোগ্য নয়। "গাজেবো'তে আছি...একটু বায়ু সেবন করছি।"

যুবক তার বয়োজ্যেষ্ঠকে পাথরের বেঞ্চে কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে থাকতে দেখলো। কুঁজো হয়ে আসা বৃদ্ধ আকারে খুবই ছোটোখাটো আর হালকা পাতলা গড়নের। বয়স তাকে কাবু করে ফেলেছে, কেড়ে নিয়েছে দৃষ্টিশক্তি। কিন্তু তার মনের জোর আগের মতোই অটুট রয়েছে।

জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে নিতে যুবক তাকে বললো "একটু আগে...আপনার বন্ধু...ওয়ারেন বেলামির কাছ থেকে...একটা কল পেয়েছি।"

"ওহ্?" বৃদ্ধ নড়েচড়ে বসলো। "কোন্ ব্যাপারে?"

"তিনি আমাকে সেটা বলেন নি, তবে কথা শুনে মনে হলো খুব তাড়াহুড়ার মধ্যে আছেন। আমাকে বললেন তিনি নাকি আপনার ভয়েস মেইলে একটা মেসেজ পাঠিয়েছেন। মেসেজটা আপনাকে এক্ষুণি শুনতে হবে।"

"শুধু এই বলেছে?"

"ঠিক তা নয়।" যুবক একটু থেমে আবার বললো, "তিনি আমাকে বলেছেন আপনাকে যেনো আমি একটা প্রশ্ন করি।" *খুবই অদ্ভুত একটি প্রশ্ন।* "তিনি বলেছেন এক্ষুণি আপনার কাছে থেকে এটার জবাব চান।"

বৃদ্ধ সামনের দিকে ঝুঁকে এলো। "প্রশ্নটা কি?"

যুবক মিঃ বেলামির প্রশ্নটা যেই না বললো অমনি কালো হয়ে গেলো বৃদ্ধের মুখ। আর সেটা এমনকি চাঁদের আলোয়ও স্পষ্ট বোঝা গেলো। সঙ্গে সঙ্গে গায়ের চাদরটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে নিজের পায়ে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলো সে।

"আমাকে ভেতরে নিয়ে যেতে সাহায্য করো তো, বাবা। এক্ষুণি।"

অধ্যায় ৬৪

আর কোনো সিক্রেট নয়, ভাবলো ক্যাথারিন সলোমন।

তার সামনে টেবিলের উপর মোমের সিলগালাটি বংশপরম্পরায় অক্ষত ছিলো এখন সেটা ভেঙে পড়ে আছে। তর ভাইয়ের অমূল্য জিনিসটা যে বাদামি রঙের কাগজে মোড়ানো ছিলো সেটাও খুলে ফেলেছে সে। তার পাশে ল্যাংডনকে দেখে মনে হচ্ছে পুরোপুরি অস্বস্তিতে পড়ে গেছে।

কাগজের ভেতর থেকে ধূসর রঙের পাথরে তৈরি ছোট্ট একটা বাক্স বের করে এনেছে ক্যাথারিন। পালিশ করা গ্রানাইটের কিউবের সাথে বেশ মিল আছে এটার। বাক্সটার কোনো হাতল, ঢাকনা কিংবা ভেতরটা দেখার মতো কোনো পথ নেই। এটা দেখে চায়নিজ পাজল বক্সের কথা মনে পড়ে গেলো ক্যাথারিনের।

"এটা দেখে তো সলিড ব্লক বলেই মনে হচ্ছে," আলতো করে হাত বোলাত বোলাতে বললো সে। "তুমি নিশ্চিত এক্সরে'তে এটার ভেতর একটা ক্যাপস্টোন দেখা গেছে?"

"হ্যা," বললো ল্যাংডন। ক্যাথারিনের কাছে এসে রহস্যময় বক্সটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো সে। তারা দু'জনেই ওটার ভেতরটা কিভাবে দেখা যায় উল্টেপাল্টে দেখলো।

"পেয়েছি," বাক্সের উপরের দিকে একটা প্রান্তে নখ দিয়ে লুকানো ঢাকনাটা খুঁজে পেতেই বললো ক্যাথারিন। বাক্সটা ডেস্কে রেখে আস্তে করে খুলে ফেললো সেই ঢাকনাটি।

ঢাকনা খুলে যেতেই ক্যাথারিন আর ল্যাংডন হাফ ছেড়ে যেনো বাঁচলো। বাক্সের ভেতরে রাখা জিনিসটা মনে হয় জ্বলজ্বল করছে। একেবারে চকচক করছে সেটা। এতো বড় স্বর্নের জিনিস ক্যাথারিন জীবনে কখনও দেখে নি। তবে একটু পরই বুঝতে পারলো বহুমূল্যবান জিনিসটি ডেস্কের ল্যাম্পের আলোয় বিবিকরণ ছড়াচ্ছে।

"অসাধারণ," ক্যাথারিন চাপা কণ্ঠে বললো। অন্ধকার পাথরের কিউবের ভেতর একশ বছরেরও বেশি সময় থাকা সত্ত্বেও ক্যাপস্টোনটির ঔজ্জ্বল্য একটুও ম্রিয়মান হয় নি। প্রকৃতিতে ধাতব জিনিসের ক্ষয়ে যাওয়া রোধ করে স্বর্ণ। প্রাচীন কালের লোকেরা এটাকে সেই কারণেই জাদুর ধাতু হিসেবে ভাবতো। জিনিসটার দিকে উপুড় হয়ে ভালো করেই দেখতেই ক্যাথারিনের নাড়িস্পন্দন বেড়ে গেলো। "এখানে খোদাই করে কিছু লেখা আছে।"

ল্যাংডনও খুব কাছে এসে সেটা দেখলো। তার নীল চোখ দুটোতে প্রচণ্ড কৌতুল। ক্যাথারিনকে সে বেলেছে প্রাচীন গৃসের লোকেরা সিম্বলন তৈরি করতো–একটা কোডকে

বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করা–এই ক্যাপস্টোনটি পিরামিড থেকে অনেক বছর পৃথক ছিলো, পিরামিডের সিফারটার অর্থোদ্ধার করতে হলে এটার দরকার আছে। এই খোদাই করা লেখায় যা-ই বলা হয়ে থাকুক না কেন, সেটা বিশৃঙ্খলা থেকে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবে।

ছোট্ট বাক্সটি আলোর দিকে তুলে ধরে ক্যাপস্টোনের উপর তাকালো কাথারিন।

ছোটো হলেও খোদাই করা লেখাটা খুব সহজেই চোখে পড়ে–ক্যাপস্টোনের একটা দিকে সুন্দর করে সেটা খোদাই করা হয়েছে। খুব সহজ সরল ছয়টি শব্দ পড়লো ক্যাথারিন।

তারপর আবারো পড়লো।

"না!" অস্ফূট স্বরে বললো সে। "এটা হতে পারে না!"

রাস্তার ওপারে ডিরেক্টর সাটো ক্যাপিটল ভবনের বাইরে ফুটপাত দিয়ে হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ফার্স্ট স্ট্রটে, তার সাথে যেখানে দেখা হবার কথা সেদিকে। ফিল্ড টিমের কাছ থেকে যে সংবাদ পেয়েছে সেটা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। ল্যাংডন নেই। পিরামিড নেই। ক্যাপস্টোনও নেই। বেলামিকে কাস্টডিতে নেয়া হয়েছে, কিন্তু সে তাদেরকে সত্য কথাটা বলছে না। অন্তত এখন পর্যন্ত বলছে না আর কি।

আমি তার মুখ দিয়ে কথা বের করবোই।

পেছনে ফিরে ওয়াশিংটনের নতুন স্থাপনাটি দেখলো সে–ক্যাপিটল গম্বুজের নীচে নতুন ভিজিটর সেন্টার। আলোকিত গম্বুজটা কেবলমাত্র আজরাতের সত্যিকারের বিপদটাকেই যেনো স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। *বিপজ্জনক সময়।*

তার সেলফোনে রিং হলে ডিসপ্লে'তে তার অ্যানালিস্টের নাম্বারটা দেখে সাটো একটু স্বস্তিবোধ করলো।

"নোলা," বললো সাটো। "কি পেয়েছো তুমি?"

নোলা কাই তাকে দুঃসংবাদ দিলো। ক্যাপস্টোনের এক্সরে থেকে যে খোদাই করা সিম্বলের ছবি পেয়েছে তারা সেটা এতোটাই ক্ষীণ যে পড়া সম্ভব নয়। ইমেজ-এনহান্সিং ফিল্টারেও খুব একটা কাজ হয় নি। *ধ্যাত।* দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরলো সাটো। "ষোলো অক্ষরের গ্রিডটার ব্যাপার কি?"

"আমি সেটা এখনও চেষ্টা করে দেখছি," বললো নোলা। "কিন্তু আমার হাতে বাকি এক্রিমপশনটা নেই বলে ধরতে পারছি না। কম্পিউটারে ওগুলো রিশাফল করে বিশ বিলিয়ন সম্ভাবনা পেয়েছি।"

"লেগে থাকো। কিছু পেলে আমাকে জানিও।" ফোন রেখে দিলো সাটো। পিরামিডটার অর্থোদ্ধার করার জন্যে তার কাছে যে দুটি সম্বল আছে সেই একটি ছবি আর এক্সরে খুব দ্রুতই অকার্যকর হিসেবে প্রমাণিত হচ্ছে। *ঐ পিরামিড আর ক্যাপস্টোনটা আমার দরকার...সময় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে।*

সাটো ফার্স্ট স্ট্রটে পৌছাতেই একটি কালো রঙের এসকালেড এসইউভি এসে থামলো ঠিক যেখানে তাদের দেখা হওয়ার সেখানে। ভেতর থেকে একজন এজেন্ট বেরিয়ে এলো সঙ্গে সঙ্গে।

"ল্যাংডনের ব্যাপারে কোনো কথা হয়েছে?" জানতে চাইলো সাটো।

"আত্মবিশ্বাস খুব প্রবল," নিরাবেগভাবে বললো লোকটি। "ব্যাকআপ এইমাত্র এসে পড়েছে। লাইব্রেরির সবগুলো দরজা ঘেরাও করা হয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যে এয়ার সাপোর্ট টিমও এসে পড়বে। আমরা তাকে টিয়ারগ্যাস দিয়ে কাবু করবো। পালানোর কোনো জায়গা সে পাবে না।"

"আর বেলামি?"

"পেছনের সিটে বাধা অবস্থায় আছে।"

ভালো। তার কাঁধটা এখনও দপদপ ক'রে ব্যথা করছে।

সাটোকে এজেন্ট প্লাস্টিকের একটি নমুনা সংগ্রহের ব্যাগ দিলো, ওটার ভেতর একটা সেলফোন, কিছু চাবি আর মানিব্যাগ রয়েছে। "বেলামির জিনিসপত্র।"

"আর কিছু?"

"না, ম্যাম। পিরামিড আর প্যাকেজটা অবশ্যই ল্যাংডনের কাছে আছে।"

"ঠিক আছে,' বললো সাটো। "বেলামি অনেক কিছু জানে, কিন্তু বলছে না। তাকে আমি নিজে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাই।"

"হ্যা, ম্যাম। তাহলে কি ল্যাঙ্গলে'তে যাচ্ছেন?"

গভীর করে দম নিয়ে সাটো এসইউভি'র পাশে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। আমেরিকার বেসামরিক নাগরিকদের জিজ্ঞাসবাদ করার জন্যে কঠিন প্রটোকল রয়েছে। বেলামিকে জিজ্ঞাসাবাদ করাটা হবে একেবারেই বেআইনী একটা কাজ, যদি সেটা ল্যাঙ্গলের অভ্যন্তরে ভিডিও, উকিল এবং সাক্ষীর উপস্থিতিতে করা না হয়। "ল্যাঙ্গলে'তে নয়," বললো সাটো, কাছাকাছি কোথায় কাজটা করা যায় ভেবে নিলো একটু। *এবং অবশ্যই একান্তে কাজটা করতে হবে।*

এজেন্ট কিছুই বললো না। আদেশের জন্যে অপেক্ষা করছে সে।

একটা সিগারেট ধরিয়ে লম্বা টান দিয়ে বেলামির আইটেমগুলোর দিকে তাকালো। সাটো লক্ষ্য করেছে তার চাবির রিংটায় একটা ইলেক্ট্রনিক ফবও রয়েছে, তাতে লেখা আছে চারটা অক্ষর–USBG। সাটো ভালো করেই কোন্ সরকারি ভবনে এই ফবটা দিয়ে প্রবেশ করা যায়। এ মুহূর্তে সেই ভবনটিতে একান্তে কথা বলার জন্যে যর্থাথ হবে, তাছাড়া খুব কাছেই রয়েছে সেটা।

মুচকি হেসে ফবটা পকেটে রেখে দিলো সাটো। *পারফেক্ট।*

এজেন্টকে যখন সে বললো কোথায় বেলামিকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাচ্ছে সে, ধরেই নিয়েছিলো কথাটা শুনে খুব অবাক হবে লোকটা। কিন্তু লোকটা মাথা নেড়ে সায় দিয়ে গাড়ির প্যাসেঞ্জার দরজাটা খুলে দিলো তার জন্যে। তার শীতল দু'চোখ দেখে কিছুই

বোঝার উপায় নেই।

পেশাদার লোকজন সাটো খুব পছন্দ করে।

এডামস বিল্ডিংয়ের বেইজমেন্টে ল্যাংডন অবাক চোখে ক্যাপস্টোনের গায়ে খোদাই করা লেখাটার দিকে তাকিয়ে আছে।

শুধু এ কথাই লেখা আছে?

তার পাশে বাতির আলোয় ক্যাপস্টোনটা হাতে নিয়ে মাথা ঝাঁকাচ্ছে ক্যাথারিন। "অবশ্যই আরো কিছু আছে," সে জোর দিয়ে বললো। তার কথা শুনে হচ্ছে হতাশ হয়েছে। "এই জিনিসটা আমার ভাই এতোগুলো বছর ধরে রক্ষা করে গেছে?"

ল্যাংডনকে মানতেই হলো সে হতবুদ্ধিকর হয়ে পড়েছে। পিটার আর বেলামির কথা মতো এই ক্যাপস্টোনটিতে এমন কিছু থাকবে যা দিয়ে পাথরের পিরামিডটির গায়ে যে সিম্বলগুলো রয়েছে কার অর্থোদ্ধার করা যাবে। তাদের এসব কথা শুনে ল্যাংডনের আশা ছিলো মহা মূল্যবান কোনো তথ্য থাকবে। এখন যা দেখতে পাচ্ছে সেটা একেবারেই ফালতু জিসি। *এটা দিয়ে কিছুই করা যাবে না।* আরেকবার ক্যাপস্টোনের গায়ে লেখা ছয়টি শব্দ পড়ে দেখলো ল্যাংডন।

সিক্রেটটা
লুকিয়ে রাখা হয়েছে
দ্য অর্ডার-এর অভ্যন্তরে।

সিক্রেটটা লুকিয়ে রাখা হয়েছে দ্য অর্ডার-এর অভ্যন্তরে?

প্রথম দর্শনে লেখাটা দেখে মনে হবে পরিস্কার করেই কথাটা বলা হয়েছে–পিরামিডের অক্ষরগুলো 'আউট অব অর্ডার' 'এলোমেলো' অবস্থায় আছে এবং ঐসব এলোমেলো অক্ষরগুলো যথার্থভাবে সাজিয়ে নিতে পারলেই তাদের সিক্রেটটা জানা যাবে। "The এবং Order শব্দটি ক্যাপিটাল অক্ষরে লেখা," বললো ল্যাংডন।

উদাসভাবে ক্যাথারিন মাথা নেড়ে সায় দিলো। "আমিও দেখেছি।"

সিক্রেটটা অর্ডার-এর ভেতরেই লুকিয়ে রাখা হয়েছে। কেবল একটা যুক্তিই দিতে পারে ল্যাংডন। "'The Order' বলতে অবশ্যই *ম্যাসনিক অর্ডার*কে বোঝাচ্ছে।"

"আমি তোমার সাথে একমত, কিন্তু তারপরেও এটা দিয়ে কোনো সাহায্য পাওয়া যাবে না। এ দিয়ে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।"

ল্যাংডনকেও সেটা মেনে নিতে হলো। হাজার হোক, ম্যাসনিক পিরামিডের পুরো গল্পটাতে ম্যাসনদের অভ্যন্তরেই সিক্রেটটা লুকিয়ে রাখরা কথা বলা হয়েছে।

“রবার্ট, আমার ভাই কি তোমাকে বলে নি এই ক্যাপস্টোনটি তোমাকে শৃঙ্খলা মানে অর্ডার দেখার ক্ষমতা দেবে, যেখানে বাকিরা এটাতে দেখতে পাবে বিশৃঙ্খলা?”

উদভ্রান্তের মতো মাথা নেড়ে সায় দিলো সে। আজরাতে দ্বিতীয় বারের মতো রবার্ট ল্যাংডন নিজেকে অযোগ্য ব'লে মনে করলো।

অধ্যায় ৬৫

অপ্রত্যাশিত ভিজিটর মহিলা সিকিউরিটি গার্ডকে ঘায়েল করার পর পরই যে জানালা দিয়ে সিকিউরিটি গার্ড তার গোপন কাজের জায়গাটি দেখেছিলো সেটাতে রঙ ক'রে ফেললো মালাখ।

এবার মৃদু নীলচে বাতিজ্বলা বেইজমেন্ট থেকে বেরিয়ে গোপন একটি দরজা দিয়ে নিজের লিভিংরুমে চলে এলো সে। ভেতরে ঢুকে তার ঘরে রাখা থৃ গ্রেসেস পেইন্টিংটার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিজের ঘরের অতি পরিচিত শব্দ আর গন্ধটা প্রাণ ভরে উপভোগ করলো।

খুব জলদিই আমি এ জায়গা ছেড়ে চলে যাবো। মালাখ জানে আজরাতের ঘটনার পর এখানে আর ফিরে আসতে পারবে না। *আজরাতের পর,* মনে মনে বলে মুচকি হাসলো সে, *এ জায়গাটা আর আমার কোনো দরকার নেই।*

রবার্ট ল্যাংডন পিরামিডের সত্যিকারের ক্ষমতাটি বুঝতে পেরেছে কিনা ভাবলো সে...অথবা এ কাজের জন্যে তার নিজের ভূমিকা, যা কিনা নিয়তি তাকে বেছে নিয়েছে। *ল্যাংডন আমাকে এখনও ফোন করে নি,* ডিসপোজেবল মোবাইল ফোনে কোনো মেসেজ এসেছে কিনা সেটা দেখার জন্যে দু'দুবার চেক করার পর ভাবলো মালাখ। এখন রাত ১০:০২। তার হাতে দু'ঘণ্টারও কম সময় আছে।

উপরতলায় ইটালিয়ান মার্বেলের বাথরুমে গিয়ে উষ্ণজলের শাওয়ারে নিজেকে ভিজিয়ে নিলো। নিয়মমতো পুরোপুরি নগ্ন হয়ে শরীর পরিস্কার করার কাজটি করতে শুরু করলো সে।

ক্ষুধার্ত পেট ঠাণ্ডা রাখার জন্যে দু'গ্লাস পানি পান করে ফুললেন্থ আয়নার সামনে গিয়ে নিজের নগ্ন শরীরটা দেখে নিলো মালাখ। দু'দিন ধরে অভুক্ত থাকার কারণে তার পেশীগুলো নিস্তেজ হয়ে আছে। নিজের রূপান্তরে মুগ্ধ না হয়ে পারলো না সে। *ভোরের মধ্যে আমি আরো বেশি রূপান্তরিত হবো।*

অধ্যায় ৬৬

“এখান থেকে আমাদের চলে যাওয়া উচিত,” ক্যাথারিনকে বললো ল্যাংডন। “ওরা খুব দ্রুত খুঁজে বের করতে পারবে আমরা কোথায় আছি।” আশা করলো বেলামি পালাতে সক্ষম হয়েছে।

ক্যাথারিন এখনও স্বর্ণের ক্যাপস্টোনটির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ওটাতে যে লেখাটা আছে সেটা কোনো সাহায্যে লাগবে না দেখে তার চোখেমুখে হতাশা আর অবিশ্বাস ফুটে উঠেছে। বাক্স থেকে ক্যাপস্টোনটি বের করে উল্টেপাল্টে দেখে আবার বাক্সের ভেতরে রেখে দিয়েছে সেটা।

সিক্রেটট দ্য অর্ডারের অভ্যন্তরে লুকিয়ে রাখা হয়েছে, ভাবলো ল্যাংডন। *বিশাল সাহায্য পাওয়া গেলো।*

সম্ভবত পিটারকে এই বাক্সটার ব্যাপারে ভুল তথ্য দেয় হয়েছে, এরকম ভাবনাও তার মধ্যে চলে এলো এখন। কারণ এই পিরামিডটি পিটারের জন্মের বহু আগে তৈরি করা হয়েছিলো, পিটারের পূর্ব-পুরুষেরা তাকে যা বলেছে পিটার তাই করে গেছে। একটা সিক্রেট রক্ষা করে গেছে দিনের পর দিন। এ সম্পর্কে তার ধারণা খুব সম্ভবত ক্যাথারিন এবং ল্যাংডনের চেয়ে খুব বেশি স্পষ্ট নয়।

আমি কি প্রত্যাশা করেছিলাম? ভাবলো ল্যাংডন। আজরাতে ম্যাসনিক পিরামিডের লিজেন্ড সম্পর্কে যতোই সে জানতে পারছে বুঝতে পারছে এসবের বাস্তবিক সম্ভাবনা ততোই কমে আসছে। *বিশাল পাথরের আড়ালে একটা সিঁড়ি খুঁজছি আমি?* ল্যাংডনের মনের গভীরে একটা কণ্ঠ বলছে সে ছায়ার পেছনে ছুটে বেড়াচ্ছে। তাসত্ত্বেও পিরামিডটির অর্থোদ্ধার করাই হলো পিটারকে রক্ষা করা তার একমাত্র সুযোগ।

“রবার্ট, ১৫১৪ সাল কি তোমার কাছে কোনো অর্থ বহন করে?”

পনেরো-চৌদ্দ? প্রশ্নটা শুনে তার কাছে কিছুই মনে হলো না। কাঁধ ঝাঁকালো ল্যাংডন। “না। কেন?”

তার হাতে পাথরের বাক্সটা দিয়ে দিলো ক্যাথারিন। “দ্যাখো। বাক্সের গায়ে একটা তারিখ লেখা আছে। আলোর নীচে দ্যাখো।”

একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ে আলোর নীচে কিউব-আকৃতির বাক্সটার তলায় ভালো ক'রে দেখলো সে। তার কাঁধে আলতো ক'রে হাত রাখলো ক্যাথারিন। বাক্সের গায়ে খোদাই করা লেখাটার দিকে ইঙ্গিত করলো সে।

“পনেরো-চৌদ্দ A.D.,” ক্যাথারিন বললো।

খোদাই করে ১৫১৪ লেখা হয়েছে, তার পাশে অদ্ভুতভাবে লেখা হয়েছে A এবং D।

1514 Ѧ

"সম্ভবত এই তারিখটাই হলো সেই সংযোগ যা আমরা খুঁজছি?" ক্যাথারিন বললো, তার কণ্ঠটা খুব আশাবাদী শোনাচ্ছে এখন। "এই তারিখটা দেখে মনে হচ্ছে এটা কোনো ম্যাসনিক কর্নারস্টোন। সুতরাং এটা হয়তো সত্যিকারের কোনো কর্নারস্টোনের দিকেই ইঙ্গিত করছে? সম্ভবত খৃস্টপূর্ব ১৫১৪ সালে নির্মিত কোনো ভবন?"

তার কথাটা ল্যাংডন শুনতেই পেলো না।

পনেরো-চৌদ্দ এ.ডি. কোনো তারিখ নয়।

সিম্বলটি যেকোনো মধ্যযুগীয় পণ্ডিত একবার দেখেই চিনতে পারবে। এটি একটি সুপরিচিত সিম্বেচার–সিগনেচারের জায়গায় যে সিম্বল ব্যবহার করা হয়। প্রথম দিককার অনেক দার্শনিক, চিত্রশিল্পী এবং লেখক নিজেদের নাম স্বাক্ষর না করে নিজস্ব সিম্বল, মনোগ্রাম ব্যবহার করতেন। তাদের এই ধারা নিজেরদের কাজ সম্পর্কে আরো বেশি রহস্যময়তা সৃষ্টি করতো সেইসাথে নিজেদের লেখা অথবা চিত্রকর্মের জন্যে ক্ষমতাবান প্রতিপক্ষের হাতে নিগ্রহ হওয়া থেকে রক্ষা করতো তাদেরকে।

এই সিম্বেচারে A.D. অক্ষর দুটো আনো ডোমিনো হিসেবে ব্যবহৃত হয় নি...এটা জার্মান শব্দ, যার অর্থ একেবারেই ভিন্ন।

মুহূর্তেই ল্যাংডনের কাছে সমস্ত টুকরো টুকরো জিনসগুলো একত্র হয়ে উদ্ভাসিত হলো। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই সে নিশ্চিত বুঝতে পারলো পিরামিডটার অর্থোদ্ধার কিভাবে করতে হবে। "ক্যাথারিন, তুমি ঠিক ধরেছো," গোছগাছ করতে করতে বললো সে। "এটাই আমরা খুঁজছিলাম। এবার চলো। যেতে যেতে তোমাকে সব বলবো।"

ক্যাথারিন অবাক হয়ে তাকালো তার দিকে। "খৃস্টপূর্ব ১৫১৪ সাল তোমার কাছে অর্থপূর্ণ ব'লে মনে হচ্ছে?"

ল্যাংডন তার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে দরজার দিকে এগিয়ে গেলো। A.D.অক্ষর দুটো সারা বিশ্বে 'খৃস্টপূর্ব' শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয় তা ঠিক। কিন্তু এই A.D. সেরকম ছিল না। এটা কোনো তারিখকে নির্দেশ করছে না, ক্যাথারিন। এটা একজন ব্যক্তিকে বোঝাচ্ছে।"

অধ্যায় ৬৭

অ্যাম্বাসি রো-এর পশ্চিমে বারো শতকের গোলাপ আর গাজোবো নামের অন্ধকার ঘরের দেয়ালঘেরা বাগানের ভেতর সব চুপচাপ হয়ে গেলো আবার। বিপরীত দিকের প্রবেশপথের পাশে যুবকটি তার বয়োজ্যেষ্ঠ কুঁজো বৃদ্ধকে বিশাল লন দিয়ে হাটতে সাহায্য করছে।

উনি আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে দিচ্ছেন?

সাধারণত অন্ধ বৃদ্ধলোকটি কারো কোনো সাহায্য নিতে অস্বীকৃতি জানান। নিজের আশ্রমের ভেতর চলাফেরা করার সময় স্মৃতির উপরেই নির্ভর করেন তিনি। আজরাতে অবশ্য ওয়ারেন বেলামিকে ফোন করার জন্যে তার মধ্যে তাড়াহুড়ার ভাব দেখা যাচ্ছে।

"ধন্যবাদ তোমাকে," ভবনের প্রবেশমুখে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ যুবককে বললো। এই ভবনের ভেতরেই তার স্টাডিরুমটি অবস্থিত। "এখান থেকে আমি একা একাই চলে যেতে পারবো।"

"স্যার, এখানে থেকে গিয়ে আপনাকে সাহায্য করতে পারলে আমি খুব খুশি হবো–"

"আজরাতের জন্যে এটুকুই যথেষ্ট," কথাটা বলেই সাহায্যকারীর হাতটা ছেড়ে দিয়ে অন্ধকারের ভেতর দ্রুত চলে গেলেন। "গুডনাইট।"

যুবকটি বিশাল লন পেরিয়ে তার ছিমছাম বাড়িতে চলে গেলো। নিজের ফ্ল্যাটে ঢুকেই টের পেলো কৌতুহল তাকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। মিঃ বেলামির প্রশ্নটা শুনে বৃদ্ধলোকটি খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলো...কিন্তু প্রশ্নটাও খুব অদ্ভুত, প্রায় অর্থহীনই বলা চলে।

বিধবার ছেলেকে সাহায্য করার জন্যে কি কেউ নেই?

এ কথার কি মানে হতে পারে কোনোভাবেই সেটা তার মাথায় ঢুকলো না। ভাবতে ভাবতে নিজের কম্পিউটারে এই বাক্যটি লিখে সার্চ ক'রে দেখলো সে।

তাকে অবাক করে দিয়ে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা রেফারেন্স পর্দায় ভসে উঠলো, সবগুলোই ঠিক একই প্রশ্ন উদ্ধৃত করেছে। প্রচণ্ড বিস্ময়ে সে তথ্যগুলো পড়লো। দেখে মনে হচ্ছে না ইতিহাসে ওয়ারেন বেলামি প্রথম ব্যক্তি যে এই অদ্ভুত প্রশ্নটি করেছে। এই একই কথা শত শত বছর আগে উচ্চারিত করেছেন...রাজা সলোমন তার খুন হওয়া বন্ধুর জন্যে শোক করার সময়। এই প্রশ্নটা বর্তমান সময়েও ম্যাসনরা উচ্চারণ করে থাকে, তারা এটাকে সাহায্য কামনা করার কাজে ব্যবহার করে। মনে হচ্ছে ওয়ারেন বেলামি তার সতীর্থ ম্যাসনের কাছে সমস্যাসঙ্কুল ফোন কল করেছে।

অধ্যায় ৬৮

আলব্রেখট দুরার?

এডামস বিল্ডিংয়ের বেইজমেন্টে ল্যাংডনের সাথে তড়িঘড়ি করে যাবার সময় ক্যাথারিন টুকরো টুকরো তথ্যগুলো জোড়া লাগানোর চেষ্টা করলো। A.D. *দিয়ে আলব্রেখট দুরার বোঝায়?* ষোড়শ শতকের এই বিখ্যাত এনগ্রেভার এবং পেইন্টার তার ভায়ের প্রিয় শিল্পী, তবে তার কাজের সাথে ক্যাথারিনের তেমন একটা পরিচয় নেই। তার মাথায় কিছুতেই ঢুকছে না দুরার কিভাবে এক্ষেত্রে তাদের সাহায্যে আসবে। *এই লোক তো চারশ' বছর আগেই মারা গেছে।*

"সিম্বলিক দিক দিয়ে দুরার একেবারেই যথার্থ," জ্বলজ্বলে এক্সিট সাইনের দিকে এগোতে এগোতে ল্যাংডন বললো। "তিনি ছিলেন রেনেসাঁর একজন প্রতিভু-শিল্পী, দার্শনিক, অ্যালকেমিস্ট এবং প্রাচীন রহস্যের আজীবন এক ছাত্র। তার সময়ে দুরারের শিল্পকর্মের লুক্কায়িত মেসেজগুলো কেউই বুঝতো না।"

"সম্ভবত এটা সত্য," ক্যাথারিন বললো। "কিন্তু '১৫১৪ আলব্রেখট দুরার' দিয়ে পিরামিডের অর্থোদ্ধার করা যাবে কিভাবে?"

তারা লক্ করা একটা দরজার সামনে এসে পড়লে ল্যাংডন বেলামির দেয়া কি-কার্ডটা ব্যবহার করেই দরজাটা খুলতে পারলো।

"১৫১৪ নাম্বারটি," সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত ওঠার সময় বললো ল্যাংডন, "দুরারের একটি শিল্পকর্মকে ইঙ্গিত করে।" একটা বিশাল করিডোরে এসে পড়লো তারা। চারপাশটা দেখে ল্যাংডন বামে মোড় নিলো। "এ দিক দিয়ে আসো।" তারা দ্রুত ছুটছে এখন। "সত্যি বলতে কি, আলব্রেখট দুরার তার বেশিরভাগ রহস্যময় শিল্পকর্মেই ১৫১৪ নাম্বারটি লুকিয়ে রেখেছেন–মেলেনকোলিয়া ১–যা তিনি ১৫১৪ সালে সমাপ্ত করেছিলেন। এটাকে উত্তর ইউরোপিয়ান রেনেসাঁর সবচাইতে প্রভাবশালী কাজ বলে গন্য করা হয়।"

পিটার একবার প্রাচীন একটি মিস্টিসিজম বইয়ে *মেলেনকোলিয়া ১* শিল্পকর্মটি ক্যাথারিনকে দেখিয়েছিলো। তবে ওটাতে কোনো ১৫১৪ নাম্বার লুকানো ছিলো কিনা মনে করতে পারলো না।

"তুমি হয়তো জানো," বললো ল্যাংডন, তার কণ্ঠ শুনে বোঝা যাচ্ছে সে খুব উত্তেজিত, "মেলেনকোলিয়া ১-এ প্রাচীন রহস্য বোঝার ক্ষেত্রে মানবসভ্যতার কষ্টকর প্রচেষ্টাকেই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মেলেনকোলিয়া ১-এর সিম্বলিজম এতোটাই জটিল যে লিওনার্দো দা ভিঞ্চিকে তার সামনে নেহায়েত সাদামাটা বলে মনে হয়।"

থমকে দাঁড়িয়ে ক্যাথারিন ল্যাংডনের দিকে তাকালো। "রবার্ট, মেলেনকোলিয়া ১

ওয়শিংটনেই আছে। ওটা টাঙানো আছে ন্যাশনাল গ্যালারিতে।"

"হ্যা," হেসে বললো সে, "আর আমার মন বলছে ব্যাপারটা নিছক কাকতালীয় নয়। গ্যালারিটা এখন বন্ধ হয়ে গেছে। তবে কিউরেটরকে আমি ভালো করেই চিনি আর-"

"ওখানে যাবার কথা ভুলে যাও, রবার্ট। তুমি কোনো মিউজিয়ামে যাবার পর কি হয় সেটা আমি জানি।" কাছেই একটা এলকোভ আছে, ক্যাথারিন সেদিকে ছুটে গেলো। একটা ডেস্ক কম্পিউটার দেখা যাচ্ছে সেখানে।

অসন্তুষ্ট হলেও ল্যাংডন তার পেছন পেছন ছুটে চললো।

"এটা আরো সহজভাবে করতে পারি আমরা।" শিল্পকর্ম বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ল্যাংডনের কাছে আসল চিত্রকর্মটি খুব কাছে থাকার পরও ইন্টারনেটে সেটা দেখা নৈতিকভাবে একটা ডিলেমা তৈরি করলো। কম্পিউটার চালু করতেই ক্যাথারিন বুঝতে পারলো একটা সমস্যা আছে। "ব্রাউজারের জন্যে এখানে কোনো আইকন নেই।"

"এটা আভ্যন্তরীণ লাইব্রেরি নেটওয়ার্ক।" ডেস্কটপের একটি আইকন দেখিয়ে বললো ল্যাংডন। "এটা দিয়ে চেষ্টা করে দ্যাখো।"

ক্যাথারিন ডিজিটাল সংগ্রহ লেখা আইকনের উপর ক্লিক করলে মনিটরের পর্দা বদলে গেলো। আরেকটা আইকনের দিকে ল্যাংডন ইশারা করলে সেই আইকনেও ক্লিক করলো ক্যাথারিন : ফাইন প্রিন্ট সংগ্রহ। পর্দায় ভেসে উঠলো একটা লেখা : ফাইন প্রিন্ট সার্চ।

" 'আলব্রেখট দুরার' টাইপ করো।"

নামটা টাইপ করে সার্চ কি'তে ক্লিক করলো ক্যাথারিন। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই পর্দায় অনেকগুলো ছবি ভেসে উঠলো একে একে। সবগুলো ছবিই স্টাইলের দিক থেকে একই রকম লাগছে-সাদা-কালো জটিল একটি এনগ্রেভিং। দেখে মনে হচ্ছে দুরার এরকম ডজনখানেক এনগ্রেভিং করেছেন।

এডাম অ্যান্ড ইভ।
বিট্রেয়াল অব ক্রাইস্ট
ফোর হর্সমেন অব দি অ্যাপোক্যালিপ্স
গ্রেট প্যাসন
লাস্ট সাপার

এইসব শিরোনাম দেখে ক্যাথারিনের মনে পড়ে গেলো দুরার আধ্যাত্মিক খৃস্টবাদ জাতীয় কিছু একটা অনুশীলন করতেন-প্রথম দিককার খৃস্টবাদ, অ্যালকেমি, জ্যোর্তিবিদ্যা এবং বিজ্ঞানের একটি সংমিশ্রণ।

বিজ্ঞান...

তার নিজের ল্যাব পুড়ে যাওয়ার কথাটা মনে পড়ে গেলো। কি পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে তার সেটা হিসেব করতেও পারলো না। তবে এ মুহূর্তে অ্যাসিসটেন্ট ট্রিশের ভাবনায় চলে

গেলো তার মন। *আশা করি সে বের হতে পেরেছিলো।* ল্যাংডন দুরারের লাস্ট সাপার-এর সংস্করণটির ব্যাপারে কিছু বলছে কিন্তু সে কথা ক্যাথারিনের কানে খুব একটা পৌছালো না। এইমাত্র সে মেলেনকোলিয়া ১-এর সাথে সংযোগটি দেখতে পেয়েছে।

মাউসে ক্লিক করলে পর্দায় ভেসে উঠলো কিছু সাধারণ তথ্য।

মেলেনকোলিয়া ১, ১৫১৪
আলব্রেখট দুরার
(লেইড পেপারের উপর এনগ্রেভিং)
রোজেনওয়াল্ড সংগ্রহ
ন্যাশনাল গ্যালারি অব আর্ট
ওয়াশিংটন, ডি.সি.

স্ক্রল ডাউন করতেই দুরারের একটি মাস্টারপিসের হাই-রেজুলেশন ডিজিটাল ইমেজ পর্দা জুড়ে উদ্ভাসিত হলো স্বমহিমায়। অবাক হয়ে চেয়ে রইলো ক্যাথারিন, ভুলে গিয়েছিলো এটা কতোটা অদ্ভুত।

মুচকি হাসলো ল্যাংডন। "আগেই বলেছি, এটা খুবই রহস্যময়।"

মেলেনকোলিয়া ১-তে বিশাল ডানাবিশিষ্ট একটি চরিত্র রয়েছে, পাথরের একটি ভবনের সামনে বসে আছে সে, চারপাশে অদ্ভুত সব জিনিসের সমাহার–পরিমাপক স্কেল, রোগাটে একটা কুকুর, কাঠমিস্ত্রির যন্ত্রপাতি, বালিঘড়ি, বিভিন্ন ধরণের জ্যামিতিক আকার, ঝুলে থাকা একটি ঘণ্টা, একটি ব্লেড, অদ্ভুত একটি চরিত্র আর একটি মই।

অস্পষ্টভাবে ক্যাথারিনের মনে পড়ে গেলো তার ভাই তাকে বলেছিলো ডানাবিশিষ্ট চরিত্রটি নাকি 'মানবিক জিনিয়াস'কে প্রতিনিধিত্ব করে–গালে হাত দিয়ে বসে থাকা মহা এক চিন্তাবিদ, বিষন্ন দেখাচ্ছে তাকে, এখনও এনলাইটেনমেন্ট অর্জন করতে পারে নি। এই জিনিয়াসের চারপাশে রয়েছে মানবিক বুদ্ধির সিম্বলগুলো–বিজ্ঞানের সামগ্রী, অঙ্ক, দর্শন, প্রকৃতি, জ্যামিতি, এমনকি কাঠমিস্ত্রির যন্ত্রপাতি–তারপরও সে মই বেয়ে সত্যিকারের এনলাইটেনমেন্টে আরোহন করতে সক্ষম হয় নি। এমন কি একজন জিনিয়াস মানুষের পক্ষেও প্রাচীন রহস্য বোঝা কষ্টসাধ্য একটি ব্যাপার।

"সিম্বলিক দিকে থেকে," বললো ল্যাংডন, "এখানে মানবসভ্যতা তার মানবিক বুদ্ধিবৃত্তিকে ঈশ্বরতুল্য ক্ষমতায় উন্নীত রূপান্তরিত করার ব্যর্থ প্রচেষ্টাকে তুলে ধরা হয়েছে। অ্যালকেমিক্যাল ভাষায় সীসাকে স্বর্নে রূপান্তর করার আমাদের অক্ষমতা।"

"একটা আশার কথাও এতে নেই," ক্যাথারিন সায় দিয়ে বললো। "তাহলে এটা আমাদের সাহায্যে আসবে কি করে?" সে অবশ্য ১৫১৪ লুক্কায়িত সংখ্যাটি দেখতে পাচ্ছে না।

"বিশৃঙ্খলা থেকে শৃঙ্খলা," *ঠোঁট বেঁকিয়ে* হেসে বললো ল্যাংডন। "ঠিক তোমার

ভাই যেমনটি বলেছিলো।" কিছুক্ষণ আগে ম্যাসনিক সিফার থেকে যে অক্ষরের গ্রিড লিখেছিলো সেই কাগজটা পকেট থেকে বের করলো সে। "এ মুহূর্তে এই অক্ষরগুলো অর্থহীন।" ডেস্কের উপর কাগজটা মেলে রাখলো।

অক্ষরগুলোর দিকে তাকালো ক্যাথারিন। আসলেই অর্থহীন।

S	**O**	**E**	**U**
A	**T**	**U**	**N**
C	**S**	**A**	**S**
V	**U**	**N**	**J**

"তবে দুরার এটাকে রূপান্তরিত করবেন।"

"সে কিভাবে এটা করবে?"

"লিঙ্গুইস্টিক অর্থাৎ ভাষিক অ্যালকেমি।" কম্পিউটারের পর্দার দিকে ইঙ্গিত করলো ল্যাংডন। "ভালো ক'রে দ্যাখো। এই মাস্টারপিসে কিছু একটা লুকিয়ে আছে, যা কিনা আমাদের কাছে থাকা এই ষোলোটি অক্ষরকে বুঝতে সাহায্য করবে।" একটু অপক্ষো করলো সে। "দেখতে পাচ্ছো কি? ১৫১৪ নাম্বারটা দ্যাখো।"

ক্লাশরুমের মেজাজে নেই ক্যাথারিন। "রবার্ট, আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না—একটা গোলক, একটা মই, একটা ছুরি, একটা পলিহাইড্রেন স্কেল? না, দেখতে পাচ্ছি না।"

"দ্যাখো! ব্যাকগ্রাউন্ডের দিকে লক্ষ্য করো। ভবনটির পেছনে? ঘণ্টার ঠিক নীচে? দুরার একটি স্কয়ার এনগ্রেভিং করেছেন, যার মধ্যে অসংখ্য সংখ্যা রয়েছে!"

এবার স্কয়ার এবং তার ভেতরে থাকা সংখ্যাগুলো দেখতে পেলো ক্যাথারিন, সেই সংখ্যাগুলোর মধ্যে ১৫১৪ সংখ্যাটিও আছে।

"ক্যাথারিন, এই স্কয়ারটিই পিরামিডের অর্থোদ্ধার করার মূল চাবিকাঠি!"

অবাক হয়ে তার দিকে তাকালো ক্যাথারিন। "এটা যেনতেন স্কয়ার নয়," দাঁত বের ক'রে হাসলো ল্যাংডন। "এটা হলো ম্যাজিক স্কয়ার, মিস্ সলোমন।"

অধ্যায় ৬৯

তারা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?

এসইউভি'র পেছনে বেলামিকে এখনও চোখ বেঁধে রেখে দেয়া হয়েছে। লাইব্রেরি কংগ্রেসের সামনে একটু থেমে গাড়িটা আবার চলতে শুরু করেছে...তবে সেটা মাত্র এক মিনিটরে জন্যে। এখন এসইইভি'টা আবারো থেমে আরো এক ব্লকের মতো দূরত্ব অীতক্রম করলো সেটা।

চাপা কণ্ঠের কথোপকথন শুনতে পাচ্ছে বেলামি।

"দুঃখিত...অসম্ভব..." কর্তৃত্বপরায়ণ একটি কণ্ঠ বলছে। "...এখন তো বন্ধ হয়ে গেছে..."

যে লোকটি এসইউভি চালাচ্ছে সেও বেশ কর্তৃত্বপূর্ণ কণ্ঠে বললো, "সিআইএ'র তদন্ত...ন্যাশনাল সিকিউরিটি..." বোঝা যাচ্ছে আরো কিছু কথাবার্তা হবার পর আইডি দেখানো হলো, কারণ কণ্ঠটা বদলে গেলো আচমকা।

"হ্যা, অবশ্যই...সার্ভিস এন্ট্রান্স..." জোরে শব্দ হলো, শুনে মনে হচ্ছে কোনো গ্যারাজের দরজা খোলা হচ্ছে। সেটা খোলা হতেই কণ্ঠটা বললো, "আমি কি আপনাদের সাথে আসবো? ভেতরে ঢুকে আপনারা কোন্‌খানে কি আছে বুঝতে–"

"না। তার কোনো দরকার নেই।"

গার্ড যদি অবাক হয়ে থাকে তো খুব দেরি হয়ে গেছে। এসইউভি'টা আবারো চলতে শুরু করে দিয়েছে। পঞ্চাশ গজের মতো এগিয়ে গিয়ে গাড়িটা থামলে তাদের পেছনে ভারি গেটটা সশব্দে বন্ধ করে দেয়া হলো আবার।

সুনশান।

বেলামি বুঝতে পারলো সে কাঁপছে।

বিকট শব্দে এসইউভি'র সামনের হ্যাচটা খুলে গেলে কেউ এসে বেলামিকে ধরে তার পায়ের উপর দাঁড় করালো। কোনো কথা না বলেই ঠেলতে ঠেলতে সামনের দিকে নিয়ে যেতে লাগলো তাকে। জায়গাটার গন্ধ কেমন জানি, বেলামি অনেক চেষ্টা করেও বুঝতে পারলো না সেটা কিসের। তাদের পাশে পাশে আরেকজনের পায়ের আওয়াজ পাচ্ছে বেলামি। তবে সে যে-ই হোক নাকেন, এখন পর্যন্ত কোনো কথা বলে নি।

একটা দরজার সামনে এসে তারা থামলে ইলেক্ট্রনিক শব্দ শুনতে পেলো বেলামি। ক্লিক করে শব্দ করে খুলে গেলো দরজাটা। তাকে ধরে বেশ কয়েকটা করিডোর দিয়ে নিয়ে যাবার সময় সে টের পেলো এখানকার বাতাস অনেক বেশি উষ্ণ আর আদ্র। *সম্ভবত একটা ইনডোর সুইমিংপুল? না।* বাতাসে ক্লোরিনের কোনো গন্ধ পাচ্ছে

না...গন্ধটা খুব বেশি উৎকট।

আমরা এসেছি কোথায়?! বেলামি কেবল বুঝতে পারছে তারা ক্যাপিটল ভবন থেকে দুই ব্লকের বেশি দূরে নেই। আবারো তারা থামলে সিকিউরিটি দরজার ইলেক্ট্রনিক শব্দটা শুনতে পেলো সে। এই দরজাটা অবশ্য হিসহিস শব্দ ক'রে খুললো। তারা তাকে ঠেলে ভেতরে ঢোকাতেই যে গন্ধটা নাকে এলো সেটা একেবারে অব্যর্থ।

এবার বেলামি বুঝতে পারলো তারা কোথায় আছে। *হায় ঈশ্বর!* এখানে সে প্রায়ই আসে অবশ্য সার্ভিস এন্ট্রান্স দিয়ে কখনও প্রবেশ করে নি এর আগে। চমৎকার এই কাঁচের ভবনটি ক্যাপিটল ভবন থেকে মাত্র তিনশ' গজ দূরে অবস্থিত, তারচেয়েও বড় কথা, টেকনিক্যালি এই ভবনটি ক্যাপিটল কম্প্লেক্সেরই একটি অংশ। *এই জায়গাটা তো আমিই পরিচালিত করি!* এবার সে বুঝতে পারলো তার কি ফোব'টা দিয়েই এরা ভেতরে প্রবেশ করেছে।

শক্তিশালী একটা হাত তাকে দরজার দিকে ঠেলে দিলো। অতিপরিচিত আঁকাবাঁকা ওয়াকওয়ে দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলো বেমি। এ জায়গার ভারি আদ্র বাতাস সব সময়ই তার কাছে আরামদায়ক বলে মনে হয় কিন্তু আজরাতে আর সেটা তেমন বলে মনে হচ্ছে না। ঘেমে উঠলো সে।

আমরা এখানে কি করতে এসেছি?!

আচমকা বেলামিকে থামিয়ে দিয়ে একটা বেঞ্চে বসিয়ে দেয়া হলো। শক্তিশালী যে লোকটা তাকে এতোক্ষণ ধরে ঠেলে নিয়ে এসেছে সেই লোকটা তার হাতের হ্যান্ডকাফ খুলে কিছুক্ষ পর আবার বেঞ্চের সাথে আঁটকে দিলো সেটা।

"আমার কাছ থেকে কি চান?" জানতে চাইলো বেলামি। তার বুক ধরফর করছে।

বুট জুতার আর কাঁচের স্লাইডিং ডোর বন্ধ করার শব্দ ছাড়া আর কিছু শুনতে পেলো না।

তারপরই সব চুপচাপ।

একেবারে পিনপতন নীরবতা।

তারা আমাকে এখানে রেখে যাবে? হাতটা ছাড়ানোর চেষ্টা করতে গিয়ে ঘেমে উঠলো বেলামি। *আমি তো চোখের উপর থেকে পট্টিটা পর্যন্ত খুলতে পারছি না।*

"কে আছো!" চিৎকার ক'রে বললো সে। "আমাকে একটু সাহায্য করো!"

বেলামি অবশ্য জানে তার কথা কেউ শুনতে পাবে না। এই বিশাল কাঁচের ঘরটি–জঙ্গল নামে যেটা পরিচিত–দরজা বন্ধ করে দিলে একদম এয়ারটাইট হয়ে যায়।

তারা আমাকে জঙ্গলে রেখে গেছে, ভাবলো সে। *সকালের আগে কেউ আমাকে খুঁজে পাবে না।*

ঠিক তখনই শুনতে পেলো সেটা।

খুবই মৃদু, তবে এ রকম ভীতিকর শব্দ সে জীবনে শোনে নি। কিছু একটা নিঃশ্বাস নিচ্ছে। খুব কাছ থেকে।

এই বেঞ্চে সে একা বসে নেই।

তার মুখের কাছে দেয়াশলাই জ্বালানো হলে উত্তাপের আঁচ লাগতেই মুখ সরিয়ে নিলো বেলামি।

তারপর আচমকাই একটা হাত তার চোখের উপর থেকে পট্টিটা খুলে দিলো।

ইনোয়ু সাটো তার মুখের খুব কাছে সিগারেট ধরাচ্ছে।

কাঁচের সিলিং দিয়ে পূর্ণিমার আলো এসে পড়েছে, সেই আলোতে বেলামির দিকে তাকিয়ে আছে মহিলা। তাকে ভড়কে যেতে দেখে মহিলা খুব খুশি দেখাচ্ছে।

"তাহলে মিঃ বেলামি," ম্যাচের কাঠিটা নিভিয়ে বললো সাটো। "আমরা কোত্থেকে শুরু করবো?"

অধ্যায় ৭০

ম্যাজিক স্কয়ার। দুরারের এনগ্রেভিং করা স্কয়ারের ভেতর সংখ্যাগুলোর দিকে তাকিয়ে ক্যাথারিন মাথা নেড়ে সায় দিলো। বেশিরভা লোকে ভাববে ল্যাংডন বুঝি পাগল হয়ে গেছে, কিন্তু ক্যাথারিন খুব দ্রুকই বুঝতে পেরেছে তার কথাই ঠিক।

ম্যাজিক স্কয়ার দিয়ে আসলে রহস্যময় কিছু বোঝানো হচ্ছে না, বোঝানো হচ্ছে গাণিতিক কিছুকে–এটা হলো এমন একটা গ্রিড যেখানে বিভিন্ন সংখ্যা বিভিন্ন রো'তে এমনভাবে রাখতে যেনো উপরে-নীচে সব দিক থেকেই সংখ্যাগুলোর মোট যোগফল সমান থাকে। ভারত এবং মিশরের গণিতবিদেরা চার হাজার বছর আগে এটি সৃষ্টি করেছিলো, এখনও বিশ্বাস করা হয় ম্যাজিক স্কয়ারে জাদুকরী ক্ষমতা রয়েছে। ক্যাথারিন পড়েছে বর্তমান সময়েও অনেক ধর্মপ্রাণ ভারতীয় বিশেষ ধরণের তিন বাই তিনের কুবেরা কলাম নামের একটি ম্যাজিক স্কয়ার এঁকে থাকে পূজার বেদীতে। অবশ্য আধুনিক কালে ম্যাজিক স্কয়ারকে 'অবসর বিনোদনের গণিত' হিসেবে অভিহিত করে এটাকে অবনমিত করেছে। এখনও অনেক লোক নতুন ম্যাজিক্যাল আকৃতি বের করার কাজ করে আনন্দ পেয়ে থাকে। *জিনিয়াসদের সুডোকু।*

কয়েকটি রো এবং কলামে কিছু সংখ্য যোগ ক'রে দুরারের স্কয়ারটি খুব দ্রুতই বিশ্লেষণ করতে পারলো ক্যাথারিন।

16	3	2	13
5	10	11	8
9	6	7	12
4	15	14	1

"চৌত্রিশ," বললো সে। "উপরে-নীচে সবখানে থাকা মোট সংখ্যার যোগফল হয় চৌত্রিশ।"

"ঠিক বলেছো," বললো ল্যাংডন। "কিন্তু তুমি কি জানো এই ম্যাজিক স্কয়ারটি খুবই বিখ্যাত কারণ দুরার প্রায় অসম্ভব একটি কাজ করেছেন?" ক্যাথারিনকে সে দেখালো কেবল উপর-নীচ যোগ করলেই চৌত্রিশ পাওয়া যাবে না, এর চার কোণে থাকা চারটি সংখ্যা, মাঝখানে থাকা চারটা ঘরের সংখ্যা, এমনকি চারটা ঘর যোগ করলেও ঐ একই ফল পাওয়া যাবে। "সবচাইতে বিস্ময়কর হলো দুরার ১৫ এবং ১৪ সংখ্যা দুটি নীচের

রো'তে রেখেছেন, তার এই অসম্ভব কাজটি ঠিক ঐ সালেই সম্পন্ন করার ইঙ্গিত বহন করে সেটা!"

সংখ্যাগুলো ভালো ক'রে দেখে তাজ্জব বনে গেলো ক্যাথারিন।

ল্যাংডনের কণ্ঠটা আরো বেশি উত্তেজিত শোনালো এখন। "অসাধারণ ব্যাপার হলো ইউরোপের কোনো চিত্রকর্মে সর্বপ্রথম মেলেনকোলিয়া ১-তেই ম্যাজিক স্কয়ার দেখা যায়। কিছু কিছু ইতিহাসবিদের মতে দুরার এর মাধ্যমে সাংকেতিকভাবে জানান দিচ্ছেন যে মিশরিয় রহস্যময় আধ্যাত্মিক গোষ্ঠী থেকে প্রাচীন রহস্য পরিভ্রমণ করে ইউরোপের সিক্রেট সোসাইটিতে ঠাঁই করে নিয়েছে।" একটু থামলো ল্যাংডন। "যার ফলে আজ আমাদের কাছে...এটা উপস্থিত হয়েছে।" পাথরের পিরামিডের গায়ে খোদাই করা যেসব সিম্বল থেকে কতোগুলো অক্ষরের গ্রিড কাগজে লিখেছিলো, সেটার দিকে ইঙ্গিত করলো সে।

S	O	E	U
A	T	U	N
C	S	A	S
V	U	N	J

"আশা করি এই লেআউটটা এখন তোমার কাছে খুব পরিচিত লাগছে?" জানতে চাইলো ল্যাংডন।

"চার বাই চার স্কয়ার।"

একটা পেন্সিল নিয়ে সতর্কভাবে দুরারের ম্যাজিক স্কয়ারের সংখ্যাগুলো ঠিক অক্ষরের স্কয়ারটার পাশেই কাগজে লিখতে শুরু করলো। এবার ক্যাথারিনের কাছে মনে হচ্ছে কাজটা কতোই না সহজ। ল্যাংডন পেন্সিল হাতে থমকে গেলো...অদ্ভুত ব্যাপার হলো এতো উচ্ছ্বসিত হবার পর তাকে কেমন জানি দ্বিধাগ্রস্ত বলে মনে হচ্ছে।

"রবার্ট?"

তার দিকে ফিরে তাকালো সে। চোখেমুখে সেই পরিচিত ভয়। "তুমি কি নিশ্চিত আমরা এটা করবো? মানে, পিটার আমাকে বলেছিলো–"

"রবার্ট তুমি যদি এটা না করো তবে আমি নিজেই কাজটা করবো।" পেন্সিলটা নেবার জন্যে হাত আড়ালে ল্যাংডন বুঝতে পারলো ক্যাথারিনকে আর বোঝানো যাবে না, সুতরাং নিজের কাজে মনোযোগ দিলো সে। পিরামিডের অক্ষরের গ্রিডের উপর আস্তে করে ম্যাজিক স্কয়ারটা রেখে দিয়ে প্রতিটি অক্ষরকে একটি সংখ্যার ঘরে বসিয়ে দিলো।

এভাবে নতুন একটি গ্রিড তৈরি করলো সে। দুরারের ম্যাজিক স্কয়ারের সংখ্যাগুলোর ক্রমিক অনুসারে অক্ষরগুলো নতুনভাবে বিন্যাস করলো

কাজ শেষ করে ফলাফল কি দাঁড়ালো সেটা দেখলো ল্যাংডন।

J	**E**	**O**	**V**
A	**S**	**A**	**N**
C	**T**	**U**	**S**
U	**N**	**U**	**S**

কিন্তু এটা দেখা মাত্রই হতবুদ্ধিকর হয়ে পড়লো ক্যাথারিন। "এখনও এটাকে অর্থহীনই মনে হচ্ছে।"

অনেকক্ষণ ল্যাংডন কিছু বললো না। "আসলে এটা অর্থহীন নয়, ক্যাথারিন।" তার চোখ দুটো চকচক করছে যেনো নতুন কিছু আবিষ্কার করেছে। "এটা...লাটিন।"

সুদীর্ঘ অন্ধকারাচ্ছন্ন করিডোরে বৃদ্ধলোকটি যতো দ্রুত সম্ভব নিজের অফিসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। সেখানে পৌছাতে ডেস্কের চেয়ারে পাস করে বসে পড়লেন তিনি। তার এন্সারিং মেশিনটা বিপ্ করছে। বোতাম চেপে মেসেজটা শুনলেন।

"আমি ওয়রেন বেলামি বলছি," তার বন্ধু এবং ম্যাসনিক ভাই ফিসফিস করে কথাটা বললো। "বলতে বাধ্য হচ্ছি আমার কাছে খারাপ সংবাদ রয়েছে..."

অক্ষরগুলোর গ্রিডের দিকে তাকালো ক্যাথারিন সলোমন। লেখাগুলো আরেকবার দেখে নিলো ভালো করে। তার চোখের সামনে সত্যি একটি লাটিন শব্দ ধরা পড়লো।

Jeova।

J	**E**	**O**	**V**
A	**S**	**A**	**N**
C	**T**	**U**	**S**
U	**N**	**U**	**S**

লাটিন ভাষাটা ক্যাথারিন জানে না, তবে এই শব্দটি তার কাছে খুব চেনা। প্রাচীন হিব্রু পুঁথি পড়ার সময় এই শব্দটির সাথে তার পরিচয়। *Jeova*। *Jehovah*। সবগুলো

অক্ষর ভালো করে পড়তেই অবাক হয়ে সে দেখতে পেলো পিরামিডের সবগুলো লেখাই সে পড়তে পারছে।

Jeova Sanctus Unus

কথাটার অর্থ সঙ্গে সঙ্গে ধরতে পারলো সে। হিব্রু ধর্মগ্রন্থের আধুনিক অনুবাদে এই বাক্যটি সবর্ত্রই দেখা যায়। টোরা'তে হিব্রু ঈশ্বর অনেক নামেই পরিচিত–Jeova, Jehovah, Jeshua, Yahweh, Drm, Elohim–কিন্তু রোমান অনুবাদকদের অনেকেই এই সবগুলো শব্দকে লটিন ভাষায় একটিমাত্র বাক্যে প্রকাশ করেছেন *Jeova Sanctus Unus*।

"সত্যিকারের একজন ঈশ্বর?" আপন মনেই কথাটা বললো ক্যাথারিন। এই বাক্যটি দেখে মনে হচ্ছে না এটা দিয়ে তার ভাইকে উদ্ধার করা যাবে। "এটাই পিরামিডের সিক্রেট মেসেজ? সত্যিকারের একজন ঈশ্বর? আমি তো এটাকে একটা মানচিত্র ভেবেছিলাম।"

ল্যাংডনকে দেখেও কিংকর্তব্য বিমূঢ় বলে মনে হচ্ছে। তার চোখেমুখে এতোক্ষণ ধরে যে উত্তেজনার ঝলকানি দেখা যাচ্ছিলো সেটা যেনো উবে গেছে। "সঠিকভাবেই এটার অর্থোদ্ধার করা হয়েছে, কিন্তু..."

"আমার ভাইকে যে লোক আঁটকে রেখেছে সে একটা জায়গার সন্ধান চাচ্ছে।" কানের পাশ থেকে চুল সরালো ক্যাথারিন। "এ জিনিস দিয়ে তো তাকে খুশি করা যাবে না।"

"ক্যাথারিন," একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো ল্যাংডন। "এ নিয়ে আমি চিন্তায় ছিলাম। সারা রাত আমার মনে হয়েছে একগাঁদা মিথ আর অ্যালেগোরিকে বাস্তব বলে ধরে নিচ্ছি। সম্ভবত এই লেখাগুলো রূপকার্থে কোনো স্থানের দিকে ইঙ্গিত করছে–আমাদেরকে বলছে মানুষের আসল সম্ভাবনা কেবলমাত্র সত্যিকারের একজন ঈশ্বরের মাধ্যমেই হতে পারে।"

"কিন্তু এ দিয়েও তো কিছু বোঝা যাচ্ছে না!" জবাব দিলো ক্যাথারিন। "আমার পরিবার এই পিরামিডটা বংশপরম্পরায় রক্ষা করে গেছে! সত্যিকারের একজন ঈশ্বর? এটা সেই সিক্রেট? সিআইএ এটাকে ন্যাশনাল সিকিউরটির ইসু মনে করছে? হয় তারা মিথ্যে বলছে নয়তো আমরা কিছু একটা ধরতে পাছি না!"

তার কথার সাথে সায় দিয়ে কাঁধ তুললো ল্যাংডন।

ঠিক তখনই বেজে উঠলো তার সেলফোনটা।

সারি সারি পুরনো বইয়ের এলোমেলো একটি অফিসে বৃদ্ধলোকটি নিজের ডেস্কের উপর ঝুঁকে আছে, তার আর্থরাইটিস হাতে একটা ফোন ধরা।

লাইনে রিং হচ্ছে তো হচ্ছেই।

অবশেষে ভয়ার্ত একটি কণ্ঠ জবাব দিলো। "হ্যালো?" কণ্ঠটা গভীর হলেও দ্বিধাগ্রস্ত।

ফিসফিস করে বললো বৃদ্ধ, "আমাকে বলা হয়েছে আপনাদের একটা আশ্রয়ের দরকার।"

লাইনে থাকা লোকটি মনে হলো চমকে উঠেছে। "কে বলছেন? ওয়ারেন বেলা–"

"দয়া করে কোনো নাম উল্লেখ করবেন না," বৃদ্ধ বললো। "আমাকে বলুন, আপনার কাছে বিশ্বাস করে যে মানচিত্রটি দেয়া হয়েছিলো সেটা কি সফলভাবে রক্ষা করতে পেরেছেন?"

একটু চুপ করে থাকলো। "হ্যা...তবে আমার মনে হয় না ওটাতে আর কিছু আসে যায়। ওটাতে তেমন কিছু নেই। এটা যদি কোনো মানচিত্র হয়ে থকে তবে সেটা সত্যিকারের কোনো মানচিত্রের চেয়ে রূপক–"

"না, মানচিত্রটি একদম সত্যি, এটা আপনাকে নিশ্চিত করে বলতে পারি। একেবারেই সত্যিকারের একটি জায়গার কথা বলা আছে ওটাতে। আপনাকে ওটা নিরাপদে রাখতে হবে। জিনিসটা কতোটা গুরুত্বপূর্ণ সে কথা বলে আমি আপনাকে মুগ্ধ করতে পারছি না। আপানাকে খোঁজা হচ্ছে। তবে আপনি যদি সবাইকে ফাঁকি দিয়ে চুপিসারে আমার এখানে চলে আসতে পারেন আমি আপনাকে আশ্রয় দিতে পারবো...সেই সাথে আপনার প্রশ্নের জবাবটিও।"

বোঝা যাচ্ছে লাকটা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।

"বন্ধু," বৃদ্ধ আবার বলতে শুরু করলেন, খুব সতর্কভাবে শব্দ চয়ন করলেন তিনি। "রোমের তাইবার নদীর উত্তরে একটা শরণার্থী শিবির আছে, ওখানে সিনাই পর্বত থেকে দশটি পাথর এনে রাখা হয়েছে, একটা পাথর একেবারে স্বর্গ থেকে, আরেকটা দেখতে লুকের বাবার মতো। আপনি কি আমার অবস্থানটি চিনতে পেরেছেন?"

দীর্ঘক্ষণ কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেলো না, তারপর লোকটা বললো, "হ্যা, চিনতে পেরেছি।"

বৃদ্ধ হাসলেন। *আমিও জানতাম আপনি চিনতে পারবেন, প্রফেসর।* "এক্ষুণি চলে আসুন। আপনাকে ফলো করা হচ্ছে না সেটা নিশ্চিত করবেন।"

অধ্যায় ৭১

উষ্ণ শাওয়ারের নীচে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মালাখ। নিজেকে আবারো বিশুদ্ধ লাগছে তার কাছে। গা থেকে ইথানলের সবটুকু গন্ধ ধুয়ে ফেলেছে সে। ইউক্যালিপ্টাসের কাঠ পুড়িয়ে তৈরি করা বাষ্পে শরীরটা ভিঁজতেই তার কাছে মনে হলো উষ্ণতার ফলে তার শরীরের ফুটোগুলো খুলে যাচ্ছে। এরপর সে তার আচার পালন করতে শুরু করলো।

প্রথমে এক ধরণের কেমিক্যাল দিয়ে টাট্টু আঁকা শরীর আর মাথাটা ঘষে সবধরণের লোম তুলে ফেললো শরীর থেকে। হেলিয়াডের সপ্তদ্বীপের দেবতারা লোমবিহীন ছিলো। এরপর *Abramelin* তেল মাখলো শরীরে। *Abramelin* মহান ম্যাজাইদের পবিত্র তেল ছিলো। তেল মাখা শেষ হলে শাওয়রের লিভার টেনে দিতেই উষ্ণজল বদলে গেলো ঠাণ্ডাজলে। পুরো এক মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে শরীরে ঠাণ্ডা জলে অবগাহন করলো সে। এই ঠাণ্ডাজল তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় সেই বরফের নদীর কথা যেখান থেকে তার পুণর্জন্ম শুরু হয়েছিলো।

শাওয়ার থেকে বের হতেই কাঁপতে শুরু করলো সে। তবে সেটা কয়েক সেকেন্ডের জন্যে, শরীরের অভ্যন্তরে যে উষ্ণতা সেটা ছড়িয়ে পড়তেই কাঁপুনিটা থেমে গেলো। মালাখের মনে হচ্ছে তার ভেতরটা ফার্নেসের মতো জ্বলছে। আয়নার সামনে নগ্ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে নিজের ফিগার দেখে আরেকবার বিমুগ্ধ হলো সে...সম্ভবত নিজেকে শেষবারের মতো মরণশীল অবস্থায় দেখে নিচ্ছে।

তার পায়ের পাতা দুটো যেনো বাজপাখির থাবা। তার পা দুটো–বোজ এবং জাখিন–প্রজ্ঞার প্রাচীন স্তম্ভ। কোমর আর তলপেট রহস্যময় কোনো শক্তির খিলানযুক্ত পথ। সেই খিলানযুক্ত পথে নীচে ঝুলে থাকা তার বিশাল আকারের পুরুষাঙ্গটিতে আঁকা আছে তার নিয়তির একটি সিম্বল। এক সময় এই ভারি মাংসল দণ্ডটি ছিলো তার ইন্দ্রিয় সুখের উৎস। তবে এখন আর নয়।

আমি বিশুদ্ধ হয়েছি।

রহস্যময় নপুংশক সন্ন্যাসী কাথারয়ের মতো মালাখ তার অণ্ডকোষ দুটো ফেলে দিয়েছে। নিজের এই দৈহিক সক্ষমতাকে বলি দিয়েছে আরেকটা মূল্যবান কিছু পাওয়ার আশায়। *ঈশ্বরের কোনো লিঙ্গ নেই।* লিঙ্গের মতো মানুষের অপূর্ণতা কাটিয়ে উঠেছে সে, সেইসাথে যাবতীয় যৌন আকাঙ্খা থেকে মুক্ত হয়ে মালাখ হয়ে উঠেছে অউরানোস, আত্তিস স্পোরস এবং আর্থুরিয়ান লিজেন্ডের মহান সব দেবতার মতো একজন। প্রতিটি আধ্যত্মিক রূপান্তরই শারীরিকভাবে শুরু হয়। যেমন, মহান সব দেবতারা...অসিরিস থেকে তাম্মুজ, জিশু, শিব এবং সর্বোপরি বুদ্ধ

নিজে।

যে আমাকে বস্ত্র দেবে তাকে আমি আশ্রয় দেবো।

আচমকা মালাখ উপরের দিকে তাকালো, তার বুকের দুই মাথা বিশিষ্ট ফিনিক্স পাখি, মুখে আঁকা প্রচীন চিহ্নের কোলাজ পেরিয়ে সরাসরি মাথার তালুতে। মাথাটা আয়নার দিকে ঝুঁকে মাথার তালুতে যে খালি জায়গাটা আছে সেটা দেখার চেষ্টা করলো সে। এই খালি জায়গাটা অপেক্ষা করছে। শরীরে এই জায়গাটি খুবই পবিত্র। *fontanel* নামে পরিচিত এই একটি জায়গা মানব শিশু জন্মের সময় খোলা থাকে। *মস্তিষ্কের একটি ওকুলাস।* অবশ্য শারীরিক এই প্রবেশদ্বারটি এক মাসের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যায়। এটা বর্হিবিশ্ব এবং অভ্যন্তরীণ বিশ্বের মধ্যেকার যে হারানো সংযোগ তারই প্রতিকী চিহ্নস্বরূপ হিসেবে থেকে যায়।

মালাখ তার যোনীর চামড়ার পবিত্র অংশটি স্টাডি করে দেখেছে, ওটা অউরোবারোসের একটি মুকুট সদৃশ্য জিনিস দিয়ে এনক্লোজ করা–রহস্যময় এক সাপ নিজের লেজ গিলছে যেনো। নগ্ন চামড়াটা মনে হচ্ছে তার দিকে তাকিয়ে আছে...জ্বল জ্বল করছে।

মালাখের যে মহা সম্পদটির দরকার সেটা খুব জলদিই রবার্ট ল্যাংডন খুঁজে বের করবে। ওটা তার হাতে আসতেই মাথার উপর যে ফাঁকা জায়গাটি আছে সেটা ভরে যাবে, অবশেষে নিজের চূড়ান্ত রূপান্তরের জন্যে প্রস্তত হবে সে।

শোবার ঘরে ঢুকে ড্রয়ার থেকে সাদার রঙের সিল্কের একটি লম্বা স্ট্রিপ বের করে নীচের তলায় চলে গেলো মালাখ।

তার অফিসের কম্পিউটার একটা ই-মেইল মেসেজ এসেছে।

মেসেজটা এসেছে তার কনট্যাক্টের কাছ থেকে :

> আপনার যা দরকার সেটা নাগালের মধ্যেই আছে এখন। এক ঘণ্টার মধ্যেই আমি আপনার সাথে যোগাযোগ করবো। ধৈর্য ধরুন।

মালাখ মুচকি হাসলো। চূড়ান্ত প্রস্ততি নেবার সময় এসে গেছে।

অধ্যায় ৭২

রিডিংরুমের বেলকনি থেকে নেমে আসতেই সিআইএ'র ফিল্ড এজেন্টের মেজাজ বিগড়ে গেলো। *বেলামি আমাদের সাথে মিথ্যে বলেছে।* মূসার স্ট্যাচুর সামনে এজেন্ট কোনো রকমের হিট সিগনেচার দেখতে পায় নি। উপর তলায় কোথাও সেটা দেখা যায় নি।

তাহলে ল্যাংডন গেলো কোথায়?

এজেন্ট এখন এর আগে যেখানে হিট সিগনেচার দেখতে পেয়েছিলো সে জায়গাটা আবারো খতিয়ে দেখলো—লাইব্রেরির ডিস্ট্রিবিউশন হাবে। সিঁড়ি দিয়ে আবারো নীচে নেমে আটকোণা কনসোলের নীচে ঢুকলো সে। কনভেয়ার বেল্টগুলোর শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। আরেকটু কাছে এগিয়ে চোখে থার্মাল গগলস পরে জায়গাটা ভালো করে দেখে নিলো সে। কিচ্ছু নেই। স্ট্যাকগুলোর দিকে তাকালো, ভাঙা দরজাটাতে এখনও বিস্ফোরণে সৃষ্ট উত্তাপ দেখাচ্ছে। এ ছাড়া সে আর কিছুই দেখতে—

হলি শিট!

থার্মাল ভিশনে অপ্রত্যাশিত আলোর বিকিরন দেখে এজেন্ট চমকে উঠলো। তার সামনে আবির্ভুত হওয়া কনভেয়ার বেল্টের উপরে ভুতের মতো এক জোড়া মনুষ্য আকৃতির জ্বলজ্বলে রঙের বিকিরণ দেখতে পেলো সে। *হিট সিগনেচার।*

যারপরনাই বিস্মিত হলো এজেন্ট। *তারা কনভেয়ার বেল্টে করে পালিয়েছে? এটা তো পাগলামি।*

রবার্ট ল্যাংডন এইমাত্র কনভেয়ার বেল্ট দিয়ে চলে গেছে এ কথাটা বোঝার সাথে সাথেই ফিল্ড এজেন্ট সচেতন হয়ে উঠলো, আরেকটা সমস্যা আছে। *ল্যাংডন তো একা নয়?*

কোমর থেকে ওয়্যারলেসটা হাতে নিয়ে টিম লিডারকে কল করার আগেই তার লিডার কল করে বসলো।

"সবগুলো পয়েন্টকে বলছি, লাইব্রেরির সামনের প্লাজায় একটা পরিত্যাক্ত ভলভো গাড়ি পাওয়া গেছে। গাড়ির মালিক ক্যাথারিন সলোমন নামের একজন। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে মহিলা কিছুক্ষণ আগে ভেতরে ঢুকেছে। আমরা সন্দেহ করছি মহিলা রবার্ট ল্যাংডনের সাথেই রয়েছে। ডিরেক্টর সাটো অর্ডার দিয়েছেন, এক্ষুণি তাদের দু'জনকে যেনো খুঁজে বের করা হয়।"

"তাদের দু'জনের হিট সিগনেচার পেয়েছি আমি!" ডিস্ট্রিবিউশন রুম থেকে চিৎকার করে বললো ফিল্ড এজেন্ট। পুরো ঘটনা খুলে বললো সে।

“হায় জিশু!” টিম লিডার আৎকে উঠলো। “কনভেয়ারটা গেছে কোন্ দিকে?”

ফিল্ড এজেন্ট ইতিমধ্যেই একজন কর্মচারীর সাথে এ নিয়ে কথা বলে জেনে নিয়েছে। “এডামস বিল্ডিংয়ে,” জানালো সে। “এখান থেকে এক ব্লক দূরে।”

“সবগুলো পয়েন্টকে বলছি। এডামস বিল্ডিংয়ে যাও! এক্ষুণি!”

অধ্যায় ৭৩

আশ্রম / জবাব।

এডামস বিল্ডিংয়ের সাইড দরজা দিয়ে সে এবং ক্যাথারিন তড়িঘড়ি করে বের হবার সময় ল্যাংডনের মাথায় এই দুটো শব্দ বার বার প্রতিধ্বণি করলো। শীতে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা রাতে পথে নামলো তারা। রহস্যময় অজ্ঞাত কলার তার নিজের ঠিকানা বলেছে সাংকেতিক ভাষায় তবে ল্যাংডন সেটা ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছে। অবাক করার ব্যাপার হলো তাদের গন্তব্যের ব্যাপারে ক্যাথারিন বেশ উৎফুল্ল বোধ করছে *যেখানে সত্যিকারের একজন ঈশ্বরকে খুঁজে বের করা যাবে?*

এখন প্রশ্ন হলো সেখানে যাওয় যাবে কিভাবে।

চারপাশটা চেয়ে দেখলো ল্যাংডন। ঠিকমতো ভাবার চেষ্টা করলো সে। খুব অন্ধকার হলেও আবহাওয়া বেশ পরিস্কার। ছোট্ট একটা প্রাঙ্গনে দাঁড়িয়ে আছে তারা। দূরে ক্যাপিটলের গম্বুজটা জ্বল জ্বল করছে। ল্যাংডন বুঝতে পারলো কয়েক ঘণ্টা আগে ক্যাপিটল ভবনে প্রবেশ করার পর এই প্রথম সে বাইরে বেরিয়ে এসেছে।

একটা লেকচারের জন্যে অনেক বেশি হয়ে গেছে।

"রবার্ট, দ্যাখো।" জেফারসর বিল্ডিংয়ের দিকে আঙুল তুলে দেখালো সে।

ভবনটা দেখে অবাক হয়ে ল্যাংডন প্রথমে ভাবলো তারা মাটির নীচ দিয়ে কতোটা পথ পাড়ি দিয়েছে, কিন্তু তার পরের ভাবনাটি একেবারেই ঘাবড়ে যাওয়ার মতো। জেফারসন বিল্ডিংটা বেশ সরগরম হয়ে উঠেছে–লোকজন আর যানবাহন ছুটোছুটি কছে সেখানে। লোকজন চিৎকার চেঁচামেচি করছে। *ওটা কি কোনো সার্চলাইট?*

ক্যাথারিনের হাত ধরলো ল্যাংডন। "জলদি আসো।"

প্রাঙ্গণ দিয়ে উত্তর-পূর্ব দিকে ছুটে চললো তারা। ইউ আকৃতির একটা অভিজাত ভবনের পেছনে চলে এলো দ্রুত। ল্যাংডন এই ভবনটা চেনে। ফোলজার শেক্সপিয়ার লাইব্রেরি। এই ভবনটা আজরাতে তাদের ক্যামুফ্লেজের জন্যে একেবারে যথার্থ জায়গা, কারণ এটাতে সংরক্ষিত আছে ফ্রান্সিস বেকনের *নিউ আটলান্টিস*-এর আসল পাণ্ডুলিপিটা। নিউ আটলান্টিসের ইউটোপিয়ান ধারণাটির আদলেই আমেরিকার স্থপতিরা তাদের নতুন বিশ্ব গড়ে তুলেছিলেন যার ভিত্তি ছিলো প্রাচীন প্রজ্ঞা। তারপরও ল্যাংডন ওখানে গেলো না।

আমাদের একটা ক্যাব দরকার।

ইস্ট ক্যাপিটল নামে পরিচিত থার্ড স্ট্রিটের মোড়ে এসে পড়লো তারা। যানবাহন নেই বললেই চলে। একটা ট্যাক্সির আশায় আশেপাশে তাকাতেই হতাশ হয়ে পড়লো

ল্যাংডন। থার্ড স্ট্রট দিয়ে উত্তরে দিকে ছুটে চললো তারা দু'জন। নিজেদেন মধ্যে এবং লাইব্রেরি অব কংগ্রেস থেকে একটু দূরত্ব বজায় রাখলো তারা। পুরো এক ব্লক যাবার পর ল্যাংডন একটা ক্যাব দেখতে পেলো। হাত নেড়ে ক্যাবটা ডাকলে তাদের দিকে চলে এলো সেটা।

গাড়ির ভেতর থেকে মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গীত ভেসে আসছে। তাদের দিকে তাকিয়ে বন্ধুসুলভ হাসি দিলো তরুণ আরব ড্রাইভার। "কোথায় যাবেন?" গাড়িতে উঠতে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলো ড্রাইভার।

"আমাদেরকে যেতে হবে–"

"উত্তর-পশ্চিমে!" ল্যাংডন কিছু বলার আগেই ক্যাথারিন বললো। থার্ড স্ট্রটের দিকে ইঙ্গিত করলো সে। "ইউনিয়ন স্টেশন পর্যন্ত যান, এরপর ম্যাসাচুসেট্‌স অ্যাভিনুতে চলে যাবেন। ওখানে কোথায় থামতে হবে সেটা বলে দেবো।"

কাঁধ ঝাঁকিয়ে ড্রাইভার প্লেক্সিগ্লাসের ডিভাইডারটি তুলে আবারো গান ছেড়ে দিলো।

ক্যাথারিন সতর্ক করে দেয়ার জন্যে ল্যাংডনকে বললো "কোনো প্রমাণ রাখবে না।" জানালার বাইরে একটা হেলিকপ্টার দেখালো সে। খুব নীচু দিয়ে সেটা উড়ে বেড়াচ্ছে। *উফ!* সলোমনের পিরামিডটি ফিরে পাবার জন্যে সাটো একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছে।

তারা দেখতে পেলো কপ্টারটি জেফারসন এবং এডামস বিল্ডিংয়ের মাঝখানে অবতরণ করছে। তার দিকে ফিরে তাকালো ক্যাথারিন। তাকে আরো বেশি উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে এখন। "তোমার সেলফোনটা একটু দেখতে পারি?"

ল্যাংডন তার সেলফোনটা ক্যাথারিনের হাতে তুলে দিলো।

"পিটার আমাকে বলেছে তোমার স্মৃতিশক্তি নাকি খুবই প্রখর?" জানালার কাঁচ নামাতে নামাতে বললো সে। "একবার ডায়াল করলেই নাকি সেই ফোন নাম্বার তোমার মুখস্ত হয়ে যায়?"

"কথাটা সত্য, তবে–"

জানালা দিয়ে তার ফোনটা ছুড়ে ফেলে দিলো ক্যাথারিন। সঙ্গে সঙ্গে পেছনে তাকিয়ে ল্যাংডন দেখতে পেলো রাস্তায় পড়ে তার ফোনসেটটি টুকরো টুকরো হয়ে গেলো। "তুমি কেন এটা করলে!"

"নিরাপত্তার খাতিরে," বেশ দৃঢ়তার সাথে বললো ক্যাথারিন। "আমার ভাইকে খুঁজে বের করতে হলে এই পিরামিডটিই হলো একমাত্র ভরসা। এই জিনিস সিআইএ'র হাতে চলে যাক সেটা আমি চাই না।"

সামনের সিটে ওমর আমিরানা গানের তালে তালে মাথা দুলিয়ে গুনগুন করছে। আজ রাতটা খুব ভালো যায় নি। এই প্রথম একটা ভাড়া পাওয়ায় মনে মনে সে খুশি। তার

গাড়িটা সবেমাত্র স্ট্যান্টন পার্ক অতিক্রম করছে তখনই তার গাড়ি কোম্পানির ডিসপ্যাচের পরিচিত কণ্ঠটা রেডিওতে শোনা গেলো।

"ডিসপ্যাচ থেকে বলছি। ন্যাশনাল মল এরিয়ার সমস্ত গাড়িকে বলছি। সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এডামস বিল্ডিং এরিয়ায় দু'জন ফেরারি সম্পর্কে এইমাত্র একটি বুলেটিন পেয়েছি আমরা..."

ডিসপ্যাচ থেকে তার গাড়িতে ওঠা দু'জন যাত্রীর নিখুঁত বর্ণনা দেবার সময় ওমর অবাক হয়ে শুনে গেলো। চোরা চোখে রিয়ারভিউ মিরর দিয়ে দেখে নিলো সে। ওমরর বুঝতে পারলো লম্বা লোকটা একেবারে বর্ণনার সাথে মিলে যাচ্ছে। *আমি কি তাকে আমেরিকার মোস্ট ওয়ান্টেড অনুষ্ঠানে দেখেছি?*

সতর্কভাবে ওমর তার রেডিও হ্যান্ডসেটটা হাতে তুলে নিলো। "ডিসপ্যাচ?" আস্তে ক'রে বললো সে। "ওয়ান-থৃ-ফোর নাম্বার ক্যাব থেকে বলছি। আপনি যে দু'জন লোকের কথা বললেন–তারা আমার গাড়িতেই আছে এখন।"

সঙ্গে সঙ্গে ডিসপ্যাচ জানিয়ে দিলো ওমরকে কি করতে হবে। ডিসপ্যাচের দেয়া ফোন নাম্বারে ডায়াল করার সময় তার হাত কাঁপতে শুরু করলো। যে কণ্ঠটা জবাব দিলো সেটা বেশ রুক্ষ্ম, অনেকটা সৈনিকদের মতো।

"আমি সিআইএ'র ফিল্ড অপ্সের এজেন্ট টার্নার সিমকিন্স বলছি। আপনি কে?"

"উম...আমি ট্যাক্সি ড্রাইভার?" বললো ওমর। "আমাকে বলা হয়েছে যে দু'জন লোককে–"

"ঐ দু'জন ফেরারি কি এখন তোমার গাড়িতেই আছে? জবাব দেবে কেবল হ্যা এবং না-এর মাধ্যমে।"

"হ্যা।"

"তারা তোমার আমার কথা শুনতে পাচ্ছে? হ্যা অথবা না?"

"না। আমার আর তাদের মাঝখানে একটা ডিভা–"

"তাদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছো?"

"ম্যাসাচুসেট্সের উত্তর-পশ্চিমে।"

"নির্দিষ্ট ঠিকানাটা বলো।"

"তারা তো সেটা বলে নি।"

এজেন্ট একটু ইতস্তত করলো। "পুরুষ প্যাসেঞ্জারটির সাথে কি চামড়ার একটি ব্যাগ আছে?"

রিয়ারভিউ মিররে তাকিয়ে ওমরের দু'চোখ গোল গোল হয়ে গেলো। "হ্যা! ঐ ব্যাগে কোনো বোমা কিংবা সেরকম কিছু নেই তো?"

"আমার কথা মন দিয়ে শোনো," বললো এজেন্ট। "তুমি কোনো বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে পড়বে না যদি আমার কথা মতো কাজ করো। বুঝতে পেরেছো?"

"জি স্যার।"

“তোমার নাম কি?”

“ওমর,” বললো সে। এরইমধ্যে ঘেমে উঠেছে।

“শোনো ওমর,” শান্ত কণ্ঠে বললো এজেন্ট। “তুমি দারুণ কাজ করছো। যতোদূর সম্ভব আস্তে আস্তে গাড়ি চালাবে। আমি আমার টিম পাঠিয়ে দিচ্ছি। ওরা তোমার সামনের রাস্তায় থাকবে। বুঝতে পেরেছো?”

“জি স্যার।”

“আরেকটা কথা। তোমার গাড়িতে কি ইন্টারকম দিয়ে পেছনের যাত্রীদের সাথে কথা বলার ব্যবস্থা আছে?”

“জি স্যার।”

“বেশ। তাহলে শোনো, তোমাকে বলে দিচ্ছি কি করতে হবে।”

অধ্যায় ৭৪

জঙ্গল নামে পরিচিত জায়গাটি ইউএস বোটানিক গার্ডেনের (ইউএসবিজি) কেন্দ্রস্থল–আমেরিকার জীবন্ত জাদুঘর–ইউএস ক্যাপিটল ভবনের সন্নিকটেই এটি অবস্থিত। টেকনিক্যালি একটি রেইন ফরেস্ট এই জঙ্গলটি উঁচু গৃনহাউজের অভ্যন্তরে স্থাপন করা হয়েছে। এর ভেতরে রয়েছে লম্বা লম্বা রাবার গাছ, স্ট্র্যাঙ্গলার ফিগ্স এবং দুঃসাহসী পর্যটকদের জন্যে একটি ক্যানোপি ক্যাওয়াক।

সাধারণত ওয়ারেন বেলামি এখানে বেশ স্বস্তি বোধ ক'রে থাকে। কাঁচের সিলিং দিয়ে সূর্যের আলো আর গাছপালার গন্ধ সে ভালোবাসে। আজরাতে অবশ্য চাঁদের আলোয় এই জঙ্গলটি তাকে ভড়কে দিচ্ছে। দরদর ক'রে ঘামছে সে। পেছন মোড়া করে তার হাত দুটো হ্যান্ডকাফে আঁটকে রাখার কারণে ব্যথা করছে।

তার সামনে পায়চারি করছে ডিরেক্টর সাটো। আস্তে আস্তে সিগারেট ফুঁকছে মহিলা–ইচ্ছাকৃতভাবে এরকম এক জায়গয় এনে তাকে ভড়কে দিতে চাচ্ছে সে। কাঁচের সিলিং দিয়ে যে চাঁদের আলো ঢুকছে তার সাথে সিগারেটের ধোয়া মিশে এমন একটা আবহ তৈরি হয়েছে যে মহিলার চেহারাটা একেবারে ডাইনীর মতো লাগছে।

"তাহলে," সাটো আবার বলতে লাগলো, "আপনি যখন ক্যাপিটলে এলেন দেখতে পেলেন সেখানে আমি ততোক্ষণে চলে এসেছি...আপনি একটা সিদ্ধান্ত নিলেন। আপনি যে এসেছেন সেটা আমাকে না জানান দিয়ে চুপিসারে সিঁড়ি দিয়ে নেমে SBB চলে এলেন, সেখানে মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে চিফ এন্ডারসন এবং আমাকে আক্রমণ করে আপনি ল্যাংডনকে পিরামিড আর ক্যাপস্টোনসহ পালাতে সাহায্য করলেন।" নিজের কাঁধটা ঘষলো মহিলা। "খুবই আজব একটি সিদ্ধান্ত।"

এ রকম সিদ্ধান্ত আমি আবারো নেবো, মনে মনে বললো বেলামি। "পিটার কোথায়?" রেগমেগে জানতে চাইলো সে।

"সেটা আমি কিভাবে জানবো?" বললো সাটো।

"মনে হয় আপনি সবই জানেন!" ঝাঁঝের সাথে বললো বেলামি। তার বিশ্বাস এই মহিলা এই ঘটনার পেছনে রয়েছে, সেটা বুঝিয়ে দিতে চাচ্ছে সে। "আপনি জানতেন ক্যাপিটল ভবনে যেতে হবে। রবার্ট ল্যাংডনকে খুঁজে বের করতে হবে। এমনকি ল্যাংডনের ব্যাগে একটা ক্যাপস্টোন আছে সেটাও আপনি জানতেন। আমি নিশ্চিত, কেউ আপনকে ভেতরের সব খবর দিয়েছে।"

শীতলভাবে হেসে সাটো তার কাছে চলে এলো। "মি: বেলামি, এজন্যেই কি আপনি আমাকে আক্রমণ করেছেন? আপনি কি মনে করেন আমিই শত্রু? আপনি কি সত্যিই মনে

করছেন আমি আপনার সেই ছোট্ট পিরামিডটি চুরি করতে চাইছ?" সিগারেটে লম্বা একটা টান দিয়ে নাক দিয়ে ধোয়া ছাড়লো সাটো। "ভলো করে শুনুন। সিক্রেট রক্ষার বিষয়টি আমার চেয়ে আর কেউ ভালো বোঝে না। আমার বিশ্বাস, একটা নির্দিষ্ট তথ্য রয়েছে যা সবার জানা ঠিক হবে না। এটা আপনিও বিশ্বাস করেন। আজরাতে একটা অপশক্তি মাঠে নেমেছে, আর আমার আশংকা এই ব্যাপারটা আপনি এখনও বুঝতে পারছেন না। যে লোক পিটার সলোমনকে আঁটকে রেখেছে সে সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী...এমন একটা ক্ষমতা যা আপনার বোধগম্যতার বাইরে। বিশ্বাস করুন, সে আস্ত একটি জীবন্ত টাইম বোমা...এক নাগারে কতোগুলো সিরিজ ঘটনা ঘটানোর ক্ষমতা সে রাখে, যা কিনা আপনার আমার চিরপরিচিত এই দুনিয়াকে আমূল পাল্টে দেবে।"

"আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।" একটু নড়েচড়ে বসলো বেলামি। তার হাত দুটো ব্যথা করছে।

"আপনার বোঝার দরকার নেই। আপনার শুধু আমাদের কথা অনুযায়ী চললেই হবে। এই মুহূর্তে বিরাট একটা বিপর্যয় এড়ানোর জন্যে এই লোকটার সাথে সহযোগীতা করতে চাইছি...সে যা চায় তা দিয়ে দিতে চাচ্ছি। তার অর্থ হলো আপনি এখন মিঃ ল্যাংডনকে ফোন ক'রে পিরামিড এবং ক্যাপস্টোনসহ আমাদের কাছে ধরা দিতে বলবেন। ল্যাংডন আমার কাস্টডিতে আসা মাত্রই পিরামিডের গায়ে খোদাই করা সিম্বলগুলোর অর্থোদ্ধার করবে সে, তারপর ঐ লোকটা যা চাচ্ছে তা দিয়ে দেবে তাকে।"

সিঁড়িটার অবস্থান, যেটা পথ দেখিয়ে দেবে প্রাচীন রহস্য কোথায় লুকিয়ে রাখা আছে? "এটা আমি করতে পারবো না। এটা গোপন রাখার জন্যে আমি শপথ নিয়েছি।"

বিস্ফোরিত হলো সাটো। "আরে আপনি কিসের শপথ নিয়েছেন সেটার নিকুচি করি আমি, আপনাকে আমি এতো দ্রুত জেলখানায় পাঠাবো যে-"

"আপনার যেমন খুশি তেমন হুমকি দিতে পারেন," দৃঢ়তার সাথে বললো বেলামি। "আপনাকে আমি কোনো সাহায্য করবো না।"

গভীর একটা নিঃশ্বাস নিয়ে ভয়ঙ্করভাবে ফিসফিস ক'রে কথা বললো সাটো। "মিঃ বেলামি, আজরাতে আসলে কি হচ্ছে সে সম্পর্কে আপনার কোনো ধারণাই নেই, নাকি আছে?"

কয়েক সেকেন্ড কেউ কিছু বললো না। অবশেষে সাটোর ফোনটা বেজে উঠলে দুঃসহ নীরবতার অবসান হলো। পকেট থেকে ফোনটা বের করে কল রিসিভ করলো মহিলা। "বলো," কথাটা বলেই অন্যপ্রান্তের কথা শুনে গেলো কিছুক্ষণ ধরে। "তাদের ট্যাক্সিটা এখন কোথায়? কতোক্ষণ? ঠিক আছে, ভালো। তাদেরকে ইউএস বোটানিক গার্ডেনে নিয়ে এসো। সার্ভিস এন্ট্রান্স দিয়ে আনবে। আর ঐ পিরামিড এবং ক্যাপস্টোনটার ব্যাপার নিশ্চিত কোরো। ওটা আমার কাছে আনা চাই।"

ফোন রেখে বেলামির দিকে ফিরলো সাটো। ঠোঁটে তার তাচ্ছিল্যভরা হাসি। "মনে হচ্ছে এ যাত্রায় আপনি খুব দ্রুতই বেঁচে গেলেন।"

অধ্যায় ৭৫

রবার্ট ল্যাংডন উদাস হয়ে চেয়ে আছে, এতোটাই ক্লান্ত যে ধীর গতিতে ছুটে চলা ট্যাক্সি ড্রাইভারকে দ্রুত চালানোর জন্যে কোনো রকম তাগিদ দিতে পারলো না। তার পাশে বসে থাকা ক্যাথারিন চুপ মেরে আছে। পিরামিডটির মধ্যে কী এমন বিশেষত্ব আছে সেটা বুঝতে না পেরে তাকে খুব উদভ্রান্ত দেখাচ্ছে। তারা দু'জনে পিরামিড, ক্যাপস্টোন এবং রাতের অদ্ভুত ঘটনাবলী সম্পর্কে যা যা জানে সব কিছুই পর্যালোচনা করেছে। এখনও তাদের কোনো ধারণাই নেই হে পিরামিডটিকে কিভাবে একটি মানচিত্র হিসেবে বিবেচনা করা যাবে।

Jeova Sanctus Unus? সিক্রেটটা অর্ডার-এর অভ্যন্তরেই লুকিয়ে রাখা আছে?

তাদের রহস্যময় কনট্যাক্ট কথা দিয়েছে এসব প্রশ্নের জবাব সে দেবে যদি তারা নির্দিষ্ট একটি জায়গায় দেখা করতে পারে। *রোমের তাইবার নদীর উত্তরে এক শরণার্থী শিবিরে।* ল্যাংডন জানে ওয়াশিংটন শহরটিকে প্রথম দিকে আমেরিকার স্থপতিরা 'নতুন রোম'কে হিসেবে অভিহিত করতেন। তারপরও তাদের সেই স্বপ্নটা এখনও নিভু নিভু করে টিকে আছে তাইবারের পানি এখনও পোটোম্যাক নদী দিয়ে বয়ে চলেছে। সিনেটররা এখনও জড়ো হন সেন্ট পিটার্সের গম্বুজের আদলে তৈরি করা একটি ভবনের নীচে। ভালকান এবং মিনার্ভা এখনও বহুকাল আগে নিভে যাওয়া রটুন্ডার শিখা অনির্বাণ প্রহরা দিচ্ছে।

সব প্রশ্নের জবাব ল্যাংডন এবং ক্যাথারিনের জন্যে অপেক্ষা করছে সামনের কয়েক মাইল দূরে। *ম্যাসাচুসেটস অ্যাভিনুর উত্তর-পশ্চিমে।* তাদের গন্তব্যটি সত্যিকার অর্থেই একটি আশ্রম...ওয়াশিংটনের উত্তরে তাইবার ক্রিকে। ড্রাইভার যেনো আরো দ্রুত গাড়ি চালায় মনে মনে সে কামনাই করলো ল্যাংডন।

আচমকা নিজের সিটে নড়েচড়ে বসলো ক্যাথারিন, যেনো হঠাৎ করে তার কিছু একটা মনে পড়ে গেছে। "হায় ঈশ্বর, রবার্ট!" ফ্যাকাসে মুখে সে ল্যাংডনের দিকে তাকালো। একটু ইতস্তত করে অবশেষে বেশ জোর দিয়েই বললো, "আমরা তো ভুল পথে যাচ্ছি!"

"না, ঠিক পথেই আছি," পাল্টা বললো ল্যাংডন। "এটাই ম্যাসাচুসেটসের উত্তর-পশ্চিম–"

"না! আমি বলতে চাচ্ছিলাম আমরা ভুল জায়গায় যাচ্ছি!"

ল্যাংডন মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলো না। ইতিমধ্যেই সে ক্যাথারিনকে বলেছে রহস্যময় কলার যা বলেছে তার মানেটা কি। ঠিক কোন্ জায়গার কথা সে বলেছে।

ওখানে সিনাই পাহাড়ের দশটি পাথর রাখা আছে, তার মধ্যে একটা স্বর্গ থেকে এসেছে, আর অন্যটা লুকের পিতার মুখের আদলে। এই পৃথিবীর একটা মাত্র ভবনই এই দাবিটি করতে পারে। আর তাদের ট্যাক্সিটা ঠিক সেখানেই যাচ্ছে।

"ক্যাথারিন, আমি নিশ্চিত, যেখানে যাচ্ছি সেটাই সে জায়গা।"

"না!" চিৎকার ক'রে বললো সে। "ওখানে আমাদের যাওয়ার দরকার নেই। আমি পিরামিড এবং ক্যাপস্টোনটির অর্থোদ্ধার করতে পেরেছি! আমি এখন জানি এসবের মানে কি!"

ল্যাংডন খুবই বিস্মিত হলো। "তুমি জানো?"

"হ্যা! ওখনে না গিয়ে আমাদেরকে ফ্রিডম প্লাজায় যেতে হবে!"

এবার ল্যাংডন আরো হতভম্ব হলো। ফ্রিডম প্লাজা যদিও খুব কাছেই অবস্থিত কিন্তু তার কাছে এটা একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক বলেই মনে হচ্ছে।

"Jeova Sanctus Unus!" বললো ক্যাথারিন। "হিব্রুদের সত্যিকারের একজন ঈশ্বর। হিব্রুদের পবিত্র সিম্বলটি হলো ইহুদি তারকা–সলোমনের সিল–ম্যাসনদের একটি গুরুত্বপূর্ণ সিম্বল!" পকেট থেকে এটা ডলারের নোট বের করলো সে। "তোমার কলমটা একটু দাও।"

অবাক হয়ে ল্যাংডন জ্যাকেটের পকেট থেকে তার কলমটা বের করে ক্যাথারিনকে দিলো।

"দ্যাখো।" কোলের উপর নোটটা মেলে ধরে কলম দিয়ে সিলটার দিকে ইঙ্গিত করলো সে। "তুমি যদি ইউনাটেড স্টেটসের গ্রেট সিলটার উপর সলোমনের সিলটা সুপারইম্পোজ করো..." পিরামিডের উপর সে ইহুদিদের তারকা সিম্বলটি আঁকলো। "তাহলে কি পাবে, দ্যাখো!"

ল্যাংডন ডলারের নোটটার দিকে চেয়ে ক্যাথারিনের দিকে এমনভাবে তাকালো যেনো সে পাগল হয়ে গেছে।

"রবার্ট, আরো ভালো করে দ্যাখো! তুমি কি ধরতে পারছো না আমি কিসের দিকে ইঙ্গিত করছি?"

ড্রইংটার দিকে আবারো তাকালো সে।

এটা দিয়ে সে কি পেতে চাচ্ছে? এই ইমেজটা তো ল্যাংডন এর আগেও দেখেছে।

আমেরিকা নামের দেশটার শুরুর দিকে ম্যাসনদের ব্যাপক প্রভাব ছিলো তার 'প্রমাণ' হিসেবে এটি ষড়যন্ত্র তাত্ত্বিকদের কাছে খুবই জনপ্রিয়। ছয় বিন্দুর তারকা ইউনাইটেড স্টেটসের গ্রেট সিলের উপর নিখুঁতভাবে প্রতিস্থাপন করলে তারকার শীর্ষ বিন্দুটি একেবারে ম্যাসনিক সর্বদ্রষ্টা চোখের উপর গিয়ে পড়ে...আর অদ্ভুত ব্যাপার হলো বাকি পাঁচটি বিন্দু পরিস্কারভাবেই M-A-S-O-N অক্ষরগুলোর দিকে নির্দেশ করে।

"ক্যাথারিন, এটা নিছকই কাকতালীয় একটি ব্যাপার, আর আমি এখনও বুঝতে পারছি না এটার সাথে ফৃডম প্লাজার কি সম্পর্ক রয়েছে।"

"আবারো দ্যাখো!" অনেকটা রেগমেগেই বললো এবার। "আমি কোন্ জায়গাটার দিকে ইঙ্গিত করছি তুমি সেদিকে তাকাচ্ছো না! ঠিক এখানে। দেখতে পাচ্ছো না এটা?"

একটু পরই সেটা দেখতে পেলো ল্যাংডন।

সিআইএ ফিল্ড-অপারেশন্স লিডার টার্নার সিমকিন্স এডামস বিল্ডিংয়ের বাইরে কানে সেলফোন চেপে দাঁড়িয়ে আছে। ট্যাক্সির পেছনের সিটে যে কথাবার্তা হচ্ছে সেটা মন দিয়ে শুনে যাচ্ছে সে। একটা কিছু ঘটলো। তার টিম সিকোরস্কি UH-60 হেলিকপ্টারে করে উত্তর-পশ্চিমে মাত্র রওনা দেবে, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে পরিস্থিতি হঠাৎ করেই পাল্টে গেছে।

কয়েক সেকেন্ড আগে ক্যাথারিন সলোমন বার বার জোর দিয়ে বলছিলো তারা ভুল দিকে যাচ্ছে। তার কথাগুলো ছিলো ডলারের নোট এবং ইহুদিদের তারকা বিষয়ক কিংবা সেরকম কিছু হবে। টিম লিডার এসবের কিছুই বুঝতে পারছে না, না বুঝতে পারছে ক্যাথারিনের সঙ্গী রবার্ট ল্যাংডন। তবে মনে হচ্ছে এই প্রথম মি: ল্যাংডন ক্যাথারিনের কথাটা ধরতে পারলো।

"হায় ঈশ্বর, তুমি তো ঠিকই বলেছো!" ল্যাংডন বিস্মিত হয়ে বললো। "প্রথমে তো এটা আমি ধরতেই পারি নি!"

সিমকিন্স এবার শুনতে পেলো ড্রাইভারের ডিভাইডারের কাঁচে আঘাত করার শব্দ। তারপর সেটা খোলার শব্দটাও সে শুনতে পেলো সেলফোনে। "আমরা আমাদের পরিকল্পনা একটু পরিবর্তন করেছি।" ড্রাইভারকে চিৎকার করে বললো ক্যাথারিন। "আমাদেরকে ফৃডম প্লাজায় নিয়ে যাও!"

"ফৃডম প্লাজা?" ড্রাইভার নার্ভাস হয়ে বললো। "ম্যাসাচুসেট্সের উত্তর-পশ্চিমে যাবেন না?"

"ওটার কথা ভুলে যাও!" আবারো চিৎকার ক'রে বললো ক্যাথারিন। "ফৃডম প্লাজা! বায়ে মোড় নাও! এখানে! এখানে!"

ট্যাক্সি ক্যাবটি মোড় নিলে টায়ারের সাথে রাস্তার পিচের ঘর্ষণের তীক্ষ্ম শব্দ শুনতে পেলো সিমকিন্স। ক্যাথারিন খুব উত্তেজিত হয়ে ল্যাংডনকে কী যেনো বলে যাচ্ছে।

প্লাজায় ব্রোঞ্জের উপর খোদাই করা বিখ্যাত গ্রেট সিলের কথা বলছে সে।

"ম্যাম, একটু কনফার্ম হবার জন্যে জানতে চাচ্ছি," ড্রাইভারের উদ্বিগ্ন কণ্ঠটা শোনা গেলো। "আমরা ফৃডম প্লাজায় যাচ্ছি–"

"হ্যা!" বললো ক্যাথারিন। "জলদি!"

"খুব সামনেই। বড়জোর দু'মিনিট লাগবে।"

সিমকিন্স মুচকি হাসলো। *ভালোই করছো, ওমর।* হেলিকপ্টারের দিকে দৌড়ে যাবার সময় নিজের টিমের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে বললো, "তাদেরকে আমরা পেয়েছি! ফৃডম প্লাজায়! এক্ষুণি চলো!"

অধ্যায় ৭৬

ফ্রিডম প্লাজা একটি মানচিত্র।

পেনসিলভানিয়া অ্যাভিনু এবং থার্টিন্থ স্ট্রিটের কর্নারে অবস্থিত প্লাজাটির বিশাল পাথরের পৃষ্ঠদেশে পিয়েরে লাঁফায়ের প্রণয়ন করা শুরুর দিকে ওয়াশিংটন ডিসি'র পথঘাটের নক্সা চিত্রিত করা আছে। বিশাল মানচিত্রের উপর দিয়ে হেটে যাওয়ার মজা ছাড়াও প্লাজাটি পর্যটকদের কাছে খুবই আকর্ষণীয় একটি জায়গা, কারণ যার নামে এর নামকরণ করা হয়েছে সেই মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র এ জায়গার খুব কাছে উইলার্ড হোটেলে বসেই তার বিখ্যাত ভাষণ 'আই হ্যাভ অ্যা ড্রিম' লিখেছিলেন।

ক্যাব ড্রাইভার ওমর আমিরানা সব সময়ই এই ফ্রিডম প্লাজায় পর্যটকদের নিয়ে আসে। কিন্তু আজকে যে দু'জন প্যাসেঞ্জারকে এখানে নিয়ে আসছে তারা সেরকম ঘুরে বেড়ানোর কোনো লোক নয়। *সিআইএ তাদেরকে খুঁজে বেড়াচ্ছে?* ওমর গাড়িটা গন্তব্যস্থলে থামাতে না থামাতেই তার প্যাসেঞ্জার দু'জন গাড়ি থেকে দিয়ে নেমে পড়লো।

"এখানেই থেকো!" টুইড কোট পরা লোকটি বললো ওমরকে। "আমরা ফিরে আসবো!"

ওমর দেখতে পেলো তারা দু'জন খোলা চত্বরের বিশাল মানচিত্রের উপর বিভিন্ন জায়গা দেখিয়ে চিৎকার ক'রে কী যেনো বলছে একে অন্যেকে। ড্যাশবোর্ড থেকে ওমর সেলফোনটা তুলে নিলো। "স্যার, আপনি কি এখনও আছেন?"

"হ্যা, ওমর!" চিৎকার ক'রে বললো একটা কণ্ঠ। ফোনের অপর প্রান্তে প্রচণ্ড জোরে জোরে শব্দ হবার কারণে কথাটা ভালোমতো শোনা গেলো না। "তারা এখন কোথায় আছে?"

"মানচিত্রের উপর ঘুরে বেড়াচ্ছে। মনে হচ্ছে তারা কিছু খুঁজছে।"

"তাদেরকে চোখের আড়াল কোরো না," এজেন্ট চিৎকার ক'রে বললো। "আমরা প্রায় পৌছে গেছি!"

ওমর দেখতে পেলো দুই ফেরারি বিখ্যাত গ্রেট সিলটা খুঁজে পেয়েছে–এতো বড় ব্রোঞ্জের মেডালিয়ন সমগ্র দুনিয়ায় দ্বিতীয়টি নেই। ওটার উপর দাঁড়িয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ইঙ্গিত করছে তারা। তারপরই টুইড কোট পরা লোকটি দৌড়ে ক্যাবের কাছে চলে এলে সঙ্গে সঙ্গে সেলফোনটা ড্যাশবোর্ডে রেখে দিলো ওমর।

"ভার্জিনিয়ার আলেকজান্দ্রিয়া কোন্ দিকে?" জানতে চাইলো সে।

"আলেকজান্দ্রিয়া?" দক্ষিণ-পশ্চিম দিকটি দেখালো ওমর। একটু আগে তারা দু'জনেও একই দিকে আঙুল তুলে দেখাচ্ছিলো।

"আমি জানতাম!" হাফাতে হাফাতে আপন মনে বললো লোকটি। ঘুরে মহিলার দিকে ফিরে চিৎকার ক'রে সে বললো, "তোমার কথাই ঠিক! আলেকজান্দ্রিয়া।"

মহিলা এবার প্লাজার এক দিকে জ্বলজ্বলে 'মেট্রো' সাইনটার দিকে ইঙ্গিত করলো। "ব্লু-লাইন সরাসরি ওদিকে যাবে। আমাদেরকে কিং স্ট্রট স্টেশনে যেতে হবে!"

আৎকে উঠলো ওমর। *উফ্, না।*

লোকটা ওমরকে ভাড়ার চেয়ে অনেক বেশি টাকা দিয়ে বললো, "ধন্যবাদ। আমরা অন্য এক জায়গায় যাচ্ছি।"

"দাঁড়ান! আপনাদেরকে আমি ওখানে নিয়ে যেতে পারবো। আমি তো সব সময়ই ওখানে যাই!"

কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে গেছে। ফেরারি দু'জন প্লাজা দিয়ে ছুটতে শুরু ক'রে দিয়েছে ততোক্ষণে। মেট্রো সেন্টারের ভূ-গর্ভস্থ স্টেশনের যাবার জন্যে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলো তারা।

ওমর তার সেলফোনটা আবারো কানের কাছে ধরলো। "স্যার! তারা তো দৌড়াতে দৌড়াতে সাবওয়ের দিকে চলে গেলো! আমি তাদেরকে থামাতে পারি নি! তারা ব্লু-লাইনে উঠে আলেকজান্দ্রিয়ায় যাবে!"

"তুমি ওখানেই থাকো!" এজেন্ট চিৎকার ক'রে বললো। "আমি পনেরো সেকেন্ডের মধ্যে আসছি!"

এইমাত্র লোকটার দেয়া কতোগুলো ডলারের নোটের দিকে তাকালো ওমর। সবার উপরে যে নোটটা আছে তাতে কিছু লেখা রয়েছে। ইউনাইটেড স্টেটসের গ্রেট সিলের উপর একটা ইহুদি তারকা অঙ্কন করা। ঠিকই বলেছে তারা, তারকার বিন্দুগুলো যেসব অক্ষরের উপর পড়েছে সেগুলো একসাথে মেলালে MASON শব্দটি পাওয়া যায়।

আচমকা চারপাশ জুড়ে কান ফাঁটা শব্দ শুনতে পেলো ওমর। যেনো কোনো ট্রাক্টর এসে তার গাড়িতে আঘাত হেনেছে। চেয়ে দেখলো রাস্তাটা একেবারেই ফাঁকা। শব্দটা আরো বাড়তে লাগলো। তারপর হঠাৎ করেই কালো চকচকে একটা হেলিকপ্টার রাতের আকাশ থেকে নেমে এলো প্লাজার মানচিত্রের ঠিক মাঝখানে।

একদল কালো পোশাকধারী লোক সেটা থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লো। তাদের প্রায় সবাই ছুটে গেলো সাবওয়ে স্টেশনের দিকে, কিন্তু একজন লোক ওমরের ক্যাবের কাছে এগিয়ে এসে প্যাসেঞ্জার দরজাটা খুলে ফেললো। "তুমিই তো ওমর?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো সে। একেবারে বাকরুদ্ধ হয়ে গেছে।

"তারা কি বলেছে, কোথায় যাচ্ছে?" এজেন্ট জানতে চাইলো।

"আলেকজান্দ্রিয়ায়! কিং স্ট্রট স্টেশন," চিৎকার ক'রে বললো ওমর। "তাদেরকে আমি নিয়ে যাবার প্রস্তাব দিয়েছিলাম কিন্তু–"

"তারা কি বলেছে আলেকজান্দ্রিয়ার কোথায় যাচ্ছে?"

"না! প্লাজার গ্রেট সিলটার দিকে কী যেনো দেখে আমাকে আলেকজান্দ্রিয়া কোন্

দিকে জিজ্ঞেস করে এই টাকাগুলো দিয়ে দিলো।" ড্রইং আঁকা ডলারের নোটটি এজেন্টের হাতে তুলে দিলো সে। এজেন্ট নোটটা নিয়ে দেখার সময় ওমর বুঝে ফেললো ব্যাপারটা। *ম্যাসন! আলেকজান্দ্রিয়া!* আমেরিকায় ম্যাসনদের সবচেয়ে বিখ্যাত ভবনটি আলেকজান্দ্রিয়ায় অবস্থিত। "ঐটাই!" চিৎকার ক'রে বললো সে। "জর্জ ওয়াশিংটন ম্যাসনিক মেমোরিয়াল! কিং স্ট্রট স্টেশনের ঠিক উল্টো দিকেই সেটা অবস্থিত!"

"ঠিক বলেছো," এজেন্ট বললো। ঠিক একই সময় সেও ব্যাপারটা ধরতে পেরেছে। আর তখনই সাবওয়ে স্টেশন থেকে এজেন্টরা দৌড়ে ফিরে এলো।

"তাদেরকে আমরা ধরতে পারি নি!" একজন এজেন্ট চিৎকার ক'রে বললো। "ব্লু-লাইন এইমাত্র স্টেশন ছেড়ে চলে গেছে! নীচের প্লাটফর্মে তারা নেই!"

এজেন্ট সিমকিন্স হাতঘড়িতে সময় দেখে নিয়ে ওমরের দিকে ফিরলো। "সাবওয়ে থেকে আলেকজান্দ্রিয়ায় যেতে কতোক্ষণ সময় লাগে?"

"কমপক্ষে দশ মিনিট। সম্ভবত তারচেয়েও বেশি।"

"ওমর, তুমি দারুণ কাজ করেছো। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।"

"ঠিক আছে। তো, ঘটনাটা কি?"

কিন্তু এজেন্ট সিমকিন্স কোনো কথা না বলে হেলিকপ্টারের দিকে দৌড়ে চলে গেলো। যেতে যেতে চিৎকার ক'রে বলতে লাগলো, "কিং স্ট্রট স্টেশন! তাদের পৌছানোর আগেই আমরা ওখানে পৌছে যাবো।"

অবাক হয়ে ওমর দেখতে পেলো কালো হেলিকপ্টারটি আকাশে উড়ে যাচ্ছে। দক্ষিণের পেনসিলভানিয়া অ্যাভিনুর অভিমুখে ছুটে যেতেই রাতের আকাশে উধাও হয়ে গেলো সেটি।

ট্যাক্সি ক্যাবটার ঠিক নীচে একটা সাবওয়ে ট্রেন ফৃডম প্লাজা থেকে দ্রুতগতিতে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে ছুটে যাচ্ছে। ওটার ভেতরে একটা সিটে রবার্ট ল্যাংডন এবং ক্যাথারিন সলোমন দম ফুরিয়ে বসে আছে, তাদের কেউই কোনো কথা বলছে না।

অধ্যায় ৭৭

স্মৃতিটা সব সময়ই একইভাবে শুরু হয়।

সে পড়ে যাচ্ছে...বরফ-জমাট নদীতে তলিয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। উপর থেকে ক্ষমাহীন ধূসর দৃষ্টিতে চেয়ে আছে পিটার সলোমন। তর হাতে আন্দ্রোসের পিস্তলটা ধরা। নীচে তলিয়ে যাওয়ার সময় তার মনে হয় ধীরে ধীরে সমগ্র জগতটি দূরে সরে যাচ্ছে। পাশের ঝরণা থেকে আছড়ে পড়া জলকণা তাকে ঢেকে দিচ্ছে নির্মমভাবে।

মুহূর্তেই সব কিছু সাদা হয়ে গেলো, ঠিক স্বর্গের মতো।

তারপরই বরফের তীব্র কামড়।

শীতল। কালো। যন্ত্রণা।

তলিয়ে যাচ্ছে সে...তাকে টেনে নিচ্ছে হিমশীতল পানির নীচে। অসম্ভব ঠাণ্ডা সেই পানি তার বুকে ঢুকে গেলো যখন বাতাস নেবার জন্যে নিঃশ্বাস নিতে গেলো।

আমি বরফের নীচে।

ঝরণার কাছে বরফগুলো অপেক্ষাকৃত পাতলা। আন্দ্রোস ঠিক সেখানেই পড়েছে। এখন স্রোতের টানে চলে এসেছে শক্ত বরফের নীচে। সেই বরফের ছাদ ভাঙার চেষ্টা করলো কিন্তু তার সেই শক্তি নেই। গুলিটা নেহায়েতই পাখি মারার কাজে ব্যবহার করা হলেও তার কাঁধে যেখানে গুলি লেগেছে সেখান থেকে প্রচুর রক্তপাত হচ্ছে ফলে ধীরে ধীরে তার শরীরটা অবশ হয়ে যাচ্ছে এখন।

স্রোতের তীব্রতা ক্রমশ বাড়ছে, তার শরীরটা সেই স্রোতে ভেসে চলে যাচ্ছে নদীর একটা বাঁকে। বাতাস নেবার জন্যে তার শরীরটা আর্তনাদ করছে যেনো। আচমকা একটা গাছের ডালে তার শরীরটা আঁটকে গেলে সেটা ধরে ভেসে ওঠার চেষ্টা করলো সে। হাতরাতে লাগলো বরফের কোন জায়গা দিয়ে ডালটা ঢুকেছে, সেখানে কোনো ফুটো আছে কিনা। *ভাবো!* ডালটার খুব কাছেই একটা ছোট্ট ছিদ্র খুঁজে পেতে খুব একটা দেরি হলো না। সেটার ভেতর হাত ঢুকিয়ে বরফ ভেঙে ভেঙে ছিদ্রটা বড় করে ফেললো।

ডালটা ধরে কোনোরকমে মুখটা সেই ছিদ্রের ভেতর দিয়ে ঢোকানোর চেষ্টা করলো। শীতের যে বাতাস বুক ভরে নিলো সেটা তার কাছে মনে হলো খুবই উষ্ণ। অক্সিজে নিতে পেরে একটু আশাবাদী হয়ে উঠলো সে। মোটা ডালটার উপর দু'পা তুলে দিয়ে হাত আর পায়ের শক্তিতে ভর দিয়ে উঠে গেলো বরফের উপর। গাছের ডালটা যেখানে পড়েছে সেই জায়গার বরফ ইতিমধ্যে নরম হয়ে গেছে। নিজের সমস্ত শরীর সেই ডালে তুলেতেই বরফ ভেঙে আবারো পড়ে গেলো হিমশীতল নদীর পানিতে। তবে বুক ভরে বাতাস

নেবার কারণে শরীরে শক্তি সঞ্চয় হয়েছিলো, যারা ফলে হাত-পা ছুড়ে অনেক কষ্টে সাঁতরিয়ে বরফের উপরে উঠতে পারলো আবার। দম ফুরিয়ে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকলো বরফের উপর।

মুখ থেকে স্কি মুখোশটা খুলে পকেটেরেখে দিলো আন্দ্রোস। উপর থেকে পিটার সলোমনতাকে দেখছে কিনা দেখার চেষ্টা করলো সে। কিন্তু নদীর বাঁকের কারণে সেটা দেখা সম্ভব হলো না। তার বুকটা আবারো পুড়ে যাচ্ছে। আস্তে করে সামনে থাকা একটা গাছের ডাল টেনে নিলো ছিদ্রটা আড়াল করার জন্যে। বরফের মধ্যে যে ফুটোটার সৃষ্টি হয়েছে সেটা সকালের মধ্যেই বরফ জমে আবার বন্ধ হয়ে যাবে।

পা টেনে টেনে বনের ভেতর দিয়ে চলতে শুরু করলো আন্দ্রোস। তুষারপাত শুরু হয়ে গেছে। বনের শেষে ছোট্ট একটা সড়কের সামনে চলে আসার আগ পর্যন্ত সে জানতো না কতোটা পথ তাকে পাড়ি দিতে হবে। তার সারা গা জ্বরে পুড়ছে। হাইপোথারমিক দেখা দিচ্ছে। এবার জোরে জোরে তুষারপাত হতে লাগলো। দূর থেকে দেখতে পেলো একটা গাড়ির হেডলাইট। তার দিকেই সেটা আসছে। উদভ্রান্তের মতো হাত নেড়ে সেটার মনোযোগ আকর্ষণ করলো আন্দ্রোস। পিকআপ ট্রাকটি তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে থামলে সে দেখতে পেলো নাম্বারপ্লেটটি ভারমন্টের। লাল রঙের শার্ট পরা এব বুড়ো ট্রাক থেকে নেমে এলো।

বুকের যেখান থেকে রক্ত ঝরছে সে জায়গাটা হাত দিয়ে চেপে রেখে পা টেনে টেনে লোকটার দিকে এগোলো আন্দ্রোস। "এক শিকারী...আমাকে গুলি করেছে! আমাকে...হাসপাতালে নিয়ে যান!"

সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো তাকে ট্রাকের প্যাসেঞ্জার সিটে বসতে সাহায্য করে গাড়ির হিটারটা ছেড়ে দিলো। "আশেপাশে হাসপাতাল আছে কোথায়?!"

আন্দ্রোসের কোনো ধারণাই নেই, তারপরেও দক্ষিণ দিকে ইঙ্গিত করলো সে। "পরের এক্সিটেই।" *আমরা কোনো হাসপাতালে যাচ্ছি না।*

ভারমন্টের সেই বুড়ো লোকটি পরের দিন থেকে লাপাত্তা হয়ে যায়। তবে ঠিক কোথায় আর কখন ভারি তুষারপাতের সময় সে নিখোঁজ হয়েছে সে সম্পর্কে কারো কোনো স্পষ্ট ধারণা রইলো না। এটাও কেউ খেয়াল করলো না পরের দিন সংবাদপত্রে প্রধান শিরোনাম হওয়া ইসাবেল সলোমনের খুনের সাথে এই ঘটনার কোনো সম্পর্ক আছে কিনা।

ঘুম থেকে যখন আন্দ্রোস জেগে উঠলো তখন নিজেকে আবিষ্কার করলো সস্তা এক মোটেলের বিছানায় শুয়ে আছে সে। তার মনে পড়লো প্রস্ততি নেবার কথাটা, বিছানার চাদর ছিঁড়ে ক্ষতস্থানটি বেধে রেখেছে। সে খুবই ক্ষুধার্ত।

বাথরুমে ঢুকে দেখতে পেলো সিঙ্কের উপর পাখি মারার বন্দুকের ছোটো ছোটো গুলিগুলো। অস্পষ্টভাবে তার মনে পড়ে গেলো বুক থেকে এগুলো বের করার কথা।

নোংরা আয়নার দিকে তাকিয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও রক্তাক্ত ব্যান্ডেজটা খুলে দেখে নিলো ক্ষতস্থানের অবস্থা কতোটা নাজুক। তার বুক আর পেটের শক্ত পেশী পাখি মারা গুলিগুলোকে বেশি ভেতরে ঢুকতে বাধা দিয়েছে, তারপরও নিখুঁত শরীরটায় জখমের চিহ্নে নষ্ট হয়ে গেছে বলেই মনে করছে সে। পিটার সলোমনের করা একটা গুলি তার কাঁধ ফুটো করে বের হয়ে গেছে।

তবে সবচাইতে খারাপ খবর হলো যে জিনিসের জন্যে এতোদূর ছুটে এসেছে সেটা নিতে ব্যর্থ হয়েছে সে। *পিরামিড।* খিদের চোটে পেট মোচড় দিয়ে উঠলে বাইরে বুড়ো লোকটার ট্রাকের কাছে গেলো এই আশায় যে, ওটার ভেতরে হয়তো কিছু খাবার থাকতে পারে। পিকআপটি তুষারে ঢেকে যেতে দেখে ভাবলো কতোক্ষণ ধরে সে ঘুমিয়ে ছিলো। *ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আমি জেগে উঠেছি।* গাড়িতে কোনো খাবার না পেলেও গ্লোভ কম্পার্টমেন্টে আর্থরাইটিস পেইনকিলার খুঁজে পেলো আন্দ্রোস। বেশ কয়েকটা ট্যাবলেট এক মুঠ তুষারের সাথে গলাধকরণ করে নিলো সে।

আমার কিছু খাবার দরকার।

কয়েক ঘণ্টা পর পিকআপ ট্রাকটির চেহারা বদলে গেলো। ক্যাব ক্যাপ আর হাবকাপগুলো খুলে বাম্পারে যেসব স্টিকার লাগানো ছিলো সেগুলোও তুলে ফেলা হলো। ভারমন্টের নাম্বারপ্লেটটা উধাও হয়ে গেলো আর সেখানে লাগানো হলো মোটেলের পাশেই পরিত্যাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা একটি ট্রাকের নাম্বারপ্লেট। রক্তাক্ত বিছানার চাদর, ছোটো ছোটো গুলির টুকরো এবং অন্যান্য যা কিছু ছিলো সবই পরিত্যাক্ত ট্রাকের ভেতর ফেলে দিলো যাতে করে মোটেলে তার অবস্থানের কোনো চিহ্ন না পাওয়া যায়।

পিরামিডের আশা ত্যাগ করলো না আন্দ্রোস। তবে তাকে কিছু দিনের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। লুকিয়ে থাকতে হবে তাকে, সুস্থ হয়ে উঠতে হবে আর সবার আগে পেট ভরে খেয়ে খিদে মেটাতে হবে তাকে। পথের পাশে একটা খাবারের দোকান থেকে কতোগুলো ডিম, তিন গ্লাস কমলার জুস আর কিছু সালাদ খেয়ে নিলো। খাওয়ার পর আরো কিছু খাবারের অর্ডার দিলো সঙ্গে করে নিয়ে যাবার জন্যে। পথে যেতে যেতে ট্রাকের রেডিওটা ছেড়ে দিলো আন্দ্রোস। ঘটনার পর থেকে টেলিভিশন কিংবা পত্রপত্রিকায় তার সম্পর্কে কিছু বলা হয় নি। তবে স্থানীয় এক সংবাদ চ্যানেলের একটা খবর শুনে সে হতভম্ব হয়ে গেলো।

"এফবিআই তদন্তকারী কর্মকর্তারা," সংবাদপাঠক বললো, "দু'দিন আগে পোটোম্যাকে সলোমনদের এস্টেটে খুন হওয় ইসাবেল সলোমনের হত্যাকারী অস্ত্রধারীকে খুঁজে যাচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছে খুনি বরফের নদীতে পড়ে সাগরে ভেসে গেছে।"

বরফের মতো জমে গেলো আন্দ্রোস। *ইসাবেল সলোমন খুন হয়েছে?* বিস্মিত হয়ে চুপচাপ গাড়ি চালিয়ে গেলো সে। পুরো রিপোর্ট শুনলো

সময় এসেছে বহু দূর চলে যাবার, এখান থেকে অনেক দূরে।

আপার ওয়েস্ট সাইড অ্যাপার্টমেন্ট থেকে সেন্ট্রাল পার্কের চমৎকার ভিউ দেখা যায়। এ জায়গাটা আন্দ্রোস বেছে নিয়েছে তার কারণ জানালার বাইরে সবুজ প্রান্তরটি তাকে হারানো তার দিনের অ্যাড্রিয়াটিক ভিউয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যদিও সে জানে বেঁচে থাকার জন্যে তার খুশি হওয়াই উচিত তারপরও সে খুশি নয়। শূন্যতা তাকে কখনও পরিত্যাগ করে নি। পিটার সলোমনের পিরামিড চুরি করার ব্যর্থ মিশনটি আবারো সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্যে মুখিয়ে আছে সে।

ম্যাসনিক পিরামিডের লিজেন্ডের উপর বিস্তর পড়াশোনা করেছে আন্দ্রোস, অবশ্য কেউই মনে হয় ঠিক ঠিক জানে না লিজেন্ডটা সত্যি কিনা। সবগুলো লিজেন্ড বলে বিশাল জ্ঞান আর ক্ষমতা লুকিয়ে রাখা হয়েছে সেই পিরামিডের ভেতর। *ম্যাসনিক পিরামিডটি সত্যি আছে,* নিজেকে বললো আন্দ্রোস। *ওদের ভেতরে যে খবর আমার কাছে আছে সেটা একেবারেই প্রশ্নাতীত।*

তার ভাগ্য পিরামিডটিকে তার নাগালের মধ্যে এনে দিয়েছে, সে জানে এটা এড়িয়ে যাওয়ার মানে লটারিতে জিতেও টিকেটটা ক্যাশ না করার মতো হয়ে যাবে। *ম্যাসনদের বাইরে আমিই একমাত্র জীবিত ব্যক্তি যে জানে পিরামিডটি সত্যি আছে...ঠিক যেমনটি জানে পিরামিডের রক্ষক সেই লোকটি।*

কয়েক মাস কেটে গেলে সুস্থ হয়ে উঠলো আন্দ্রোস, তবে সে আর গৃসের সেই যৌনকাতর যুবক রইলো না। ব্যয়াম করা ছেড়ে থামিয়ে দিলো, আয়নার সামনে নগ্ন হয়ে নিজেকে দেখে মুগ্ধ হওয়ার চেষ্টা করলো না। তার কাছে মনে হলো তার শরীরটা জরাগ্রস্ত হতে শুরু করেছে। বয়সের ছাপ পড়ছে ধীরেধীরে। এক সময় তার যে নিঁখুত ত্বক ছিলো আজ সেটা কাটাছেঁড়ার দাগে কলঙ্কিত। এটা তাকে আরো বেশি বিষন্ন করে তুললো। সুস্থ হবার জন্যে অবিরাম পেইন কিলার খেয়ে খেয়ে তার কাছে মনে হলো সে বুঝি সোগানলিক জেলখানার সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলোতেই ফিরে যাচ্ছে। শরীর যা চায় শরীর তা-ই চরিতার্থ করে।

এক রাতে গৃনউইচ ভিলেজে ড্রাগ কেনার সময় ড্রাগডিলারের হাতে বজ্রপাতের একটি টাট্টু দেখতে পায় সে। আন্দ্রোস তাকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলো অনেক দিনের পুরনো দুর্ঘটনাজনিক দাগ ঢাকার জন্যে সে টাট্টু এঁকেছে। "দাগটা প্রতিদিন দেখে আমার মনে পড়ে যেতো সেই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার কথা," ডিলার বললো তাকে। "তাই আমি ওটার উপরে এই টাট্টুটা এঁকে নিয়েছি। এটা আমাকে শক্তিশালী ভাবতে সাহায্য করে। এর ফলে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেয়েছি আমি।"

সেদিন রাতেই ড্রাগে বুঁদ হয়ে স্থানীয় এক টাট্টু পারলারে গিয়ে গায়ের শার্ট খুলে বললো, "আমি এই দাগগুলো ঢেকে ফেলতে চাই। ফিরে পেতে চাই নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ।"

"ওগুলো ঢেকে ফেলতে চান?" তার বুকের দিকে তাকিয়ে টাট্টুশিল্পী জানতে চাইলো। "কি দিয়ে?"

"টাট্টু দিয়ে।"

"হ্যা, সেটা ঠিক আছে...কিন্তু কিসের টাট্টু দিয়ে?"

কাঁধ ঝাঁকালো আন্দ্রোস। সে কেবল কুৎসিত দাগগুলো ঢাকতে চায়, এর বেশি কিছু না। "জানি না। আপনিই ঠিক করে দিন।"

শিল্পী মাথা নেড়ে প্রাচীন কিছু প্রতীক আর টাট্টুর একটি ক্যাটালগ তার হাতে তুলে দিলো। "সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আসবেন।"

আন্দ্রোস জানতে পারলো নিউইয়র্কের পাবলিক লাইব্রেরিতে টাট্টুর উপর তিপান্নটি বই আছে। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সবগুলো বই পড়ে ফেললো সে। বই পড়ার নেশায় বুঁদ হয়ে পড়লো আবার। সঙ্গে সব সময় একটা বইয়ের ব্যাগ রাখতে শুরু ক'রে দিলো, ঘুরে বেড়াতে লাগলো লাইব্রেরি থেকে লাইব্রেরি।

টাট্টুর উপর রচিত বইগুলো তাকে অদ্ভুত এক জগতের সন্ধান দিলো যে জগত সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই ছিলো না-সিম্বল, মিস্টিসিজম, মিথলজি আর ম্যাজিক্যাল আর্টের একটি জগত। যতোই পড়তে লাগলো ততোই বুঝতে পারলো কতোটা অন্ধকারে ছিলো সে। একটা নোটবুক রাখতে শুরু ক'রে দিলো, তাতে নিজস্ব আইডিয়া, স্কেচ আর অদ্ভুত সব স্বপ্নের কথা লিখে রাখতে শুরু করলো। সে যা চায় লাইব্রেরিতে সেগুলো না পেলে বিরল বইপুস্তক বিক্রি করে যারা তাদের কাছ থেকে দূর্লভ কিছু বই সংগ্রহ করে নিতো।

*দে প্রায়েস্তিগিস দায়মোনাম...লেমেগেতোন...আর্‌স আলমাদেল...গৃমোরিয়াম ভেরাম...আর্‌স নতোরিয়া...*ইত্যাদি ইত্যাদি। সবগুলো বই পড়ে ফেললো সে, নিশ্চিত হয়ে গেলো অর্জন করার জন্যে তার কাছে অসংখ্য ধনসম্পদ রয়েছে এই পৃথিবীতে। এইসব সিক্রেট মানুষের চিন্তাভাবনাকে বদলে দেয়ার ক্ষমতা রাখে।

এরপরই আলিয়েস্টার ক্রাউলি নামের উনিশ শতকের একজন আধ্যাত্মিক স্বপ্নদ্রষ্টার লেখার সাথে পরিচিত হলো সে। চার্চ তাকে 'এ বিশ্বের সবচাইতে বড় শয়তান' হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলো। *মেধাহীনরা ব সময়ই মেধাবীদের ভয় পায়।* প্রার্থনা এবং ধ্যানের শক্তি সম্পর্কে অবগত হতে লাগলো আন্দ্রোস। শিখতে পারলো পবিত্রবাণী ঠিকমতো উচ্চারণ করতে পারলে অন্য এক জগতের দরজা খুলে যায়। এই চিরচেনা জগতের বাইরে আরেকটা জগত আছে...*যে জগত থেকে আমি শক্তি/ক্ষমতা অর্জন করতে পারবো।* সেই ক্ষমতা অর্জনের জন্যে মুখিয়ে থাকলেও আন্দ্রোস বুঝতে পারলো সেটা করার আগে কিছু নিয়ম আর অনুশীলন সম্পন্ন করতে হবে তাকে।

স্বর্গীয় কিছু হতে চাইলে, ক্রাউলি লিখেছে। *নিজেকে পরিশুদ্ধ করো।*

'স্বর্গীয় হওয়ার' প্রাচীন আচার এক সময় পার্থিব নিয়ম ছিলো। মন্দিরে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে শুরু দিককার হিব্রুদের থেকে চিচেন ইৎজা পিরামিডের উপর থেকে নর বলি দেয়া মায়া, নিজেকে ক্রুশবিদ্ধ করতে দেয়া জিশু পর্যন্ত প্রচীনকালের মানুষেরা বুঝতে পেরেছিলো কি *স্যাক্রিফাইস* করলে ঈশ্বর তুষ্ট হয়। ঈশ্বরকে তুষ্ট করে নিজেদেরকে পবিত্র

করার উদ্দেশ্যেই মানুষ স্যাক্রিফাইস করতো। এটাই ছিলো স্যাক্রিফাইসের সত্যিকারের উৎস।

Sacra—sacred।

মুখ–নির্মাণ।

স্যাক্রিফাইসের আচার বহুকাল আগে নিষিদ্ধ হয়ে গেলেও এটার ক্ষমতা এখনও অটুট রয়ে গেছে। আলিয়েস্টার ক্রাউলি সহ আধুনিক মিস্টিকদের অনেকেই চিত্রকলার চর্চা করতো, সময়ে সেটা পরিশীলিত করে তুলতো তারা এবং নিজেদেরকে আরো বড় কিছুতে রূপান্তরিত করে তুলতো ক্রমান্বয়ে। আন্দ্রোসেরও তাদের মতো রূপান্তরিত হবার আকাঙ্খা জাগলো। সে এও জানতো সেটা করতে হলে তাকে বিপজ্জনক একটি সেতু অতিক্রম করতে হবে।

অন্ধকার থেকে আলোকে কেবল তুলে রক্তই পৃথক করতে পারে।

এক রাতে একটা কাক আন্দ্রোসের বাথরুমের খোলা জানালা দিয়ে ঢুকে তার অ্যাপার্টমেন্টের ভেতর আঁটকা পড়েছিলো। আন্দ্রোস দেখতে পেলো কাকটা অনেকক্ষণ বের হবার জন্য ওড়াউড়ি করে অবশেষে থেমে গেলো। পালানোর আর চেষ্টা করলো না। পরিস্থিতিটা মেনে নিলো। একটা লক্ষণ চেনার মতো যথেষ্ট জ্ঞান সে অর্জন করে ফেলেছিলো। *আমাকে সামনের দিকে যেতে হবে।*

কাকটাকে এক হাতে ধরে নিজের রান্নাঘরে গিয়ে ধারালো একটা ছুরি তুলে নিলো সে। জোরে জোরে উচ্চারণ করলো মুখস্ত করা একটি মন্ত্র।

"কামিয়াখ, ইয়োমিয়াহে, ইমিয়াল, মাকবাল, ইমোয়ি, জাজেন...আসামাইয়ান পবিত্রগ্রন্থের পবিত্রতম অ্যাঞ্জেলদের নামে আমি ঘোষণা করছি, তারা সত্যিকারের একজন ঈশ্বরের ক্ষমতা বলে আমাকে এই অপারেশনে সাহায্য করবে।"

আন্দ্রোস এবার কাকটার ডান দিকের ডানার শিরা ছুরি দিয়ে কেটে ফেললে রক্ত ঝরতে লাগলো। ঝরে পড়া রক্তগুলো একটা পাত্রে রাখার সময় বাতাসে অপ্রত্যাশিত একটা ভীতি টের পেলো সে। তাসত্ত্বেও রক্ত সংগ্রহ করতে লাগলো আন্দ্রোস।

"সর্বশক্তিমান আদোনাই, আরাথ্রোন, এলোহিম, এলোহি, এলিওন, অ্যাশার এইহে, শাদ্দাই...আমার সাহায্যকারী হও, যাতে করে এই রক্তের মধ্যে শক্তি আর সক্ষমতা থাকে, যেখানেই আমি যাই না কেন, যা-ই কামনা করি না কেন।"

সেই রাতে সে স্বপ্নে পাখি দেখলো...আগুনের ভেতর থেকে বিশাল একটি ফিনিক্স পাখি জেগে উঠছে। পরদিন সকালে এমন একটা শক্তি নিয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠলো যা কিনা শৈশব থেকে সে অনুভবই করে নি। পার্কের ভেতর দৌড়াতে লাগলো সে, এতো দ্রুত যে কখনও কল্পনাও করে নি সে। যখন আর দৌড়াতে পারলো না উঠ-বস করতে শুরু করলো। অসংখ্যবার। তারপরও তার মধ্যে শক্তি রয়ে গেলো।

সেই রাতে আবারো ফিনিক্স পাখিটার স্বপ্ন দেখলো সে।

সেন্ট্রাল পার্কে শরৎকাল নেমে এলে শীতকালের জন্যে খাদ্য সঞ্চয় করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো বন্যপ্রাণীরা। শীতকে ঘৃণা করলেও আন্দ্রোসের তৈরি করা ফাঁদে প্রচুর সংখ্যক ইঁদুর আর কাঠবিড়ালী ধরা পড়লো। ঝোলায় করে তাদেরকে বাড়িতে নিয়ে এসে বলি দিয়ে এক ধরণের আচার পালন করতে শুরু করলো আরো জটিল এবং অভিনব কায়দায়।

ইমানুয়েল, মাসিয়াখ, ইয়োদ, হে, ভৌদ...আমাকে যোগ্যতর করে তোলো।

রক্তের আচারগুলো তার শক্তিকে আরো বাড়িয়ে তুললো যেনো। প্রতি দিন নিজেকে আরো বেশি তরুণ ব'লে মনে হলো আন্দ্রোসের। দিন-রাত পড়াশোনা করতে আরম্ভ করলো সে–প্রাচীন আধ্যাত্মবাদের পুঁথি, মধ্যযুগের মহাকাব্য, প্রথশ দিকের দার্শনিকদের লেখা মতবাদ–বস্তর সত্যিকারের প্রকৃতি সম্পর্কে যতোই জানতে শুরু করলো ততোই বুঝতে পারলো মানবসভ্যতার সব আশাবাদ হারিয়ে গেছে। *তারা অন্ধ...কোনো কিছু না দেখে লক্ষ্যহীনভাবেই এমন একটা জগতে ঘুরে বেড়াচ্ছে যে জগতকে তারা কখনই বুঝতে পারবে না।*

আন্দ্রোস একজন পুরুষ, তবে আঁচ করতে পারলো সে অন্য কিছুতে বদলে যাচ্ছে। মহান কিছুতে। পবিত্র কিছুতে। তার বিশাল শরীরটা বিপর্যয় থেকে আবার জেগে উঠছে, আগের চেয়ে সে এখন অনেক বেশি শক্তিশালী। অবশেষে এর সত্যিকারের উদ্দেশ্যটি বুঝতে পারলো সে। *আমার শরীরটা আমার সবচাইতে কার্যকর সম্পদের একটি তরী ছাড়া আর কিছু না...আমার মন।*

আন্দ্রোস জানে তার সত্যিকারের সম্ভাবনা এখনও সে বুঝতে পারে নি। সে আরো গভীরে যেতে চায়। *আমার নিয়তি কি?* সব প্রাচীন পুঁথিতেই ভালো আর মন্দের কথা বলা হয়েছে...তাদের মধ্য থেকেই মানুষকে যেকোনো একটি বেছে নিতে হয়। *আমি তো বহু আগেই বেছে নিয়েছি,* এটা সে জানে, তারপরও তার মধ্যে কোনো অনুশোচনা নেই। শয়তান কি? এটা কি প্রকৃতির নিয়ম নয়? আলোর পরেই আসে অন্ধকার। বিশৃঙ্খলার পর আসে শৃঙ্খলা। সব কিছুরই ক্ষয় হয়। শেষমেষ ধুলিতে পরণত হয় সুন্দর আকৃতির ক্রিস্টাল।

কেউ সৃষ্টি করে...আবার কেউ করে ধ্বংস।

তবে জন মিল্টনের মহাকাব্য *প্যারাডাইস লস্ট* পড়ার পরই সে দেখতে পায় তার নিয়তি তার চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। বিতারিত মহান সেই অ্যাঞ্জেলের/ফেরেস্তার কথা মনে পড়লো তার...যে শয়তান যোদ্ধা আলোর বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলো...সাহসী একজন...সেই ফেরেস্তাকে ডাকা হোতো মলোখ নামে।

মলোখ ঈশ্বরের মতোই পৃথিবী দাপিয়ে বেড়ায়। আন্দ্রোস জানতে পারলো, এই ফেরেস্তার নামটি প্রাচীন ভাষা থেকে অনুবাদ করতে গিয়ে মালাখ হয়ে গেছে।

আমিও তাই হবো।

সব মহান রূপান্তরের মতোই এটারও শুরু হতে হবে একটি স্যাক্রিফাইসের মধ্য দিয়ে...তবে সেটা কোনো পাখি কিংবা ইঁদুর দিয়ে নয়। এই রূপান্তরের জন্যে দরকার

একটি সত্যিকারের স্যাক্রিফাইস।

আচমকা তার চোখের সামনে এমন একটা জিনিস পরিস্কার ভেসে উঠলো যা কখনও সে দেখে নি। তার সমগ্র নিয়তিটা আকার লাভ করলো। পরপর তিন দিন ধরে বিশাল একটা কাগজে এঁকে চললো সে। কাজ শেষ হলে দেখতে পেলো সে যা হয়ে উঠবে তার একটি ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করে ফেলেছে সে।

প্রমাণসাইজের স্কেচটা দেয়ালে টাঙিয়ে সেটার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে রইলো যেনো আয়নার দিকে চেয়ে আছে।

আমি একটা মাস্টারপিস।

পরদিন তার আঁকা ড্রইংটা নিয়ে টাট্টু পারলারে গেলো মালাখ।

সে প্রস্তুত।

অধ্যায় ৭৮

আলেকজান্দ্রিয়ার শুটার্স হিলের উপর জর্জ ওয়াশিংটন ম্যাসনিক মেমোরিয়ালটি অবস্থিত। নীচ থেকে উপর পর্যন্ত ক্রমশ বাড়ন্ত তিনটি ভিন্ন ভিন্ন স্থাপত্যিক ধাপে এটি নির্মাণ করা হয়েছে–ডরিক, আইওনিক এবং করিন্থিয়ান–স্থাপনাটি মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়নের একটি সিম্বল হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ায় প্রাচীন ফারোদের বাতিঘর থেকে অনুপ্রাণীত হয়ে নির্মাণ করা হয়েছে এটি। এই উঁচু টাওয়ারটির চূড়ায় একটি মিশরিয় পিরামিডের সাথে আগুনের শিখার মতো দেখতে আকৃতি রয়েছে।

ভেতরের চমৎকার মার্বেল ফয়ারে জর্জ ওয়াশিংটনের বিশাল একটি ব্রোঞ্জের মূর্তি বসে আছে একেবারে ম্যাসনিক পোশা পরে, তার পাশেই তার ব্যবহার করা আসল কর্নিকটি ক্যাপিটল ভবনের কর্নারস্টোন রাখার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। ফয়ারের উপরে নয়টি ভিন্ন ভিন্ন লেভেলে গ্রোত্তো, ক্রিপ্ট রুম এবং নাইট টেম্পলার চ্যাপেল, এ ধরণের নাম লেখা আছে। এখানে রক্ষিত অসংখ্য মূল্যবান সম্পদের পাশাপশি ম্যাসনদের বিশ হাজারের মতো লেখা, দেখতে বিস্ময়কর আর্ক অব দি কভেনান্ট-এর একটি রেপ্লিকা, এবং রাজা সলোমনের মন্দিরের সিংহাসন ঘরের একটি স্কেল মডেলও রয়েছে।

পটোম্যাকের উপর খুব নীচু দিয়ে উড়ে যাচ্ছে UH-60 মডেলের হেলিকপ্টারটি, সিআইএ এজেন্ট সিমকিন্স হাতঘড়িতে সময় দেখে নিলো। তাদের ট্রেনটা পৌছাতে আরো ছয় মিনিট লাগবে। দূরের দিগন্তে জ্বল জ্বল করতে থাকা ম্যাসনিক মেমোরিয়ালটির দিকে তাকালো সে। মানতে বাধ্য হলো ন্যাশনাল মলের যেকোনো ভবনের চেয়ে এই টাওয়ারটি অনন্য সুন্দর। এই ভবনের ভেতরে সিমকিন্স কখনই ঢুকে নি, আজরাতেও তার ব্যতিক্রম হবে না। যদি সব কিছু পরিকল ।পনা মোতাবেক এগোয় তবে রবার্ট ল্যাংডন এবং ক্যাথারিন সলোমন কখনই সাবওয়ে স্টেশন থেকে বের হয়ে এখানে ঢুকতে পারবে না।

"ওখানে!" পাইলটের উদ্দশ্যে চিৎকার করে বললো সিকিন্স। মেমোরিয়ালের কাছেই কিং স্টৃট সাবওয়েটা আঙুল উঁচিয়ে দেখিয়ে দিলো সে। শুটার্স হিলের সবুজ ঘাসের চত্বরে অবতরণ করার জন্যে পাইলট তার কপ্টারটি নীচে নামাতে শুরু করলো আস্তে আস্তে।

আশেপাশের পথচলতি মানুষেরা হতভম্ব হয়ে দেখতে পেলো একটা কালো হেলিকপ্টার নামতেই সেটা থেকে বেশ কয়েকজন লোক লাফিয়ে নেমে সোজা ছুটে যাচ্ছে সাবওয়ে স্টেশনের দিকে। কিং স্টৃট স্টেশনের সিঁড়িতে বেশ কয়েক জন লোককে পথ থেকে সরে জায়গা করে দিতে হলো কালো পোশাকধারী কয়েকজন সশস্ত্র বেপরোয়া লোককে।

সিমকিন্স যেমনটি ধারণা করেছিলো স্টেশনটি তারচয়ে অনেক বড়। ভেতরে বেশ কয়েকটি লাইন রয়েছে—ব্লু, ইয়োলো এবং আমটার্ক। দেয়ালে রাখা মেট্রো ম্যাপের দিকে ছুটে গেলো সে, ফৃডম প্লাজা থেকে যে ট্রেনটি আসবে সেটা কোন দিকে থামবে দেখে নেবার জন্যে।

"ব্লু লাইন! দক্ষিণ দিকের প্লাটফর্ম!" চিৎকার করে বললো সিমকিন্স। "ওখানে গিয়ে সবাইকে ক্লিয়ার করে দাও!" তার টিমের সবাই ছুটে গেলো সেখানে।

টিকেট কাউন্টারে গিয়ে সিমকিন্স তার পরিচয়পত্র দেখিয়ে ভেতরে বসা মহিলাকে জিজ্ঞেস করলো, "মেট্রো সেন্টার থেকে পরের ট্রেনটি কখন আসবে?"

মহিলা ভড়কে গেলো। "আমি ঠিক বলতে পারবে না। প্রতি এগারো মিনিট পর পর ব্লু লাইনের ট্রেন আসে। নির্দিষ্ট কোনো শিডিউল নেই।"

"শেষ ট্রেনটা কখন এসেছিলো?"

"পাঁচ...ছয় মিনিট আগে হবে? এর বেশি হবে না।"

হিসেব করে নিলো টার্নার। *পারফেক্ট।* পরের ট্রেনটাই ল্যাংডনের ট্রেন।

ট্রেনের ভেতর ক্যাথারিন সলোমন প্লাস্টিকের সিটে অস্বস্তি নিয়ে নড়েচড়ে বসলো। মাথার উপর উজ্জ্বল ফ্লুরোসেন্ট লাইটটা তার চোখ খুব লাগছে। বাধ্য হচ্ছে চোখ দুটো বার বার বন্ধ রাখতে। ল্যাংডন তার পাশে বসেপায়ের কাছে রাখা চমাড়ার ব্যাগের দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখের পাতা খুব ভারি দেখাচ্ছে। যেনো ট্রেনের ছন্দময় ঝাঁকুনিতে ঘুম ঘুম ভাব চলে এসেছে।

ল্যাংডনের ব্যাগের ভেতর রাখা জিনিসটার কথা ভবালো ক্যাথারিন। সিআএ কেন এই পিরামিডটির জন্যে এতা মরিয়া? বেলামি বলেছে সাটো নাকি এই পিরামিডটির সত্যিকার ক্ষমতার সম্পর্কে অবহিত। কিন্তু এই পিরামিডটি যদি প্রাচীন কোনো সিক্রেট লুকিয়ে রাখার স্থানটির খোঁজ দেয়ও সেটা নিয়ে সিআইএ কেন এতো আগ্রহী হয়ে উঠবে সেটা বিশ্বাস করতে তার খুব কষ্ট হচ্ছে।

তবে এটাও তো ঠিক, সিআইএ অনেকবারই প্যারাসাইকোলজিক্যাল অথবা সাই প্রোগ্রামের পেছনে ছুটেছে যা কিনা প্রাচীন ম্যাজিক আর মিস্টিসিজমের সাথে সংশ্লিষ্ট। ১৯৯৫ সালে 'স্টারগেট/স্ক্যানাট' কেলেংকারীর ফলে সিআইএ'র দূর-দর্শন নামের গোপন একটি টেকনোলজি ফাঁস হয়ে যায়, তাতে দেখা যায় এক ধরণের টেলিপ্যাথিক মন দৈহিকভাবে উপস্তিত না থেকেও পৃথিবীর যেকোনো স্থানের দৃশ্য দেখতে এবং গোয়েন্দাগিরি করতে সক্ষম। অবশ্য এ ধরণের টেকনোলজি একেবারে নতুন কিছু নয়। মিস্টিকরা এটাকে বলে 'কসমোলজিক্যাল প্রক্ষেপণ' বা অ্যাস্ট্রল প্রজেকশন, যোগীরা এটাকে অশরীরি অভিজ্ঞতা বলে। তবে দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হলো আতঙ্কিত আমেরিকান ট্যাক্সপেয়াররা এটাকে পাগলের প্রলাপ বলে মনে করলে প্রোগ্রামটি আর এগোয় নি। নিদেনপক্ষে প্রকাশ্যে।

পরিহাসের বিষয় হলো সিআইএ'র ব্যর্থ প্রোগ্রাম আর নিজের নোয়েটিক সায়েন্সের মধ্যে ক্যাথারিন একটা অসাধারণ সংযোগ দেখতে পায়।

পুলিশকে ফোন ক'রে কালোরামা হাইট্সে কিছু পাওয়া যায় কিনা সেটা জানার জন্যে উদগ্রীব হলেও এখন তাদের কাছে কোনো ফোন নেই। অবশ্য এ মুহূর্তে কোনো ধরণের কর্তৃপক্ষের সাথে যোগযোগ করাটা মারাত্মক ভুলই হবে। কেউ জানে না সাটোর হাত কতোটা লম্বা।

ধৈর্য ধরো ক্যাথারিন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তারা নিরাপদ কোথাও চলে যেতে পারবে। এমন এক লোকের অতিথি হবে যে শুধু তাদেরকে আশ্রয়ই দেবে না, সেই সাথে দেবে সকল প্রশ্নের জবাব। ক্যাথারিনের আশা সেই জবাবগুলো যা-ই হোক না কেন তার ভাইকে রক্ষা করার কাজে সেগুলো সাহায্য করবে।

"রবার্ট?" উপরে তাকিয়ে সাবওয়ে মানচিত্রটার দিকে তাকালো। "পরের স্টপটাই আমাদের।"

নিজের দিবাস্বপ্ন থেকে জেগে উঠলো ল্যাংডন। "ও আচ্ছা, ধন্যবাদ।" পায়ের কাছে রাখা ডে-ব্যাগটা হাতে তুলে নিয়ে ক্যাথারিনের উদ্দেশ্যে সে বললো, "আশা করি এখানে কোনো উল্টাপাল্টা ঘটনা ঘটবে না।"

সিমকিন্স তার টিমের সাথে যোগ দেবার আগেই পুরো প্লাটফর্মটি খালি ক'রে ফেলা হলো। চারপাশে তার লোকজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। প্লাটফর্মের বড় বড় পিলারের আড়ালে অস্ত্র হাতে অপেক্ষা করছে শিকারের জন্য। ট্রেন আসার শব্দ শোনা যাচ্ছে আর ক্রমশ সেটা বাড়তে থাকলে সিমকিন্স টের পেলো প্লাটফর্মের বাতাস উষ্ণ হয়ে উঠছে।

আর পালাতে পারবে না, মি: ল্যাংডন।

তার সঙ্গে থাকা দু'জন এজেন্টের দিকে ফিরলো সিমকিন্স। "পরিচয়পত্র এবং অস্ত্র বের ক'রে রাখো। এইসব ট্রেন অটোমেটেড হলেও দরজা খোলার জন্যে কন্ডাক্টর রয়েছে। চলো, এবার ল্যাংডনকে খুঁজে বের করি।"

টানেলের ভেতর ট্রেনের হেডলাইট দেখা যাচ্ছে এখন। প্লাটফর্মে ঢুকতেই গতি কমে এলো ট্রেনের। দরজা খোলার আগেই সিমকিন্স তার দু'জন এজেন্টকে নিয়ে সামনে এগিয়ে গিয়ে হাত নেড়ে নেড়ে কন্ডাক্টরদের দৃষ্টি আর্কষণ করার চেষ্ট করলো।

গতি কমে এলে তৃতীয় বগিতে বিস্মিত কন্ডাক্টরের সাথে চোখাচোখি হয়ে গেলো সিমকিন্সের। দু'জন এজেন্টকে সঙ্গে নিয়ে আরো কাছে এগিয়ে গেলো সে। ট্রেনটা এখন থেমে পড়েছে।

"সিআইএ!" নিজের আইডিটা হাতে তুলে ধরে চিৎকার ক'রে বললো সিমকিন্স। "দরজা খুলবে না!" কন্ডাক্টরের উদ্দেশ্যে আবারো বললো কথাটা, "দরজা খুলবে না! বুঝতে পেরেছো?! কোনো দরজা খুলবে না!"

বিস্ফারিত চোখে কন্ডাক্টর মাথা নেড়ে সায় দিলো। "সমস্যা কি?!" সাইড উইন্ডো দিয়ে মাথা বের করে জানতে চাইলো সে।

"এই ট্রেনটা থামিয়ে রাখো," বললো সিমকিন্স। "কোনো দরজা খুলবে না।"

"ঠিক আছে।"

"প্রথম বগিতে আমাদেরকে নিয়ে যেতে পারবে তুমি?"

সায় দিলো কন্ডাক্টর। লোকটা বেশ ভড়কে গেছে। ট্রেন থেকে নেমে দরজাটা লক ক'রে সিমকিন্স আর তার দু'জন এজেন্টকে প্রথম বগির দরজা খুলে ভেতরে নিয়ে গেলো সে।

"এবার দরজা বন্ধ ক'রে দাও," ভেতরে ঢুকেই বললো সিমকিন্স। নিজের অস্ত্রটাও হতে তুলে নিলো। প্রথম বগিতে দ্রুত তল্লাশী শুরু করে দিলো তারা।

প্রথম বগিতে মাত্র চারজন প্যাসেঞ্জার রয়েছে–তিনজন টিনএজ ছেলে আর এক বৃদ্ধ মহিলা–তাদের সবাই অস্ত্রধারী তিনজন লোককে কম্পার্টমেন্টর ভেতরে দেখে যারপরনাই বিস্মিত। সিমকিন্স তার আইডি বের করে দেখালো। "ভয় পাবেন না। সব ঠিক আছে। কেবল নিজেদের সিট থেকে নড়বেন না। যে যেখানে আছেন বসে থাকুন।"

সিমকিন্স আর তার লোকেরা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখলো। এটাকে তারা ট্রেনিংয়ের সময় বলতো 'টুথপেস্ট চিনানো'। হাতেগোনা কয়েকজন যাত্রীর মধ্যে ল্যাংডন আর ক্যাথারিনের মতো কাউকে দেখা না গেলেও সিমকিন্সকে বেশ আত্মবিশ্বসী দেখালো। এই সাবওয়ে ট্রেনের ভেতর লুকিয়ে থাকা অসম্ভব। কোনো বাথরুম কিংবা স্টোরেজ রুম নেই, বের হওয়ার জন্যে আলাদা কোনো দরজাও নেই। তাদের টার্গেট যদি আগেভাগে তাদেরকে দেখেও থাকে এখান থেকে বের হবার আর কোনো পথ তাদের কাছে নেই। চলন্ত ট্রেনের দরজা খুলে নেমে পড়াটা অসম্ভব ব্যাপার। তাছাড়া তারা তো প্লাটফর্মসহ পুরো জায়গাটি ঘিরেই রেখেছে।

ধৈর্য ধরো।

তারপরও দ্বিতীয় বগি থেকে শেষ বগিতে যাবার সময় সিমকিন্সের মেজাজ বিগড়ে গেলো কিছুটা। এখানে মাত্র একজন প্যাসেঞ্জরা রয়েছে–এক চায়নিজ ভদ্রলোক। পুরো বগিটা তল্লাশী করেও কিছুই খুঁজে পেলো না তারা।

"শেষ বগিটা," সিমকিন্স বললো। সঙ্গে সঙ্গে তার দু'জন এজেন্ট ট্রেনের শেষ বগিতে ছুটে গেলো অস্ত্র উঁচিয়ে। শেষ বগিতে ঢুকতেই তারা তিনজন থমকে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে চেয়ে রইলো।

এটা কি ...?! ফাঁকা বগির দিকে তাকিয়ে আছে সিমকিন্স। দৌড়ে ছুটে গেলো সামনের দিকে। প্রতিটি সিট খুঁজে দেখলো। ঘুরে নিজের লোকদের দিকে ফিরলো সিমকিন্স। "তার গেলোটা কোথায়?"

অধ্যায় ৭৯

ভার্জিনিয়ার আলেকজান্দ্রিয়ার আট মাইল দক্ষিণে রাবার্ট ল্যাংডন আর ক্যাথারিন সলোমন তুষারাবৃত লন দিয়ে বড় বড় পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছে।

"তোমার একজন অভিনেত্রী হওয়া উচিত," ক্যাথারিনের তাৎক্ষণিক বুদ্ধি আর অভিনব আইডিয়ায় এখনও মুগ্ধ হয়ে আছে ল্যাংডন।

"তুমিও তো খারাপ করো নি," মুচকি হেসেস বললো সে।

ক্যাথারিন যখন ট্যাক্সিতে আচমকা চালাকিটা করলো প্রথমে ল্যাংডন সেটা বুঝতেই পারে নি। কথা নেই বার্তা নেই সে ফৃডম প্লাজায় যেতে চাইলো। ওখানে গিয়ে নাকি ইহুদি তারকা, ইউনাইটেড স্টেট্স অব আমেরিকার গ্রেট সিল ইত্যাদি খুঁজে দেখতে হবে। ডলারের নোট নিয়ে বহুল পরিচিত একটি ষড়যন্ত্র তত্ত্বকে ব্যবহার করেছে সে। ল্যাংডনকে সে নোটের দিকে ইঙ্গিত না করে ড্রাইভারের সিটের পেছনে একটা ছোট্ট বাতির দিকে ইশারা করেছিলো। লাল বাতিটার নীচে লেখা ছিলো : ইন্টারকম অন।

চমকে উঠে ক্যাথারিনের দিকে তাকালে সামনের সিটের দিকে ইশারা করেছিলো বার বার। ভালো ক'রে ওখানে তাকাতেই দেখতে পেয়েছিলো ড্রাইভারের সেলফোনটা ড্যাশবোর্ডের উপর চালু অবস্থায় রেখে দেয়া হয়েছে ঠিক ইন্টারকমের স্পিকারের কাছে। মুহূর্তেই সে বুঝে গিয়েছিলো ক্যাথারিন কি বোঝাতে চাচ্ছে।

তারা জানে আমরা এই ক্যাবে আছি... আমাদের সব কথা শুনছে তারা।

তাদের ট্যাক্সিটা থামার আগে ল্যাংডনের কোনো ধারণাই ছিলো না তাদের হাতে কতোক্ষণ সময় আছে। তবে বুঝতে পারছিলো খুব দ্রুতই অভিনয় শুরু করে দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে সেও অভিনয় শুরু ক'রে দিলো। বুঝতে পারলো ফৃডম প্লাজায় যাওয়ার জন্যে ক্যাথারিনের যে আগ্রহ সেটার সাথে পিরামিডের কোনো সম্পর্ক নেই, বরং তার আসল উদ্দেশ্য বিশাল সাবওয়ে স্টেশনে যাওয়া। সেখান থেকে রেড, ব্লু অথবা অরেঞ্জ লাইনের মধ্য থেকে যেকোনো একটাতে ক'রে তাদের সত্যিকারের গন্তব্যে চলে যাবে।

তারা ফৃডম প্লাজায় নেমেই সাবওয়েতে যাবার আগে একটু সময় ব্যয় করে এমন একটা চালাকি করলো যাতে মনে হবে তারা বুঝি ব্লু লাইন ট্রেনে করে ভার্জিনিয়ার আলেকজান্দ্রিয়ার ম্যাসনিক মেমোরিয়ালে যাচ্ছে। সাবওয়েতে তারা ঠিকই গিয়েছিলো তবে সেটা ব্লু লাইনে ওঠার জন্যে নয়। রেড লাইনে উঠে ঠিক বিপরীত দিকে রওনা দিয়েছে।

টেনলিটাউন নামের একটি স্টপেজে নেমে নিরিবিলি এক আবাসিক এলাকায় এসে পড়ে তারা দু'জন। কয়েক মাইল দূরে একটি সুউচ্চ স্থাপনা হলো তাদের গন্তব্য।

ম্যাসাচুসেটস অ্যাভিনুর পর বিশাল লনের পাশেই সেটা অবস্থিত।

এখন তারা সেই ঘাসের উপর দিয়ে হেটে যাচ্ছে। তাদের ঠিক ডানে মধ্যযুগীয় স্টাইলের একটি বাগান রয়েছে, খুবই প্রাচীন গোলাপগাছ আর অন্ধকারাচ্ছন্ন হাউজ গ্যাজেবো'র জন্যে জায়গাটি বিখ্যাত। বাগান পেরিয়ে চমৎকার একটি ভবনের দিকে এগিয়ে গেলো, ওখানেই তাদেরকে যেতে বলা হয়েছে। *যে আশ্রমে সিনাই পর্বতের দশটি পাথর রাখা আছে। একটা স্বর্গ থেকে, আর অন্যটা দেখতে লুকের কৃষ্ণবর্ণের পিতার মুখের মতো।*

"আমি এখানে রাতের বেলায় কখনও আসি নি," বাতির আলোয় জ্বলজ্বল করতে থাকা টাওয়ারের দিকে তাকিয়ে বললো ক্যাথারিন। "অসাধারণ!"

ল্যাংডনও তার সাথে এক মত হলো, সে ভুলেই গিয়েছিলো এই জায়গাটা কতো সুন্দর। অনেক বছর ধরে সে এখানে আসে নি। অল্পবয়সী আমেরিকানরা যেনো এরকম একটি চমৎকার ভবন দেখার জন্যে ঘুরতে আসে সে উদ্দেশ্যে অনেক দিন আগে একটা লেখা লিখেছিলো সে। ঐ লেখাটা লেখার আগে এখানে এসে ঘুরে গিয়েছিলো ল্যাংডন। তার আর্টিকেলটির শিরোনাম ছিলো, 'মূসা, চাঁদের পাথর আর স্টার ওয়ার্‌স'। এই লেখাটা কয়েক বছর ধরে পর্যটকদের গাইডবই হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

ওয়াশিংটনের ন্যাশনাল ক্যাথেড্রাল, মনে মনে বললো ল্যাংডন। ফেলে আসা বছরগুলোর কথা মনে পড়ে গেলো তার। *সত্যিকারের একজন ঈশ্বরের কথা যেখানে জিজ্ঞেস করা যাবে?*

"এই ক্যাথেড্রালে কি সত্যি সত্যি সিনাই পর্বতের দশটি পাথর আছে?" জানতে চাইলো ক্যাথারিন।

মাথা নেড়ে সায় দিলো ল্যাংডন। "প্রধান বেদীর কাছেই সেগুলো রাখা আছে। মূসাকে সিনাই পর্বতে পাথরে খোদাই করা যে দশটি কমেন্ডমেন্ট দেয়া হয়েছিলো তারই প্রতীক হিসেবে ওগুলো রাখা হয়েছে।"

"ওখানে কি সত্যি চাঁদের পাথর আছে?"

স্বর্গের একটা পাথর। "হ্যা। একটা স্টেইন্ডগ্লাসের জানালা আছে এখানে, সবাই বলে স্পেস উইন্ডো। সেটাতে চাঁদের এক টুকরো পাথর বসানো আছে।"

"ঠিক আছে, কিন্তু শেষ কথাটা নিশ্চয় সত্যি নয়। নাকি তুমি বলবে সেটাও সত্যি?" বললো ক্যাথারিন। তার চোখেমুখে সন্দেহের ছটা। "ডার্থ ভেডারের মূর্তি?"

মুচকি হাসলো ল্যাংডন। "স্টার ওয়ার সিনেমার নায়ক লুক স্কাইওয়াকারের বাবা হলো ডার্থ ভেডার? অবশ্যই। ভেডার হলো ন্যাশনাল ক্যাথেড্রালের সবচাইতে জনপ্রিয় বস্তু।" পশ্চিম টাওয়ারের দিকে ইঙ্গিত করলো সে। "রাতের বেলায় তাকে দেখাটা খুব সহজ কাজ না। তবে সে ওখানেই আছে।"

"ওয়াশিংটনের ন্যাশনাল ক্যাথেড্রালে ডার্থ ভেডার কি করছে?"

"শয়তানের চেহারার একটা গারগোয়েল রাখা আছে বাচ্চাদের খেলার জন্যে।

ওটাতে ঢিল ছুড়ে মারতে পারলেই কেল্লাফতে। ডার্থ বিজয়।"

প্রধানপ্রবেশপথের বিশাল সিঁড়ির কাছে পৌছে গেলো তারা। আশি ফুট উঁচু খিলানযুক্ত একটা পথের নীচে সেটা অবস্থিত। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে রহস্যময় কলারের কথা ভাবলো ল্যাংডন। *দয়া করে কোনো নাম উল্লেখ করবেন না... আমাকে বলুন, আপনার কাছে বিশ্বাস করে যে মানচিত্রটি দেয়া হয়েছিলো সেটা কি সফলভাবে রক্ষা করতে পেরেছেন?* কাঁধের ব্যাগে পাথরের পিরামিডটি বহন করতে করতে তর কাঁধ ব্যথা হয়ে গেছে। ওটা কতোক্ষণে নামিয়ে রাখবে সে আশাই করছে মনে মনে। *আশ্রম এবং প্রশ্নে জবাব।*

সিঁড়ির উপরে উঠেই একজোড়া কাঠের দরজার মুখোমুখি হলো তারা। "আমরা কি নক্ করবো?" জিজ্ঞেস করলো ক্যাথারিন।

ল্যাংডনও একই কথা ভাবছিলো। তবে দেখা গেলো একটা দরজা মৃদু শব্দ করে আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছে।

"কে ওখানে?" দূর্বল একটি কণ্ঠ বললো। দরজায় এক বৃদ্ধলোককে দেখা গেলো সঙ্গে সঙ্গে। পাদ্রীর আলখেল্লা পরে আছে লোকটি। চেয়ে আছে উদাসভাবে। তার চোখ দুটো ঘোলাটে আর সাদা।

"আমার নাম রবার্ট ল্যাংডন," বললো সে। "ক্যাথারিন সলোমন এবং আমি আশ্রয় খুঁজছি।"

অন্ধলোকটি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আপনাদের অপেক্ষায়ই ছিলাম আমি।"

অধ্যায় ৮০

আচমকা আশার আলো দেখতে পেলো ওয়ারেন বেলামি।

জঙ্গলের ভেতর ডিরেক্টর সাটো একটা ফোন কল পেয়েই রাগে ফেঁটে পড়েছে। "ওদেরকে খুঁজে বের করো!" ফোনে চিৎকার করে বললো মহিলা। "আমাদের সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে!" ফোন রেখে বেলামির সামনে পায়চারি করতে লাগলো সে, যেনো কি সিদ্ধান্ত নেবে ঠিক করতে পারছে না।

শেষে পায়চারি থামিয়ে বেলামির দিকে ফিরলো। " মিঃ বেলামি, আমি আপনাকে একবারই এই প্রশ্নটি করবো, শুধুমাত্র একবার।" তার চোখের দিকে স্থির তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। "হ্যা অথবা না–আপনার কি কোনো ধারণা আছে রবার্ট ল্যাংডন কোথায় গেছে?"

বেলামি এটা ভালো করেই জানে তবে মাথা ঝাঁকালো সে। "না।"

সাটোর অর্ন্তভেদী চোখ তার উপরেই নিবদ্ধ। "দুভার্গ্যজনক ব্যাপার হলো লোকজন মিথ্যে বললে আমি সেটা বুঝে ফেলি, এটাই হলো আমার কাজের একটি অংশ।"

চোখ সরিয়ে নিলো বেলামি। "দুঃখিত, আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারছি না।"

"আর্কিটেক্ট বেলামি," বললো সাটো, "আজ রাত সাতটার দিকে শহরের বাইরে আপনি একটি রোস্তেরাঁয় ডিনার করছিলেন, ঠিক তখনই এক লোক ফোন করে আপনাকে জানায় সে পিটার সলোমনকে অপহরণ করা হয়েছে।"

বেলামির গা ছম ছম করে উঠলো। মুখ তুলে তাকারো সাটোর দিকে। *আরে, আপনি এটা কি করে জানলেন?!*

"লোকটি আপনাকে বলেছে সে রবার্ট ল্যাংডনকে ক্যাপিটল ভবনে ডেকে পাঠিয়েছে তাকে দিয়ে একটা কাজ করানোর জন্যে," সাটো বলতে লাগলো, "সে কাজে আপনার সাহায্য লাগবে। আপনাকে সে সতর্ক করে বলেছে রবার্ট ল্যাংডন যদি এ কাজে ব্যর্থ হয় তবে আপনার ঘণিষ্ঠ বন্ধু পিটার সলোমন মারা যাবে। ভয়ে আপনি পিটারের নাম্বারে ফোন করে তাকে পান নি। তারপরই আপনি ছুটে এসেছেন ক্যাপিটল ভবনে।"

বেলামি কল্পনাও করতে পারছে না সাটো এতোসব কথা কিভাবে জানতে পারলো। এমন কি ফোনের কথা পর্যন্ত!

"ক্যাপিটলে আসার সময় আপনি," একটু থেমে একটা সিগারেট ধরালো সে। "সলোমনের অপহরণকারীর কাছে একটি টেক্সট মেসেজ পাঠিয়েছেন। তাকে আশ্বস্ত করেছেন আপনি এবং ল্যাংডন মিলে ম্যাসনিক পিরামিডের অর্থোদ্ধার করতে পারবেন।"

এতো কথা এই মহিলা জানলো কি করে? কোত্থেকে সে এসব জানলো? ভাবতে

লাগলো বেলামি। *এমন কি ল্যাংডনও তো জানে না আমি এ রকম কোনো মেসেজ পাঠিয়েছি।* লাইব্রেরি অব কংগ্রেসের টানেলের ভেতর ঢোকার সাথে সাথেই সেটা পাঠিয়েছে সে। ইলেক্ট্রিক্যাল রুমে ঢুকে বাতি জ্বালানোর এক ফাঁকে এ কাজ করেছে বেলামি। সে সময় সে পিটারের অপহরণকারীকে টেক্সট মেসেজে জানিয়েছে এ ঘটনায় সাটো জড়িয়ে পড়েছে, তারপরও তাকে আশ্বস্ত করেছে বেলামি এবং ল্যাংডন কাজটা করতে পারবে। তার দাবি অনুযায়ী সবই করা হবে। সেটা ছিলো একদম মিথ্যা। পিরামিডটা নিরাপদ কোনো জায়গায় লুকিয়ে রাখা এবং পিটার সলোমনের জন্যে আরেকটু সময় বের করার উদ্দেশ্যেই এটা করেছে সে।

"আপনাকে কে বললো আমি মেসেজ পাঠিয়েছি?" জানতে চাইলো বেলামি।

বেঞ্চে তার পাশে রাখা বেলামির সেলফোনটায় টোকা মারলো সাটো। "আরে এরজন্যে কি আর রকেট সায়েন্সের দরকার পড়ে।"

বেলামির এবার মনে পড়ে গেলো তার চাবি আর ফোনসেটটি তাকে গ্রেফতার করার সময়ই এজেন্টরা নিজেদের জিম্মায় নিয়ে নিয়েছিলো।

"আর বাকি তথ্যগুলোর ব্যাপারে বলতে গেলে বলতে হয়," সাটো বললো, "প্যাট্রিয়ট অ্যাক্ট নামের নতুন আইনটির কথা। এই আইন আমাকে যে কোনো ব্যক্তির ফোনালাপ আঁড়ি পেতে শোনার অধিকার দিয়েছে, যদি আমি মনে করি সেই ব্যক্তি জাতীয় নিরাপত্তার জনে হুমকি স্বরূপ। আমি পিটার সলোমনকে সেরকম কিছুই মনে করি। তাই গত রাত থেকে কাজে নেমে পড়ি।"

মহিলা কি বলছে তার কিছুই বুঝতে পারছে না বেলামি। "আপনি পিটার সলোমনের ফোনে আঁড়ি পেতেছেন?"

"হ্যা। এভাবেই আমি জানতে পারি অপহরণকারী আপনাকে রেস্তোরাঁয় ফোন করেছে। আপনি উদ্বিগ্ন হয়ে সব ঘটনা জানিয়ে পিটারের ফোনে একটা মেসেজ পাঠান।"

বেলামি বুঝতে পারলো মহিলা ঠিকই বলছে।

"আমরা রবার্ট ল্যাংডনেরও ফোন কল ট্যাপ করেছি। কাপিটল ভবনে ছিলো তখন। তাকে যে সুকৌশলে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে সেটা তখনই জানতে পারে বেচারা। সঙ্গে সঙ্গে আমি ক্যাপিটলে চলে আসি আপনি আসার আগেই তার কারণ আমি কাছেই ছিলাম। আর ল্যাংডনের ব্যাগের ভেতর চেক করার ব্যাপারটা কিভাবে জানলাম...আমার মনে হয়েছে এসবের সাথে ল্যাংডন বেশ গভীরভাবেই জড়িয়ে আছে। আমি আমার স্টাফদেরকে সকাল বেলায় ল্যাংডনকে করা পিটার সলোমনের ফোনকলটি পরীক্ষা করতে বলেছিলাম। ঐ ফোনটি করেছিলো পিটারের অপহরণকারী। সে নিজেকে পিটারের অ্যাসিসটেন্ট পরিচয় দেয়। চালাকি করে ল্যাংডনকে নিয়ে আসে ওয়াশিংটন ডিসি'তে। সেই সাথে তাকে সলোমনের দেয়া একটি প্যাকেজও সঙ্গে করে আনতে বলে। ল্যাংডন যখন আমাকে তার সঙ্গে থাকা প্যাকেজের ব্যাপারে কিছু বললো না তখনই আমার সন্দেহ হয়। সুতরাং তার ব্যাগের এক্সরে করতে বলি।"

বেলামি কিছু ভাবতে পারছ না। মানতেই হচ্ছে সাটো যা যা বললো তার সবই ঠিক। তারপরও একটা বিষয় তার মাথায় কিছুতেই ঢুকছে না। "কিন্তু...আপনি কি করে ভাবলেন পিটার সলোমন জাতীয় নিরাপত্তার জন্যে হুমকি?"

"বিশ্বাস করুন, পিটার সলোমন জাতীয় নিরাপত্তার জন্যে মারাত্মক এক হুমকি," দৃঢ়ভাবে বললো মহিলা। "আর সত্যি বলতে, আপনিও তাই, মিঃ বেলামি।"

সোজা হয়ে বসলো বেলামি। "কী বললেন?!"

জোর করে হাসলো সাটো। "আপনারা ম্যাসনরা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ একটি খেলা খেলছেন। খুবই বিপজ্জনক একটি সিক্রেট রেখে দিয়েছেন নিজেদের কাছে।"

মহিলা কি প্রাচীন রহস্যের কথা বলছে?

"ভাগ্য ভালো যে আপনারা সব সময়ই বেশ ভালো মতো সিক্রেট লুকিয়ে রাখতে পারেন। তবে দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো সম্প্রতি আপনারা এ ব্যাপারে একটু ঢিলেমি দিয়েছেন। ফলে আজ রাতে আপনাদের সবচাইতে বিপজ্জনক সিক্রেটটা সারা দুনিয়ার কাছে ফাঁস হয়ে যাবে। আর আমরা যদি সেটা থামাতে না পারি তবে এর পরিণাম হবে ভয়াবহ, এটা আমি আপনাকে জোর দিয়ে বলতে পারি।"

অবাক হয়ে চেয়ে রইলো বেলামি।

"আপনি যদি আমাকে আক্রমণ না করতেন," বললো সাটো, "তাহলে আপনি বুঝতে পারতেন আপনি এবং আমি একই দলে আছি।"

একই দলে। কথাটা বেলামির কাছে একবারেই বোধগম্য হচ্ছে না। *সাটো কি ইস্টার্ন স্টার-এর একজন সদস্য?* অর্ডার অব দি ইস্টার্ন স্টার–এটাকে ম্যাসনদের সহযোগী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করা হয়–ম্যাসনদের মতোই একই দর্শনে বিশ্বাস করে। *একই দলে? আরে আমাকে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে রাখা হয়েছে! পিটারের ফোনে আঁড়ি পাতা হয়েছে!*

ঐ লোকটাকে থামাতে আপনি আমাকে সাহায্য করবেন," সাটো বললো। "লোকটার এমন বিপর্যয় ঘটানোর ক্ষমতা রয়েছে যে আমাদের দেশ সেই বিপর্যয় আর কখনই কাটিয়ে উঠতে পারবে না।" পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেলো তার মুখ।

"তাহলে আপনারা তাকে ধরার চেষ্টা করছেন না কেন?"

সাটোর মুখ বিকৃত হয়ে গেলো। "আপনি মনে করছেন সে চেষ্টা আমরা করছি না? সলোমনের ফোন ট্রেস করে অবস্থান জানার আগেই ফোনটা বন্ধ হয়ে গেছে। তার অন্য ফোনটা মনে হয় আর একটি ডিসপোজেবল ফোন–যা কিনা ট্র্যাক করা প্রায় অসম্ভব একটি কাজ। ল্যাংডনকে নিয়ে আসার প্রাইভেট জেট কোম্পানি আমাদেরকে জানিয়েছে এটা নাকি বুক করেছে পিটার সলোমনের অ্যাসিসটেন্ট। সলোমনের সেলফোন থেকে, তারই ক্রেডিট কার্ড দিয়ে। কোনো টিকিটাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাতে অবশ্য কিছু আসে যায় না। আমরা যদি খুঁজে বেরও করি সে কোথায় আছে, তাকে উদ্ধার করার জন্যে ভেতরে ঢোকার ঝুঁকি আমি নিতে পারবো না।"

“কেন পারবেন না?!”

“এ কথাটা আমি আপনাকে বলতে চাইছি না। যেহেতু তথ্যটি খুবই গোপনীয়,” বললো সাটো, তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে। “আমি আপনাকে বলবো, দয়া করে এসব কথা বিশ্বাস করুন।”

“আমার বিশ্বাস হচ্ছে না!”

বরফের মতো শীতল হয়ে গেলো সাটোর চোখ দুটো। আচমকা ঘুরে চিৎকার করে উঠলো মহিলা। “এজেন্ট হার্টম্যান! বৃফকেসটা নিয়ে আসুন।”

ইলেক্ট্রনিক দরজাটা খুলে গেলে এজেন্ট জঙ্গলে প্রবেশ করলো। তার হাতে একটা কালো চকচকে টাইটানিয়াম বৃফকেস। সাটোর পায়ের কাছে রাখলো সেটা।

“আপনি এবার যেতে পারেন,” বললো সাটো।

এজেন্ট চলে যাবার পর দরজাটা বন্ধ হতেই আবারও নীরবতা নেমে এলো জঙ্গলে।

মেটাল বৃফকেসটা কোলের উপর রেখে সেটা খুলে ফেললো সাটো। তারপর আস্তে ক'রে তাকালো বেলামির দিকে। “এটা আমি করতে চাই নি, কিন্তু সময় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে, আর আপনিও আমাকে বাধ্য করছেন, এছাড়া আমার আর কিছু করার নেই।”

অদ্ভুত বৃফকেসটার দিকে তাকিয়ে বেলামি একটু ভড়কে গেলো। *মহিলা কি আমাকে নির্যতন করবে?* “এই কেসের ভেতর কি আছে?”

তিক্তভাবে হাসলো সাটো। “এমন কিছু যার ফলে আপনি আমার মতো করে বিষয়টা দেখতে শুরু করবেন। এটা আপনাকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি।”

অধ্যায় ৮১

মালাখ যে ভূ-গর্ভস্থ জায়গায় তার আর্ট পাফর্ম করে সেটা অভিনবভাবেই লুকানো একটি স্থান। তার বাড়ির বেইজমেন্টে যে-ই প্রবেশ করবে তার কাছে একেবারেই স্বাভাবিক মনে হবে সেটা–বয়লার, ফিউজ বক্স, কাঠের তক্তা এবং আরো বিভিন্ন ধরণের জিনিস সেখানে স্টোর করা আছে। এই কক্ষটি আসলে মালাখের ভূগর্ভস্থ কক্ষের একটি অংশ মাত্র। তার গোপন অনুশীলনের আসল ঘরটির সামনে দেয়াল দিয়ে আড়াল করা একটা জায়গা এটি।

মালাখের প্রাইভেট ওয়ার্কের জায়গাটি ছোটো ছোটো কতোগুলো ঘরের সমন্বয়, প্রতিটি ঘরের আলাদা আলাদা কাজ রয়েছে। তার লিভিংরুমের একটা খাড়া ঢালুপথ দিয়েই কেবল এখানে প্রবেশ করা যায়। এরফলে এই ঘরটি খুঁজে বের করা প্রায় অসম্ভব করে তুলেছে।

আজরাতে মালাখ সেই ঢালুপথ দিয়ে নীচে নেমে এলো। তার বেইজমেন্টের বিশেষ ধরণের বাতির কারণে শরীরের ট্যাটুগুলো যেনো জীবন্ত হয়ে উঠেছে। নীলচে আলোর জায়গা পেরিয়ে কয়েকটি বন্ধ দরজা দিয়ে ঢুকে করিডোরের শেষে বড় ঘরটায় চলে এলো সে।

মালাখ এই ঘরটাকে 'স্যাঙ্কটাম স্যাঙ্কটোরিয়াম' নামে ডেকে থাকে। ঘরটির আয়তন একেবারে বারো বাই বারো ফুট। *বারো হলো জোডিয়াকের চিহ্ন। বরো ঘণ্টায় এক দিন। স্বর্গের দরজার সংখ্যা বারোটি।* ঘরের মাঝখানে পাথরের একটি টেবিল আছে, সাত বাই সাত ফুটের। *সাত হলো রিভিলেশনের সিল। মন্দিরের ধাপের সংখ্যাও সাতটি।* টেবিলের মাঝখানে আলোর উৎস হিসেবে একটা বাতি ঝুলানো আছে। সেই বাতিটা চারদিকে ঘুরে ঘুরে সাতরঙের আলো বিচ্ছুরণ করে। প্লানেটারি আওয়ারের পবিত্র টেবিল অনুযায়ী বাতিটা ছয় ঘণ্টায় একবার এক পাক ঘোরে। *ইয়ানোর সময়টা নীল। নাসনিয়া'রটা লাল আর সালাম-এর সময়টা সাদা।*

এখন হলো কায়েরা'র সময়, তার মানে ঘরে এখন বেগুনী রঙের আভা ছড়িয়ে আছে। সিল্কের একটা কাপড় কোমরে পেঁচিয়ে মালাখ তার প্রস্তুতি শুরু করলো।

রাসায়নিকের দ্রবণ খুব সাবধানে মিশিয়ে নিলো সে। পরে এটাতে আগুন ধরিয়ে ঘরের বাতাস পরিশুদ্ধ করবে। তারপর অব্যবহৃত সিল্কের আলখেল্লাটি ভাঁজ করে রাখলো, কোমরের কাপড়টা ছেড়ে এটাই গায়ে চাপাবে সে। অবশেষে এক ফ্লাস্ক পানি বিশুদ্ধ করে নিলো তার নৈর্বেদ্যর মালিশ করার জন্যে। সব কিছু সম্পন্ন করে প্রস্তুত করা জিনিসগুলো একটা সাইড টেবিলে রেখে দিলো মালাখ।

এরপর সেলফ থেকে একটা আইভরি বাক্স বের করে সাইড টেবিলে রাখা বাকি

জিনিসগুলোর পাশে রেখে দিলো। যদিও এটা ব্যবহার করার জন্য সে এখনও প্রস্তুত হয় নি তারপরেও ঢাকনা খুলে সম্পদটা দেখার লোভ সংবরন করতে পারলো না।

একটা ছুরি।

আইভরি বাক্সের ভেতরে কালো মখমল কপড়ে বলি দেবার ছুরিটা চকচক করছে। এটা আজরাতের জন্য মালাখ রেখে দিয়েছিলো। গত বছর মধ্যপ্রাচ্যের অ্যান্টিকের কালোবাজার থেকে ১৬ লক্ষ ডলার দিয়ে এটা কিনে নিয়েছিলো সে।

ইতিহাসের সবচাইতে বিখ্যাত ছুরি।

অবিশ্বাস্য রকমের পুরনো এবং ধারণা করা হয় এটি হারিয়ে গেছে। এই মূল্যবান ছুরিটা লোহা দিয়ে তৈরি করা হয়েছে, হাড়ের তৈরি হাতল আছে এটার। শত শত বছর ধরে এটা অসংখ্য ক্ষমতাবান এবং শক্তিশালী লোকের কাছে ছিলো। বিগত কয়েক দশক ধরে এটা উধাও হয়ে যায়। ঠাঁই পায় ব্যক্তিগত একটি সংগ্রহশালায়। এটা পাওয়ার জন্যে মালাখকে অনেক কাঠখড় পোগাতে হয়েছে। তার ধারণা এই ছুরিটা কয়েক দশক ধরে রক্তের স্বদ পায় নি...সম্ভবত কয়েকশ' বছরও হতে পারে। আজ রাতে এই ছুরিটা স্যাক্রিফাইসের ক্ষমতা আবারো টের পাবে, আবারো সিক্ত হবে রক্তে।

যত্ন করে ছুরিটা হাতে তুলে নিয়ে সিল্কের কাপড়টা পরিশুদ্ধ করা পানিতে ভিঁজিয়ে সেটা পালিশ করতে লাগলো মালাখ। নিউইয়র্কে প্রাথমিক নিরীক্ষার পর থেকে তার দক্ষতার অনেক উন্নতি ঘটেছে। যে ডার্ক আর্ট অথবা কালোবিদ্যার চর্চা করে মালাখ সেটা বিভিন্ন ভাষায় অনেক নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। কিন্তু যে নামেই ডাকা হোক না কেন এটা একেবারেই সত্যিকারের একটি বিজ্ঞান। এই আদিম টেকনোলজিটাকে এক সময় শক্তির প্রবেশদ্বরের চাবি হিসেবে পরিগণিত করা হোতো। তবে অনেক আগেই এটা বিস্মৃত হয়ে গেছে। জাদু আর ডাকিনী বিদ্যার ছায়ায় আশ্রয় নিয়ে এর অবনমন ঘটেছে। এখনও যে গুটিকয়েক লোক এর চর্চা করে তাদেরকে পাগল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু মালাখ ভালো করেই জানে আসল ব্যাপারটা কি। মাথা মোটা লোকদের কাজ এটা না। প্রাচীন গুপ্তবিদ্যা আধুনিক বিজ্ঞানের মতোই এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে যথার্থ ফর্মুলা, নির্দিষ্ট উপাদান আর নিখুঁত সময়জ্ঞান জড়িত।

এই বিদ্যা আজকালকার ব্ল্যাক ম্যাজিকের মতো ক্ষমতাহীন কিছু নয়, যা কিনা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কৌতুহলী লোকজন কোনো রকম ভক্তিসহকারে চর্চ করে না। এই বিদ্যা নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের মতোই সীমাহীন শক্তি বিচ্ছুরণ ঘটাতে পারে। এর উত্তাপ খুবই ব্যাপক অদক্ষ কেউ এটা চর্চা করতে গেলে অনিয়ন্ত্রিত প্রবাহে পড়ে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

ছুরিটা রেখে টেবিলের উপর রাখা চামড়ার একটা টুকরোর দিকে মনোনিবেশ করলো মালাখ। একটা ভেড়ার শাবক জবাই করে নিজেই এই চামড়াটি প্রক্রিয়াজাত করেছে সে। প্রটোকল অনুযায়ী ভেড়াটা ছিলো বিশুদ্ধ, যৌনকর্ম করার মতো বয়সে পৌছায় নি। চামড়াটার পাশেই রাখা আছে কাকের পালক থেকে তৈরি করা একটি পালকের কলম,

সিলভারের বাসন, আর চকচকে পিতলের বোলের চারপাশে তিনটি জ্বলন্ত মোমবাতি। বোলে এক ইঞ্চির মতো পুরু লাল রঙের তরল রাখা আছে।

এই তরলটি পিটার সলোমনের রক্ত।

রক্ত হলো অবিনশ্বরতার রঙ।

পালকের কলমটি তুলে নিয়ে বাম হাতটা ভেড়ার চামড়ার উপর রাখলো মালাখ, কলমটা রক্তে চুবিয়ে হাতের খোলা তালুর রেখাগুলোর অনুকণে চামড়ার উপর রক্ত দিয়ে রেখা আঁকতে শুরু করলো সে। এটা শেষ হলে তার হাতের পাঁচ আঙুলে আঁকা প্রাচীন রহস্যের পাঁচটা সিম্বল আঁকতে শুরু করলো এবার।

মুকুট...আমি যে রাজা হবো এটা তার প্রতিনিধিত্ব করে।

তারকা...আমি যে স্বর্গে অধিষ্ঠিত হবো তার পথ দেখায়।

সূর্য...আমার হৃদয়ের ঔজ্জ্বল্যতাকে প্রকাশ করে।

লণ্ঠন...প্রতিনিধিত্ব করে মানবিক বোধগম্যতার ক্ষীণ আলোকে।

চাবি...হারানো অংশটাকে প্রতিনিধিত্ব করে, যা কিনা আজরাতে অবশেষে আমার অধীনে চলে আসবে।

রক্ত দিয়ে তালুর রেখার উপর কাজ শেষ করে ভেড়ার চামড়াটা তুলে ধরলো মালাখ। তিনটি মোমবাতির আলোয় নিজের কাজটা দেখে মুগ্ধ হলো সে। রক্ত শুকিয়ে গেলে প্রচীন একটি মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে চামড়াটি তিন ভাঁজ ক'রে তৃতীয় মোমাবাতি থেকে সেটাতে আগুন ধরালো মালাখ। এবার প্রজ্জ্বলিত চামড়াটি সিলভারের বাসনে রেখে দিলে সেটা জ্বলতে লাগলো পুরোদমে। চামড়ার কার্বন পুড়ে কালো পাউডারের মতো ধোয়া হয়ে উবে গেলো। আগুন নিভে গেলে খুব সাবধানে ছাইগুলো ঢেলে দিলো রক্তের বোলে। তারপর কাকের পালকে সেই তরলটি মিশিয়ে নিলো একটু।

তরলটি গাঢ় লাল হয়ে প্রায় কালচে হয়ে গেছে।

দু'হাতে বোলটা ধরে মাথার উপর রেখে ধন্যবাদ জানিয়ে, প্রাচীন মানবের রক্তের মন্ত্র উচ্চারণ করলো সে। তারপর কাঁচের একটা ভায়ালে সেই কালো তরলগুলো ঢেলে কর্ক দিয়ে মুখ আঁটকে রেখে দিলো সেটা। তার মাথার তালুতে যে ফাঁকা জায়গা আছে সেখানে এই কালি দিয়ে একটা টাট্টু এঁকে নিজের মাস্টারপিস সম্পন্ন করবে।

অধ্যায় ৮২

ওয়াশিংটনের ন্যাশনাল ক্যাথেড্রালটি এ বিশ্বের ষষ্ঠ বৃহত্তম ক্যাথেড্রাল এবং এ উচ্চতা ত্রিশ তলারও বেশি। দুশ'র বেশি স্টেইন্ডগ্লাসের জানালা, তিপান্নটি দরজার বেল আর ১০৬৪৭টি পাইপ অর্গান রয়েছে সেখানে। এই গোথিক মাস্টারপিসটিতে তিন হাজারেরও বেশি লোক একসঙ্গে প্রার্থনা করতে পারে।

আজরাতে অবশ্য বিশাল ক্যাথেড্রালটি একেবারেই ফাঁকা।

ক্যাথেড্রালের ডিন রেভারেন্ড কলিন গ্যালোয়েকে দেখলে মনে হবে তিনি বুঝি চিরকালই বেঁচে আছেন। ভগ্ন স্বাস্থ্য আর কুঁজো শরীর, পরে আছেন কালো রঙের একটি কাসোক। পা টেনে চলেছেন কোনো কথা না বলেই। ল্যাংডন আর ক্যাথারিন চুপচাপ তাকে অনুসরণ করে যাচ্ছে চারশ' ফুট দীর্ঘ আর অন্ধকারাচ্ছন্ন মাঝখানের প্যাসেজ দিয়ে। তারা যখন গ্রেট ক্রসিংয়ের সামনে এসে পড়লো তখন তাদেরকে একটা পর্দার ভেতর দিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন ডিন মহাশয়। এই পর্দাটি পাবলিক এরিয়া এবং স্যাঙ্কচুয়ারির মাঝখানে আড়াল হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

বাতাসে চমৎকার সুবাস। পবিত্র এই জায়গাটি অন্ধকারাচ্ছন্ন। বেলকনির উপরে পঞ্চাশটি রাজ্যের পতাকা শোভা পাচ্ছে। ডিন গ্যালোয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। তাকে দেখে বোঝা যাচ্ছে এই জায়গাটি তার মুখস্ত। কিছুক্ষণের জন্যে ল্যাংডনের মনে হলো তাদেরকে বুঝি সোজা বেদীর দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, যেখানে সিনাই পর্বতের দশটি পাথর রাখা হয়েছে। কিন্তু আরেকটু এগোতেই ডিন গ্যালোয়ে বাম দিকে মোড় নিয়ে গোপন একটি দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়লো। এখান থেকে প্রশাসনিক ভবনে ঢোকা যায়। ছোট্ট একটা হলওয়ে পেরিয়ে একটা দরজার সামনে এসে পড়লো তারা। দরজায় লেখা আছে :

রেভারেন্ড ড. কলিন গ্যালোয়ে
ক্যাথেড্রাল ডিন

দরজা খুলে ঘরের ভেতর বাতি জ্বালিয়ে দিলেন গ্যালোয়ে। তাদেরকে ভেতরে আসতে বলে দরজা বন্ধ করে দিলেন তিনি।

ডিনের অফিসটি ছোট্ট হলেও বেশ অভিজাত। বড় বড় বইয়ের সেলফ, একটা ডেস্ক আর বেশ কয়েকটি ধর্মীয় পেইন্টিং রয়েছে সেখানে। নিজের ডেস্কের বিপরীতে চামড়ার দুটো চেয়ারে মেহমানদের বসার জন্যে ইশারা করলে ক্যাথারিন আর ল্যাংডন বসে

পড়লো। অবশেষে পাথরের ভারি পিরামিডটা মেঝেতে রাখলে বোঝা থেকে নিজেকে মুক্ত হতে পারলো রবার্ট ল্যাংডন।

আশ্রম এবং প্রশ্নে জবাব, ভাবলো ল্যাংডন। চেয়ারে আরাম ক'রে বসলো সে।

বৃদ্ধলোকটি নিজের চেয়ারে বসে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। যখন কথা বললেন তার কণ্ঠস্বরটা একদম পরিস্কার আর দৃঢ় শোনালো।

"মনে হয় আমাদের আগে কখনও দেখা হয় নি," বৃদ্ধ বললেন, "তারপরও আমার মনে হচ্ছে আপনাদের দু'জনকেই আমি চিনি।" একটা রুমাল বের করে মুখটা মুছে নিলেন। "প্রফেসর ল্যাংডন, আমি আপনার লেখার সাথে পরিচিত, তার মধ্যে এই ক্যাথেড্রালের সিম্বলের উপর যে চাতুর্যপূর্ণ লেখাটা লিখেছিলেন সেটাও পড়ে। আপনি, মিস্ সলোম। আপনার ভাই পিটার এবং আমি অনেক বছর ধরেই ম্যাসনিক ভাই।"

"পিটার মারাত্মক বিপদে আছে," বললো ক্যাথারিন।

"আমাকেও সে রকমই বলা হয়েছে।" আবারো দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বৃদ্ধ। "আমি আমার সর্ব শক্তি দিয়ে আপনাদের সাহায্য করবো।"

ডিনের হাতে কোনো ম্যাসনিক আঙটি দেখতে পেলো না ল্যাংডন। অবশ্য সে এমন অনেক ম্যাসনকে চেনে, বিশেষ করে যারা যাজকের পেশায় আছে, নিজেদের সংশ্লিষ্টতার কথা জানান দিয়ে বেড়ায় না।

তারা যখন কথা বলতে শুরু করলো দেখা গেলো আজ রাতের অনেকগুলো ঘটনা সম্পর্কেই ডিন সাহেব ওয়ারেন বেলামির কাছ থেকে ফোনের মেসেজে জেনেছেন। ল্যাংডন আর ক্যাথারিন যখন বাকি ঘটনাগুলোও তাকে অবহিত করলো ডিনের মুখটা বিষন্ন হয়ে উঠলো।

"আর যে লোকটা আমাদের প্রাণপ্রিয় পিটারকে জিম্মি করে রেখেছে সে আপনাকে পিরামিডটার অর্থোদ্ধার করতে বলেছে পিটারের জীবনের বিনিময়ে?" জানতে চাইলেন ডিন।

"হ্যা। সে মনে করছে এটা একটা মানচিত্র, এটা নাকি প্রাচীন রহস্য লুকিয়ে রাখার জায়গাটির সন্ধান দিতে পারবে।"

ডিন তার অদ্ভুত চোখ দুটো ল্যাংডনের দিকে ফেরালেন। "আমার দু'কান বলছে এরকম জিনিস যে আছে সেটা আপনি বিশ্বাস করেন না।"

ল্যাংডন এসব কথা শুরু করে সময় নষ্ট করতে চাইলো না। "আমি কি বিশ্বাস করি না করি তাতে কিছু যায় আসে না। পিটারকে সাহায্য করতে হবে আমাদের। দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হলো পিরামিডটার অর্থোদ্ধার করার পর দেখতে পেলাম সেটা কোনো জায়গার কথা বলছে না।"

বৃদ্ধ সোজা হয়ে বসলেন। "আপনি পিরামিডটার অর্থোদ্ধার করতে পেরেছেন?"

ক্যাথারিন সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এলো ল্যাংডনের পক্ষে সাফাই গাইতে। সংক্ষেপে সে জানালো তার ভাই এর্ব ওয়ারেন বেলামির নিষেধ সত্ত্বেও তার কথাতেই ল্যাংডন

পিরামিডটির অর্থোদ্ধার করেছে। সে আর কিছু চায় না, শুধু চায় তার ভাইকে বাঁচাতে। ক্যাথারিন স্বর্নের ক্যাপস্টোন, আলব্রেখট দুরারের ম্যাজিক স্কয়ার এবং ম্যাসনিক সিফার থেকে বের করা ষোলোটি অক্ষর কিভাবে *Jeova Sanctus Unus* বাক্যটি প্রকাশ করেছে সবই বললো ডিনকে।

"শুধু এ-ই?" জানতে চাইলেন বৃদ্ধ। "সত্যিকারের একজন ঈশ্বর?"

"হ্যা, স্যার," জবাব দিলো ল্যাংডন। "মনে হচ্ছে পিরামিডটি ভৌগলিক কোনো মানচিত্র নয়, এটা রূপকধর্মী একটি মানচিত্র।"

ডিন হাত বাড়িয়ে দিলেন। "আমাকে সেটা ছুঁতে দিন।"

ব্যাগ থেকে পিরামিডটি বের করে ডিনের সামনে ডেস্কের উপর রাখলো ল্যাংডন।

বৃদ্ধ পাথরের পিরামিডটির প্রতিটি ইঞ্চি স্পর্শ ক'রে দেখলেন, বিশেষ করে এনগ্রেভিং করা সিম্বলগুলো আর পিরামিড শীর্ষের সমতল অংশটা। "ক্যাপস্টোনটা কোথায়?"

ছোট্ট পাথরের বাক্সটা খুলে ডেস্কের উপর রাখলো ল্যাংডন। সেটা থেকে স্বর্নের ক্যাপস্টোনটা বের করে বৃদ্ধের বাড়িয়ে দেয়া হাতে তুলে দিলো সে। একইভাবে স্পর্শ করে গেলেন ডিন। ক্যাপস্টোনের গায়ে এনগ্রেভিং করা লেখাগুলো ভালো করে ছুঁয়ে দেখলেন তিনি।

" 'সিক্রেটটা অর্ডারের ভেতরেই লুকিয়ে রাখা হয়েছে,' " ল্যাংডন বললো। "এই বাক্যে The এবং Order শব্দ দুটো ক্যাপিটাল অক্ষরে লেখা।"

ক্যাপস্টোনটা পিরামিডের উপর নিঁখুতভাবে বসানোর সময় অন্ধ বৃদ্ধের চোখমুখ একেবারে অভিব্যক্তিহীন রইলো। মনে হলো তিনি একটু থেমে প্রার্থনা করে নিচ্ছেন। এরপর পূর্ণাঙ্গ পিরামিডের উপর হাত বুলিয়ে গেলেন বেশ কিছুটা সময় নিয়ে। এবার কিউব-আকৃতির পাথরের বাক্সটা হাতে নিয়ে ভেতরে বাইরে উল্টেপাল্টে হাতরিয়ে নিলেন।

কাজ শেষ করে বাক্সটা রেখে চেয়ারে হেলান দিলেন রেভারেন্ড। "তাহলে বলুন, আপনারা আমার কাছে কেন এসেছেন?" তার কণ্ঠটা খুব দৃঢ় শোনাচ্ছে।

প্রশ্নটা শুনে ল্যাংডন ভিমরি খেলো। "স্যার, আমরা এসেছি, কারণ আপনি আসতে বলেছেন। মিঃ বেলামি বলেছেন আপনাকে যেনো আমরা বিশ্বাস করি।"

"তারপরও আপনি আমাকে বিশ্বাস করেন না?"

"কী বললেন?"

মনে হলো ডিনের সাদা চোখ দুটো বুঝি ল্যাংডনের দিকেই নিবদ্ধ। "ক্যাপস্টোনটি যে প্যাকেজে রাখা ছিলো তাতে সিল মারা ছিলো। মিঃ বেলামি আপনাকে বলে দিয়েছিলেন সেটা না খুলতে, তারপরও আপনি সেটা খুলেছেন। তারচেয়েও বড় কথা পিটার সলোমনও খুলতে বারণ করেছিলো, আপনি তার কথাও শোনেন নি।"

"স্যার," আবারো ক্যাথারিন এগিয়ে এলো ল্যাংডনের পক্ষ নিয়ে। "আমরা আমার ভাইকে সাহায্য করার জন্যেই এটা করেছিলাম। তাকে যে আঁটকে রেখেছে সে চাচ্ছে

ওটার অর্থোদ্ধার–"

"তার জন্যে আপনাদেরকে বাহ্‌বা দিতে পারি আমি," বললেন ডিন। কিন্তু সেটা খুলে আপনারা কি পেলেন? কিছুই না। যে লোক পিটারকে আঁটকে রেখেছে সে একটা জায়গার সন্ধান চাচ্ছে, Jeova Sanctus Unus দিয়ে তো তাকে খুশি করা যাবে না।"

"আপনার সাথে আমি একমত," বললো ল্যাংডন। "কিন্তু দুভার্গ্যে ব্যাপার হলো এই পিরামিডটি শুধু এ কথাই বলেছে। যেমনটি আগেও বলেছি আপনাকে, মানচিত্রটি মনে হয়–"

"আপনি ভুল করছেন, প্রফেসর," রেভারেন্ড বললেন। "ম্যাসনিক পিরামিড সত্যিকারে একটি মানচিত্র। আপনি সেটা বুঝতে পারছেন না তার কারণ এখনও ওটার পুরাপুরি অর্থোদ্ধার করতে পারেন নি। সত্যি বলতে কি, তার ধারেকাছেও যেতে পারেন নি।"

অবাক হয়ে ল্যাংডন আর ক্যাথারিন একে অন্যের দিকে মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো।

পিরামিডের উপর আবারো হাত রাখলেন ডিন। মনে হলো আদর করছেন যেনো। "এই মানচিত্রটিতে, প্রাচীন রহস্যের মতোই, অর্থের অনেকগুলো স্তরে রয়েছে। এর সত্যিকারের সিক্রেটটা আপনার চোখে ধরা পড়ে নি।"

"ডিন গ্যালোয়ে," বললো ল্যাংডন, "আমরা এই পিরামিড আর ক্যাপস্টোনটির প্রতিটি ইঞ্চি তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছি, আর কিছু খুঁজে পাই নি। চোখেও পড়ে নি।"

"বর্তমান অবস্থায় সেটা পাবেনও না। তবে বস্তু বদলায়।"

"স্যার?"

"প্রফেসর, আপনি তো জানেনেই, এই পিরামিডটি একটি অলৌকিক ধরণের রূপান্তরিত শক্তির প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। লিজেন্ড বলে, এই পিরামিডটি নিজের আকৃতি বদলাতে পারে...নিজের ভৌত আকৃতি পাল্টে সিক্রেটগুলো প্রকাশ করতে পারে। অনেকটা সেই বিখ্যাত পাথরের মতো যা কিনা কিং আর্থারের হাত থেকে এক্সক্যালিবারকে মুক্ত করেছিলো। ম্যাসনিক পিরামিডও রূপান্তরিত হতে পারে, সিক্রেটগুলো উন্মোচিত করতে পারে...যোগ্য কারো হাতে পড়লে।"

ল্যাংডনের মনে হলো বেশি বয়সের কারণে বৃদ্ধের মাথাটা বিগড়ে গেছে হয়তো। "আমি দুঃখিত, স্যার। আপনি কি বলতে চাচ্ছেন এই পিরামিডটি আক্ষরিক অর্থেই নিজের আকৃতি রূপান্তর করতে পারে?"

"প্রফেসর, আমি যদি আপনার চোখের সামনে হাত দিয়ে এই পিরামিডটা বদলে দিতে পারি তবে কি আপনি বিশ্বাস করবেন?"

কি বলবে বুঝতে পারলো না ল্যাংডন। "আমার মনে হয় সেক্ষেত্রে বিশ্বাস না করে আমার কোনো উপায় থাকবে না।"

"বেশ। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি সেটা করে দেখাবো।" আবারো নিজের মুখটা মুছে নিলেন। "আপনাকে একটা কথা স্মরণ করিয়ে দেই, একটা সময় এই পৃথিবীর সবচাইতে প্রজ্ঞাবান লোকজনও বিশ্বাস করতো পৃথিবীটা সমতল। পৃথিবী যদি গোলই হোতো

তাহলে সমুদ্রের পানি পড়ে যেতো। কল্পনা করুন আপনি যদি বলতেন, 'পৃথিবী যে গোলাকার শুধু তাই নয়, এক অদৃশ্য, মিস্টিক্যাল শক্তি আছে যা কিনা এর উপরিভাগের সব কিছুকে ধরে রাখে!' তবে তারা আপনার সাথে কী আচরণটাই না করতো।"

"মধ্যাকর্ষণ শক্তির অস্তিত্ব...আর হাত দিয়ে কোনো জিনিসের আকৃতি বদলে ফেলার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে," বললো ল্যাংডন।

"আছে নাকি? আমরা আর এখন অন্ধাকর যুগে বসবাস করি না, তারপরও চোখে দেখা যায় না এরকম মিস্টিক্যাল শক্তির কথা শুনে এখনও ঠাট্টা তামাশা করি। ইতিহাস থেকে যদি আমরা আদৌ কোনো শিক্ষা নিয়ে থাকি তো জানবো, এক সময় যেসব অদ্ভুত আইডিয়ার কথা শুনে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়া হয়েছিলো পরবর্তী সময় সেটাই মহা সত্য বলে সবাই মেনে নিয়েছে। আমি দাবি করছি, হাত দিয়ে এই পিরামিডটার আকৃতি বদলে দিতে পারবো, আর আপনি আমার মানসিক সুস্থতা নিয়ে সন্দিহান হয়ে পড়েছেন। আমি একজন ইতিহাসবিদের কাছ থেকে আরো বেশি কিছু প্রত্যাশা করেছিলাম। ইতিহাসে অসংখ্য প্রতিভাবান ব্যক্তি রয়েছে তারাও এ ধরণের কথা বলে গেছে...বলে গেছে, মানুষের মধ্যে এমন মিস্টিক্যাল শক্তি রয়েছে যার সম্পর্কে সে নিজে ওয়াকিবহাল নয়।"

ল্যাংডন জানে ডিন ঠিকই বলছেন। বিখ্যাত হার্মেটিক প্রবাদ, 'তুমি কি এখনও জানো না তুমি নিজেই ঈশ্বর?' প্রাচীন রহস্যের একটি স্তম্ভ। *যতো উপরে ততো নীচে...ঈশ্বরের আদলে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে...অ্যাপোথিওসিস।* এই কথাটি বহু প্রাচীন পুঁথিতে বার বার উল্লেখ করা আছে। এমন কি পবিত্র বাইবেলের সামস্ ৮২:৬-এ জোর দিয়ে বলা হয়েছে : *তুমিই ঈশ্বর!*

"প্রফেসর," বৃদ্ধ বললেন, "আমি বুঝতে পারছি অন্য অনেক শিক্ষিত মানুষের মতো আপনিও একটা ফাঁদে আঁটকা পড়ে আছেন। এক পা বাস্তব আরেক পা আধ্যাত্মিক জগতে। আপনার হৃদয় বিশ্বাস করতে চায়...কিন্তু আপনার বুদ্ধিবৃত্তি সেটা অনুমোদন করে না। একজন শিক্ষক হিসেবে আপনি যদি ইতিহাসের মহান সব ব্যক্তিদের কাছ থেকে শিক্ষা নেন তাহলে বুদ্ধিমানের কাজ হবে।" একটু থেমে কেশে নিলেন তিনি। "আমি যদি ঠিক ঠিক স্মরণ রাখতে পারি তো বলি, এ বিশ্বের একজন মহান ব্যক্তি বলেছিলেন : 'যা আমাদের বোধগম্যতার বাইরে তার অস্তিত্ব আছে। প্রকৃতির আড়ালে যে সিক্রেট সেটা খুবই সূক্ষ্ম, অস্পষ্ট আর রহস্যময়। আমাদের বোধগম্যতার বাইরে এই শক্তিকে পূজা করাই হলো আমার ধর্ম।' "

"এ কথা কে বলেছেন?" ল্যাংডন জানতে চাইলো। "গান্ধী?"

"না," কথার মাঝখানে বললো ক্যাথারিন। "আলবার্ট আইনস্টাইন।"

আইনস্টাইনের লেখা প্রতিটি শব্দ ক্যাথারিন সলোমনের পড়া আছে। মিস্টিক্যাল বিষয়ে তার ছিলো প্রচুর শ্রদ্ধা। তিনি অনুমান করেছিলেন সাধারন লোকেও একদিন ঠিক

এভাবেই অনুভব করতে পারবে। *ভবিষ্যতের ধর্ম হবে,* আইনস্টাইন বলেছিলেন, *কসমিক ধর্ম। এটা ব্যক্তিগত ঈশ্বরকে ছাড়িয়ে যাবে, মতবাদ আর ধর্মতত্ত্বকে পাশ কাটিয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে।*

মনে হচ্ছে কথাটা হজম করতে রবার্ট ল্যাংডনকে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে। বৃদ্ধ যাজকের কথা শুনে ক্রমশ অস্থির হয়ে উঠছে সে। এটা তো ঠিক, তারা এখানে এসেছে প্রশ্নের জবাব পেতে, আর এখন কিনা শুনছে এই বৃদ্ধ লোক হাত দিয়ে পিরামিডটির আকৃতি বদলে দেয়ার কথা বলছে। বৃদ্ধ যাজকের কথা শুনে ক্যাথারিনের মনে পড়ে গেলো তার ভাই পিটার সলোমনের কথা।

"ফাদার গ্যালোয়ে," বললো ক্যাথারিন, "পিটার খুব বিপদের মধ্যে আছে। আমাদেরকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়চ্ছে সিআইএ। ওয়ারেন বেলামি সাহায্যের জন্যেই আমাদেরকে আপনার কাছে পাঠিয়েছে। আমি জানি না এই পিরামিডটি কি বলবে, কোন্ জায়গার কথা জানাবে। তবে এটার অর্থোদ্ধার করলে যদি পিটারেকে বাঁচানো যায় তাহরে আমাদের সেটাই করতে হবে। মিঃ বেলামি হয়তো এই পিরামিড এবং সিক্রেট রক্ষা করার জন্যে আমার ভাইকে বলি দিতে পারে কিন্তু আমি পারবো না। এটার জন্যে আমার পুরো পরিবার তছনছ হয়ে গেছে। এটার মধ্যে যে সিক্রেটই থাকুক না কেন, আজরাতেই তার পরিসমাপ্তি ঘটবে।"

"আপনার কথা ঠিক," জবাবে বললেন বৃদ্ধ। তার কণ্ঠ খুবই দৃঢ়। "আজরাতেই এটার পরিসমাপ্তি ঘটবে। এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারেন।" দীর্ঘশ্বাস ফেললেন রেভারেন্ড। "মিস সলোমন, এটার বাক্সে যে সিলটা ছিলো সেটা যখন আপনি ভেঙেছেন তখনই কতোগুলো ঘটনা ঘটতে শুরু ক'রে দিয়েছে। এখন আর পিছু পা হবার কোনো উপায় নেই। আজরাতে কতোগুলো শক্তি মাঠে নেমে গেছে, আপনি সেটা এখনও বুঝতে পারছেন না। একান থেকে আর ফিরে যাবার কোনো পথ নেই।"

হতভম্ভ হয়ে রেভারেন্ডের দিকে চেয়ে রইলো ক্যাথারিন। তার কণ্ঠে কেয়ামত জাতীয় কিছু একটা আছে, যেনো তিনি রিভিলেশনের *সেভেন সিল* কিংবা *প্যান্ডোরার বাক্সের* কথা বলছেন।

"সম্মান রেখেই বলছি, স্যার," কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বললো ল্যাংডন। "আমি কোনোভাবেই বুঝতে পারছি না একটা পাথরের পিরামিড কি করে একগাদা ঘটনা ঘটানোর ক্ষমতা রাখে।"

"অবশ্যই আপনি বুঝতে পারছেন না, প্রফেসর।" বৃদ্ধ তার দিকে তাকিয়েই বললো। "দেখার জন্য যে চোখ থাকতে হয় সেটা এখনও আপনি অর্জন করতে পারেন নি।"

অধ্যায় ৮৩

জঙ্গলের আদ্র বাতাসে ক্যাপিটলের আর্কিটেক্ট টের পাচ্ছে তার পিঠ বেয়ে ঘাম ঝরছে এখন। দীর্ঘক্ষণ হ্যান্ডকাফ পরে থাকার কারণে তার হাত দুটো ব্যথা করছে। কিন্তু এ মুহূর্তে তার সমস্ত মনোযোগ টাইটানিয়াম বৃফকেসটার দিকে। সাটো এইমাত্র সেটা খুলেছে।

এই বৃফকেসে যে জিনিস আছে সেটা সাটোর ভাষায়, *এর ফলে আপনি আমার মতো করে পরিস্থিতিটা দেখতে শুরু করবেন। এটা আপনাকে নিশ্চিত করে বলতে পারি।*

এই ছোটোখাটো এশিয়ান মহিলা এমনভাবে মেটাল কেসটি খুলেছে যাতে করে বেলামির চোখে সেটা না পড়ে। ভেতরের জিনিসগুলো দেখতে না পেলেও বেলামির উর্বর কল্পনা শুরু হয়ে গেলো। সাটো কেসের ভেতর হাত ঢুকিয়ে কী যেনো করছে। বেলামির ধারণা চকচকে ধারালো কোনো হাতিয়ারই হবে সেটা।

আচমকা কেসের ভেতর থেকে আলো জ্বলতে দেখা গেলো। সেটা আরো তীব্র হয়ে উঠছে। নীচ থেকে আলোকিত হয়ে উঠলো সাটোর চেহারা। তার হাত দুটো এখনও কেসের ভেতর, কী যেনো নাড়াচাড়া করছে। আলোটা এবার বদলে গেলো। কিছুক্ষণ পর হাতটা সরিয়ে বৃফকেসটা বেলামির দিকে ঘুরিয়ে দিলো সাটো।

বেলামি যা দেখতে পেলো সেটা অনেকটা ফিউচারিস্টিক ল্যাপটপ জাতীয় কিছু, সাথে একটা টেলিফোন রিসিভার, দুটো অ্যান্টেনা এবং দুটো কি-বোর্ড। প্রথমে একটু স্বস্তিবোধ করলেও মুহূর্তেই সেটা কনফিউশন তৈরি করলো।

পর্দায় সিআএ'র লোগে আর কিছু কথা লেখা আছে :

নিরাপদ লগ-ইন
ব্যবহারকারী : ইনোয়ু সাটো
সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স   লেভেল ৫

ল্যাপটপের লগ-ইন উইন্ডোর নীচে একটা প্রগ্রেস আইকন ঘুরছে :

আর কিছুক্ষণ, প্লিজ...
ডিক্রিপটিং ফাইল...

সাটোর দিকে তাকিয়ে বেলামি দেখতে পেলো মহিলা তার দিকেই চেয়ে আছে।

"আপনাকে এটা দেখানোর কোনো ইচ্ছে আমার ছিলো না," বললো সাটো। "কিন্তু আপনি আমাকে বাধ্য করেছেন।"

সমগ্র এলসিডি পর্দা জুড়ে একটা ফাইল ভেসে উঠলো।

কয়েক মুহূর্ত ধরে সেই পর্দার দিকে তাকিয়ে রইলো ওয়ারেন বেলামি, বোঝার চেষ্টা করলো কি দেখছে সে। কিন্তু বুঝতে যখন পারলো টের পেলো তার মুখে রক্ত উঠে এসেছে। তীব্র আতঙ্কে চেয়ে আছে সে। চোখ সরাতে পারছে না। "কিন্তু এটা তো...অসম্ভব!" বিস্ময়ে বললো সে। "এটা...কিভাবে হতে পারে!"

সাটোর মুখটা তিক্ততায় ভরে উঠলো। "আপনি আমাকে বলবেন, মিঃ বেলামি। সেটা আপনিই আমাকে বলবেন।"

ক্যাপিটলের আর্কিটেক্ট যখন বুঝতে পারলো কি দেখছে সে, বুঝতে অসুবিধা হলো না যে, সমগ্র বিশ্ব ভয়াবহ এক বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে।

হায় ঈশ্বর...আমি তো মারাত্মক একটি ভুল ক'রে ফেলেছি, মারাত্মক ভুল!

অধ্যায় ৮৪

ডিন গ্যালোয়ে নিজের মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্য অনুভব করছেন।

মরণশীল মানুষ হিসেবে তিনি জানেন নিজের নশ্বর আবরণটি পরিত্যাগ করার সময় এসে গেছে তার। *কিন্তু সেটা আজরাতে নয়।* তার নশ্বর হৃদপিণ্ডটা তীব্রভাবে এবং দ্রুত স্পন্দিত হচ্ছে...তার কাছে মনে হচ্ছে মাথাটাও বেশ খুলে গেছে। *একটা কাজ সমাধা করতে হবে।*

পিরামিডের সমৃণ পৃষ্ঠে আর্থরাইটিস হাতটা বোলানোর সময় তিনি বিশ্বাসই করতে পারছেন না কী রকম অনুভূতি হচ্ছে তার। আমি কখনও কল্পনাও করি নি এ জীবনে এই মুহূর্তটা পাবো। বহুকাল থেকেই এই সিম্বলন মানচিত্রটির অংশ আলাদা আলাদাভাবে নিরাপদে লুকিয়ে রাখা হয়েছিলো। অবশেষে এখন তারা একত্রিত হয়েছে। গ্যালোয়ে ভাবতে লাগলেন এটাই কি তবে সেই কথিত সময় কিনা।

অদ্ভুত ব্যাপার হলো নিয়তি এমন দু'জন লোককে এই পিরামিডটার অর্থোদ্ধারের জন্যে বেছে নিয়েছে যারা আদৌ ম্যাসন নয়। তারপরও এটাকে বেখাপ্পা মনে হচ্ছে না। *ইনার সার্কেলের ভেতর থেকে রহস্যগুলো বেরিয়ে আসছে...অন্ধকারের কঠিন গহ্বর থেকে...আলোর দিকে।*

"প্রফেসর, পিটার কি আপনাকে বলেছে সে কেন এই প্যাকেজটা আপনার কাছে রাখতে গেলো?"

"সে বলেছে ক্ষমতাশালী লোকেরা এটা তার কাছ থেকে চুরি করতে চাইছে," বললো ল্যাংডন।

মাথা নেড়ে সায় দিলেন ডিন। "হ্যা, আমাকেও একই কথা বলেছিলো পিটার।"

"আপনাকেও বলেছিলো?" ক্যাথারিন অবাক হয়ে জানতে চাইলো। "আপনি এবং আমার ভাই এই পিরামিড নিয়ে কথা বলেছেন?"

"অবশ্যই। আপনার ভায়ের সাথে আমি আনেক বিষয় নিয়েই কথা বলেছি। এক সময় আমি হাউজ অব টেম্পলের ওরশিপফুল মাস্টার ছিলাম। তখন উপদেশ নেবার জন্যে সে আমার কাছে এসেছিলো। সেটা দশ বছর আগের ঘটনা। খুবই বিপর্যস্ত অবস্থায় এসেছিলো আমার কাছে। আপনি এখন যে জায়গায় বসে আছেন ঠিক সেখানেই সে বলেছিলো। আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলো আমি কোনো অতিপ্রাকৃত ভবিষ্যতবাণীতে বিশ্বাস করি কিনা।"

"ভবিষ্যতবাণী?" উদ্বিগ্ন হয়ে বললো ক্যাথারিরন। "মানে, বলতে চাচ্ছেন...ভবিষ্যত দেখতে পাওয়া?"

"ঠিক তা নয়। এটা অনেকটা অনুমাণ করার বিষয়। পিটার আমাকে বললো তার নাকি মনে হচ্ছে তার জীবনে অপশক্তির আর্বিভাব ঘটছে। সে টের পাচ্ছে কেউ তার উপর নজর রাখছে...অপেক্ষা করছে...তার বিশাল একটা ক্ষতি করার জন্যে।"

"তার কথা একদম ঠিক," ক্যাথারিন বললো, "যে লোক আমাদের মা'কে, পিটারের ছেলেকে খুন করেছে সেই একই লোক ওয়াশিংটনে এসে পিটারের একজন ম্যাসনিক ভাই হিসেবে অধিষ্ঠিত করেছে নিজেকে।"

"সত্যি, কিন্তু এসবের মধ্যে সিআএ'র জড়িত হবার বিষয়টির কোনো ব্যাখ্যা পাওয় যাচ্ছে না," বললো ল্যাংডন।

গ্যালোয়ে নিশ্চিত হতে পারছেন না। "ক্ষমতাবান লোকেরা সব সময়ই আরো বিশাল ক্ষমতা অর্জনের জন্যে আগ্রহী থাকে।"

"কিন্তু...তাই বলে সিআইএ?" ল্যাংডন মেনে নিতে পারলো না। "তাও আবার মিস্টিক্যাল সিক্রেট নিয়ে? হিসেবে মিলছে না।"

"অবশ্যই মিলবে," বললো ক্যাথারিন। "প্রযুক্তিগত সুবিধা এবং অগ্রসর টেকনোলজির ব্যাপারে সিআইএ সব সময়ই তৎপর। মিস্টিক্যাল সায়েন্স নিয়ে তারা অসংখ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রে থাকে–ইএসপি, দূর-দর্শন, ইন্দ্রিয়ের দূর্বলতা প্রভৃতি। সবই একই জিনিস–মানব মনের অনাবিষ্কৃত ক্ষমতাকে কাজে লাগানো। পিটারের কাছ থেকে যদি আমি কোনো কিছু শিখে থাকি তাহলে সেটা হলো বিজ্ঞান আর আধ্যাত্মবাদ খুবই ঘণিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। শুধুমাত্র তাদের দৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্য রয়েছে। তাদের উভয়ের লক্ষ্যই এক...তবে পদ্ধতি আলাদা।"

"পিটার আমাকে বলেছে," গ্যালোয়ে বললেন, "আপনার কাজের ক্ষেত্রটি নাকি আধুনিক মিস্টিক্যাল সায়েন্স?"

"নোয়েটিক্স," সায় দিয়ে বললো ক্যাথারিন। "এটা প্রমাণ করে মানুষের মধ্যে যে ক্ষমতা রয়েছে সেটা আমাদের কল্পনারও অতীত।" একটা স্টেইন্ডগ্লাসের জানালার দিকে তাকালো সে, ওটাতে 'আলোকিত জিশু'র অতিপরিচিত একটি ছবি আঁকা আছে। জিশুর মাথা এবং হাত থেকে আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। "সত্যি বলতে কি আমি ঝাড়ফুক করার সময় এক তান্ত্রিকের/ফেইথ হিলারের হাতের একটি ছবি তুলেছিলাম সুপারকুলড চার্জ-কাপলড যন্ত্র দিয়ে। ছবিটা দেখতে ঠিক ঐ স্টেইন্ডগ্লাসের জিশুর মতোই দেখাচ্ছিলো...তান্ত্রিকের হাতের আঙুল দিয়ে শক্তির ছটা বিচ্ছুরিত হচ্ছে।"

একটু ভাবলেন অভিজ্ঞ লোক গ্যালোয়ে, নিজের হাসিটা লুকিয়ে রাখলেন তিনি। *আপনি কি করে ভাবলেন জিশু অসুস্থদের সারিয়ে তুলতেন?*

"আমি জানি," বললো ক্যাথারিন, "আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান এরকম তান্ত্রিক আর ওঝাদের নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করে। তাদের কাছে তারা হাসির পাত্র। কিন্তু এটা আমি নিজের চোখে দেখেছি। আমার CCD ক্যামেরায় স্পষ্ট ধরা পড়েছে তান্ত্রিকের হাতের আঙুল দিয়ে এক ধরণের শক্তি নির্গত হচ্ছে...এবং সেই শক্তি দিয়ে আক্ষরিক অর্থেই

রোগিকে সারিয়ে তুলছে সে। এটা যদি ঈশ্বরতুল্য ক্ষমতা না হয় তো আমি জানি না এটা কি।"

ডিন গ্যালোয়ে এবার একটু হাসলেন। ভায়ের মতো ক্যাথারিনের মধ্যেও একই বিষয়ে প্রবল আগ্রহ রয়েছে। "একবার আপনার ভাই পিটার নোয়েটিক্স বিজ্ঞানীদেরকে তুলনা করেছিলো প্রথম দিকে যেসব ব্যক্তি দাবি করতো এ পৃথিবীটা গোলাকার, সেইসব হাসির খোরাক হওয়া ব্যক্তিদের সাথে। রাতারাতি এইসব হাস্যকর ব্যক্তিরা নায়কে পরিণত হয়ে গিয়েছিলো। তাদের কারণেই শুরু হয়ে যায় এ বিশ্বের সব অনাবিষ্কৃত মহাদেশ আর অঞ্চল আবিষ্কার করার অভিযাত্রা। পিটারের ধারণা আপনিও ঠিক একই কাজ করবেন। আপনার গবেষণাকর্ম নিয়ে তার অনেক আশা। এটা তো সত্যি, যুগান্তকারী মহান সব দার্শনিক চিন্তভাবনার কারণে এ পৃথিবীর আমূল পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে একক কোনো দুঃসাহসী আইডিয়ার মাধ্যমেই।"

গ্যালোয়ে ভালো করেই জানেন মানবমনের সীমাহীন ক্ষমতা সম্পর্কে প্রমাণ লাভের জন্যে তাকে কোনো ল্যাবে যেতে হবে না। এই ক্যাথেড্রালেই অসুস্থদের সারিয়ে তোলার জন্যে হিলিং প্রেয়ার সার্কেল রয়েছে। তিনি তো অসংখ্যবার নিজের চোখে অলৌকিক দৃশ্য দেখেছেন, ভৌত পরিবর্তনের এইসব নজির মেডিক্যালি ডকুমেন্ট করা আছে। ঈশ্বর যে মানুষকে সীমাহীন ক্ষমতা দিয়েছেন সেটা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই...প্রশ্ন হলো, সেইসব ক্ষমতা কিভাবে আহরণ করা যায়।

"বন্ধুরা, আমি জানি না এই পিরামিডটি ঠিক কোন্ জায়গার কথা বলবে...তবে একটা জায়গার দিকে যে নির্দেশ করবে সেটা আমি জানি। কোথাও না কোথাও আধ্যাত্মিক গুপ্তধন মাটি চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে...যে গুপ্তধন শত শত বছর ধরে ধৈর্য নিয়ে অন্ধকারে অপেক্ষা করছে। আমি বিশ্বাস করি এই পৃথিবীকে বদলে দেয়ার ক্ষমতা রয়েছে সেই গুপ্তধনের।" স্বর্নের ক্যাপস্টোনটি স্পর্শ করলেন এবার। "এই পিরামিডটি পরিপূর্ণ হয়েছে...সময় এগিয়ে আসছে খুব দ্রুত। তাহলে আর দেরি কেন? সব সময়ই বৈপ্লবিক এনলাইটেনমেন্টের ভবিষ্যতবাণী করা হয়েছে।"

"ফাদার," ল্যাংডন বললো, তার কণ্ঠে চ্যালেঞ্জ করার একটি ব্যাপার রয়েছে, "আমরা সেন্ট জনের রিভিলেশন এবং অ্যাপোক্যালিপ্সের আক্ষরিক অর্থের সাথে পরিচিত, বাইবেলীয় ভবিষ্যতবাণীকে তো সত্য বলে–"

"ওহ্ ঈশ্বর, বুক অব রিভিলেশন খুবই প্রহেলিকাপূর্ণ!" ডিন বললেন। "কেউ জানে না সেটা কিভাবে পড়তে হয়। আমি পরিস্কার মাথার লোকদের স্পষ্ট ভাষায় লেখাগুলোর কথা বলছি–সেন্ট অগাস্টিন, স্যার ফ্রান্সিস বেকন, নিউটন, আইনস্টাইন, এরকম লোকদের ভবিষ্যতবাণীর সংখ্যা অনেক। তারা সবাই এনলাইটেনমেন্টের এক যুগান্তকারী সময়ের কথা বলেছেন। এমন কি জিশু নিজেও বলেছেন, 'জানার বাইরে থাকবে এরকম কোনো কিছু লুকিয়ে রাখ যাবে না। এমন কোনো সিক্রেট নেই যা আলোর মুখ দেখবে না।' "

"এটা খুবই নিরাপদ একটি অনুমাণ," বললো ল্যাংডন। "প্রতিনিয়তই জ্ঞানের বিস্তার ঘটছে। যতোই জানতে পারছি ততোই শেখার ক্ষমতা বাড়ছে, বাড়ছে আমাদের জ্ঞানের পরিধি।"

"হ্যা," ক্যাথারিন যোগ করলো। "বিজ্ঞানে এটা আমরা সব সময়ই দেখে আসছি। একটা নতুন আবিষ্কার আরেকটা আবিষ্কারের দিকে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের...এভাবেই চলছে। জ্যামিতিক অনুপাতে এটি বিকশিত হচ্ছে। এজন্যেই বিগত পাঁচ হজার বছরের চেয়ে গত পাঁচ বছরে বিজ্ঞান অনেক বেশি এগিয়েছে। এখন তো প্রতি মুহূর্তেই বিজ্ঞান এগিয়ে যাচ্ছে। এই গতি বাড়ছে প্রতি দিন।"

ডিনের অফিসে নীরবতা নেমে এলো। গ্যালোয়ে টের পাচ্ছেন তার দু'জন অতিথি এখনও জানে না এই পিরামিডটা কিভাবে কোনো কিছু প্রকাশ করতে সাহায্য করবে তাদের। *এজন্যেই তো নিয়তি আপনাদেরকে আমার কাছে নিয়ে এসেছে,* মনে মনে বললেন তিনি। *আমারও একটা ভূমিকা আছে এখানে।*

অনেক বছর ধরেই রেভারেন্ড কলিন গ্যালোয়ে তার ম্যাসনিক ভায়েদের সাথে নিয়ে দ্বাররক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ ছিলেন। এখন সবটাই বদলে গেছে।

আমি আর দ্বররক্ষী নই...আমি এখন পথপ্রদর্শক।

"প্রফেসর ল্যাংডন?" হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে গ্যালোয়ে বললেন। "আমার হাতটা একটু ধরবেন কি?"

রবার্ট ল্যাংডন ডিনের বাড়িয়ে দেয়া হাতটার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারছে না ব্যাপারটা কি।

আমরা কি প্রার্থনা করবো?

আলতো করে ডিনের হাতটা ধরলো ল্যাংডন। বৃদ্ধ সেটা শক্ত করে ধরলেও প্রার্থনা শুরু করলেন না। ল্যাংডনের তর্জনীটা ধরে স্বর্নের ক্যাপস্টোন রাখার পাথরের বাক্সের দিকে নিয়ে গেলেন।

"আপনার চোখ আপনাকে অন্ধ করেছে," বললেন ডিন। "কিন্তু আমার মতো আপনি যদি আঙুল দিয়ে স্পর্শ করে দেখেন তবে বুঝতে পারবেন এই বাক্সটার মধ্যে এখনও এমন কিছু আছে যা আপনাকে নতুন কিছু শেখাতে পারে।"

কথা মতোই ল্যাংডন বাক্সের ভেতরটা হাতিয়ে দেখলো, কিন্তু কিছুই টের পেলো না। ভেতরটা একদম মসৃণ।

"দেখতে থাকুন," গ্যালোয়ে বললেন।

একটু পরই ল্যাংডনের আঙুলে কিছু একটা অনুভূত হলো-ছোট্ট একটা বৃত্ত-মাঝখানে আরো ছোট্ট একটা বিন্দু। বাক্সের তলার ঠিক মাঝখানে। হাতটা সরিয়ে ভেতরে তাকালো সে। খালি চোখে ছোট্ট বৃত্তটা প্রায় অদৃশ্যই বলা চলে। *এটা আবার কি?*

"আপনি কি সিম্বলটা চিনতে পেরেছন?" জানতে চাইলো গ্যালোয়ে।

"সিম্বল?" অবাক হলো ল্যাংডন। "আমি তো চোখে দেখতে পাচ্ছি না।"

"ওটার উপর চাপ দিয়ে দেখুন।"

কথা মতোই কাজ করলো ল্যাংডন। বৃত্তের উপর আঙুলের ডগা দিয়ে চাপ দিলো। *চাপ দিলে কি হবে বলে সে মনে করছে?*

"আঙুলটা ওখানেই ধরে রাখুন," বললেন ডিন। "চাপ দিতে থাকুন এবার।"

ক্যাথারিনের দিকে তাকালো ল্যাংডন। সেও কানের পা থেকে চুল সরিয়ে অবাক হয়ে দেখছে।

কয়েক সেকেন্ড পর বৃদ্ধ ডিন মাথা নেড়ে সায় দিলেন। "ঠিক আছে, এবার হাতটা সরাতে পারেন। অ্যালকেমি সম্পন্ন হয়েছে।"

অ্যালকেমি? হাতটা সরিয়ে অবাক হয়ে চুপচাপ বসে রইলো রবার্ট ল্যাংডন। কোনো কিছুরই পরিবর্তন হয় নি। বাক্সটা যেমন ছিলো তেমনি আছে।

"কিছুই তো হলো না," বললো ল্যাংডন।

"আপনার আঙুলের দিকে তাকান," জবাবে বললেন ডিন। "তাহলেই পরিবর্তনটা আপনি দেখতে পাবেন।"

আঙুলের ডগার দিকে তাকিয়ে সে কেবল একটা পরিবর্তনই দেখতে পেলো। তার আঙুলের চামড়ায় ছোট্ট একটা বৃত্তের ছাপ পড়েছে। সেই বৃত্তের মাঝখানে একটা ছোট্ট বিন্দু।

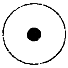

"এবার কি সিম্বলটা চিনতে পেরেছেন?" জিজ্ঞেস করলো ডিন।

সিম্বলটা চিনতে পারলেও ল্যাংডন বেশি অবাক হয়েছে অন্ধ ডিন ব্যাপারটা তার আগেই ধরতে পেরেছেন বলে। আঙুলের ডগা দিয়ে অনুভব করাটা বেশ দক্ষতারই পরিচয় বহন করে।

"এটা অ্যালকেমিক্যাল," ল্যাংডনের দিকে ঝুঁকে সিম্বলটা দেখে বললো ক্যাথারিন। "এটা স্বর্নের খুবই প্রাচীন একটি সিম্বল।"

"একদম ঠিক।" ডিন হেসে বাক্সটাতে চাপড় মারলেন। "প্রফেসর, কংগ্রাচুলেশন্স। আপনি এইমাত্র যা অর্জন করলেন সেটা অর্জন করার জন্যে ইতিহাসে সব অ্যালকেমিস্টই উদগ্রীব হয়ে ছিলেন। সামান্য জিনিস থেকে আপনি স্বর্ণ তৈরি করে ফেলেছেন।"

বিস্মিত হলো ল্যাংডন। কথাটা শুনে তাকে খুশি হতে দেখা গেলো না। এরকম চালাকিতে কোনো কাজ হবে না। "আইডিয়াটি খুবই মজার, স্যার। কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছি, এই সিম্বলটি–বৃত্তের মাঝখানে বিন্দু–অনেকগুলো অর্থ প্রকাশ করে থাকে। এটাকে *সারকামপাঙ্কচ* বলে। ইতিহাসে সবচাইতে বেশি ব্যবহৃত সিম্বল এটি।"

"আপনি কি বলছেন?" সন্দেহের সুরে জানতে চাইলেন ডিন।

একজন ম্যাসন এই সিম্বলটার আধ্যাত্মিক গুরুত্ব সম্পর্কে খুব বেশি অবগত নন বলে ল্যাংডন একটু অবাকই হলো। "স্যার, *সারকামপাঙ্কচ*-এর অসংখ্য অর্থ রয়েছে। প্রাচীন মিশরে এটা সূর্য দেবতা রা-এর প্রতীক আর আধুনিক জ্যোর্তিবিদ্যা এটাকে এখনও সূর্যের প্রতীক হিসেবেই ব্যবহার করে থাকে। প্রাচ্যের দর্শনে এটাকে আধ্যাত্মিক ক্ষমতার প্রতীক তৃতীয় নয়ন, স্বর্গীয় গোলাপ এবং আলো হিসেবে গন্য করা হয়। কাব্বালিস্টরা এটাকে তাদের সর্বোচ্চ সেফিরদ কেথার এবং 'সব গুপ্ত জিনিসের চেয়েও গুপ্ততর' হিসেবে ব্যবহার করে। শুরুর দিকে মিস্টিকেরা এটাকে ঈশ্বরের চোখ এবং গ্রেট সিলের সর্বদ্রষ্টা চোখ হিসেবে অভিহিত করতো। পিথাগোরিয়ান গণিতবিদেরা এটাকে মোনাড-এর সিম্বল হিসেবে ব্যবহার করতো–স্বর্গীয় সত্য, *দ্য প্রিসকা সাপিয়েনশিয়া*, মন আর হৃদয়ের একীভূত অবস্থা এবং–"

"যথেষ্ট বলেছন!" মুচকি হেসে ডিন গ্যালোয়ে বললেন। "আপনাকে ধন্যবাদ, প্রফেসর। আপনার কথা একদম ঠিক।"

ল্যাংডন এবার বুঝতে পারলো তাকে বোকা বানানো হয়েছে। তিনি এসব আগে থেকেই জানতেন।

"সারকামপাঙ্কচ," মুখে হাসি ধরে রেখেই বললেন গ্যালোয়ে, "প্রাচীন রহস্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ সিম্বল। এজন্যেই আমি বলবো এই বাক্সে এটার উপস্থিতি কাকতালীয় কোনো ব্যাপার নয়। লিজেন্ড বলে, এই মানচিত্রের সিক্রেটগুলো খুবই ক্ষুদ্র কিছুতে লুকিয়ে রাখা হয়েছে।"

"বেশ," বললো ক্যাথারিন, "এই সিম্বলটা যদি উদ্দেশ্যমূলকভাবেই এখানে দেয়া থাকে তাহলেও তো সেটা আমাদের কোনো সাহায্যে আসছে না। এই মানচিত্রটার অর্থোদ্ধার করার কাজে এটা কী আর এমন সাহায্য করবে?"

"আপনি কিছুক্ষণ আগে বলেছিলেন মোমের যে সিলটা ভেঙেছিলেন তাতে পিটারের হাতের আঙটি দিয়ে ছাপ মারা ছিলো?"

"হ্যা।"

"আপনি বলছেন সেই আঙটিটা এখন আপনার কাছে রয়েছে?"

"হ্যা, আছে।" পকেটে রাখা প্লাস্টিকের ব্যাগ থেকে আঙটিটা বের করে ডেস্কের উপর রাখলো সে।

আঙটিটা হাতে নিয়ে হাতরে দেখলো গ্যালোয়ে। "এই অনন্য সাধারণ আঙটিটা ম্যাসনিক পিরামিডটা তৈরি করার সময় বানানো হয়েছিলো। ঐতিহ্যগতভাবে এটা পিরামিডটি যে ম্যাসনের কাছে সুরক্ষিত থাকে তার হাতেই শোভা পায়। আজ যখন সারকামপাঙ্কচটা টের পেলাম এই বাক্সের ভেতর তখনই বুঝতে পেরেছিলাম আঙটিটা সিম্বলনেরই একটা অংশ।"

"তাই নাকি?"

“এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। পিটার আমার ঘণিষ্ঠ বন্ধু, অনেক বছর ধরেই সে এই আঙটিটা পরে আছে। এটা আমার কাছে খুবই পরিচিত।” ল্যাংডনের কাছে আঙটিটা ফিরিয়ে দিলেন তিনি। “আপনি নিজেই দেখুন।”

আঙটিটা হাতে নিয়ে ল্যাংডন ভালো করে দেখলো। দুই মাথাবিশিষ্ট ফিনিক্স পাখি, আর তার বুকে ছাপ মারা আছে ৩৩ সংখ্যাটি, সেই সাথে আছে *ORDO AB CHAO* কথাটি। সবটাই ম্যাসনদের তেত্রিশ ডিগ্রির কথা বলছে। সাহায্যে আসে সেরকম কিছু খুঁজে পেলো না ল্যাংডন। কিন্তু আঙটিটার ব্যান্ডের উপর আঙুল বোলাতে গিয়ে থেমে গেলো সে। চমকে উঠে আঙটিটা নীচে ভালো করে দেখলো।

“খুঁজে পেয়েছেন?” বললেন গ্যালোয়ে।

“মনে হয় পেয়েছি, হ্যা!” বললো ল্যাংডন।

ক্যাথারিন তার দিকে ঝুঁকে এলো দেখার জন্যে। “কি?”

“ব্যান্ডেরর উপর ডিগ্রির সাইন আছে,” সাইনটা দেখিয়ে বললো ল্যাংডন। “এতো ছোটো যে চোখে পড়ে না। তবে হাতের স্পর্শে সেটা টের পাওয়া যায়।” ব্যান্ডের তলায় ঠিক মাঝখানে সাইনটা রয়েছে...বাক্সের তলায় যে সিম্বলটা আছে সেটার সাইজের মতোই।

“এটাও কি একই আকারের?” উত্তেজিত হয়ে ক্যাথারিন জানতে চাইলো।

“সেটা জানার একটা উপায় আছে।” আঙটিটা হাতে নিয়ে বাক্সের কাছে নিয়ে দুটো বৃত্ত এক সঙ্গে মেলোলো। তারপর আলতো করে ধাক্কা দিতেই বাক্সের বৃত্তটা আঁটকে গেলো আঙটির খোলা অংশে, সঙ্গে সঙ্গে খুবই মৃদু তবে স্পষ্টভাবেই ক্লিক করে একটা শব্দ হলো।

তারা সবাই লাফিয়ে উঠলো এক সঙ্গে।

অপেক্ষা করলো ল্যাংডন, কিন্তু কিছুই হলে না।

“কি হলো?” ডিন জানতে চাইলেন।

“কিছুই না,” জবাব দিলো ক্যাথারিন। “বাক্সের বৃত্তে আঙটিটা আঁটকে গেছে...তাছাড়া আর কিছু হয় নি।”

“কোনো রূপান্তর ঘটে নি?” গ্যালোয়েকে খুব হতভম্ব দেখাচ্ছে।

এখনও কাজটা শেষ হয় নি, বুঝতে পারলো ল্যাংডন। আঙটিটার এ্যাম্বোস করা নক্সার দিকে তাকালো সে—দুই মাথাবিশিষ্ট ফিনিক্স এবং ৩৩ সংখ্যা। *ত্রেত্রিশ ডিগ্রিতে সব কিছু উন্মোচিত হবে।* তার মাথায় পিথাগোরাস, জ্যামিতি আর বিভিন্ন কোণ ঘুরপাক খাচ্ছে; ভাবলো ডিগ্রিগুলোর গাণিতিক কোনো অর্থ রয়েছে কিনা।

ধীরে ধীরে আঙটিটার দিকে হাত বাড়ালো সে, তার হৃদস্পন্দন দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। আঙটিটা এখন কিউব-আকৃতির পাথরের বাক্সের তলায় আঁটকে আছে। আস্তে ক'রে আঙটিটা ডান দিকে ঘুরিয়ে দিলো। *তেত্রিশ ডিগ্রিতে সব উন্মোচিত হবে।*

আঙটিটা দশ ডিগ্রি ঘুরিয়ে দিলো সে...বিশ ডিগ্রি...ত্রিশ ডিগ্রি—

এরপর যা ঘটলো সেটা ল্যাংডন কখনই প্রত্যাশা করে নি।

অধ্যায় ৮৫

রূপান্তর।

ডিন গ্যালোয়ে শুনেছেন এটা ঘটবে, তাই এটা আর তার দেখার দরকার নেই।

তার সামনে বসে থাকা ল্যাংডন আর ক্যাথারিন চুপ মেরে গেছে। সন্দেহ নেই পাথরের কিউব-আকৃতির বাক্সটার দিকে বিস্ময়ে অপলক চোখে চেয়ে আছে, বাক্সটা বেশ শব্দ করেই তাদের চোখের সামনে এইমাত্র বদরে গেছে।

না হসে পারলেন না গ্যালোয়ে। এটা যে ঘটবে তা তিনি অনুমাণ করতে পেরেছিলেন, তবে এ দিয়ে পিরামিডের ধাঁধাটির রহস্য বের করা যাবে কিভাবে সে সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই নেই। হারভার্ডের একজন সিম্বলজিস্টকে সিম্বল বিষয়ে শিক্ষা দিতে পেরে বেশ উপভোগ করছেন। এ রকম মুহূর্ত তো আর সচরাচর পাওয়া যায় না।

"প্রফেসর," বললেন ডিন, "খুব কম লোকেই বুঝতে পারে ম্যাসনরা কিউব-আকৃতিটাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে–আমরা এটাকে অবশ্য অ্যাশলার নামে ডাকি–তার কারণ এটা ত্রি-মাত্রিক, যা কিনা অন্য আরেকটা সিম্বলের প্রতিনিধিত্ব করে থাকে...একটু বেশি প্রাচীন...দুই মাত্রার একটি সিম্বল।" প্রফেসরের সামনে যে সিম্বলটা আছে সেটা সে চিনতে পারছে কিনা তা আর জিজ্ঞেস করার দরকার নেই গ্যালোয়ের। এটা এ বিশ্বের সবচাইতে বিখ্যাত সিম্বল।

চোখের সামনে ডেস্কের উপর বদলে যাওয়া বাক্সটার দিকে তাকিয়ে আছে রবার্ট ল্যাংডন, তার চিন্তাভাবনা বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। *আমার ধারণাই ছিলো না...*

কিছুক্ষণ আগে আঙটিটা তেত্রিশ ডিগ্ৰি ঘোরাতেই কিউব-আকৃতির বাক্সটা তার চোখের সামনে বদলে গেছে। বাক্সের সাইডে থাকা বর্গাকার প্যানেলগুলো একটার উপর আরেকটা পড়ে গেছে, যেনো লুকানো কোনো আঙটা খুলে দেয়া হয়েছে ভেতর থেকে। মুহূর্তেই বাক্সটা ঢলে পড়েছে, সাইড প্যানেল আর ঢাকনাটা বাইরের দিকে খুলে পড়েছে সশব্দে।

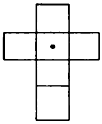

কিউবটা পরিণত হয়েছে একটা ক্রশে, মনে মনে বললো ল্যাংডন। *প্রতীকার্থে অ্যালকেমি।*

খুলে পড়ে থাকা কিউবটার দিকে বিস্ময়ে চেয়ে আছে ক্যাথারিন। "ম্যাসনিক পিরামিডের সাথে...খৃস্টধর্মের সম্পর্ক আছে?"

এ কথা কিছুক্ষণের জন্যে ল্যাংডনের মনেও উঁকি দিয়েছিলো। হাজার হোক খৃস্টিয় ক্রশ ম্যাসনদের অভ্যন্তরে খুবই শ্রদ্ধেয় একটি সিম্বল। আর এটাও তো সত্য, প্রচুর সংখ্যক খৃস্টান ম্যাসন রয়েছে। অবশ্য ইহুদি, মুসলিম, বৌদ্ধ, হিন্দু আর যাদের ঈশ্বরের কোনো নাম নেই সেরকম ম্যাসনও আছে। খৃসটানদের সবচাইতে শ্রদ্ধেয় সিম্বলের উপস্থিতিটা মনে হয় খুবই সীমিত গণ্ডীর ভেতরই থাকে। কিন্তু তারপরই তার মনে পড়ে গেলো এই সিম্বলটার সত্যিকার মানে কি।

"এটা ক্রশ নয়," বললো ল্যাংডন। এবার উঠে দাঁড়ালো সে। "ক্রশের মাঝখানে সারকামপাঙ্কচ থাকার অর্থ হলো এটি একটি বাইনারি সিম্বল–দুটো সিম্বল মিলে একটি সিম্বল গঠিত হয়েছে।"

"কি বলছো তুমি?" পায়চারি করতে থাকা ল্যাংডনের দিকে তাকালো ক্যাথারিন।

"চতুর্থ শতকের আগপর্যন্ত ক্রশ কোনো খৃস্টিয় সিম্বল ছিলো না। তারও বহু আগে মিশরিয়রা এটাকে দুটো ডায়মেনশনের অর্থাৎ দুই মাত্রা একীভূত হবার প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করতো–মানুষ এবং পরকাল। যতো উপরে ততো নীচে। মানুষ এবং ঈশ্বর যেখানে এক হয়ে ওঠে সেটারই দৃশ্যগত একটি উপস্থাপন।"

"ঠিক আছে।"

"আমরা এরইমধ্যে জেনেছি," ল্যাংডন বললো, "সারকামপাঙ্কচের অনেক অর্থ আছে–তার মধ্যে অন্যতম একটি হলো গোলাপ, নিখুঁত জিনিসের একটি অ্যালকেমিক্যাল প্রতীক। কিন্তু তুমি যদি একটা ক্রশের মাঝখানে গোলাপ রাখো তবে সেটা পুরোপুরি বদলে যাবে–দ্য রোজ ক্রশ, কিংবা গোলাপের ক্রশ।"

গ্যালোয়ে চেয়ারে হেলান দিলেন। তার মুখে হাসি। "দারুণ। ভালোই বলছেন। চালিয়ে যান।"

ক্যাথারিনও উঠে দাঁড়ালো। "আমি কোন্ কথাটা মিস্ করেছি?"

"রোজ ক্রশ ফৃম্যাসনারিদের মধ্যে খুবই কমন একটি সিম্বল," ব্যাখ্যা করতে লাগলো ল্যাংডন। "সত্যি বলতে কি স্কটিশ রাইট-এ একটা ডিগৃর নাম হলো 'নাইট অব দি রোজ ক্রশ।' প্রথম দিককার রসিক্রুশিয়ানিদের মধ্যে যারা ম্যাসনিক মিস্টিক্যাল দর্শনে অবদান রেখেছিলো তাদেরকে সম্মান জানানো হোতো এই ডিগৃ দিয়ে। পিটার হয়তো তোমাকে রসিক্রুশিয়ানিদের সম্পর্কে কিছু বলে থাকবে। এক ডজনেরও বেশি বৈজ্ঞানিক এর সদস্য ছিলেন–জন ডি, এলিয়াস অ্যাশমোলি, রবার্ট ফ্লাড–"

"অবশ্যই বলেছে," ক্যাথারিন বললো। "আমি আমার রিসার্চের কাজে রসিক্রুশিয়ানিদের সবগুলো ম্যানিফেস্টোই পড়েছি।"

সব বিজ্ঞানীরই তা পড়ে দেখা উচিত, ভাবলো ল্যাংডন। অর্ডার অব দি রোজ ক্রশ–অথবা সাবেক মিস্টিক্যাল অর্ডার রোজায়ে ক্রুশিজ–তাদের রহস্যময় ইতিহাস বৈজ্ঞানিক জ্ঞানচর্চার প্রভাবে সমৃদ্ধ, সেটা প্রাচীন রহস্যের লিজেন্ডের সাথে একেবারে সমান্তরালভাবেই চলে আসছে...শুরুর দিককার পণ্ডিতেরা গোপন জ্ঞানের অধিকারী ছিলো আর সেটা শত শত বছর ধরে হস্তান্তরিত হয়েছে। কেবলমাত্র অসম্ভব মেধাবী লোকজনই এটা স্টাডি করতো। বিখ্যাত রসিক্রুশিয়ানদের তালিকাটার দিকে তাকালেই বোঝা যাবে তারাই রেনেসাঁর অগ্রপথিক ছিলেন প্যারাসেলাস, বেকন, ফ্লাড, দেকার্ত, পাসকাল, স্পিনোজা, নিউটন, লাইবনিৎজ।

রসিক্রুশিয়ানি মতবাদ অনুযায়ী এই সংগঠনটি সৃষ্টি করা হয়েছে 'প্রাচীন অতীতের গুপ্তসত্যে উপর ভিত্তি করে। এইসব সত্য 'গড়পরতা মানুষের কাছ থেকে আড়াল করে রাখতে হবে।' ভ্রাতৃসংঘের সিম্বলটি বহু বছর ধরে বিবর্তিত হয়ে ক্রশের উপর গোলাপ ফুল হিসেবে পরিণত হয়ে ওঠে, তবে এর শুরু হয়েছিলো একেবারে সাদামাটা একটা ক্রশের উপর বৃত্ত আর তার মধ্যে একটা বিন্দু দিয়ে।

"আমি এবং পিটার প্রায়ই রসিক্রুশিয়ানি দর্শন নিয়ে আলাপ আরোচনা করতাম," ক্যাথারিনকে বললেন গ্যালেয়ে।

ডিন ভদ্রলোক যখন রসিক্রুশিয়ানি আর ম্যাসনদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্কের কথা বলতে শুরু করলেন তখন ল্যাংডন আবারও সেই ভাবনায় ডুবে গেলো, আজ সারা রাত যেটা নিয়ে সে ভেবেছে। *Jeova Sanctus Unus*। এই বাক্যটি অ্যালকেমিদের সাথে সংশ্লিষ্ট বলে মনে হচ্ছে তার কাছে। পিটার তাকে ঠিক কি বলেছিলো সেটা মনে করতে পারলো না অবশ্য, তবে রসিক্রুশিয়ানিদের কথা শুনে তার মধ্যে সেই ভাবনাটা আবারো জেগে উঠলো। *ভাবো, রবার্ট!*

"ধারণা করা হয় রসিক্রুশিয়ানের প্রতিষ্ঠাতা," গ্যালোয়ে বললেন, "একজন জার্মান মিস্টিক, নামটি তিনি ক্রিশ্চিয়ান রসেনক্রুজ থেকে নিয়েছেন। অবশ্যই এটা একটা ছদ্মনাম। আবার কিছু কিছু ইতিহাসবিদ মনে করেন এর প্রতিষ্ঠাতা ফ্রান্সিস বেকন, যদিও এ সম্পর্কে জোরালো কোনো প্রমাণ নেই–"

"ছদ্মনাম!" কথার মাঝখানে আচমকা বলে উঠলো ল্যাংডন। চমকে উঠেছে সে। "সেটাই তো! *Jeova Sanctus Unus!* এটা একটা ছদ্মনাম!"

"তুমি কি বলছো?" ক্যাথারিন জানতে চাইলো তার কাছে।

ল্যাংডনের নাড়িস্পন্দন হঠাৎ করেই বেড়ে গেছে। "সারা রাত ধরে মনে করার চেষ্টা করেছি পিটার আমাকে Jeova Sanctus Unus সম্পর্কে কি বলেছিলো, আর এটার সাথে অ্যালকেমিদেরই বা কি সম্পর্ক। এখন সেটা মনে পড়েছে! এটা অ্যালকেমিদের ব্যাপার নয়, এটা আসলে একজন অ্যালকেমিস্টের কথা বলছে। খুবই বিখ্যাত অ্যালকেমিস্ট!"

গ্যালোয়ে হাসলেন। "এটা সময় সংক্রান্ত, প্রফেসর। আমি তার নাম দু'বার উল্লেখ করেছি, সেই সাথে ছদ্ম নামটিও।"

বৃদ্ধের দিকে চেয়ে রইলো ল্যাংডন। "আপনি জানেন?"

"আপনি যখন আমাকে বললেন এনগ্রেভিংটা বলছে Jeova Sanctus Unus এবং এটা দুরারের ম্যাজিক স্কয়ার ব্যবহার করে বের করেছেন তখনই আমার সন্দেহ হয়েছিলো, তবে আপনি রোজ ক্রশ-এর কথা বললে আমি নিশ্চিত হয়ে যাই। আপনি হয়তো জানেন, রসিক্রুশিয়ান মেনিফেস্টোতে একজন বিজ্ঞানীর ব্যক্তিগত পেপারস অন্তর্ভূক্ত আছে।"

"কে?" জানতে চাইলো ক্যাথারিন।

"এ বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ট বিজ্ঞানীদের একজন তিনি!" জবাব দিলো ল্যাংডন। "তিনি নিজেও একজন অ্যালকেমিস্ট ছিলেন। সেই সাথে লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটির একজন সদস্য এবং একজন রসিক্রুশিয়ানি। বিজ্ঞানের উপর নিজের গোপন পেপারগুলোর বেশিরভাগই তিনি একটা ছদ্মনামে স্বাক্ষর করেছেন–'Jeova Sanctus Unus!'

"সত্যিকারের একজন ঈশ্বর?" ক্যাথারিন বললো। "বিনয়ী লোক।"

"প্রতিভাবান লোক," গ্যালোয়ে শুধরে দিলেন। "এভাবে তিনি নিজের নাম স্বাক্ষর করেছেন তার কারণ প্রাচীন পণ্ডিতেরা নিজেদেরকে স্বর্গীয় হিসেবে তুলে ধরতেন। আবার *Jeova Sanctus Unus* বাক্যটির ষোলোটি অক্ষর দিয়ে ভিন্নভাবে সাজিয়ে নিলে লাটিন ভাষায় তার নামকে বোঝায়, ফলে ছদ্মনাম হিসেবে এটা তার জন্যে যর্থাথই ছিলো।"

ক্যাথারিনকে এবার আরো বেশি বিভ্রান্ত বলে মনে হলো। "Jeova Sanctus Unus লাটিন ভাষায় একজন বিখ্যাত অ্যালকেমিস্টের নামের একটি অ্যানাগ্রাম?"

একটা পেন্সিল আর কাগজ নিয়ে ল্যাংডন লিখতে লিখতে বলতে লাগলো। "লাটিনে J অক্ষরের জন্যে I এবং V অক্ষরের জন্যে U ব্যবহার করা হয়, তার মানে Jeova Sanctus Unus বাক্যটি দিয়ে যা দাঁড়ায় সেটা সাজিয়ে নিলে এই লোকটির নাম পাওয়া যায়।"

ল্যাংডন সেই ষোলোটি অক্ষর লিখে নিলো : *Isaacus Neutonuus।*

কাগজটা ক্যাথারিনের হাতে দিয়ে বললো সে, "আমার মনে হয় এই নামটা তুমি শুনেছো।"

"আইজ্যাক নিউটন?" কাগজের দিকে তাকিয়েই বললো ক্যাথারিন। "পিরামিডে যে এনগ্রেভিংটা আছে সেটা আমাদের কাছে এই কথাটা বলার চেষ্টা করেছে!"

কিছুক্ষণের জন্যে ল্যাংডন ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবে'তে অবস্থিত নিউটনের পিরামিড সদৃশ্য সমাধিতে হারিয়ে গেলো। ওখানেও একই ধরণের অভিজ্ঞতা হয়েছিলো তার। আজরাতে সেই মহান বিজ্ঞানী আবারো আর্বিভূত হয়েছেন। ব্যাপারটা মোটেও কাকতালীয় নয়...পিরামিড, রহস্য, বিজ্ঞান, গুপ্তজ্ঞান...সবই এক সূত্রে গাঁথা। যারা সিক্রেট জ্ঞান অন্বেষণ করে তাদের কাছে নিউটন সব সময়ই একজন পথনিদের্শক হিসেবে কাজ করে।"

"আইজ্যাক নিউটন," বললেন গ্যালোয়ে, "এই পিরামিডটার অর্থোদ্ধার করার কাজে

কোনো না কোনোভাবে সম্পর্কিত বলেই মনে হচ্ছে। সেটা কি আমি কল্পনা করতেও পারছি না, তবে–"

"জিনিয়াস!" আনন্দে লাফিয়ে উঠলো ক্যাথারিন। "এভাবেই আমরা পিরামিডটা রূপান্তর করতে পারবো!"

"তুমি বুঝতে পেরেছো?" বললো ল্যাংডন।

"হ্যা!" একটু থেমে আবার বললো ক্যাথারিন। "আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না, এটা আমাদের চোখে পড়ে নি! এটা তো আমাদের দিকে চেয়ে আছে। একেবারেই সহজ সরল একটি অ্যালকেমিক্যাল প্রক্রিয়া। বেসিক সায়েন্স ব্যবহার করে আমি এই পিরামিডটাকে রূপান্তরিত করতে পারবো! নিউটোনিয়ান সায়েন্স!"

ল্যাংডন বুঝতে পারছে না।

"ডিন গ্যালোয়ে," বললো ক্যাথরিন। "আঙটিটা পড়লে আপনি দেখবেন–"

"থামুন!" আচমকা বৃদ্ধ আঙুল তুলে তাদেরকে চুপ থাকতে বললেন। আস্তে করে তিনি মাথাটা ডান দিকে ফিরে এমন ভঙ্গী করলেন যেনো কিছু শুনতে পাচ্ছেন। কিছুক্ষণ পর তড়িঘড়ি করে উঠে পড়লেন তিনি। "বন্ধুরা, এই পিরামিডে অবশ্যই কিছু সিক্রেট রয়েছে। সেটা প্রকাশ হবে। আমি জানি না মিস্ সলোমন কি পেয়েছেন, তবে পরবর্তী ধাপ কি হবে সেটা যদি তিনি জেনে থাকেন তাহলে আমাকে আমার ভূমিকা পালন করতে হবে। আপনাদের জিনিসপত্র গোছগাছ করে নিন, আমার কাছে আর কিছু বলবেন না। এ মুহূর্তে আমাকে অন্ধকারেই রাখুন। আমি কোনো রকম তথ্য জানতে চাই না। এখানে যেসব ভিজিটর আসবে তারা যেনো জোর ক'রে আমার কাছ থেকে কিছু জানতে না পারে তার জন্যেই এই ব্যবস্থা।"

"ভিজিটর?" কান পেতে শোনার চেষ্টা ক'রে বললো ক্যাথারিন।

"হ্যা," দরজার দিকে যেতে যেতে বললেন গ্যালোয়ে। "জলদি করুন।"

শহরের অন্য প্রান্তে এক সেল টাওয়ার এমন একটি ফোনের সাথে সংযোগ হবার চেষ্টা ক'রে যাচ্ছে যেটা কিনা ম্যাসাচুসেটস অ্যাভিনুর রাস্তায় টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে আছে। কোনো সিগনাল না পেয়ে কলটা রিডাইরেক্ট হয়ে চলে গেলো ভয়েস মেইলে।

"রবার্ট!" ওয়ারেন বেলামি আতঙ্কিত কণ্ঠে চিৎকার ক'রে বললো। "আপনি কোথায়?! আমাকে কল করুন! মারাত্মক একটা ঘটনা ঘটছে!"

অধ্যায় ৮৬

বেইজমেন্টের নীলচে আলোতে মালাখ তার পাথরের টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছে। কাজ করার সময় তার খালি পেটটা মোচড় দিয়ে উঠলেও সেটাকে আমলে নিলো না। নিজের শরীরের জৈবিক ব্যাপারগুলোকে গুরুত্ব দেবার দিন অনেক আগেই সে পেছনে ফেলে এসেছে।

রূপান্তরের জন্যে দরকার স্যাক্রিফাইস।

ইতিহাসের অনেক আধ্যাত্মিক পুরুষের মতোই মালাখ সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস স্যাক্রিফাইস করেই নিজের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছানোর জন্যে দৃঢ়প্রতীজ্ঞ হয়েছে। যতোটা ধারণা করেছিলো লিঙ্গচ্ছেদের যন্ত্রণা তারচেয়ে অনেক কম অনুভূত হয়েছিলো তার কাছে। সে জানতে পেরেছে প্রতি বছর হাজার হাজার পুরুষ এরকম সার্জারির মধ্য দিয়ে নিজেদের লিঙ্গচ্ছেদ ঘটিয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়াকে বলে অর্কিকটমি। তাদের অভীষ্ট লক্ষ্য অবশ্য লিঙ্গপরিবর্তন। কিন্তু মালাখের উদ্দেশ্য তারচেয়ে আরো ব্যাপক আর উচ্চতর কিছু। মিথলজির স্বহস্তে লিঙ্গচ্ছেদ করা আত্তিসের মতো মালাখও জানে অমরত্ব লাভ করতে হলে এই বস্তুগত জগতের নারী-পুরুষের যে সীমারেখা আছে সেটা অক্রিম করতে হয়।

লিঙ্গ নিরপেক্ষ একজন। নারী-পুরুষের মাঝামাঝি একজন।

বর্তমান সময়ে ক্লীবরা অপাংক্তেয়, তবে প্রাচীনকালে এই রূপান্তরিত হবার স্যাক্রিফাইসকে ভালোমতোই বোঝা হোতো। এমন কি শুরুর দিকে খৃস্টানরা শুনেছে জিশু নিজেও ম্যাথু ১৯:১২'তে এটার প্রশংসা করেছেন *'অনেকে আছে যারা স্বর্গের রাজত্বের জন্যে নিজেদেরকে ক্লীব করেছে। যে এটাকে গ্রহণ করতে সক্ষম তাকে এটা গ্রহণ করতে দাও।'*

পিটার সলোমন নিজের অঙ্গ স্যাক্রিফাইস করেছে, অবশ্য এরকম একটি বড় কাজে তার একটা হাত খুবই নগন্য জিনিস। অবশ্য রাত শেষ হবার আগেই সলোমনকে আরো বড়, আরো ব্যাপক আকারে স্যাক্রিফাইস করতে হবে।

সৃষ্টির করতে হলে আমাকে ধ্বংস করতে হবে।

এটাই প্রকৃতির নিয়ম।

আজরাতে পিটার সলোমনের জন্য যে দুর্ভাগ্য অপেক্ষা করছে সেটা অবশ্যই তার প্রাপ্য। এটা সমাপ্তির সাথে বেশ ভালোভাবেই খাপ খাবে। অনেক দিন আগে এই লোক মালাখের মরণশীল জীবনে গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা পালন করেছিলো, সে কারণেই মালাখের বিশাল রূপান্তরের সময় তাকেও গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা পালন করতে হবে।

এই লোক ইতিমধ্যেই সহ্যের অতীত যন্ত্রণা আর ভীতিকর অভিজ্ঞতা ভোগ করেছে। পিটার সলোমনকে সারা দুনিয়া যেমনটি চেনে আসলে সে তেমনটি নয়।

সে তার নিজের ছেলেকে স্যাক্রিফাইস করেছে।

একটা সময় পিটার সলোমন তার ছেলের সামনে অসম্ভব একটি পরিস্থিতি তৈরি করেছিলো—সম্পদ আর জ্ঞানের মধ্য থেকে যেকোনো একটিকে বেছে নিতে বলেছিলো নিজের ছেলে জাখারিকে। তার ছেলে জাখারি ভুল জিনিস বেছে নিয়েছিলো। সেই ভুলের পরিণতিতে শেষপর্যন্ত অল্পবয়সী ছেলেটা নরকে ঠাঁই পায়। *সোগালনিক কারাগার।* জাখারি সলোমন তুরস্কের জেলখানায় মৃত্যুবরণ করে। সারা দুনিয়া এই গল্পটা জানে...কিন্তু তারা যেটা জানে না তা হলো ইচ্ছে করলে পিটার সলোমন তাকে রক্ষা করতে পারতো।

আমি সেখানে ছিলাম, ভাবলো মালাখ। *আমি সবই শুনেছি।*

সেই রাতের কথা মালাখ কখনও ভুলবে না। সলোমনের নির্মম সিদ্ধান্ত তার ছেলে জাখের জীবনাবসান ঘটায়, কিন্তু সেই ঘটনাই জন্ম দেয় মালাখের।

একজনের বেঁচে থাকার জন্য আরেকজনকে মরতে হয়।

মালাখের মাথার উপরে বাতিটার রঙ বদলাতেই সে বুঝতে পারলো সময় ফুরিয়ে গেছে। নিজের প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ভূ-গর্ভস্থ ঘরের দিকে চলে গেলো সে। জাগতিক দুনিয়ার কাজে নেমে পড়ার সময় হয়েছে।

অধ্যায় ৮৭

তেত্রিশ ডিগ্রিতে সব উন্মোচিত হবে, দৌড়ানোর সময় ক্যাথারিন ভাবলো। *পিরামিডটি কিভাবে রূপান্তরিত করতে হবে সেটা আমি জানি!* উত্তরটা সারা রাত তাদের চোখের সামনেই ছিলো।

ক্যাথারিন এবং ল্যাংডন এখন একা, ক্যাথেড্রালের অ্যানেক্সের ভেতর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে তারা, 'দ্য গার্থ' নামের সাইনগুলো অনুসরণ করে। ডিন যেমনটি বলেছিলেন ঠিক তাই হলো, ক্যাথেড্রাল থেকে বের হয়েই বিশাল এক দেয়ালঘেরা প্রাঙ্গণে এসে পড়লো তারা।

ক্যাথেড্রালের গার্থ একটি ক্লয়েস্টার, পঞ্চকোণের বাগান যার মাঝখানে ব্রোঞ্জের একটি ঝরনা রয়েছে। ক্যাথারিন বিস্মিত হলো ঝরণার পানি পড়ার শব্দটা শুনে। সেই শব্দে পুরো বাগান প্রকম্পিত হচ্ছে। কিন্তু একটু পরই সে বুঝতে পারলো শব্দটা ঝরণার নয়।

"হেলিকপ্টার!" তাদের মাথার উপর রাতের আকাশ থেকে তীব্র আলো ফেললে চিৎকার করে বললো ক্যাথারিন। "ছাউনীর নীচে চলে যাও!"

ল্যাংডন আর ক্যাথারিন অন্যপ্রান্তে ছুটে যেতেই সার্চলাইটের চোখ ধাঁধানো আলো পুরো গার্থকে আলোকিত করে ফেলেছে। একটা গোথিক খিলানের নীচ দিয়ে টানেলের ভেতর চলে গেলো তারা। এই টানেলটা চলে গেছে বাইরের লনের দিকে। টানেলে ঢুকেই একটু থেমে অপেক্ষা করলে মাথার উপর হেলিকপ্টারটি তাদেরকে অতিক্রম ক'রে চলে গেলো। পুরো ক্যাথেড্রালের উপর চক্কর দিতে লাগলো সেটা।

"গ্যালোয়ে যে ভিজিটরদের আসার কথা বলেছিলেন সেটা তাহলে ঠিকই আছে," বললো ক্যাথারিন। ডিনের ক্যারিশমায় মুগ্ধ সে। *চোখ না থাকলে কান অসাধারণ হয়ে ওঠে।* তার নিজের কান দুটো এখন দ্রুত নাড়িস্পন্দনের কারণে দপদপ করছে।

"এ দিক দিয়ে এসো," বললো ল্যাংডন। ডে-ব্যাগটা শক্ত করে ধরে প্যাসেজ দিয়ে ছুটে গেলো সে।

ডিন গ্যালোয়ে তাদেরকে একটা চাবি দিয়ে কিভাবে, কোন্ দিকে যেতে হবে পরিস্কার বলে দিয়েছেন। দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো টানেলের শেষ মাথায় যখন এলো দেখতে পেলো তাদের গন্তব্যের মাঝখানে বিশাল একটা লন বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই লনের উপরেই হেলিকপ্টার থেকে সার্চলাইট ফেলে তাদেরকে খোঁজা হচ্ছে।

"আমরা লনটা পার হতে পারবো না," বললো ক্যাথারিন।

"দাঁড়াও...দ্যাখো।" তাদের বাম দিকে লনের উপরে কালচে ছায়া দেখা যাচ্ছে।

সেদিকে ইঙ্গিত করলো ল্যাংডন। ছায়াটি নির্দিষ্ট আকৃতিহীন একটি ব্লব এ পরিণত হতে শুরু করলো, তবে সেটা খুব দ্রুত বাড়ছে। তাদের দিকেই সরে আসছে সেটা। তাদের দিকে দ্রুত আসতে আসতে অবশেষে বিশাল একটি কালো আয়তক্ষেত্র হয়ে উঠলো যার উপরে অসম্ভব লম্বা মিনার।

"কাথেড্রালের সম্মুখভাগ সার্চলাইটটাকে বাধা দিচ্ছে," বললো ল্যাংডন।

"তারা সামনেই নেমে আসছে!"

ক্যাথারিনের হাতটা ধরলো ল্যাংডন। "দৌড়াও! এক্ষুণি!"

ক্যাথেড্রালের ভেতরে ডিন গ্যালোয়ের কাছে নিজের পদক্ষেপগুলো খুবই হালকা ব'লে মনে হচ্ছে। অনেক বছর ধরে এরকমটি অনুভব করেন নি। গ্রেট ক্রসিং দিয়ে সামনের দরজার কাছে এগিয়ে যাচ্ছেন তিনি।

ক্যাথেড্রালের সামনের চত্বরের উপরে হেলিকপ্টারের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন এখন। কল্পনা করতে পারলেন রোজ উইন্ডোগুলো দিয়ে ওটার আলো এসে তার সামনে পড়ছে। পুরো আশ্রমের ভেতর বর্ণিল রঙ ছড়িয়ে দিচ্ছে সেটা। যখন রঙ দেখতে পারতেন সেইসব দিনের কথা মনে পড়ে গেলো তার। পরিহাসের বিষয় হলো, যে বর্ণহীন জগতে এখন তিনি বাস করেন সেখানে অনেক কিছুই আলোকিত হয়ে উদ্ভাসিত হয় তার কাছে। *আগের চেয়ে আরো পরিস্কার দেখতে পাই আমি।*

খুব তরুণ বয়সেই ঈশ্বরের ডাক শুনতে পেয়েছিলেন গ্যালোয়ে, আর সারাটা জীবন কাটিয়েছেন চার্চকে ভালোবেসে। ঈশ্বরের তরে পুরো জীবন সপে দেয়া তার অনেক সহযাত্রীর মতোই গ্যালোয়ে এখন ক্লান্ত আর নিঃশেষ। সমগ্র জীবন তিনি কাটিয়েছেন অজ্ঞতার উর্ধ্বে থেকে।

আমি কি প্রত্যাশা করবো?

ক্রুসেড, ইনকুইজিশন থেকে আমেরিকান রাজনীতি–জিশু খৃস্ট নামটি সব ধরণের ক্ষমতার লড়াইয়ে একজন মিত্র হিসেবে হাইজ্যাক করা হয়েছে। আদিকাল থেকেই সব সময় অজ্ঞরাই জোরে চিৎকার ক'রে আসছে, সহজ সরল জনগণকে তারা বাধ্য করে নিজেদের কথা মতো চলতে। নিজেদের জাগতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যে তারা এমন সব পবিত্র ধর্মগ্রন্থের বাণী কপচায় যা তারা নিজেরাই ঠিক মতো বোঝে না। এখন এতোগুলো বছর পর মানবসভ্যতা জিশু সম্পর্কে এক সময় প্রচলিত সুন্দর সুন্দর ব্যাপারগুলো থেকে দূরে সরে গেছে।

আজরাতে রোজ ক্রশের সিম্বলটা দেখে নতুন আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন তিনি। রসিক্রুশিয়ান ম্যানিফেস্টোতে লিখিত ভবিষ্যৎবাণীর কথা স্মরন করিয়ে দিয়েছে তাকে। এই ম্যানিফেস্টোটা অসংখ্যবার পড়েছেন তিনি। এখনও সেটা মুখস্ত বলতে পারবেন।

অধ্যায় এক *জিহোভা মানুষকে আমূল বদলে দেবেন তার সিক্রেটগুলো উন্মোচন*

করে, যা কিনা শুধুমাত্র নির্বাচিতজনের জন্যে রাখা ছিলো।

অধ্যায় চার *সমগ্র বিশ্ব একটা বইয়ের মতো হয়ে যাবে আর বিজ্ঞান এবং ধর্মের সমস্ত বৈপরীত্য নতুন করে মূল্যায়ন করা হবে।*

অধ্যায় সাত *পৃথিবীর শেষ দিনের আগেই ঈশ্বর আধ্যাত্মিক আলোর প্লাবন সৃষ্টি করবেন যা কিনা মানুষের দুর্দশাকে লাঘব করবে।*

গ্যালোয়ে জানেন অনেক দিন আগেই চার্চ তার পথের দিশা হারিয়ে ফেলেছে, তাই তিনি নিজের সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছেন সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার কাজে। এখন বুঝতে পারছেন সেই মুহূর্তটা খুব দ্রুত এগিয়ে আসছে।

ভোরের আগে সব সময়ই অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে।

সিআইএ'র ফিল্ড এজেন্ট টার্নার সিমকিন্স সিকোরস্কি হেলিকপ্টারটি বরফাচ্ছিদত ঘাসের উপর নামার সময় সেটার পা-দানীতে এক পা রেখে উদগ্রীব হয়ে মাটিতে নামার জন্যে অপেক্ষা করছে। কপ্টারটি মাটি ছুতেই সে লাফিয়ে নেমেই কপ্টারের পাইলটকে ইশারা করে আকাশে উড়ে গিয়ে ক্যাথেড্রালের বাইরে যাবার পথের দিকে কড়া রজর রাখার নির্দেশ দিয়ে দিলো সে।

এই ভবন থেকে কেউ যেনো বাইরে যেতে না পারে।

হেলিকপ্টারটি আকাশে উড়ে যেতেই সিমকিন্স তার টিমকে নিয়ে ক্যাথেড্রালের প্রধানপ্রবেশ পথের সিঁড়ির দিকে ছুটে গেলো কোনো রকম সময়ক্ষেপন না করেই। সেখানকার ছয়টি দরজার মধ্যে কোন্ দরজায় কড়া নাড়বে সেই সিদ্ধান্ত নেবার আগেই একটা দরজা ভেতর থেকে খুলে গেলো।

"হ্যা?" ভেতরের অন্ধকার থেকে শান্ত একটি কণ্ঠ বললো।

যাজকের আলখেল্লা পরা কুঁজো অবয়বটি দেখতে পেলো সিমকিন্স। "আপনি কি এখানকার ডিন কলিন গ্যালোয়ে?"

"হ্যা," বৃদ্ধ জবাব দিলেন।

"আমি রবার্ট ল্যাংডনকে খুঁজছি। আপনি কি তাকে দেখেছেন?"

বৃদ্ধ এবার আরো সামনে এগিয়ে এলেন, ফাঁকা দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন সিমকিন্সের পেছনে। "তাহলে তো সেটা অলৌকিক একটা ব্যাপারই হয়ে যেতো।"

অধ্যায় ৮৮

সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে।

সিকিউরিটি অ্যানালিস্ট নোলা কাইয়ের মেজাজ বিগড়ে যেতে বসেছে। যে তিন নাম্বার মগ কফি এখন সে খাচ্ছে সেটা তার গলা দিয়ে যেনো বিদ্যুত প্রবাহের মতো বয়ে যাচ্ছে।

সাটোর কোনো খবর নেই।

অবশেষে তার ফোনটা বেজে উঠলে অনেকটা ছোঁ মেরে সেটা হাতে তুলে নিলো নোলা। "ওএস," বললো সে। "নোলা বলছি।"

"নোলা, আমি সিস্টেম সিকিউরিটি থেকে রিক প্যারিশ বলছি।"

হতাশ হলো নোলা। সাটোর দেখি কোনো খবরই নেই। "হাই রিক। তোমার জন্যে কি করতে পারি?"

"আমি তোমাকে একটা খবর দিতে চাই। আজরাতে তুমি যে বিষয়টা নিয়ে কাজ করছো সেই বিষয়টার সাথে সংশ্লিষ্ট একটি তথ্য আমাদের ডিপার্টমেন্টে আছে।"

কফির মগটা নামিয়ে রাখলো নোলা। *আরে, আমি কি নিয়ে কাজ করছি সে কথা তোমরা জানো কি করে?* "কী বললে, বুঝতে পারলাম না?"

"দুঃখিত, এটা সিআইএ'র নতুন প্রোগ্রাম। আমরা সেটা টেস্ট করছি। তোমার ওয়ার্কস্টেশনের নাম্বারটি দেখাচ্ছে," বললো প্যারিশ।

এবার নোলা বুঝতে পারলো প্যারিশ কিসের কথা বলছে। এজেন্সি বর্তমানে 'কোলাবোরেটিভ ইন্টেগ্রেশন' সফটওয়্যারের প্রবর্তন করেছে। সিআএ'র বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট একই ধরণের ডাটা নিয়ে কাজ করতে থাকলে সেটা সঙ্গে সঙ্গে সেটা চিহ্নিত হয়ে পড়বে, তখন একে অন্যের সাথে তথ্য আদানপ্রদান করে দ্রুত কাজ করা সম্ভব হবে। কিন্তু নোলার মতে এই সিআই সফটওয়্যার কাজের চেয়ে অ-কাজই বেশি করবে। তাই এর নাম দিয়েছে বিরামহীন বিঘ্নসৃষ্টিকারী সফটওয়্যার।

"ও আচ্ছা, ভুলে গেছিলাম," বললো নোলা। "তো তোমরা কি পেলে?" তার ধারণা ছিলো এই ভবনের কেউই বর্তমান সংকটের ব্যাপারে কিছু জানে না, সেটা নিয়ে কাজ করা তো দূরের কথা। আজরাতে নোলা তার কম্পিউটারে একমাত্র যে কাজটি করেছে তা সাটোর অনুরোধ ম্যাসনদের এসেটোরিক টপিকসের উপর একটু সার্চ করা।

"সম্ভবত এটা তেমন কিছুই না," বললো প্যারিশ, "কিন্তু আজরাতে আমরা একজন হ্যাকারকে থামিয়েছি। সিআই প্রোগ্রাম সাজেস্ট করেছে এই তথ্যটা যেনো তোমাকে জানানো হয়।"

একজন হ্যাকার? কফিতে চুমুক দিলো নোলা। "বলে যাও, আমি শুনছি।"

"এক ঘণ্টা আগে জুবিয়ানিস নামের এক লোককে পাকড়াও করেছি। সে আমাদের ইন্টারনাল ডাটাবেসের একটি ফাইলে প্রবেশ করার চেষ্টা করছিলো। লোকটি আমাদের জানিয়েছে তাকে নাকি এ কাজের জন্যে ভাড়া করা হয়েছে। কেন এরকম একটি ফাইলে প্রবেশ করতে বলা হয়েছে সেটা সে জানে না। এও জানে না ফাইলটা সিআইএ'র সার্ভারের।"

"ঠিক আছে।'

"তাকে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করা শেষ করেছি। মনে হয় সে সত্যি কথাই বলছে। কিন্তু আজব ব্যাপার হলো যে ফাইলটা সে টার্গেট করেছিলো সেটা আজরাতে বেশ কিছুক্ষণ আগে আমাদের ইন্টারনাল সার্চ ইঞ্জিনে সার্চ করা হয়েছে। মনে হচ্ছে আমাদের সিস্টেমে কেউ অযাচিত প্রবেশ করেছে। একটা নির্দিষ্ট কি-ওয়ার্ড সার্চ করে রিড্যাকশন জেনারেট করেছে। যে কি-ওয়ার্ডটি তারা ব্যবহার করেছে সেটা খুবই অদ্ভুত। আমাদের সিআই সফটওয়্যারে বর্তমানে হাই প্রায়োরিটি একটি শব্দের সাথে এটা ম্যাচ করেছে।" একটু থামলো সে। "তুমি কি...সিম্বলন শব্দটা চেনো?"

নোলা আৎকে উঠে সোজা হয়ে বসলে তার ডেস্কের উপর কিছুটা কফি পড়ে গেলো।

"বাকি কি-ওয়ার্ডগুলো খুবই কমন," প্যারিশ বলতে লাগলো। "পিরামিড, প্রবেশদ্বার–"

"এক্ষুণি চলে আসো," আদেশের সুরে বললো নোলা। "তোমাদের কাছে যা আছে সব নিয়ে আসো!"

"এইসব শব্দ কি তোমার কাছে অর্থপূর্ণ কিছু ব'লে মনে হচ্ছে?"

"এক্ষুণি!"

অধ্যায় ৮৯

ক্যাথেড্রাল কলেজের ভবনটি দেখতে অভিজাত এবং প্রসাদতুল্য, ন্যাশনাল ক্যাথেড্রালের ঠিক পাশেই এটি অবস্থিত। ওয়াশিংটনের প্রথম বিশপ এটাকে যাজকদের প্রশিক্ষণের জন্যে একটি কলেজ হিসেবেই এটা স্থাপন করেন। বর্তমানে এই কলেজটি ধর্মতত্ত্ব, বৈশ্বিক ন্যায়বিচার, আধ্যাত্মিক চিকিৎসাসহ বিভিন্ন ধরণের প্রোগ্রাম চালু করেছে।

ল্যাংডন আর ক্যাথারিন লনটা পেরিয়ে গ্যালোয়ের দেয়া চাবি ব্যবহার ক'রে টানেলের ভেতর ঢুকতেই হেলিকপ্টারটি আবার মাথার উপর উড়ে এলো। সার্চলাইটের আলো ফেলে পরো এলাকাটি দিনে পরিণত করলো তারা। ফয়ারের ভেতর দম ফুরিয়ে হাফাতে শুরু করলো তারা। চারপাশটা তাকিয়ে দেখে নিলো একবার। জানালাগুলো দিয়ে যথেষ্ট আলো ঢুকছে সুতরাং বাতি জ্বালিয়ে তাদের উপরে থাকা হেলিকপ্টারকে নিজেদের অবস্থান জানানোর কোনো মানেই হয় না। সেন্ট্রাল হলওয়ে দিয়ে যাবার সময় অনেকগুলো কনফারেন্স হল, ক্লাশরুম এবং বসার জায়গা অতিক্রম করলো তারা। ভেতরের ডিজাইন দেখে ল্যাংডনের মনে পড়ে গেলো ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের নিও-গোথিক ভবনটির কথা–বাইরে থেকে অবিশ্বাস্যরকম দেখতে, কিন্তু ভেতরটা একবারেই সাদামাটা।

"ওখানে," সামনের দেয়ালের দিকে ইঙ্গিত করে বললো ক্যাথারিন।

পিরামিডের ব্যাপারে তার নতুন আবিষ্কারের কথাটা এই মাত্র ল্যাংডনকে বলেছে। বোঝাই যাচ্ছে Isaacus Neutonuus-এর রেফারেন্সটা শুনেই তার মধ্যে এই চিন্তাটা এসেছে। লন পেরোনোর সময় ক্যাথারিন শুধু বলেছে সাধারণ বিজ্ঞান ব্যবহার করেই পিরামিডটা রূপান্তরিত করা যাবে। এজন্যে তার যা দরকার সেটা নাকি এই ভবনেই আছে, ক্যাথারিন এমনটাই বলেছে তাকে। কিন্তু কি দিয়ে আর কিভাবে একটা পাথরের পিরামিডকে সে বদলে ফেলবে সে ব্যাপারে ল্যাংডনের কোনো ধারণাই নেই। তবে কিছুক্ষণ আগে কিউব-আকৃতির বাক্সটা যেভাবে চোখের সামনে বদলে গিয়ে একটা রসিক্রুশিয়ানি ক্রশে পরিণত হলো সেটাকে বিবেচনায় নিয়ে ক্যাথারিনের কথায় আস্থা রাখলো সে।

হলের শেষ মাথায় গিয়ে ভুরু কুচকালো ক্যাথারিন। বোঝা যাচ্ছে সে যা পাবার আশা করেছিলো তা দেখতে পাচ্ছে না। "তুমি বলেছিলে এই ভবনে ডরমিটরি রয়েছে?"

"হ্যা, আবাসিক কনফারেন্সের জন্যে ডরমিটরি আছে।"

"তাহলে তো তাদের ওখানে কিছু রান্নাঘরও থাকবে, তাই না?"

"তোমার কি খিদে পেয়েছে?"

এবার তার দিকেই ভুরু কুচকে তাকালো। "না, আমার একটা ল্যাবের প্রয়োজন।"

অবশ্যই তোমার দরকার। নীচের দিকে নেমে যাওয়া একটা সিঁড়ি দেখতে পেলো ল্যাংডন, সেটাতে একটা সিম্বল রয়েছে। *আমেরিকার সবচাইতে জনপ্রিয় পিক্টোগ্রাম বা সাইন।*

বেইজমেন্টের রান্নঘরটি দেখে মনে হলো কোনো রেস্তোরাঁর রান্নাঘর বলে মনে হচ্ছে–অসংখ্য স্টিলের তৈজসপত্র আর বড় বড় বোল–অনেক লোকের খাওয়াদাওয়ার জন্যেই এতোসব আয়োজন। দরজা বন্ধ করে ক্যাথারিন বাতি জ্বালিয়ে দিতেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে এক্সোস্ট ফ্যানগুলো চালু হয়ে গেলো।

তার যা দরকার খুঁজতে শুরু করে দিলো সে। "রবার্ট," আদেশের সুরে বললো, "পিরামিডটা কাউন্টারের উপর রাখো।"

নিজেকে বিশ্ব বিখ্যাত কুক ড্যানিয়েল বুলাদের একজন শিক্ষানবীশ ছাত্র ব'লে মনে হলো তার। যেনো বুলাদ সাহেবের কাছ থেকে অর্ডার নিচ্ছে। ক্যাথারিনের কথা মতোই ল্যাংডন পিরামিডটা বের করে তার উপর ক্যাপস্টোনটি রাখলো। ক্যাথারিন একটা বড়সড় পাত্র আর ট্যাপ থেকে গরম পানি নিয়ে কী যেনো করছে।

"এই পাত্রটা তুলে স্টোভের উপর রাখবে কি?"

ল্যাংডন পাত্রটা চুলার উপর রাখতেই ক্যাথারিন সেটাতে আগুন ধরিয়ে দিলো।

"তুমি কি চিংড়িমাছ রান্না করবে নাকি?" আশাবাদী হয়ে উঠলো ল্যাংডন।

"ঠাট্টা করো না। আমরা এখন অ্যালকেমি করবো। আর তোমার জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, এটা পাস্তা রান্না করার পাত্র, চিংড়িমাছের নয়।"

"পাস্তা সেদ্ধ করে আমরা পিরামিডটার অর্থোদ্ধার করতে পারবো?"

তার কথাটা আমলেই নিলো না ক্যাথারিন। তার কথাবার্তা এখন খুবই সিরিয়াস। "আমি নিশ্চিত তুমি জানো ম্যাসনরা যে তাদের সর্বোচ্চ ডিগ্রি হিসেবে তেত্রিশ সখ্যাটি বেছে নিয়েছে সেটার একটা ঐতিহাসিক এবং সিম্বলিক কারণ আছে।"

"অবশ্যই আছে," বললো ল্যাংডন। খৃস্টের জন্মেরও ছয়শ' বছর আগে পিথাগোরাসের সময় ৩৩ সংখ্যাটিকে সব সংখ্যার মাস্টার বলে অভিহিত করা হোতো। এটা খুবই পবিত্র একটি সংখ্যা, স্বর্গীয় সত্যকে সিম্বলাইজ করে। সেই ঐতিহ্যটাই ম্যাসনসহ আরো কিছু সংঘটনের অভ্যন্তরে রয়ে গেছে। খৃস্টানরা যে দাবি করে জিশু খৃস্টকে তেত্রিশ বছর বয়সে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিলো সেটা একেবারে কাকতালীয় ব্যাপার নয়। যদিও এ সংক্রান্ত কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। জোসেফ যখন মেরিকে বিয়ে করে তখনও তার বয়স তেত্রিশ বলে দাবি করা হয়, এটাও কাকতালীয় নয়, কিংবা জেনেসিসে ঈশ্বরের নাম মোট তেত্রিশবার উল্লেখ করা এবং ইসলামে যেমনটি বলা হয়

বেহেস্তে সবার বয়স হবে তেত্রিশ। বাড়বেও না, কমবেও না।

"তেত্রিশ সংখ্যাটিকে অনেক মিস্টিক্যাল ঐতিহ্যেই পবিত্র একটি সংখ্যা বলে মনে করা হয়," বললো ক্যাথারিন।

"ঠিক।" ল্যাংডন এখনও বুঝতে পারছে না এটার সাথে পাস্তা রান্না করার পাত্রের কি সম্পর্ক আছে।

"প্রথম দিককার অ্যালকেমিস্ট, রসিক্রুশিয়ানি এবং আইজ্যাক নিউটনের মতো মিস্টিকদের কাছেও এই সংখ্যাটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে থাকবে, সেটা নিশ্চয় অবাক হবার মতো কিছু নয়।"

"আমি নিশ্চিত তাদের কাছেও এটা বিশেষ গুরুত্ব বহন করতো," ল্যাংডন বললো। "সংখ্যাতত্ত্ব, ভবিষ্যৎবাণী এবং জ্যোতিষবিদ্যার ব্যাপারে নিউটনে গভীর আগ্রহ ছিলো। কিন্তু–"

"তেত্রিশ ডিগ্রতে সব উন্মোচিত হবে।"

পকেট থেকে পিটারের আঙটিটা বের করে ওটাতে যে লেখাটা আছে সেটা পড়ে পানির পাত্রের দিকে তাকালো ল্যাংডন। "দুঃখিত, এখনও কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"আজরাতে প্রথম থেকেই আমরা ধরে নিয়েছি 'তেত্রিশ ডিগ্র' দিয়ে ম্যাসনদের সর্বোচ্চ ডিগ্রকেই বোঝাচ্ছে, তারপরও দেখা গেলো আঙটিটা তেত্রিশ ডিগ্র ঘোরানোর পরই কিউবটা বদলে একটা ক্রশ হয়ে গেলো। ঠিক তখন থেকেই বুঝতে পারলাম তেত্রিশ ডিগ্র শব্দটি আসলে অন্য অর্থে বলা হচ্ছে।"

"হ্যা। কোণের ডিগ্র।"

"ঠিক। কিন্তু ডিগ্রর তৃতীয় আরেকটি অর্থও রয়েছে।"

স্টেভের উপর পানির পাত্রের দিকে তাকালো ল্যাংডন। "তাপমাত্রা।"

"একদম ঠিক!" ক্যাথারিন বললো। "আমাদের চোখের সামনেই এটা ছিলো। 'তেত্রিশ ডিগ্রতে সব উন্মোচিত হবে।' আমরা যদি এই পিরামিডটি তেত্রিশ ডিগ্রতে সেদ্ধ করি....তবে হয়তো কিছু একটা বেরিয়ে আসবে।"

ল্যাংডন জানে ক্যাথারিন সলোমন অসম্ভব বুদ্ধিমান এক মেয়ে কিন্তু তারপরও মনে হচ্ছে একটা বিষয় সে ধরতে পারছে না। "আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে, তেত্রিশ ডিগ্র তো একেবারে ঠাণ্ডাই বলা যায়। ঐ তাপমাত্রায় পানি গরমও হয় না। তাহলে কি পিরামিডটা ফৃজে রাখলেই হোতো না?"

হেসে ফেললো ক্যাথারিন। "তা করতে হবে না, যদি আমরা *Jeova Sanctus Unus* নামে গবেষণা পেপারে স্বাক্ষর করা বিখ্যাত অ্যালকেমিস্ট এবং রসিক্রুশয়ান মিস্টিকের দেয়া রেসিপি অনুযায়ী কাজ করি।"

আইজ্যাক নিউটন রেসিপি লিখে গেছেন?

"তাপমাত্রা হলো অ্যালকেমিস্টদের প্রধান ক্যাটালিস্ট। আর সেটা সব সময় সব কালে ফারেনহাইট-সেলসিয়াসে পরিমাপ করা হোতো না। তারচেয়েও পুরনো তাপমাত্রার

স্কেল রয়েছে। সেগুলোর একটা উদ্ভাবন করেছেন আইজ্যাক–"

"নিউটন স্কেল!" ল্যাংডন বুঝতে পারলো ক্যাথারিন ঠিকই বলছে।

"হ্যা! আইজ্যাক নিউটন প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর ভিত্তি করে পূর্ণাঙ্গ একটি তাপমাত্রা পরিমাপক স্কেল উদ্ভাবন করেছিলেন। বরফ গলার তাপমাত্রাটি ছিলো নিউটনের বেইজপয়েন্ট। তিনি এটাকে 'জিরো ডিগৃ' হিসেবে উল্লেখ করেছেন।" একটু থেমে আবার বললো ক্যাথারিন। "আমার মনে হয় তুমি ধরতে পারছো কতো ডিগৃতে পানি ফুটতে শুরু করে–সব ধরণের অ্যালকেমি প্রক্রিয়ার রাজা?"

"তেত্রিশ।"

"হ্যা, তেত্রিশ! তেত্রিশ ডিগৃ। নিউটনের স্কেলে তেত্রিশ ডিগৃতেই পানি ফুটতে শুরু করে একবার আমার ভাইকে জিজ্ঞেস করেছিলাম নিউটন কেন এই সংখ্যাটি বেছে নিলেন। কেন একশ' কিংবা অন্য কোনো অভিজাত সংখ্যা বেছে নিলেন না তিনি? পিটার বললো নিউটনের মতো একজন মিস্টিকের কাছে তেত্রিশ সংখ্যারা চেয়ে অন্য কোনো সংখ্যা বেশি অভিজাত মনে না হবারই কথা।"

তেত্রিশ ডিগৃতে সব উন্মোচিত হবে। পানির পাত্রের দিকে তাকালো ল্যাংডন তারপর পিরামিডের দিকে। "এই পিরামিড আর ক্যাপস্টোনটি সলিড পাথর এবং স্বর্ণ দিয়ে তৈরি। তুমি কি সত্যিই মনে করো ফুটন্ত পানিতে এটার আকৃতি বদলে যাবে?"

ক্যাথারিনের ঠোঁটে যে হাসি দেখা গেলো সেটা বলে দিচ্ছে ল্যাংডন জানে না এরকম একটা কিছু সে জানে। বেশ আত্মবিশ্বাস নিয়ে ক্যাথারিন কাউন্টারের কাছে এগিয়ে গেলো, স্বর্নের ক্যাপ লাগানো পিরামিডটা তুলে গরম পানির পাত্রে রেখে দিলো সেটা। "দেখা যাক কি হয়?"

ন্যাশনাল ক্যাথেড্রালের উপরে সিআইএ পাইলট তার হেলিকপ্টারটি অটো-হোভার মুডে লক করে রাখলো। এর ফলে কপ্টারটি এক জায়গা স্থির হয়ে থাকতে পারবে। নীচের ভবনের দিকে ভালো করে তাকালো সে। কারো কোনো চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। তার থার্মাল ইমেজিং ক্যাথেড্রালের শক্ত আর পুরু পাথর ভেদ করতে পারছে না, তাই ভেতরে কি হচ্ছে না হচ্ছে সেটা নিজের টিমকে জানাতে পারছে না। কিন্তু ভবনের ভেতর থেকে কেউ বেরিয়ে এলেই তার যন্ত্রে ধরা পড়বে।

ষাট সেকেন্ড পরই থার্মাল সেন্সরটি কিছু একটা খুঁজে পেলো। ডিটেক্টর উচ্চ তাপমাত্রার উপস্থিতি ধরতে পেরেছে। সাধারণ এরকমটি হয় যখন কোনো মানুষ শীতল পরিবেশে বের হয়, কিন্তু এখন যেটা হচ্ছে সেটাকে সেরকম বলে মনে হচ্ছে না। বেশ উষ্ণ বাতাস লন দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। উৎসটা খুঁজে পেলো পাইলট, ক্যাথেড্রাল কলেজ ভবনের একটা ভেন্টিলেটর দিয়ে সেটা নির্গত হচ্ছে।

সম্ভবত তেমন কিছু না, আপন মনে বললো সে। এরকম জিনিস সব সময়ই সে

দেখে থাকে। *কেউ হয়তো রান্না করছে, কিংবা জামাকাপড় ইস্ত্রি করছে ঘরের ভেতর।* ওখান থেকে যখন চোখ ফেরাতে যাবে ঠিক তখনই বুঝতে পারলো একটা অস্বাভাবিকতা আছে এর মধ্যে। এখানকার পার্কিংলটে কোনো গাড়ি নেই, ভবনের কোথাও বাতিও জ্বলছে না।

UH-60-এর ইমেজিং সিস্টেমের দিকে ভালো করে তাকিয়ে আর দেরি না করেই টিম লিডারকে ওয়্যারলেস করলো সে। "সিমকিন্স, এটা হয়তো তেমন কিছু না, কিন্তু "

"রেডিয়ান্ট টেম্পেরাচার ইন্ডিকেটর!" ল্যাংডনকে মানতেই হলো ব্যাপারটা খুবই বুদ্ধিদীপ্ত।

"এটা খুব সহজ-সরল বিজ্ঞান," বললো ক্যাথারিন। "ভিন্ন ভিন্ন বস্তু ভিন্ন ভিন্ন তাপমাত্রায় রেডিয়ান্ট করে, মানে আলোকিত হয়ে ওঠে। আমরা এটাকে থার্মাল মার্কার বলে ডাকি। বিজ্ঞানে এরকম মার্কার সব হরহামেশাই ব্যবহার করা হয়।"

পানিতে ডুবে থাকা পরিমিড আর ক্যাপস্টোনটার দিকে তাকালো ল্যাংডন। জিনিসটার চারপাশে ফুটন্ত পানি টগবগ করে ফুটছে। এটা দেখে অবশ্য খুব বেশি আশাবাদী হতে পারছে না সে। নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে তার হৃদস্পন্দন বেড়ে গেলো : ১১:৪৫। "তুমি মনে করছো তাপের চোটে এখানে কিছু একটা আলোকিত হয়ে উঠবে?"

"আলোকিত হয়ে উঠবে না, ল্যাংডন। জ্বলজ্বল করবে। তাপের ফলে জ্বলজ্বল করে উঠবে। উদাহরণ হিসেবে বলি, স্টিলের জিনিস যারা নির্মাণ করে তারা কোনো স্টিলকে টেম্পার করার সময় ওটার গায়ে একধরণের স্বচ্ছ পদার্থ দিয়ে প্রলেপ দিয়ে দেয় যা কিনা নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় জ্বলজ্বল করে ওঠে। এরফলে তারা বুঝতে পারে তাপমাত্রা ঠিক কোন্ পর্যায়ে পৌছেছে। মুড রিঙের কথাটাই ভাবো। হাতে পরার সাথে সাথেই ওটার রঙ বদলে যায় শরীরের তাপের প্রভাবে।"

"ক্যাথারিন, এই পিরামিডটা অষ্টাদশ শতকে তৈরি করা হয়েছে! ঐ সময় কোনো রকম থার্মাল কোটিং ব্যবহার করার কথা আমি ভাবতেও পারছি না। তখন কি এ রকম কিছু ছিলো?"

"অবশ্যই ছিলো," পানিতে ডুবে থাকা পিরামিডের দিকে তাকিয়ে উৎফুল্ল হয়ে বললো সে। "ঐ সময় অ্যালকেমিস্টরা থার্মাল মার্কার হিসেবে জৈব ফসফরাস ব্যবহার করতো। চায়নিজরা রঙ্গিন আতশবাজি বানাতে পারতো, এমন কি মিশরিয়রা–" কথার মাঝপথেই থেমে গেলো ক্যাথারিন। ফুটন্ত পানির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে সে।

"কি? ল্যাংডন তার দৃষ্টি অনুসরণ করে পানির দিকে তাকালেও কিছুই দেখতে পেলো

না।

সামনের দিকে ঝুঁকে আরো ভালো করে পানির দিকে তাকালো ক্যাথারিন। তারপর হুট করে দৌড়ে রান্নাঘরের সব বাতি নিভিয়ে দিলো সে।

পুরো ঘরটা অন্ধকারে ঢেকে গেলে পানির পাত্রে রাখা পিরামিডের দিকে তাকালো ল্যাংডন। ক্যাথারিনও তর পাশে এসে দাঁড়ালো এবার। অবিশ্বাসে ল্যাংডনের মুখ হা হয়ে আছে।

ক্যাথারিন যেমনটি ধারণা করেছিলো ঠিক তাই ঘটেছে। পানির নীচে থাকা ক্যাপস্টোনের একটা পাশ জ্বলজ্বল করতে শুরু করেছে। অক্ষরগুলো আস্তে আস্তে উদ্ভাসিত হচ্ছে তাদের চোখের সামনে। পানি আরো বেশি ফুটতে শুরু করলে লেখাগুলো একেবারে স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

"কিছু লেখা আছে!" ফিসফিস ক'রে বললো ক্যাথারিন।

মাথা নেড়ে সায় দিলো ল্যাংডন। হতবাক হয়ে গেছে সে। ক্যাপস্টোনের গায়ে খোদাই করা লেখাগুলোর ঠিক নীচেই শব্দগুলো জ্বলজ্বল করছে। দেখে মনে হচ্ছে মাত্র তিনটি শব্দ। ল্যাংডন যদিও শব্দ তিনটি পড়ে দেখে নি তারপরও তার মনে হচ্ছে আজরাতে তারা যা খুঁজছিলো তার বোধহয় সব কিছুই পেয়ে গেছে। *পিরামিডটা সত্যিকারের একটি মানচিত্র*, গ্যালোয়ে তাদেরকে বলেছিলেন, *ওটা কোনো জায়গার অবস্থান জানাবে।*

অক্ষরগুলো উজ্জ্বল হয়ে উঠলে চুলাটা বন্ধ ক'রে দিলো ক্যাথারিন। টগবগে ফুটতে থাকা পানিগুলো এবার শান্ত হয়ে এলে ক্যাপস্টোনটি আরো ভালোভাবে দেখা সম্ভব হলো।

জ্বলজ্বল করে স্পষ্ট হয়ে উঠলো তিনটি শব্দ।

অধ্যায় ৯০

ক্যাথেড্রাল কলেজের রান্নাঘরের মৃদু আলোতে ল্যাংডন আর ক্যাথারিন পানির পাত্রে রাখা ক্যাপস্টোনটার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে। এইমাত্র একটা রূপান্তর ঘটেছে ক্যাপস্টোনটির। স্বর্নের ক্যাপস্টোনটির এক পাশে একটা লেখা জ্বলজ্বল করছে এখন।

সেই লেখাটা ল্যাংডন পড়লো, নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছে না। সে জানে পিরামিডটা সম্পর্কে গুজব আছে, এটা নাকি কোনো জায়গার অবস্থান জানাবে। তবে সেই জায়গাটি এতো সুনির্দিষ্ট হবে সেটা কখনও কল্পনাও করেনি সে।

এইট ফ্রাঙ্কলিন স্কয়ার

"একটা গোপন ঠিকানা," বিস্মিত হয়ে বললো ল্যাংডন।

ক্যাথারিনও সমানভাবে বিস্মিত। "আমি জানি না ওখানে কি আছে, তুমি জানো?"

মাথা ঝাঁকালো ল্যাংডন। সে জানে ফ্রাঙ্কলিন স্কয়ার ওয়াশিংটনের সবচাইতে পুরনো একটি এলাকা তবে এই ঠিকানাটার সাথে তার পরিচয় নেই। পুরো লেখাটা পড়লো সে।

সিক্রেটটা
লুকিয়ে রাখা হয়েছে
দ্য অর্ডার-এর অভ্যন্তরে
এইট ফ্রাঙ্কলিন স্কয়ার

ফ্রাঙ্কলিন স্কয়ারে কি কোনো অর্ডার আছে?

ওখানে কি এমন কোনো ভবন আছে যেখানে একটা সিঁড়ি চলে গেছে মাটির অনেক নীচে?

এই ঠিকানায় সত্যি সত্যি কোনো কিছু মাটি চাপা দিয়ে রাখা আছে কিনা সে ব্যাপারে ল্যাংডনের কোনো ধারণা নেই। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো সে এবং ক্যাথারিন পিরামিডের ভেতর থেকে যা উদ্ধার করতে পেরেছে সেটা পিটারের মুক্তির জন্যে ব্যবহার করা যাবে। দরকষাকষি করার মতো তথ্য তাদের কাছে এখন রয়েছে। *খুব শীঘ্রই সেটা হবে।*

ল্যাংডনের হাতে মিকি মাউস ঘড়িটা বলছে তাদের হাতে মাত্র দশ মিনিট সময় রয়েছে।

"ফোন করো," বললো ক্যাথারিন। রান্নাঘরের দেয়ালে একটা ফোনের দিকে ইশারা

করলো সে। "এক্ষুণি।"

সব কিছু এতো আচমকা ঘটছে যে ল্যাংডন একটু দ্বিধায় পড়ে গেলো।

"তুমি কি নিশ্চিত?"

"আমি পুরোপুরি নিশ্চিত।"

"পিটার নিরাপদ আছে কিনা সেটা জানার আগপর্যন্ত তাকে আমি কিছু বলবো না।"

"অবশ্যই বলবে না। নাম্বারটা তোমার মনে আছে না?"

সায় দিয়ে ফোনের কাছে এগোলো ল্যাংডন। রিসিভার তুলে লোকটার নাম্বারে ফোন করলো সে। তার খুব কাছে এসে কথাবার্তা শোনোর আশায় কান পাতলো ক্যাথারিন। লাইনের হতেই সেই ভুতুরে কণ্ঠস্বরটা শোনার জন্যে প্রস্তুত হলো রবার্ট ল্যাংডন যে লোক তাকে ধোঁকা দিয়ে ওয়াশিংটনে নিয়ে এসেছে আজ।

লাইনটা সংযোগ পোলো এবার। কোনো হাই হ্যালো নয়, এমনকি কণ্ঠস্বরও শোনা গেলো না, কেবল নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ।

একটু অপেক্ষা করে ল্যাংড কথা বললো। "তুমি যে তথ্যটা চাইছো সেটা আমার কাছে আছে। কিন্তু সেটা পেতে হলে পিটারকে আগে দিতে হবে।"

"কে বলছেন?" এক মহিলা জানতে চাইলো।

আৎকে উঠলো রবার্ট ল্যাংডন, মুখ ফসকে বের হয়ে গেলো কথাটা। "আপনি কে?" তার মনে হলো সে বুঝি ভুল নাম্বারে ডায়াল করেছে।

"আপনার নাম ল্যাংডন?" মহিলা বিস্মিত হয়ে বললো। "এখানে একজন আছে আপনাকে সে খুঁজছে।"

কি? "আমি দুঃখিত। আপনি কে বলছেন?"

"অফিসার পেইজ মন্টো গোমারি, প্রেফার্ড সিকিউরিটি।" মহিলার কণ্ঠ কাঁপছে। "সম্ভবত আপনি আমাদেরকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবেন। এক ঘণ্টা আগে আমার পার্টনার ৯১১ কলের খোঁজে কালোরামা হাইট্‌সে গিয়েছিলো সম্ভবত জিম্মি আঁটকে রাখার পরিস্থিতি মনে করে। তার সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় আমার। ফলে ঐ বাড়িটায় ব্যাকআপ টিম পাঠাই আমি। এখানে আমার পার্টনারকে আঙিনায় মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। বাড়ির মালিক লাপাত্তা। তাই বাড়ির ভেতর ঢুকে তল্লাশী করি। ওখানকার হলের টেবিলে একটা সেলফোন রিং করলে আমি ধরি আর আপনার –"

"আপনি ওখানে আছেন?" জানতে চাইলো ল্যাংডন।

"হ্যা। ৯১১ কলটা সত্যি ভালো ছিলো।" মহিলা ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললো। "দুঃখিত, আমার পার্টনার মারা গেছে বলে মেজাজ খারাপ হয়ে আছে। এখানে দেয়ালে একজন লোককে আঁটকে রাখা অবস্থায় খুঁজে পেয়েছি আমরা। তার অবস্থা খুবই খারাপ। তাকে নিয়ে এখন আমরা কাজ করছি। সে দু'জন লোককে চাইছে একজনের নাম ল্যাংডন আর অন্যজনের নাম ক্যাথারিন।"

"আমার ভাই!" রিসিভারের খুব কাছে কান পেতে থাকা ক্যাথারিন আর্তনাদ ক'রে

উঠলো। ল্যাংডনের আরো কাছে এসে পড়লো সে। "৯১১ লকলটা আমিই করেছিলাম। আমার ভাই কি ভালো আছে?"

"সত্যি বলতে কি ম্যাম, উনি..." মহিলার গলা ধরে এলো। "উনি খুব একটা ভালো অবস্থায় নেই। উনার ডান হাতটা কেটে ফেলা হয়েছে..."

"প্লিজ,' ক্যাথারিন তাড়া দিয়ে বললো। "তার সাথে আমি কথা বলতে চাই!"

"তাকে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে এ মুহূর্তে। উনি এখন অজ্ঞান হয়ে আছেন। আপনি যদি কাছাকাছি থাকেন তো এক্ষুণি চলে আসুন এখানে। উনি আপনাদের দু'জনকেই দেখতে চাচ্ছেন।"

"আমরা মাত্র ছয় মিনিট দূরে আছি!" বললো ক্যাথারিন।

"তাহলে বলবো আর দেরি করবেন না।" লাইনে একটা হট্টগোল আর গুঞ্জন শোনা গেলে কিছুক্ষণ পর মহিলা ফিরে এলো লাইনে। "দুঃখিত আমাকে একটু দরকার পড়েছিলো ওদের। আপনি এখানে এলে আপনার সাথে কথা হবে।"

লাইনটা কেটে গেলো।

অধ্যায় ৯১

ক্যাথেড্রাল কলেজের ভেতরে বেইজমেন্টের সিঁড়ি দিয়ে হন্তদন্ত হয়ে নীচের অন্ধকার হলওয়ের দিকে ছুটে যাচ্ছে ল্যাংডন আর ক্যাথারিন। মাথার উপরে হেলিকপ্টারের পাখার শব্দটা শুনতে না পেয়ে আশাবাদী হয়ে উঠলো তারা, বোধহয় সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে এখান থেকে সটকে পড়তে পারবে এখন, কালোরামা হাইট্‌সে গিয়ে দেখতে পাবে পিটারকে।

তারা পিটারকে খুঁজে পেয়েছে। বেঁচে আছে সে।

ত্রিশ সেকেন্ড আগে মহিলা সিকিউরিটি গার্ডের সাথে কথা বলার পর পরই ক্যাথারিন তড়িঘড়ি ক'রে পিরামিডটা ল্যাংডনের ব্যাগে ভরে নেয়।

পিটারকে খুঁজে পাওয়ার আনন্দে পিরামিডের ক্যাপস্টোনে এইমাত্র যে লেখাগুলো তারা উদ্ধার করেছে সেটা চাপা পড়ে গেছে। লেখাটা খুবই সহজ সরল : *এইট ফ্রাঙ্কলিন স্কয়ার*–কিন্তু পিটারকে পেয়ে গেলে এ নিয়ে ভাবার সময় পওয়া যাবে।

সিঁড়ির ঠিক উপরে ওঠার পর একটু থমকে দাঁড়ালো ক্যাথারিন, হলের শেষ মাথায় একটা সিটিংরুমের দিকে ইঙ্গিত করলো সে। ওখানকার জানালা দিয়ে লনের উপর অবতরণ করা কালো চকচকে হেলিকপ্টারটি দেখতে পেলো ল্যাংডন। সেটার পাশে একজন পাইলট দাঁড়িয়ে ওয়্যারলেসে কার সাথে যেনো কথা বলছে। কাছেই পার্ক করা আছে কালো রঙর একটা এস্কেলেড গাড়ি।

অন্ধকারেই ক্যাথারিন আর ল্যাংডন সিটিংরুমের দিকে এগিয়ে গিয়ে জানালা দিয়ে উঁকি মেরে টিমের বাকি লোকদের দেখার চেষ্টা করলো। ন্যাশনাল ক্যাথেড্রালের বিশাল লনটি বলতে গেলে একদম ফাঁকা।

"তারা অবশ্যই ক্যাথেড্রালের ভেতরে আছে," বললো ল্যাংডন।

"ভেতরে না," গম্ভীর একটা কণ্ঠ তাদের পেছন থেকে বললো।

কথাটা কে বললো দেখার জন্যে ঘুরে দাঁড়াতেই ক্যাথারিন আর ল্যাংডন দেখতে পেলো সিটিংরুমের দরজার কাছে দু'জন কালো পোশাকধারী লোক লেজার লাইটের রাইফেল তাদের দিকে তাক্ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। ল্যাংডন টের পেলো তার বুকের উপর লাল টকটকে লেজার রশ্মির বিন্দুটা নাচছে।

"আপনাকে আবারও দেখতে পেয়ে খুব ভালো লাগছে, প্রফেসর," একটা পরিচিত ফ্যাসফ্যাসে কণ্ঠ বললো। এজেন্ট দু'জন সরে যেতেই সাটোর ছোটোখাটো দেহটা চলে এলো সামনে। দৃঢ়পদক্ষেপে সোজা ল্যাংডনের সামনে এসে দাঁড়ালো মহিলা।

"আজরাতে আপনি অসম্ভব রকমের ভুল কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।"

"পুলিশ পিটার সলোমনকে খুঁজে পেয়েছে," কথাটা বেশ জোর দিয়ে বললো ল্যাংডন। "তার অবস্থা খুব খারাপ। তবে বেঁচে আছে। এটা এখন শেষ হয়ে গেছে।"

পিটারকে খুঁজে পাওয়া গেছে এ কথা শুনে সাটো যদি অবাক হয়েও থাকে সেটা প্রকাশ করলো না মহিলা। স্থির চোখে চেয়ে আছে সে। ল্যাংডনের থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে এখন। "প্রফেসর, আপনাকে আশ্বস্ত ক'রে বলতে পারি, এটা শেষ হওয়া তো দূরের কথা, বরং শুরুই হয় নি। আর পুলিশ যদি এতে জড়িত হয়ে পড়ে তবে সমস্যা বাড়বে বৈ কমবে না। আপনাকে প্রথমেই বলেছিলাম, পরিস্থিতিটা একেবারেই নাজুক আর মারাত্মক রকমেরই ভয়ঙ্কর। এই পিরামিডটা নিয়ে আপনার পালানো মোটেই ঠিক হয় নি।"

"ম্যাম," ক্যাথারিন ফেঁটে পড়লো যেনো। "আমি আমার ভাইকে দেখতে চাই। আপনি এই পিরামিডটা নিয়ে নিতে পারেন, কিন্তু আমাকে অবশ্যই–"

"অবশ্যই কি?" ক্যাথারিনের দিকে ঘুরে জানতে চাইলো সাটো। "আমার ধারণা আপনি মিস্ সলোমন?" আগুন চোখে ক্যাথারিনের দিকে তাকিয়ে ল্যাংডনের দিকে আবার ফিরলো সাটো। "আপনার ব্যাগটা টেবিলের উপর রাখুন।"

বুকের উপর এক জোড়া লেজার রশ্মির বিন্দুর দিকে তাকিয়ে আস্তে ক'রে কফি টেবিলের উপর ব্যাগটা রেখে দিলো ল্যাংডন। একজন এজেন্ট কাছে এসে ব্যাগটার জিপ খুলতেই হালকা বাষ্প বের হয়ে গেলো। ভড়কে গিয়ে ব্যাগের ভেতর টর্চের আলো ফেলে দেখতেই হতভম্ব হয়ে সাটোর দিকে তাকিয়ে মাথা দোলালো সে।

ব্যাগের কাছে গিয়ে উঁকি মারলো সাটো। পানিতে ভেজা পিরামিডটা টর্চের আলোয় চকচক করছে। সাটো উপুড় হয়ে স্বর্নের ক্যাপস্টোনটির দিকে ভালো করে তাকালো। ল্যাংডনের ধারণা এ জিনিস মহিলা কেবল এক্সরে ফিল্মেই দেখেছে এর আগে।

"ওটার গায়ে যে খোদাই করা লেখা আছে," জানতে চাইলো সাটো, "সেটা দিয়ে কি কিছু বোঝানো হয়েছে? 'সিক্রেটটা দ্য অর্ডার-এর অভ্যন্তরে লুকিয়ে রাখা আছে'?"

"আমরা ঠিক বলতে পারছি না, ম্যাম।"

"এই পিরামিডটি ভেজা আর গরম কেন?"

"এটা গরম পানিতে সেদ্ধ করা হয়েছে," কোনো রকম দ্বিধা না করেই ক্যাথারিন বললো। "এটার গায়ে যে কোড আছে সেটার অর্থোদ্ধার করার জন্যেই এটা করা হয়েছে। আমরা আপনাকে সব কিছু বলবো, কিন্তু দয়া ক'রে আমার ভাইয়ের কাছে যেতে দিন আমাকে। তাকে ভয়াবহ–"

"আপনি এই পিরামিডটা সেদ্ধ করেছেন?"

"টর্চলাইটটা বন্ধ করুন," বললো ক্যাথারিন। "ক্যাপস্টোনটার দিকে তাকান। এখনও ওটা দেখা যাচ্ছে।"

টর্চটা বন্ধ করতেই সাটো হাটু মুড়ে কাপস্টোনের সামনে বসে পড়লো। একটু দূর থেকেও ল্যাংডন হালকা জ্বলজ্বলে লেখাগুলো স্পষ্ট পড়তে পারছে।

"এইট ফ্রাঙ্কলিন স্কয়ার?" বিস্মিত হয়ে বললো সাটো।

"হ্যা, ম্যাম। এই লেখাটা রেডিয়ান্ট জাতীয় পদার্থ দিয়ে লেখা হয়েছে। তেত্রিশ ডিগ্ আসলে-"

"একটা ঠিকানা?" জানতে চাইলো সাটো। "লোকটা কি এটাই চাইছে?"

"হ্যা," বললো ল্যাংডন। "সে বিশ্বাস করে পিরামিডটা একটা মানচিত্র, যেটা তাকে অমূল্য গুপ্তধনের সন্ধান দেবে-খুলে দেবে প্রাচীন রহস্যের দ্বার।"

অবিশ্বাসে ক্যাপস্টোনটার দিকে তাকালো সাটো। "এখন আমাকে বলুন, ঐ লোকটার সাথে কি আপনারা যোগযোগ করেছেন? তাকে কি ইতিমধ্যেই ঠিকানাটা দিয়ে দিয়েছেন?"

"আমরা চেষ্টা করেছিলাম।" ল্যাংডন তাকে জানালো ঐ লোকটাকে ফোন করতে গিয়ে কি হয়েছিলো।

আবারো ক্যাপস্টোনটার দিকে তাকালো সাটো, জিভ দিয়ে নিজের হলুদ রঙের দাঁতটা চেটে নিলো সে। একজন এজেন্টকে ইশারায় ডেকে বললো, "ওকে ভেতরে নিয়ে আসো। এসইউভি'তেই আছে।"

এজেন্ট মাথা নেড়ে সায় দিয়ে ওয়্যারলেসে নীচু কণ্ঠে কথা বলতে শুরু করলো।

"কাকে নিয়ে আসতে বললেন?" জানতে চাইলো ল্যাংডন।

"যে লোক আপনাদের তৈরি করা জঞ্জাল সাফ করতে পারবে!"

"কিসের জঞ্জাল?" পাল্টা বললো ল্যাংডন। "পিটার তো নিরাপদেই আছে এখন। সবকিছুই-"

"ঈশ্বরের দোহাই লাগে!" বিস্ফোরিত হলো সাটো। "এটা পিটারকে নিয়ে নয়! আমি আপনাকে ক্যাপিটল ভবনের ভেতর এটা বলার চেষ্টা করেছি, প্রফেসর। কিন্তু আপনি আমার সাথে কাজ না ক'রে সিদ্ধান্ত নিলেন আমার বিরুদ্ধে কাজ করবেন! এখন আপনি জঘন্য একটা জঞ্জাল তৈরি ক'রে ফেলেছেন! আপনি যখন আপনার সেলফোনটি নষ্ট ক'রে ফেললেন তখনই ঐ লোকটার সাথে আপনার যোগাযোগ শেষ হয়ে যায়। ওটা আমরা ট্র্যাকিং করছিলাম। এখন যে ঠিকানাটা বের করেছেন ঐ উন্মাদটাকে ধরার জন্যে সেটাই হলো আমাদের একমাত্র অবলম্বন। আমি চেয়েছিলাম আপনি তার সাথে খেলাটা খেলেন। তাকে এই ঠিকানাটা দিয়ে দিলে আমরা জানতে পারতাম কোথায় গেলে তাকে ধরা যাবে!"

ল্যাংডন কোনো কিছু বলার আগেই সাটো তার সমস্ত ক্ষোভ ঝাড়লো ক্যাথারিনের উপর।

"আর আপনি, মিস সলোমন! আপনি জানতেন এই ম্যানিয়াকটা কোথায় থাকতো? আমাদেরকে সেটা কেন বলেন নি? আপনি একজন ভাড়াটে পুলিশকে পাঠিয়েছেন ঐ লোকটার বাড়িতে? আপনি কি বুঝতে পারছেন না তাকে ধরার একমাত্র সুযোগটা কিভাবে আপনি নষ্ট করেছেন? আপনার ভাই বেঁচে আছে বলে আমি খুব খুশি হয়েছি। কিন্তু মনে

রাখবেন আজরাতে আমরা যে সংকটের মুখোমুখি হয়েছি সেটা আপনার পরিবারের বিপর্যয়ের তুলনা অনেক বেশি ভয়াবহ। এটা সারা পৃথিবী টের পাবে। যে লোক আপনার ভাইকে আঁটকে রেখেছিলো তার রয়েছে অসম্ভব রকমের ক্ষমতা। তাকে এক্ষুণি ধরা দরকার।"

তার কথা শেষ হতেই ওয়ারেন বেলামির লম্বা চওড়া শরীরটা দেখা গেলো সিটিংরুমের ভেতরে। তার অবস্থা একেবারে বিপর্যস্ত। মনে হচ্ছে কাঁপছে...তাকে যেনো নরকে নিক্ষেপ করা হয়েছে।

"ওয়ারেন!" উঠে দাঁড়ালো ল্যাংডন। "আপনি ঠিক আছেন তো?"

"না," জবাবে বললো সে। "একদম ঠিক নেই।

"আপনি কি শুনেছেন, পিটারকে পাওয়া গেছে!"

মাথা নেড়ে সায় দিলো বেলামি। তাকে দেখে মনে হচ্ছে না খবরটা শুনে সে খুব খুশি হয়েছে। মনে হচ্ছে এতে আর এখন কিছুই যায় আসে না। "হ্যা, আমি আপনাদের কথাবার্তা শুনেছি। খুশি হয়েছি খবরটা জেনে।"

"ওয়ারেন, এসব কি হচ্ছে?"

কথার মাঝখানে ঢুকে পড়লো সাটো। "আপনারা কয়েক মিনিট পর আবার কথা বলতে পারবেন। এখন মিঃ বেলামি ঐ উন্মাদটার সাথে যোগাযোগ করবেন। ঠিক যেভাবে সারাটা রাত তিনি করেছেন।"

ল্যাংডন কিছুই বুঝতে পারলো না। "বেলামি ঐ লোকটার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন না! আরে ঐ উন্মাদ তো এমন কি জানেও না বেলামি এটাতে জড়িত আছেন!"

সাটো বেলামির দিকে তাকিয়ে ভুরু তুললো।

দীর্ঘশ্বাস ফেললো বেলামি। "রবার্ট, বলতে বাধ্য হচ্ছি, আজ আপনার সাথে আমি পুরোপুরি সৎ ছিলাম না।"

ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইলো ল্যাংডন।

"আমার মনে হয়েছিলো আমি ঠিক কাজটাই করছি..." বললো বেলামি। তাকে এখন খুব ভয়ার্ত দেখাচ্ছে।

"তো, এখন সেই ঠিক কাজটা করুন...আর আমরা সবাই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবো আপনি যেনো ঠিক ঠিকভাবে কাজটা করতে পারেন।" সাটো ব্যঙ্গ করে বললো। তার এই কথাটার সাথে সাথেই ঢংঢং ক'রে বেজে উঠলো ম্যান্টেল ঘড়িটা। আইটেম রাখার একটা জিপলক ব্যাগ বের ক'রে বেলামির দিকে বাড়িয়ে দিলো সাটো। "এই নিন আপনার জিনিসপত্র। আপনার সেলফোন দিয়ে কি ছবি তোলা যায়?"

"যায়, ম্যাম।"

"ভালো। ক্যাপস্টোনটা একটু তুলে ধরুন তো।"

যে মেসেজটা মালাখ এইমাত্র পেয়েছে সেটা এসেছে তার কন্ট্যাক্টের কাছ থেকে—ওয়ারেন বেলামি—যে ম্যাসনকে সে আজ রাতে ক্যাপিটল ভবনে পাঠিয়েছিলো রবার্ট ল্যাংডনকে সাহায্য করার জন্যে। ল্যাংডনের মতো বেলামিও চায় পিটার সলোমন বেঁচে থাকুক। এই লোক তাকে আশ্বস্ত করেছে পিরামিডটার অর্থোদ্ধার করার কাজে সে ল্যাংডনকে সাহায্য করবে। সারা রাত ধরে মালাখ অনেকগুলো ই-মেইল পেয়েছে। সবগুলো মেইলই স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফরোয়ার্ড করা হয়েছে তার সেলফোনে।

এটা খুব ইন্টারেস্টিং হবে, ভাবলো মালাখ। মেসেজটা পড়ে দেখলো সে।

প্রেরক ওয়ারেন বেলামি
ল্যাংডনের সাথে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি
তবে আপনার দাবি মোতাবেক তথ্যটা
অবশেষে আমার কাছে আছে। প্রমাণ
হিসেবে সেটা অ্যাটাচ করে দেয়া হলো।
হারানো অংশের জন্যে কল করুন
–একটা অ্যাটাচমেন্ট (জেপিইজি)

হারানো অংশের জন্যে কল করুন? কথাটা ভাবতে ভাবতেই অ্যাটাচমেন্টটা ওপেন করলো সে।

অ্যাটাচমেন্টে একটা ছবি রয়েছে।

ছবিটা দেখেই অস্ফুটস্বরে চিৎকার দিয়ে উঠলো, টের পেলো উত্তেজনায় তার হৃদপিণ্ডটা রীতিমতো লাফাচ্ছে। একটা ছোট্ট স্বর্নের পিরামিডের দিকে চেয়ে আছে সে। *লিজেন্ডারি ক্যাপস্টোন!* সেটার গায়ে একটা মেসেজ লেখা আছে : *সিক্রেটটা লুকিয়ে রাখা হয়েছে দ্য অর্ডারের অভ্যন্তরে।*

এই লেখাটার নীচে মালাখ যা দেখতে পেলো সেটা একেবারেই বিস্মিত ক'রে তুললো তাকে। ক্যাপস্টোনটি মনে হচ্ছে জ্বলজ্বল করছে। অবিশ্বাস্যে হালকা রেডিয়ান্ট লেখাগুলোর দিকে তাকিয়ে সে বুঝতে পারলো লিজেন্ডটা আক্ষরিক অর্থেই সত্য *ম্যাসনিক পিরামিড নিজে বদলে গিয়ে এর সিক্রেট উন্মোচন করবে যোগ্য লোকের কাছে।*

এই ম্যাজিক্যাল রূপান্তর কিভাবে ঘটলো সে সম্পর্কে মালাখের কোনো ধারণাই নেই। সে অবশ্য এটা নিয়ে খুব একটা ভাবছেও না। জ্বলজ্বল করা লেখাগুলোতে ওয়াশিংটন ডিসি'র একটি নির্দিষ্ট ঠিকানার কথা বলা হয়েছে। ঠিক যেরকমটি ভবিষ্যতবাণী করা হয়েছে। *ফ্রাঙ্কলিন স্কয়ার।* দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হলো ক্যাপস্টোনটির ছবিতে ওয়ারেন বেলামির তর্জনীটাও দেখা যাচ্ছে। আর সেটা এমনভাবে রাখা হয়েছে যে, ক্যাপস্টোনের সবচাইতে মূল্যবান তথ্যটি ঢাকা পড়ে গেছে।

সিক্রেটটা
লুকিয়ে রাখা হয়েছে
দ্য অর্ডারের অভ্যন্তরে
[redacted] ফ্রাঙ্কলিন স্কয়ার

হারানো অংশের জন্যে কল করুন। মালাখ এবার বেলামির কথাটার মানে বুঝতে পারলো।

ক্যাপিটলের আর্কিটেক্ট সারারাত তাকে সহযোগীতা করলেও এখন ঠিক করেছে তার সাথে একটা খেলা খেলবে। খুবই বিপজ্জনক একটি খেলা।

অধ্যায় ৯২

সিআইএ'র বেশ কয়েকজন সশস্ত্র এজেন্টের সতর্ক দৃষ্টিতে ল্যাংডন, ক্যাথারিন আর বেলামি সাটোর সাথে ক্যাথেড্রাল কলেজের সিটিং রুমে বসে অপেক্ষা করছে। তাদের সামনের কফি টেবিলে ল্যাংডেনের চামড়ার ব্যাগটা খোলা অবস্থায় পড়ে আছে। সেটার ভেতরে থাকা স্বর্নের ক্যাপস্টোনটি শীর্ষ অংশ দেখা যাচ্ছে। এইট ফ্রাঙ্কলিন স্কয়ার লেখাটা আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে তাদের চোখের সামনে। কিছুক্ষণ পর এটার অস্তিত্ব যে ছিলো তারই কোনো প্রমাণ থাকবে না।

ক্যাথারিনের সাটোর কাছে অনেক অনুরোধ করেছিলো তার ভাইকে দেখতে যাওয়ার জন্য কিন্তু মাথা নেড়ে মহিলা সোজা নিষেধ ক'রে দিয়েছে। তার দু'চোখ বেলামির সেলফোনের উপর নিবদ্ধ। ওটা কফি টেবিলের উপর রাখা আছে। এখনও কোনো রিং বাজছে না।

বেলামি আমাকে সত্যি কথাটা বলছে না কেন? ভাবলো ল্যাংডন। বোঝাই যাচ্ছে আর্কিটেক্ট সাহেব সারা রাতই পিটারের অপহরণকারীর সাথে যোগাযোগ ক'রে গেছে। তাকে আশ্বস্ত ক'রে গেছে ল্যাংডন আর সে মিলে পিরামিডের অর্থোদ্ধার করছে। এটা অবশ্য ধোকা দেয়ার জন্যেই সে করেছে। পিটারের জন্য কিছুটা সময় বাড়িয়ে নেয়ার কৌশল ছিলো এটি। সত্যি বলতে কি পিরামিডটার অর্থোদ্ধারের কাজে বেলামি বাধা দিয়েছে। সে চায় নি সিক্রেটটা ফাঁস হোক। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সে পক্ষ বদল করেছে। সে আর সাটো মিলে পিরামিডের সিক্রেটটা টোপ হিসেবে ব্যবহার করে ঐ লোকটাকে ধরতে চাচ্ছে।

"আমার গায়ে হাত দেবে না! হাত সরাও!" হল থেকে বয়স্ক এক লোকের কণ্ঠস্বর শোনা গেলো। "আমি অন্ধ, কিন্তু অথর্ব নই! কলেজে যাবার পথ আমার ভালো করেই জানা আছে!" সিআইএ'র এজেন্ট ডিন গ্যালোয়েকে সিটিংরুমে নিয়ে আমার সময় বৃদ্ধ প্রতিবাদ করতে লাগলেন। তাকে একটা চেয়ারে বসতে বাধ্য করা হলো।

"কে ওখানে?" গ্যালোয়ের ফাঁকা দৃষ্টি চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। "শব্দ শুনে মনে হচ্ছে অনেকেই আছে এখানে। একজন বৃদ্ধলোককে আঁটকে রাখার জন্যে তোমাদের কতোজন লোক লাগবে?"

"আমরা এখানে সাতজন আছি," সাটো গম্ভীর কণ্ঠে বললো। "তার মধ্যে রবার্ট ল্যাংডন, কাথারিন সলোমন আর আপনার ম্যাসনিক ভাই ওয়ারেন বেলামিও আছে।"

গ্যালোয়ে হাল ছেড়ে দিলেন। তার সব তর্জন গর্জন উধাও হয়ে গেলো নিমেষে।

"আমরা ঠিকই আছি," বললো ল্যাংডন। "এইমাত্র শুনতে পেয়েছি পিটার নিরাপদে

আছে। তার অবস্থা ভালো নয়। তবে তার সাথে এখন পুলিশ রয়েছে।"

"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ," বললেন গ্যালোয়ে। "আর–"

একটা অদ্ভুত শব্দে ঘরের সবাই চমকে উঠলো এক সঙ্গে। বেলামির সেল ফোনটা কফি টেবিলের উপর ভাইব্রেট করতেই সবাই চুপ মেরে গেলো।

"ঠিক আছে, মিঃ বেলামি। উল্টাপাল্টা কিছু করবেন না। বিপদটা তো আপনি জানেনই," সাটো বললো।

এক বুক দম নিয়ে ফোনটার বোতাম চেপে দিলো বেলামি।

বেলামি বলছি," ফোনটা এখনও কফি টেবিলের উপরেই রাখা। বেলামি মুখটা কাছে এনে স্পিকারে কথা বলছে।

ফোনের স্পিকারে যে কণ্ঠটা শোনা গেলো সেটা খুবই পরিচিত। গম্ভীর আর ফিসফিসে। শব্দ শুনে মনে হচ্ছে সে হ্যান্ড-ফ্রি স্পিকারে কথা বলছে, কোনো একটা গাড়ির ভেতরে।

"এখন তো মাঝরাত, মিঃ বেলামি। পিটারকে তার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে যাওয়ার কথা এখন।"

ঘরের মধ্যে অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এলো। "তার সাথে আমাকে কথা বলতে দাও।"

"অসম্ভব," লোকটা বললো। "আমরা গাড়িতে আছি। ট্রাঙ্কে হাত পা বেঁধে তাকে রেখে দিয়েছি।"

ল্যাংডন আর ক্যাথারিন একে অন্যের দিকে তাকিয়ে মাথা দোলালো যেনো সবাইকে বুঝিয়ে দিচ্ছে লোকটা ধোঁকা দিচ্ছে। *তার কাছে এখন পিটার নেই!*

বেলামিকে আরো বেশি চাপ দেয়ার জন্যে ইশারা করলো সাটো।

"পিটারে বেঁচে আছে কি না তার প্রমাণ চাই আমি," বললো বেলামি। "তা না হলে আমি বাকি –"

"আপনার ওরশিপফুল মাস্টারের এখন ডাক্তারের দরকার। দরকষাকষি ক'রে সময় নষ্ট করবেন না। ফ্রাঙ্কলিন স্কয়ারের স্ট্রিট নাম্বারটা আমাকে বলুন। তাহলে আমি পিটারকে আপনাদের কাছে ফিরিয়ে দেবো।"

"আমি তো বলেছি প্রমাণ–"

"এক্ষুণি!" গর্জে উঠলো লোকটা। "তা না হলে আমি পিটার সলোমনকে মেরে ফেলবো!"

"আমার কথা শোনো," জোর দিয়ে বললো বেলামি। "তুমি যদি বাকি তথ্যটা জানতে চাও তবে আমি যেভাবে বলবো সেভাবেই কাজ করতে হবে। ফ্রাঙ্কলিন স্কয়ারে আমার সাথে দেখা করো। পিটারকে আমার কাছে দেয়া মাত্রই আমি তোমাকে বিল্ডিংয়ের নাম্বারটা বলে দেবো।"

"আমি কিভাবে বুঝবো যে আপনি সাথে ক'রে কর্তৃপক্ষকে নিয়ে আসবেন না?"

"কারণ আমি তোমার সাথে ডাবল-ক্রশ করার ঝুঁকি নিতে পারি না। পিটারের জীবনটাই তো তোমার একমাত্র কার্ড নয়। আজ রাতের বিপদটা সম্পর্কে আমি বেশ ভালো মতোই অবগত আছি।"

"বুঝে দেখুন," লোকটা বললো, "আমি যদি টের পাই আপনি ছাড়া অন্য কেউ ফ্রাঙ্কলিন স্কয়ারে আছে তবে গাড়ি চালিয়ে চলে যাবো। পিটারকে আর কোনো দিন খুঁজে পাবেন না। আর এটাও ঠিক এটা তেমন বড় দুশ্চিন্তার বিষয় নয়, এর চেয়ে অনেক বড় চিন্তার বিষয় রয়ে গেছে।"

"আমি একাই আসবো," বেলামি বেশ জোর দিয়ে বললো। "পিটারকে ফিরিয়ে দেয়ার সাথে সাথে আমি তোমাকে তোমার দরকারি তথ্যটা দিয়ে দেবো।"

"স্কয়ারের সেন্টারে," লোকটা বললো। "ওখানে আমার যেতে বিশ মিনিটের মতো লাগবে। আমি না আসা পর্যন্ত আপনি অপেক্ষা করবেন।" লাইনটা কেটে গেলো।

সঙ্গে সঙ্গে পুরো ঘরটা সরগরম হয়ে উঠলো যেনো। চিৎকার করে আদেশ নির্দেশ দিতে শুরু করলো সাটো।

এই হৈহট্টগোলের মধ্যে বেলামির দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো ল্যাংডন। তার কাছ থেকে ব্যাখ্যা চাচ্ছে সে। আসলে কি ঘটছে এখানে সেটা জানতে চাচ্ছে ল্যাংডন। কিন্তু বেলামি ততোক্ষণে দরজার দিকে চলে গেলো।

"আমার ভাইকে দেখতে চাই আমি!" চিৎকার ক'রে বললো ক্যাথারিন।" আমাদেরকে এবার যেতে দিন!"

ক্যাথারিনের সামনে এসে দাঁড়ালো সাটো। "আমাকে কিছু করতে বলবেন না, মিস সলোমন। বুঝেছেন?"

ক্যাথারিন মহিলার ছোটো ছোটো দু'চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো।

"মিস সলোমন, ঐ লোকটাকে ফ্রাঙ্কলিন স্কয়ারে পাকড়াও করাটাই এ মুহূর্তে আমার একমাত্র অগ্রাধিকার। আমার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনি এখানেই বসে থাকবেন আমার লোকজনের প্রহরায়। তারপরই কেবল আপনার ভায়ের ব্যাপারটা দেখা যাবে।"

"আপনি একটা জিনিস বুঝতে পারছেন না," বললো ক্যাথালিন। "আমি জানি কালোরামা হাইটসে যেতে মাত্র পাঁচ মিনিট লাগবে। ওখানে এমন কিছু আছে যা আপনার সাহায্যে আসবে। তাছাড়া আপনি বলছেন কাজটা চুপচাপ সারতে চান। কে জানে পিটার জ্ঞান ফিরে পাবার পর পুলিশকে সব বলবে না।"

সাটো ঠোঁট কামড়ে একটু ভাবলো। বোঝা যাচ্ছে ক্যাথারিনের কথাটা তার মনোপুত হয়েছে। বাইরে হেলিকপ্টারের পাখা ঘোরার শব্দ শোনা যাচ্ছে এখন। একটু কপাল কুচকে তার এক লোকের দিকে ফিরলো সাটো। "হার্টম্যান, তুমি এস্কেলেডটা নিয়ে মিস সলোমন আর মিঃ ল্যাংডনকে কালোরামা হাইটসে যাবে। পিটার সলোমন যেনো কারো কাছে মুখ না খোলে। বুঝেছো?"

"বুঝেছি, ম্যাম," এজেন্ট বললো।

"ওখানে পৌছেই আমাকে ফোন দেবে। কি পেলে না পেলে জানাবে আমাকে। আর এ দু'জনকে একদম চোখের আড়াল করবে না।"

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে দরজার দিকে পা বাড়ালো হার্টম্যান।

তার পেছনে ক্যাথারিন।

ল্যাংডনের দিকে ফিরলো সাটো। "কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনার সাথে আমার দেখা হবে, প্রফেসর। আমি জানি, আপনি আমাকে শত্রু ভাবছেন। তবে আপনাকে আশ্বস্ত করে বলছি, আমি সেরকম কিছু নই। পিটারের কাছে যান এক্ষুণি। এটা এখনও শেষ হয় নি।"

ল্যাংডনের খুব কাছেই কফি টেবিলের পাশে ডিন গ্যালোয়ে চুপচাপ বসে আছেন। তার হাত টেবিলের উপর রাখা পাথরের পিরামিডটা খুঁজে পেলো। ল্যাংডনের খোলা ব্যাগের মধ্যে আছে এখনও। পাথরের উষ্ণ পৃষ্ঠে বৃদ্ধের আঙুলগুরো ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ল্যাংডন বললো, "ফাদার আপনি কি পিটারকে দেখতে যাবেন?"

"আমাকে সঙ্গে নিলে আপনাদের দেরি হয়ে যাবে। পিরামিড থেকে হাতটা সরিয়ে ব্যাগের জিপার লাগিয়ে দিলেন ডিন গ্যালোয়ে। "আমি এখানে বসে বসে প্রার্থনা করি পিটারের জন্যে। পরে আমাদের কথা হবে। কিন্তু পিটারকে এই পিরামিডটা যখন দেখাবেন তখন কি তাকে একটা কথা বলতে পারবেন?"

"অবশ্যই," ব্যাগটা কাঁধে রাখতে রাখতে বললো ল্যাংডন।

"তাকে এ কথাটা বলবেন।" গ্যালোয়ে গলা খাকারি দিয়ে পরিষ্কার করে নিলেন। "ম্যাসনিক পিরামিড সব সময়ই তার সিক্রেট রক্ষা করে থাকে...*সিনসিয়ারলি*।"

"আমি বুঝলাম না।"

বৃদ্ধ চোখ টিপলেন। "পিটারকে শুধু এটা বললেই হবে। সে বুঝবে।"

এ কথা বলেই ডিন গ্যালোয়ে মাথা নেড়ে প্রার্থনা করতে শুরু করে দিলেন। হতভম্ব ল্যাংডন দ্রুত বাইরে চলে গেলো। ক্যাথারিন ততোক্ষণে এসইউভি-এর সামনের সিটে বসে পড়েছে। এজেন্টকে বলে দিচ্ছে কিভাবে যেতে হবে। ল্যাংডন গাড়িতে উঠে দরজা বন্ধ করার আগেই বিশালাকৃতির যানটি লন দিয়ে ছুটতে শুরু করলো দক্ষিণের কালোরামা হাইটসের অভিমুখে।

অধ্যায় ৯৩

ফ্রাঙ্কলিন স্কয়ারটি ওয়াশিংটনের ডাউন-টাউনের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত, এলাকাটি K এবং থার্টিন্থ স্ট্রিটের সীমানা দিয়ে ঘেরা। এখানে অনেক ঐতিহাসিক ভবন রয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো ফ্রাঙ্কলিন স্কুল, যেখান থেকে আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল ১৮৮০ সালে এ বিশ্বে প্রথমবারের মতো বেতার বার্তা পাঠিয়ে ছিলেন।

স্কয়ারের উপরে একটি দ্রুতগতি সম্পন্ন UH-60 হেলিকপ্টার পশ্চিম দিক থেকে উড়ে এলো। ন্যাশনাল ক্যাথেড্রাল থেকে এটা মাত্র মিনিটখানেক সময়ের মধ্যে এসে পৌছেছে। *হাতে অনেক সময় আছে,* মনে মনে বললো সাটো। নীচের স্কয়ারের দিকে তাকালো মহিলা। তাদের টার্গেট আসার আগেই সবার অলক্ষ্যে তার লোকজনের অবস্থান নেয়াটা যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা বেশ ভালো করেই জানে সাটো। *লোকটা বলেছে বিশ মিনিটের আগে সে পৌছাতে পারবে না।*

সাটোর নির্দেশে পাইলট কাছের সবচাইতে উঁচু ভবনের ছাদে 'টাচ-হোভার' পজিশনে কপ্টারটি রাখলো। এই ভবনের উপর এভাবে কপ্টার রাখাটা অবৈধ কিন্তু কপ্টারটি ওখানে মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্যে রাখা হবে, তাছাড়া ছাদের উপর এটা পুরোপুরি অবতরণ করবে না। একটু উপরেই স্থির হয়ে থাকবে। কপ্টার থেকে সবাই লাফিয়ে নেমে পড়তেই সেটা আবার উড়ে চলে যাবে পূর্ব দিকে, ওখানে গিয়ে 'সাইলেন্ট-আলটিচুড' অবস্থায় রেখে নিঃশব্দে শূন্যে ভাসতে থাকবে সেটা। তাদের জন্যে উপর থেকে অদৃশ্য এক সাপোর্ট দেবে পাইলট।

সাটো অপেক্ষা করার সময় ফিল্ড টিম তাদের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিলো। বেলামিকে তার কাজটা কি বুঝিয়ে দেয়া হচ্ছে ভালোমতো। আর্কিটেক্ট সাটোর কাছ থেকে ফাইলটা দেখার পর থেকে এখন পর্যন্ত বিপর্যস্ত অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারে নি। *যেমনটি বলেছি...জাতীয় নিরাপত্তার একটি ইসু।* সাটোর কথাটা বেলামি খুব দ্রুত বুঝতে পেরে তাকে সর্বাত্মক সহযোগীতার আশ্বাস দেয়।

"সব সেট করা হয়েছে, ম্যাম," এজেন্ট সিমকিন্স বললো।

সাটোর নির্দেশে এজেন্ট বেলামিকে নিয়ে নীচে চলে গেলো সিঁড়ি দিয়ে। নীচের গ্রাউন্ড লেভেলে অন্যেরা যার যার পজিশন শুরু করে দিলো দ্রুত।

ছাদের কিণারায় এসে নীচের দিকে তাকালো সাটো। আয়ত ক্ষেত্রের বৃক্ষশোভিত পার্কটি পুরো ব্লক জুড়ে বিস্তৃত। *কভারের জন্যে বেশ ভালো জায়গা রয়েছে।* অলক্ষ্যে কাজটা সারার ব্যাপারে সাটোর টিম ভালোভাবেই অবগত আছে। তাদের টার্গেট যদি কিছু একটা টের পেয়ে এখান থেকে সটকে পড়তে চায় তাহলেই হয়েছে...সাটো এটা ভাবতেও

চাচ্ছে না এ মুহূর্তে।

এখানকার দমকা বাতাস বেশ ঠাণ্ডা। দু'হাত ভাঁজ করে রাখলো সে। এতো উপর থেকে ফ্রাঙ্কলিন স্কয়ারটা খুব ছোটো দেখাচ্ছে। নীচের কোন্ ভবনটি এইট ফ্রাঙ্কলিন স্কয়ার ভাবতে লাগলো মহিলা। এই তথ্যটা জানার জন্যে তার অ্যানালিস্ট নোলাকে সে বলেছে। যেকোনো সময় তার কাছ থেকে ফোন আসবে।

বেলামি এবং এজেন্টদের এখন দেখা যাচ্ছে, ছোটো ছোটো পিঁপড়ার মতো লাগছে তাদেরকে। ফাঁকা পার্কের ঠিক মাঝখানে বেলামিকে নিয়ে যাচ্ছে সিমকিন্স। তাকে ওখানে রেখে বাকিরা সব আশেপাশের গাছপালার আড়ালে চলে গেলো সঙ্গে সঙ্গে। উপর থেকে তাদেরকে আর দেখতে পাচ্ছে না সাটো। বেলামি এখন একা। সেন্ট্রাল পার্কের ল্যাম্পপোস্টের কাছে পায়চারি করছে আর কাঁপছে।

তার জন্যে কোনো রকম করুণা বোধ করছে না সাটো।

একটা সিগারেট ধরিয়ে লম্বা টান দিলো মহিলা। নীচে সব কিছুই ঠিকটাক মতো হয়েছে বলে সন্তুষ্ট সে। ছাদের কিণারা থেকে সরে গিয়ে দুটো ফোন কলের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো সে–একটা তার অ্যানালিস্ট নোলার কাছ থেকে, আর অন্যটা এজেন্ট হার্টম্যানের কাছ থেকে, যাকে পাঠানো হয়েছে কালোরামা হাইট্সে।

অধ্যায় ৯৪

আস্তে চালাও! এস্কেলেডের পেছনের সিটটা দু'হাতে ধরে রেখেছে ল্যাংডন। গাড়িটা দ্রুত গাতিতে ছুটে যাচ্ছে গন্তব্যের দিকে। সিআইএ এজেন্ট হার্টম্যান হয় ক্যাথারিনকে তার ড্রাইভিং দক্ষতা প্রদর্শন করে মুগ্ধ করতে চাইছে নয়তো সাটোর কাছ থেকে কড়া আদেশ পেয়েছে পিটার সলোমন কাউকে কিছু বলার আগেই যেনো সেখানে পৌছে যায় সে।

অ্যাম্বাসি রো'য়ে এসে প্রতিটি লাল বাতিকে অমান্য করার যে খেলা শুরু হলো সেটা খুবই উদ্বেগের বিষয়। কিন্তু এখন তারা কালোরামা হাইটসের আবাসিক এলাকার আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। চিৎকার করে করে পথের হদিস দিয়ে যাচ্ছে ক্যাথারিন। তাদের গন্তব্য সেই লোকটার বাড়িতে যেখানে আজ দুপুরে সে গিয়েছিলো।

প্রতিটি মোড় নেবার সময়ই ল্যাংডনের পায়ের কাছে থাকা ব্যাগটি সামনে পেছনে দুলছে, ভেতরে রাখা ক্যাপস্টোনের শব্দ পাচ্ছে ল্যাংডন, সেটা পাথরের পিরামিডের সাথে ধাক্কা খাচ্ছে বার বার। তার ভয় জিনিসটা বুঝি শেষ পর্যন্ত ভেঙেই যাবে। ব্যাগটা খুলে হাত দিয়ে দেখতে পেলো জিনিসটা এখনও গরম আছে। তবে জ্বলজ্বল করতে থাকা লেখাগুলো আর নেই। উধাও হয়ে গেছে চিরতরের জন্য। কেবল খোদাই করা লেখাটাই আছে :

সিক্রেটটা লুকিয়ে রাখা হয়েছে দ্য অর্ডার-এর অভ্যন্তরে।

ছোট্ট ক্যাপস্টোনটি সাইড পকেটে রাখার সময় ল্যাংডন লক্ষ্য করলো এটা মসৃণ পৃষ্ঠ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাদা দান দিয়ে আবৃত। কিছু বুঝতে না পেরে সেগুলো মোছার চেষ্টা করলো সে, কিন্তু ওগুলো খুব ভালোভাবে লেগে আছে আর প্লাস্টিকের মতোই শক্ত। *এটা আবার কি?* এখন সে দেখতে পাচ্ছে পিরামিডের মসৃণ পৃষ্ঠটাও সাদা সাদা বিন্দু দিয়ে আবৃত। আঙুলের নখ দিয়ে একটা বিন্দু তুলে নিয়ে দেখলো ল্যাংডন।

"মোম?" আপন মনেই বলে ফেললো কথাটা।

পেছনে ফিরে ক্যাথারিন তার দিকে তাকালো। "কি হয়েছে?"

"পিরামিড আর ক্যাপস্টোনের গায়ে মোমের দানায় ভর্তি। ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারছি না। এগুলো আবার এলো কোত্থেকে?"

"তোমার ব্যাগে হয়তো কিছু আছে?"

"আমার তা মনে হয় না।"

একটা মোড় নিতেই ক্যাথারিন আঙুল তুলে একটা জায়গা দেখিয়ে দিলো হার্টম্যানকে। "ঐযে! আমরা এসে গেছি।"

ল্যাংডন তাকিয়ে দেখলো একটা বাড়ির সামনে একটা সিকিউরিটির গাড়ি আর তাতে লাল বাতি জ্বলছে। বাড়ির গেটটা খোলাই আছে, এসইউভি সোজা ঢুকে পড়লো ভেতরের কম্পাউন্ডে।

বাড়িটা খুবই চমৎকার। অসাধারণ একটি ম্যানসন। ভেতরের সবগুলো বাতিই জ্বলছে এখন। সামনের দরজাটা খোলা। ড্রাইভওয়ে এবং লনের উপর আধ ডজনের মতো গাড়ি এলোমেলোভাবে রেখে দেয়া হয়েছে। খুব তাড়াহুড়া করে এসেছে বোঝা যাচ্ছে। কিছু গাড়ির ইঞ্জিন এখনও চালু অবস্থায় আছে, হেডলাইটগুলো জ্বলে আছে। একটা বাদে সবগুলোই বাড়ির দিকে মুখ করা, কিন্তু যেটা তাদের দিকে মুখ করে আছে সেটার আলো তাদের চোখে এসে লাগলো।

লনে পার্ক করা উজ্জ্বল রঙের একটা সিডানের পাশে থামলো হার্টম্যান। সিডানটার গায়ে লেখা আছে : প্রেফার্ড সিকিউরিটি। ছাদের উপরে থাকা বাতিগুলোর তীব্র আলোর কারণে গাড়িটা ভালোমতো দেখা যাচ্ছে না।

সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থেকে নেমে বাড়ির ভেতর ছুটে গেলো ক্যাথারিন। ল্যাংডন ব্যাগটার জিপার না লাগিয়েই কাঁধে নিয়ে নেমে পড়লো গাড়ি থেকে। সামনের দরজার কাছে আসতেই ভেতর থেকে কিছু কণ্ঠের প্রতিধ্বণি শোনা গেলো। এসইউভিটা লক করে পেছন পেছন দৌড়ে এলো এজেন্ট হার্টম্যান।

ক্যাথারিন জায়গাটা চেনে, খুব দ্রুতই সে ফয়ারে চলে এলো, তাকে অনুসরণ করে ল্যাংডনও উপস্থিত হলো সেখানে। প্রধান হলওয়ে থেকে শব্দ শোনা যাচ্ছে, সেদিকে ছুটে গেলো ক্যাথারিন। হলরুমের শেষ মাথায় একটা ডাইনিং রুমে সিকিউরিটি ইউনিফর্ম পরা এক মহিলা তাদের দিকে পেছন ফিরে বসে আছে।

"অফিসার!" তার দিকে ছুটতে ছুটতে চিৎকার করে বললো ক্যাথারিন। "পিটার সলোমন কোথায়?"

তার পেছনে দৌড়ে চলে এলো ল্যাংডন, কিন্তু সেখানে আসতেই একটা অপ্রত্যাশিত দৃশ্য তার চোখে পড়লো। তার বায়ে লিভিংরুমের জানালা দিয়ে দেখতে পেলো ড্রাইভওয়ের গেটটা বন্ধ করা হচ্ছে। *আজব।* আরেকটা জিনিস তার চোখে পড়লো...এই জিনিসটা ড্রাইভওয়ের তীব্র আলোর কারণে তাদের চোখে পড়ে নি। লন আর ড্রাইভওয়ের উপর যে আধডজন গাড়ি এলোমেলোভাবে রাখা হয়েছে সেগুলো পুলিশের কোনো গাড়ি নয়।

একটা মার্সিডিজ?...একটা হামার?...টেসলা রোডস্টারও আছে একটা?

মুহূর্তেই ল্যাংডন বুঝে গেলো এই বাড়ির ভেতর থেকে যেসব কণ্ঠস্বর শুনেছে তারা সেগুলো আসলে টেলিভিশনের ঝিরঝির শব্দ। ডাইনিংরুম থেকে আসছে।

আস্তে করে হলওয়ের দিকে ঘুরেই চিৎকার দিলো সে। "ক্যাথারিন, দাঁড়াও!"

কিন্তু ঘুরতেই দেখতে পেলো ক্যাথারিন সলোমন আর দৌড়াচ্ছে না।

শূন্যে উঠে গেছে।

অধ্যায় ৯৫

ক্যাথারিন সলোমন জানতো সে পড়ে যাচ্ছে..কিন্তু কেন পড়ে যাচ্ছে সেটা বুঝতে পারে নি।

ডাইনিংরুমের সিকিউরিটি গার্ডের দিকে যখন দৌড়ে যাচ্ছিলো ঠিক তখনই আচমকা অদৃশ্য কোনো কিছুর সাথে তার পা দুটো জড়িয়ে গেলে সামনের দিকে ছিটকে পড়ে সে।

এখন সে ভূপাতিত...কাঠের শক্ত একটা মেঝেতে।

ক্যাথারিনের পেটটা মেঝেতে আছড়ে পড়তেই ফুঁসফুঁসের ভেতর বাতাসের ধাক্কা লাগলো। তার উপর একটা ভারি কোট-ট্রি টলতে টলতে পড়ে গেলে অল্পের জন্যে সে রক্ষা পেয়ে গেলো। তার ঠিক পাশেই সেটা আছড়ে পড়লো সশব্দে। মাথা তুললো সে, চেষ্টা করলো নিঃশ্বাস নেয়ার, চেয়ারে বসে থাকা মহিলা সিকিউরিটি গার্ড একটু নড়ছে না দেখে অবাক হলো খুব। তারচেয়েও আজব ব্যাপার হলো, পড়ে থাকা কোট-ট্রি'টার নীচের দিকে একটা চিকন তার বাধা, সেটা চলে গেছে হলওয়ের দিকে।

এরকম একটা কাজ কে...?

"ক্যাথারিন!" চিৎকার করে বললো ল্যাংডন। মেঝেতে গড়িয়ে তার দিকে ফিরতেই ক্যাথারিনের রক্ত হিম হয়ে গেলো। *রবার্ট! তোমার পেছনে!* চিৎকার দেবার চেষ্টা করলো, কিন্তু এখনও নিঃশ্বাস নেবার জন্যে হাফাচ্ছে সে। স্লো মোশনে কেবল চেয়ে চেয়ে দেখতে পেলো তাকে সাহায্য করার জন্যে ল্যাংডন তার দিকে ছুটে আসছে আর তার পেছনে এজেন্ট হার্টম্যান টলতে টলতে নিজের গলা চেপে ধরে রেখেছে দু'হাতে।

একটা লম্বা স্ক্রু ড্রাইভার গলার ভেতর ঢুকে আছে, সেটা দু'হাতে ধরে রেখেছে হার্টম্যান। গল গল করে রক্ত বের হচ্ছে। তার হাত আর গলা ভিজে যাচ্ছে সেই রক্তে।

এজেন্ট টলতে টলতে আরেকটু সামনে চলে এলে তার আক্রমণকারীকে এবার দেখা গেলো।

হায় ঈশ্বর...না!

কোমরে একটা কাপড় জড়িয়ে রাখা ছাড়া একদম নগ্ন আর বিশালদেহী লোকটা ফয়ারের কোথাও ঘাপটি মেরে ছিলো। তার পেশীবহুল শরীরের পা থেকে মাথা পর্যন্ত অদ্ভুত সব টাটু আঁকা। সামনের দরজাটা বন্ধ করে সে ল্যাংডনে দিকে তেড়ে আসছে এখন।

সামনের দরজাটা বন্ধ হবার সময়ই এজেন্ট হার্টম্যান মুখ থুবড়ে মেঝেতে পড়ে গেলো। ল্যাংডন চমকে উঠে ঘুরে দেখার আগেই টাটু আঁকা লোকটি একটা যন্ত্র তার কোমরে ঠেঁসে ধরলে আলো জ্বলে উঠলো সেই সাথে ইলেক্ট্রিকের তীক্ষ্ম শব্দ। ল্যাংডন

খিচুনি দিয়ে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে, তার চোখ দুটো যেনো কোটর থেকে বের হয়ে আসতে চাইছে। কোমর থেকে পা পর্যন্ত অবশ হয়ে গেলে সামনের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়লো সে। তার কাঁধের ব্যাগটা প্রচণ্ড জোরে শব্দ করে মেঝেতে পড়ে গেলে ভেতর পিরামিডটা বের হয়ে পড়লো।

নিজের শিকারের দিকে তেমন একটা মনোযোগ না দিয়েই টাট্টু আঁকা লোকটি ল্যাংডনকে টপকে ক্যাথারিনের দিকে চলে আসছে এবার। হামাগুড়ি দিয়ে ডাইনিংরুমের দিকে এগোনোর চেষ্টা করলে একটা চেয়ারের সাথে ধাক্কা লাগলো তার। চেয়ারে বসে থাকা চেয়ারের সাথে সাথে মহিলা সিকিউরিটি গার্ডও পড়ে গেলো মেঝেতে। ক্যাথারিনের সামনেই মহিলার প্রাণহীণ অভিব্যক্তিটা একবারেই গা শিউরে ওঠার মতো। তার মুখের ভেতর কাপড় ঢোকানো।

ক্যাথারিন কোনো প্রতিক্রিয়া দেখানোর আগেই বিশালাকৃতির লোকটা কাছে এসে পড়লো। তার কাঁধটা দু'হাতে ধরে তুলে ফেললো তাকে। লোকটার গায়ে অসম্ভব শক্তি। তার মুখটা আর মেকআপে ঢাকা নয়। দেখতে সেটা একেবারেই ভয়ঙ্কর। তার শরীরের পেশীগুলো স্পন্দিত হচ্ছে যেনো। ক্যাথারিনের মনে হলো তার পেটটা বুঝি বেঁকিয়ে ফেলবে। তার পিঠে একটা ভারি হাটু টের পেলো সে। কয়েক সেকেন্ডের জন্য তার কাছে মনে হলো তাকে বুঝি মাঝখান দু'টুকরো করে ফেলবে। তার হাত দুটো ধরে পেছন দিকে টেনে নিলো লোকটা।

তার মাথাটা এখন একপাশে কাত করা, গালের একপাশ কর্পেটের উপর চেপে রাখা আছে। এই অবস্থায় ল্যাংডনকে দেখতে পেলো ক্যাথারিন। তার শরীরটা এখনও খিচুনি দিচ্ছে। মুখটা অন্য দিকে ঘোরানো। তার থেকে একটু দূরে এজেন্ট হার্টম্যানের নিথর দেহটা পড়ে আছে ফয়ারে।

ক্যাথারিন টের পেলো তার হাতের কব্জি স্টিলের তার দিয়ে বাধা হচ্ছে। ভয়ে হাতটা সরানোর চেষ্টা করলে কাজের কাজ কিছুই হলো না, বরং চিকন শক্ত তারের আঘাতে তীব্র ব্যথায় ককিয়ে উঠলো কেবল।

"বেশি নড়াচড়া করার চেষ্টা করলে এই তারে তোমার হাত কেটে যাবে," লোকটা বললো। হাত বাধা শেষ করেই দ্রুত পা দুটোও একইভাবে বেঁধে ফেলতে লাগলো সে।

ক্যাথারিন তাকে লাথি মারলে লোকটা সজোরে তার উরুতে ঘুষি মেরে পা'টা কিছুক্ষণের জন্যে অবশ করে ফেললো। পা দুটোও বাধা হয়ে গেলো কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে।

"রবার্ট!" এবার কোনো রকম গলা দিয়ে শব্দ বের করতে পারলো ক্যাথারিন।

হলওয়ের মেঝেতে পড়ে ল্যাংডন গোঙাচ্ছে। তার ব্যাগের উপর কুকড়ে পড়ে আছে সে, আর মাথার কাছে পড়ে আছে পাথরের পিরামিডটা। ক্যাথারিন বুঝতে পারলো পিরামিডটাই শেষ আশা-ভরসা।

"আমরা পিরামিডের অর্থোদ্ধার করতে পেরেছি!" লোকটাকে বললো সে। "আমি

তোমাকে সব বলবো!"

"হ্যা, অব্যশই বলবে।" এ কথা বলেই মৃত মহিলার মুখ থেকে কাপড়টা বের করে ক্যাথারিনের মুখে ঢুকিয়ে দিলো সে।

এটার স্বাদ মৃত্যুর মতো লাগছে।

রবার্ট ল্যাংডনের শরীরটা যেনো তার নিজের শরীর নয়। অসাড় হয়ে পড়ে আছে সে। শক্ত কাঠের মেঝেতে তার গালটা লেগে আছে। স্টান গান সম্পর্কে সে অনেক কথা শুনেছে, বেশ ভালো করেই জানে এটা সাময়িকভাবে যে কাউকে প্যারালাইজ করে দিতে পারে। এটা অনেকটা বিদ্যুতের শক লাগার মতো একটি ব্যাপার। সত্যি বলতে কি এটা বিদ্যুতের সাহয্যেই কাজ করে। সুতীব্র যন্ত্রণা অনুভূত হয়। তারও সেরকম হচ্ছে। মনে হচ্ছে শরীরের প্রতিটি অনুতে যন্ত্রণা আগাত হানছে। চিন্তাভাবনাগুলো গোছানোর চেষ্টা করলেও তার শরীর সেই আদেশ মানছে না।

ওঠো!

প্যারালাইজ হয়ে মেঝেতে পড়ে থাকা ল্যাংডন আপ্রাণ চেষ্টা করছে নিঃশ্বাস নেবার জন্য। যে লোক তাকে আঘাত করেছে তাকে এখনও দেখতে পায় নি সে। তবে তার কাছেই এজেন্ট হার্টম্যানকে রক্তের মধ্যে পড়ে থাকতে দেখছে সে। ক্যাথারিনের প্রতিরোধ আর কথাবার্তা শুনতে পেয়েছিলো ল্যাংডন, কিন্তু কিছুক্ষণ আগে তার সেই কণ্ঠটা যেনো গোঙানীতে পরিণত হয়েছে। মনে হচ্ছে তার মুখে কিছু ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে জোর করে।

ওঠো, রবার্ট! ক্যাথারিনকে সাহায্য করতে হবে তোমার!

ল্যাংডন এখন তার পা দুটো একটু নড়াতে পারছে, তবে তীব্র ব্যথা হচ্ছে এখনও। *ওঠো!* হাতের অনভূতি ফিরে এসেছে, সেই সাথে মাথা আর ঘাড়েরও। অনেক চেষ্টা করে মাথাটা ঘোরাতে পারলো সে। চেষ্টা করলো ডাইনিংরুমের দিকে তাকাতে।

কিন্তু ল্যাংডনের দৃষ্টি বাধা পড়লো—পাথরের পিরামিডটা ঠিক তার চোখের সামনে পড়ে আছে।

কয়েক মুহূর্ত ল্যাংডন বুঝতে পারলো না কিসের দিকে তাকিয়ে আছে সে। তার চোখের সামনে যে চারকোণা পাথরটি পড়ে আছে সেটা অবশ্যই পিরামিডের বেইজ। তারপরও সেটা দেখতে অন্যরকম লাগছে। খুবই অন্যরকম। সেটা এখনও চারকোণা, পাথরেরও বটে...তবে সেটা আর সমতল এবং মসৃণ নেই। পিরমিডের বেইজে এনগ্রেভিং করা কিছু মার্কিং রয়েছে। *এটা কি করে সম্ভব?* কয়েক সেকেন্ড চেয়ে রইলো সেটার দিকে, ভাবলো তার হেলুশিনেশন হচ্ছে কিনা। *এই পিরামিডের বেইজের দিকে এক ডজন বার দেখেছি...কোনো মার্কিং দেখি নি সেখানে!*

এবার ল্যাংডন বুঝতে পারলো কেন।

তার শ্বাসপ্রশ্বাস শুরু হয়ে গেলে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে নিলো সে। বুঝতে পারছে

ম্যাসনিক পিরামিডে এখনও অনেক সিক্রেট রয়ে গেছে। *আমি আরেকটা রূপান্তর দেখতে পেলাম চোখের সামনে।*

সঙ্গে সঙ্গে গ্যালোয়ের শেষ অনুরোধটির মানে বুঝে ফেললো সে। *পিটারকে বলবেন ম্যাসনিক পিরামিড সব সময়ই তার সিক্রেটগুলো রক্ষা করে থাকে... sincerely।* কথাটা যখন শুনেছিলো তার কাছে খুবই অদ্ভুত মনে হয়েছিলো। কিন্তু ল্যাংডন এখন বুঝতে পারছে ডিন গ্যালোয়ে পিটারকে একটা সাংকেতিক বার্তা দিয়েছেন। পরিহাসের বিষয় হলো ঠিক একই সাংকেতিক বার্তা মাঝারি মানের একটা থ্রিলার উপন্যাসে প্লট টুইস্ট হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। কয়েক বছর আগে বইটা ল্যাংডন পড়েছিলো।

Sin-cere।

মাইকেলঅ্যাঞ্জেলোর সময় থেকেই ভাস্কররা তাদের ভাস্কর্যের ত্রুটি লুকিয়ে রাখার জন্যে গলিত মোম দিয়ে সেই জায়গাটা ভরাট করে সেটার উপর পাথরের ধূলোর প্রলেপ দিয়ে দিতো। এই পদ্ধতিটাকে জালিয়াতি হিসেবে গণ্য করা হোতো সে সময়, সেজন্যে 'উইদাউট ওয়াক্স' অর্থাৎ 'মোম বিহীন' কোনো ভস্কর্যকে–আক্ষরিক অর্থে sine cera–বিবেচনা করা হোতো 'sincere' শিল্পকর্ম হিসেবে। শব্দটা আজো টিকে আছে। এখনও আমরা চিঠি লেখার পর স্বাক্ষর করার সময় sincerely শব্দটি ব্যবহার করে থাকি এটা বোঝানোর জন্যে যে, চিঠিটা 'উইদাউট ওয়াক্স', আমি নিজেই এটা লিখেছি আর এর সব কথা সত্য।

পিরামিডের বেইজের এনগ্রেভিংটাও একই পদ্ধতিতে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। ক্যাথারিন যখন এটাকে গরম পানিতে সেদ্ধ করেছে তখন মোমগুলো গলে যায়, ফলে বেইজের লেখাগুলো বেরিয়ে আসে। সিটিংরুমে গ্যালোয়ে পিরামিডটা স্পর্শ করে এই মার্কিংটা টের পেয়েছিলেন।

এখন কয়েক মুহূর্তের জন্যে ক্যাথারিন আর তার নিজের সমস্ত বিপদের কথা ভুলে গেলো ল্যাংডন। পিরামিডের বেইজে অবিশ্বাস্য কিছু সিম্বলের দিকে চেয়ে আছে সে। এগুলোর মানে কি সে সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই নেই...অথবা এসব দিয়ে শেষ পর্যন্ত কি জানা যাবে, তবে একটা ব্যাপারে সে নিশ্চিত। *বলার জন্য ম্যাসনিক পিরামিডে এখনও কিছু সিক্রেট রয়ে গেছে। এইট ফ্রাঙ্কলিন স্কয়ারই শেষ কথা নয়।*

এই নতুন উপলব্ধিটার জন্য নয়তো দীর্ঘক্ষণ পড়ে থাকার কারণে, ল্যাংডন অবশ্য ঠিক করে জানে না, আচমকা তার মনে হতে লাগলো নিজের শরীরের উপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাচ্ছে সে।

খুব ব্যথা হলেও একটা হাত নড়াতে পারলো, ব্যাগটা চোখের সামনে থেকে সরিয়ে ডাইনিং রুমের দিকে তাকালো সে।

ভয়ে আৎকে উঠলো ল্যাংডন। দেখতে পেলো হাত-পা বাধা ক্যাথারিন পড়ে আছে মেঝেতে, তার মুখের ভেতর কাপড় ঢকিয়ে রাখা হয়েছে। হাটুর উপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলেও সঙ্গে সঙ্গেই অবিশ্বাস্যে বরফের মতো জমে গেলো সে।

ডাইনিংরুমের দরজার কাছে গা শিউরে ওঠার মতো একটা দৃশ্য দেখতে পেলো–ল্যাংডন জীবনে কখনও এরকম মানুষ দেখে নি।

হায় ঈশ্বর, এটা আবার কি জিনিস...?!

ল্যাংডন গড়িয়ে গেলো, দু'পায়ে লাথি মারার চেষ্টা করলো কিন্তু টাট্টু আঁকা বিশালদেহীর লোকটা তাকে ধরেই চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে তার বুকের উপর পা দিয়ে চাপ দিলো। ল্যাংডনের বাইসেপের উপর হাটু দিয়ে চাপ দিলো সজোরে। তীব্র ব্যথায় ককিয়ে উঠলো সে। লোকটার বুকে দুই মাথার ফিনিক্স পাখি। তার ঘাড়, মুখ, গলা, ন্যাড়া মাথা, সবখানেই অদ্ভুত রকম সিম্বলের টাট্টু আঁকা দেখে ল্যাংডন চিনতে পারলো–যা কিনা ব্ল্যাক আর্টের আচারে ব্যবহার করা হয়।

আরো কিছু বুঝে ওঠার আগেই বিশালদেহীর লোকটি ল্যাংডনের দু'কান ধরে তার মাথাটা মেঝে থেকে একটু উপরে তুলে অবিশ্বাস্য শক্তিতে শক্ত কাঠের ফ্লোরে আছাড় মারলো।

কালো হয়ে এলো চারপাশের সব কিছু।

অধ্যায় ৯৬

মালাখ তার হলরুমে দাঁড়িয়ে চারপাশের অবস্থা দেখে নিলো। তার বাড়িটা দেখে মনে হচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্র।

তার পায়ের কাছে রবার্ট ল্যাংডন অচেতন হয়ে পড়ে আছে।

ক্যাথারিন সলোমনের হাত-পা আর মুখ বাধা। পড়ে আছে ডাইনিং রুমের মেঝেতে। মহিলা সিকিউরিটি গার্ড চেয়ারসহ উল্টে পড়ে আছে। মেয়েটা নিজের জীবন বাঁচানোর জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলো। মালাখ যা বলেছে ঠিক তাই করেছে সে। তার গলায় ছুড়ি ধরে তাকে দিয়ে মালাখের ফোনটা রিসিভ করায়, তারপর তার শিখিয়ে দেয়া কথাগুলো বললে ক্যাথারিন আর রবার্ট ল্যাংডন এখানে ছুটে আসে সঙ্গে সঙ্গে। *মেয়েটার কোনো পার্টনার নেই। আর পিটার সলোমনও ভালো নেই।* মেয়েটা তার কথামতো পারফরমেন্স করার পর পরই মালাখ তাকে শ্বাসরোধ ক'রে হত্যা করে ফেলে। মালাখ যে বাড়িতে নেই সেটা পুরোপুরি বোঝানোর জন্যে বেলামিকে ফোন করে তার গাড়ি থেকে। *আমি রাস্তায় আছি,* বেলামিকে সে বলেছিলো। সেই সাথে তার আশেপাশে যারা ছিলো তাদেরকেও। *পিটার আমার গাড়ির ট্রাঙ্কের মধ্যে আছে।* সত্যি বলতে কি মালাখ তার গ্যারাজ থেকে গেট পর্যন্ত ড্রাইভ করছিলো। বাড়ির সামনে কতোগুলো গাড়ি রেখে দিয়েছে এমনভাবে যেনো এখানে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার লোকজন ছুটে এসেছে।

ধোঁকাবাজিটা বেশ ভালোই কাজে দিয়েছে।

একেবারে ঠিক ঠিক মতো।

একমাত্র ঝামেলা পাকিয়েছে ঐ কালো পোশাক পরা হারামজাদা। ফয়ারেই তার গলা একটা স্ক্রু ড্রাইভার ঢুকিয়ে দেয় সে। লোকটার দেহ তল্লাশী করে যখন হাইটেক ট্রান্সিভার আর সেলফোনে সিআইএ'র লোগো দেখতে পেলো মালাখ কেবল মুচকি হেসে ছিলো। *মনে হচ্ছে তারাও আমার ক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত আছে।* ঐ দুটো জিনিসই আছাড় মেরে নষ্ট করে ফেলে সঙ্গে সঙ্গে। মালাখ জানতো তাকে খুব দ্রুত কাজ সারতে হবে, কারণ সিআইএ জড়িত হয়েছে। ল্যাংডনের দিকে ফিরে এলো সে। অজ্ঞান হয়ে আছে প্রফেসর। আরো কিছুক্ষণ এভাবেই পড়ে থাকবে। প্রফেসরের পাশেই মেঝেতে পড়ে থাকা পিরামিডটার দিকে তাকালো মালাখ। ওটা দেখেই তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো, বেড়ে গেলো হৃদস্পন্দন।

অনেক বছর অপেক্ষা করেছি আমি... ম্যাসনিক পিরামিডটা তুলে নেবার সময় তার হাত কাঁপতে শুরু করলো। এনগ্রেভিংয়ের উপর হাত বোলালো সে। খুব বেশি উচ্ছ্বাসিত হয়ে ওঠার আগেই ব্যাগের ভেতর আবার রেখে দিলো সেটা।

খুব জলদিই আমি পিরামিডটা আবার সমন্বয় করবো...অনেক বেশি নিরাপদ একটি জায়গায়।

ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে প্রফেসরকে পাঁজাকোলা করার চেষ্টা করলো সে। তার ধারণার চেয়েও প্রফেসর অনেক বেশি ভারি। ল্যাংডনের বগলের নীচ দু'হাতে ধরে টেনে নিয়ে গেলো তাকে। *তার যেখানে যাবার কথা সেখানে সে যাবে না*, ভাবলো মালাখ।

ল্যাংডনকে রান্নাঘরে টেনে আনতেই টিভির শব্দটা শোনা গেলো। এই টিভির শব্দটাও ধোঁকার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। এখনও সেটা চালু আছে। বন্ধ করা হয় নি। টেলিভিশনে এক পাদ্রীর প্রার্থনা অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে। মালাখ ভাবলো এই লোকের সম্মোহিত দর্শকের মধ্যে কারোর কোনো ধারণা আছে কিনা প্রার্থনা কোত্থেকে এসেছে।

"...যেমন পৃথিবীতে তেমনি স্বর্গে..." প্রার্থনাকারীরা বললো সমস্বরে।

হ্যা, ভাবলো মালাখ, *যতো উপরে ততো নীচে।*

"আমাদেরকে যেনো কোনো লোভে নিপতিত না করা হয়..."

প্রভু আমাদের নশ্বর দেহের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করো।

"শয়তানের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করো..." তারা সবাই মিনতি ক'রে বললো।

মুচকি হাসলো মালাখ। *এটা অবশ্য খুব কঠিন কাজ হবে। অন্ধকার ক্রমশ বাড়ছে।*

তারপরও তাদের প্রচেষ্টার জন্য তাদেরকে কিছুটা কৃতিত্ব দিলো সে। যেসব মানুষ অদৃশ্য শক্তির কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে আধুনিক যুগে তারা বিলুপ্তপ্রায় প্রাণী।

প্রার্থনাটি আমেন বলার মধ্য দিয়ে যখন সমাপ্ত হলো মালাখ তখন ল্যাংডনকে লিভিং রুমে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

আমোন, শুধরে দিলো মালাখ। *তোমাদের ধর্মের আদি পীঠস্থান হলো মিশর।* আমোন দেবতা অনেকটা জিউস...জুপিটারসহ সব আধুনিক ঈশ্বরেরই প্রতিভু। বর্তমানে প্রায় সব ধর্মই তার নামটি বিভিন্নভাবে উচ্চারণ করে থাকে। *আমেন, আমিন! ওম!*

পাদ্রী সাহেব এখন বাইবেল থেকে উদ্ধৃত করছেন ফেরেস্তা-শয়তান আর আত্মাদের কথা। যারা কিনা স্বর্গ নরকে আধিপত্য ক'রে বেড়ায়। "শয়তানের হাত থেকে নিজেদের আত্মাকে রক্ষা করো।" সতর্ক করে দিলো তার সামনে জড়ো হওয়া অনুসারীদের। "ঈশ্বরের ভক্তিতে তোমাদের আত্মা প্রজ্জ্বলিত করো। আলোকিত করো। ঈশ্বর এবং তার ফেরেস্তারা তোমার কথা শুনবে!"

তার কথা ঠিক, মালাখ জানে সেটা। *তবে সেই সাথে শয়তানও শুনবে।*

বহু আগেই মালাখ জেনেছে, শিল্পকর্মের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে কোনো চর্চাকারী আধ্যাত্মিক জগতের দ্বার খুলতে পারে। যে অদৃশ্য শক্তির অস্তিত্ব আছে সেটা অনেকভাবেই আসতে পারে, ভালো এবং মন্দ উভয়। ঐসব আলো আরোগ্য করে তোলে, সুরক্ষা করে, মহাবিশ্বে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনে। আর অন্ধকার ঠিক তার বিপরীত কাজটাই করে...ধ্বংস আর বিশৃঙ্খলা ডেকে আনে তারা।

ভালোভাবে, যথাযথভাবে ডাকলে অদৃশ্য শক্তি চর্চাকারীর কথামতো কাজ করে এই পৃথিবীতে...এভাবেই তাকে অতিপ্রাকৃত শক্তির অধিকারী করে তোলে। তবে এই আহ্বানের জন্যে কিছু নিবেদন জানাতে হয়--ঐসব আলোকে প্রশংসা করতে হয়, তাদেরকে প্রার্থনা জানাতে হয় আর অন্ধকারকে নিবেদন করতে হয় রক্ত।

যতো বড় ত্যাগ ততো বড় রূপান্তর হবার ক্ষমতা লাভ করা যায়।

মালাখ তার অনুশীলন শুরু করেছিলো ইতর প্রাণীর রক্তের সাহায্যে। সময়ের পরিক্রমায় তার ত্যাগের বিষয়টি আরো ব্যাপক আকার ধারণ করেছে, আরো বেশি সাহসী হয়ে উঠেছে।

আজরাতে আমি চূড়ান্ত ধাপটিতে পা রাখবো।

"সাবধান!" পাদ্রী বললো। কেয়ামতের আগমন সম্পর্কে সতর্ক করে দিলো সে। "মানুষ তার আত্মাকে নিয়ে খুব শীঘ্রই যুদ্ধে নামবে!"

তাতো বটেই, মালাখ মনে মনে বললো, *আর আমি হবো সেই যুদ্ধের সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা।*

যুদ্ধটা অবশ্য বহু আগে শুরু হয়েছে। প্রাচীন মিশরে যারা শিল্পকর্মের উৎকর্ষতা করেছিলো তারা ইতিহাসের সবচাইতে মহান পণ্ডিত হয়ে ওঠে। সাধারণ জনগনের মধ্য থেকে তারা বেরিয়ে এসে আলোর সত্যিকারের অনুশীলনকারী হিসেবে বির্বতিত হয়। তারা হয়ে ওঠে পৃথিবীর ঈশ্বর। বিশাল বিশাল মন্দির নির্মাণ করে তারা, সারা বিশ্বের শিক্ষার্থীরা আসে সেখানে প্রজ্ঞা আর জ্ঞান অর্জনের জন্যে। সেখানে স্বর্গের মানব হিসেবে কিছু লোকের আর্বিভাব ঘটে। অল্প সময়ের জন্যে মানবসভ্যতা নিজেকে সুউচ্চে প্রতিষ্ঠিত করে, পার্থিব সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতেও সক্ষম হয়।

প্রাচীন রহস্যের স্বর্গযুগ।

তারপরও রক্তমাংসের তৈরি বলে মানুষ পাপে নিমজ্জিত হয়, ঘৃণা, অধৈর্য আর লোভে ডুবে যায়। এক সময় শিল্পকে দূষিত করা হয়, এর মধ্যে বিকৃত যৌনাচার ঢুকিয়ে এর ক্ষমতাকে ব্যক্তিগত অর্জনের জন্যে অপব্যবহার করে। তারাই এইসব বিকৃত শিল্পকে কালো শক্তির আরাধনায় ব্যবহার করতে শুরু করে। নতুন ধরণের এক শিল্পে উদ্ভব হয়... আরো বেশি সম্ভাবনাময় তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকরী এবং উত্তেজকভাবেই প্রভাবশালী।

যেমন আমার শিল্পকর্ম।

যেমন আমার মহান সব কাজ।

আলোর পূজারী যারা তারা এই উদীয়মান শয়তানের কার্যকলাপ দেখতে পায়। বুঝতে পারে মানুষ তার সেই নব-আবিষ্কৃত জ্ঞানকে নিজের প্রজাতির মঙ্গলের জন্যে ব্যবহার করছে না। সেজন্যেই তারা তাদের প্রজ্ঞা অযোগ্যদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রকারান্তরে এটা ইতিহাসে হারিয়ে যায় এক সময়।

আর তার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের বিরাট পতন ঘটে।

টিকে থাকে অন্ধকার।

সেইসব আলোর পূজারীদের উত্তরসূরীরা বর্তমান সময়ে চেষ্টা ক'রে যাচ্ছে নিজেদের অতীতের হারানো সেই ক্ষমতা ফিরে পাবার জন্যে। অন্ধকারকে দূরীভূত করার চেষ্টা করছে। তারা হলো এ বিশ্বের সব ধর্মের চার্চ-মন্দির-মসজিদের পাদ্রী কিংবা পুরোহিত। সময় স্মৃতিকে মুছে দেয়...নিজেদের অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। তারা আর জানতেও পারে না এক সময় কোন্ উৎস থেকে তারা জ্ঞান লাভ করতো। তাদেরকে যখন তাদের পূর্বপুরুষের স্বর্গীয় রহস্যের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয় তখন ধর্মের নতুন অভিভাবকেরা সেগুলোকে অস্বীকার করে, সমালোচনা করে, অধর্ম হিসেবে নিন্দা করে।

তারা কি সত্যি ভুলে গেছে? মালাখ ভাবলো।

প্রাচীন আর্ট এখনও পৃথিবীর প্রতিটি কোনেই অনুরিত হচ্ছে। মিস্টিক্যাল কাবালিস্ট থেকে খৃস্টবাদ হয়ে ইসলামের আধ্যাত্মিক দর্শন সূফীবাদ পর্যন্ত। খৃস্টধর্মের বিভিন্ন আচারের মধ্যে সেইসব অবশিষ্ট রয়ে গেছে ঈশ্বর ভক্ষণ আচার, হলি কমিডিনিয়নের মধ্যে এবং সাধু, অ্যাঞ্জেল আর শয়তানের শ্রেণী বিভাগের অভ্যন্তরে। এর মন্ত্র উচ্চারণ আর জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্যালেন্ডারের ভেতরে। যে আলখেল্লা পাদ্রীরা পরে তার ভাঁজে ভাঁজে। এর পরকালের অমরত্ব লাভের প্রতিশ্রুতির মধ্যে। এমনকি বর্তমানেও এই ধর্মের পাদ্রীরা সুগন্ধীর ধোয়া দিয়ে দুষ্ট আত্মাকে বিতারণ করে থাকে। পবিত্র ঘণ্টা ধ্বনি বাজায় তারা। ছিটিয়ে থাকে হলিওয়াটার। এক্সরসিজমের মতো ডাকিনী বিদ্যা অনুশীলন ক'রে থাকে বর্তমান কালের খৃস্টানরা পর্যন্ত। শুরুর দিকে এ ধর্মে শুধুমাত্র শয়তানকে বিতারণ করার সক্ষমতাই অনুশীলন করা হোতো না, সেই সাথে শয়তানকে ডেকে আনার ক্ষমতাও অর্জন করতে হোতো।

তারপরও তারা নিজেদের অতীত দেখতে পায় না?

চার্চের কেন্দ্র তীর্থস্থান ভ্যাটিক্যানেই অতীতের মিস্টিক্যাল স্মারক দাঁড়িয়ে আছে। ভ্যাটিকানের মাঝখানে সেন্ট পিটারস স্কয়ারে একটি মিশরিয় অবিলিস্ক মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। জিশুখৃস্ট জন্মগ্রহণ করারও তেরোশ' বছর আগে এটা বানানো হয়েছিলো–এই পাথরের স্তম্ভটির সাথে এই ধর্মের কিংবা ভ্যাটিকানের কোনো সম্পর্ক নেই, আধুনিক খৃস্টবাদের সাথেও নেই কোনো দূরবর্তী আত্মীয়তা, তারপরও ওটা আছে। একেবারে খৃস্টির চার্চের বুকের উপর। সেই পাথরের আলোকরশ্মি যেনো চিৎকার করে বলছে কোত্থেকে এসবের শুরু হয়েছে। প্রাচীন রহস্যের জরায়ুতে এই চার্চের জন্ম, এখনও বহন করে চলেছে তার আচার আর অসংখ্য প্রতীক।

সব কিছুর উপর আছে একটা সিম্বল।

খৃস্টবাদ অন্য যে কোনো ধর্মের চেয়ে স্যাক্রিফাইসের রূপান্তর করার ক্ষমতা ভালোভাবে বুঝে থাকে। এমনকি আজো জিশুর এবং তার অনুসারীদের আত্মত্যাগকে সম্মান জানানোর জন্যে উপবাস থাকার মতো আচার পালন করে থাকে।

এসব নিবেদন অবশ্যই কার্যকরী। তবে রক্ত ছাড়া সত্যিকারের কোনো স্যাক্রিফাইস নেই।

অন্ধকারের শক্তি রক্তের স্যাক্রিফাইসের জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকে। আর রক্ত পেতে পেতে এটা এতোটাই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে যে, কল্যাণের শক্তি এখন নিজেকে রক্ষা করতে হিমশিম খাচ্ছে। খুব জলদিই সমস্ত আলো হারিয়ে যাবে, তখন অন্ধকারের অনুশীলনকারীরা বিনা বাধায় মানবমনে ঢুকতে পারবে যখন তখন।

অধ্যায় ৯৭

"এইট ফ্রাঙ্কলিন স্কয়ার অবশ্যই আছে," সাটো বেশ জোর দিয়ে বললো। "আবার দ্যাখো"! নোলা কাই তার হেডসেটটা অ্যাডজাস্ট করে নড়েচড়ে বসলো নিজের ডেস্কে। "ম্যাম, আমি সবখানে চেক করেছি....এই ঠিকানাটা ডি.সি'র কোথাও নেই।"

"কিন্তু আমি তো ওয়ান ফ্রাঙ্কলিন স্কয়ারের ছাদের উপর আছি এখন," বললো স্যাটো। "এখানে অবশ্যই এইট আছে!"

ডিরেক্টর সাটা ছাদের উপরে? "দাড়াঁন।" নতুন ক'রে আবার সার্চ করলো নোলা। ডিরেক্টরকে হ্যাক্যারের কথাটা বলতে চাচ্ছিলো সে কিন্তু মহিলা এই মূহূর্তে এইট ফ্রাঙ্কলিন স্কয়ার নিয়েই মহাব্যস্ত। তাছাড়া হ্যাকারের ব্যাপারে নোলার কাছে বিস্তারিত তথ্য এখনও এসে পৌছায় নি। *আরে ঐ, সিস্টেম-সেকটা গেলো কোথায়?* মনিটরের পর্দায় চোখ রেখে নোলা বললো, "ঠিক আছে। সমস্যাটা আমি ধরতে পেরেছি। ওয়ান ফ্রাঙ্কলিন স্কয়ার হলো একটা ভবনের নাম...কোনো ঠিকানা নয়। আসল ঠিকানাটা হলো 1301 k স্ট্রট।"

কথাটা শুনে ডিরেক্টর হতভম্ব হয়ে গেলো। "নোলা, বুঝিয়ে বলার মতো সময় আমার হাতে নেই। পিরামিডে লেখা আছে এইট ফ্রাঙ্কলিন স্কয়ার।"

সোজা হয়ে বসলো নোলা। *পিরামিডে নির্দিষ্ট একটা ঠিকানা লেখা আছে?*

"ওটার গায়ে লেখাটা পড়ছি," বললো সাটো। "সিক্রেটটা লুকিয়ে রাখা হয়েছে দ্য অর্ডারের অভ্যন্তরে, এইট ফ্রাঙ্কলিন স্কয়ার।"

নোলা বুঝতে পারলো না। "অর্ডার বলতে কি...ম্যাসনিক অথবা ফ্যাটারনাল অর্ডার বোঝাচ্ছে?"

"আমারও ধারণা সেরকমই," বললো সাটো।

একটু ভেবে নোলা টাইপ করতে শুরু করলো। "ম্যাম, হতে পারে স্কয়ারের স্ট্রট নাম্বারগুলো এতো বছরে অনেকবার বদলে গেছে? মানে, এই পিরামিউটার লিজেন্ড তো বেশ পুরনো, পিরামিডটা তৈরির সময় হয়তো ফ্রাঙ্কলিন স্কয়ারের নাম্বার অন্যরকম ছিলো? এখন আমি নাম্বার ছাড়া সার্চ ক'রে দেখছি...'দ্য অর্ডার'...'ফ্যাঙ্কলিন স্কয়ার'...এবং 'ওয়াশিংটন ডিসি'...এতে ক'রে হয়তো কিছু পাওয়া যেতে পারে যদি তেমন কিছু থেকে থাকে–" পর্দায় সার্চ রেজাল্ট ভেসে উঠতেই কথার মাঝখানে থমকে গেলো নোলা।

"কি পেলে তুমি?" জানতে চাইলো সাটো।

তালিকার প্রথম রেজাল্টার দিকে চেয়ে আছে নোলা–মিশরিয় পিরামিডের চমৎকার একটা ছবি–ফ্রাঙ্কলিন স্কয়ারের একটা ভবনের ওয়েব পেজে ব্যাকড্রপ হিসেবে ছবিটা ব্যবহার করা হয়েছে। ভবনটি স্কয়ারের অন্যসব ভবনের চেয়ে একেবারেই অন্যরকম।

কিংবা বলা যেতে পারে পুরো শহরের মধ্যেই।

ভবনটির অদ্ভূত স্থাপত্যশৈলী দেখে নয়, বরং এর উদ্দেশ্যের বর্ণনা দেয়া আছে সেটা দেখেই নোলা স্থির হয়ে আছে। ওয়েবসাইটের তথ্য মতে, এই অদ্ভূত ভবনটি নির্মাণ করা হয়েছে পবিত্র মিস্টিক্যাল উপাসনালয় হিসেবে। এর ডিজাইন করেছে...মানে ডিজাইন করা হয়েছে...একটি প্রাচীর সিক্রেট অর্ডার-এর জন্য। অর্থাৎ কোনো প্রাচীন গুপ্ত সংঘের জন্যে।

অধ্যায় ৯৮

প্রচণ্ড মাথা ব্যথা নিয়ে আবারো জ্ঞান ফিরে এলো রবার্ট ল্যাংডনের।

আমি কোথায়?

সে যেখানেই থাকুক না কেন জায়গাটা ঘন অন্ধকার আর মৃত্যুবৎ নীরব।

চিৎ হয়ে শুয়ে আছে সে, দু'হাত দুদিকে রাখা। দ্বিধার সাথেই হাতের আঙুল আর পায়ের পাতা নড়াচড়া করার চেষ্টা করে দেখতে পেলো কোনো রকম ব্যথা অনুভূত হচ্ছে না। *কি হয়েছে?* প্রচণ্ড মাথা ব্যথা আর গাঢ় অন্ধকার ছাড়া সাব কিছুই খুব স্বাভাবিক বলেই মনে হচ্ছে তার কাছে।

প্রায় সব কিছু।

ল্যাংডন বুঝতে পারলো সে এমন একটা মেঝেতে শুয়ে আছে যেটা খুব শক্ত হলেও একেবারেই মসৃণ। যেনো কাঁচের শিট। অদ্ভুত ব্যাপার হলো পিচ্ছল আর মসৃণ পৃষ্ঠটা মনে হচ্ছে তার খালি গায়ের সাথে লেগে আছে...কাঁধ, নিতম্ব, পিঠ, উরু সবখানে। *আমি কি নগ্ন?* কিছু বুঝতে না পেরে শরীরে হাত বোলালো।

হায় জিশু! আমার জামাকাপড় সব গেলো কোথায়?

অন্ধকারে তার মাথাটা আবার আগের অবস্থায় চলে এলো আস্তে আস্তে। মনে পড়ে গেলো কতোগুলো স্মৃতি...ভয়ঙ্কর সব টুকরো টুকরো ছবি...মৃত সিআইএ'র এজেন্ট...টাট্টু আঁকা জানোয়ারটার চেহারা...মেঝেতে ল্যাংডনের মাথা আছড়ে পড়া। দ্রুত আসছে একের পর এক...এবার ক্যাথারিন সলোমনের হাত-পা মুখ বাধা সেই জঘন্য ছবিটা ভেসে উঠলো। ডাইনিংরুমের মেঝেতে পড়ে আছে সে।

হায় ঈশ্বর!

উঠে বসলো ল্যাংডন। কিন্তু মাথায় কিছু একটার সাথে প্রচণ্ড জোরো আঘাত লাগলে টের পেলো মাথার কয়েক ইঞ্চি উপরে একটা ঝুলন্ত জিনিস রয়েছে। মাথায় প্রচণ্ড ব্যথায় কঁকিয়ে উঠে শুয়ে পড়লো আবার। প্রায় জ্ঞান হারাবার যোগার হলো তার। আন্দাজে হাত বাড়িয়ে সেটা ধরার চেষ্টা করে যে জিনিস খুঁজে পেলো তাতে মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলো না। তার কাছে মনে হলো এই ঘরের ছাদ মাত্র এক ফুট উঁচুতে। *এটা আবার কি?* শরীরটা গড়ানোর চেষ্টা করতেই বুঝতে পারলো একটা সংকীর্ণ জায়গা আছে সে। দু'পাশে দেয়ালের মতো কিছু একটা।

সত্যটা তার কাছে উদ্ভাসিত হলো এবার। রবার্ট ল্যাংডন কোনো ঘরের মধ্যে নেই।

আমি একটা বাক্সের মধ্যে আছি!

কফিনের মতো ছোট্ট একটি কন্টেইনারের ভেতর গাঢ় অন্ধকারে তার হৃদস্পন্দন

আচমকাই বেড়ে গেলো। সাহায্যের জন্যে চিৎকার করলো সে। একটা সুতীব্র ভয় তার মধ্যে জেঁকে বসতে শুরু করলো।

আমাকে জীবন্ত কবর দেয়া হয়েছে।

ল্যাংডনের অদ্ভুত কফিনটার ঢাকনা শক্ত করে আঁটকানো। দু'হাত আর পায়ের সমস্ত শক্তি দিয়েও সেটার কোনো হেরফের করতে পারলো না। আন্দাজ করতে পারলো বাক্সটা ভারি ফাইবার গ্লাস দিয়ে বানানো হয়েছে। *বেশ ভালো। সাউন্ডপ্রুফ। লাইটপ্রুফ। এস্কেপপ্রুফ।*

এই বাক্সের ভেতর আমার দম বন্ধ হয়ে যাবে।

শৈশবে গভীর একটা কুয়ায় পড়ে যাবার কথা ভাবলো সে। সারা রাত সেই কুয়ার মধ্যে পড়ে ছিলো ল্যাংডন। তার জীবনের একটি ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা। সারা জীবন এই ভয়টা তাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। ঐ ঘটনার পর থেকে আবদ্ধ কোনো জায়গা তার জন্যে মারাত্মক অবস্থা সৃষ্টি করে।

আজরাতে জীবন্ত কবর দেয়া অবস্থায় রবার্ট ল্যাংডন যেনো দুঃস্বপ্নের শেষ সীমায় পৌঁছে গেলো।

মালাখের ডাইনিংরুমের মেঝেতে নীরবে কাঁপছে ক্যাথারিন সলোমন। ধারালো স্টিলের তার দিয়ে তার হাত-পা বেধে রাখা হয়েছে, ইতিমধ্যেই কেটে গেছে জায়গাগুলো। একটু নড়াচড়া করলেই তীব্র ব্যথা হচ্ছে।

টাট্টু আঁকা লোকটা ল্যাংডনকে আঘাত করে অজ্ঞান করে টেনে হিচড়ে কোথায় নিয়ে গেছে সে সম্পর্কে ক্যাথারিনের কোনো ধারাণাই নেই। তাদের সঙ্গে আসা এজেন্ট মরে পড়ে আছে। অনেকক্ষণ ধরে কোনো রকম শব্দ শুনছে না সে। তার এখন মনে হচ্ছে টাট্টু আঁকা লোকটি আর ল্যাংডন এখনও বাড়িতে আছে কিনা কে জানে। সাহায্যের আশায় বেশ কয়েক বার চিৎকার দেবার চেষ্টা করলেও কোনো লাভ হয় নি। তার মুখের ভেতর কাপড় গুঁজে দেয়া হয়েছে।

মেঝেতে কারোর পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছে এখন। তার মনে ক্ষীণ আশা হয়তো তাদেরকে সাহায্য করার জন্যে কেউ এগিয়ে আসছে। কিন্তু না। বিশালদেহী টাট্টু আঁকা লোকটিকে দেখা যাচ্ছে হলওয়ে দিয়ে এগিয়ে আসতে। মনে পড়ে গেলো এই একই লোক দশ বছর আগে তার পরিবারের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলো।

আমার পরিবারকে হত্যা করেছে সে।

এখন তার দিকেই এগিয়ে আসছে জানোয়ারটা। ল্যাংডনকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। উপুড় হয়ে লোকটা ক্যাথারিনের কোমর ধরে তার কাঁধের উপর তুলে নিলো। হাতে বাধা স্টিলের তার মাংস কেটে আরো ভেতরে ঢুকে গেলো ঝাকুনির চোটে। ক্যাথারিনের মুখ দিয়ে যে আর্তনাদটি বের হলো সেটা বোবা কান্নার মতো। লিভিংরুমের দিকে গেলো

তাকে নিয়ে যেখানে তারা দুজন আজ দুপুরে বসে বসে চায়ে চুমুক দিয়েছে।

আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে সে?

লিভিংরুমের দেয়ালে টাঙানো বিশাল তৈলচিত্র থৃ গ্রেসেস-এর সামনে এসে থামলো লোকটি। আজ দুপুরে এই ছবিটার খুব প্রশংসা করেছিলো ক্যাথারিন।

"তুমি বলেছিলে এই পেইন্টিংটা খুব পছন্দ করো," ফিসফিস করে বললো কথাটা, একেবারে তার কানের কাছে মুখ এনে। "আমি খুব খুশি হয়েছি। এটা সম্ভবত তোমার এ জীবনে দেখা শেষ সুন্দর জিনিস।"

এ কথা বলেই বিশাল পেইন্টিংটার ফ্রেমের একপাশে হাতের তালু দিয়ে জোরে চাপ দিলো লোকটা। বিস্ময়ে ক্যাথারিন দেখতে পেলো পেইন্টিংসহ দেয়ালটা রিভলভিং দরজার মতো ঘুরে গেলো সঙ্গে সঙ্গে। *গুপ্ত দরজা।*

ক্যাথারিন ছোটার জন্যে হাসফাস করলেও লোকটা তাকে শক্ত করে ধরে রাখলো। গুপ্ত দরজা দিয়ে ঢুকতেই সেটা ঘুরে বন্ধ হয়ে গেলো আবার। ক্যাথারিন খেয়াল করলো পেইন্টিংটার পেছনের দেয়ালে ভারি ইনসুলেশন দেয়া। ভেতর থেকে কোনো শব্দ বাইরে যেতে পারবে না। বাইরের শব্দও ভেতরে আসবে না।

পেইন্টিংটার পেছনে যে জায়গাটা আছে সেটা খুবই অপরিসর। এটাকে কোনো ঘর না বলে হলওয়ে বলাই ভালো। লোকটা তাকে বয়ে নিয়ে গেলো সামনের আরেকটা দরজার কাছে। সেই দরজার ভেতরে ঢালু একটা পথ দিয়ে তাকে নীচের বেইজমেন্টে নিয়ে গেলো বিশালদেহী লোকটা। প্রাণপনে চিৎকার করার চেষ্টা করলো কোনো লাভ হলো না।

জায়গাটা খুবই খাড়া আর সংকীর্ণ। দু'পাশের দেয়ালগুলো সিমেন্টে তৈরি। মনে হলো নীচ থেকে নীলচে আলো ঠিক্‌রে আসছে এখানে। বাতাস খুবই ভারি আর গুমোট, আজব এটা গন্ধ মিশে আছে তাতে...রাসায়নিক দ্রবনের কটু গন্ধ, মানুষের ঘাম, আরো কিছু অচেনা গন্ধ।

"তোমার বিজ্ঞান আমাকে মুগ্ধ করেছে," ঢালু পথের একেবারে নীচে নেমে বললো লোকটা। "আশা করি আমারটাও তোমাকে মুগ্ধ করবে।"

অধ্যায় ৯৯

সিআইএ'র ফিল্ড এজেন্ট টার্নার সিমকিন্স ফ্রাঙ্কলিন পার্কের অন্ধকারে হামাগুড়ি দিয়ে ওয়ারেন বেলামির দিকে কড়া নজর রাখছে। এখনও কেউ টোপটা গেলে নি, তবে এটাও ঠিক এখনও সময় হয় নি।

সিমকিন্সের ট্রান্সিভারটা বিপ্ করে উঠলে হাতে নিয়ে সেটা চালু করলো, তার আশা তার টিমের কেউ বুঝি কাউকে স্পট করতে পেরেছে। কিন্তু না, সাটোর কণ্ঠটা শোনা গেলো। তার কাছে নতুন একটা তথ্য রয়েছে।

সিমকিন্স সব শুনে মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললো, "একটু দাঁড়ান। দেখি, ওটা দেখা যায় কিনা। ঝোঁপের আড়াল থেকে হামাগুঁড়ি দিয়ে বের হয়ে স্কয়ারের দিকে তাকালো সে।

হলি শিট।

সামনে এমন একটি ভবনের দিকে তাকিয়ে আছে সে যেটা কিনা দেখতে পুরনো দিনের কোনো মসজিদের মতো। দু'পাশে দুটো বড় ভবনের মাঝখানে অবস্থিত সেটা। মুরিশ সম্মুখ দিকটি টেরা-কোটা টাইল্সে তৈরি। একেবারে নিখুঁত হিসেব করে বসানো হয়েছে। তার উপর বড় বড় তিনটি দরজা, দুটো জানালা। দেখে মনে হচ্ছে অযাচিত কেউ এখানে প্রবেশ করলে অ্যারাবিয়ান তীরন্দাজ তার তীরধনুক দিয়ে একান থেকে আক্রমন করতে শুরু করে দেবে।

"দেখতে পাচ্ছি সেটা," সিমকিন্স বললো।

"ওখানে কোনো লোকজন দেখা যাচ্ছে?"

"না। কিছুই দেখা যাচ্ছে না।"

"ভালো। আমি চাই তুমি রিপজিশন নিয়ে জায়গাটার দিকে কড়া নজর রাখো। এটাকে আলমাস শ্রাইন টেম্পল বলে। একটা মিস্টিক্যাল অর্ডার-এর হেডকোয়ার্টার এটি।"

দীর্ঘ দিন ধরেই সিমকিন্স ডিসি'তে কাজ করে আসছে তারপরও ফ্রাঙ্কলিন স্কয়ারে কোনো টেম্পল কিংবা প্রাচীন কোনো মিস্টিক্যাল অর্ডারের হেডকোয়ার্টার তার চোখে পড়ে নি।

"এই ভবনটি," সাটো বললো, "প্রাচীন অ্যারাবিক অর্ডার অব নোবেল্স অব দি মিস্টিক শ্রাইন নামের একটা গ্রুপের।"

"এ নাম তো কখনও শুনি নি।"

"মনে হয় শুনেছো," বললো সাটো। "তারা ম্যাসনদের একটি সহযোগীসংগঠন।

শ্রাইনার নামেই তারা বেশি পরিচিত।"

ভবনটির দিকে সন্দেহের চোখে তাকালো সিমকিন্স। *শ্রাইনার? যারা বাচ্চাদের জন্য হাসপাতাল বানায়?* এই দলটির ব্যাপারে সে কোনো অর্ডার ফর্ডারের কথা কল্পনাও করতে পারলো না। ছোট্ট লাল ফেজ টুপি পরে প্যারাডে মার্চ করা মানবতাবাদী সংগঠন ছাড়া আর কিছুই ভাবার অবকাশ নেই তাদেরকে।

তারপরও বলতে হয় সাটো যখন বলেছে তখন নিশ্চয় ব্যাপারটা সত্য। "ম্যাম, আমাদের টার্গেট যদি বুঝতে পারে এই ভবনটিই হলো ফ্রাঙ্কলিন স্কয়ারের দ্য অর্ডার তাহলে তার আর ঠিকানাটার কোনো দরকা হবে না। সে এখানে দেখা না দিয়ে সোজা চলে যাবে সঠিক ঠিকানার জায়গাটিতে।"

"আমিও ঠিক এইরকমই ভেবেছি। এর প্রবেশপথের দিকে চোখ রাখো।"

"হ্যা, ম্যাম।"

"কালোরমা থেকে এজেন্ট হার্টম্যানের কোনো খবর পেয়েছো কি?"

"না, ম্যাম। আপনি তো তাকে বলে দিয়েছেন সে যেনো সরাসরি আপনাকেই ফোন করে।"

"কিন্তু সে তো ফোন করেছে না।"

অদ্ভুত তো, ভাবলো সিমকিন্স। হাতঘড়ির দিকে তাকালো সে। *লোকটা দেরি করে ফেলেছে।*

অধ্যায় ১০০

রবার্ট ল্যাংডন সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে ঘুটঘুটে অন্ধকারে পড়ে রয়েছে। সুতীব্র ভয়ে প্যারালাইজ হয়ে কোনো রকম চিৎকার কিংবা ধাক্কাধাক্কি করছে না আর। তার বদলে চোখ বন্ধ করে নিজের হৃদপিণ্ডটাকে শান্ত করার চেষ্টা করছে!

তুমি শুয়ে আছো বিশাল রাতের বিশাল আকাশের নীচে, নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করলো ল্যাংডন। *তোমার উপরে বিশাল আকাশ ছাড়া আর কিছু নেই।*

এই ভাবনাটা সাম্প্রতিক সময় তাকে এমআরআই মেশিনের ভেতর পরীক্ষা করার সময় বেশ কাজে দিয়েছে। তবে আজ রাতে এই ভাবনাটি কোনো কাজেই এলো না।

ক্যাথারিন সলোমনের মুখের ভেতর যে কাপড়টা আছে সেটা আরো ভেতরে ঢুকে গেলে তার নিঃশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম হলো। অদ্ভুত লোকটা তাকে কাঁধে করে বেইজমেন্টের অন্ধকার একটি করিডোরে নিয়ে এলে হলের শেষমাথায় অদ্ভুত লালচে-বেগুনি রঙের বাতি জ্বালানো একটাঘর দেখতে পায় সে। তবে তাকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয় নি। লোকটা থেমে পাশের আরেকটা দরজা খুলে ছোট্ট একটা রুমে নিয়ে আসে তাকে। সেখানে একটা কাঠের চেয়ারে তাকে এমনভাবে বসিয়েছে যেনো নড়াচড়া করতে না পারে। বাধা হাত দুটো চেয়ারের পেছনে এনে রেখেছে লোকটা।

যে স্টিলের তার দিয়ে ক্যাথারিনের হাতটা বাধা সেটা তার হাতের মাংস কেটে আরো ভেতরে ঢুকে গেছে এখন। কিন্তু যন্ত্রণাটাকে আমলে নিতে পারলো না বর্তমানের ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির কারণে। তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। মুখের ভেতরে গুঁজে দেয়া কাপড়টা আরো ভেতরে ঢুকে পড়ছে আস্তে আস্তে। তার দৃষ্টি ঝাপসা হতে শুরু করেছে।

তার পেছনে টাট্টু আঁকা লোকটি দরজা বন্ধ করে বাতি জ্বালিয়ে দিলো। ক্যাথারিনের দু'চোখ পানিতে ভরে উঠেছে। চারপাশে কি আছে ভালো করে দেখতে পাচ্ছে না সে।

সব কিছু ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে।

রঙবেরঙের একটা শরীর দেখতে পাচ্ছে, তবে সেটা স্পষ্ট নয়। বুঝতে পারলো অচেতন হবার দোড়গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে সে। স্কেল আঁকা একটা হাত তার মুখের সামনে এসে কাপড়টা ধরে একটু টান দিলো।

বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে নিলো ক্যাথারিন। বুকের ভেতর বাতাস ঢুকতেই কেশে উঠলো সে। আস্তে আস্তে তার দৃষ্টি স্বাভাবিক হয়ে এলে দেখতে পেলো আস্ত একটা দানবের দিকে তাকিয়ে আছে। তাকে মানুষ বলে মনেই হয় না। সমস্ত শরীর থেকে শুরু

করে মুখমণ্ডল এমনকি ন্যাড়া মাথাতেও আজব আজব সব সিম্বলের টাট্টু আঁকা। কেবল মাথার ঠিক উপরে, তালুতে ছোট্ট একটা বৃত্তের মতো জায়গা ফাঁকা আছে এখনও। লোকটার বুকে বিশাল একটা দুই মাথাবিশিষ্ট ফিনিক্স পাখি যেনো শকুনের মতো চেয়ে আছে তার দিকে। তার মৃত্যুর জন্যে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে সেটা।

"মুখ খোলো," ফিসফিস করে লোকটা বললো।

প্রচণ্ড ঘৃণার সাথে জানোয়ারটার দিকে তাকালো ক্যাথারিন। *কি?*

"তোমার মুখ খোলো," লোকটা আবারো বললো। "তা না হলে কাপড়টা গলার ভেতর ঢুকে যাবে।"

কাঁপতে কাঁপতে মুখটা হা করলো ক্যাথারিন। লোকটা তার টাট্টু আঁকা তর্জনী ঢুকিয়ে দিলো তার মুখের ভেতর। আঙুলটা তার জিভ স্পর্শ করতে বমি করতে উদ্যত হলো সে। ক্যাথারিনের লালা মাখানো আঙুলটা বের ক'রে মাথার উপরে যে ফাঁকা বৃত্তটা আছে সেখানে মেসেজ করলো লোকটি। এ কাজ করার সময় নিজের দু'চোখ বন্ধ রাখলো।

জঘন্য লাগলো তার কাছে, সঙ্গে সঙ্গে মুখটা সরিয়ে নিলো ক্যাথারিন।

যে ঘরে সে বসে আছে এখন সেটা দেখে মনে হচ্ছে এক ধরনের বয়লার রুম–দেয়াল জুড়ে কিছু পাইপ দেখা যাচ্ছে। ঘরঘর শব্দও শোনা যাচ্ছে সেখান থেকে। চারপাশে তাকাতে গিয়ে তার পাশে মেঝেতে চোখ আঁটকে গেলো ক্যাথারিনের। কিছু জামাকাপড় স্তূপ করে রাখা হয়েছে–টার্টলনেক, টুইড স্পোর্ট কোট, জুতা, মিকি মাউস হাতঘড়ি।

"হায় ঈশ্বর!" টাট্টু আঁকা জানোয়ারটার কাছ থেকে সরে যাওয়ার জন্য পিছু হটতে চাইলো সে। "রবার্টকে কি করেছো তুমি?"

"হিশশ," ফিসফিসিয়ে বললো লোকটি। "তা না হলে সে তোমার কথা শুনে ফেলবে।" একটু পেছনে সরে তার পেছন দিকে ইঙ্গিত করলো সে। ওখানে ল্যাংডন নেই। ক্যাথারিন কেবল বড়সড় একটা ফাইবারগ্লাসের বাক্স দেখতে পেলো। এটা দেখতে ঠিক কফিন বাক্সের মতো, বিশেষ করে যুদ্ধ থেকে মৃতসৈনিকের লাশ ফিরিয়ে আনার সময় এ ধরণের কফিন ব্যবহার করা হয়। বাক্সটার ঢাকনা দুটো তালা দিয়ে আটঁকানো।

"ও এটার ভেতরে আছে?!" ক্যাথারিন রেগেমেগে বললো। "আরে...ওর তো দম বন্ধ হয়ে যাবে!"

"না, হবে না," কতোগুলো স্বচ্ছ পাইপ দেখিয়ে বললো লোকটি। দেয়াল থেকে পাইপগুলো বাকেবসর ভেতর ঢুকে গেছে। "সে কেবল কামনা করতে পারবে।"

গাঢ় অন্ধকারে ল্যাংডন বাইরে থেকে চাপা কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছে। *কথা বলছে?* বাক্সের দু'পাশে হাত দিয়ে আঘাত করতে করতে চিৎকার করে সাহায্য কামনা করলো সে। "বাঁচও! আমার কথা কি কেউ শুনতে পাচ্ছো?!"

অনেক দূর থেকে একটা কণ্ঠ তার উদ্দেশ্যে বললো, "রবার্ট! হায় ঈশ্বর, না! না!"

কণ্ঠটা সে ভালো করেই চেনে। এটা ক্যাথারিনের। তার কণ্ঠটা খুবই ভয়ার্ত শোনাচ্ছে। তারপরও কণ্ঠটা শুনে প্রাণ ফিরে পেলো সে। এক বুক দম নিয়ে তাকে ডাকতে উদ্যত হলেও থেমে গেলো ল্যাংডন, ঘাড়ের পেছনে অপ্রত্যাশিত একটা অনুভূতি টের পাচ্ছে। বাক্সের নীচ থেকে হালকা বাতাস প্রবেশ করছে। *এটা কি করে সম্ভব?* সে একদম নড়লো না। খেয়াল করে দেখলো আবার। *হ্যা, অবশ্যই।* ঘাড়ের পেছনে চুলগুলো বাতাসের কারণে মৃদু নড়ছে।

সঙ্গে সঙ্গে বাতাসটা কেত্থেকে আসছে খুঁজে দেখার চেষ্টা করলো। মাত্র এক মিনিটেই সেটা খুঁজে পেলো সে। *বাক্সে ছোট্ট একটা ভেন্টিলেটর আছে!* সেটা দিয়েই বাতাস ঢুকছে বাক্সের ভেতর।

সে আমার জন্যে বাতাস পাম্প করছে। সে চায় না আমি দম বন্ধ হয়ে মারা যাই।

ল্যাংডনের এই স্বস্তিটা বেশিক্ষণ ধরে টিকে থাকলো না। ভেন্টিলেটরের ছোটো ছোটো ছিদ্র দিয়ে ভয়ঙ্কর একটা শব্দ ভেসে এলো। তরল পদার্থের গার্গল...তার দিকেই আসছে।

তরল পদার্থের পরিস্কার শ্যাফটের দিকে অবিশ্বাসে চেয়ে আছে ক্যাথারিন। এটা থেকে পাইপ দিয়ে ল্যাংডনের বাক্সে ঢুকে যাচ্ছে। দৃশ্যটা দেখে কোনো জাদুকরের ম্যাজিক শো বলে মনে হচ্ছে।

বাক্সের মধ্যে সে পানি ঢোকাচ্ছে?!

হাতের বাধন থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করলো ক্যাথারিন। যদিও সেটার করণে তার হাতের চামড়া কেটে মাংস পর্যন্ত ভেদ হয়ে গেছে। কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। বাক্সের ভেতর থেকে ল্যাংডনের আঘাতগুলো শুনতে পাচ্ছে সে। মরিয়া হয়ে সে হাত-পা ছুড়ছে। বের হতে চাচ্ছে বাক্সের ভেতর থেকে। কিন্তু বাক্সের ভেতর পানি ঢুকে পড়তেই শব্দটা থেমে গেলো। ভয়ঙ্কর নীরবতা নেমে এলো ঘরের মধ্যে। ঠিক তারপরই আবারো আঘাতের শব্দ শোনা যেতে লাগলো। এবার আগের চেয়েও জোরে জোরে।

"তাকে বাইরে বের করো!" অনুনয় করে বললো ক্যাথারিন। "প্লিজ! তুমি এটা কোরো না!"

"পানিতে ডুবে যাওয়া খুবই ভয়ঙ্কর মৃত্যু, জানো নিশ্চয়।" ক্যাথারিনের চারপাশে পায়চারি করতে করতে শান্ত কণ্ঠে বললো লোকটি। "তোমার অ্যাসিসটেন্ট ট্রিশও এটা ভালো করে জেনেছে।"

কথাটা শুনলেও ধরতে পারলো না ক্যাথারিন।

"তোমার হয়তো মনে আছে, একবার আমিও ডুবে মরতে বসেছিলাম," চাপা কণ্ঠে বললো সে। "সেটা তোমাদের পোটোম্যাকের পারিবারিক এস্টেটে। তোমার ভাই

আমাকে গুলি করেছিলো, বরফের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম আমি। জাখের বৃজ থেকে।"

তার দিকে ঘৃণাভরে তাকালো ক্যাথারিন। *সেই রাতে তুই আমার মাকে খুন করেছিস।*

"সেই রাতে দেবতারা আমাকে বাঁচিয়েছিলো," বললো সে। "তারাই আমাকে পথ দেখিয়েছে...তাদের একজন হয়ে ওঠার।"

বাক্সের ভেতর পানি ঢুকছে। টের পাচ্ছে মাথার পেছনটা ভিজে যাচ্ছে সেই পানিতে...পানিটা একটু উষ্ণ। বডি টেম্পেরেচার। ইতিমধ্যেই কয়েক ইঞ্চি পানি জমে গেছে। তার নগ্ন শরীরটা ডুবে যাচ্ছে সেই পানিতে। বুকটা যখন ডুবতে শুরু করলো ল্যাংডনের মনে হলো নির্মম বাস্তবতা খুব দ্রুতই তাকে গ্রাস করছে।

আমি মারা যাচ্ছি।

সুতীব্র আতঙ্কে হাত দিয়ে বাক্সের ঢাকনায় উদভ্রান্তের মতো ধাক্কা দিতে লাগলো সে।

অধ্যায় ১০১

“তাকে বের কারো।” ক্যাথারিন অনুনয় ক'রে বললো। কাঁদছে সে। “তুমি যা চাও আমরা তাই করবো।” বাক্সের ভেতরে পানি যতো বাড়ছে ল্যাংডনের আঘাতের শব্দ ততোই জোড়ালো হচ্ছে। এখন সেটা উম্মাদগ্রস্ত বলেই মনে হচ্ছে ক্যাথারিনের কাছে।

টাট্টু আঁকা লোকটি মুচকি হাসলো। “তুমি তোমার ভারের চেয়ে খুব বেশি সহজ। পিটারের সিক্রেটটা আমাকে বলো...”

“সে কোথায়?” জানতে চাইলো ক্যাথারিন। “পিটার কোথায়, আমকে বলো। তুমি যা চাও আমরা ঠিক তাই করবো। আমরা পিরামিডের সমাধান করেছি আর–”

“না, তুমি কোনো সমাধান করো নি। তুমি খেলা খেলেছো। কথাটা আমাকে না জানিয়ে আমার বাড়িতে পুলিশ পাঠিয়েছো। এমন ব্যবহারের জন্য আমি কোনো পুরস্কার দিতে পারি না।”

“এছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় ছিল না,” কান্না থামানোর চেষ্টা করে বললো সে। “সিআইএ তোমাকে খুঁজছে। তারা আমাদেরকে বাধ্য করেছে একজন এজেন্টকে সঙ্গে নিয়ে আসার জন্যে। আমি তোমাকে সব বলবো। রবার্টকে বের করো।” ক্যাথারিন জানে ল্যাংডনের হাতে খুব বেশি সময় আর নেই।

তার সামনে এসে টাট্টু আকাঁ লোকটি বেশ শান্তভাবে কথা বললো। “আমার ধারনা ফ্রাঙ্কলিন স্কয়ারে অনেক এজেন্ট আমার জন্যে অপেক্ষা করছে?”

ক্যাথারিন কিছুই বললো না। লোকটা তার হাত ক্যাথারিনের কাঁধে রেখে তাকে সামনের দিকে টেনে আনলো। হাতটা চেয়ারের পেছনে ধারালো তার দিয়ে বেধেঁ রাখার কারণে তাতে খুব টান পড়লো। ব্যথায় হাঁফিয়ে উঠলো সে।

“হ্যা!” বললো ক্যাথারিন। “ফ্রাঙ্কলিন স্কয়ারে অনেক এজেন্ট আছে!”

আরো সামনের দিকে টানলো তাকে। “ক্যাপস্টোনের ঠিকানাটা কি?” হাত আর কাধেঁর যন্ত্রণা অসহ্য লাগছে এখন। তারপরও ক্যাথারিন কিছু বললো না।

“এখনই বলো আমাকে, ক্যাথারিন। না হলে তোমার হাত দুটো ভেঙে আবারও এই প্রশ্নটা করবো।”

“এইট!” যন্ত্রনায় বললো সে। “যে নাম্বারটা দেখো নি সেটা হলো এইট! ক্যাপস্টোনে লেখা ছিলো সিক্রেটটা লুকিয়ে রাখা হয়েছে দ্য অর্ডারের অভ্যন্তরে–এইট ফ্রাঙ্কলিন স্কয়ার! কসম খেয়ে বলছি। আমি জানি না তোমাকে আর কি বলবো। এইট ফ্রাঙ্কলিন স্কয়ার!”

তারপরও ক্যাথারিনের হাতটা ছেড়ে দিলো না সে।

"আমি কেবল এটুকুই জানি!" বললো ক্যাথারিন। "এটাই হলো সেই ঠিকানা। আমাকে ছাড়ো। রবার্টকে ঐ ট্যাংক থেকে বের করো।"

"করতাম..." বললো সে। "একটা সমস্যা আছে। আমি তো এইট ফ্রাঙ্কলিন স্কয়ারে যেতে পারবো না, গেলেই ধরা পড়ে যাবো। ঐ ঠিকানায় কি আছে আমাকে বলো?"

"আমি জানি না!"

"পিরামিডের বেইজে যে সিম্বলগুলো আছে? নীচের দিকে? তুমি তাদের অর্থ জানো?

"বেইজে আবার কিসের সিম্বল?" লোকটা কি বলছে কিছুই বুঝতে পারছে না ক্যাথারিন। "পিরামিডের তলায় কোনো সিম্বল নেই। একেবারে মসৃণ। ফাঁকা।"

টাট্টু আঁকা লোকটি ল্যাংডনের ব্যাগ থেকে পিরামিডটা বের করে এনে সেটার তলার দিকটা তুলে ধরলো ক্যাথারিনের মুখের সামনে।

পিরামিডের তলায় খোদাই করা সিম্বলগুলো দেখে ক্যাথারিন বিস্ময়ে ভিমড়ি খেলো যেনো।

কিন্তু.....এটা তো অসম্ভব!

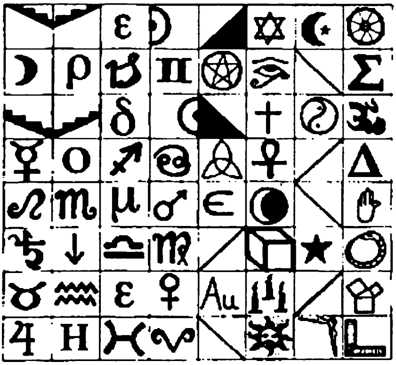

পিরামিডের তলায় প্রায় পুরোটা জুড়ে সুন্দর খোদাই করা কতোগুলো সিম্বল রয়েছে। *এর আগে তো এখানে কিছু ছিলো না! আমি একদম নিশ্চিত!* এইসব সিম্বলের মানে কি সে ব্যাপারে তার কোনো ধারণাই নেই।

একেবারেই বিশৃঙ্খল।

"আমার...কোনো ধারণাই নেই," ক্যাথারিন বললো।

"আমারও নেই," লোকটা বললো রহস্য করে। "ভাগ্যভালো আমাদের কাছে এ ব্যাপারে একজন বিশেষজ্ঞ রয়েছে।" বাক্সের দিকে তাকালো সে। "তাকেই প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করি, নাকি?" পিরামিডটা সে বাক্সের কাছে নিয়ে গেলো।

ক্যাথারিনের মনে হলো সে বুঝি ল্যাংডনকে বাক্স থেকে বের করবে এবার। কিন্তু তা না করে পিরামিডটা বাক্সের উপর রেখে একটা ঢাকনা সরালে প্লেক্সিগ্লাসের প্যানেল দেখা গেলো। বাক্সের উপর একটা কাঁচের জানালা সেটা।

বাতি!

ল্যাংডন তার চোখের উপর আলো দেখতে পেয়ে চোখ কুচকে ফেললো। চোখটা সয়ে আসতেই হতভম্ব হয়ে গেলো সে। তার ঠিক মুখ বরাবর একটা কাঁচের জানালার মতো কিছু দেখতে পাচ্ছে। সেটা দিয়ে সাদা রঙের সিলিং আর ফ্লুরোসেন্ট বাতি জ্বলতে দেখছে রবার্ট ল্যাংডন।

আচমকা সেই জানালা দিয়ে টাট্টু আকাঁ লোকটি উঁকি মারলো।

"ক্যাথারিন কোথায়?" চিৎকার ক'রে বললো ল্যাংডন। "আমাকে বের করো।"

লোকটা মুচকি হাসলো। "আপনার বন্ধু ক্যাথারিন আমার সাথেই আছে। আপনার আর তার জীবন এখন আমার হাতে। তবে আপনার সময় খুব কম। আমি বলি কি, আমার কথাটা মন দিয়ে শোনেন।" কাঁচের জানালা দিয়ে তার কথা খুব একটা শুনতেই পেলো না। ভেতরে পানি বাড়ছে। বুকটা ডুবে গলা ছুঁয়ে যাচ্ছে এখন।

"আপনি কি জানেন পিরামিডের তলায় কতোগুলো সিম্বল খোদাই করা আছে?" লোকটা তাকে জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যা!" পিরামিডের তলায় সিম্বলগুলো দেখাতেই ল্যাংডন চিৎকার ক'রে বললো। "কিন্তু তাদের অর্থ কি সে সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই নেই! তোমাকে এইট ফ্রাঙ্কলিন স্কয়ারে যেতে হবে! জবাবটা ওখানেই আছে! এটাই ক্যাপস্টোনে–"

"প্রফেসর, আপনি এবং আমি দু'জনেই জানি ওখানে সিআইএ অপেক্ষা করছে। ঐ ফাঁদে পা দেয়ার কোনো ইচ্ছে আমার নেই। তাছাড়া স্ট্রট নাম্বার আমার দরকার নেই। ওখানে একটা মাত্র ভবনই আছে, সম্ভবত সেটাই হবে– আলমাস শ্রাইন টেম্পল।" একটু থেমে ল্যাংডনের দিকে উঁকি মারলো আবার। "প্রাচীন অ্যারাবিক অর্ডার অব দি নবেল্‌স অব দি মিস্টিক শ্রাইন।"

ল্যাংডন কিছুই বুঝতে পারলো না। আলমাস টেম্পলের কথা শুনেছে সে তবে সেটা ফ্রাঙ্কলিন স্কয়ারে অবস্থিত ভুলে গিয়েছিলো। *শ্রাইনার্সরা...'দ্যা অর্ডার'? একটা গোপন সিঁড়ির উপর তাদের টেম্পলটা অবস্থিত?*

তারপরও ল্যাংডনের কাছে মনে হলো এটার কোনো ঐতিহাসিক সংযোগ নেই। তবে এ মুহূর্তে ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে তর্ক করার মতো অবস্থায় নেই সে। "হ্যা!" চিৎকার ক'রে বললো। "ওটাই হবে! সিক্রেটটা লুকিয়ে রাখা হয়েছে দ্য অর্ডার-এর অভ্যন্তরে!"

"ঐ ভবনটা আপনি চেনেন?"

“অবশ্যই!” ল্যাংডন মাথাটা একটু উপরে তুললো পানির নীচে তার কান দুটো যাতে ডুবে না যায়। “আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারবো! আমাকে বের করো!”

“তাহলে আপনি আমাকে বলতে পারবে এইসব সিম্বলগুলোর সাথে ঐ টেম্পলের কি সম্পর্ক রয়েছে?”

“হ্যা! আমাকে শুধু সিম্বলগুলো দেখতে দাও!”

“ঠিক আছে। দেখি, আপনি কি খুঁজে বের করতে পারেন কিনা।”

জলদি করো! পানি তাকে ডুবিয়ে দিচ্ছে এখন। ঢাকনাটা দু'হাতে খোলার চেষ্টা করলো ল্যাংডন।

প্লিজ! জলদি! কিন্তু ঢাকনাটা খুললো না। তার বদলে পিরামিডের তলানিটা কাঁচের উপর দেখতে পেলো সে। প্রদণ্ড ভয়ে সেটার দিকে তাকালো ল্যাংডন।

“আমার ধারণা খুব ভালোভাবেই দেখতে পাচ্ছেন আপনি?” পিরামিডটা ধরে বললো টাট্টু আঁকা লোকটি।” দ্রুত চিন্তা করুন, প্রফেসর। আমার অনুমান আপানার কাছে ষাট সেকেন্ডেরও কম সময় আছে।”

অধ্যায় ১০২

রবার্ট ল্যাংডন অসংখ্যবার শুনেছে কোনো প্রাণীকে যদি কোণঠাসা ক'রে ফেলা হয় তবে তার মধ্যে অলৌকিক ক্ষমতা ভর করে। কিন্তু সে যখন নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে বাক্সের ঢাকানাটা খোলার চেষ্টা করলো সেটা একচুলও নড়াতে পারলো না। তার চারপাশে পানি ভরে তাকে পুরোপুরি নিমজ্জিত করে ফেলছে। ছয় ইঞ্চির বেশি শ্বাস নেবার জায়গা নেই এখন। প্লেক্সিগ্লাসের সাথে তার চেহারাটা সেঁটে আছে, আর সেটার উপরে রাখা পিরামিডটার তলায় খোদাই করা প্রতীকগুলো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে।

এটার মানে কি সে সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই নেই।

কয়েক শত বছর ধরে মোম আর পাথরের ধূলোর মিশ্রণে তৈরি শক্ত একটি আবরণের নীচে ম্যাসনিক পিরামিডের যে চূড়ান্ত সংকেতটি ছিলো সেটি এখন উন্মোচিত হয়েছে। এনগ্রেভিংটা প্রায় প্রতিটি ঐতিহ্যের সিম্বলের একেবারে নিঁখুত বর্গাকার একটি গ্রিড–অ্যালকেমিক্যাল, জ্যোর্তিবিদ্য, হেরাল্ডিচ, অ্যাঞ্জেলিক, ম্যাজিক্যাল, সংখ্যাতত্ত্ব, সিজিলিক, গৃক, লাটিন। সব মিলিয়ে এটা হলো সিম্বলের একটি বিশৃঙ্খলা–ডজনখানেক ভাষা, সংস্কৃতি আর যুগ থেকে নেয়া এক বোল বর্ণমালার সুপ।

একেবারেই বিশৃঙ্খলা।

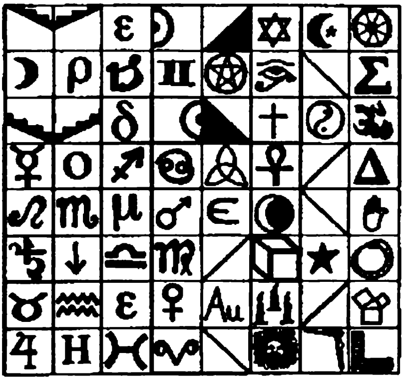

সিম্বলজিস্ট রবার্ট ল্যাংডন কোনোভাবেই বুঝতে পারছে না এতোগুলো সিম্বল একসাথে মিলে কি অর্থ প্রকাশ করছে। কিংবা আদৌ এর কোনো মানে আছে কিনা কে জানে। *বিশৃঙ্খলা থেকে শৃঙ্খলা? অসম্ভব।*

পানি এখন তার কণ্ঠহাড় ছুঁয়েছে। সেই সাথে ভীতিটাও যেনো পৌছে গেছে সর্বোচ্চ

মাত্রায়। ঢাকনার গায়ে আঘাত করেই যাচ্ছে। একদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আছে উপরে রাখা পিরামিডটি।

উদভ্রান্তের মতো নিজের সমস্ত বুদ্ধিমত্তা দিয়ে সিম্বলগুলোর দাবাবোর্ডের দিকে মনোযোগ দিলো ল্যাংডন। *তাদের কি অর্থ হতে পারে?* কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো কোত্থেকে শুরু করবে সেটাই বুঝে উঠতে পারছে না সে। *এগুলো এমন কি ইতিহাসের একই সময়কালের মধ্যেও পড়ে না!*

বাক্সের বাইরে ক্যাথারিনের কণ্ঠটা ক্ষীণ হলেও শোনা যাচ্ছে। ল্যাংডনকে ছেড়ে দেবার জন্য কাকুতি মিনতি করছে সে। কোনো সমাধান দেখতে না পেলেও তার শরীরের প্রতিটি কোষ যেনো একটা সমাধান খুঁজে পাবার জন্যে উজ্জীবিত হয়ে উঠলো। টের পেলো তার মাথাটা অসম্ভব রকম পরিস্কার হয়ে উঠেছে। এরকম অভিজ্ঞতা এ জীবনে তার কখনই হয় নি। *ভাবো!* সিম্বলগুলোর দিকে ভালো ক'রে তাকালো আবার। কোনো ক্লু পাওয়া যায় কিনা খুঁজে দেখছে-একটা প্যাটার্ন, গুপ্তশব্দ, বিশেষ কোনো আইকন, যেকোনো কিছু–কিন্তু সে কেবল সামঞ্জস্যহীন কতোগুলো সিম্বলই দেখতে পেলো। *বিশৃঙ্খলা।*

প্রতিটি মুহূর্ত অতিক্রম করছে আর ল্যাংডনের মনে হচ্ছে তার শরীরটা আস্তে আস্তে অবশ হয়ে আসছে। যেনো মৃত্যু যন্ত্রণা থেকে রেহাই দেবার জন্যে তার দেহ মন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। পানি এখন তার দু'কান অতিক্রম করে উঠে যাচ্ছে আরো উপরে। মাথাটা একটু তুলে নিলো সে। ঢাকনার সাথে লেগে যাচ্ছে সেটা। ভয়ঙ্কর সব ছবি ভেসে উঠলো তার চোখের সামনে। নিউইংল্যান্ডের এক বালক অন্ধকার এক কুয়ার নীচে পড়ে আছে। রোমে এক লোক আঁটকা পড়ে আছে কঙ্কালসহ উল্টে যাওয়া এক কফিনের নীচে।

ক্যাথারিনের চিৎকারটা আরো বেশি উদভ্রান্তের মতো শোনাচ্ছে এখন। ল্যাংডন শুধু শুনতে পেলো উন্মাদ লোকটিকে সে বোঝানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে প্রাণপন–বার বার বলছে, আলমাস টেম্পলে না গিয়ে ল্যাংডন কোনোভাবেই পিরামিডটার অর্থোদ্ধার করতে পারবে না। 'ঐ ভবনেই এই পাজলের বাকি অংশটা রয়েছে! সবগুলো তথ্য না পেলে ল্যাংডন কিভাবে অর্থোদ্ধার করতে পারবে?!'

তার এই প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানালো ল্যাংডন, তাসত্ত্বেও তার কাছে কেন জানি মনে হচ্ছে 'এইট ফ্রাঙ্কলিন স্কয়ার' কোনোভাবেই আলমাস টেম্পলকে নির্দেশ করছে না। *টাইম লাইনটা একেবারেই ভুল!* লিজেন্ড মতে, ম্যাসনিক পিরামিডটা তৈরি করা হয়েছে অষ্টাদশ শতকের দিকে, এই শ্রাইনটার নির্মানের কয়েক দশক আগে। সত্যি বলতে কি এটা হয়তো এই স্কয়ারটাকে ফ্রাঙ্কলিন স্কয়ার নামকরণ করারও আগে। ক্যাপস্টোনটি কোনোভাবেই অস্তিত্বহীন একটি ভবনের দিকে ইঙ্গিত করতে পারে না। যে ভবনটি তৈরি করাই হয় নি সেটার ঠিকানা বলবে কি করে। 'এইট ফ্রাঙ্কলিন স্কয়ার' যেটার দিকেই ইঙ্গিত করুক না কেন...সেটা ১৮৫০ সালের মধ্যে নির্মিত হতে হবে।

দুঃখের বিষয়, ল্যাংডনের মনে কিছুই উঁকি দিচ্ছে না।

নিজের স্মৃতি হাতরে এমন কিছু খোঁজার চেষ্টা করলো যার সাথে টাইম লাইনটা ভালোভাবে খাপ খেয়ে যায়। *এইট ফ্রাঙ্কলিন স্কয়ার? ১৮৫০ সালে যার অস্তিত্ব ছিলো?* কিছুই পেলো না ল্যাংডন। পানির স্তর ভয়াবহ পর্যায়ে চলে এসেছে। প্রচণ্ড ভয়ে সিম্বলগুলোর দিকে চেয়ে রইলো সে। *আমি তো কোনো রকম সংযোগ দেখতে পাচ্ছি না!* সুতীব্র আতঙ্কের মধ্যেও ভাবছে রবার্ট ল্যাংডন।

এইট ফ্রাঙ্কলিন স্কয়ার...স্কয়ার...সিম্বলগুলোর গ্রিডটাও স্কয়ার...স্কয়ার এবং কম্পাস হলো ম্যাসনিক সিম্বল...ম্যাসনিকদের বেদী স্কয়ার হয়ে থাকে...স্কয়ারের কোণের ডিগ্রি নব্বই। পানি বেড়েই চলেছে, কিন্তু সেদিকে ল্যাংডনের কোনো খেয়াল নেই। *এইট ফ্রাঙ্কলিন...এইট...এই গ্রিডটা আট বাই আটের...*Franklin-*এরও আটটি অক্ষর...*'The Order'-*এর অক্ষরও আটটি...*8 *হলো অসীমের ঘূর্ণয়মান প্রতীক...সংখ্যাতত্ত্বে আট হলো ধ্বংসের সংখ্যা...*

ল্যাংডনের কোনো ধারণাই নেই।

বাক্সের বাইরে ক্যাথারিন এখনও অনুনয় বিনয় ক'রে যাচ্ছে। কিন্তু ল্যাংডন সেসব কথা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে না, পানি তার দু'কান ঢেকে ফেলেছে।

"...ওটা না জেনে বের করাটা অসম্ভব...ক্যাপস্টোনের মেসেজে পরিস্কার...*সিক্রেটটা লুকিয়ে রাখা হয়েছে...অভ্যন্তরে–*"

তারপরই ক্যাথারিনের কণ্ঠটা আর শোনা গেলো না।

কানের ভেতর পানি ঢুকে পড়লে ক্যাথারিনের শেষ কথাগুলো আর শোনা গেলো না। কঠিন এক স্তব্ধতা গ্রাস করলো তাকে। ল্যাংডন বুঝতে পারলো এবার সে সত্যি মারা যাচ্ছে।

সিক্রেটটা লুকিয়ে রাখা হয়েছে...অভ্যন্তরে–

স্তব্ধতার মধ্যেও ক্যাথারিনের শেষ কথাটা তার মাথার ভেতর প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো।

সিক্রেটটা লুকিয়ে রাখা হয়েছে...অভ্যন্তরে...

অদ্ভুত ব্যাপার হলো ল্যাংডন বুঝতে পারলো ঠিক এই কথাটাই সে অনেক দিন আগে শুনেছিলো।

সিক্রেটটা লুকিয়ে রাখা হয়েছে...অভ্যন্তরে।

এমন কি এখনও তার কাছে প্রাচীন রহস্যগুলোকে প্রহেলিকা বলে মনে হচ্ছে। *সিক্রেটটা লুকিয়ে রাখা হয়েছে...অভ্যন্তরে,* এ কথা দিয়ে মানুষকে স্বর্গের উপরে যে ঈশ্বর আছে তাকে খুঁজতে বলছে না...বরং খুঁজতে বলছে নিজের মধ্যে। *সিক্রেটটা লুকিয়ে রাখা হয়েছে...*এটা হলো মহান সব মিস্টিক্যাল শিক্ষকদের মেসেজ।

ঈশ্বরের রাজত্ব তোমার মধ্যেই নিহিত আছে, বলেছেন জিশু খৃস্ট।

নিজেকে জানো, বলেছেন পিথাগোরাস।

এখনও জানো না তুমিই ঈশ্বর, বলেছেন হার্মেস ট্রিসমেজিস্টাস।

তালিকাটা বেশ দীর্ঘ...

সব যুগের সব ধরণের মিস্টিক্যাল শিক্ষায় এই কথাটা বলা হয়েছে। *সিক্রেটটা লুকিয়ে রাখা হয়েছে...অভ্যন্তরে।* তারপরও মানুষ আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে ঈশ্বরের দর্শন পাবার আশায়।

ল্যাংডনের জন্যে এই বোধোদয়টি এখন পরিহাসের বিষয় হয়ে উঠেছে। এ মুহূর্তে তার দু'চোখ উপরের দিকেই নিবদ্ধ। সব অন্ধলোকের মতোই রবার্ট ল্যাংডন আচমকা আলো দেখতে পেলো।

যেনো আকাশ থেকে বজ্রপাতের মতো এটা আঘাত হানলো তার উপর।

সিক্রেটটা
লুকিয়ে রাখা হয়েছে
দ্য অর্ডার-এর অভ্যন্তরে
আট ফ্রাঙ্কলিন স্কয়ার

মুহূর্তেই বুঝে গেলো ল্যাংডন।

ক্যাপস্টোনের মেসেজটি আচমকা তার কাছে ক্রিস্টালের মতো পরিস্কার হয়ে উঠলো। এটার অর্থ সারা রাত তার দিকেই চেয়ে ছিলো। ক্যাপস্টোনের লেখাটি ম্যাসনিক পিরামিডের মতোই একটি সিম্বলন–খণ্ড খণ্ড অংশে বিভক্ত একটি কোড–বিভিন্ন অংশে লিখিত একটি মেসেজ। ক্যাপস্টোনের মেসেজটি এতো সহজ-সরলভাবে ক্যামুফ্লেজ করা ছিলো যে ক্যাথারিন আর সে নিজে এটা কেন ধরতে পারে নি সেজন্যে অবাকই হলো ল্যাংডন।

তারচেয়েও বিস্ময়কর ব্যাপার হলো ল্যাংডন এখন বুঝতে পারছে ক্যাপস্টোনের গায়ে যে মেসেজটি আছে সেটা দিয়েই পিরামিডের বেইজে থাকা সিম্বলের গ্রিডটার অর্থোদ্ধার করা যাবে। এটা খুবই সহজ-সরল। পিটার সলোমন ঠিক যেমনটি বলেছিলো, স্বর্নের ক্যাপস্টোনটি এমন একটি টালিসম্যান যার মধ্যে বিশৃঙ্খলা থেকে শৃঙ্খলা আনয়নের ক্ষমতা রয়েছে।

বাক্সে ঢাকনার গায়ে ল্যাংডন জোরে জোরে আঘাত করতে লাগলো, সেই সাথে চিৎকার। "আমি জানি! আমি জানি!"

দেখতে পেলো তার উপরে রাখা পিরামিডটা তুলে নেয়া হলো, সেখান দিয়ে টাট্টু আঁকা মুখটা দেখা গেলো এবার। ভয়ঙ্কর মখটা তার দিকে তাকিয়ে আছে ছোট্ট কাঁচের জানালা দিয়ে।

"আমি এটা সমাধান ক'রে ফেলেছি!" চিৎকার ক'রে বললো ল্যাংডন। "আমাকে এখান থেকে বের করো!"

টাট্টু আঁকা লোকটা যখন কথা বললো সেটা আর ল্যাংডন শুনতে পেলো না। পানিতে তার কান ডুবে গেলো। তবে তার চোখ লোকটার ঠোঁটের ভঙ্গি দেখে বুঝতে পারলো সে কি বলছে : "আমাকে বলো।"

"বলবো!' চিৎকার ক'রে বললো ল্যাংডন। "আমাকে এখান থেকে বের করো! আমি সব কিছু বলবো!" *এটা খুবই সহজ সরল।*

লোকটার ঠোঁট আবারো নড়ছে। "এখনই বলো...তা না হলে মারা যাবে।"

বাক্সটা পানিতে ভরে গেছে। ল্যাংডন তার মাথাটা প্লেক্সিগ্লাসের সাথে ঠেস দিয়ে কোনো রকম একটু জায়গা পেলো নিঃশ্বাস নেবার জন্য।

তারপর যেটুকু খালি জায়গা আর বাতাস ছিলো সেটুকু ব্যবহার করে রবার্ট ল্যাংডন কিভাবে ম্যাসনিক পিরামিডের অর্থোদ্ধার করতে হবে সেই সিক্রেটটা বলে দিলো।

তার কথা শেষ হতেই মুখের ভেতর পানি ঢুকে পড়লে শেষবারের মতো নিঃশ্বাস নিয়ে মুখ বন্ধ ক'রে ফেললো ল্যাংডন। মুহূর্তেই পনির নীচে ডুবে গেলো তার পুরোপুরি।

সে করতে পেরেছে, বুঝতে পারলো মালাখ। *পিরামিডটার অর্থোদ্ধার কিভাবে করতে হয় সেটা ল্যাংডন বের করতে পেরেছে।*

জবাবটা একেবারেই সহজ সরল। একদম পরিস্কার।

কাঁচের জানালার নীচে পানিতে ডুবে থাকা ল্যাংডন তার দিকে বিস্ফারিত চোখে আকুল হয়ে চেয়ে আছে।

তার দিকে তাকিয়ে মালাখ মাথা দুলিয়ে আস্তে ক'রে বললো : "ধন্যবাদ, প্রফেসর। পরকাল উপভোগ করুন।"

অধ্যায় ১০৩

একজন ভালো সাঁতরু হিসেবে রবার্ট ল্যাংডন সব সময়ই ভাবতো ডুবে যাওয়ার অনুভূতিটা কী রকম হয়ে থাকে। এখন সে জানে অভিজ্ঞতাটি প্রত্যক্ষভাবেই নিতে যাচ্ছে সে। যদিও স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে অনেক বেশি সময় পর্যন্ত দম ধরে রাখতে পারে তারপরও টের পাচ্ছে তার নিঃশ্বাস ফুরিয়ে আসছে। অক্সিজেনের অভাব অনুভব করছে তার শরীর। কার্বন ডিঅক্সাইড তার শরীরে জমা হচ্ছে, নিঃশ্বাস নেবার জন্যে তাড়া দিচ্ছে শরীরকে। *নিঃশ্বাস নিও না!* যতোই সময় গড়াচ্ছে নিঃশ্বাস নেবার স্বতঃস্ফূর্ত প্রবণতাটি তীব্র হচ্ছে। ল্যাংডন ভালো করেই জানে একটু পরই সে দমবন্ধ রাখার শেষ সীমায় পৌছে যাবে–এই সময়টাতে কোনো লোকের পক্ষেই নিজের নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে রাখা সম্ভব হয় না।

ঢাকনা খোলো! ল্যাংডনের ইচ্ছে করছে হাত-পা ছুড়ে ঢাকনায় আঘাত করতে কিন্তু সে ভালো করেই জানে এতে কোনো লাভ হবে না, মাঝখান থেকে মূল্যবান অক্সিজেনের অপচয় হয়ে যাবে। পানির নীচে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে অপেক্ষা করে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। প্লেক্সিগ্লাসের বাইরের জগতটি ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে এখন। তার সমস্ত শরীর যেনো আগুনে পুড়ে যাচ্ছে। ভালো করেই জানে হাইপোক্সিয়া'তে আক্রান্ত হচ্ছে সে।

আচমকা অদ্ভুত সুন্দর একটি ভৌদিক মুখ কাঁচের জানালা দিয়ে উঁকি মেরে তাকে দেখলো। ক্যাথারিন। তাদের দু'জনের চোখাচোখি হলো কাঁচের ভেতর দিয়ে। কয়েক সেকেন্ডের জন্যে ল্যাংডনের মনে হলো সে বুঝি বেঁচে যাচ্ছে! তারপরই ক্যাথারিনের তীব্র আর্তনাদ আর কান্না শুনে বুঝতে পারলো তাকে ঐ লোকটা ধরে রেখেছে। টাটু আঁকা দানবটি তাকে জোর করে বাধ্য করছে এই ভয়ঙ্কর দৃশ্যটি দেখার জন্য।

ক্যাথারিন, আমি দুঃখিত...

এই অদ্ভুত অন্ধকারাচ্ছন্ন বন্দী অবস্থায় ল্যাংডন বুঝতে পারছে এটাই তার জীবনের শেষ মুহূর্ত। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার অস্তিত্ব বিলোপ হয়ে যাবে...সে যা আছে...যা ছিলো...আর যা যা হতে পারতো...সব কিছুর পরিসমাপ্তি ঘটবে। তার ধূসর মস্তিষ্কে যেসব স্মৃতি আর জ্ঞান সংরক্ষিত আছে এক নিমেষে উবে যাবে চিরতরের জন্য।

এই মুহূর্তে ল্যাংডন তার সত্যিকারের নিরর্থকতাটি বুঝতে পারছে। এটা নিঃসঙ্গ আর অনির্বচনীয় এক অনুভূতি। এ জীবনে কখনও তার এমনটি হয় নি। তার নিঃশ্বাস ধরে রাখার শেষ মুহূর্তটি সমাগত হরে অনেকটা সাধুবাদই জানালো মনে মনে।

সেই মুহূর্তটা এসে গেছে।

ল্যাংডনের বুকটা চেপে এসে নিঃশ্বাস নেবার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠছে। তারপরও কিছুটা সময় দম ধরে রাখলো সে। তার শেষ মুহূর্ত। তারপর আর পারলো না। ভাগ্যের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিলো।

রিফ্লেক্স যুক্তিকে ছাপিয়ে যায়।

তার ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে গেলো।

প্রসারিত হয়ে উঠলো তার ফুঁসফুঁস

গরগর করে ঢুকে পড়লো তরল পদার্থ।

তার বুকের ভেতর যে সুতীব্র যন্ত্রণাটা হচ্ছে সেটা তার কল্পনারও বাইরে। পানি যেনো তার ফুঁসফুঁসকে পুড়িয়ে ফেলছে। মুহূর্তে সেই তীব্র যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়লো মাথার ভেতরে। তার কাছে মনে কেউ ঝুঝি তার মাথায় বিরাট একটা হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করেছে। কানের পর্দা ফেঁটে যাবার মতো বজ্রপাত হলো যেনো। চিৎকার করছে ক্যাথারিন সলোমন।

চোখ ঝলসানো আলো দেখতে পাচ্ছে সে।

আর তারপরই গাঢ় অন্ধকার।

রবার্ট ল্যাংডন আর নেই।

অধ্যায় ১০৪

সব শেষ হয়ে গেছে।

ক্যাথারিন সলোমন চিৎকার করা থামিয়ে দিলো। চোখের সামনে এইমাত্র যে দৃশ্যটি সে দেখতে পেয়েছে সেটা দেখে ভয়ে যন্ত্রণায় প্যারলাইজ হয়ে গেছে সে।

প্লেক্সিগ্লাসের ভেতরে ল্যাংডনের মৃত চোখ দুটো উদাস হয়ে তাকিয়ে আছে। তার স্থির হয়ে থাকা অভিব্যক্তির মধ্যে অনুশোচনা আর সুতীব্র যন্ত্রণা প্রকট। তার মুখ দিয়ে বুকের ভেতর থাকা শেষ কয়েক বিন্দু বাতাস বের হয়ে এলো বুদবুদের আকারে। আর তারপরই হারভার্ডের প্রফেসর আস্তে আস্তে পানিতে তলিয়ে গেলো যেনো...তলিয়ে গেলো গঢ় অন্ধার এক জগতে।

সে আর নেই। নিজেকে অসাড় বলে মনে হচ্ছে ক্যাথারিনের।

টাটু আঁকা লোকটি উপুড় হয়ে চেয়ে দেখলো। তার চোখেমুখে নির্মমতা। কাঁচের জানালাটা স্লাইড দিয়ে বন্ধ ক'রে রবার্ট ল্যাংডনের মৃতদেহটা সিল করে দিলো সে।

এরপরই তার দিকে মুচকি হেসে তাকালো। "এবার কি আমরা যেতে পারি?"

ক্যাথারিন কিছু বলার আগেই লোকটা তাকে তুলে নিলো কাঁধের উপর। বাতি নিভিয়ে তাকে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেলো সে। লম্বা লম্বা পা ফেলে হরের শেষমাথায় লালচে-বেগুনি আলোর বিশাল একটি ঘরে চলে এলো টাটু আঁকা লোকটি। ঘরের মধ্যে ধূপের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। ঘরের মাঝখানে বিশাল একটা স্কয়ার টেবিল রাখা আছে, ক্যাথারিনকে সেই টেবিলের উপর এনে রাখলো।

টেবিলটা খুব খরখরে আর শীতল বলে মনে হলো ক্যাথারিনের কাছে। *এটা কি পাথরে তৈরি?*

ধাতস্থ হবার আগেই লোকটা তার হাত-পায়ের বাধন খুলে দিলো। স্বতঃস্ফূর্তভাবেই হাত-পা ছুড়ে প্রতিরোধ করার তাগিদ অনুভব করলেও আড়ষ্ট হয়ে থাকা হাত-পা খুব একটা নড়াতে পারলো না। লোকটা এখন টেবিলের উপর তাকে বেধে ফেলতে শুরু করলো। মোটা চামড়ার স্ট্র্যাপ দিয়ে প্রথমে হাটু আর কোমর তারপর দু'পাশে ছড়িয়ে হাত দুটো এবং শেষে বুকের উপরের দিকটাও বেধে ফেললো জানোয়ারটা।

খুব দ্রুত কাজটা শেষ করে ফেললে ক্যাথারিন আবারো চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়ে রইলো পাথরের টেবিলের উপর। রক্ত চলাচল শুরু হতেই তার দু'হাতের কব্জি আর পায়ের গোড়ালী ব্যথা করতে শুরু করলো।

"মুখ খোলো," ফিসফিস করে বললো লোকটি। নিজের টাটু আঁকা ঠোঁট দুটো জিভ দিয়ে চেটে নিলো সে।

প্রচণ্ড ঘৃণায় দাঁত খিঁচে রইলো ক্যাথারিন।

লোকটা আবারও তার হাতের তর্জনী ছোঁয়ালো ক্যাথারিনের ঠোঁটে। আলতো করে আঙুল বোলাতে লাগলে আরো শক্ত করে দাঁতে দাঁত খিঁচে রাখলো সে। মুচকি হেসে ট্যাটু আঁকা লোকটি তার অন্যহাত দিয়ে ক্যাথারিনের ঘাড়টা ধরে জোরে মোচড়াতে শুরু করলো। মুহূর্তেই খুলে গেলো ক্যাথারিনের চোয়াল। টের পেলো লোকটার আঙুল তার মুখের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে। বিচরণ করছে তার জিভের উপর। আঙুলে কামড় দেবার চেষ্টা করলো সে, কিন্তু তার আগেই আঙুলটা বের হয়ে গেলো মুখের ভেতর থেকে। এখনও দাঁত বের করে হাসছে লোকটা। ক্যাথারিনের লালা মাখানো আঙুলটা তুলে ধরলো তার চোখের সামনে। তারপর চোখ বন্ধ করে আবারো মাথার উপরের ফাঁকা বৃত্তে ঘষতে লাগলো আস্তে আস্তে।

ভারি নিঃশ্বাস ফেলে চোখ খুললো লোকটি, তারপর অদ্ভুত এক শান্ত ভঙ্গিতে ঘর থেকে বের হয়ে গেলো সে।

ঘরের নীরবতায় নিজের হৃদস্পন্দনের শব্দটা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে ক্যাথারিন। তার উপরে, ঘরের নীচু ছাদে আজব ধরণের কতোগুলো লাইট লাগানো আছে। কিছু কিছু বাতি বেগুনী থেকে গাঢ় লাল রঙে বদলে যাচ্ছে। একদৃষ্টিতে ছাদের দিকে তাকিয়ে রইলো সে। প্রতিটি ইঞ্চি জায়গাতেই ড্রইং আঁকা আছে। দেখে মনে হলো মহাশূন্যকে চিত্রিত করা হয়েছে ড্রইংগুলো দিয়ে। তারকা, নক্ষত্র, গ্রহ, আর একে অন্যের সাথে জড়িয়ে আছে জ্যোর্তিবিজ্ঞানের সিম্বল, চার্ট আর ফর্মুলাগুলো। অনেকগুলো তীর দিয়ে উপবৃত্তাকার কক্ষপথ, জ্যামিতিক সিম্বল আর কোণ নির্দেশ করা আছে। সবই যেনো চেয়ে আছে ক্যাথারিনের দিকে। দেখে মনে হচ্ছে কোনো ক্ষ্যাপাটে বিজ্ঞানী সিস্টিন চ্যাপেলে ঢুকে পড়ে এ কাজ করেছে।

এসব না দেখার জন্য মুখটা সরিয়ে নিলো সে, কিন্তু তার বাম দিকের দেয়ালটাও সুবিধার নয়। মেঝেতে কতোগুলো মোমবাতি জ্বলছে, সেই আলোতে দেয়ালটা প্রায় ঢেকে আছে অসংখ্য বাইয়ের পৃষ্ঠা, ছবি আর ড্রইংয়ে। কিছু পৃষ্ঠা দেখে মনে হচ্ছে প্যাপিরাস অথবা ভেড়ার চামড়ায় তৈরি। বহু পুরনো কোনো বই থেকে সেগুলো ছিঁড়ে আঁটকে রাখা হয়েছে। বাকিগুলো অবশ্যই অপেক্ষাকৃত নতুন বই থেকে নেয়া। ছবি, ড্রইং, মানচিত্র আর স্কিম্যাটিকের সাথে মিশে আঠা দিয়ে দেয়ালে লাগিয়ে রাখা হয়েছে কুব যত্নসহকারে। মাকড়ের জালের মতো তার দিয়ে সেগুলো একে অন্যের সাথে সংযুক্ত করার ফলে দেখতে একেবারে হিজিবিজি লাগছে।

আবারো মুখ সরিয়ে নিয়ে অন্য দিকে চেয়ে দেখলো ক্যাথারিন।

দুঃখের বিষয় হলো এটা সবচাইতে ভীতিকর দৃশ্যের অবতারণা করলো।

যে পাথরের টেবিলের উপর তাকে বেধে রাখা হয়েছে তার ঠিক পাশেই ছোট্ট একটা কাউন্টার আছে, দেখতে অনেকটা হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারের যন্ত্রপাতির

টেবিলের মতো। সেই কাউন্টারের উপর কতোগুলো জিনিস সাজিয়ে রাখা হয়েছে–তাদের মধ্যে আছে একটা সিরিঞ্জ, কালচে তরল ভর্তি ভায়াল...আর একটা বড়সড় ছুরি, হাতলটা হাতির দাঁতে তৈরি। ছুরিটা অস্বাভাবিকভাবেই চকচক করছে।

হায় ঈশ্বর...আমার সাথে কি করার পরিকল্পনা করছে সে?

অধ্যায় ১০৫

অবশেষে সিআইএ'র সিস্টেম সিকিউরিটি স্পেশালিস্ট রিক প্যারিশ হাতে একটা কাগজ নিয়ে নোলার অফিসে এলো।

"এতো দেরি করলে কেন?!" জানতে চাইলো নোলা। *তোমাকে না বলেছিলাম জলদি জলদি আসতে!*

"দুঃখিত," নাকের উপর ভারি কাঁচের চশমাটা একটু ঠিক করে বললো সে। "তোমার জন্য আরো কিছু তথ্য যোগার করার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু–"

"আরে কি পেয়েছো সেটা আগে দেখাও।"

প্রিন্টআউটটা তার হাতে দিলো প্যারিশ। "এটা একটা রিড্যাকশন, তবে সারসংক্ষেপটাই শুধু পাবে।"

বিস্ময়ে কাগজটার দিকে তাকালো নোলা।

"আমি এখনও বুঝতে পারছি না একজন হ্যাকার কিভাবে ঢুকতে পারলো," বললো প্যারিশ, "তবে দেখে মনে হচ্ছে কোনো ডেলিগেটর স্পাইডার আমাদের একটা সার্চ ইঞ্জিন হ্যাইজ্যাক–"

"আর এসব কথা রাখো!" কাগজ থেকে চোখ তুলে ঝাঁঝালো সুরে বললো নোলা। "পিরামিড, প্রাচীন প্রবেশদ্বার আর এনগ্রেভ করা সিম্বলের একটি গোপন ফাইল নিয়ে সিআইএ কি করছে?"

"এজন্যেই তো আমার এতো দেরি হলো। ঠিক কোন্ ডকুমেন্টটা টার্গেট করা হয়েছে সেটা দেখার চেষ্টা করছিলাম আমি, সেজন্যেই ফাইলের পাথ ট্রেস করে দেখতে হয়েছে।" প্যারিশ একটু থেমে গলা পরিস্কার করে নিলো। "ই ডকুমেন্টটি...সিআইএ'র ডিরেক্টরের ব্যক্তিগত ফাইল হিসেবে অ্যাসাইন করা আছে।"

অবিশ্বাসে নোলা চেয়ে রইলো। *সাটোর বসের কাছে ম্যাসনিক পিরামিডের উপর একটি ফাইল রয়েছে?* সে জানে বর্তমান ডিরেক্টর অতীতের অনেক পদস্থ সিআইএ কর্মকর্তার মতোই একজন ম্যাসন। কিন্তু তাদের কেউ সিআইএ'র কম্পিউটারে ম্যাসনিক সিক্রেট লুকিয়ে রাখবে এ কথা কখনও কল্পনাও করে নি সে।

তবে পরমুহূর্তেই ভাবলো বিগত চব্বিশ ঘণ্টায় যা দেখেছে তাতে করে যেকোনো কিছুই সম্ভব হতে পারে।

ফ্রাঙ্কলিন স্কয়ারের ঝোঁপের আড়ালে হামাগুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে এজেন্ট সিমকিন্স।

আলমাস টেম্পলের কলামবিশিষ্ট প্রবেশপথের দিকে তার কড়া নজর নিবদ্ধ। *কিছুই দেখা যাচ্ছে না।* ভেতরে কোনো বাতি জ্বলছে না, বাইরে থেকেও কাউকে ঢুকতে দেখা যাচ্ছে না। অন্যপাশে তাকিয়ে বেলামিকে দেখলো সে। পার্কের মাঝখানে লোকটা পায়চারি করে যাচ্ছে। খুব ঠাণ্ডায় কুকড়ে আছে বেলামি। *আসলেই ঠাণ্ডা।* সিমকিন্স দূর থেকেও তার কাঁপুনিটা দেখতে পাচ্ছে।

ভাইব্রেট করে উঠলো তার ফোন। সাটো করেছে।

"আমাদের টার্গেট কতোক্ষণ দেরি করেছে?" জানতে চাইলো মহিলা।

ঘড়িতে তাকালো সিমকিন্স। "টার্গেট বলেছিলো বিশ মিনিট লাগবে। এখন তো প্রায় চল্লিশ মিনিট হয়ে গেছে। নিশ্চয় কোনো সমস্যা হয়েছে।"

"সে আসবে না," বললো সাটো।

সিমকিন্স জানে মহিলা ঠিকই বলছে। "হার্টম্যান কি ফোন করেছিলো?"

"না, কালোরামা হাইট্সে ঢুকতে পারে নি সে। তাকে আমি ফোনেও পাচ্ছি না।"

সিমকিন্সের শরীরটা আড়ষ্ট হয়ে গেলো। এটা যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে নির্ঘাত কোনো অঘটন ঘটেছে।

"আমি ফিল্ড সাপোর্ট টিমকে খবর দিয়েছি," সাটো বললো, "তারাও তাকে খুঁজে পায় নি।"

হলি শিট। "এস্কলেডের জিপিএস লোকেশনটি কি জানতে পেরেছে তারা?"

"হ্যা। কালোরামা হাইটসের একটি আবাসিক ঠিকানায়। তোমার লোকজনকে জড়ো করো। ওখান থেকে চলে আসো সবাই।"

সাটো ফোনটা বন্ধ করেই তার দেশের রাজধানীর রাজকীয় স্কাইলাইনের দিকে তাকালো। ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা তার পাতলা জ্যাকেটের ফাঁক গলে ঢুকে পড়ছে, দু'হাতে নিজের শরীর জড়িয়ে রেখেছে সে। ডিরেক্টর ইনোয়ু সাটো এমন মহিলা নয় সহসাই যার শীতল অনুভূত হয়...অথবা ভয়। তবে এই মুহূর্তে দুটো অনুভূতিই টের পাচ্ছে সে।

অধ্যায় ১০৬

সিল্কের লয়েনক্লথ পরে ঢালু পথ দিয়ে উপরে উঠে এলো মালাখ। স্টিলের দরজা পেরিয়ে পেইন্টিংয়ের পেছন দিয়ে প্রবেশ করলো লিভিংরুমে। *আমাকে দ্রুত প্রস্তুতি নিতে হবে।* ফয়ারে মরে পড়ে থাকা সিআইএ'র এজেন্টের দিকে তাকালো। *এই বাড়িটা আর নিরাপদ নয়।*

পাথরের পিরামিডটা হাতে নিয়ে দোতলার স্টাডিরুমের ল্যাপটপের সামনে বসলো মালাখ। লগ-ইন করার সময় ভাবলো ল্যাংডনের লাশটা কতোদিন পর সিক্রেট বেইজমেন্টের বাক্সের ভেতর খুঁজে পাওয়া যাবে। তাতে অবশ্য কিছুই যায় আসে না। ততোদিনে মালাখ বহু দূরে চলে যাবে।

ল্যাংডন তার ভূমিকা বেশ ভালোভাবেই সম্পন্ন করেছে....অসাধারণ ভাবেই। কেবলমাত্র ম্যাসনিক পিরামিডের অংশগুলো একই করে নি, পিরামিডের তলে থাকা সিম্বলগুলোর অর্থও বের করতে সক্ষম হয়েছে সে। প্রথম দেখায় সিম্বলগুলোর অর্থ বের করা যাবে না বলেই মনে হয়েছিলো। এই দুর্বোধ্য সিম্বলের অর্থোদ্ধার অসম্ভব...তারপর দেখা গেলো কাজটা একেবারেই সহজ-সরল...তাদের দিকেই চেয়ে ছিলো সারাটা রাত।

মালাখের ল্যাপটপে সেই ই-মেলটা ভেসে উঠলো, ওয়ারেন বেলামির পাঠানো–জ্বলজ্বল করতে থাকা একটি ক্যাপস্টোন, বেলামিরা হাতে অংশত ঢাকা একটি ঠিকানা।

সিক্রেটটা
লুকিয়ে রাখা হয়েছে
দ্য অর্ডারের অভ্যন্তরে
[redacted] ফ্রাঙ্কলিন স্কয়ার

আট....ফ্রাঙ্কলিন স্কয়ার, মালাখকে বলেছে ক্যাথারিন। মহিলা আরো স্বীকার করেছে সিআইএ'র এজেন্টরা ফ্রাঙ্কলিন স্কয়ারে আছে। মালাখকে ধরার আশায় ওত পেতে আছে সেখানে। সেই সঙ্গে ক্যাপস্টেনে যে অর্ডারের কথা বলা হয়েছে সেটার হদিসও নেবে তারা। *ম্যাসন? শ্রাইন? রসিক্রুশিয়ান?*

এরা কেউই না, মালাখ এখন জানে। *সত্যটা ল্যাংডন দেখেছে।*

দশ মিনিট আগে পানিতে ডুবে মরার সময় হারভার্ডের প্রফেসর পিরামিডের সমাধা করতে পেরেছে। "দ্য অর্ডার এইট ফ্রাঙ্কলিন স্কয়ার!" চিৎকার ক'রে বললো সে। তার

চোখে তীব্র আতঙ্ক। "সিক্রেটটা লুকিয়ে রাখা হয়েছে দ্য অর্ডার এইট ফ্রাঙ্কলিন স্কয়ারের অভ্যন্তরে।" প্রথমে মালাখ কথাটার মানে বুঝতে পারে নি।

"এটা কেনো ঠিকানা নয়।" চিৎকার ক'রে বলেছিলো ল্যাংডন, পানিতে ডুবে যাচ্ছিলো তখন। "দ্য অর্ডার এইট ফ্রাঙ্কলিন স্কয়ার! ওটা একটা ম্যাজিক স্কয়ার!" এরপর সে আলব্রেখট দুরারের সম্পর্কে কিছু বলে....আর কিভাবে পিরামিডের প্রথম কোডটি দিয়ে শেষ কোডটার অর্থোদ্ধার করা যায় সেটাও বলে দেয় তাকে।

ম্যাজিক স্কয়ারের সাথে মালাখের পরিচয় আছে–*কামিয়াস* বলে অভিহিত করতো শুরুর দিবাকার মিস্টিকরা। *দ্য ওকালতা ফিলোমেফিয়া* নামের প্রচীন একটি বইয়ে ম্যাজিক স্কয়ারের অধ্যাত্মিক ক্ষমতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। আর এখন কিনা ল্যাংডন জানালো সেই ম্যাজিক স্কয়ার দিয়েই পিরামিডের নীচে থাকা সিম্বলগুলোর অর্থ বের করা যায়?

"আট বাই আট ম্যাজিক স্কয়ার লাগবে তোমার।" পানিতে ডুবতে ডুবতে চিৎকার করে বলছিলো প্রফেসর। "ম্যাজিক স্কয়ারগুলো একটা অর্ডারে শ্রেণী বিভক্ত করা থাকে! তিন বাই তিনের স্কয়ারকে বলে 'অর্ডার থৃ'! চার বাই চারকে বলে 'অর্ডার ফোর'! তোমার দরকার 'অর্ডার এইট'।"

পানিতে পুরোপুরি ডুবে যাওয়ার আগে চিৎকার ক'রে ল্যাংডন বলতে লাগলো বিখ্যাত ম্যাসন...একজন আমেরিকান স্থাপতি...একজন বিজ্ঞানী, একজন মিস্টিক, গণিতশাস্ত্রবিদ, আবিস্কারক সম্পর্কে...সেই সাথে একটি মিস্টিক্যাল *কামিয়া*'র উদ্ভাবক যা কিনা আজো তার নাম ধারণ ক'রে আছে।

ফ্রাঙ্কলিন।

মুহূর্তের মালাখ বুঝতে পেরেছিলো ল্যাংডন ঠিক কথাই বলছে।

এখন প্রবল উত্তেজনা নিয়ে ল্যাপটপের সামনে বসে আছে মালাখ। ওয়েবে সার্চ ক'রে একডজনেরও বেশি রেজাল্ট পেয়েছে, তাদের মধ্য থেকে একটা বেছে পড়তে শুরু করলো সে।

অর্ডার এইট ফ্রাঙ্কলিন স্কয়ার

ইতিহাসের সবচাইতে সুপরিচিত ম্যাজিক স্কয়ার অর্ডার এইট প্রথম প্রকাশ করেন ১৭৬৯ সালে আমেরিকান বিজ্ঞানী বেনজামিন ফ্রাঙ্কলিন। এটার *Bent Diagonal Summation*-এর কারণে খুব বিখ্যাত হয়ে ওঠে। এরকমটি এর আগে কখনই দেখা যায় নি। এই ধরণের অধ্যাত্মিক আর্টফর্মের ব্যাপারে ফ্রাঙ্কলিন আগ্রহী হয়ে ওঠেন ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত তার সময়কার বিখ্যাত অ্যালকেমিস্ট এবং

জ্যোতিষবিদদের সংস্পর্শে এসে। সেই সাথে জ্যোতিষবিজ্ঞানের প্রতি তার নিজের বিশ্বাস এ কাজে তাকে আগ্রহী করে তোলে ব্যাপকভাবে। এই বিশ্বাসটি তার *পুওর রিচার্ডস আলমানক* গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে।

52	61	4	13	20	29	36	45
14	3	62	51	46	35	30	19
53	60	5	12	21	28	37	44
11	6	59	54	43	38	27	22
55	58	7	10	23	26	39	42
9	8	57	56	41	40	25	24
50	63	2	15	18	31	34	47
16	1	64	49	48	33	32	17

মালাখ ফ্রাঙ্কলিনের বিখ্যাত সৃষ্টিটা স্টাডি করেছে–১ থেকে ৬৪ পর্যন্ত সংখ্যার অনন্য একটি বিন্যাস–যাতে কিনা প্রতিটি রো, কলাম আর আড়াআড়িভাবে সংখ্যাগুলো যোগ করলে একই যোগফল পাওয়া যায়। *সিক্রেটটা লুকিয়ে রাখা হয়েছে দ্য অর্ডার এইট ফ্রাঙ্কলিন স্কয়ারের অভ্যন্তরে।*

মুচকি হাসলো মালাখ। উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে সে। পাথরের পিরামিডটা ধরে এর তলায় লেখা সিম্বলগুলো ভালো করে দেখে নিলো আরেকবার।

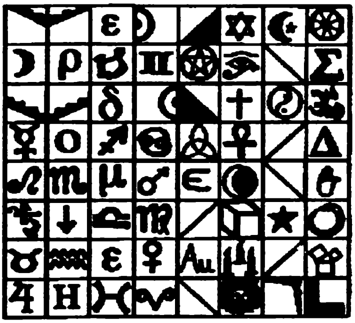

চৌষট্টিটি সিম্বল চিহ্নিত করতে হবে এবং বিন্যাস করতে হবে ভিন্ন অর্ডারে। তাদের সিকোয়েন্স ফ্রাঙ্কলিনের ম্যাজিক স্কয়ারের সংখ্যায় সংজ্ঞায়িত করা আছে। যদিও মালাখের মাথায় ঢুকছে না এই বিশৃঙ্খল সিম্বলগুলো কিভাবে বিন্যাস করা যাবে তারপরেও প্রাচীনকালের জ্ঞানীদের প্রতিশ্রুতিতে তার আস্থা আছে।

অর্ডো অ্যাব চাও।

তার হৃদপিণ্ডটা লাফাচ্ছে। একটা সাদা কাগজ নিয়ে দ্রুত আট-বাই-আট গ্রিড একেঁ ফেললো সে। তারপর গ্রিচের ভেতর ঘরগুলোতে সিম্বলগুলো একে একে বসাতে লাগলো তাদের নতুন অবস্থানে। তাকে অবাক করে দিয়েই গ্রিডটার অর্থ উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে।

বিশৃঙ্খলা থেকে শৃঙ্খলা!

পুরো কাজ শেষ ক'রে যে ফলাফল পেলো সেটার দিকে অবিশ্বাসে চেয়ে রইলো সে। চমকে যাওয়ার মতো একটা ছবি আকার লাভ করেছে। এলোমেলো গ্রিডটা রূপান্তরিত হয়ে গেছে...চিনতে পারছে সে...পুরো মেসেজের অর্থ অনুধাবন করতে পারছে না মালাখ, তারপরও কোথায় যেতে হবে সেটা সে জেনে গেছে।

পিরামিড পথ দেখিয়ে দেয়।

গ্রিডটা এ পৃথিবীর সবচাইতে বড় আধ্যাত্মিক স্থানের দিকে ইঙ্গিত করছে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, ঠিক এ জায়গাতে গিয়েই মালাখ তার পরিভ্রমন শেষ করবে ব'লে সব সময় স্বপ্ন দেখে আসেছ।

নিয়তি।

অধ্যায় ১০৭

পাথরের টেবিলটা খুব ঠাণ্ডা লাগছে ক্যাথারিন সলোমনের কাছে।

রবার্টের ভয়ঙ্কর মৃত্যু ওলটপালট ক'রে দিয়েছে তার মন। সেই সাথে তার ভায়ের কথা মনে পড়তেই আরো বেশি মুষড়ে পড়লো সে। *পিটর কি মারা গেছে?*

পাশের টেবিলে রাখা অদ্ভূত ছুরিটা দেখে সে নিজের ভাগ্য নিয়ে শংকিত হয়ে পড়েছে।

এটাই কি শেষ?

অদ্ভূত ব্যাপার হলো তার চিন্তা ভাবনা বিক্ষিপ্তভাবে চলে গেলো নিজের গবেষণার দিকে...*সবই হারিয়ে গেছে.....ধোঁয়ার মধ্যে।* যে সব জিনিস সে শিখিয়েছিলো সেসব আর পৃথিবীবাসীকে জানানো যাবে না। তার সবচাইতে অবিস্মরণীয় আবিষ্কারটি মাত্র কয়েক মাস আগে করেছিলো। এটার ফলাফল মানুষের মৃত্যু সংক্রান্ত চিন্তাভাবনাকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করতো। অদ্ভুত ব্যাপার হলো সেই এক্সপেরিমেন্টের কথা এখন ভাবতে গিয়ে...তার মধ্যে অপ্রত্যাশিত একটি স্বস্তি চলে এলো। শৈশবে ক্যাথারিন সলোমন প্রায়ই ভাবতো মৃত্যুর পর জীবন আছে কিনা। *স্বর্গ বলে কি সত্যি কিছু আছে? আমরা মারা যাবার পর কি হবে?* কিন্তু বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের উপর পড়াশোনার সময় এইসব জন্ম-মৃত্যু, স্বর্গ-নরক কিংবা পরকাল নিয়ে চিন্তা ভাবনাগুলো তার মাথা থেকে অনেকটা মুছে যায়। মৃত্যুর পর জীবন এই ধারণাটি তার কাছে হয়ে ওঠে একধরনের রূপকথা। আমাদের নশ্বর জীবনের কঠিন সত্যটাকে একটু প্রশমন করার উদ্দেশ্যে এই রূপকথার অবতারনা করা হয়েছে। *অথবা আমি সেরকম বিশ্বাস করি।*

এক বছর আগে কাথারিন আর তাই ভাই বহুল আলোচিত বিষয়, মানুষের আত্মার অস্তিত্ত্ব আছে কিনা তা নিয়ে আলোচনা করছিলো। মানবদেহের বাইরে কি আত্মা নামের কিছু আছে। এটাই ছিলো তাদের মূল আলোচ্য বিষয়।

তারা দু'জনেই আঁচ করতে পেরেছিলো এরকম আত্মার অস্তিত্ব আছে। অনেক প্রাচীন দার্শনিক একমত পোষণ করতো। বৌদ্ধ ধর্ম এবং ব্রহ্মবাদ জোর দিয়ে বলেছে রূপান্তরের কথা—মৃত্যুর পর আত্মা নতুন দেহ লাভ করে। প্লেটোনিস্টরা দেহকে 'জেলখানা' বলে সংজ্ঞায়িত করেছে, যেখান থেকে আত্মা পালিয়ে যায়। স্টোয়িক দার্শনিকেরা আত্মাকে *অ্যাপোস পাসমা টো থিউ* নামে ডাকতো—যার অর্থ 'ঈশ্বরের ভগ্নাংশ—তারা বিশ্বাস করতো মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর সেগুলো পুণরায় নিজের কাছে নিয়ে নেন। ক্যাথারিন ভালো করে জানে আত্মার অস্তিত্ব আছে এটা একধরনের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে কারণ এটা কখনই

বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমান করা যায় নি। মানব দেহের বাইরে আত্মা নামের কোনো কিছুর অস্তিত্ব থাকার বিষয়টি হয়তো ভবিষ্যতে কোনো দিন প্রমানিত হবে, এই আশা করা ছাড়া আর কিছু এ মুহূর্তে বলার নেই।

তাদের সেই আলোচনার পর ক্যাথারিনের মধ্যে অদ্ভুত এক বোধোদয় তৈরি হয়। তার ভাই উল্লেখ করেছিলো বুক অব জেনেসিসে নাকি আত্মাকে *নেসেমাহ* বলে অভিহিত করা হয়েছে–এক ধরনের আধ্যাত্মিক 'বুদ্ধি' যা কিনা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন। ক্যাথারিনের কাছে মনে হলো 'বুদ্ধি' শব্দটি ইঙ্গিত করছে চিন্তার উপস্থিতিকে। নোয়েটিক সায়েন্স পরিস্কার দাবি করে চিন্তারও ভর রয়েছে। তাহলে এর কারণ রয়েছে, তার অর্থ মানবিক আত্মার অবশ্যই ভর আছে।

আমি কি মানবিক আত্মার ভজন নিরূপন করতে পারবো?

ধারণাটি অবশ্যই অসম্ভব...ভাবাটাও বোকামির কাজ।

তিনদিন পর গাঢ়ঘুম থেকে উঠে বিছানায় সোজা হয়ে বসলো আচমকা। সোজা গাড়ি চালিয়ে চলে এলো তার ল্যাবে। এমন একটা এক্সপেরিমেন্ট করার ডিজাইন করলো যা কিনা চমকে দেবার মতো...এবং সেইসাথে ভয়ঙ্করভাবেই সাহসী।

এটা কাজ করবে কিনা সে ব্যাপারে তার কোনো ধারণা ছিলো না। কাজটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত পিটারকে না বলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো সেজন্যে। চারমাস পর ক্যাথারিন তার ভাইকে ল্যাবে নিয়ে এলো। একটা বিশাল আকারে গিয়ার *ঠেলতে ঠেলতে* নিয়ে এলো সে, জিনিসটা স্টোরেজ রুমে লুকিয়ে রেখেছিলো এতোদিন।

"এটা আমি নিজে ডিজাইন ক'রে বানিয়েছি," পিটারকে তার উদ্ভাবিত জিনিসটা দেখিয়ে বললো। "ধারণা করতে পারো এটা কি?"

তার ভাই অদ্ভুত মেশিনটার দিকে চেয়ে রইলো। "ইনকিউবেটর?"

হাসতে হাসতে মাথা নাড়লো ক্যাথারিন। অবশ্য জিনিসটা দেখতে সে রকমই। তবে এটা ইনকিউবেটরের চেয়ে বেশ বড়। অসংখ্য ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি আছে তার সাথে সংযুক্ত অবস্থায়। "দেখি তোমার ধারণা সত্য কিনা!," ওটার পাওয়ার বাটন চেপে চালু করে দিলো ক্যাথারিন। একটা ডিজিটাল ডিসপ্লে জ্বলে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে। কিছু বোতাম টিপে দিলে ডিসপ্লেতে নাম্বার ভেসে উঠতে লাগলো একের পর এক।

বোতাম টেপা শেষ হলো ডিসপ্লেতে একটা সংখ্যা দেখা গেলো এবার

০.০০০০০০০০০ কে.জি

"স্কেল নাকি?" কিছু বুঝে উঠতে না পেরে পিটার জানতে চাইলো।

"এটা কোনো স্কেল নয়," আশেপাশে থাকা এক টুকরো কাগজ হাতে নিয়ে ক্যাপসুলের উপর সেটা রাখলো। সঙ্গে সঙ্গে ডিসপ্লের সংখ্যাটা বদলে গেলো নতুন এক হিসেবে।

০.০০০৮১৯৪৩২৫ কে.জি

"হাই-প্রিসাইশন মাইক্রো ব্যালান্স," ক্যাথরিন বললো। "কয়েক মাইক্রোগ্রাম পর্যন্ত ওজন করতে পারে।"

পিটার এখনও হতভম্ব। "তুমি একটা প্রিসাইস স্কেল বানিয়েছো মানুষের ওজন মাপার জন্যে?"

"একদম ঠিক।" মেশিনের স্বচ্ছ ঢাকনাটি তুললো ক্যাথারিন। "আমি যদি এই ক্যাপসুলের ভেতর কোনো মানুষকে ঢোকাই তাহলে সে একেবারে সিল অবস্থায় থাকবে। কিছুই বের হতে পারবে না, ঢুকতেও পারবে না। গ্যাস, তরল, ধুলোবালি কিছুই না। কোনো কিছুই এর ভেতর থেকে পালাতে পারবে না–মানুষের শ্বাসপ্রশ্বাস, ঘামের বাষ্প, শরীর থেকে বের হওয়া যেকোনো তরল, কিছুই না।"

মাথার চুলে হাত চালালো পিটার। ক্যাথারিন জানে এটা হলো তার নার্ভাস হবার লক্ষণ। "উমম...এটার ভেতর কাউকে ঢোকালে সে খুব দ্রুত মারা যাবে।"

ক্যাথারিন মাথা নেড়ে সায় দিলো। "ছয় মিনিটের মতো সময় বেঁচে থাকতে পারবে। সেটা অবশ্য ব্রিদিং রেটের উপর নির্ভর করবে।"

ক্যাথরিনের দিকে ফিরলো পিটার। "বুঝতে পারছি না এখনও।"

মুচকি হাসলো ক্যাথরিন। "বোঝাচ্ছি।"

মেশিনটা রেখে ক্যাথারিন পিটারকে একটি কন্ট্রোল রুমে নিয়ে গিয়ে তাকে বসিয়ে দিলো বিরাট প্লাজমা ওয়ালের সামনে। হলোগ্রাফিক ড্রাইভে সংরক্ষিত একটি ভিডিও ফাইল ওপেন করলো ক্যাথারিন। যে ইমেজ পর্দায় ভেসে উঠলো সেটা দেখতে একেবারে হোম ভিডিও ফুটেজের মতো।

ক্যামেরায় একটা ঘরকে দেখানো হচ্ছে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। চাদরবিহনী বিছানা, ঔষুধের বোতল, শ্বাসযন্ত্র, আর একটা হার্ট মনিটর। ক্যামেরা ঘুরতে ঘুরতে ঘরের মাঝখানে একটা দৃশ্য দেখালে পিটার ভিমড়ি খেলো।

গোল গোল হয়ে আছে পিটারের দু'চোখ। *এটা আবার...?*

ক্যাপসুলের স্বচ্ছ ঢাকনাটা খোলা, ভেতরে অক্সিজেন মাস্ক পরা এক বৃদ্ধ লোক শুয়ে আছে। পাশেই তার বৃদ্ধ বৌ আর হাসপাতালের নার্স-ডাক্তার সব দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। লোকটার দু'চোখ বন্ধ।

"ক্যাপসুলে যে লোটকা শুয়ে আছে তিনি ইয়েলে আমার বিজ্ঞান শিক্ষক ছিলেন," বললো ক্যাথারিন। "তার সাথে আমার সব সময়ই যোগাযোগ ছিলো। উনি খুব অসুস্থ ছিলেন। সবসময় বলতেন বিজ্ঞানের কাজে ব্যবহারের জন্যে নিজের শরীর দান করে যাবেন। সেজন্যে আমি আমার আইডিয়ার কথা তাকে বুঝিয়ে বলি, উনি সাথে সাথে আমাকে সহযোগীতা করতে রাজি হয়ে যান।"

পিটার বিস্ময়ে চুপ মেরে রইলো। কোনো কথা বলছে না।

হাসপাতালের কর্মীরা তার বৌয়ের দিয়ে ফিরলো। "সময় হয়ে গেছে। তিনি এখন প্রস্তুত। বৃদ্ধ মহিলা দু'চোখ মুছে মাথা নেড়ে সায় দিলেন। "ঠিক আছে।"

হাসপাতালের কর্মী বৃদ্ধের অক্সিজেন মাস্কটা খুলে দিলো। বৃদ্ধ একটু নড়ে উঠলেও তার চোখ দুটো বন্ধই থাকলো আগের মতো। শ্বাসযন্ত্রআর অন্যান্য জিনিসপত্র সব সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলে ক্যাপসুলটা ঘরের মাঝখানে পড়ে রইলো।

মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধের স্ত্রী সামনে এগিয়ে এসে বৃদ্ধের কপালে চুমু খেলেন, বৃদ্ধ চোখ খুললেন না, তবে তার ঠোঁট দুটো একটু নড়ে উঠলো। মৃদু একটা হাসি।

অক্সিজেন মাস্ক ছাড়া লোকটার শ্বাসপ্রশ্বাস খুব দ্রুতই আরো বেশি ধীরগতির হয়ে উঠলো। মৃত্যু সমাগত। বেশ শান্তভাবেই বৃদ্ধের বৌ ক্যাপসুলের ঢাকনা লাগিয়ে দিলেন। ঠিক যেভাবে ক্যাথরিন তাকে শিখিয়ে দিয়েছিলো।

পিটার আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলো না। "ক্যাথারিন, এসব হচ্ছে কি?"

"ঠিক আছে," নীচু কণ্ঠে বললো সে। "ক্যাপসুলের ভেতর যথেষ্ট বাতাস আছে।" এই ভিডিওটা সে অনেকবার দেখেছে তারপরও যতোবারই দেখে নাড়িস্পন্দন বেড়ে যায়। ক্যাপসুলের নীচে স্কেলের দিকে ইঙ্গিত করলো সে। ডিজিটাল সংখ্যা ভেসে উঠেছে স্কেল ডিসেপ্লেতে।

৫১.৪৫৩৪৬৪৪ কে. জি

"এটা তার শরীরের ওজন," বললো ক্যাথারিন।

বৃদ্ধের শ্বাসপ্রশ্বাস আরো ধীরগতির হয়ে গেলে পিটার উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লো। "তিনি এটাই চেয়েছিলেন," ফিস ফিস ক'রে বললো ক্যাথরিন। "এবার দ্যাখো কি হয়।"

বৃদ্ধের স্ত্রী পাশের বিছানার উপর বসে হাসপাতালের কর্মীদের সাথে চুপচাপ দেখতে লাগলেন।

ষাট মিনিটের মধ্যেই মারা গেলেন বৃদ্ধ লোকটি।

শেষ।

হাসপাতালের কর্মীরা বৃদ্ধের স্ত্রীকে সান্তনা দিচ্ছে এখন।

আর কিছুই হলো না।

পিটার কিছু বুঝতে না পেরে ক্যাথারিনের দিকে তাকালো।

আরেকটু অপেক্ষা করো, মনে মনে বললো সে। পিটারকে ক্যাপসুলের ডিজিটাল ডিসপ্লের দিকে তাকাতে ইশারা করলো। ওটাতে এখনও বৃদ্ধের ওজনের হিসাবটা দেখা যাচ্ছে। তারপরই সেটা ঘটলো।

ওটা দেখেই পিটার ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলো। "কিন্তু...এটা তো...." নিজের মুখের উপর হাত চাপা দিয়ে দিলো সে।

"আমি বিশ্বাসই..."

পিটার সলোমনের জন্য বিস্ময়ে হতবাক হওয়াটা বিরল ঘটনা।

বৃদ্ধের মৃত্যুর কিছুক্ষণ পরই তার ওজনের সংখ্যাটি সামান্য কমে গেলো। এতোটা কম যে কেউ হয়তো লক্ষ্যই করবে না, তবে ডিসপ্লেতে সেটা দেখা যাচ্ছে। ব্যাপারটা আসলেই অবিস্মরণীয়।

ক্যাথারিন তার ল্যাব নোটটা হাতে তুলে নিয়ে দেখলো। "মৃত্যুর পর মানুষের শরীর থেকে একটা অদৃশ্য বস্তু বের হয়ে যাবার প্রমান পাওয়া গেছে। সেটার কিছু পরিমাণ ভর রয়েছে, তবে এখনও বের করতে পারি নি কোন্ ডাইমেনশনে এটা মুভ করে।"

তার ভায়ের চোখেমুখে যে অভিব্যক্তি সেটা দেখে ক্যাথারিন বুঝতে পারছে ব্যাপারটার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারছে সে। "ক্যাথারিন..." বিস্ময়ের ঘোরে বললো পিটার। "আমার মনে হয় এইমাত্র তুমি মানুষের আত্মার ওজন নিলে।"

দু'জনেই কিছুক্ষণ চুপ মেরে গেলো। ক্যাথারিন জানে পুরো ব্যাপারটা হজম করতে আরো সময় লাগবে সলোমনের। তাদের পরীক্ষায় যা পাওয়া গেছে সেই মানব আত্মার অস্তিত্ব যদি প্রমাণ করা যায় তবে অসংখ্য প্রশ্নের জবাব দেয়া সম্ভব হবে : *ট্রানমাইগ্রেশন*, *কসমিক কনমাসনেস*, প্রায়-মৃত্যু অভিজ্ঞতা, *অ্যাস্ট্রল প্রজেকশন*, দূর-দুর্শন, জীবন্তস্বপ্ন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

পিটার চুপ মেরে গেলো। তার চোখে অশ্রুজল দেখতে পাচ্ছে ক্যাথারিন। বুঝতে পারছে সে। ক্যাথারিনও কেদেঁছিলো। পিটার আর ক্যাথারিন দু'জনেই আপনজন হারিয়েছে। এরকম আপনজন হারানো মানুষ যখন জানতে পারবে মানুষের আত্মা রয়েছে তখন এভাবেই আবেগ্লাপুত হয়ে উঠবে।

সে জাখারির কথা ভাবছে, ভাবলো ক্যাথারিন। জাখারির মৃত্যুর জন্যে পিটার যে নিজেকে দায়ি মনে করে সেটা ক্যাথারিন জানে।

দরজায় আচমাক আঘাতের শব্দ হলে বাস্তবে ফিরে এলো ক্যাথারিন। একটা পাথরের টেবিলের উপর শুয়ে আছে। লোহার দরজাটা বন্ধ হবার শব্দ শোনা গেলে টাট্টু আকাঁ লোকটি ঢুকলো ঘরের ভেতর। লোকটা ঘরে ঢুকে কী যেনো করছে, ক্যাথারিন অবশ্য তাকে দেখতে পাচ্ছে না। শুধু শব্দ শুনতে পাচ্ছে। কিছু একটা ঠেলে ঘরের ভেতর নিয়ে আসছে সেটা বুঝতে পারলো ক্যাথারিন। খুব ভারি কিছু...চাকার উপর। বাতির কাছে চলে এলে অবিশ্বাসে চেয়ে রইলো ক্যাথারিন। একটা হুইল চেয়ারে ক'রে টাট্টু আকাঁ লোকটি একজন মানুষকে ঘরে নিয়ে এসেছে।

হুইলচেয়ারে বসে থাকা মানুষটাকে দেখেই সঙ্গে সঙ্গেই চিনতে পারলো সে। চোখের সামনে যে দৃশ্য দেখতে পাচ্ছে সেটা একেবারেই অপ্রত্যাশিত।

পিটার?

সেজানে না তার ভাই বেঁচে আছে বলে আনন্দে উদ্বেলিত হবে...নাকি ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে যাবে। পিটারের পুরো শরীর শেভ করা। তার মাথার ঘন চুল নেই। চোখের উপর ভ্রু পর্যন্ত চেঁছে ফেলা হয়েছে। তার শরীরটা তেল তেলে। যেনো তেল দিয়ে মেসেজ করা হয়েছে। একটা কালো সিল্কের গাউন পরে আছে সে। তার ডান হাতের বাহু যেখানে থাকার কথা সেখানে ব্যান্ডেজ বাধা। তার দু'চোখে সুতীব্র যন্ত্রণার ছটা দেখতে পাচ্ছে ক্যাথারিন।

"পিটার!" চিৎকার ক'রে বললো সে। তার ভাই কথা বলার চেষ্টা করলেও মুখ দিয়ে কোনো শব্দ বের হলো না। ক্যাথারিন বুঝতে পারলো তাকে হুইল চেয়ারের সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে, মুখে কাপড় ঢুকিয়ে রাখার কারণে কথাও বলতে পারছে না।

টাট্টু আঁকা লোকটি পিটারের শেভ করা মাথায় হাত বোলালো। "তোমার ভাইকে বিরাট একটি সম্মান দেবার জন্যে প্রস্তুত করেছি আমি। আজরাতে তার একটা ভূমিকা আছে। সেটা নাকে পালন কারতে হবে।"

ক্যাথারিনের সমস্ত শরীর আড়ষ্ট হয়ে গেলো। *না...*

"পিটার এবং আমি কিছুক্ষণ পরই চলে যাবো। ভাবলাম তুমি তাকে বিদায় জানাতে চাইবে হয়তো, তাই নিয়ে এলাম।"

"তাকে তুমি কোথায় নিয়ে যাবে?" দুর্বল কণ্ঠে জানতে চাইলো ক্যাথারিন।

মুচকি হাসলো সে। "পিটার এবং আমি পবিত্র পাহাড়ে ভ্রমন করবো। গুপ্তধনটা ওখানেই লুকিয়ে রাখা আছে। ম্যাসনিক পিরামিড একটা জায়গার কথা বলেছে। তোমার বন্ধু রবার্ট ল্যাংডন খুব সাহায্য করেছে এ কাজে।"

ক্যাথারিন তার ভায়ের দিকে তাকালো। "রবার্টকে...সে খুন করেছে।"

তার ভাই তীব্র যন্ত্রণায় মাথা ঝাঁকাতে লাগলো। যেনো আর কোনো যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছে না।

"আহ," লোকটা পিটারের মাথায় আবারো হাত বোলালো। "এই সুন্দর মুহূর্তটা নষ্ট কোরো না। তোমার বোনকে বিদায় জানাও। এটাই তোমাদের শেষ দেখা।"

ক্যাথারিন মরিয়া হয়ে চিৎকার করে জানতে চাইলো, "তুমি এসব কেন করছো?! তোমার কি ক্ষতি করেছি আমরা?! তুমি আমাদের পরিবারকে এতো ঘৃণা করো কেন?!"

টাট্টু আঁকা লোকটি ক্যাথারিনের কানের কাছে মুখ এনে বললো, "এটা করার যথেষ্ট কারণ আছে, ক্যাথারিন।" তারপর পাশের টেবিল থেকে ছুরিটা তুলে নিয়ে ক্যাথারিনের গালে আল্‌তো ক'রে ছোঁয়ালো সেটা। "এটা ইতিহাসের সবচাইতে বিখ্যাত ছুরি।"

বিখ্যাত কোনো ছুরির কথা ক্যাথারিন জানে না। তবে এই ছুরিটা দেখে খুব প্রাচীন বলেই মনে হচ্ছে।

"ভয় পাবে না," বললো লোকটি। "এটা দিয়ে তোমার কোনো ক্ষতি করবো না। এর শক্তি অমি যা তা কাজে ব্যবহার করে নষ্ট করবো না। এটা আমি আমার মূল্যবান স্যাক্রিফাইসের জন্যে রেখে দিয়েছি...খুবই পবিত্র এক জায়গায় সেটা অনুষ্ঠিত হবে।" পিটারের দিকে ফিরলো সে। "এটা চিনতে পেরেছো, তো?"

তার ভাইয়ের দু'চোখে মৃত্যুৎভয় জেঁকে বসলো যেনো।

"হ্যা, পিটার। এই প্রাচীন জিনিসটার অস্তিত্ব আছে। অনেক টাকা দিয়ে এটা আমি কিনেছি...তোমার জন্যে এটা এতোদিন রেখে দিয়েছিলাম, অবশেষে তুমি আর আমি আমাদের যন্ত্রণাদায়ক ভ্রমনটার ইতি টানতে যাচ্ছি একসঙ্গে।"

এ কথা বলেই পিটারের ভাঁজ করে রাখা জামা কাপড়ে ছুরিটা মুড়িয়ে রবার্ট ল্যাংডনের ব্যাগ আর ক্যাপস্টোনসহ পিরাডিমের সাথে রেখে দিলো সে। অসহায়ের মতো এসব দেখতে লাগলো ক্যাথারিন। ল্যাংডনের ব্যাগটার জিপ লাগিয়ে লোকটা আবার পিটারের দিকে ফিরলো।

"এগুলো সঙ্গে করে নিয়ে যাও, নেবে না?" ভারি ব্যাগটা পিটারের কোলের উপর রাখলো সে।

এরপরই একটা ড্রয়ারের দিকে এগিয়ে গেলো সে। ক্যাথারিন শুনতে পেলো ধাতব কিছু নাড়াচাড়ার শব্দ। ফিরে এসেই ক্যাথারিনের ডান হাতটা খপ্ করে ধরে ফেললো। ক্যাথারিন অবশ্য দেখতে পাচ্ছে না সে কি করছে। তবে পিটার দেখতে পাচ্ছে। উদভ্রান্তের মতো মাথা ঝাঁকাতে শুরু করলো সে।

আচমকা ডান হাতের বাহুতে তীক্ষ্ণ একটা ব্যথা টের পেলো ক্যাথারিন। তারপরই ভয়ঙ্কর এক ভেঁজা ভেঁজা অনুভূতি। পিটার ছটফট করছে। চেয়ার থেকে ওঠার আপ্রাণ চেষ্টা করছে সে। ক্যাথারিন টের পেলো তার ডান হাতটা অবশ হয়ে যাচ্ছে।

লোকটা সরে দাঁড়াতেই ক্যাথারিন বুঝতে পারলো কেন তার ভাই এরকম করছে। টাট্টু আঁকা লোকটি সিরিঞ্জ দিয়ে তার হাত থেকে রক্ত নিয়েছে। তবে সিরিঞ্জটি কোনো টিউবের সাথে লাগানো নয়। খোলা...এরফলে তার হাত থেকে গলগল করে রক্ত ঝরে পড়দে শুরু করেছে।

"মনুষ্য-বালিরঘড়ি," পিটারের দিকে ফিরে বললো লোকটি। "কিছুক্ষণ পর আমি যখন তোমাকে তোমার ভূমিকা পালন করার কথা বলবো, আমি চাইবো তুমি ক্যাথারিনের এই দৃশ্যটির কথা ভাববে...অন্ধকার একঘরে একা একা মরছে সে।"

পিটার তীব্র যন্ত্রণায় ভেঙে পড়ছে। "অবশ্য একঘন্টার মতো বেঁচে থাকতে পারবে। তুমি যদি আমাকে সহযোগীতা করো তাকে বাঁচানোর মতো সময় হয়তো আমি পাবো। তবে আমার কাজে বাধা দিলে, দেরি করিয়ে দিলে তোমার বোন এখানে একা একা কঠিন যন্ত্রণা ভোগ করে মরবে।"

মুখ দিয়ে শব্দ করার চেষ্টা করলো পিটার।

"জানি, জানি। এটা তোমার জন্য খুব কঠিন হবে। তবে সেরকম হওয়া উচিত হবে না। হাজার হোক তুমি তো আর এই প্রথম তোমার প্রিয়জনকে পরিত্যাগ করছো না।" লোকটা থেমে পিটারের কানে কানে বললো, "আমি তোমার ছেলে জাখারির কথা বলছি। সোগানলিক জেলখানার কথা বলছি!"

পিটার উদগ্রান্তের মতো বোবা আর্তনাদ ক'রে উঠলো।

"বন্ধ করো!" চিৎকার ক'রে বললো ক্যাথারিন।

"সে রাতের কথা আমার সব মনে আছে," সবকিছু গোছগাছ করতে করতে বললো লোকটি। "সব কথা আমি শুনেছি। ওয়ার্ডেন তোমার কাছে প্রস্তাব দিয়েছিলো ছেলেকে নিয়ে চলে যাবার, কিন্তু তুমি সিদ্ধান্ত নিলে নিজের ছেলেকে শিক্ষা দেবে...তাকে জেলে

ফেলে রেখে চলে গেলে। তো, তোমার ছেলে শিক্ষা ঠিকই পেয়েছে, পেয়েছে না?" হাসলো সে। "তার বিসর্জনই...আমার অর্জন।"

লোকটা এবার ক্যাথারিনের মুখের ভেতর লিনেন কাপড় ঢুকিয়ে দিলো। "মৃত্যু," তার কানে কানে বললো, "খুব শান্তভাবে, নিঃশব্দে সংঘটিত হওয়া উচিত।"

পিটার উদভ্রান্তের মতো মাথা দোলাচ্ছে। তার সমস্ত শরীর কাঁপছে এখন। আর কোনো কথা না বলে টাট্টু আঁকা লোকটি পিটারের হুইল চেয়ারটা নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেলো। যাবার সময় শেষবারের মতো নিজের বোনকে দেখে নিলো পিটার সলোমন। ক্যাথারিন আর পিটারের চোখা-চোখি হলো কিছুক্ষণের জন্য।

লোহার দরজাটা বন্ধ হবার শব্দ শুনতে পেলো ক্যাথরিন তার দুয়েক মিনিট পরই একটা গাড়ির ইঞ্জিন স্টার্ট করার শব্দ।

তারপর পুরো ম্যানশনটা ডুবে গেলো অসহ্য নীরবতায়।

অন্ধকারে একাকী, ক্যাথারিন শুয়ে আছে। রক্তপাত হচ্ছে তার হাত থেকে।

অধ্যায় ১০৮

অনন্ত এক অন্ধকার গহ্বরে রবার্ট ল্যাংডনের মনটা ভাসছে।

আলো নেই। শব্দ নেই। অনুভূতি নেই।

কেবল এক অসীম অনন্ত আর নীরবতা।

কোমলতা।

ওজনহীনতা।

তার শরীর তাকে অবমুক্ত করেছে। সে এখন পুরোপুরি মুক্ত।

জাগতিক দুনিয়া তার কাছে অস্তিত্বহীন। সময়ের অস্তিত্বও বিলীন হয়ে গেছে।

এখন সে বিশুদ্ধ চেতনায় অবস্থান করছে...অশরীরি এক আত্মা বিশাল মহাবিশ্বের শূন্যতায় দুলছে।

অধ্যায় ১০৯

UH-60 হেলিকপ্টারটি কালোরামা হাইট্সের আবাসিক এলাকার দিকে নেমে যাচ্ছে, সাপোর্ট টিম তাদেরকে যে কো-অর্ডিনেট দিয়েছে সেদিকেই ছুটে যাচ্ছে তারা। এজেন্ট সিমকিন্সই প্রথম কালো রঙের এস্কেলেডটাকে দেখতে পেলো নীচের একটা ম্যানসনের লনের সামনে পার্ক করা অবস্থায়। বাড়িটা সামনের গেট বন্ধ, ভেতরে কোনো আলো জ্বলতে দেখা যাচ্ছে না।

তাদেরকে নীচে নামার ইশারা করলো সাটো।

বাড়িটার সামনের লনে আরো কতোগুলো গাড়ির মাঝে কপ্টারটি অবতরণ করলো...ঐসব গাড়ির মধ্যে সিকিউরিটি কোম্পানির একটি সিডান রয়েছে, ছাদের বাবল লাইটগুলো জ্বলছে এখনও।

সিমকিন্স আর তার টিমের লোকজন কপ্টার থেকে নেমেই অস্ত্র উঁচিয়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলো। সামনের দরজা লক্ করা দেখতে পেয়ে জানালা দিয়ে ভেতরে উঁকি মারলো সে। ফয়ারটা বেশ অন্ধকার, তবে আবছা আলোতেও মেঝেতে একটা মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখলো সিমকিন্স।

"উফ্!" আর্তনাদ ক'রে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে। "আমাদের হার্টম্যান।"

দরজার সামনে থাকা একটা চেয়ার তুলে এক এজেন্ট জানালায় আঘাত করলে সেটার কাঁচ ভেঙে যেতেই কিছুক্ষণ পর তারা সবাই বাড়ির ভেতর ঢুকতে সক্ষম হলো। ফয়ারে পড়ে থাকা হার্টম্যানের লাশের কাছে ছুটে গিয়ে হাটু মুড়ে বসে পড়লো সিমকিন্স। তার নাড়িস্পন্দন চেক ক'রে দেখলো। নেই। চারপাশে রক্ত আর রক্ত। এরপরই হার্টম্যানের গলায় বিদ্ধ স্ক্রুড্রাইভারটা তার নজরে পড়লো।

হায় জিশু! উঠে দাঁড়িয়ে তার লোকজনকে পুরো বাড়ি তল্লাশী করার ইশারা করলো সে।

বিশাল বাড়িতে এজেন্টরা কিছুই খুঁজে পেলো না, তবে লিভিংরুমে এক মহিলা সিকিউরিটি গার্ডের লাশ আবিষ্কার করলো তারা। সিমকিন্সের বুঝতে বাকি রইলো না রবার্ট ল্যাংডন আর ক্যাথারিন সলোমনের পরিণতিও এই রকমই হয়েছে। এই বর্বর খুনি চমৎকার একটি ফাঁদ পেতে যদি সিআইএ'র সশস্ত্র এজেন্টকে হত্যা করতে পারে তাহলে নিরীহ প্রফেসর আর মহিলা বিজ্ঞানী তার হাত থেকে বেঁচে যাবে সেটা বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই।

নীচতলায় তল্লাশী করা শেষ হয়ে গেলে সিমকিন্স তার এজেন্টদের উপর তলায় পাঠালো। রান্নাঘরে একটা সিঁড়ি খুঁজে পেয়ে সেটা দিয়ে নীচে নেমে গেলো সিমকিন্স

নিজে। সিঁড়ির ঠিক নীচে এসে বাতি জ্বালালো সে। বেইজমেন্টটা বিশাল আর পরিস্কার। দেখে মনে হয় খুব কমই ব্যবহার করা হয় জায়গাটা। বয়লার, আস্তর ছাড়া সিমেন্টের দেয়াল, কিছু বাক্স। *এখানেও কিছু নেই।* সিমকিন্স আবারো সিঁড়ি দিয়ে উঠে রান্নাঘরে আসতেই দেখতে পেলো তার লোকেরা উপর তলা তল্লাশী শেষ ক'রে ফিরে এসেছে। তারা সবাই মাথা দোলাচ্ছে।

পুরো বাড়িটাই ফাঁকা।

এখানে কেউ নেই। কোনো মৃতদেহও পাওয়া যায় নি।

সাটোকে কল করে হতাশাজনক খবরটি জানিয়ে দিলো সিমকিন্স।

ফয়ারের কাছে আসতেই সিমকিন্স দেখতে পেলো সাটো হেলিকপ্টার থেকে নামছে, তার পেছনেই ওয়ারেন বেলামিকে দেখা গেলো, হেলিকপ্টারে একা বসে আছে সে, সাটোর টাইটানিয়াম বৃফকেসটা এখন তার কোলের উপর। ওএস ডিরেক্টরের এই সিকিউর ল্যাপটপটি দিয়ে সারা বিশ্বের যেকোনো স্থান থেকে স্যাটেলাইটের সাহায্যে সিআইএ'র কম্পিউটার সিস্টেমে প্রবেশ করা যায়। এই ল্যাপটপ দিয়েই বেলামিকে সাটো এমন কিছু দেখিয়েছে যে ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে একশ ডিগৃ ঘুরে সাটোর দলে যোগ দিয়েছে। এখন পূর্ণ সহযোগীতা করে যাচ্ছে ভদ্রলোক। সিমকিন্স অবশ্য জানে না বেলামি ঠিক কি দেখেছে ল্যাপটপের পর্দায়। কিন্তু যা-ই দেখে থাকুক না কেন আর্কিটেক্ট ভদ্রলোক তারপর থেকেই প্রচণ্ড আতঙ্কে চুপ মেরে আছে।

ফয়ারে ঢুকে হার্টম্যানের লাশের সামনে দাঁড়িয়ে মাথাটা নামিয়ে বো করলো সাটো। তারপর স্থির দৃষ্টিতে তাকালো সিমকিন্সের দিকে। "ক্যাথারিন অথবা ল্যাংডনের কোনো চিহ্ন নেই? কিংবা পিটার সলোমনের?"

মাথা ঝাঁকালো সিমকিন্স। "তারা যদি এখনও বেঁচে থাকে তাহলে ঐ লোকটা তাদেরকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেছে।"

"বাড়িতে কি কোনো কম্পিউটার খুঁজে পেয়েছো?"

"হ্যা, ম্যাম। অফিসে।"

"আমাকে ওটা দেখাও।"

এ বাড়ির অফিসে চলে এলো তারা। কাঠের প্যানেলে তৈরি অফিসটি। একটা অ্যান্টিক ডেস্ক আর বিশাল কম্পিউটার মনিটর আছে সেখানে। ডেস্কের ওপাশে গিয়ে মনিটরের পর্দায় তাকাতেই সাটোর চোখমুখ তিক্তায় বিকৃত হয়ে উঠলো।

"ধ্যাত," বললো সাটো।

সিমকিন্সও দেখার জন্যে ঘুরে এলো সাটোর পেছনে। পর্দাটা একেবারেই ফাঁকা। "কি হয়েছে?"

সাটো ডেস্কের উপর একটা খালি ডকিং স্টেশনের দিকে ইশারা করলো। "সে ল্যাপটপ ব্যবহার করে। ওটা সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেছে।"

"তার কাছে যে তথ্য আছে সেটা কি আপনি দেখতে চান?"

"না," দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিলো সাটো। "আমি চাই তার কাছে যে তথ্য আছে সেটা যেনো কেউ না দেখে।"

নীচের তলায় গোপন বেইজমেন্টে ক্যাথারিন সলোমন হেলিকপ্টারের শব্দটা শুনতে পেয়েছে। তারপর কাঁচ ভাঙা আর ভারি পায়ের শব্দ। সাহায্যের জন্যে প্রাণপন চিৎকার দেবার চেষ্টা করলেও মুখের ভেতর কাপড় ঢুকিয়ে রাখার কারণে সেটা আর সম্ভব হয় নি। যতো জোরে চিৎকার দেবার চেষ্টা করেছে ততোই তার বাহু থেকে রক্ত ঝরে পড়ছে আরো দ্রুত গতিতে।

শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে এখন, মাথাটাও একটু ঝিমঝিম করছে।

ক্যাথারিন ভালো করেই জানে তাকে শান্ত হতে হবে। *তোমার মাথাটা ব্যবহার করো, ক্যাথারিন।* জোর ক'রে নিজেকে প্রশমিত করার চেষ্টা করলো সে। বিক্ষিপ্ত মনকে ধীরস্থির করার চেষ্টা করলো ইচ্ছের বিরুদ্ধে।

রবার্ট ল্যাংডনের মনটা বিশাল মহাশূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছে। অনন্ত অসীম শূন্যতার দিকে তাকিয়ে একটা বিন্দু খুঁজে বেড়ালো কিন্তু কিছুই পেলো না।

একদম গাঢ় অন্ধকার। স্তব্ধ চারপাশ। পরিপূর্ণ শান্তি।

কোনো রকম মধ্যাকর্ষণ শক্তি নেই যে বুঝতে পারবে কোন্ দিকটা উপর আর কোন্টা নীচ।

তা শরীরটা উধাও হয়ে গেছে।

এটা অবশ্যই মৃত্যু।

সময়টাকে একই সাথে প্রসারিত, সঙ্কুচিত আর দূরের ব'লে মনে হচ্ছে। যেনো এখানে সময়ের কোনো দায়বদ্ধতা নেই। কতোটা সময় অতিবাহিত হয়েছে বুঝতে পারছে না। সময়জ্ঞান সম্পূর্নভাবেই হারিয়ে ফেলেছে সে।

দশ সেকেন্ড? দশ মিনিট? দশ দিন?

আচমকা, যেনো বহু দূরের ছায়াপথে বিস্ফোরণের মতো স্মৃতিগুলো উদ্ভাসিত হতে শুরু করলো, ল্যাংডনকে তরঙ্গের মতো দুলিয়ে নিয়ে যেতে লাগলো বিশাল শূন্যতার দিকে।

তড়িৎগতিতে রবার্ট ল্যাংডনের মনে পড়তে শুরু করলো। ছবিগুলো তার ভেতর দিয়ে ঢুক যাচ্ছে...বিচিত্র আর উদ্বেগজনক। টাট্টু দিয়ে ঢাকা একটা মুখের দিকে চেয়ে আছে সে। এক জোড়া শক্তিশালী হাত তার মাথাটা ধরে প্রচণ্ড জোরে মেঝেতে আছাড় মারলো।

ছড়িয়ে পড়লো যন্ত্রণা...তারপরই অন্ধকার।

ধূসর আলো।

ধপধপ করছে।

স্মৃতির ঝাপটা। ল্যাংডনকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আধো অচেতন, নীচে, নীচে, নীচে। তাকে বন্দী করেছে যে লোক সে একটা মন্ত্র আওড়াচ্ছে।

ভারবাম সিগনিফিকাটিয়াম...ভারবাম ওমনিফিকাম...ভারবাম পারডো...

অধ্যায় ১১০

স্টাডি রুমে ডিরেক্টর সাটো একা দাঁড়িয়ে আছে, সিআইএ'র স্যাটেলাইট-ইমেজিং ডিভিশন তার অনুরোধটা প্রসেস হবার সময় অপেক্ষা করছে সে। ডি.সি এলাকায় কাজ করার একটি বাড়তি সুবিধা হলো এর স্যাটেলাইট কভারেজ। ভাগ্য সহায় থাকলে কিছুক্ষণ আগে এই বাড়ির ছবিটা তারা খুঁজে পাবে। অবশ্য সেটা নির্ভর করে স্যাটেলাইটগুলোর অবস্থানের উপর...সম্ভবত আধঘণ্টা আগে এই বাড়ি থেকে যে গাড়িটা বের হয়ে গেছে সেটার ছবি পাওয়া যেতে পারে।

"দুঃখিত, ম্যাম," স্যাটেলাইট টেকনিশিয়ান বললো। "আজরাতে এইসব জায়গার কোনো ছবি পাওয়া যাবে না। কভারেজ নেই। আপনি কি রিপজিশন করার অনুরোধ করবেন?"

"না, তার আর দরকার নেই। দেরি হয়ে গেছে।" ফোনটা রেখে দিলো সাটো।

দীর্ঘশ্বাস ফেললো সে। তাদের টার্গেট কোথায় গেছে সে ব্যাপারে তাদের কোনো ধারণাই নেই। হাটতে হাটতে ফয়ারের কাছে চলে এলো সাটো, দেখতে পেলো তার লোকজন হার্টম্যানের লাশ বডিব্যাগে ভরে হেলিকপ্টারে নিয়ে যাচ্ছে। সাটো এজেন্ট সিমকিন্সকে অর্ডার দিয়েছে তার সব লোকজনকে জড়ো করে ল্যাঙ্গলে'তে ফিরে যাবার প্রস্তুতি নিতে। কিন্তু সিমকিন্স লিভিংরুমে হাটু মুড়ে উপুড় হয়ে বসে আছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে অসুস্থ হয়ে পড়েছে সে।

"তুমি ঠিক আছো তো?"

মুখ তুলে তাকালো সিমকিন্স। তার চোখেমুখে অদ্ভুত এক অভিব্যক্তি। "আপনি কি এটা দেখেছেন?" লিভিংরুমের মেঝের দিকে ইঙ্গিত করলো সে।

কাছে এসে কার্পেটের দিকে ভালো ক'রে তাকালো সাটো। মাথা নেড়ে জানালো কিছু দেখতে পাচ্ছে না।

"আরো কাছে এসে দেখুন," বললো সিমকিন্স। "কার্পেটের এদিকটা ভালো করে দেখুন।"

উপুড় হয়ে দেখলো ডিরেক্টর সাটো। কার্পেটের ফাইবারগুলো দেখে মনে হচ্ছে এটার উপর দিয়ে ভারি কিছু নিয়ে যাওয়া হয়েছে। একটু দেবে আছে...

পাশাপশি দুটো সোজা লাইন চলে গেছে, যেনো দুটো ভারি চাকা এর উপর দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে অন্য একটা ঘরের দিকে।

"অদ্ভুত ব্যাপার হলো," সিমকিন্স বললো, "দাগটা গেছে এদিক দিয়ে।" সামনের দিকে দেখিয়ে বললো সে।

লিভিংরুমের কার্পেটের উপর হালকা দাগ দুটো অনুসরণ করলো সাটো। দাগ দুটো দেখে মনে হচ্ছে ফায়ারপ্লেসের পাশে মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত যে পেইন্টিংটা আছে সেটার দিকে গিয়ে আচমকা থেমে গেছে। *ব্যাপারটা কি?*

পেইন্টিংটার কাছে গিয়ে সেটা দেয়াল থেকে খোলার চেষ্টা করলো সিমকিন্স। একটুও নড়াতে পারলো না সেটা। "এটা তো দেখি ফিক্সড হয়ে আছে," বললো সে। চারপাশে হাত বোলালো। "দাঁড়ান! এর পেছনে নিশ্চয় কিছু আছে..." ফ্রেমের নীচে ছোট্ট একটা লিভার খুঁজে পেলো সিমকিন্স। লিভারটা টানতেই ক্লিক করে একটা শব্দ হলো।

সিমকিন্স ফ্রেমটা ধাক্কা দিতেই সেটা মাঝখান থেকে ঘুরে যেতে শুরু করলে বিস্ময়ে কাছে এগিয়ে এলো সাটো। একেবারে রিভলভিং দরজার মতো ঘুরে গেলো আস্তে আস্তে।

ফ্রেমের পেছনে অন্ধকার জায়গায় টর্চের আলো ফেললো সিমকিন্স।

সাটো চোখ দুটো কুচকে ভেতরটা দেখার চেষ্টা করলো।

ছোট্ট করিডোরটার শেষ মাথায় ভারি একটা স্টিলের দরজা দেখতে পাচ্ছে তারা।

দমকা বাতাসের মতো যে স্মৃতিগুলো ল্যাংডনের মনে এসেছিলো সেগুলো চলে গেছে। উষ্ণ-লাল স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠছে তার চোখের সামনে, সেইসাথে একটা অদ্ভুত কণ্ঠ দূর থেকে যেনো ফিসফিসিয়ে কথা বলে যাচ্ছে।

ভারবাম সিগনিফিকাশিয়াম...ভারবাম ওমনিফিকাম...ভারবাম পারডো।

মন্ত্রটা মধ্যযুগের কোনো ধর্মীয়পংক্তির মতো অব্যাহতভাবে উচ্চারিত হচ্ছে।

ভারবাম সিগনিফিকাশিয়াম...ভারবাম ওমনিফিকাম। শব্দটা এখন মহাশূন্যে হোচট খাচ্ছে যেনো। কতোগুলো স্পষ্ট কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনি তুলছে তার চারপাশে।

অ্যাপোক্যালিপসিস...ফ্রাঙ্কলিন...অ্যাপোক্যালিপসিস...ভারবাম...অ্যাপোক্যালিপসিস...

আচমকা বহু দূর থেকে শোকগ্রস্ত একটা ঘণ্টা বেজে উঠলো। ঘণ্টাটা বাজছে তো বাজছেই। শব্দটা ক্রমশ জোড়ালো হয়ে উঠছে। এখন সেটা আরো দ্রুত বাজছে যেনো ল্যাংডন শুনতে পায়। সেই ঘণ্টাটা যেনো তার মনকে তাড়া দিচ্ছে সেটা অনুসরণ করার জন্য।

অধ্যায় ১১১

ঘড়ির টাওয়ারের ঘণ্টা এক নাগারে তিন মিনিট ধরে বেজে চলেছে, ল্যাংডনের মাথার উপর ক্রিস্টালের ঝালর বাতিটা সেই শব্দে সেটা কেঁপে উঠছে বার বার। কয়েক দশক আগে ফিলিপ এক্সিটার অ্যাকাডেমির চমৎকার এই অ্যাসেম্বলি হলে একটি লেকচারে উপস্থিত হয়েছিলো সে। আজ অবশ্য তার প্রিয় এক বন্ধুর বক্তৃতা শুনতে এসেছে। ছাত্রদের উদ্দেশ্যে তার সেই বন্ধু বক্তব্য রাখছে। আলো কমে আসতেই পেছনের একটা সিটে বসে পড়লো ল্যাংডন।

সাড়া পড়ে গেলো পুরো হলে।

অন্ধকার হলের মঞ্চে লম্বা আবছায়া একটি অবয়ব ডায়াসের পেছনে এসে দাঁড়ালো। "গুডমর্নিং," চাপা কণ্ঠে মাইক্রোফোনে বললো আবছায়া অবয়বটি।

সবাই বসে পড়লো, কথাটা কে বলছে দেখার চেষ্টা করলো তারা।

একটা স্লাইড প্রজেক্টর সচল হয়ে উঠলে বহু পুরনো একটি সাদাকালো ছবি দেখা গেলো পর্দায়–দুর্দান্ত একটি দূর্গ, স্যান্ডস্টোনের সম্মুখভাগ, কতোগুলো উঁচু স্কয়ার, গোথিক রীতির কারুকাজ।

আবছায়া অবয়বটি আবারো কথা বললো। "কে বলতে পারে, এটা কোথায় অবস্থিত?"

"ইংল্যান্ডে!" অন্ধকার থেকে এক মেয়ে বেশ জোর দিয়েই বললো। "এটার সম্মুখভাগ গোথিক আর রোমানেস্কি রীতির মিশ্রণে তৈরি করা হয়েছে। এই নরম্যান প্রাসাদটি নির্মাণ করা হয়েছে বারো শতকের দিকে।"

"ওয়াও," আবছায়া কণ্ঠটা বললো। "কেউ কি এর স্থপতির নামটা জানে?"

চারপাশে গুঞ্জন শুরু হয়ে গেলো সঙ্গে সঙ্গে।

"দুঃখের বিষয় আপনারা তিন হাজার মাইল দূরে চলে গেছেন, শুধু তা-ই নয়, সেই সাথে চলে গেছেন প্রায় প্রায় অর্ধেক মিলেনিয়াম পেছনে।"

ঘরের ভেতর সবাই সামনের দিকে তাকালো উদগ্রীব হয়ে।

প্রজেক্টরে এবার একই দূর্গের ভিন্ন দিক থেকে তোলা সম্পূর্ণ রঙিন একটি ছবি ভেসে উঠলো পর্দায়। দূর্গের পেছনে ইউএস ক্যাপিটলের গম্বুজটা দেখা যাচ্ছে।

"দাঁড়ান!" মেয়েটি বিস্ময়ে আৎকে উঠলো। "ডিসি'তে নরম্যান দূর্গ আছে নাকি?!"

"১৮৫৫ সাল থেকেই আছে," কণ্ঠটা জবাবে জানালো। "পরের ছবিটা সেই সময়কার তোলা।"

পর্দায় নতুন একটা ছবি দেখা গেলো–দূর্গের ভেতরের একটি সাদাকালো ছবি,

বিশাল একটি বলরুম, জীবজন্তুর কঙ্কাল, সায়েন্টিফিক ডিসপ্লে কেস, কাঁচের জারের ভেতর সংরক্ষিত প্রাণীদেহ, আর্কিওলজিক্যাল আর্টিফ্যাক্ট আর প্রাগৈতিহাসিক যুগের সরীসৃপদের প্লাস্টার-কাস্টে ভর্তি।

"এই বিস্ময়কর প্রাসাদটি," কণ্ঠটা বললো, "আমেরিকার প্রথম সত্যিকারের কোনো বিজ্ঞান জাদুঘর। আমাদের দেশের স্থপতিদের খুবই পছন্দ করতেন সে রকম একজন সম্পদশালী বৃটিশের উপহার এটি। তিনি বিশ্বাস করতেন আমাদের শিশু রাষ্ট্রটি এনলাইটেনমেন্টের পাদপীঠ হয়ে উঠবে। আমাদের দেশের স্থপতিদেরকে তিনি বিশাল পরিমাণের সম্পদ দান ক'রে জ্ঞানের বিস্তারের জন্যে কিছু একটা করার তাগিদ দিয়েছিলেন। দেশের কেন্দ্রে একটি প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন তিনি।" একটু থামলো সে। "এই উদার বিজ্ঞানীর নামটি কে বলতে পারবে?"

ভীত একটি কণ্ঠস্বর নীচু গলায় জবাব দিলো। "জেমস স্মিথসোনিয়ান?"

সমাগত ছাত্রছাত্রিরা সায় দিলো কথাটার সাথে।

"অবশ্যই স্মিথসোনিয়ান," মঞ্চের উপবিষ্ট লোকটি বললো। একটু সামনে এগিয়ে এলো এবার। "গুডমর্নিং, আমার নাম পিটার সলোমন, আমি স্মিথসোনিয়ান ইন্সটিটিউটের সেক্রেটারি।"

ছাত্রছাত্রিরা জোড়ালো করতালিতে মুখরিত ক'রে ফেললো পুরো মিলনায়তনটি।

ছাত্রছাত্রিদেরকে পিটারের বিমুগ্ধ করে রাখার দৃশ্যটি অন্ধকার থেকে দেখছে ল্যাংডন। এই শোয়ের শুরু হয়েছিলো স্মিথসোনিয়ান প্রাসাদ, এর বেইজমেন্টের সায়েন্স ল্যাবগুলো এবং করিডোর জুড়ে থাকা দর্শনীয় বস্তু সমূহ দিয়ে। আধঘণ্টার স্লাইডশোটি শেষ হয়েছিলো ন্যাশনাল মলের চমৎকার একটি স্যাটেলাইট ফটো দিয়ে, যা কিনা এখন বিশাল স্মিথসোনিয়ান জাদুঘরের সাথে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

"শুরুতে যেমনটি বলেছিলাম," শেষ করার ইঙ্গিত দিয়ে সলোমন বললো, "জেমস স্মিথসোনিয়ান এবং আমাদের রাষ্ট্রের স্থপতিরা এদেশকে এনলাটেনমেন্টের একটি ক্ষেত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। আমার বিশ্বাস আজ তারা গর্বিত হোতো। তাদের প্রতিষ্ঠিত মহান স্মিথসোনিয়ান ইন্সটিটিউশন আমেরিকার বিজ্ঞান এবং জ্ঞানের প্রধানকেন্দ্র হিসেবে আর্বিভূত হয়েছে। আমাদের স্থপতিরা আমেরিকাকে জ্ঞান আর প্রজ্ঞার উপর ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠা করেছিলো।"

সলোমন স্লাইডটি বন্ধ ক'রে দিলে পুরো মিলনায়তন আবারো করতালিতে মূখরিত হয়ে উঠলো। তারপরই প্রশ্ন করার জন্য হাত তুললো কয়েক ডজন উদগ্রীব ছাত্রছাত্রি।

মাঝখানে বসা লাল চুলের এক ছাত্রকে ইশারা করলো সলোমন।

"মিঃ সলোমন?" একটু নার্ভাস হয়ে ছেলেটা বললো। "আপনি বলতে চাচ্ছেন আমাদের পূর্বপুরুষেরা ইউরোপের মাটিতে ধর্মীয় নিগ্রহের শিকার হয়ে দেশ ত্যাগ করে এখানে চলে আসেন অগ্রসর বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে একটি দেশ গঠন করার জন্য।"

"ঠিক।"

"কিন্তু...আমার তো মনে হয় আমাদের পূর্বপুরুষেরা খুবই ধার্মিক লোক ছিলেন। তারা একটি খৃস্টিয় দেশ সৃষ্টি করার জন্যে আমেরিকার পত্তন করেছেন।"

মুচকি হাসলো সলোমন। "বন্ধুরা আমার কথা ভুলভাবে নেবেন না। আমাদের পূর্বপুরুষেরা অবশ্যই ধার্মিক খৃস্টান ছিলেন, তবে তারা ছিলেন *Deists*—যে মানুষ ঈশ্বরে বিশ্বাস করলেও বিশ্বজনীন এবং মুক্তমনা। কেবল একটা ধর্মীয় আদর্শকেই পৃষ্ঠপোষকতা করতেন তারা আর সেটা হলো ধর্মীয় স্বাধীনতা।" পোডিয়াম থেকে একটা মাইক্রোফিল্ম বের ক'রে মঞ্চের সামনে এগিয়ে এলো সে। "আমেরিকার পূর্বপুরুষেরা আধ্যাত্মিকভাবে এনলাটেনমেন্ট ইউটোপিয়ায় বিশ্বাস করতেন, যা কিনা চিন্তার স্বাধীনতা, সবার মাঝে শিক্ষা ছড়িয়ে দিয়ে এবং বৈজ্ঞানিকভাবে অগ্রসরতা অর্জনের মাধ্যমে পুরনো দিনের ধর্মীয় কুসংস্কারকে নির্মূল করবে।"

পেছনে বসা সোনালি চুলের এক মেয়ে হাত তুললো আগ্রহভরে।

"হ্যা?"

"স্যার," নিজের সেলফোনটা হাতে তুলে ধরে বললো, "আপনার সম্পর্কে আমি অনলাইন এবং উইকিপিডিয়ায় খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছি আপনি একজন বিখ্যাত ফৃম্যাসন।"

সলোমন তার ম্যাসনিক আঙটিটা তুলে ধরলো। "আমি তোমার এতো পরিশ্রম বাঁচিয়ে দিতে পারতাম।"

ছাত্রছাত্রিরা হেসে ফেললো একসঙ্গে।

"হ্যা, তো, আপনি এইমাত্র বললেন 'পুরনো দিনের ধর্মীয় কুসংস্কার', কিন্তু আমার কাছে মনে হয় কেউ যদি পুরনো দিনের ধর্মীয় কুসংস্কার বিস্তার করে থাকে...সেটা ম্যাসনরাই করে।"

সলোমনকে দেখে মনে হলো না সে অবাক হয়েছে। "ওহ্? কিভাবে?"

"আমি ম্যাসনারিদের সম্পর্কে অনেক কিছু পড়েছি, আমি জানি আপনাদের অনেক প্রাচীন আচার এবং বিশ্বাস রয়েছে। অনলাইনে একটি আর্টিকেলে এমনকি এও লিখেছে যে, ম্যাসনরা এক ধরণের প্রাচীন ম্যাজিক্যাল প্রজ্ঞায় বিশ্বাস করে...যা মানুষকে ঈশ্বরের সমকক্ষ ক'রে তুলতে পারে?"

সবাই মেয়েটির দিকে এমনভাবে তাকালো যেনো তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

"সত্যি বলতে কি," সলোমন বললো, "মেয়েটি সত্যি কথাই বলেছে।"

মঞ্চের দিকে তাকালো ঘরের সব ছাত্রছাত্রি।

সলোমন নিজের হাসি লুকানোর চেষ্টা করলো। "তোমাদের ঐসব উইকিপিডিয়াতে কি এই ম্যাজিক্যাল প্রজ্ঞা সম্পর্কে আরো কিছু বলেছে?"

একটু অস্বস্তিতে পড়ে গেলেও ওয়েবসাইট থেকে পড়তে শুরু করলো মেয়েটি "'এই শক্তিশালী প্রজ্ঞা অযোগ্য লোকের হাতে যেনো না পড়ে সেটা নিশ্চিত করার জন্য ম্যাসনরা তাদের জ্ঞানকে কোডের আকারে লিখে রেখেছে...সম্ভাবনাময় সত্যটাকে আড়াল

করে রেখেছে সিম্বল, মিথ আর ধাঁধার মাধ্যমে। বর্তমান সময়ে এই সংকেতবদ্ধ জ্ঞান সর্বত্র ছড়িয়ে আছে...সংকেতবদ্ধ অবস্থায় রয়েছে আমাদের মিথলজি, শিল্পকলা এবং ওকাল্ট পুঁথিতে। দুঃখের ব্যাপার হলো আধুনিক মানুষ সিম্বলিজমের এই জটিল নেটওয়ার্কটির অর্থোদ্ধার করার সামর্থ্য হারিয়ে ফেলেছে...ফলে মহান সেই সত্য হারিয়ে গেছে চিরতরে।' "

সলোমন অপেক্ষা করলো। "এ-ই বলেছে?"

নিজের সিটে নড়েচড়ে বসলো মেয়েটি। "আসলে আরো কিছু আছে।"

"আমিও সেরকমই আশা করি। প্লিজ...আমাদেরকে বলুন।"

একটু ইতস্তত করলেও মেয়েটি গলা পরিস্কার ক'রে বলতে শুরু করলো। "'লিজেন্ডের মতে যেসব জ্ঞানীরা বহুকাল আগে এই প্রাচীন রহস্যগুলো সংকেতবদ্ধ করেছেন তারা এক ধরণের চাবি রেখে গেছেন...এক রকম পাসওয়ার্ড যা কিনা সংকেতবদ্ধ সিক্রেটগুলো খোলার কাজে ব্যবহার করা যাবে। *ভারবাম সিগনিফিকাশিয়াম* নামে পরিচিত এই ম্যাজিক্যাল পাসওয়ার্ডটি প্রাচীন রহস্যের দ্বার খুলে দেবার ক্ষমতা রাখে। মানুষের কাছে সেগুলো বোধগম্য ক'রে তুলতে পারে।' "

বিজ্ঞের মতো হাসলো সলোমন। "আচ্ছা...*ভারবাম সিগনিফিকাশিয়াম।*" একটু উদাস হয়ে শূন্যে তাকিয়ে মেয়েটার দিকে ফিরলো সলোমন। "তো এই চমৎকার শব্দটি এখন কোথায়?"

মেয়েটিকে খুব ঘাবড়ে যেতে দেখা গেলো। অতিথি বক্তাকে চ্যালেঞ্জ করতে চাচ্ছে না কোনোভাবেই। পড়া শেষ করলো সে। " 'লিজেন্ড বলছে *ভারবাম সিগনিফিকাশিয়াম* মাটির অনেক নীচে চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে। ওখানে সেটা ইতিহাসের একটি সন্ধিক্ষণের জন্য অপেক্ষা করছে...এমন একটি সময় যখন মানবসভ্যতা প্রচীন মানুষদের সত্য, জ্ঞান আর প্রজ্ঞা ছাড়া বাঁচতে পারবে না। সেই তমসাচ্ছন্ন যুগে মানুষ এই জ্ঞান আবিষ্কার করে নতুন এক এনলাটেনমেন্টে অবগাহন করবে মানবসভ্যতা।' "

মেয়েটি তার ফোন বন্ধ ক'রে নিজের সিটে বসে পড়লো।

দীর্ঘ নীরবতার পর আরেকজন ছাত্র হাত তুলে মনোযোগ আর্কষণ করলো সলোমনের। "মিঃ সলোমন, আপনি আসলে এটা বিশ্বাস করেন না, তাই না?"

মুচকি হাসলো সলোমন। "কেন বিশ্বাস করবো না? আমাদের মিথলজিতে জাদুময় শব্দ ব্যবহার করে ঈশ্বরতুল্য ক্ষমতার কথা অনেকবার বিবৃত হয়েছে। আজকের দিনেও শিশুরা 'অ্যাবরাক্যড্যাবরা' বলে শূন্য থেকে কিছু পাওয়ার চেষ্টা করে। অবশ্য আমরা সবাই ভুলে গেছি এসব শব্দ কেবলমাত্র খেলনার বিষয় নয়, এর শেকড় প্রোথিত আছে প্রাচীন আরামাইক মিস্টিসিজমে–*আভরা কা ডাভরা*–এর মানে 'আমি কথা বলে সৃষ্টি করি।"

নীরবতা।

"তবে এটা তো নিশ্চিত, এই ভারবাম সিগনিফিকাশিয়াম শব্দটি দিয়ে প্রাচীন কোনো

প্রজ্ঞার দরজা খোলা যাবে বলে আপনি বিশ্বাস করেন না...এটা কোনো এনলাইটেনমেন্ট করার ক্ষমতা রাখে বলেও নিশ্চয় মনে করেন না?"

পিটার সলোমনের মুখ দেখে কিছুই বোঝা গেলো না। "আমার নিজের বিশ্বাস নিয়ে তোমাদের না ভাবলেও চলবে। তোমরা শুধু ভাবো, এ রকম এনলাইটেনমেন্টের কথা প্রতিটি ধর্মীয় বিশ্বাস আর দর্শনে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে। হিন্দুরা এটাকে বলে ক্রেতার যুগ, জ্যোতিষেরা এটাকে একুয়ারিসের কাল বলে ডাকে, ইহুদিরা এটাকে বর্ণনা করে মেসিয়াহ্‌র আগমন হিসেবে, থিয়োসফিস্টরা একে নতুন যুগ আর কসমোলজিস্টরা সম্প্রীতির মিলন বলে সত্যিকারের দিন তারিখ পর্যন্ত বলে দেয়।"

"২১শে ডিসেম্বর ২০১২ সাল!' কেউ একজন চিৎকার ক'রে বললো।

"হ্যা, একেবারেই ঘণিয়ে আসছে...যদি মায়াদের অঙ্কে আপনাদের আস্থা থেকে থাকে তো।"

ল্যাংডনে মুচকি হাসলো, মনে পড়ে গেলো কিভাবে দশ বছর আগে টেলিভিশন অনুষ্ঠানগুলোতে ২০১২ সালে এই পৃথিবীর কেয়ামত হবে বলে যে অনুমান প্রচার করা হচ্ছিলো সেটাকে শুধরিয়ে দিয়েছিলো সলোমন।

"সময়টা বাদেও," বললো সলোমন, "আমি অবাক হয়ে দেখি প্রতিটি যুগের প্রতিটি ধর্ম এবং দর্শন একই ধরণের কথা বলেছে–একটি মহান এনলাটেনমেনন্টের যুগ আসবে। এ বিশ্বের প্রতিটি কোণে প্রতিটি প্রতিটি যুগের প্রায় সব সংস্কৃতিই এই স্বপ্ন দেখেছে–মানুষের অ্যাপোথিওসিস আসবে...মানবিক মন অসম্ভব সম্ভাবনার আধার হিসেবে রূপান্তরিত হবে।" মুচকি হাসলো সে। "বিশ্বাসের এরকম ঐক্যতানকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে?"

"সত্য," ভীড়ের মধ্য থেকে শান্ত একটি কণ্ঠ বললো।

সলোমন নড়েচড়ে উঠলো। "কথাটা কে বললেন?"

ছোটোখাটো এক এশিয়ান ছেলে হাত তুলে রেখেছে। তার চেহারা দেখে মনে হলো নেপালি কিংবা তিব্বতি হবে। "সম্ভবত প্রত্যেকের হৃদয়ে একটি চিরন্তন সত্য প্রোথিত আছে। হয়তো আমরা সবাই নিজের মধ্যে একই ধরণের গল্প লুকিয়ে রাখি আমাদের ডিএনএ'র কোনো গভীরতম জায়গায়। হতে পারে সেই যৌথ সত্যের কারণেই আমাদের গল্পগুলো এক রকম হয়ে থাকে।"

সলোমন ছেলেটার দিকে তাকিয়ে শ্রদ্ধাভরে মাথা নুয়ে বাও করলো। "আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।"

সবাই চুপ মেরে গেলো এ সময়।

"সত্য," বললো সলোমন। "সত্যের ক্ষমতা রয়েছে। "আমরা যদি একই ধরণের আইডিয়ার মধ্যে ডুবে থাকি তাহলে ধরে নিতে হবে আইডিয়াগুলো সত্য...আমাদের গভীরে লেখা আছে সেগুলো। আমরা যখন সত্যকে শুনি তখন সেগুলো বুঝতে না পারলেও আমাদের ভেতরে সেগুলো অনুরণন ক'রে থাকে...আমাদের অবচেতন প্রজ্ঞায়

তরঙ্গ সৃষ্টি করে। সম্ভবত সত্যকে আমরা আবিষ্কার করি না, বরং সত্যকে স্মরণ করি...চিহ্নিত করি...যেনো সেটা আমাদের ভেতরেই আছে।"

পুরো হলে নীরবতা নেমে এলো এবার।

আরো কিছুক্ষণ এই নীরবতাটি অক্ষুন্ন রাখলো সলোমন, তারপর শান্ত কণ্ঠে বলতে শুরু করলো। "পরিশেষে বলছি, সত্য উন্মোচন করা কখনই খুব একটা সহজ কাজ নয়। ইতিহাস জুড়ে দেখা যাবে এনলাইটেনমেন্টের যুগগুলোর সঙ্গী হয়েছে অন্ধকার। বিপরীত দিকে ঠেলে দিতে চেয়েছে বার বার। ঠিক প্রকৃতির নিয়ম আর ভারসাম্যের মতোই। আজকের দিনে এ বিশ্বের অন্ধকারের দিকে তাকালে বুঝতে পারি একই সাথে বাড়ছে আলো। আমরা আলোকিত যুগের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি। আমরা, আপনারা, আমাদের সবাই সেই আলোতে নিজেদেরকে আলোকিত করার সুযোগ পাবো। আমরা আসলে অনিবার্য আর চূড়ান্ত পূণর্জাগরনের সাক্ষী হবো। হাজার বছরের অন্ধকার পেরিয়ে যাবার পর আমাদের বিজ্ঞান, মন আর ধর্ম সত্যকে উন্মোচন করবে খুব শীঘ্রই।"

তুমুল করতালি দেবার প্রাক্কালেই সলোমন হাত তুলে সবাইকে থামিয়ে চুপ করতে ইশারা করলো। "মিস্?" মোবাইল ফোন হাতের সোনালি চুলের মেয়েটিকে বললো সে। "আমি জানি, আপনি আমার অনেক কথার সাথেই একমত নন, তারপরও আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আপনাদের আগ্রহ আর আকাঙ্খাই আসন্ন পরিবর্তনের বড় প্রভাবক হিসেবে কাজ করবে। অন্ধকার আমাদের চোখের উপর পর্দা টেনে দেয়। নিজের ধর্মবিশ্বাস নিয়ে আরো বেশি স্টাডি করে যান। বাইবেল পড়বেন। স্টাডি করবেন।" হাসলো সে। "বিশেষ ক'রে শেষের পাতাগুলো।"

"অ্যাপোক্যালিপস?" জানতে চাইলে মেয়েটি।

"অবশ্যই। বুক অব রিভিলেশনে আমাদের যৌথ সত্যের কথা চিত্রিত করা আছে। বাইবেলের শেষ অধ্যায়ের বর্ণিত কাহিনীগুলো আরো অনেক ধর্মীয় কাহিনীতেও বিবৃত হয়েছে। তারা সবাই মহান প্রজ্ঞার এক যুগ আসবে বলে জানিয়েছে আমাদের।"

অন্য একজন বললো, "কিন্তু অ্যাপোক্যালিপস মানে কি কেয়ামত নয়? পৃথিবীর শেষ দিন নয়? খৃস্ট-বিরোধী, কেয়ামত আর ভালো-মন্দের শেষ লড়াইয়ের দিন?"

সলোমন মুচকি হাসলো। "এখানে গৃক স্টাডি করেছেন কে?"

অনেকগুলো হাত উপরে উঠলো।

"অ্যাপোক্যালিপস শব্দের আক্ষরিক অর্থ কি?"

"এর মানে," এক ছাত্র বলতে শুরু করে আচমকা থেমে গেলো, যেনো খুব অবাক হয়েছে সে। " 'উন্মোচন করা'...অথবা 'প্রকাশ করা।' "

ছেলেটার কথার সাথে একমত পোষণ করে সলোমন মাথা নেড়ে সায় দিলো। "ঠিক বলেছেন। বাইবেলের বুক অব রিভিলেশনে মহান এক সত্য এবং অকল্পনীয় প্রজ্ঞা উন্মোচন হবে ব'লে অনুমাণ করা হয়েছে। অ্যাপোক্যালিপস মানে পৃথবীর শেষ নয়, বরং এর মানে যে পৃথিবীকে আমরা চিনি সেটার পরিসমাপ্তি। অ্যাপোক্যালিপসের

ভবিষ্যতবাণীটি বাইবেলের সবচাইতে সুন্দর একটি মেসেজের বিকৃত করা ছাড়া আর কিছু নয়।" মঞ্চের সামনে এসে থামলো সলোমন। "বিশ্বাস করুন, অ্যাপোক্যালিপস প্রায় সমাগত...আমরা এ পর্যন্ত যা শিখেছি তার মতো হবে না সেটা। একেবারেই ভিন্ন কিছু হবে।"

তার মাথার অনেক উপরে ঘণ্টা বাজতে লাগলো

বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে তুমুল করতালি দিতে শুরু করলো উপস্থিত ছাত্রছাত্রিরা।

অধ্যায় ১১২

অজ্ঞান হবার দ্বারপ্রান্তে এসে কানফাঁটা বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে উঠলো ক্যাথারিন সলোমন।

কিছুক্ষণ পরই টের পেলো তীব্র ধোঁয়ার গন্ধ।

তার কান দুটো ভনভন করছে।

বহু দূর থেকে চাপা গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে এখন। চিৎকার। পায়ের শব্দ। আচমকা বেশ পরিস্কারভাবে নিঃশ্বাস নিতে শুরু করলো সে। মুখের ভেতর গুঁজে থাকা কাপড়টা সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

"আপনি এখন নিরাপদ, ম্যাম," একটা পুরুষ কণ্ঠ বললো। "নড়বেন না।"

সে মনে করলো তার হাত থেকে সূঁচটা খুলে ফেলা হবে কিন্তু সেটা না ক'রে চিৎকার করে কিছু অর্ডার দেয়া হলো। "মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি নিয়ে আসো...সূঁচের সাথে একটা আইভি লাগিয়ে দাও...আঙুল জোড়া লাগানোর সলিউশন...একটা ব্লাডপ্রেসার দাও তো আমাকে।" লোকটা তার ভাইটাল সাইনগুলো চেক করার পর জানতে চাইলো, "মিস সলোমন, আপনার এ অবস্থা যে লোক করেছে...সে কোথায় গেছে?"

কথা বলার চেষ্টা করলো ক্যাথারিন কিন্তু পারলো না।

"মিস সলোমন?" আবারো জানতে চাওয়া হলো। "কোথায় গেছে লোকটা?"

চোখ খুলে দেখার চেষ্টা করলো সে, তার কাছে মনে হচ্ছে জ্ঞান হারাবে বুঝি।

"সে কোথায় গেছে সেটা আমাদের জানতে হবে," তাড়া দিলো লোকটি।

কোনো রকম তিনিটি শব্দ আওড়াতে পারলো ক্যাথারিন, যদিও সে জানে এগুলো দিয়ে কিছুই বোঝানো যবে না। "পবিত্র...পাহাড়ে।"

ডিরেক্টর সাটো গোপন বেইজমেন্টের ভাঙা দরজা দিয়ে প্রবেশ করতেই তার এক লোক ছুটে এলো তার কাছে।

"ডিরেক্টর, আমার মনে হয় আপনার এটা দেখা উচিত।"

সংকীর্ণ একটা হলওয়ে দিয়ে মহিলা সেই এজেন্টকে অনুসরণ ক'রে উজ্জ্বল আলোর পরিত্যাক্ত একটি ঘরে এসে উপস্থিত হলো। কিছুই নেই শুধুমাত্র মেঝেতে কিছু কাপড় স্তুপ করে রাখা ছাড়া। রবার্ট ল্যাংডনের জামাকাপড়গুলো দেখে চিনতে পারলো মহিলা।

ঘরের এককোণে কফিন সদৃশ্য একটা বাক্সের দিকে ইঙ্গিত করলো এজেন্ট।

এটা আবার কি?

বাক্সটার সামনে গিয়ে সাটো দেখতে পেলো সেটা থেকে কিছু পাইপ বের হয়ে দেয়ালের দিকে চলে গেছে। অবাক হয়ে আরো কাছে যেতেই বাক্সের উপরে ছোট্ট একটা স্লাইডার দেখতে পেলো, একটা কাঁচের জানালার মতো।

একটু পিছিয়ে গেলো মহিলা।

প্লেক্সিগ্লাসের নীচে...পানিতে ডুবে থাকা রবার্ট ল্যাংডনের নিথর মুখটা ভাসছে।

আলো!

যে অনন্ত শূন্যতায় ল্যাংডন ভেসে বেড়াচ্ছে সেখানে আচমকাই চোখ ঝলসানো সূর্যের আর্বিভাব ঘটলো। সাদা-উষ্ণ আলোক রশ্মি অন্ধকার ভেদ ক'রে তার মনটা ঝলসে দিলো যেনো।

চারপাশের সবখানেই আলো।

আচমকা অতি উজ্জ্বল আলোর মধ্য থেকে একটা চমৎকার অবয়ব আবির্ভূত হলো তার সামনে। একটা মুখ...ঘোলাটে, অচেনা...দু'চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। মুখটার চারপাশে আলোর বিচ্ছুরণ। ল্যাংডনের মনে হলো সে ঈশ্বরের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

ট্যাঙ্কের দিকে তাকিয়ে সাটো ভাবছে কি ঘটে গেছে সে ব্যাপারে প্রফেসর ল্যাংডনের কোনো ধরাণা আছে কিনা। মহিলার অবশ্য এতে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। হাজার হোক এই টেকনোলজির একমাত্র উদ্দেশ্যই হলো মারাত্মক এক ঘোরের মধ্যে ফেলে দেয়া।

ইন্দ্রিয়-বির্বজিত ট্যাঙ্ক পঞ্চাশের দশক থেকেই চলে আসছে, এখনও এই জিনিস ধনীদের 'নতুন-যুগ' এক্সপিরিয়েমেন্টে বেশ জনপ্রিয়। এটাকে বলা হয় 'ভাসমান' অবস্থা, এটি জরায়ুর ভেতরকার অভিজ্ঞতা দিয়ে থাকে...সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলোকে অচল করে দিয়ে মস্তিষ্ককে এক শান্ত অবস্থায় আনে, এক ধরণের ধ্যান করা আর কি–আলো, শব্দ, স্পর্শ এমনকি মধ্যাকর্ষণ শক্তিহীনতার মাধমে এটা করা হয়। প্রচলিত ট্যাঙ্কে হাইপারবায়োন্ট স্যালাইন সলিউশনে মুখটা উপরে রেখে ভেসে থাকার ব্যবস্থা থাকে যাতে ক'রে ভাসমান ব্যক্তি নিঃশ্বাস নিতে পারে।

সাম্প্রতিক সময়ে এইসব ট্যাঙ্ক বেশ উন্নত হয়ে উঠেছে।

অক্সিজেনেটেড পারফ্লুরোকার্বোন।

টোটাল লিকুইড ভেন্টিলেশন (TLV) নামে পরিচিত এই টেকনোলজি এতোটাই উন্নত যে খুব অল্প মানুষই বিশ্বাস করে এটার অস্তিত্ব সম্পর্কে।

নিঃশ্বাসযোগ্য তরল।

লিল্যান্ড সি. ক্লার্ক যখন ১৯৬৬ সালে একটি ইঁদুরকে *অক্সিজেনেটেড*

পারফ্লুরোকার্বোন-এর তরলে ডুবিয়ে রেখে অনেকক্ষণ বাঁচিয়ে রেখেছিলেন তখন থেকেই এ বিষয়টি সত্যে পরিণত হয়। ১৯৮৯ সালে জেমস ক্যামেরুনের বিখ্যাত চলচ্চিত্র *দ্য অ্যাবিস*-এ টিএলভি টেকনোলজির চমৎকারিত্ব দেখানো হয়। অবশ্য খুব অল্পসংখ্যক দর্শকই বুঝতে পেরেছিলো তারা আসলে সত্যিকারের বিজ্ঞানই দেখছে।

অকালে জন্ম নেয়া শিশুদেরকে মায়ের জরায়ুর অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে চিকিৎসা করার ধারণা থেকে টিএলভি টেকনোলজির সূচনা। উল্লেখ্য, শিশু জরায়ুতে থাকার সময় নিঃশ্বাসে তরল জিনিস গ্রহণ করে। মানুষের ফঁসফুঁস জরায়ূর ভেতর অতিবাহিত করে নয় ন'টি মাস। সে সময়টা তরলের মধ্যেই ভাসতে থাকে সে। এই টেকনোলজি প্রথম দিকে অতোটা উন্নত না হলেও বর্তমানে এতোদূর এগিয়েছে যে, প্রায় পানিতুল্য তরল নিঃশ্বাসে গ্রহণ করার সক্ষমতায় পৌঁছে গেছে।

ইন্টেলিজেন্স কমিউনিটির অভ্যন্তরে 'ল্যাঙ্গলে উইজার্ড' নামে পরিচিত সিআইএ'র সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ডিরেক্টরেট আমেরিকার সেনাবাহিনীর জন্যে এরকম টেকনোলজি আবিষ্কার করেছে। নৌবাহিনীর এলিট ডাইভিং ফোর্স গভীর সমুদ্রের তলদেশে বিচরণের জন্য প্রচলিত অক্সিজেন সিলিন্ডার ব্যবহার না করে *অক্সিজেনেটেড পারফ্লুরোকার্বোন* ব্যবহার করে থাকে। এতে করে আগের চেয়ে অনেক ভালোভাবে আরো গভীরে যাওয়া যায়, পানির চাপ সহ্য করার ক্ষমতাও বেড়ে যায় ডাইভারদের। একইভাবে নাসা এবং বিমানবাহিনী পরীক্ষা ক'রে দেখেছে তরলের মধ্যে ডুবে থাকলে নভোযানের পাইলট প্রচলিত অবস্থার চেয়ে অনেক ভালোভাবে মধ্যাকর্ষণ শক্তির বাধা জয় করতে পারে।

সাটো শুনেছে 'এক্সট্রিম এক্সপিরিয়েন্স' নামের ল্যাবগুলোতে পুরোপুরি তরলে ডুবে থেকে নিঃশ্বাস নেবার ব্যবস্থা থাকে–এটাকে তারা 'মেডিটেশন মেশিন' নামে ডাকে। এই ট্যাঙ্ক সম্ভবত কোনো ব্যক্তি তার নিজস্ব এক্সপিরিমেন্টের জন্য স্থাপিত করেছিলো, যদিও সাটো মনে করে এটার অপব্যবহার হবারও সম্ভাবনা রয়েছে...সিআইএ'র জিজ্ঞাসাবাদ কাজে ব্যবহার করা হয় এটি।

এই টেকনোলজি ব্যবহারে খুব ভালো কাজে দেয় কারণ এভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে ভিকটিম মনে করে সে বুঝি সত্যি সত্যি পানিতে ডুবে যাচ্ছে। বাস্তবে এই তরল গ্রহণ করে নিঃশ্বাস নেবার ব্যাপারটি সে জানে না বলেই প্রচণ্ড ভীতি কাজ করে। তবে ফুঁসফুঁসে তরল ঢোকার পর ভিকটিম একেবারে 'নিঃসঙ্গ বন্দী' অবস্থায় নিপতিত হয়।

এ অবস্থায় ভিকটিম বুঝতে পারে না সে বেঁচে আছি নাকি মরে গেছে...এর ফলে জিজ্ঞাসাবাদের সময় সে সব কিছু বলে দেয়। নিজের উপর তার কোনো নিয়ন্ত্রণই থাকে না।

মেডিক্যাল টিম আসার জন্যে অপক্ষো করলো না সাটো কারণ অতো সময় তার হাতে নেই। *সে কি জানে সেটা আমার এক্ষুণি জানতে হবে।*

"বাতি নিভিয়ে দাও," বললো সে। "আর আমাকে কিছু কম্বল দিয়ে যেয়ো।"

অদৃশ্য হয়ে গেলো চোখ ঝলসানো সূর্য।

সেই সাথে উধাও হয়ে গেলো মুখটা।

আবারো সেই অন্ধকার। তবে শব্দগুলো ঠিকই আছে। চাপাকণ্ঠ...দুর্বোধ্য সব কথা। একটা কাঁপুনি হচ্ছে এখন... যেনো সমগ্র জগত কাঁপতে কাঁপতে ভেঙে পড়ছে।

তারপরই সেটা ঘটলো।

আচমকা সমগ্র বিশ্ব যেনো দু'টুকরো হয়ে গেলো। অনন্ত মহাশূন্য চিঁড়ে বিশাল একটা গহ্বর দেখা যাচ্ছে...সেই গহ্বর দিয়ে ধূসর একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী বের হচ্ছে এখন। ভয়ঙ্কর একটি দৃশ্য দেখতে পাচ্ছে ল্যাংডন। একটা অশরীরি হাত তার দিকে এগিয়ে আসছে, তাকে ধরে ফেলছে। এই মহাবিশ্ব থেকে তাকে এক ঝটকায় বের করে আনলো সেই হাত দুটো।

না! বাধা দেবার চেষ্টা করলো সে কিন্তু তার কোনো হাত নেই...পাঞ্জা নেই। নাকি আছে? হঠাৎ করেই দেখতে পেলো তার মনের চারপাশ জুড়ে শরীরটা উদ্ভাসিত হচ্ছে আস্তে আস্তে। *না! প্লিজ!*

কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে গেছে।

তাকে সেই গহ্বর দিয়ে টেনে নিয়ে যাবার সময় তার বুকে প্রচণ্ড যন্ত্রণা টের পাচ্ছে সে। মনে হচ্ছে তার ফুঁসফুঁসে যেনো বালি ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। *আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছি না!* আচমকা তার মনে হচ্ছে পিঠটা প্রচণ্ড ঠাণ্ডা একটা কিছুর উপর রাখা হয়েছে। উষ্ণতা থেকে শীতল কোথাও নিয়ে আসা হয়েছে তাকে।

আমি ফিরে যেতে চাই।

তার কাছে মনে হচ্ছে এইমাত্র জরায়ূ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছে সে।

শরীর খিঁচে কাশতে কাশতে কিছু তরল উগলে দিলো ল্যাংডন। ঘাড়ে এবং বুকে তীব্র ব্যথা অনুভব করছে। তার গলায় যেনো আগুন লেগে গেছে। লোকজন কথা বলছে, চেষ্ট করছে নীচু কণ্ঠে বলতে কিন্তু সেসব শব্দ তার কানে বজ্রপাতের মতো শোনাচ্ছে। তার দৃষ্টি ঘোলাটে, তবে মানুষের আকৃতি টের পাচ্ছে সে। সারা শরীর অসাড় হয়ে আছে। গায়ের চামড়া মনে হচ্ছে মৃতমানুষের মতো।

বুকটা চেপে আসছে...প্রচণ্ড চাপ। *আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছি না!*

আরেকটু কাশতেই বুকের ভেতর থেকে তরল বের হয়ে এলে উদভ্রান্তের মতো নিঃশ্বাস নিতে শরু করলো রবার্ট ল্যাংডন। তার কাছে মনে হচ্ছে এই মাত্র জন্ম নেয়া শিশু নিঃশ্বাস নিচ্ছে। এই পৃথিবীটা অনেক বেশি নির্মম। আবারো মাতৃজঠরে ফিরে যেতে চাইলো ল্যাংডন।

রবার্ট ল্যাংডনের কানো ধারণাই নেই কতোটা সময় সে পেরিয়ে এসেছে। এখন বুঝতে পারছে একপাশ হয়ে শুয়ে আছে সে। শক্ত মেঝেতে গায়ে কম্বল মুড়িয়ে পড়ে

আছে। পরিচিত একটি মুখ তার দিকে চেয়ে আছে এক দৃষ্টিতে...তবে সেটার চারপাশে উজ্জ্বল আলো আর নেই। দূর থেকে ভেসে আসা মানুষের কণ্ঠস্বরগুলো এখন শুনতে পাচ্ছে।

ভারবাম সিগনিফিকাশিয়াম...ভারবাম অমনিফিকাম...

"প্রফেসর ল্যাংডন," তার কানের কাছে মুখ এনে কেউ বললো। "আপনি কি জানেন আপনি এখন কোথায় আছেন?"

দূর্বলভাবে মাথা নেড়ে সায় দিলো সে। এখনও কাশি হচ্ছে।

তারচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো আজরাতে কি ঘটছিলো সেটা বুঝতে শুরু করেছে ল্যাংডন।

অধ্যায় ১১৩

উলের কম্বল গায়ে জড়িয়ে দূর্বল পায়ে দাঁড়িয়ে আছে ল্যাংডন, চেয়ে আছে তরল ভর্তি খোলা ট্যাঙ্কের দিকে। তার দেহ আবার তার কাছে ফিরে এলেও মনেপ্রাণে সে চাচ্ছিলো ফিরে না আসার জন্য। তার গলা আর ফুঁসফুঁস পুড়ে যাচ্ছে। এই পৃথিবীটা অনেক বেশি নির্মম আর নিষ্ঠুর ব'লে মনে হচ্ছে তার কাছে।

এইমাত্র সাটো তাকে ইন্দ্রিয়-বর্জিত ট্যাঙ্কের ব্যাপারটা খুলে বলেছে...সেইসাথে এও বলেছে সে যদি তাকে এখান থেকে বের না করতো তবে প্রচণ্ড খিদে কিংবা তারচেয়েও ভয়ঙ্কর কোনো কারণে সে মরে যেতো। ল্যাংডনের মনে হচ্ছে পিটারও একই ধরণের অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে গেছে। পিটার যে এরকম জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে ছিলো সেটা ঐ টাট্টু আঁকা লোকটি তাকে বলেছিলো। *সে পাপমোচন করছে...হামিস্টাগান।* পিটার যদি এরকম পরিস্থিতে পড়ে থাকে তো ঐ দানবের কাছে গোপন সব কিছু বলে দেয়াটা মোটেও অসম্ভব নয়।

সাটো ল্যাংডনকে তার সাথে আসার জন্যে ইশারা করলে চুপচাপ তাকে অনুসরণ করে অদ্ভুত সব গলি আর করিডোর পেরিয়ে আলোকিত চারকোণা একটি ঘরে এসে পড়লো তারা। ঘরের মাঝখানে পাথরের বিশাল একটি টেবিল আর দেখতে আজব একটি বাতি জ্বলছে। ক্যাথারিনকে এখানে দেখে ল্যাংডন যারপরনাই স্বস্তিই পেলো। তারপরও বলতে হবে এই ঘরের দৃশ্য খুব একটা সুখকর কিছু নয়।

পাথরের টেবিলের উপর শুয়ে আছে ক্যাথারিন। মেঝেতে পড়ে আছে রক্ত মাখা একটি তোয়ালে। সিআইএ'র এক এজেন্ট তার উপর একটি আইভি ব্যাগ ধরে রেখেছে।

নীরবে কাঁদছে ক্যাথারিন।

"ক্যাথারিন?" কোনো রকম বলতে পারলো ল্যাংডন।

তার দিকে তাকালো সে কিন্তু মনে হলো কিছু বুঝে উঠতে পারছে না। একটা ঘোরের মধ্যে আছে। "রবার্ট?!" অবিশ্বাসে তার চোখ দুটো গোল গোল হয়ে গেলো। তারপর সেই চোখে দেখা দিলো আনন্দের ছটা। "কিন্তু আমি তো তোমাকে...ডুবে যেতে দেখেছি!"

পাথরের টেবিলের কাছে এগিয়ে গেলো ল্যাংডন।

আইভি ধরে রাখা মেডিকেল টিমের এজেন্ট তাকে মৃদু বাঁধা দিলেও উঠে বসলো ক্যাথারিন। টেবিলের খুব কাছে চলে আসতেই ল্যাংডনকে জড়িয়ে ধরলো সে। "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ," তার গালে চুমু খেতে খেতে বললো সে। "আমি বুঝতে পারছি না...কিভাবে..."

সাটো তাকে সব খুলে বললেও মনে হলো না এসব কথা ক্যাথারিন মন দিয়ে শুনছে। সে কেবল ল্যাংডনকে জড়িয়ে ধরে অনুভব করতে চাচ্ছে মানুষটা আসলেই বাস্তব, স্বপ্ন দেখছে না সে।

"রবার্ট, পিটার বেঁচে আছে," বললো ক্যাথারিন। পিটারকে কি অবস্থায় হুইলচেয়ারে ক'রে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আর অদ্ভুত সেই ছুরিটা সবই বললো তাকে।

সব শুনে চুপ 'করে থাকলো ল্যাংডন। "তারা কোথায় গেছে...সে সম্পর্কে তোমার কি কোনো ধারণা আছে?"

"ঐ লোক বলেছে সে পিটারকে পবিত্র পর্বতে নিয়ে যাচ্ছে।"

কথাটা শুনে ল্যাংডন তার দিকে চেয়ে রইলো।

ক্যাথারিনের দু'চোখে অশ্রুজল। "সে বলেছে পিরামিডের তলায় যে সিম্বলগুলোর গ্রিড ছিলো সেটার নাকি অর্থোদ্ধার ক'রে ফেলেছে। আর সেখান থেকেই জানতে পেরেছে পবিত্র পর্বতে যেতে হবে।"

"প্রফেসর, আপনার কি মনে হচ্ছে?" সাটো জানতে চাইলো।

মাথা ঝাঁকালো ল্যাংডন। "বুঝতে পারছি না।" তবে হাল ছেড়ে দিচ্ছে না এখনও। "সে যদি পিরামিডের তলার সিম্বলগুলোর অর্থোদ্ধার করতে পারে তাহলে আমরাও সেটা জানতে পারবো।" *আমিই তো তাকে বলেছি কিভাবে ওটার অর্থোদ্ধার করতে হবে।*

মাথা ঝাঁকালো সাটো। "পিরামিডটা নেই। আমরা খুঁজে দেখেছি। সে ওটা সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেছে।"

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকলো ল্যাংডন। চোখ বন্ধ ক'রে মনে করার চেষ্টা করলো পিরামিডের তলায় কি দেখেছিলো সে। ডুবে যাওয়ার আগে ঐ সিম্বলগুলোর গ্রিড সে দেখেছে। কিছু কিছু সিম্বল মনেও করতে পারছে তবে সবগুলো নয়। *কিন্তু যথেষ্ট হবে বোধহয়?*

সাটোর দিকে ফিরে দ্রুত বললো সে, "আমি হয়তো যথষ্ট স্মরণ করতে পারছি তবে আমি চাই আপনি ইন্টারনেটে একটা জিনিস খুঁজে দেখুন।"

সাটো তার ব্ল্যাকবেরি মোবাইলটা বের করলো।

" 'দ্য অর্ডার এইট ফ্রাঙ্কলিন স্কয়ার' দিয়ে সার্চ ক'রে দেখুন।"

অবাক হয়ে তার দিকে তাকালেও সাটো ব্রাউজ করতে শুরু করলো।

সাটো যখন সার্চ করতে ব্যস্ত সেই সময়টা তার চারপাশে অদ্ভুত সব জিনিসগুলো দেখে নিলো ল্যাংডন।

হায় ঈশ্বর!

গায়ে কম্বল জড়িয়েই দেয়ালের বিচিত্র সব কোলাজের দিকে এগিয়ে গেলো সে-প্রাচীন পুস্তক থেকে ছেঁড়া পৃষ্ঠা, সিম্বল, সিগিল আর ড্রইংয়ের জটিল এক জাল। কন্সপিরেসি থিয়োরির ওয়েবসাইটের প্রিন্টআউট, ওয়াশিংটন ডিসি'র স্যাটেলাইট মানচিত্র, টুকে রাখা নোট আর প্রশ্নবোধক কিছু চিহ্ন-সবই জড়িয়ে আছে একসাথে। এরকম একটা

লম্বা কাগজে বিভিন্ন ভাষার শব্দ রয়েছে। তাদের মধ্যে পবিত্র কিছু ম্যাসনিক শব্দ চিনতে পারলো সে। বাকিগুলো প্রাচীন জাদুর শব্দ এবং মন্ত্র।

এটাই কি সে খুঁজে বেড়াচ্ছে?

একটা শব্দ?

সামান্য একটা শব্দ?

ল্যাংডন এতো দিন ধরে জেনে এসেছে ম্যাসনিক পিরামিড একটি গুপ্তধনের খোঁজ দেবে—যে গুপ্তধন প্রাচীন প্রজ্ঞাকে ধারণ ক'রে আছে বহুকাল ধরে। মাটির নীচে বিশাল একটি গোপনকক্ষে সেটা রক্ষিত আছে। হজার হাজার ভলিউম লেখা জ্ঞানের ভাণ্ডার—যুগ যুগ ধরে সংগৃহীত করা হয়েছে সেগুলো। অযোগ্য আর দুষ্টু লোকের হাতে যেনো না পড়ে সেজন্যে এতোটা গোপনীয়তায় রাখা হয়েছে ম্যাসনিক সিক্রেটগুলো। সবটাই তার কাছে অসম্ভব বলে মনে হয়। *অতো বড় ভাণ্ডার? ওয়াশিংটন ডিসি'র নীচে?* কিন্তু এখন পিটারের দেয়া ফিলিপ এক্সিটারের সেই লেকচারের কথা স্মরণ করতেই অন্য একটা সম্ভবানার কথা তার মনে উঁকি দিচ্ছে।

এটা নিশ্চিত ম্যাজিক শব্দের অস্তিত্বের ব্যাপারে ল্যাংডনের কোনো বিশ্বাস নেই...তবে সব দেখে মনে হচ্ছে টাট্টু আঁকা লোকটির গাঢ় বিশ্বাস রয়েছে তাতে। দেয়ালের হিজিবিজি লেখা আর ছবিগুলোর দিকে আরো ভালো ক'রে তাকিয়ে তার নাড়িস্পন্দন বেড়ে গেলো দ্রুত।

এটা নিশ্চিত এসবের মধ্যে সুসংহত একটি থিম রয়েছে।

হায় ঈশ্বর! সে তো দেখছি ভারবাম সিগনিফিকাশিয়াম *খুঁজছে...লস্ট ওয়ার্ড।* নিজের চিন্তাকে আরো সুসংবদ্ধ করলো ল্যাংডন। পিটারের লেকচারের কথাগুলো স্মরণ করার চেষ্টা করলো সে। *লস্ট ওয়ার্ড খুঁজছে সে! ঈশ্বরের বানী! তার বিশ্বাস এটা লুকিয়ে রাখা হয়েছে ওয়াশিংটনে।*

সাটো তার পাশে এসে দাঁড়ালো। "আপনি কি এটা খুঁজছেন?" ব্ল্যাকবেরিটা তার হাতে দিয়ে বললো মহিলা।

পর্দায় ভেসে ওঠা আট বাই আট গ্রিডের সংখ্যাটার দিকে তাকালো ল্যাংডন। "হ্যা, এটাই।" এক টুকরো কাগজ হাতে তুলে নিলো সে। "আমাকে একটা কলম দিন।"

সাটো নিজের কলমটা বাড়িয়ে দিলো তার দিকে। "জলদি করুন।"

ডায়রেক্টরেট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির বেইজমেন্ট অফিসের ভেতর সিস-সেক রিক প্যারিশের দেয়া রিড্যাক্টেড ফাইলটি আরেকবার স্টাডি ক'রে দেখছে নোলা কাই। *প্রাচীন পিরামিড আর আন্ডারগ্রাউন্ড একটি লোকেশনের উপর ফাইল নিয়ে সিআইএ'র ডিরেক্টর করছেনটা কি?*

ফোনটা তুলে নিয়ে ডায়াল করলো সে।

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো সাটো। তার কণ্ঠে উদ্বেগ। "আমি তোমাকে ফোন করতে যাচ্ছিলাম, নোলা।"

"আমার কাছে নতুন তথ্য আছে," বললো নোলা। "আমি জানি না এটা কিভাবে খাপ খাবে, তবে আমি একটা রিড্যাক্টেড ফাইল খুঁজে পেয়েছি–"

"কি পেয়েছো না পেয়েছো বাদ দাও," কথার মাঝখানে বাঁধা দিয়ে বললো সাটো। "আমাদের হাতে সময় একদম নেই। টার্গেটকে ধরতে ব্যর্থ হয়েছি আমরা। এখন আমি নিশ্চিত, সে যে হুমকিটা দিয়েছে সেটা বাস্তবায়ন করতে নেমে পড়েছে।"

ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এলো নোলার।

"একমাত্র আশার কথা হলো আমরা জানতে পেরেছি সে ঠিক কোথায় যাচ্ছে।" গভীর ক'রে দম নিয়ে নিলো সাটো। "আর খারাপ খবর হলো সে একটা ল্যাপটপ নিয়ে গেছে সঙ্গে ক'রে।"

অধ্যায় ১১৪

দশ মাইলেরও কম দূরে বিশাল এক ভবনের সামনে জ্যোৎস্না ভরা পার্কিংলটে পিটার সলোমনের গায়ে একটা কম্বল জড়িয়ে দিয়ে মালাখ তাকে হুইল চেয়ারে ক'রে নিয়ে যাচ্ছে। ভবনটির সামনে ঠিক তেত্রিশটি কলাম রয়েছে...প্রতিটির উচ্চতা তেত্রিশ ফিট করে। বিশাল এই ভবনটি এ মুহূর্তে একেবারে ফাঁকা, কেউ তাদেরকে এখানে ঢুকতে দেখে নি। তাতে অবশ্য কিছু যায় আসে না। দূর থেকে লম্বা আর দয়ালু দেখতে এক লোককে হুইল চেয়ারে ক'রে ন্যাড়া মাথার এক অথর্ব বৃদ্ধকে রাত্রিকালীন ভ্রমণে বের হতে দেখে অন্য কোনো চিন্তা করবে না কেউ।

সামনের প্রবেশদ্বারের কাছে আসতেই পিটারকে সিকিউরিটি কি-প্যাডের আরো কাছে নিয়ে এলো মালাখ। সেটার দিকে চোখমুখ শক্ত করে পিটার চেয়ে আছে। তাকে বোঝা যাচ্ছে এটাতে কোনো কোড পাঞ্চ করার ইচ্ছে তার নেই।

হেসে ফেললো মালাখ। "তোমার ধারণা তুমি আমাকে এখানে ঢুকতে দেবে? এতো জলদি কি ক'রে ভুলে গেলে আমিও তোমার একজন ভাই হই?" তেত্রিশ ডিগৃতে উন্নীত হবার পর তাকে যে কোডটা দেয়া হয়েছিলো সেটা টাইপ করলো মালাখ।

সঙ্গে সঙ্গে ভারি দরজাটা সশব্দে খুলে যেতে শুরু করলো।

আর্তচিৎকার দেবার চেষ্টা করলো পিটার। হুইল চেয়ার থেকে নামার জন্য ছটফট করছে সে।

"পিটার, পিটার," মালাখ নাকি সুরে বললো। "ক্যাথারিনের কথা ভাবো। আমাকে সহযোগীতা করো তাহলে সে বেঁচে থাকবে। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি।"

গেটের ভেতর হুইল চেয়ারটা নিয়ে ঢুকেই সেটা লক ক'রে দিলো মালাখ। তার হৃদস্পন্দন এখন বেড়ে গেছে তুমুল উত্তেজনায়। একটা হলওয়ে পেরিয়ে লিফটের কাছে এসে বোতাম টিপলো। দরজা খুলে গেলে হুইলচেয়ার নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো মালাখ।

উপরের তলার বোতাম টিপে দিতেই পিটারের চোখেমুখে বিমর্ষ একটা ভাব দেখা গেলো।

"ইশশ..." লিফটের দরজা বন্ধ হতেই পিটারের ন্যাড়া মাথায় আঙুল বুলিয়ে বললো মালাখ। "তুমি তো জানোই...সিক্রেটটা হলো কিভাবে মরে।"

সবগুলো সিম্বল আমি মনে করতে পারছি না!

চোখ বন্ধ ক'রে ল্যাংডন পিরামিডের তলায় যে সিম্বলগুলো ছিলো সেগুলোর অবস্থান মনে করার চেষ্টা করলো। কিন্তু তার অসাধারণ স্মরণক্তিও এইসব সিম্বল মনে রাখার জন্য যথেষ্ট নয়। যেগুলো মনে করতে পারলো কাগজে লিখে নিলো। ফ্রাঙ্কলিন ম্যাজিক স্কয়ারে যেভাবে নির্দেশ করা আছে ঠিক সেভাবেই রাখলো সিম্বলগুলো।

এ পর্যন্ত সিম্বলগুলো দেখে অবশ্য কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

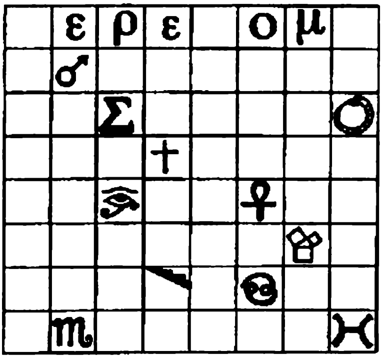

"দ্যাখো!" ক্যাথারিন তাড়া দিয়ে বললো। "তুমি অবশ্যই ঠিক পথে এগোচ্ছো। প্রথম রো'য়ের সবগুলোই গৃক বর্ণমালা–একই ধরণের সিম্বল একসাথে সন্নিবেশ করা আছে!"

এটা ল্যাংডনও লক্ষ্য করেছে তবে বর্ণমালা আর শূন্যস্থান পূরণ করার মতো খাপ খাবে সে রকম কোনো গৃক শব্দের কথা ভাবছে না সে। *আমার দরকার প্রথম বর্ণমালাটি।* ম্যাজিক স্কয়ারের দিকে আবারো তাকালো সে। নীচের বাম দিকের অক্ষরটা কি হবে স্মরণ করার চেষ্টা করলো। *ভাবো!* চোখ বন্ধ ক'রে পিরামিডের তলায় যে সিম্বলগুলো দেখেছিলো সেগুলো স্মরণ করার চেষ্টা করলো আরেকবার। *নীচের রো'য়ে...বাম হাতের কোণায়...কোন্ অক্ষরটি যেনো ছিলো?*

কিছুক্ষণের জন্য ল্যাংডন আবারো ফিরে গেলো ট্যাঙ্কের ভেতর। প্রচণ্ড মৃত্যুভয়ে প্লেক্সিগ্লাসের ভেতর দিয়ে চেয়ে আছে পিরামিডের তলায়।

এবার তার চোখের সামনে সেটা ভেসে উঠলো। "প্রথম অক্ষরটি হলো H!"

ল্যাংডন গ্রিডের একটা ঘরে অক্ষরটা লিখে ফেললেও শব্দটা অসম্পূর্ণই থেকে গেলো। তারপরও বেশ ভালো মতোই বুঝতে পারলো শব্দটা কি হতে পারে।

Hερεδομ!

হৃদস্পন্দন বেড়ে যাচ্ছে ল্যাংডনের। ব্ল্যাকবেরিতে নতুন একটা শব্দ লিখে সার্চ করলো সে। এই সুপরিচিত গৃক শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ টাইপ করলো এবার। প্রথম

হিটটি এনসাইক্লোপিডিয়ার একটি এন্ট্রি। ওটা পড়েই বুঝতে পারলো তার ধারণাই ঠিক।

> HEREDOM (নামবাচক/নাউন) শব্দটি ফৃম্যাসনারিতে 'উচ্চতর ডিগৃ' হিসেবে গুরুত্ব বহন করে। ফরাসি *রোস ক্রোয়ে* আচারে এটা স্কটল্যান্ডের একটি মিথিক্যাল পাহাড়কে বুঝিয়ে থাকে। গৃক μ এসেছে হায়ারোস-ডোমোস থেকে, গৃক ভাষায় যার অর্থ হলো পবিত্র গৃহ।

"এটাই!" অবিশ্বাসে চিৎকার ক'রে উঠলো ল্যাংডন। "তারা ওখানেই গেছে!"

তার পাশে দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে দেখলো সাটো, মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছে না সে। "স্কটল্যান্ডের একটি মিথিক্যাল পর্বতে?!"

মাথা ঝাঁকালো ল্যাংডন। "না, ওয়াশিংটনের একটি ভবনে, যার কোড নেম হলো হেরেডোম।"

হাউজ অব টেম্পল—ভ্রাতৃসংঘের ভায়েদের কাছে হেরেডোম নামেই পরিচত—আমেরিকার ম্যাসনিক স্কটিশ রাইটদের কাছে সব সময়ই ক্রাউন জুয়েল হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। পিরামিড সদৃশ্য ঢালু ছাদের এই ভবনটি কল্পিত এক স্কটিশ পর্বতের নামে নামকরণ করা হয়েছে। তবে মালাখ জানে এখানে যে গুপ্তধন লুকিয়ে রাখা আছে সেটা কোনো কল্পিত জিনিস নয়।

এটাই সেই জায়গা, মালাখ জানে। *ম্যাসনিক পিরামিড পথ দেখিয়েছে।*

পুরনো লিফটটা চার তলায় আসতেই ফ্রাঙ্কলিন স্কয়ার ব্যবহার করে নতুনভাবে বিন্যাস করা সিম্বলের গ্রিডের কাগজটা বের করলো পকেট থেকে। সবগুলো গৃক বর্ণমালা এখন প্রথম রো'তে স্থানান্তরিত করা হয়েছে...একটা সহজ-সরল সিম্বলের সাথে।

H	ε	ρ	ε	δ	ο	μ	↓

এই মেসেজটির চেয়ে পরিস্কার আর কিছু হতে পারে না।

হাউজ অব টেম্পলের নীচে।

হেরেডোম ↓

হারানো পৃথিবী এখানেই...কোথাও আছে।

যদিও মালাখ জানে না ঠিক কোথায় সেটা রাখা আছে তারপরও তার বিশ্বাস গ্রিডের বাকি সিম্বলগুলোতে এর জবাব নিহিত আছে। ম্যাসনিক পিরামিড আর এই ভবনের

অধ্যায় ১১৫

ভ্রাতৃসংঘের ভায়েদের কাছে হেরেডোম নামে পরিচত হাউজ অব টেম্পল আমেরিকার ম্যাসনিক স্কটিশ রাইটদের কাছে সব সময়ই ক্রাউন জুয়েল হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। পিরামিড সদৃশ্য ঢালু ছাদের এই ভবনটির নামকরণ করা হয়েছে কল্পিত এক স্কটিশ পর্বতের নামে। তবে মালাখ জানে এখানে যে গুপ্তধন লুকিয়ে রাখা আছে সেটা কোনো কল্পিত জিনিস নয়।

এটাই সেই জায়গা। ম্যাসনিক পিরামিড পথ দেখিয়েছে।

পুরনো লিফটটা চার তলায় আসতেই ফ্রাঙ্কলিন স্কয়ার ব্যবহার করে নতুনভাবে বিন্যাস করা সিম্বলের গ্রিডের কাগজটা বের করলো পকেট থেকে। সবগুলো গৃক বর্ণমালা এখন প্রথম রো'তে স্থানান্তরিত করা হয়েছে...একটা সহজ-সরল সিম্বলের সাথে।

H ε ρ ε δ ο μ ↓

এই মেসেজটির চেয়ে পরিস্কার আর কিছু হতে পারে না।

হাউজ অব টেম্পলের নীচে।

হেরেডোম ↓

হারানো পৃথিবী এখানেই...কোথাও আছে।

যদিও মালাখ জানে না ঠিক কোথায় সেটা রাখা আছে তারপরও তার বিশ্বাস গ্রিডের বাকি সিম্বলগুলোতে এর জবাব নিহিত আছে। ম্যাসনিক পিরামিড আর এই ভবনের সিক্রেটগুলো আনলক করার জন্য পিটার সলোমনের চেয়ে বেশি যোগ্য লোক আর হয় না। *স্বয়ং ওরশিপমাস্টার।*

হুইলচেয়ারে এখনও ছটফট করছে পিটার। গোঙানীর মতো শব্দ বের হচ্ছে তার বন্ধ মুখ থেকে।

"আমি জানি তুমি ক্যাথারিনকে নিয়ে খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছো," বললো মালাখ। "কিন্তু আমার কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।"

মালাখের কাছে সমাপ্তিটা খুব দ্রুতই এসে পড়েছে ব'লে মনে হচ্ছে। এতোগুলো বছরের কষ্টসাধ্য সাধনা আর পরিকল্পনার পর...সেই সময়টা এখন তার সামনে উপস্থিত।

লিফটটা ধীরগতির হতেই উত্তেজনা দেখা দিলো তার মধ্যে।

একটু ঝাঁকি খেয়ে থেমে গেলো সেটা।

লিফটের দরজা খুলতেই চোখের সামনে চমৎকার একটি ঘর দেখতে পেলো মালাখ। বিশাল চারকোণা ঘরটি সিম্বল আর পূর্ণিমার আলোয় ভরে আছে। ছাদের ওকুলাসের কাঁচের জানালাগুলো দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েছে চাঁদের আলো।

আমি পূর্ণ বৃত্তে এসে পড়েছি, মনে মনে বললো মালাখ।

এই টেম্পল রুমেই পিটার এবং তার ভায়েরা বোকার মতো মালাখকে ইনিশিয়েট করেছে নিজেদের উদ্যোগে। আর এখন, ম্যাসনদের সবচাইতে দূর্লভ সিক্রেটটা–যা কিনা ভ্রাতৃসংঘের বেশিরভাগ ভায়েরা পর্যন্ত মনে করে অস্তিত্বহীন একটি বিষয়–উন্মোচিত হতে যাচ্ছে।

"সে কিছুই খুঁজে পাবে না," বললো ল্যাংডন। সাটো এবং বাকিদের সাথে বেইজমেন্ট থেকে উপরে ওঠার সময়ও তার মাথায় ঝিমঝিম ভাবটা রয়ে গেছে। এখনও পুরোপুরি ধাতস্থ হতে পারে নি সে। "বাস্তবিক ওরকম কোনো কথা নেই। সবটাই রূপকধর্মী–প্রাচীন রহস্যের একটি সিম্বল।"

দু'জন এজেন্টের সাহায্যে ক্যাথারিনও তাদের সাথে আসছে, তার শরীর খুব দূর্বল।

বেইজমেন্ট থেকে লিভিংরুমে আসার সময় সাটোকে ল্যাংডন ব্যাখ্যা ক'রে বোঝালো যে, লস্ট ওয়ার্ড বা হারানো শব্দ ফ্ম্যাসনারিদের টিকে থাকা সবচাইতে পুরনো কতোগুলো সিম্বল। লস্ট ওয়ার্ড বলতে ঈশ্বরের বাণীকেই বোঝায়, অর্থাৎ বাইবেলের কালাম। আর সেটা লেখা হয়েছে রহস্যময় এক ভাষায়, এমন এক ভাষায় যার অর্থোদ্ধার করা মানুষের পক্ষে আর সম্ভব নয়। শব্দটি রহস্যগুলোর মতোই অসীম ক্ষমতার ধারক তবে সেটার অর্থোদ্ধার করা কেবলমাত্র এনলাইটেন্ড লোকের পক্ষেই সম্ভব। "ওটাতে বলা আছে," ল্যাংডন এ কথা বলে শেষ করতে চাইলো, "আপনি যদি হারানো শব্দটা বুঝতে পারেন...তাহলে প্রাচীন রহস্যগুলো আপনার কাছে পরিস্কারভাবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।"

সাটো তার দিকে তাকালো। "আপনার বিশ্বাস এই লোকটা একটা শব্দ খুঁজছে?"

ল্যাংডনকে মানতেই হলো কথাটা শুনতে একেবারেই অর্থহীন মনে হয়, তারপরও এটা অসংখ্য প্রশ্নের জবাব দেয়। "দেখুন, আমি তান্ত্রিক কিংবা মন্ত্রের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ কেউ নই, তবে বেইজমেন্টের দেয়ালে যে জিনিস আমি দেখতে পেয়েছি...আর ক্যাথারিনের কাছ থেকে ঐ লোকের মাথার উপর যে টাট্টুর কথা শুনেছি...তাতে করে আমি বলবো সে হারানো শব্দটাই খুঁজছে নিজের শরীরে ওটা লিখে রাখার জন্য।"

ডাইনিং রুমের দিকে এগোলো সাটো আর তার দল। বাইরে একটা হেলিকপ্টার উড্ডয়নের জন্য প্রস্তত হয়ে আছে। পাখা ঘোরার প্রচণ্ড শব্দে প্রকম্পিত হচ্ছে চারপাশ।

ল্যাংডন কথা বলে যাচ্ছে, "এই লোকটা যদি সত্যি সত্যি বিশ্বাস করে সে প্রাচীন রহস্যগুলো আনলক করতে পারবে তাহলে হারানো শব্দের চেয়ে অন্য কোনো সিম্বলের কথা তার মনে আসবে না। সে যদি ওটা পেয়ে যায়, নিজের মাথার তালুতে এঁকে নেয় তাহলে নিজেকে সে যথার্থভাবেই প্রস্তত করতে সক্ষম হবে..." একটু থেমে দেখলো পিটারের ভাগ্যে কি আছে সেটা ভেবে ক্যাথারিনের মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

"কিন্তু রবার্ট," দূর্বল কণ্ঠে বললো ক্যাথারিন, হেলিকপ্টারের শব্দে সেটা আরো ক্ষীণ হয়ে গেলো। "এটা তো তাহলে ভালো খবরই, নাকি? নিজের মাথায় হারানো শব্দ লেখার

পর পিটারকে সে স্যাক্রিফাইস করতে চাইবে, তার মানে আমাদের হাতে এখনও সময় আছে। শব্দটা না পেলে তো সে পিটারকে খুন করতে পারবে না। আর যদি সেরকম কোনো শব্দ না থেকে থাকে..."

ক্যাথারিনকে এজেন্টরা একটা চেয়ারে বসানোর সময় ল্যাংডন চেষ্টা করলো তার চোখমুখ দেখে যেনো আশাবাদী বলে মনে হয়। "দুঃখের বিষয় হলো পিটার এখনও ভাবছে তুমি রক্তক্ষরণে মারা যাচ্ছো। সে মনে করছে কেবলমাত্র ঐ উন্মাদকে...হারানো শব্দটা খুঁজে পেতে সাহায্য করলেই তোমাকে বাঁচানো যাবে।"

"তাতে কি?" ক্যাথারিন জোর করলো। "শব্দটার অস্তিত্ব যদি না থাকে—"

"ক্যাথারিন," তার চোখে চোখ রেখে বললো ল্যাংডন। "আমি যদি জানি তুমি মারা যাচ্ছো আর কেউ যদি আমায় কথা দেয় হারানো শব্দটি খুঁজে দিতে পারলে তোমাকে বাঁচানো সম্ভব হবে তাহলে আমি সেই লোককে একটা শব্দ খুঁজে দেবো—যেকোনো শব্দ—তারপর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবো সে যেনো তার প্রতীজ্ঞা পালন করে।"

"ডিরেক্টর সাটো!" পাশের ঘর থেকে এক এজেন্ট চিৎকার ক'রে বললো। "এখানে এসে একটু দেখে যান!"

সাটো দ্রুত ডাইনিং রুম থেকে বের হয়ে দেখতে পেলো তার এক এজেন্ট বেডরুমের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে আসছে সোনালী রঙের একটা উইগ হাতে নিয়ে। *এটা আবার কি?*

"পুরুষের হেয়ারপিস," তার হাতে তুলে দিয়ে এজেন্ট বললো। "ড্রেসিংরুমে পেয়েছি। একটু ভালো করে দেখুন।"

সোনালী রঙের পরচুলাটি যতোটা ধারণা করেছিলো সাটো তারচেয়ে অনেক বেশি ভারি। মাথায় ভারি জেল দিয়ে এটা পরা হয়। অদ্ভুত ব্যাপার হলো পরচুলার ভেতর থেকে একটা তার বের হয়ে আছে।

"মাথার আকৃতিতে তৈরি একটি জেল-প্যাক ব্যাটারি," এজেন্ট বললো। "চুলের ভেতর লুকানো ছোট্ট একটি ক্যামেরার পাওয়ার সাপ্লাইয়ের কাজ করে এটি।"

"কি?" পরচুলা হাতরিয়ে সাটো ঠিকই একটা লুকানো ক্যামেরাটি খুঁজে পেলো। চুলের ফাঁকে সুন্দর করে বসানো আছে। কোনোভাবেই চোখে পড়ে না। "এটা লুকানো ক্যামেরা?"

"ভিডিও ক্যামেরা," বললো এজেন্ট। "এর ক্ষুদ্র কার্ডে ফুটেজগুলো স্টোর করা হয়।" পরচুলার ভেতর স্ট্যাম্প আকৃতির একটি সিলিকন দেখালো সে। "সম্ভবত মোশন অ্যাক্টিভেটেড।"

হায় ঈশ্বর, মনে মনে বললো সাটো। *তাহলে এভাবেই সে কাজটা করেছে।*

ওএস-এর ডিরেক্টর আজ রাতে যে সংকট মোকাবেলা করছে তাতে এই সিক্রেট ক্যামেরাটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা পালন করেছে। জিনিসটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে এজেন্টের কাছে ফিরিয়ে দিলো সে।

“পুরো বড়িটা তল্লাশী করো,” বললো সটো। “এই লোকের সম্পর্কে সব তথ্য আমি চাই। আমরা জানি তার ল্যাপটপটা পাওয়া যাচ্ছে না, আমি জানতে চাই সে যখন চলতি অবস্থায় থাকে তখন কিভাবে এই ল্যাপটপটি ব্যবহার ক'রে বাইরের দুনিয়ার সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে। তার স্টাডিরুমটা তল্লাশী করে ম্যানুয়াল, তার এসব পাওয়া যায় কিনা দ্যাখো।”

“হ্যা, ম্যাম, দেখছি।” এজেন্ট দ্রুত চলে গেলো তল্লাশী করতে।

এখান থেকে চলে যাবার সময় হয়েছে। হেলিকপ্টারের ব্লেডের শব্দ শুনতে পাচ্ছে সাটো। ডাইনিং রুমে এসে সাটো দেখতে পেলো সিমকিন্স বেলামিকে হেলিকপ্টার থেকে নামাতে সাহায্য করছে সেইসাথে তার কাছ থেকে তাদের টার্গেট যে ভবনে গেছে বলে তারা মনে করছে সেটার যাবতীয় তথ্য জেনে নিচ্ছে।

হাউজ অব টেম্পল।

“সামনের দরজাগুলো ভেতর থেকেই বন্ধ করা থাকে,” বেলামি বলছে। এখনও সে কাঁপছে। ফ্রাঙ্কলিন স্কয়ারে প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলো অনেকক্ষণ। তার গায়ে একটা চাদর জড়ানো। “ভবনের সামনের প্রবেশপথটিই একমাত্র ঢোকার পথ। এটার একটি কি-প্যাড রয়েছে যার পিন নাম্বার কেবলমাত্র ভ্রাতৃসংঘের ভায়েদের কাছেই থাকে।”

“পিন নাম্বারটা কি?” সিমকিন্স কাগজে লিখে নেবার জন্য জানতে চাইলো।

বসে পড়লো বেলামি। তাকে দেখে মনে হচ্ছে দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি নেই। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আস্তে আস্তে পিন কোডটা বলে দিলো সিমকিন্সকে। “ঠিকানাটা হলো ১৭৩৩ সিক্সটিন্থ, তবে আপনারা পার্কিং এলাকা দিয়ে গেলে ভালো করবেন। ভবনের পেছন দিকে সেটা। খুঁজে পাওয়াটা একটু কষ্টকর তবে-”

আমি জানি সেটা কোন্ দিকে,” বললো ল্যাংডন। “ওখানে গিয়ে আপনাদের দেখিয়ে দেবো।”

সিমকিন্স মাথা দোলালো। “আপনি আমাদের সাথে আসছেন না, প্রফেসর। এটা মিলিটারি-”

“যাবো না মানে!” পাল্টা বললো ল্যাংডন। “ওখানে পিটার আছে! আর ঐ ভবনটা একেবারে গোলকধাঁধার মতো! কেউ যদি আপনাদেরকে পথ দেখিয়ে না দেয় তাহলে টেম্পলরুমে যেতে দশ মিনিটের বেশি সময় লেগে যাবে!”

“উনি ঠিকই বলছেন,” বললো বেলামি। “জায়গাটা একেবারে গোলকধাঁধার মতো। ওখানে একটা লিফট আছে কিন্তু সেটা খুবই পুরনো, আর ভীষণ শব্দ করে। সোজা টেম্পলরুমে চলে যায় সেটা। আপনারা যদি চুপি চুপি যাবার আশা করেন তবে পায়ে হেটে সিঁড়ি ভেঙে যেতে হবে।”

“আপনারা কখনও পথ খুঁজে পাবেন না,” সতর্ক ক'রে দিলো ল্যাংডন। “সামনের প্রবেশপথ থেকে আপনাদেরকে রিগ্যালিয়া হল, অনার হল এবং মাঝখানের ল্যান্ডিং পেরিয়ে আর্টিয়াম হয়ে পুরনো সিঁড়ি-”

“যথেষ্ট হয়েছে,” বললো সাটো। “ল্যাংডন আমাদের সঙ্গে যাবে।”

অধ্যায় ১১৬

তার ভেতরের শক্তি বাড়ছে।

পিটার সলোমনকে বেদীর কাছে নিয়ে যাবার সময় মালাখ অনুভব করতে পারছে সেটার স্পন্দন। *এই ভবনে ঢোকার সময় আমার যে ক্ষমতা ছিলো তারচেয়ে অনেক বেশি, প্রায় অসীম ক্ষমতা নিয়ে এখান থেকে বের হবো আমি।* এখন কেবল শেষ উপাদানটির অবস্থান জানাই বাকি আছে।

"*ভারবাম সিগনিফিকাশিয়াম,*" আপন মনেই বললো কথাটা। "*ভারবাম ওমনিফিকাম।*"

পিটারের হুইলচেয়ারটা বেদীর পাশে রেখে এক চক্কর দিলো মালাখ, তারপর পিটারের কোলের উপর রাখা ভারি পাথরের ব্যাগটার জিপ খুলতে শুরু করলো সে। পাথরের পিরামিডটা বের ক'রে তুলে ধরলো পূর্ণিমার আলোয়, ঠিক পিটারের চোখের সামনে। ওটার নীচে সিম্বলের যে গ্রিডটা আছে সেটাও দেখালো তাকে। "এতোগুলো বছরেও তুমি জানতে পারলে না পিরামিড তার সিক্রেটগুলো কিভাবে লুকিয়ে রেখেছে।" পিটারকে কথাটা বলে পিরামিডটা বেদীর এককোণে রেখে আবার ফিরে এলো মালাখ। "আর এই টালিসম্যানটি," স্বর্নের ক্যাপস্টোনটি হাতে তুলে নিয়ে বললো এবার। "সত্যি বিশৃঙ্খলা থেকে শৃঙ্খলা আনতে পারে। ঠিক যেমনটি প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে।" পিরামিডের উপর ক্যাপস্টোনটি বসিয়ে সরে দাঁড়ালো যাতে করে পিটার সেটা ভালোমতো দেখতে পারে। "দ্যাখো, তোমার সিম্বলনটা পূর্ণতা পেয়েছে।"

পিটারের মুখটা বিকৃত হয়ে গেলো, চেষ্টা করলো কিছু বলতে।

"ভালো। দেখতে পাচ্ছি তুমি আমাকে কিছু বলতে চাচ্ছো।" একঝটকায় পিটারের মুখ থেকে কাপড়টা টেনে বের ক'রে ফেললো মালাখ। সঙ্গে সঙ্গে কাশতে শুরু করলো পিটার। তারপর কোনো রকম বলতে পারলো, "ক্যাথারিন..."

"ক্যাথারিনের সময় ঘনিয়ে আসছে। খুব বেশি সময় তার হাতে নেই। তাকে বাঁচাতে চাইলে আমি যা বলবো ঠিক তাই করবে।" মালাখ অবশ্য ধারণা করছে মেয়েটা এরইমধ্যে মারা গেছে, তা না হলে একেবারে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে আছে সে। ভাইকে বিদায় জানাতে পেরেছে ব'লে তাকে সৌভাগ্যবতী বলা যেতে পারে।

"প্লিজ," মিনতি ক'রে বললো পিটার। "তার জন্যে একটা অ্যাম্বুলেন্স পাঠাও..."

"তুমি যা বললে ঠিক তা-ই করবো কিন্তু তার আগে বলো গোপন সিঁড়িতে কিভাবে যাওয়া যাবে?"

পিটার বিস্ময়ে বিমূঢ়। "কি?!"

“সিঁড়ি। ম্যাসনিক লিজেন্ডে বলা আছে এমন একটা সিঁড়ির কথা যেটা মাটির একশ’ ফিট নীচে চলে গেছে, আর ওখানেই রাখা আছে হারানো শব্দটি।”

পিটার এবার ভড়কে গেলো।

“তুমি তো লিজেন্ডটা জানোই,” মালাখ এ ব্যাপারে একদম নিশ্চিত। “পাথরের নীচে লুকিয়ে রাখা আছে গোপন এক সিঁড়ি।” বেদীর মাঝখানে আঙুল তুলে দেখালো সে–গ্রানাইট পাথরের বিশাল একটি ব্লক, খোদাই ক’রে হিব্রুতে লেখা আছে ঈশ্বর বলেছে, ‘আলো হোক’ সঙ্গে সঙ্গে আলো হয়ে গেলো। “এটাই সেই জায়গা। গোপন সিঁড়িটা এখানকার কোনো মেঝের নীচেই আছে।”

“এই ভবনে কোনো সিঁড়ি নেই!” চিৎকার ক’রে বললো পিটার।

মালাখ ধৈর্যসহকারে মুচকি হাসলো। উপরের দিকে ইঙ্গিত করলো সে। “এই ভবনটির আকৃতি অনেকটা পিরামিডের মতোই।” চারদেয়ালের ভল্টেড ছাদের দিকে ইঙ্গিত করলো।

“হ্যা, হাউজ অব দি টেম্পল একটি পিরামিড কিন্তু এটার সাথে–”

“পিটার আমার হাতে সারাটা রাত পড়ে আছে।” স্থির চোখে তাকালো মালাখ। “তবে ক্যাথারিনের অতো সময় নেই। তাকে জীবিত দেখতে চাইলে আমাকে বলো কিভাবে ঐ গোপন সিঁড়িতে যাওয়া যাবে।”

“আমি তো তোমাকে আগেই বলেছি,” জোর দিয়ে বললো সে, “এই ভবনে কোনো রকম গোপন সিঁড়ি নেই!”

“নেই?” পিরামিডের তলায় যেসব সিম্বলের গ্রিড রয়েছে তার অর্থোদ্ধার করা কাগজটা বের করলো মালাখ। “এ হলো ম্যাসনিক পিরামিডের শেষ মেসেজ। তোমার বন্ধু রবার্ট ল্যাংডন এটা বের করতে আমাকে সাহায্য করেছে।”

কাগজটা পিটারের চোখের সামনে তুলে ধরলো মালাখ। ওটা দেখেই ওরশিপফুল মাস্টার লম্বা করে একটা নিঃশ্বাস নিলো। শুধু যে চৌষট্টিটি সিম্বল অর্থপূর্ণভাবে বিন্যাস করা হয়েছে তা-ই নয়...ভিন্ন ভিন্ন সিম্বলগুলো একটা ছবিও তৈরি ক’রে ফেলেছে।

সিঁড়ির একটা ছবি...পিরামিডের নীচে।

চোখের সামনে থাকা সিম্বলের গ্রিডের দিকে অবিশ্বাসে চেয়ে আছে পিটার সলোমন। ম্যাসনিক পিরামিড যুগের পর যুগ ধরে তার সিক্রেট লুকিয়ে রেখেছে। আর এখন কিনা আচমকা সেটা প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। পেটটা মোচড়ে উঠলো তার।

পিরামিডের চূড়ান্ত কোড।

সাদা চোখে তাকালে পিটারের চোখে এইসব সিম্বলগুলো এক ধরণের প্রহেলিকা ছাড়া আর কিছু না। কিন্তু তারপরেও, সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারলো ট্যাটু আঁকা লোকটি কেন এরকম কিছুতে বিশ্বাস করে।

সে মনে করছে হেরেডোম নামের পিরামিডের নীচে একটা গোপন সিঁড়ি রয়েছে। এইসব সিম্বলগুলো ভুল বুঝেছে সে।

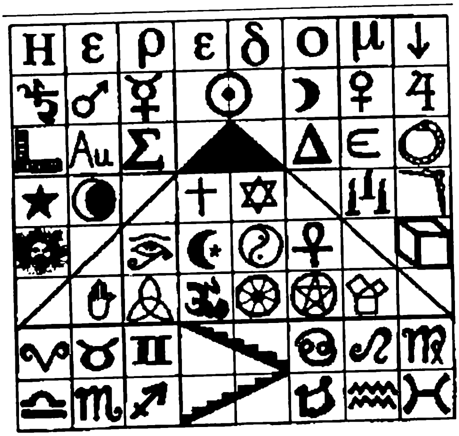

"সেটা কোথায়?" জানতে চাইলো টাট্টু আঁকা লোকটি। "আমাকে বলো কিভাবে ঐ সিঁড়িটা খুঁজে পাবো। বললে ক্যাথারিন বেঁচে যাবে।"

হায়রে, আমি যদি জানতাম এক্ষুণি বলে দিতাম, মনে মনে বললো পিটার। *কিন্তু সত্যি কোনো সিঁড়ি নেই।* সিঁড়ি সম্পর্কিত মিথটা একেবারেই প্রতীকধর্মী... ম্যাসনারিদের মহান ধাঁধার একটি অংশ। দ্বিতীয় ডিগ্রির ট্রেসিং বোর্ডে এই সিঁড়ির কথাটা আসে। এটা দিয়ে মানুষের স্বর্গীয় সত্যে আরোহনকে বোঝানো হয়। জ্যাকবের মইয়ের মতোই সিঁড়ি হলো স্বর্গে যাবার পথ...ঈশ্বরের সমীপে মানুষের ভ্রমণ...জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক জগতের মধ্যেকার একটি সংযোগ। এর প্রতিটি ধাপ বলতে আসলে মানুষের সদগুণকে বোঝায়।

তার তো এটা জানার কথা, ভাবলো পিটার। *সবগুলো ইনিশিয়েশনই তো অতিক্রম করেছে সে।*

প্রত্যেক ম্যাসনিক ইনিশিয়েট সিম্বলিক সিঁড়ির কথা শিখে থাকে যা দিয়ে সে 'মানবিক বিজ্ঞানের রহস্যে অংশ নিতে পারে।' প্রাচীন রহস্য এবং নোয়েটিক সায়েন্সের মতো ফ্র্ম্যাসনারিরা মানব-মনের অনাবিষ্কৃত ক্ষমতাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে থাকে। ম্যাসনদের অনেক সিম্বলই শরীরবিদ্যার সাথে সম্পর্কিত।

দেহের উপর মানুষের মন ক্যাপস্টোনের মতো বসে আছে। ফিলোসফার স্টোন। মেরুদণ্ডের সিঁড়ি বেয়ে শক্তি ওঠে-নামে, ছড়িয়ে পড়ে, দেহের সাথে স্বর্গীয় মনের সংযোগ ঘটায়।

পিটার জানে মেরুদণ্ডের কশেরুকার সংখ্যা যে তেত্রিশটি সেটা কোনো কাকতালীয়

ব্যাপার নয়। *তেত্রিশ হলো ম্যাসনারি ডিগ্‌।* মেরুদণ্ডের বেইজ অথবা *সারকাম*-এর আক্ষরিক অর্থ হলো 'পবিত্র-হাঁড়।' মানুষের দেহ বাস্তবিকই একটি মন্দির। ম্যাসনরা যে মানবিক জ্ঞানকে পরম শ্রদ্ধা করে সেটা আসলে এই মন্দিরের সর্বোত্তম ব্যবহার করার মাধ্যমে মহৎ কাজ করার কথাকেই বুঝিয়ে থাকে।

দুঃখের বিষয় হলো এই লোকের কাছে এসব সত্য কথা বলে ক্যাথারিনকে বাঁচানো যাবে না। সিম্বলগুলোর দিকে তাকিয়ে পিটার একটু ভান করলো, যেনো ব্যাপারটা অবশেষে স্বীকার করতে যাচ্ছে। "তোমার কথাই ঠিক," মিথ্যে ক'রে বললো সে। "এই ভবনের নীচে গোপন একটি সিঁড়ি আছে। ক্যাথারিনকে রক্ষা করার জন্য উদ্যোগ নিলে আমি সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে সেখানে নিয়ে যাবো।"

টাট্টু আঁকা লোকটি তার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো।

আরেকটু আগ্রাসী হবার চেষ্টা করলো সলোমন। "হয় আমার বোনের জীবন বাঁচিয়ে সত্যটা জেনে নাও...নয়তো আমাদের দু'জনকে খুন ক'রে চিরকাল মূর্খ হয়েই থাকো!"

কাগজটা নামিয়ে রেখে মাথা নাড়তে লাগলো লোকটি। "তোমার উপর মোটেই খুশি হতে পারছি না। তুমি তোমার পরীক্ষায় ফেল করেছো। এখনও আমাকে বোকা বানাচ্ছো তুমি। কি সত্যি বুঝতে পারছো না আমি আসলে কি জানতে চাইছি? তুমি কি ভেবেছো আমি এখনও আমার সত্যিকারের ক্ষমতা অনুধাবন করতে পারি নি?"

এ কথা বলেই লোকটি ঘুরে তার পরনে থাকা রোবটি খুলে ফেললো। সাদা সিল্কের রোবটি মেঝেতে পড়তেই প্রথমবারের মতো লোকটির মেরুদণ্ডের হাঁড় বেয়ে উঠে যাওয়া টাট্টুটা দেখতে পেলো পিটার সলোমন।

হায় ঈশ্বর...

লোকটির মেরুদণ্ডের প্রতিটি হাঁড়ের উপর একটা করে সিঁড়ির ধাপ আঁকা। এভাবে সেটা উঠে গেছে তার মাথার উপরে। বাকরুদ্ধ হয়ে পিটার দেখতে লাগলো সেটা।

টাট্টু আঁকা লোকটি এবার নিজের মাথাটা এমনভাবে কাত করলো যাতে ক'রে তালুর উপর ছোট্ট বৃত্তের মতো ফাঁকা জায়গাটি পিটার দেখতে পায়। সেই বৃত্তটির চারপাশ জুড়ে বৃত্তাকারে একটি সাপ নিজের লেজ গিলে খাচ্ছে।

আস্তে আস্তে লোকটি এবার পিটারের দিকে ফিরলে তার বুকে আঁকা দুই মাথার ফিনিক্স পাখি যেনো স্থির চোখে তাকালো পিটারের দিকে।

"আমি হারানো শব্দ খুঁজছি, মানে হারানো কালাম, মন্ত্র," বললো লোকটি। "তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে...নাকি তুমি এবং তোমার বোন দু'জনেই মৃত্যুবরণ করবে?"

তুমি জানো কিভাবে ওটা খুঁজে বের করা যায়, ভাবলো মালাখ। *তুমি এমন কিছু জানো যেটা আমাকে বলছো না।*

জিজ্ঞাসাবাদের সময় পিটার সলোমন এমন কিছু তথ্য ফাঁস করেছিলো যা সম্ভবত

এখন মনেও করতে পারছে না। ট্যাঙ্কের মধ্যে তাকে ডুবিয়ে দেয়ার পর সে মালাখকে হারানো শব্দের ব্যাপারে যা যা বলেছে তার সবটাই লিজেন্ডের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিলো।

হারানো শব্দ কোনো রূপক নয়...এটা বাস্তব। শব্দটি প্রাচীন এক ভাষায় লেখা আছে...আর সেটা লুকিয়ে রাখা হয়েছে শত শত বছর ধরে। এই শব্দটির সত্যিকার অর্থ যে অনুধাবন করতে পারবে সে হবে অসীম ক্ষমতার অধিকারী। আজপর্যন্ত শব্দটি লুকিয়ে রাখা হয়েছে...এটা উন্মোচন করার ক্ষমতা রয়েছে ম্যাসনিক পিরামিডের।

"পিটার," তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে মালাখ বললো। "তুমি যখন সিম্বলের গ্রিডটা দেখলে...তখন কিছু একটা দেখতে পেয়েছিলে। একটা জিনিস তুমি ধরতে পেরেছিলে। এই গ্রিডটা তোমার কাছে কোনো একটা অর্থ বহন করে। আমাকে সেটা বলো।"

"ক্যাথারিনকে বাঁচানোর জন্য ব্যবস্থা না নিলে আমি তোমাকে কিছুই বলবো না!"

মুচকি হাসলো মালাখ। "বিশ্বাস করো, তোমার বোনকে হারানোর যে দুশ্চিন্তা তুমি করছো সেটার তুলনায় অনেক বড় দুশ্চিন্তা তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।"

আর কোনো কথা না বলে ল্যাংডনের ব্যাগ থেকে কতোগুলো জিনিস বের করে স্যাক্রিফিশিয়াল বেদীতে রাখতে শুরু করলো সে। এগুলো বেইজমেন্ট থেকে বের হবার আগে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে মালাখ।

ভাজ করা সিল্কের একটি কাপড়। একেবারে ধবধবে সাদা।

সিলভারের একটি ধূপদানী। মিশরিয় বৃক্ষের আঠা।

পিটারের রক্ত ভর্তি একটি ভায়াল। তার সাথে ছাই মেশানো।

কালো কাকের একটি পালক। তার পবিত্র কলম।

স্যাক্রিফিশিয়াল ছুরি। কানান মরুভূমিতে পতিত একটি উল্কাখণ্ডের লোহা থেকে তৈরি করা হয়েছে সেটি।

"তুমি মনে করছো আমি মৃত্যুকে ভয় পাই?" চিৎকার ক'রে বললো পিটার। "ক্যাথারিন যদি মরে যায় তো আমার আর কিছুই থাকে না! তুমি আমার পুরো পরিবারকে হত্যা করেছো! আমার সব কেড়ে নিয়েছো তুমি!"

"সব কিছু না," জবাবে বললো মালাখ। "এখন পর্যন্ত তো নয়ই।" ব্যাগ থেকে তার ল্যাপটপটা বের ক'রে পিটারের দিকে তাকালো। "বলতে বাধ্য হচ্ছি তুমি এখন পর্যন্ত তোমার করুণ অবস্থাটি পুরোপুরি বুঝতে পারো নি।"

অধ্যায় ১১৭

লন থেকে সিআইএ'র হেলিকপ্টারটি উড্ডয়ন করতেই ল্যাংডনের পেটটা গুলিয়ে উঠলো। কোনো হেলিকপ্টার এতো দ্রুত ছুটতে পারে সেটা তার আগে জানা ছিলো না। ক্যাথারিন আর বেলামি থেকে গেছে, আর সিআইএ'র কয়েকজন এজেন্ট পুরো বাড়িটা তল্লাশী ক'রে দেখছে গুরুত্বপূর্ণ কিছু পাওয়া যায় কিনা।

ল্যাংডন হেলিকপ্টারে ওঠার আগে ক্যাথারিন তার গালে চুমু খেয়ে বলেছে, "নিরাপদে থেকো, রবার্ট।"

এখন ল্যাংডন তার প্রাণপ্রিয় জীবনটা নিয়ে সিআইএ'র হেলিকপ্টারে বসে আছে। তাদের গন্তব্য হাউজ অব টেম্পল।

তার পাশে বসে সাটো একের পর এক অর্ডার দিয়ে যাচ্ছে। "ডুপোন্ট সার্কেলে যাবে!" কানফাঁটা শব্দের মধ্যে চিৎকার ক'রে বললো সে। "ওখানেই আমরা নামবো!"

চমকে উঠে ল্যাংডন তার দিকে তাকালো। "ডুপোন্ট?! ওটা তো হাউজ অব টেম্পলের চেয়ে এক ব্লক দূরে! আমরা টেম্পল পার্কিংলটেই নামতে পারবো!"

মাথা ঝাঁকিয়ে সাটো দ্বিমত পোষণ করলো। "ঐ ভবনে আমাদেরকে সবার অলক্ষ্যে প্রবেশ করতে হবে। আমাদের টার্গেট যদি টের পেয়ে যায় আমরা আসছি–"

"আমাদের অতো সময় নেই!" তাড়া দিয়ে বললো ল্যাংডন। "ঐ উন্মাদ পিটারকে খুন করে ফেলবে! হয়তো হেলিকপ্টারের শব্দ শুনে সে ভড়কে যাবে। পালানোর চেষ্টা করবে!"

শীতল চোখে তাকালো সাটো। "আপনাকে তো আমি আগেই বলেছি, পিটার সলোমনকে রক্ষা করা আমার প্রথম কাজ নয়। আমার মনে হয় আমি আপনাকে এখন বোঝাতে পেরেছি।"

ল্যাংডন আরেক দফা জাতীয় নিরাপত্তা ইসুর উপর বক্তৃতা শোনার মেজাজে নেই। "দেখুন, এখানে আমিই একমাত্র ব্যক্তি যে ঐ ভবনে তার গতিবিধির ব্যাপারে ধারণা রাখি–"

"সাবধানে কথা বলবেন, প্রফেসর," সাটো দৃঢ়ভাবে বললো। "আপনি এখানে আমার টিমের একজন হিসেবে এসেছেন। আপনি আমাদের সর্বাত্মক সাহযোগীতা করবেন।" একটু থেমে মহিলা আবারো বললো, "সত্যি বলতে কি, আজরাতের মারাত্মক ঝুঁকির ব্যাপারটা আপনাকে এখন জানাতে পারি আমি। তাহলে পরিস্থিতিটা ভালোমতো বুঝতে পারবেন।"

সিটের নীচ থেকে টাইটানিয়াম বৃফকেসটা বের করলো সাটো। দেখতে সেটা অত্যাধুনিক কোনো ল্যাপটপের মতো। ওটা চালু করতেই পর্দায় সিআইএ'র লোগোটা ভেসে উঠে পরক্ষণেই লগ-ইন করার উইন্ডোটা চলে এলো।

লগ-ইন করতে করতে সাটো জানতে চাইলো, "প্রফেসর, ঐ লোকটার বাড়িতে আমরা সোনালী পরচুলাটা পেয়েছি সে খবরটা কি আপনি জানেন?"

"হ্যা।"

"ওটার মধ্যে একটা ছোটো ক্যামেরা লুকিয়ে রাখা আছে।"

"ক্যামেরা? বুঝলাম না।"

সাটোর মুখ তিক্ততায় ভরে উঠলো। "বুঝবেন।" ল্যাপটপে একটি ফাইল ওপেন করলো মহিলা।

ওয়ান মোমেন্ট প্লিজ...

ডিক্রিপ্টিং ফাইল...

পর্দায় একটা ভিডিও ফাইল চালু হতে দেখা গেলো। বৃফকেসটা ল্যাংডনের কোলের উপর রেখে দিলো সাটো, যাতে ভালো ক'রে দেখতে পারে সেটা।

অস্বাভাবিক একটি ইমেজ দেখা যাচ্ছে।

বিস্ময়ে অনেকটা আৎকে উঠলো ল্যাংডন। *এটা কি?*

অন্ধকারাচ্ছন্ন একটি ঘরে চোখ বাঁধা এক লোক। মধ্যযুগের পোশাক পরে আছে সে, তাকে ধরে ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে–তার গলায় ফাঁসির দড়ি, বাম পায়ের প্যান্ট হাটু পর্যন্ত গোটানো, ডান হাতের আস্তিন গুটিয়ে রাখা হয়েছে কব্জি পর্যন্ত। শার্টের বোতাম খোলা, নগ্ন বুকটা দেখা যাচ্ছে।

ল্যাংডন অবিশ্বাসে চেয়ে রইলো। ম্যাসনিক আচার অনুষ্ঠানের ব্যাপারে এতো কিছু জেনেছে-শুনেছে যে দৃশ্যটা দেখা মাত্রই চিনতে পারলো সে।

এটি একটি ম্যাসনিক ইনিশিয়েট অনুষ্ঠান...প্রথম ডিগৃতে প্রবেশের প্রস্তুতি।

লোকটি বেশ লম্বা এবং পেশীবহুল, অতি পরিচিত সোনালী রঙের চুল তার মাথায় আর রোদে পোড়া গায়ের ত্বক। ল্যাংডন দেখা মাত্রই লোকটাকে চিনতে পারলো। টাট্টু আঁকা লোকটি মেকআপের ছদ্মবেশ নিয়েছে। ফুললেন্থের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে, ফলে তার মাথার পরচুলায় লুকিয়ে রাখা ক্যামেরায় নিজের প্রতিবিম্ব ধরা পড়েছে।

কিন্তু...কেন?

পর্দাটা কালো হয়ে এলো আস্তে আস্তে।

নতুন ফুটেজ ভেসে উঠলো এবার। ছোট্ট মৃদু আলোর একটি আয়তক্ষেত্র ঘর। সাদা-কালো টাইল্‌সের দাবা কোটের মতো মেঝে। কাঠের একটি বেদী, তিন দিকের তিনটি পিলারের উপর স্থাপিত সেটা। বেদীর উপর কতোগুলো মোমবাতি জ্বলছে।

আচমকা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো ল্যাংডন।

ওহ্ ঈশ্বর।

ক্যামেরা এবার ঘরের মাঝখানে ছোট্ট একদল মানুষের দিকে ঘুরলো। তারা ইনিশিয়েটকে দেখছে। সবাই পরে আছে ম্যাসনদের ঐতিহ্যবাহী *রিগ্যালিয়া*। আলোর স্বল্পতার কারণে তাদের চেহারাগুলো দেখতে পাচ্ছে না ল্যাংডন, তবে এই আচার অনুষ্ঠানটি কোথায় হচ্ছে সে ব্যাপারে তার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

এই লজটি দেখে মনে হতে পারে এরকম ঘর পৃথিবীর বহু জায়গায় আছে তবে মাস্টারের চেয়ারের উপর পাউডার-ব্লু ত্রিভূজাকৃতির পেডিমেন্ট দেখে বোঝা যাচ্ছে এটা ডিসি'তে অবস্থিত পুরনো ম্যাসনিক লজ–পটোম্যাক লজ নাম্বার ৫–জর্জ ওয়াশিংটন এবং ম্যাসনিক পূর্বপুরুষদের বাসভূমি, যারা হোয়াইট হাউজ এবং ক্যাপিটল ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলো।

বর্তমান সময়েও লজটি ব্যবাহৃত হয়ে থাকে।

হাউজ অব টেম্পলের ওভারশিয়ার হিসেবে পিটার সলোমন এই লজের মাস্টার। এই লজেই একজন ম্যাসনিক ইনিশিয়েটের পরিভ্রমণ শুরু হয়।

"ভায়েরা," পিটারের সুপরিচিত কণ্ঠটা শোনা গেলো। "এই মহাবিশ্বের মহান সৃষ্টিকর্তার নামে আমি এই লজটি প্রথম ডিগ্রি চর্চা করার জন্য উন্মুক্ত ক'রে দিচ্ছি!"

সমস্বরে সায় দেয়া হলো।

পিটার সলোমন ম্যাসনদের আচার অনুষ্ঠান শুরু করতেই ল্যাংডন অবিশ্বাসে চেয়ে রইলো পর্দার দিকে।

ইনিশিয়েটের নগ্ন বুকে চকচকে একটা ছুরি চেপে ধরলো সে...ম্যাসনারিদের রহস্য প্রকাশ যেনো না করা হয় সেজন্যে হুমকি দেয়া হলো...সাদা-কালো মেঝেটাকে বর্ণনা করা হলো 'জীবিত এবং মৃতে'র প্রতীক হিসেবে...গোপনীয়তা ফাঁস করার শাস্তিগুলো বলা হলো একে একে...'গলা কেটে জিভ টেনে বের করা হবে, সাগরের বালিতে পুতে ফেলা হবে পুরো দেহ...'

চেয়ে রইলো ল্যাংডন। *আমি কি সত্যি এটা দেখছি?* শত শত বছর ধরে ম্যাসনিক ইনিশিয়েটের আচার-অনুষ্ঠানগুলো গোপনীয়তার আড়ালে রয়ে গেছে। গুটিকয়েক ভায়ের মাধ্যমে মাঝেমধ্যে কিছু ফাঁস হয়ে পড়লেও মূলত এসব কথা প্রকাশ পায় না। ঐসব ফাঁস হওয়া লেখাগুলোর প্রায় সবই ল্যাংডন পড়েছে তারপরও নিজের চোখে কখনও ইনিশিয়েশন করতে দেখে নি কাউকে...এটা তো একদম ভিন্ন একটি গল্প।

বিশেষ করে যেভাবে এডিটিং করা হয়েছে। ল্যাংডন অবশ্য এটুকু দেখেই বুঝতে পারছে এই ভিডিওটা ইনিশিয়েশনের অনেক মহত্তম দিকগুলো বাদ দিয়ে কেবলমাত্র হতবুদ্ধিকর অংশগুলোর উপর জোর দিয়ে এক ধরণের প্রোপাগান্ডা করা হয়েছে। ল্যাংডন জানে, এই ভিডিওটা যদি প্রকাশ হয় তবে সেটা রাতারাতি ইন্টারনেটে ঝড় তুলবে। ম্যাসন-বিরোধী ষড়যন্ত্র তাত্ত্বিকেরা এটা লুফে নেবে ক্ষুধার্ত হাঙরের মতো। ম্যাসনিক সংগঠন এবং পিটার সলোমন মারাত্মক এক বির্তকের মধ্যে পড়ে যাবে। ড্যামেজ কন্ট্রোল করার জন্যে উঠে পড়তে হবে তাদের...

তা এই এই আচার অনুষ্ঠানটি যতোই প্রতীকি আর নিরীহ গোছের হোক না কেন।

বাজে ব্যাপার হলো ভিডিওতে মানুষ স্যাক্রিফাইসের উপর বাইবেলের রেফারেন্সের উল্লেখ রয়েছে...*'প্রথম সন্তান ইসাককে নিবেদনের মাধ্যমে পরম সত্তার প্রতি ইব্রাহিমের আনুগত্য প্রকাশ।'* পিটারের কথা মনে পড়ে গেলো ল্যাংডনের, কামনা করলো হেলিকপ্টারটি যেনো আরো দ্রুত গতিতে ছুটে যায়।

ডিভডিও ফুটেজ আবারো বদলে গেলো।

একই ঘর। অন্য এক সময়, রাতের বেলা। ম্যাসনদের আরেকটা বড় দল দেখছে। মাস্টারের চেয়ারে বসে আছে পিটার সলোমন। এটা হলো দ্বিতীয় ডিগ্রি। পরিস্থিতি আরো বেশি গুরুগম্ভীর। *হাটু মুড়ে বেদীর সামনে বসে আছে...'ম্যাসনদের অভ্যন্তরে যে রহস্য বিদ্যমান সেটা চিরকাল রক্ষা করার' শপথ...বরখেলাপের শাস্তি বুক চিঁড়ে হৃদপিণ্ড বের করে জন্তুজানোয়ারের কাছে দিয়ে দেয়া'...*ডিভডিওটা বদলে গেলে ল্যাংডনের নিজের হৃদপিণ্ডটা লাফাতে শুরু করলো। আরো বড় জনসমাগম। মেঝেতে কফিন সদৃশ্য 'ট্রেসিং বোর্ড।'

তৃতীয় ডিগ্রি।

এটা হলো মৃত্যুর আচার-অনুষ্ঠান-ডিগ্রিগুলোর মধ্যে সবচাইতে যন্ত্রণাদায়ক অধ্যায়-এই অধ্যায়ে এসে ইনিশিয়েট তার নিজের মৃত্যুর মুখোমুখি হয়।' এই কঠিন জিজ্ঞাসাবাদটি সত্যি বলতে কি তৃতীয় ডিগ্রি প্রদানের ক্ষেত্রে এটাই মূল ব্যাক্য। এ ব্যাপারে ল্যাংডনের পড়াশোনা থাকলেও নিজের চোখে কখনও দেখে নি।

হত্যাকাণ্ড।

ভিকটিমের পয়েন্ট অব ভিউ থেকে কাটছাট করে ভিডিওতে শিউড়ে ওঠার মতো কিছু দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে ইনিশিয়েটকে নির্মমভাবে হত্যা করা হচ্ছে। তার মাথায় পর পর বেশ কয়েকটি আঘাত করা হলো। তার মধ্যে একটি আঘাত করা হলো ম্যাসনদের পাথরের থাবা দিয়ে। এই সময়টাতে একজন ডিকন শোকবিহ্বলভাবে 'বিধবার সন্তান'-এর আখ্যান বর্ণনা ক'রে গেলো-হিরাম আবিফ-কিং সলোমন টেম্পলের প্রধান স্থপতি, নিজের কাছে রক্ষিত গোপন প্রজ্ঞা প্রকাশ করার বদলে যিনি মৃত্যুকেই বেছে নিয়েছিলেন।

পুরো আক্রমণটিই আসলে অভিনয়ের মাধ্যমে ফুঁটিয়ে তোলা হয়েছে, কিন্তু ক্যামেরাতে সেটা দেখে মনে হচ্ছে একেবারে জান্তব। মৃত্যু-আঘাতের পর ইনিশিয়েট-এখন তার 'সাবেক সত্তা মৃত'-সিম্বলিক কফিনে শায়িত আছে, চোখ দুটো বন্ধ আর হাত দুটো লাশের মতোই ভাঁজ ক'রে রাখা। পাইপ অর্গানে *মার্চ অব দি* ডেড বাজতে শুরু করলে ম্যাসনিক ভায়েরা সেই কফিনের চারপাশে চক্কর দিতে লাগলো।

এই ভৌতিক দৃশ্যটি খুবই বীভৎস।

আর ক্রমশ সেটা আরো বেশি বীভৎস হয়ে উঠছে।

নিহত ভায়ের চাপাশে লোকগুলো জড়ো হলে গোপন ক্যামেরায় তাদের চেহারাগুলো এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। পিটার সলোমন যে এই ঘরে একমাত্র বিখ্যাত ম্যাসন নয় সেটা

এখন ভালোমতোই বুঝতে পারলো ল্যাংডন। কফিনের দিকে উঁকি মারা এক লোককে নিয়মিত টিভি'তে দেখা যায়।

একজন প্রখ্যাত ইউএস সিনেটর।

হায় ঈশ্বর।

দৃশ্যটা আবারো বদলে গেলো। এবার বাইরে...রাতের বেলা...লোকটা শহরের পথঘাটে হাটছে...ক্যামেরার লেন্সে সেনালী চুলগুলো পাশ থেকে মাঝেমধ্যে দেখা যাচ্ছে বাতাসের কারণে...একটা মোড় নিলো সে...ক্যামেরা একটু নীচু হলে দেখা গেলো লোকটার হতে কিছু একটা আছে...একটা ডলারের নোট...সেটার উপর থাকা গ্রেট সিলটার দিকে ফোকাস করা হলো...সর্বদ্রষ্টা চোখ...অসম্পূর্ণ পিরামিড...এরপর ক্যামেরা চলে গেলো সামনের দিকে...দূরে ঠিক সেরকমই আকৃতির একটা ভবন দেখা যাচ্ছে এখন...বিশাল আকৃতির পিরামিড সদৃশ্য ভবন।

হাউজ অব দি টেম্পল।

ভিডিওটা চলছে...*সেই ভবনের দিকে লোকটি এগিয়ে যাচ্ছে এখন...ব্রোঞ্জের দরজার সামনে...দুটো সতেরো টন ওজনের প্রহরী স্ফিংসের মাঝ দিয়ে।*

একজন শিক্ষানবীশ ইনিশিয়েট হবার জন্য পিরামিডের ভেতর প্রবেশ করছে।

অন্ধকার।

দূরে পাইপ অর্গান বাজছে...নতুন ইমেজ ভেসে উঠলো পর্দায়।

টেম্পল রুম।

ঢোক গিললো ল্যাংডন।

বিশাল জায়গাটি ইলেক্ট্রিক বাতিতে আলোকিত হয়ে আছে। কাঁচের *ওকুলাস* বিশিষ্ট ছাদের নীচে কালো রঙের মার্বেলের বেদীটা পূর্ণিমার আলোয় চককচ করছে। তার চারপাশে লোকজন জড়ো হয়েছে, চেয়ারে বসে আছে তারা, অপেক্ষা করছে তেত্রিশ ডিগ্রি সম্পন্ন করা জন্য। তাদের মুখের দৃশ্য দেখানোর জন্য ভিডিওটা এবার আস্তে আস্তে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

ভয়ে আৎকে উঠলো ল্যাংডন।

আগেভাগেই সে বুঝে গেলো কোন্ দৃশ্যটি দেখা যাবে। এ পৃথিবীর সবচাইতে শক্তিশালী শহরের বিখ্যাত সব ম্যাসনরা জড়ো হয়েছে, সঙ্গত কারণেই মুখগুলো খুবই প্রভাবশালী আর ক্ষমতাবান লোকজনের হবে। ঠিক তাই হলো। বেদীর চারপাশে এ দেশের সবচাইতে ক্ষমতাবান ব্যক্তিরা ম্যাসনিক পোশাক পরে বসে আছে।

সুপৃমকোর্টের দু'জন বিচারপতি...

সেক্রেটারি অব ডিফেন্স...

হাউজের স্পিকার...

উপস্থিত লোকজনের মুখগুলো দেখাতে শুরু হলে ল্যাংডনের কাছে ব্যাপারটা অস্বস্তিকর ঠেকলো।

তিনজন প্রখ্যাত সিনেটর...তার মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাও আছেন...

হোমল্যান্ড সিকিউরিটির সেক্রেটারি...

এবং...

সিআইএ'র ডিরেক্টর...

চোখ সরিয়ে নেবার চেষ্টা করেও ল্যাংডন সরাতে পারলো না। এমনকি সেও এই দৃশ্যগুলো মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে দেখছে। এবার সে বুঝতে পারলো সাটো কেন এতোটা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে।

পর্দার দৃশ্যটি এখন মিইঁয়ে গিয়ে আরেকটা ভয়ঙ্কর দৃশ্য ফুঁটিয়ে তুললো।

নরকঙ্কালের মুণ্ডু...লালচে তরলে পরিপূর্ণ। পিটার সলোমন ইনিশিয়েটকে বিখ্যাত *ক্যাপুট মর্টাম* নিবেদন করলো দু'হাত বাড়িয়ে দিয়ে। মোমবাতির আলোতে তার ম্যাসনিক আঙটিটা স্পষ্টভাবে জ্বলজ্বল ক'রে উঠলো এ সময়। লালচে তরলটি আসলে মদ...কিন্তু পর্দায় সেটি রক্তের মতোই লাগছে। পুরো দৃশ্যটি একেবারেই গা শিউড়ে ওঠার মতো।

পঞ্চম লিব্যাশন, বুঝতে পারলো ল্যাংডন। জন কুইন্সি এডামসের প্রত্যক্ষঅভিজ্ঞতালব্ধ *লেটারস অন দি ম্যাসনিক ইন্সটিটিউশন* বইতে এটা পড়েছে সে। তারপরও পর্দায় দৃশ্যটি দেখে ল্যাংডন ভড়কে গেলো।

নরমুণ্ডুটা হাতে তুলে নিলো ইনিশিয়েট। "যে মদ আমি এখন পান করবো সেটা যেনো প্রাণঘাতি বিষে পরিণত হয়," সে বললো। "আমি কি কখনও জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতসারে আমার শপথ ভঙ্গ করতে পারি।"

তবে এটা নিশ্চিত, এই ইনিশিয়েট এটা বলার আগেই শপথ ভঙ্গ করার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

এই ভিডিওটা যদি প্রকাশ হয়ে যায় তবে কী ঘটতে পারে ভেবে কূল পেলো না ল্যাংডন। কেউ বুঝবে না। সরকার পড়ে যাবে বেকায়দায়। ম্যাসন বিরোধী, ষড়যন্ত্র তাত্ত্বিকগোষ্ঠী আর মৌলবাদীরা ঝাঁপিয়ে পড়বে, বিশুদ্ধকরণের নামে সর্বত্র ধরপাকড় শুরু ক'রে দেবে তারা।

সত্যটা বিকৃত করা হবে, ল্যাংডন সেটা ভালো করেই জানে। ম্যাসনদের সাথে সব সময় যেমনটি হয়ে আসছে।

সত্য হলো ভ্রাতৃসংঘের মৃত্যু নিয়ে এই আচারটি আসলে জীবনের গুরুত্বকে তুলে ধরার জন্য করা হয়। ম্যাসনিক আচারগুলো মানুষকে অন্ধকার কফিনের গহ্বর থেকে আলোতে আনার উদ্দেশ্যে করা হয়। যাতে করে সে দেখার মতো চোখ অর্জন করতে পারে। কেবলমাত্র মৃত্যুর অভিজ্ঞতা দিয়েই জীবনের গুরুত্ব আর মূল্য পুরোপুরি বোঝা সম্ভব। এ পৃথিবীতে নির্দিষ্ট সময়ের আয়ু নিয়ে আসে মানুষ এরকম একটি বোধ থেকে জীবনের প্রতি অসীম মমত্ববোধ তৈরি হয়, সেইসাথে অন্য মানুষের জীবনকেও সম্মান করতে উদ্বুদ্ধ করে।

ম্যাসনিক ইনিশিয়েনগুলো খুবই ভড়কে যাবার মতো ব'লে মনে হয় তার কারণ ওগুলোর মূল উদ্দেশ্য আসলে রূপান্তরিত হওয়াকে তুলে ধরা। ম্যাসনিক শপথগুলো ক্ষমার অযোগ্য কারণ এটা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য যে, মানুষ কেবল তার সম্মান আর মুখের কথা নিয়েই এ পৃথিবী ত্যাগ ক'রে থাকে। ম্যাসনিক শিক্ষাগুলো খুবই গোপনীয় আর গুহ্যতর হয়ে থাকে সেগুলোর বিশ্বজনীনতার জন্য...ধর্ম, সংস্কৃতি আর জাতিগত সিম্বল এবং রূপকের মাধ্যমে শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্য হলো এক ধরণের বৈশ্বিক এবং একক ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা করা।

কিছুক্ষণের জন্য ল্যাংডন একটু আশার আলো দেখতে পেলো। নিজেকে সে আশ্বস্ত করলো এই ভেবে যে, ভিডিওটা যদি প্রকাশ হয় তাহলে জনগণ হয়তো মুক্তমনা এবং সহনশীল হয়ে উঠবে। বুঝতে পারবে যেকোনো আচার-অনুষ্ঠান কনটেক্সট থেকে আলাদা করে দেখলে ভয়ঙ্কর বলেই মনে হতে পারে–জিশুর ক্রুশবিদ্ধ অনুকরণে করা খৃস্টানদের আচার-অনুষ্ঠান, ইহুদি এবং মুসলমানদের লিঙ্গচ্ছেদ বা খত্না, মরমনদের মৃতমানুষের ব্যাপটিজম করা, এক্সোরসিজম নামের ক্যাথলিকদের ভূত তাড়ানোর অনুষ্ঠান, ইসলামিক *নিকাব*, ওঝাদের ঝাড়ফুক, ইহুদিদের কাপারোট আচার এমনকি প্রতীক হিসেবে জিশুর রক্ত পান করা।

আমি স্বপ্ন দেখছি, বুঝতে পারলো ল্যাংডন। এই ভিডিওটা আসলে বিশৃঙ্খলা আর হট্টগোলের সৃষ্টি করবে। রাশিয়া এবং ইসলামি দেশগুলোর প্রখ্যাত নেতারা যদি এসব দেখে তো কি হতে পারে সেটা ল্যাংডন কল্পনা করতে পারলো। সারা পৃথিবীতেই এক ধরণের প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে।

ঈশ্বর আমাদের সাহায্য করো...

পর্দায় এখন ইনিশিয়েটকে নরমুণ্ডুর মধ্যে রাখা লালচে মদ পান করতে দেখা যাচ্ছে। পান শেষ করে তার চারপাশে জড়ো হওয়া লোকদের দিকে তাকালো সে। আমেরিকার সবচাইতে প্রভাবশালী আর সম্মানিত ব্যক্তিরা মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"স্বাগতম ভাই," বললো পিটার সলোমন।

ছবিটা পর্দা থেকে মিলিয়ে যেতেই ল্যাংডনের মনে হলো তার নিঃশ্বাস বুঝি বন্ধ হয়ে গেছে।

কোনো কথা না বলে সাটো তার বৃফকেসটা ল্যাংডনের কোল থেকে তুলে নিয়ে বন্ধ করে দিলো। কিছু বলার জন্য মহিলার দিকে তাকালো সে কিন্তু মুখ দিয়ে কোনো কথা বের হলো না। তাতে অবশ্য কিছু যায় আসে না। তার মুখ দেখেই সব বুঝে নিতে পারছে মহিলা। সাটোর কথাই ঠিক। আজকের রাতটি জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকির একটি রাত...অসম্ভব রকমেরই একটা হুমকি।

অধ্যায় ১১৮

লয়েনক্লথ পোশাক পরা মালাখ পিটার সলোমনের হুইলচেয়ারের সামনে পায়চারি করছে। "পিটার," বললো সে, "তুমি ভুলে গেছো তোমার দ্বিতীয় আরেকটি পরিবার রয়েছে...তোমার ম্যাসনিক ভায়েদের কথা বলছি। আমি তাদেরকেও শেষ ক'রে দেবো...যদি আমাকে সাহায্য না করো।"

সলোমন বিপর্যস্ত হয়ে তাকালো। তার কোলের উপর রাখা ল্যাপটপের আলো তার মুখে এসে পড়ছে। "প্লিজ, এই ভিডিওটা যদি প্রকাশ হয়ে যায়..."

"যদি?" হেসে ফেললো মালাখ। "যদি প্রকাশ হয়?" তার ল্যাপটপের সাথে একটা সেলফোনের সংযোগ দেখিয়ে দিলো ইশারায়। "আমি সারা বিশ্বের সাথে কানেক্ট হয়ে আছি।"

"তুমি এটা করবে না..."

অবশ্যই করবো, মনে মনে বললো মালাখ। সলোমনের ভড়কে যাওয়া মুখটা দেখে তার ভালো লাগছে। "আমাকে এ কাজ করা থেকে বিরত রাখার ক্ষমতা তোমার রয়েছে।" একটু থেমে আবার বললো, "তোমার বোনকেও বাঁচাতে পারো। তারজন্যে আমাকে একটু সাহায্য করতে হবে। হারানো শব্দ এখানেই কোথাও লুকিয়ে রাখা আছে। পিটার, আমি এই গ্রিডটা থেকে জানি ঠিক কোথায় সেটা খুঁজতে হবে।"

পিটার সিম্বলগুলোর গ্রিডের দিকে তাকালো কিন্তু কিছুই ধরতে পারলো না।

"সম্ভবত এটা তোমাকে উৎসাহ দিতে সাহায্য করবে।" পিটারের ঘাড়ের উপর দিয়ে ল্যাপটপে কিছু কি টিপে দিলো মালাখ। পর্দায় একটা ই-মেইল প্রোগ্রাম ভেসে উঠতেই পিটার আড়ষ্ট হয়ে গেলো সঙ্গে সঙ্গে। আজরাতে প্রথম দিকে মালাখ একটা ই-মেইল পেয়েছিলো সেটাই দেখা যাচ্ছে এখন–মিডিয়া নেটওয়ার্কের ভিডিও ফাইল অ্যাড্রেসের সুদীর্ঘ একটি তালিকা।

মুচকি হাসছে মালাখ। "আমার মনে হয় তাদের সাথে আমার এখন শেয়ার করার সময় এসে গেছে, তুমি কি বলো?"

"না!"

সেন্ড বাটনে গিয়ে ক্লিক ক'রে দিলো মালাখ। উদভ্রান্তের মতো শরীর ঝাঁকাতে লাগলো পিটার, যেনো ল্যাপটপটা তার কোল থেকে পড়ে যায়।

"আস্তে, পিটার," ফিসফিস ক'রে বললো মালাখ। "ফাইলটা অনেক বড়। পুরোটা পাঠাতে কয়েক মিনিট লেগে যাবে।" প্রগ্রেস বারের দিকে ইঙ্গিত করলো সে :

সেন্ডিং মেসেজ : ২% সম্পন্ন

"আমি যা জানতে চাই সেটা যদি তুমি বলো তাহলে আমি এই ফাইলটা পাঠানো বন্ধ ক'রে দেবো।"

মনিটরের দিকে তাকিয়ে পিটারের মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেলো।

সেন্ডিং মেসেজ : ৪% সম্পন্ন

পিটারের কোল থেকে ল্যাপটপটা তুলে পাশের একটা চেয়ারের উপর এমনভাবে রাখলো যেনো পিটার সেটা স্পষ্ট দেখতে পায়, তারপর পিটারে কোলের উপর সিম্বলের গ্রিড লেখা কাগজটা রাখলো মালাখ। "লিজেন্ড বলছে ম্যাসনিক পিরামিড হারানো শব্দ উন্মোচন করবে। আমার বিশ্বাস তুমি জানো এটা কিভাবে পড়তে হয়।"

মালাখ ল্যাপটপের দিকে তাকালো।

সেন্ডিং মেসেজ : ৮% সম্পন্ন

সালোমনের দিকে তাকাতেই মালাখ দেখতে পেলো সে তার দিকেই চেয়ে আছে। তার চোখে তীব্র ঘৃণা।

আমাকে ঘৃণা করো, মনে মনে বললো মালাখ। *যতো বেশি আবেগ থাকবে ততোই ভালো। আচার-অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করার জন্য এটার দরকার আছে।*

ল্যাঙ্গলে'তে নোলা কাই কানে ফোন চেপে রেখেছে, হেলিকপ্টারের প্রচণ্ড শব্দের কারণে সাটোর কথা একদমই শুনতে পাচ্ছে না সে।

"তারা বলছে এই ফাইল ট্রান্সফার স্টপ করা অসম্ভব ব্যাপার!" চিৎকার ক'রে নোলা বললো। "লোকাল আইপি শাটডাউন করতে হলে একঘণ্টার মতো সময় লাগবে। আর সে যদি ওয়্যারলেস ইন্টারনেট ব্যবহার করে তাহলে গ্রাউন্ড থেকে সেটা কোনোভাবেই থামানো যাবে না।"

বর্তমান সময়ে ডিজিটাল ইনফর্মেশনের প্রবাহ থামানো প্রায় অসম্ভব একটি ব্যাপার। ইন্টারনেটে প্রবেশ করার জন্য অসংখ্য রুট রয়েছে। কেবলমাত্র সোর্স মেশিন ধ্বংস করার মাধ্যমেই ডাটাগুলো রক্ষা করা যায়।

"আপনি UH-60 ফ্লাই করছেন," বললো নোলা, "আপনাদের কাছে খুব সম্ভবত EMP আছে।"

ইলেক্ট্রনিক পাল্‌স, সংক্ষেপে EMP গান বর্তমান সময়ে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থায় খুবই কমন জিনিস। নিরাপদ দূরত্ব থেকে কোনো গাড়ির পিছু ধাওয়া করা থামানোর কাজেই মূলত এটা ব্যবহার করা হয়। প্রচণ্ড ঘনীভূত ইলেক্ট্রনিক পাল্‌স নির্দিষ্ট টার্গেটের দিকে ছুড়ে দিলে যেকোনো ইলিক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে যায়–গাড়ি, সেলফোন, কম্পিউটার। নোলার কাছে যে তথ্য রয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে সাটোর হেলিকপ্টারে দশ গিগাবাইটের পাল্‌স সমৃদ্ধ EMP গান রয়েছে, তাও আবার লেজার গাইডেড। একটা ল্যাপটপের দিকে তাক করে ডিসচার্জ করলে সেটার মাদারবোর্ড আর হার্ডডিস্ক পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

"EMP ব্যবহার করা যাবে না," চিৎকার ক'রে সাটো বললো নোলাকে। "আমাদের টার্গেট পাথরের একটি ভবনের ভেতর আছে। ডিভিডিও ফাইলটা এখনও পাঠানো হয়েছে কিনা সে ব্যাপারে কি তোমার কাছে কোনো ধারণা আছে?"

দ্বিতীয় একটি মনিটরের দিকে তাকলো নোলা। ওটা বিরামহীনভাবেই ইন্টারনেটে ম্যাসনদের কোনো টাটকা খবর হোস্ট করা হয়েছে কিনা খুঁজে দেখছে। "এখনও পাঠানো হয় নি। তবে পাঠানো মাত্রই আমরা জানতে পারবো।"

"আমাকে সঙ্গে সঙ্গে জানিও।" সাটো ফোনটা রেখে দিলো।

ডুপোন্ট সার্কেলে কপ্টারটি নামতে শুরু করলে ল্যাংডন দম আঁটকে রাখলো। খোলা চত্বরে কপ্টারটি নেমে পড়লো আস্তে আস্তে। হাতে গোনা কয়েকজন লোক ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সেখানে।

ত্রিশ সেকেন্ড পর ল্যাংডন কয়েকজন কমান্ডারের সাথে একটা এসইউভি'তে করে নিউ হ্যাম্পশায়ার অ্যাভিনু দিয়ে হাউজ অব টেম্পলের উদ্দেশ্যে ছুটে যাচ্ছে।

পিটার সলোমন উদভ্রান্তের মতো ভাবছে কি করবে সে। তার মাথায় কেবল একটাই ছবি–ক্যাথারিন রক্তক্ষরণে মারা যাচ্ছে...আর এইমাত্র যে ভিডিওটা সে দেখেছে সেটা। ল্যাপটপটার দিকে তাকালো। প্রগ্রেস বার দেখে বোঝা যাচ্ছে ফাইল পাঠানো প্রায় এক তৃতীয়াংশ সম্পন্ন হয়েছে।

সেভিং মেসেজ : ২৯% সম্পন্ন

টাট্টু আঁকা লোকটি এখন চারকোণা বেদীর চারপাশে আস্তে আস্তে হাটছে। একটা জ্বলতে থাকা ধূপ হাতে নিয়ে ঘুরাচ্ছে আর আপন মনে কী যেনো বলছে। ভারি ধোঁয়া উঠে যাচ্ছে উপরের দিকে। লোকটার চোখ দুটো এখন বিস্ফারিত। মনে হচ্ছে তার ভেতরের দানবটি ফুঁসছে। বেদীর কাছে রাখা নক্সা করা ছুরিটার দিকে তাকালো পিটার।

আজরাতে এই টেম্পলের ভেতর সে যে মারা যাবে এ ব্যাপারে পিটার সলোমনের মনে কোনো সন্দেহ নেই। প্রশ্ন হলো কিভাবে মরবে। সে কি তার বোন আর ভ্রাতৃসংঘকে রক্ষা করার মতো কোনো উপায় বের করতে পারবে...নাকি তার মৃত্যুটা একেবারেই বিফলে যাবে?

সিম্বলগুলোর গ্রিডের দিকে তাকালো সে। এই গ্রিডটা যখন প্রথম দেখেছিলো সে আৎকে উঠেছিলো একেবারে, সত্যটা যেনো তার দৃষ্টিকে ভেদ ক'রে ক্ষণিকের জন্য অন্ধ করে দিয়েছিলো তাকে। এখন এইসব সিম্বলের সত্যিকারের বৈশিষ্টটি তার কাছে একেবারে পরিস্কার হয়ে উঠেছে। গ্রিডটাকে এখন সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছে সে।

পিটার সলোমন জানে তাকে এখন কি করতে হবে।

গভীর ক'রে নিঃশ্বাস নিয়ে ছাদের মধ্যে যে কাঁচের জানালাগুলো আছে সেটা দিয়ে আকাশের চাঁদের দিকে তাকালো পিটার সলোমন। তারপর কথা বলতে শুরু করলো সে।

সব মহান সত্যই একেবারে সহজসরল হয়ে থাকে।

বহুকাল আগেই মালাখ এটা জেনেছে।

পিটার সলোমন এখন যে সমাধানের কথা ব্যাখ্যা করছে তার কাছে সেটা একেবারেই অভিজাত আর বিশুদ্ধ বলে মনে হচ্ছে। মালাখ নিশ্চিত, এটা সত্যি না হয়ে যায় না। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, পিরামিডের ফাইনাল কোডটির সমাধান এতোটাই সহজ যে মালাখ সেটা কল্পনাও করতে পারে নি।

হারানো শব্দটি ঠিক আমার চোখের সামনেই আছে।

যেমনটি বলা হয়ে থাকে, হারানো শব্দটি প্রাচীন একটি ভাষায় লিখিত আছে। এর মধ্যে মানুষের জানা সব ধর্ম, দর্শন আর বিজ্ঞানের আধ্যাত্মিক শক্তি নিহিত রয়েছে। অ্যালকেমি, জ্যোর্তিবিদ্যা, কাব্বালাহ্, খৃস্টবাদ, বৌদ্ধধর্ম, রসিক্রুশিয়ানিজম, ফৃম্যাসনারি, জ্যোতিষবিদ্যা, পদার্থবিজ্ঞান, নোয়েটিক্স...

হেরেডোমের বিশাল পিরামিডের ইনিশিয়েশন কক্ষ হিসেবে পরিচিত সবচাইতে উপরের একটা ঘরে এতোদিন ধরে খুঁজে বেড়ানো গুপ্তধনের দিকে তাকিয়ে আছে মালাখ। সে জানে তার প্রস্তুতি বেশ ভালো মতোই নেয়া আছে।

খুব শীঘ্রই আমি পরিপূর্ণ হবো।

হারানো শব্দটি খুঁজে পাওয়া গেছে।

কালোরামা হাইট্সে সিআইএ'র এক এজেন্ট গ্যারাজে ময়লা আবর্জনার বিন থেকে সব আজর্বনা বের করে ঘেঁটেঘুটে তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে।

"মিস্ কাই?" সাটোর অ্যানালিস্টের সাথে ফোনে কথা বলছে সে। "লোকটার আবর্জনা ঘেঁটে দেখার বুদ্ধিটা খুবই ভালোই ছিলো। মনে হচ্ছে কিছু একটা খুঁজে পেয়েছি।"

যতোই সময় গড়াচ্ছে ততোই শক্তি ফিরে পাচ্ছে ক্যাথারিন সলোমন। সে এখনও ঐ বাড়ির ভেতরই আছে, বিশ্রাম নিচ্ছে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী। ভায়ের সংবাদ শোনার জন্য ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড উদ্বিগ্ন হয়ে আছে সে।

সবাই গেছে কোথায়? সিআইএ'র ফরেনসিক টিম এখনও এসে পৌছায় নি। তার সঙ্গে যে এজেন্ট ছিলো সে বাড়ির ভেতর কী যেনো খুঁজতে গেছে। ওয়ারেন বেলামি কিছুক্ষণ আগেও তার সাথে ডাইনিংরুমে কম্বল মুড়ে বসে ছিলো।

একা একা বসে থেকে আর ভালো লাগছে না বলে ক্যাথারিন উঠে দাঁড়ালো। দূর্বল পায়ে আস্তে আস্তে চলে গেলো লিভিংরুমের দিকে। স্টাডিরুমেই পেয়ে গেলো বেলামিকে। একটা খোলা ড্রয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে আর্কিটেক্ট ভদ্রলোক। কী যেনো খুঁজে দেখছে সে। পেছন দিকে ঘুরে থাকার কারণে ক্যাথারিনের উপস্থিতিটা টের পায় নি।

তার পেছনে এসে ক্যাথারিন বললো, "ওয়ারেন?"

বৃদ্ধলোকটি ঘুরে দেখতেই ড্রয়ারটা বন্ধ করে দিলো সঙ্গে সঙ্গে। তার চোখেমুখে বেদনার ছাপ সুস্পষ্ট। চোখ দিয়ে কয়েক ফোঁটা পানিও গড়িয়ে পড়ছে।

"কি হয়েছে?!" ড্রয়ারের দিকে তাকিয়ে বললো ক্যাথারিন। "এটা কি?"

মনে হলো বেলামি কথা বলতে পারছে না। এইমাত্র সে এমন কিছু খুঁজে পেয়েছে যেটা না দেখলেই তার জন্য ভালো হোতো।

"এই ড্রয়ারে কি আছে?" জানতে চাইলো সে।

অশ্রুসজল চোখে একদৃষ্টিতে ক্যাথারিনের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো বেলামি। অবশেষে মুখ খুললো সে। "তুমি এবং আমি অনেক ভেবেছি...কেন এই লোকটা তোমাদের পরিবারকে এতো ঘৃণা করে।"

ভুরু কুচকে গেলো ক্যাথারিনের। "হ্যা?"

"তো..." বেলামির কণ্ঠটা চেপে এলো যেনো। "এইমাত্র তার জবাব আমি পেয়েছি।"

অধ্যায় ১১৯

হাউজ অব টেম্পলের একেবারে উপর তলার ঘরে মালাখ নামে নিজেকে পরিচয় দেয় যে লোকটি সে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল বেদীর সামনে, নিজের মাথার তালুর ফাঁকা জায়গাটিতে আলতো ক'রে মেসেজ করছে সে। *ভারবাম সিগনিফিকাশিয়াম*, প্রস্তুতি নেবার জন্য বিড়বিড় ক'রে বললো। *ভারবাম ওমনিফিকাম*। শেষ উপাদানটি অবশেষে পাওয়া গেছে।

সবচাইতে মূল্যবান সম্পদগুলো সচরাচর সহজতরই হয়।

বেদীর উপর রাখা ধূপদানী থেকে ধোঁয়া উঠছে।

সময় এসে গেছে।

পিটারের কালচে রক্তের ভায়ালটি হাতে তুলে নিয়ে সেটার মুখ থেকে কর্কের ছিপি খুলে ফেললো মালাখ। সেই কালচে রক্তে কাকের পালক চুবিয়ে মাথার উপর নিয়ে গেলো সে। একটু থামলো...এই রাতটির জন্য কতো প্রতীক্ষাই না করেছে, ভাবলো একবার। তার বিরাট রূপান্তরটি এখন শুধু সময়ের ব্যাপার। *হারানো শব্দটি কোনো মানুষের মনে লেখা হয়ে যাবার পর সে অকল্পনীয় ক্ষমতা গ্রহণ করার জন্য প্রস্তত হয়ে ওঠে*। ঠিক যেমনটি প্রচীনকালের পণ্ডিতেরা অ্যাপোথিওসিস হবার প্রতীজ্ঞা করেছে। এ পর্যন্ত মানবসভ্যতা সেই প্রতীজ্ঞাটির মানে বুঝতে পারে নি। তবে মালাখ সেটা অর্জনের জন্য যা করার দরকার তার সবই করেছে।

দৃঢ় হাতে পালকের নিবটা মাথার তালুতে ছোঁয়ালো মালাখ। তার কোনো আয়না কিংবা সাহায্যকারীর দরকার নেই। শুধুমাত্র স্পর্শের সাহায্যে আর মনের চোখ দিয়েই একা একা এ কাজ করতে পারবে। ধীরে ধীরে মাথার তালুর উপর বৃত্তাকারের খালি জায়গায় হারানো শব্দটি লিখে ফেলতে শুরু করলো সে।

ভয়ার্ত দৃষ্টিতে পিটার সলোমন তার দিকে চেয়ে আছে।

কাজ শেষে দু'চোখ বন্ধ ক'রে পালকটি একপাশে রেখে দিয়ে বুকের সমস্ত বাতাস বের ক'রে ফেললো মালাখ। এ জীবনে প্রথমবারের মতো এমন একটি রোমাঞ্চ অনুভব করছে যা তার কাছে একেবারেই অচেনা।

আমি পরিপূর্ণ।

আমি একীভূত।

নিজের শরীরটা নিয়ে অনেক বছর ধরে কাজ ক'রে গেছে মালাখ। এখন এই চূড়ান্ত রূপান্তরের মুহূর্তে মাথার তালুতে শব্দটি লিখতে গিয়ে সেটার প্রতিটি রেখা টের পাচ্ছে সে। *আমি সত্যিকারের একটি মাস্টারপিস।*

"তুমি যা চেয়েছো তা আমি দিয়ে দিয়েছি।" পিটারের কণ্ঠটা বিঘ্ন সৃষ্টি করলো যেনো। "ক্যাথারিনকে বাঁচানোর জন্য সাহায্য পাঠাও এবার। আর ঐ ফাইলটা পাঠানো বন্ধ করো।"

চোখ খুলে মালাখ মুচকি হাসলো। "তোমার সাথে আমার কাজ এখনও শেষ হয় নি।" বেদীর উপর থেকে স্যাক্রিফাইস ছুরিটা তুলে নিলো সে। ওটার ধারালো ব্লেডের উপর আলতো ক'রে আঙুল বোলালো পরম মমতায়। "এই প্রাচীন ছুরিটা ঈশ্বর নিজে বানিয়েছেন," বললো সে, "মানুষ বলি দেবার জন্য। তুমি এটা দেখেই চিনতে পেরেছিলে, না?"

সলোমনের ধূসর চোখ দুটো পাথরের মতো স্থির হয়ে আছে। "এটা অনন্য, আর আমি লিজেন্ডটাও শুনেছি।"

"লিজেন্ড? ঘটনাটি পবিত্র ধর্মগ্রন্থে বর্ণনা করা আছে। এটা যে সত্য তা তুমি বিশ্বাস করো না?"

পিটার কেবল চেয়ে রইলো।

এই ছুরিটা পাবার জন্য মালাখকে বিপুল পরিমাণ টাকা ব্যয় করতে হয়েছে। আকিদা নামের এই ছুরিটা তিন হাজার বছর আগে পৃথিবীতে পতিত একটি উল্কাপিণ্ডের লোহা থেকে বানানো হয়েছিলো। *স্বর্গ থেকে পাওয়া লোহা,* সেই সময়কার মিস্টিকরা এ নামেই এটাকে ডাকতো। বিশ্বাস করা হয় ঠিক এই ছুরিটাই ইব্রাহিম তার আকিদা'র কাজে ব্যবহার করেছিলেন–নিজ সন্তান ইসাককে মরিয়া পর্বতের উপর প্রায় কোরবানি করে ফেলেছিলেন তিনি–জেনেসিসে এভাবেই বলা হয়েছে। এটা পোপ, নাৎসি মিস্টিক, ইউরোপিয়ান অ্যালকেমিস্ট এবং অসংখ্য ব্যক্তির সংগ্রহে ছিলো।

তারা এটাকে রক্ষা করেছে, সম্ভ্রম করেছে, মালাখ ভাবলো। *তবে কেউই এটা সত্যিকারের ব্যবহার করার সাহস দেখায় নি।* আজরাতে আকিদা ছুরি তার নিয়তি চরিতার্থ করবে।

ম্যাসনিক আচার অনুষ্ঠানে আকিদা সব সময়ই পবিত্র একটি বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। ম্যাসনদের প্রথম ডিগ্রি'তেই *'ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করা সবচাইতে দামি উপহার হলো...ইব্রাহিম কর্তৃক নিজের ছেলেকে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে কোরবানি দেয়া...'*

পিটারকে যে দড়ি দিয়ে হুইলচেয়ারে বেঁধে রাখা হয়েছে সেটা ছুরি দিয়ে কাটার সময় এক ধরণের উদ্দীপনা অনুভব করলো মালাখ।

আড়ষ্ট হয়ে থাকা পা দুটো নড়াতেই যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠলো পিটার সলোমন। "তুমি আমার সাথে কেন এরকম করছো? এসব করে তুমি কি অর্জন করবে ব'লে মনে করছো?"

"তোমরা সবাই সেটা বুঝতে পারবে," জবাবে বললো মালাখ। "তুমি তো প্রাচীন অনেক কিছু স্টাডি করেছো। তুমি ভালো করেই জানো রহস্যের শক্তি স্যাক্রিফাইসের উপর নির্ভর করে...মানবাত্মা নশ্বর দেহ থেকে অবমুক্তির মাধ্যমে। আদি থেকেই এ রকমটি হয়ে আসছে।"

"তুমি স্যাক্রিফাইসের কিছুই জানো না," বললো পিটার, তার কণ্ঠে ঘৃণা আর যন্ত্রণার ছাপ সুস্পষ্ট।

দারুণ, মনে মনে বললো মালাখ। *নিজের ঘৃণা আরো বাড়িয়ে তোলো। তাতে ক'রে কাজটা করতে সহজ হবে।*

তার বন্দীর সামনে পায়চারি করার সময় মালাখের অভুক্ত পেটটা মোচড় দিয়ে উঠলো আরেকবার। "মানুষের রক্ত ঝরানোর মধ্যে অসামান্য শক্তি রয়েছে। সেই প্রাচীন মিশরিয়দের থেকে শুরু করে সেলটিক ড্রুইড, চায়নিজ, অ্যাজটেক, সবাই এটা জানতো। মানব বলি দেয়ার মধ্যে জাদু আছে। কিন্তু আধুনিক মানুষ এতোটা দুর্বল হয়ে গেছে যে, নিজেকে সুউচ্চে তোলার জন্য যে ধরণের সাহসী কাজ করা দরকার সেটা তারা ভাবতেও সাহস করে না। প্রাচীন পুঁথিগুলো অবশ্য পরিস্কার করেই বলে দিয়েছে। সবচাইতে পবিত্র জিনিস নিবেদন করার মধ্য দিয়েই সীমাহীন ক্ষমতার জগতে প্রবেশ করতে হয়।"

"তুমি আমাকে পবিত্র জিনিস মনে করছো?"

এবার উচ্চস্বরে হেসে ফেললো মালাখ। "তুমি এখন পর্যন্ত বুঝতে পারো নি, তাই না?"

বিস্ময়ে চেয়ে রইলো পিটার।

"তুমি জানো আমার বাড়িতে ঐ ট্যাঙ্কটা আমি কেন রেখেছিলাম?" কোমরে দু'হাত রেখে সটান দাঁড়িয়ে রইলো মালাখ। এখনও গায়ে লয়েনক্লথ পরে আছে সে। "আমি অনুশীলন করেছি...প্রস্তুতি নিয়েছি...যখন আমি কেবলই আত্মা হয়ে যাবো সেই মুহূর্তটা অনুধাবন করার চেষ্টা করেছি...যখন আমি এই নশ্বর দেহ থেকে মুক্ত হবো...যখন আমি আমার এই সুন্দর দেহটাকে ঈশ্বরের কাছে স্যাক্রিফাইস করার জন্য নিবেদন করবো। আমি অমূল্য একজন! আমি বিশুদ্ধ এক ধবধবে সাদা মেষ!"

পিটারের মুখ হা হয়ে গেলেও কোনো কথা বললো না সে।

"হ্যা, পিটার, মানুষকে তার সবচাইতে প্রিয় জিনিসই ঈশ্বরের জন্য নিবেদন করতে হয়। তার বিশুদ্ধতম শ্বেত কপোত...তার সবচাইতে দামি আর যোগ্য নিবেদন। তুমি আমার কাছে সেরকম কিছু নও। নিবেদন করার মতো যোগ্য নও তুমি।" মালাখ জ্বলজ্বলে চোখে তাকালো তার দিকে। "এখনও কি দেখতে পাচ্ছো না? তোমাকে স্যাক্রিফাইস করা হবে না, পিটার...আমাকে! এই আমাকে নিবেদন করা হবে। আমি

পবিত্র শরীরের একজন। আমি সেই উপহার। আমাকে দ্যাখো। আমি নিজেকে তৈরি করেছি, শেষ ভ্রমণের জন্য যোগ্য ক'রে তুলেছি। আমি সেই উপহার!"

বাকরুদ্ধ হয়ে গেলো পিটার।

"সিক্রেটটা হলো কিভাবে মরে," মালাখ এবার বললো। "ম্যাসনরা এটা ভালো করেই বোঝে।" বেদীর দিকে ইঙ্গিত করলো সে। "তোমরা প্রাচীন সত্যগুলোকে শ্রদ্ধা করো তারপরও তোমরা কাপুরুষ। স্যাক্রিফাইসের ক্ষমতা সম্পর্কে তোমরা অবগত আছো তারপরও মৃত্যু থেকে দূরত্ব বজায় রাখো। ভুয়া হত্যা আর রক্তপাতহীন আচার অনুষ্ঠান করো তোমরা। আজরাতে তোমাদের সিম্বলিক বেদী এর সত্যিকারের ক্ষমতা আর এটার আসল উদ্দেশ্য চাক্ষুষ করবে।"

পিটার সলোমনের বাম হাতটা ধরে আকিদা ছুরিটা তার হাতে ধরিয়ে দিলো জোর করে। বাম হাত অন্ধকারের প্রতীক। এটাও পরিকল্পনা করে করা হয়েছে। এ ব্যাপারে পিটারের আর কোনো উপায়ও নেই। মালাখ বুঝতে পারছে এই বেদীতে, এই লোকের হাতে আর এই ছুরিটা দিয়ে স্যাক্রিফাইস হবার চেয়ে কার্যকরী আর সিম্বলিক কিছু হয় না।

এভাবে নিজেকে নিবেদন করা মধ্য দিয়ে মালাখ অশুভশক্তির সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হবে। অন্ধকার আর রক্তের মধ্যে নিহিত আছে সত্যিকারের ক্ষমতা। প্রাচীনকালের লোকেরা এটা জানতো। নিজেদের প্রকৃতি অনুযায়ীই বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা পক্ষাবলম্বন করে। মালাখও বেশ প্রজ্ঞার সাথে পক্ষ বেছে নিয়েছে। বিশৃঙ্খলা মহাবিশ্বের প্রাকৃতিক নিয়ম। এর চালিকাশক্তি হলো নির্বিকারত্ব, আর মানুষের বেদনাবোধহীন অবস্থা হলো সেই উর্বর জমিন যেখানে দুষ্টু আত্মা তাদের বীজ বপন ক'রে থাকে।

আমি তাদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করেছি, তারা আমাকে একজন দেবতা হিসেবে গ্রহণ করবে।

পিটার একটুও নড়লো না, হাতের ছুরিটার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেঅ কেবল।

"আমি তোমাকে দিয়েই করাবো," ব্যঙ্গ ক'রে বললো মালাখ। "আমি স্বেচ্ছায় নিজেকে কোরবানি করছি। এতে তোমার কি ভূমিকা থাকবে সেটা লেখা হয়ে গেছে। তুমি আমাকে রূপান্তরিত করবে। তুমি আমাকে আমার শরীর থেকে অবমুক্ত করবে। তোমাকে এটা করতেই হবে নইলে তুমি তোমার বোন আর তোমার ভ্রাতৃসংঘ দুটোই হারাবে। সম্পূর্ণ একা হয়ে যাবে তুমি।" একটু থেমে পিটারের দিকে তাকালো সে। "এটাকে নিজের শেষ শাস্তি হিসেবে বিবেচনা করো।"

পিটার আস্তে ক'রে মালাখের চোখের দিকে তাকালো। "তোমাকে খুন করাটা আমার জন্য শাস্তিস্বরূপ? তোমার কি ধারণা আমি তোমাকে খুন করতে দ্বিধা করবো? তুমি আমার ছেলেকে খুন করেছো। আমার মা'কে। আমার পুরো পরিবারকে।"

“না!” ভয়ঙ্করভাবে চিৎকার ক’রে উঠলো মালাখ। “ভুল বলছো! আমি তোমার পরিবারকে হত্যা করি নি! তুমি করেছো! তুমিই তো জাখারিকে জেলখানায় ফেলে রেখে এসেছিলে! আর তখন থেকেই এসবের শুরু! তুমি তোমার পরিবারকে খুন করেছো, পিটার, আমি না!”

শক্ত হাতে ছুরিটা ধরে রেখেছে পিটার। ক্রোধে ফেঁটে পড়ছে সে। “জাখারিকে আমি জেলখানায় কেন রেখে এসেছিলাম সে সম্পর্কে তুমি কিছুই জানো না।”

“আমি সব জানি!” পাল্টা জবাব দিলো মালাখ। “আমি সেখানে ছিলাম। তুমি দাবি করছিলে তাকে সাহায্য করার চেষ্টা করছো। তাকে যখন সম্পদ আর প্রজ্ঞার মধ্যে যেকোনো একটি বেছে নিতে বলেছিলে তখন কি তাকে সাহায্য করার চেষ্টা করছিলে? তাকে ম্যাসনদের দলে যখন যোগ দিতে বলেছিলে তখনও কি সাহায্য করার চেষ্টাই করছিলে? তুমি কি ধরণের বাবা, যে নিজের ছেলেকে সম্পদ আর প্রজ্ঞার মধ্যে একটাকে বেছে নিতে বলো, আশা করো সে ওটা ভালোমতো সামলাতে পারবে! কেমন বাবা তুমি, নিজের ছেলেকে মুক্ত ক’রে দেশে না নিয়ে এসে ঐ জেলখানায় রেখে আসো!” মালাখ এবার পিটারের খুব কাছে এসে দাঁড়ালো। “কিন্তু তারচেয়েও বড় কথা...এ কেমন বাপ...নিজের ছেলেকে এতো দিন পর দেখেও চিনতে পারছে না!”

কয়েক সেকেন্ড পর্যন্ত পাথরের কক্ষে মালাখের কথাগুলো প্রতিধ্বনি তুললো।

তারপর একদম নীরবতা।

পিটার সলোমনের কাছে মনে হলো সে বুঝি স্বপ্ন থেকে আচমকা বাস্তবে ফিরে এসেছে। অবিশ্বাসে তার চোখমুখ কুচকে গেলো।

হ্যা, বাবা। আমি। এই মুহূর্তটার জন্য মালাখ অনেক বছর ধরে অপেক্ষা করেছে...যে লোক তাকে পরিত্যাগ করেছিলো তার উপর প্রতিশোধ নেয়া...এই ধূসর চোখের দিকে তাকিয়ে এতোদিন ধরে লুকিয়ে রাখা সত্যটা বলবে সে। এখন সেই মুহূর্তটা এসে পড়েছে। ধীরে ধীরে বলতে লাগলো যেনো তার কথাগুলো পিটার সলোমনের হৃদয় বিদীর্ণ ক’রে দেয়। “তোমার তো খুশি হওয়া উচিত, বাবা। তোমার কুলাঙ্গার ছেলে ফিরে এসেছে।”

মৃত মানুষের মতো পিটারের চেহারাটা ফ্যাকাসে হয়ে গেলো।

প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করছে মালাখ। “আমার নিজের বাবা আমাকে জেলখানায় রেখে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো...ঠিক তখনই আমি কসম খেয়েছিলাম সে আমাকে শেষবারের মতো প্রত্যাখ্যান করেছে। আমি আর তার ছেলে নই। জাখারি সলোমনের অস্তিত্ব বিলোপ হয়ে গেছে।”

তার বাবার দু’চোখ বেয়ে দু’ফোঁটা অশ্রুজল গড়িয়ে পড়লে মালাখের কাছে সেটা তার দেখা সবচাইতে সুন্দর দৃশ্য ব’লে মনে হলো।

কান্না দমিয়ে পিটার মালাখের মুখের দিকে তাকালো, যেনো এই প্রথম মুখটা দেখছে।

"জেলের ওয়ার্ডেন শুধু টাকা চেয়েছিলো," বললো মালাখ, "কিন্তু তুমি দিতে অস্বীকার করলে। তোমার কাছে এটা মনে হলো না আমার টাকার রঙও ঠিক তোমার মতোই। কে তাকে টাকা দিচ্ছে সেটা ওয়ার্ডেনের দেখার বিষয় ছিলো না, তার শুধু টাকা পেলেই চলে। আমি যখন তাকে মোটা অঙ্কের টাকা দেবার কথা বললাম তখন সে আমার মতো দেখতে এক রোগাপাতলা ছেলেকে বেছে নিলো, আমার পোশাক পরিয়ে এমনভাবে পেটালো যে তার মুখ দেখে চেনার উপায় রইলো না। যে ছবিগুলো তোমরা দেখেছো...আর যে কফিন তোমরা কবর দিয়েছো...সেটা আমার ছিলো না। ওটা ছিলো অজ্ঞাত এক যুবকের।"

যন্ত্রণা আর অবিশ্বাসে পিটারের মুখটা বিকৃত হয়ে গেলো। "হায় ঈশ্বর...জাখারি।"

"আমি আর জাখারি নই। জাখারি যখন জেল থেকে বেরিয়ে এলো তখন সে অন্য এক মানুষ। একেবারে বদলে যাওয়া একজন।"

তার অপরিণত দৈহিক গড়ন আর ছেলেমানুষী মুখটা এক্সপেরিমেন্টাল গ্রোথ হরমন আর স্টেরয়েডের প্রয়োগের ফলে আমূল পাল্টে যায়। এমন কি তার কণ্ঠস্বরও বদলে যায় পুরোপুরি।

জাখারি হয়ে ওঠে আন্দ্রোস।

আন্দ্রোস হয়ে ওঠে মালাখ।

আর আজরাতে...মালাখ তার সবচাইতে বড় পুণর্জন্ম লাভ করবে।

ঠিক এই সময় কালোরামা হাইট্সে খোলা ড্রয়ারের দিকে অবিশ্বাসে তাকিয়ে আছে ক্যাথারিন সলোমন। কিছু পত্রপত্রিকা আর ছবির সংগ্রহ।

"আমি বুঝতে পারছি না," বেলামির দিকে ফিরে বললো সে। "এই উন্মাদ লোকটি অবশ্যই আমাদের পরিবারের ব্যাপারে মোহগ্রস্ত বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু–"

"দেখতে থাকো..." বললো বেলামি। একটা চেয়ারে বসে পড়লো সে। এখনও থরথর ক'রে কাঁপছে।

ক্যাথারিন সংবাদপত্রের আর্টিকেলগুলো ঘাটতে লাগলো। সবগুলোই সালোমন পরিবারের উপর–পিটারের অসংখ্য সফলতা, ক্যাথারিনের রিসার্চ এবং তুরস্কের কারাগারে জাখারির পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড।

এসব দেখে ক্যাথারিন কিছুই বুঝতে পারছে না। *ঐ লোকটা এসব জিনিস তার কাছে রাখবে কেন?*

ঠিক তখনই ছবিগুলো দেখতে পেলো ক্যাথারিন। এক সমুদ্র সৈকতে জাখারি হাটু পানিতে দাঁড়িয়ে আছে। *গৃস?* ক্যাথারিন অনুমান করতে পারলো ইউরোপে জাখারির মাদকাসক্ত সময়গুলোর ছবি এটি। তারপরও অদ্ভুত ব্যাপার হলো তাকে খুব স্বাস্থ্যবান

দেখাচ্ছে ছবিতে। বেশ শক্তসামর্থ্য আর পরিপক্ক। ক্যাথারিনের মনে পড়লো না এরকম তাকে কখনও দেখেছে।

হতবিহ্বল হয়ে ছবির ডেট স্ট্যাম্পের দিকে তাকালো সে।

কিন্তু...এটা তো অসম্ভব।

জাখারি জেলের ভেতর খুন হবার প্রায় এক বছর পরের তারিখ।

সবগুলো ছবি দেখতে শুরু করলো ক্যাথারিন। সবই জাখারি সলোমনের...ক্রমশ বড় হচ্ছে সে। এ যেনো এক ধরণের ছবি দিয়ে জীবনী প্রকাশ করার মতো ব্যাপার। ধীরে ধীরে জাখারির বিরাট পরিবর্তনের স্মারক এগুলো। পেশীবহুল শরীর আর উচ্চতা প্রমাণ করছে হরমোন এবং স্টেরয়েডের ব্যবহারের বিষয়টি। ওজনে তার শরীরটা যেনো আগের চেয়ে দ্বিগুন হয়ে উঠেছে।

এই লোকটাকে আমি চিনতেও পারছি না!

ক্যাথারিনের কাছে তাকে কোনোভাবেই পিটার সলোমনের ছেলে জাখারি ব'লে মনে হচ্ছে না।

মাথা ন্যাড়া করা একটা ছবি যখন দেখতে পেলো ক্যাথারিনের হাটু দুটো টলে গেলো যেনো। এরপর নগ্ন বুকের আরেকটা ছবি...প্রথম যে টাট্টুটা আঁকা হয়েছিলো সেটার ছবি।

ক্যাথারিনের হৃদস্পন্দন বন্ধ হবার উপক্রম হলো। "হায় ঈশ্বর..."

অধ্যায় ১২০

“ডান দিকে!” এসইউভি’র পেছনের সিট থেকে ল্যাংডন চিৎকার ক’রে বললো।

সিমকিন্স এস-স্ট্রিটের দিকে মোড় নিয়ে ঢুকে পড়লো একটি বৃক্ষশোভিত আবাসিক এলাকার ভেতর। সিক্সটিন্থ স্ট্রিটের মোড়ে আসতেই ডান দিকে পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকা হাউজ অব টেম্পল দেখা যাচ্ছে।

বিশাল ভবনটির দিকে তাকালো সিমকিন্স। দেখে মনে হচ্ছে রোমে প্যানথিয়নের উপর কেউ যেনো একটা পিরামিড বানিয়ে রেখেছে। সেই ভবনের দিকে যাবার উদ্দেশ্যে ডান দিকে মোড় নিলো সে।

“মোড় নেবেন না!” ল্যাংডন বললো। “সোজা এস-স্ট্রিট ধরে চলে যান।”

ল্যাংডনের কথামতোই কাজ করলো সিমকিন্স। ভবনের পূর্বদিক দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যেতে লাগলো।

“ফিফটিন্থে আসতেই ডান দিকে মোড় নেবেন!” আবারো ল্যাংডন নির্দেশ দিলো তাকে।

সিমকিন্স যথারীতি তার কথামতো গাড়ি চালিয়ে এগিয়ে যেতেই সামনের একটা কাঁচা রাস্তার দেখা গেলে ল্যাংডন সেটা ধরেই এগোতে বললো। হাউজ অব টেম্পলের পেছনে যে বাগান আছে সেটার ঠিক মাঝখান দিয়ে চলে গেছে রাস্তাটি। সেই রাস্তা ধরে গাড়িটা ভবনের সামনের প্রবেশপথের দিকে নিয়ে গেলো সিমকিন্স।

“দেখুন!” প্রবেশপথের সামনে একটা গাড়ি দেখিয়ে বললো ল্যাংডন। বড়সড় একটা ভ্যান। “তারা এখানেই আছে।”

এসইউভি’টা পার্ক ক’রে ইঞ্জিন বন্ধ ক’রে দিলো সিমকিন্স। নিঃশব্দে গাড়ি থেকে নেমে ভেতরে ঢোকার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে নিলো সবাই। মনোলিথিক ভবনটির দিকে তাকিয়ে দেখলো সিমকিন্স। “আপনি বলছেন টেম্পল রুমটি একেবারে উপরের তলায় অবস্থিত?”

সায় দিলো ল্যাংডন। “পিরামিডের একেবারে উপরে যে সমতল এরিয়াটি আছে সেটা আসলে স্কাইলাইট।”

ল্যাংডনের দিকে ঘুরে তাকালো সিমকিন্স। “টেম্পল রুমের স্কাইলাইট আছে?”

তার দিকে অবাক হয়ে তাকালো ল্যাংডন। “অবশ্যই আছে। একটা ওকুলাস...বেদীর ঠিক উপরে।”

UH-60 ডুপোন্ট সার্কেলের উপর স্থির হয়ে আছে।

প্যাসেঞ্জার সিটে নিজের টিমের কাছ থেকে খবরের জন্য অপেক্ষা করার সময় দাঁত দিয়ে নখ কামড়াচ্ছে সাটো।

অবশেষে ওয়্যারলেসে সিমকিন্সের কণ্ঠটা শোনা গেলো। "ডিরেক্টর?"

"সাটো বলছি," মহিলা যেনো গর্জে উঠলো।

"আমরা ভবনের ভেতর প্রবেশ করতে যাচ্ছি, তবে আপনার জন্য বাড়তি কিছু তথ্য আছে আমার কাছে।"

"বলো।"

"মিঃ ল্যাংডন এইমাত্র আমাকে জানালেন, যে রুমে আমাদের টার্গেট অবস্থান করছে ব'লে আমরা ধারণা করছি সেই রুমের ছাদে বিশাল একটি স্কাইলাইট রয়েছে।"

কয়েক সেকেন্ড সময় নিয়ে তথ্যটা বিবেচনা করলো সাটো। "বুঝেছি। ধন্যবাদ তোমাকে।"

লাইন কেটে দিলো সিমকিন্স।

থুতু ফেলে পাইলটের দিকে ঘুরলো সাটো। "ফ্লাই করো।"

অধ্যায় ১২১

সন্তান হারানো যেকোনো বাব-মা'র মতোই পিটার সলোমন প্রায়ই ভাবতো তার ছেলে বেঁচে থাকলে এখন কতো বছর বয়স হোতো...দেখতে কি রকম হোতো...কি হোতো সে।

পিটার সলোমন এখন প্রশ্নগুলোর জবাব জানে।

বিশালাকৃতির টাট্টু আঁকা ছেলেটি দুর্বল আর ছোট্ট শিশু হিসেবে জন্মেছিলো...শিশু জাখ দোলনায় গুটিসুটি মেরে শুয়ে থাকতো...পিটারের স্টাডিরুমেই হাটি-হাটি-পা-পা ক'রে হাটতে শিখেছে সে...আধো আধো বোলে কথা বলতে শুরু করেছে। চমৎকার একটি পরিবারে সুশিক্ষা আর স্নেহমমতার মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠা নিষ্পাপ শিশুর ভেতর কী করে শয়তানের বাসা বাঁধে সেটা মানবাত্মার এমন একটি হেয়ালী যার রহস্য আজো জানা যায় নি। পিটার এ কথা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে যে, তার ছেলের শরীরে তার রক্ত প্রবাহিত হলেও ছেলের হৃদপিণ্ড যে রক্ত সারা দেহে ছড়িয়ে দিচ্ছে সেটা একেবারেই তার নিজের। অনন্য এবং একক...যেনো মহাবিশ্ব থেকে দৈবচয়নে বেছে নেয়া হয়েছে।

আমার ছেলে...আমার মা'কে, আমার বন্ধু রবার্ট এবং সম্ভবত আমার বোনকেও হত্যা করেছে।

কোনো রকম সংযোগ খোঁজার আশায় ছেলের চোখের দিকে তাকাতেই পিটারের হৃদপিণ্ডটা যেনো বরফের মতো শীতল হয়ে অসাড় হয়ে গেলো। লোকটার চোখ পিটারের মতো ধূসর হলেও সেই দু'চোখ একেবারেই অচেনা ঠেকছে তার কাছে। সুতীব্র ঘৃণা আর প্রতিশোধে পূর্ণ দু'চোখ, প্রায় অপার্থিব।

"তুমি কি যথেষ্ট শক্তিশালী?" পিটারের হাতে আকিদা ছুরিটার দিকে তাকিয়ে তাকে উস্‌কে দেবার জন্য বললো তার ছেলে। "অনেক বছর আগে যা শুরু করেছিলে সেটার সমাপ্তি ঘটাতে পারবে কি?"

"বাবা..." নিজের কণ্ঠটা সলোমনের কাছেই অচেনা লাগছে এখন। "আমি...তোমাকে...ভালোবাসি।"

"দু দু'বার আমাকে হত্যা করার চেষ্টা করেছো তুমি। জেলখানায় আমাকে ফেলে রেখে এসেছো আবার জাখের বৃজের সামনে গুলি করেছো আমায়। এখন এটা শেষ করো!"

কয়েক মুহূর্তের জন্য সলোমনের মনে হলো দেহ থেকে বের হয়ে শূন্যে ভাসছে সে। নিজেকে আর চিনতে পারছে না। তার একটা হাত নেই, মাথা ন্যাড়া, পরে আছে কালো রঙের রোব, বহু পুরনো একটি ছুরি হাতে নিয়ে বসে আছে হুইলচেয়ারে।

"শেষ করো!" আবারো বললো সে। তার নগ্ন বুকের টাট্টুগুলো আন্দোলিত হচ্ছে। "ক্যাথারিনকে বাঁচানোর একমাত্র উপায় হলো আমাকে খুন করা...এতে ক'রে তোমার ভ্রাতৃসংঘও বেঁচে যাবে!"

সলোমন ল্যাপটপের দিকে তাকালো।

সেন্ডিং মেসেজ : ৯২% সম্পন্ন

ক্যাথারিন রক্তক্ষরণে মারা যাচ্ছে এই দৃশ্যটা কোনোভাবেই মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছে না...অথবা তার ম্যাসনিক ভায়েদের কথা।

"এখনও সময় আছে," লোকটা ফিসফিস ক'রে বললো। "তুমি ভালো করেই জানো এটাই একমাত্র উপায়। আমার এই জাগতিক দেহ থেকে আমাকে মুক্ত করো।"

"প্লিজ," বললো সলোমন। "এটা কোরো না..."

"এটা তুমি করবে!" বললো লোকটা। "তুমি তোমার ছেলেকে একটা অসম্ভব জিনিস বেছে নিতে বাধ্য করেছিলে! সেই রাতের কথা কি তোমার মনে আছে? সম্পদ অথবা প্রজ্ঞা? সেই রাতেই তুমি আমাকে সারাজীবনের জন্য দূরে ঠেলে দিয়েছো। তবে আমি আবার ফিরে এসেছি, বাবা...এবার তোমার পালা। আজরাতে তোমাকে বেছে নিতে হবে। জাখারি অথবা ক্যাথারিন? কাকে রক্ষা করবে তুমি? বোনকে বাঁচানোর জন্য কি তুমি নিজের ছেলেকে খুন করবে? ভ্রাতৃসংঘের ভায়েদের রক্ষা করার জন্য কি তুমি নিজের ছেলেকে হত্যা করবে? নাকি খুব বেশি দেরি হয়ে যাবার জন্য অপেক্ষা করবে? ক্যাথারিনের মৃত্যু পর্যন্ত...এই ভিডিওটা প্রকাশ হবার আগপর্যন্ত...নাকি বাকি জীবন এই ভাবনা ভেবে কাটিয়ে দেবে, ইচ্ছে করলে তুমি এসব ট্র্যাজেডি থেকে সবাইকে রক্ষা করতে পারতে? সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে। তুমি ভালো করেই জানো কি করতে হবে।"

পিটারের হৃদয়টা মুচড়ে উঠলো। *তুমি জাখারি নও,* মনে মনে বললো সে। *জাখারি বহু আগেই মারা গেছে। তুমি যে-ই হও না কেন...যেখান থেকেই এসে থাকো না কেন...তুমি আমার কেউ নও।* তারপরও নিজের কথা নিজের কাছেই বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হচ্ছে না। সে জানে তাকে যেকোনো একটা বেছে নিতে হবে।

সময় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে।

গ্র্যান্ড সিঁড়িটা খুঁজে বের করো!

অন্ধকারাচ্ছন্ন হলওয়ে দিয়ে ছুটে যাচ্ছে রবার্ট ল্যাংডন। তার ঠিক পেছনেই আছে টার্নার সিমকিন্স। ল্যাংডন যেমনটি আশা করেছিলো ঠিক তাই হলো, ভবনের প্রধান প্রবেশ হলের ভেতর এসে পড়লো তারা।

জায়গাটা দেখে মনে হয় গ্রেকো-রোমান-মিশরিয় স্থাপত্যরীতির মিশ্রণে তৈরি করা হয়েছে–কালো মার্বেলের স্ট্যাচু, ঝালরবাতি, টিউটোনিক ক্রুশ, দুই মাথার ফিনিক্স মেডালিয়ন এবং হার্মেসের আবক্ষ মূর্তি।

শেষ মাথায় মার্বেলের ঘোরানো সিঁড়িটার দিকে ছুটে গেলো ল্যাংডন। "এখান থেকে সরাসরি টেম্পলরুমে যাওয়া যায়," তার সাথে সাথে আসা দু'জন লোকের উদ্দেশ্যে বললো সে। তারা যতোটা সম্ভব দ্রুত এবং নিঃশব্দে ছোটার চেষ্টা করছে।

প্রথম ল্যান্ডিংয়ে এসেই বিখ্যাত ম্যাসন আলবার্ট পাইকের আবক্ষ মূর্তির মুখোমুখি হলো তারা। সেই মূর্তির নীচেই খোদাই করা আছে তার সেই বিখ্যাত উক্তিটি আমরা আমাদের জন্য যা করবো তা আমাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে যাবে; আর অন্যের জন্য, এ পৃথিবীর জন্য যা করবো কেবল তা-ই রয়ে যাবে, সেটা অমর হয়ে থাকবে।

মালাখ টের পেলো টেম্পলরুমের ভেতরকার পরিবেশটা বদলে গেছে। যেনো পিটার সলোমনের সমস্ত যন্ত্রণা আর অস্থিরতা টগবগ ক'রে ফুঁটছে এখন...তার দিকে এমনভাবে চেয়ে আছে যেনো লেজার দিয়ে বিদ্ধ করা চেষ্টা করছে সে।

হ্যা...সময় হয়েছে।

পিটার সলোমন তার হুইলচেয়ার থেকে বেদীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে ছুরি হাতে।

"ক্যাথারিনকে রক্ষা করো," প্রলুব্ধ করলো মালাখ। তাকে বেদীর কাছে নিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানালো। তারপর বেদীর কাছে একটি সাদা চাদরের উপর শুয়ে পড়লো সে। "তোমার যা করার দরকার তা-ই করো।"

অনেকটা দুঃস্বপ্নের মতোই সামনের দিকে এগিয়ে গেলো পিটার সলোমন।

চিৎ হয়ে শুয়ে আছে মালাখ। তাকিয়ে আছে ছাদের স্কাইলাইট দিয়ে পূর্ণ চাঁদের দিকে। *সিক্রেটটা হলো কিভাবে মরে।* এরচেয়ে যথার্থ মুহূর্ত আর হতে পারে না। *বহুকাল আগের হারানো শব্দ নিজের শরীরে এঁকে আমি আমার পিতার বাম হাতে স্যাক্রিফাইস হচ্ছি।*

গভীর ক'রে নিঃশ্বাস নিলো মালাখ।

আমাকে গ্রহণ করো, অশুভশক্তি, আমার এই শরীরটা তোমাদের জন্য নিবেদন করছি।

মালাখের সামনে এসে পিটার সলোমন কাঁপতে শুরু করলো। তার অশ্রুভেজা দু'চোখে বেপরোয়া, সিদ্ধান্তহীনতা আর যন্ত্রণার ছটা। ঘরের এক কোণে ল্যাপটপটির দিকে শেষবারের মতো তাকালো সে।

"সিদ্ধান্ত নাও," ফিসফিস ক'রে বললো মালাখ। "আমার দেহ থেকে আমাকে মুক্ত করো। ঈশ্বর এটা চায়। তুমি এটা চাও।" দু'হাত দু'দিকে প্রসারিত করে বুকটা ফুলিয়ে

দুই মাথার ফিনিক্স পাখিটাকে মেলে ধরলো সে। *আমার আত্মাকে আবদ্ধ করে রাখা দেহ থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করো আমায়।*

পিটারের অশ্রুসজল দু'চোখ মালাখের দিকে নিবদ্ধ।

"আমি তোমার মা'কে হত্যা করেছি!" ফিসফিস ক'রে বললো সে। "রবার্ট ল্যাংডনকে আমি খুন করেছি। তোমার বোনকেও মেরে ফেলছি। এখন! তোমার ভ্রাতৃসংঘকে ধ্বংস ক'রে ফেলছি! তোমার যা করার তা করো!"

তীব্র যন্ত্রণা আর অনুশোচনায় পিটার সলোমনের মুখটা বিকৃত হয়ে গেলো। ছুরিটা উপরের দিকে তুলে যন্ত্রণাকাতর একটি চিৎকার দিলো সে।

রবার্ট ল্যাংডন আর এজেন্ট সিমকিন্স হাপাতে হাপাতে টেম্পলরুমের দরজার সামনে আসতেই ভেতর থেকে একটি চিৎকার শুনতে পেরো তারা। কণ্ঠটা পিটারের। এ ব্যাপারে ল্যাংডন একদম নিশ্চিত।

পিটারের আর্তচিৎকারটি একেবারেই নির্ভুল।

দেরি ক'রে ফেলেছি!

সিমকিন্সকে ডিঙিয়ে দরজার হাতলটা ধরেই এক ঝটকায় সেটি খুলে ফেললো ল্যাংডন। চোখের সামনে যে ভয়ঙ্কর দৃশ্যটি দেখতে পাচ্ছে সেটা তার বাজে আশংকাকেই প্রতিষ্ঠিত করলো যেনো। আধো আলো-অন্ধকার ঘরের মাঝখানে বেদীর উপর ন্যাড়া মাথার এক আবছায়া মনুষ্য মূর্তি দেখা যাচ্ছে। কালো রোব পরে আছে সে, হাতে তার বিশাল একটা ছুরি।

ল্যাংডন কিছু করার আগেই লোকটা সেই ছুরি বসিয়ে দিলো বেদীর উপর দু'হাত ছড়িয়ে শুয়ে থাকা এক লোকের বুকের উপর।

মালাখ তার দু'চোখ বন্ধ ক'রে ফেললো।

কতো সুন্দর! কতো নিঁখুত!

তার বুকের উপর বিদ্ধ হবার আগে বহু প্রাচীন আকিদা ছুরিটা চাঁদের আলোয় চকচক ক'রে উঠছিলো। সুগন্ধী ধূপের ধোয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে, তার আসন্ন অবমুক্ত আত্মাকে পথ ক'রে দিচ্ছে যেনো। তার খুনির যন্ত্রণাবিধূর আর্তচিৎকার এখনও ঘরের ভেতর প্রতিধ্বনি তুলছে।

আমি রক্ত আর পিতার অশ্রুজলে সিক্ত।

তার রূপান্তরের মুহূর্তটি এসে গেছে।

অবিশ্বাস্য ব্যাপার হলো তার কোনো ব্যথা অনুভূত হচ্ছে না।

প্রচণ্ড জোরে তার পুরো শরীরটা কেঁপে উঠলো। ঘরটাও যেনো ঝাঁকি খাচ্ছে। উপর থেকে তীব্র সাদা আলো তার দু'চোখ ঝলসে দিচ্ছে এখন। স্বর্গ গর্জে উঠছে।

মালাখ জানে ঘটনাটি ঘটে গেছে।

ঠিক যেভাবে সে পরিকল্পনা করেছিলো।

মাথার উপরে হেলিকপ্টারটি চলে আসার আগে ঠিক কখন বেদীর দিকে দৌড়ে গেছে সেটা স্মরণ করতে পারলো না ল্যাংডন। দ্বিতীয়বার যেনো বুকের উপর ছুরি বসাতে না পারে সেটা থামাতে কালো রোব পরা লোকটির দিকে কখন ছুটে গেছে সেটাও তার মনে নেই।

দু'জনের শরীর ধাক্কা খেয়ে মেঝেতে পড়ে যেতেই ছাদের বড় বড় কাঁচের জানালা দিয়ে উজ্জ্বল আলো এসে পড়লো তাদের উপর। বেদীর উপর পিটার সলোমনের রক্তাক্ত দেহ পড়ে থাকতে দেখবে ব'লে আশঙ্কা করেছিলো ল্যাংডন, কিন্তু তীব্র আলোতে যে নগ্ন বুকটি সে দেখতে পাচ্ছে তাতে কোনো রক্ত নেই...কেবল টাট্টু আঁকা। ছুরিটা তার পাশে ভেঙে পড়ে আছে। বোঝাই যাচ্ছে বুকে আঘাত না করে সেটা আঘাত হেনেছে পাথরের মেঝেতে।

কালো রোব পরা যে লোকের উপর ল্যাংডন হামলে পড়েছে সে লোক মেঝেতে পড়ে আছে এখন। তার ডান হাতে ব্যান্ডেজ দেখতে পেলো। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড বিস্ময়ের সাথে বুঝতে পারলো সে আসলে পিটার সলোমনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

পাথরের মেঝেতে ছিটকে পড়তেই মাথার উপর হেলিকপ্টার থেকে সার্চ লাইট ফেলা হয়েছে। কপ্টারটি এখন বেশ নীচুতে নেমে এসেছে। কানফাঁটা শব্দে প্রকম্পিত করছে চারপাশ। কপ্টারের স্কিড দুটো ছাদের স্কাইলাইটের কাঁচ ছুঁয়ে ফেলেছে যেনো।

হেলিকপ্টারের সামনে অদ্ভুত একটি অস্ত্র তাক্ করে রাখা আছে কাঁচের জানালার দিকে। ওটার লেজার স্পটের লাল রঙের রশ্মিটা মেঝেতে এসে পড়েছে। সরাসরি ল্যাংডন আর পিটারের দিকে এগিয়ে আসছে সেটা।

না!

কিন্তু সেটা দিয়ে উপর থেকে কোনো রকম গুলি করা হলো না...কেবল হেলিকপ্টারের ব্লেডের শব্দ।

ল্যাংডন তার মাথার পেছনে তাকিয়ে দেখতে পেলো চেয়ারের উপর রাখা ল্যাপটপটি অদ্ভুতভাবে হিসহিস শব্দ ক'রে উঠলো। আচমকা কালো হয়ে এলো সেটার পর্দা। দুঃখের বিষয়, শেষ যে মেসেজটি পর্দায় ভেসে উঠেছিলো সেটা স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে ল্যাংডন।

মেসেজ সেন্ডিং : ১০০% সম্পন্ন

উপরে ওঠো! উফ্!

UH-60 হেলিকপ্টারের পাইলট চেষ্টা ক'রে যাচ্ছে বিশাল স্কাইলাইটের কাঁচের উপরে যেনো কপ্টারটির স্কিড না লাগে। সে ভালো করেই জানে ছয় হাজার পাউন্ড ওজনের এই কপ্টারটির ভার সইতে না পেরে ইতিমধ্যেই পুরু কাঁচে ফাঁটল ধরে গেছে। যেকোনো সময় ভেঙে পড়বে সেটা। দুঃখের বিষয় হলো হেলিকপ্টারের নীচে পিরামিডের ঢালু অংশের উপর কপ্টারটি রাখা সম্ভব হচ্ছে না।

উপরে ওঠো ! জলদি করো!

কপ্টারটির নাক নীচু ক'রে সরে যাবার চেষ্টা করতেই বাম দিকের পা-দানীটা কাঁচের মাঝখানে আঘাত ক'রে বসলো। ঘটনাটা ঘটে গেলো চোখের নিমেষে।

টেম্পলরুমের বিশাল স্কাইলাইটের কাঁচ ভেঙে নীচে আছড়ে পড়লো।

স্বর্গ থেকে তারা খসে পড়ছে।

সুন্দর সাদা আলোর দিকে চেয়ে আছে মালাখ। জ্বলজ্বল করতে থাকা মুক্তোর দানা বৃষ্টির মতো ঝরে পড়ছে তার উপরে...প্রচণ্ড বেগে ধেয়ে আসছে তারা...যেনো নিজেদের ঔজ্জ্বল্যের চাদরে ঢেকে দেবে তাকে।

আচমকা সুতীব্র যন্ত্রণা অনুভূত হলো।

সবখানে।

বিদীর্ণ করলো। বিদ্ধ করলো। ফালা ফালা ক'রে ফেললো তাকে। অসংখ্য ধারালো ছুরির ফলা তার নরম মাংস ভেদ ক'রে ঢুকে পড়ছে যেনো। বুকে, ঘাড়ে, গলায়, মুখে। তার সমস্ত শরীরটা খিঁচে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে। মুখ দিয়ে গল গল করে রক্ত বের হতে লাগলো, সেই সাথে তীব্র যন্ত্রণার একটি আর্তনাদ। উপরের সাদা আলো আচমকাই বদলে গেলো জাদুর মতো, এখন সেখানে কালো রঙের একটি হেলিকপ্টারকে ভাসতে দেখা যাচ্ছে। ওটার শক্তিশালী ব্লেডের ঝাপটায় টেম্পলরুমের ভেতর হিমশীতল বাতাস বইতে শুরু করেছে। সেই হিমশীতল বাতাসে ঘরের এককোণে রাখা সুগন্ধীর ধোয়া উবে গেলো এক নিমেষে।

মালাখ পাশ ফিরে দেখতে পেলো আকিদা ছুরিটা তার পাশেই ভেঙে পড়ে আছে। গ্রানাইটের বেদীতে আঘাত লেগে দু'টুকরো হয়ে গেছে সেটা আর তার উপর বৃষ্টির মতো পড়ে আছে কাঁচের টুকরো। *সব কিছু খুলে বলার পরও...পিটার সলোমন এই ছুরিটাকে বিমুখ করেছে। আমার রক্ত ঝরাতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে সে।*

সুতীব্র এক ভয়ে মাথাটা একটু তুলে নিজের শরীরটা দেখার চেষ্টা করলো মালাখ। এই জীবন্ত আর্টিফ্যাক্টটা ছিলো তার সেরা নিবেদন। কিন্তু এটা এখন ক্ষতবিক্ষত হয়ে

পড়ে আছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে তার সমস্ত শরীর...সারা দেহে কাঁচের ধারালো টুকরো বিঁধে আছে।

দুর্বলভাবে আস্তে ক'রে মাথাটা আবারো পাথরের মেঝেতে রেখে খোলা ছাদের দিকে তাকালো সে। হেলিকপ্টারটি এখন আর নেই, সে জায়গায় দেখা যাচ্ছে স্তব্ধ শীতল একটি চাঁদ।

বিস্ফারিত চোখে নিঃশ্বাস নেবার জন্য হাঁসফাঁস করছে মালাখ...একাকী পড়ে আছে বিশাল বেদীর উপর।

একটি রেমাশ নিবেদন
বাংলাপিডিএফ
বইঘর
বইলাভার্স
কাজিরহাট
Scan & Edit
Md. Shahidul Kaysar Limon
মোঃ শহীদুল কায়সার লিমন
https://www.facebook.com/limon1999

অধ্যায় ১২২

সিক্রেটটা *হলো কিভাবে মরে।*

মালাখ জানে সব ভেস্তে গেছে। কোনো উজ্জ্বল আলো দেখা যাচ্ছে না। বর্ণাঢ্য অভ্যর্থনাও নেই। কেবল গাঢ় অন্ধকার আর অসহ্য যন্ত্রণা। এমনকি সেটা তার দু'চোখ জুড়েও। কিছুই দেখতে পাচ্ছে না সে, তারপরও টের পাচ্ছে তার চারপাশে লোকজনের উপস্থিতি। কিছু কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছে...মানুষের কণ্ঠস্বর...অদ্ভুত ব্যাপার হলো তার মধ্যে একটি রবর্টি ল্যাংডনের। *এটা কি ক'রে সম্ভব?*

"ক্যাথারিন সম্পূর্ণ ঠিক আছে," বার বার ল্যাংডন বলে যাচ্ছে। "পিটার, ক্যাথারিন একদম ঠিক আছে। তোমার বোন একদম নিরাপদে আছে এখন।"

না, মনে মনে চিৎকার দিয়ে উঠলো মালাখ। *ক্যাথারিন মারা গেছে। সে অবশ্যই মরে গেছে।*

মালাখ আর দেখতে পাচ্ছে না, তার চোখ খোলা আছে কিনা সেটাও বলতে পারছে না। তবে হেলিকপ্টারটা চলে যাবার শব্দ শুনতে পাচ্ছে। এরফলে টেম্পলরুমে আচমকাই যেনো নীরবতা নেমে এলো। পৃথিবীর শান্ত আর ছন্দময় ভঙ্গিটি বদলে উত্তাল তরঙ্গের মতো আন্দোলিত হচ্ছে এখন।

চাও অ্যাব অর্ডো।

পরিচিত কণ্ঠস্বরগুলো এখন চিৎকার করছে, ল্যাপটপ আর ভিডিও ফাইলটা নিয়ে ল্যাংডনের সাথে কথা বলে যাচ্ছে। *দেরি হয়ে গেছে*, মালাখ জানে। *যা হবার তা হয়ে গেছে।* এখন সেই ভিডিওটা পৃথিবীর আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়েছে দাবানলের মতো। ভ্রাতৃসংঘের ভবিষ্যত এখন বিরাট হুমকির মুখে। *যারা প্রজ্ঞা ছড়িয়ে দেবার জন্য সবচাইতে যোগ্য আর সক্ষম তারা অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাবে।* মানুষের অজ্ঞানতাই বিশৃঙ্খলাকে বাড়তে সাহায্য করে। দুনিয়ার বুকে আলোর অনুপস্থিতি অন্ধকারকে সমৃদ্ধ করে, সেই অন্ধকারের জন্য মালাখ অপেক্ষা করছে।

আমি অসাধারণ কাজ করেছি, খুব শীঘ্রই আমাকে রাজা হিসেবে বরণ করে নেয়া হবে।

মালাখ টের পেলো একজন মানুষ তার কাছে এগিয়ে আসছে। লোকটা কে সে জানে। তার বাবার চেঁছে ফেলা শরীরে যে পবিত্র তেল মালিশ করেছিলো সেটার গন্ধ তার খুব চেনা।

"আমি জানি না তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছো কিনা," তার কানের কাছে মুখ এনে বললো পিটার সলোমন। "তবে আমি তোমাকে একটা কথা জানাতে চাই।" মালাখের

মাথার তালুর উপর হাত বোলালো সে। "এখানে তুমি যা লিখেছো..." একটু থামলো পিটার। "সেটা হারানো শব্দ নয়।"

অবশ্যই এটা হারানো শব্দ, ভাবলো মালাখ। *এ ব্যাপারে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই।*

লিজেন্ডের মতে হারানো শব্দটি লেখা আছে খুবই প্রাচীন আর রহস্যময় এক ভাষায়, সত্যি বলতে কি সেটা পৃথিবীর সবচাইতে পুরনো একটি ভাষা।

সিম্বলের ভাষা।

সিম্বলজির মধ্যে একটা সিম্বল সবার উপরে অবস্থান করে। সবচাইতে পুরনো আর সার্বজনীন এই সিম্বলটি ধারণ করে আছে সবগুলো প্রাচীন ঐতিহ্য। এটা মিশরিয় সূর্য দেবতা থেকে শুরু করে অ্যালকেমিদের স্বর্ন বিজয়, ফিলোসফার স্টোনের প্রজ্ঞা, রসিক্রুশিয়ানি গোলাপের বিশুদ্ধতা, সৃষ্টির আদি মুহূর্ত, সর্বময়, জ্যোতিষবিদ্যার প্রভাবশালী সূর্য, অসম্পূর্ণ পিরামিডের উপর যে সবদ্রষ্টা চোখ রয়েছে সব কিছুকেই প্রকাশ করে।

সারকামপাঙ্কচ। উৎসের প্রতীক। সবকিছুর উৎস।

কিছুক্ষণ আগে পিটার তাকে এসবই বলেছিলো। প্রথমে একটু সন্দেহ করলেও মালাখ সিম্বলগুলোর গ্রিডের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে পিরামিডটা সরাসরি সারকামপাঙ্কচের সিম্বলটার দিকেই ইঙ্গিত করছে–বৃত্তের মাঝখানে ছোট্ট একটা বিন্দু। *ম্যাসনিক পিরামিড একটি মানচিত্র,* সে ভাবলো। লিজেন্ডে বর্ণিত হারানো শব্দের কথাটা স্মরণ করলো সে। তার কাছে মনে হয় অবশেষে তার বাবা তাকে সত্য কথাটা বলেছে।

সব মহান সত্যই সহজ সরল হয়।

হারানো শব্দ আসলে কোনো শব্দ নয়...এটা একটা সিম্বল।

প্রবল উত্তেজনা নিয়ে মালাখ সারকামপাঙ্কচের মহান সিম্বলটি মাথার তালুতে এঁকে নিয়েছিলো। এটা করার সময় এক ধরণের রোমাঞ্চ আর শক্তি টের পাচ্ছিলো নিজের ভেতর। অসম্ভব একটি সন্তুষ্টি জেঁকে বসেছিলো তার ভেতর। *আমার মাস্টারপিস আর নিবেদন সম্পূর্ণ হয়েছে।* অন্ধকারের শক্তি এখন তার জন্য অপেক্ষা করছে। তার কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ তাকে পুরস্কৃত করা হবে। এটা হবে তার গৌরবের একটি মুহূর্ত...

তারপরও একেবারে শেষের দিকে সব কিছু ওলটপালট হয়ে গেলো।

পিটার এখনও তার সামনে আছে, তার বলা কথাগুলো মালাখের কাছে একেবারেই দুর্বোধ্য ঠেকছে। "আমি তোমাকে মিথ্যে বলেছি," সে বলছে। "এছাড়া আমার আর কোনো উপায় ছিলো না। আমি যদি তোমার কাছে হারানো শব্দটা বলতাম তুমি আমাকে মোটেও বিশ্বাস করতে না, সেটা বুঝতেও পারতে না তুমি।"

হারানো শব্দটি তাহলে...সারকামপাঙ্কচ নয়?

"সত্য হলো," বললো পিটার, "হারানো শব্দটি সবার কাছেই পরিচিত...তবে খুব কম মানুষই সেটা চিনতে পারে।"

কথাগুলো মালাখের মনে প্রতিধ্বনি করতে লাগলো।

"তুমি অসম্পূর্ণই রয়ে গেছো," মালাখের মাথার তালুতে আলতো ক'রে হাত রেখে বললো পিটার। "তোমার কাজ শেষ হয় নি। তবে যেখানেই তুমি এখন যাচ্ছো, দয়া ক'রে জেনে রেখো...তোমাকে আমরা ভালোবাসতাম।"

কোনো এক অজ্ঞাত কারণে তার বাবার হাতের স্পর্শ মালাখের ভেতরটা যেনো পুড়িয়ে ফেলছে। যেনো কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে তার শরীর জুড়ে। তার কাছে মনে হচ্ছে শরীরের ভেতর জমে থাকা শক্তিগুলো নিঃশেষ হবার জন্য পুড়ে যাচ্ছে। প্রতিটি কোষের সমস্ত শক্তি ফুরিয়ে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই। সমস্ত জাগতিক ব্যথা-যন্ত্রণা উধাও হয়ে গেলো নিমেষে।

রূপান্তর। এটা ঘটছে।

আমি আমার দিকে চেয়ে আছি, পবিত্র গ্রানাইটের উপর পড়ে থাকা একদলা মাংসপিণ্ড। আমার বাবা আমার পাশে হাটু মুড়ে বসে আছে। তার একটা মাত্র হাতে আমার প্রাণহীন মাথাটা ধরে রেখেছে অশ্রুসজল চোখে।

প্রচণ্ড ক্রোধ টের পাচ্ছি আমি...সেইসাথে দ্বিধাগ্রস্তত।

এটা তো সমবেদনা জানানোর মুহূর্ত নয়...এটা প্রতিশোধের জন্য, রূপান্তরের জন্য...তারপরও আমার বাবা মেনে নিচ্ছে না। নিজের ভূমিকা পালন করতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে। নিজের সমস্ত ক্রোধ আর সুগভীর বেদনা ঐ ছুরিটার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করছে না, আমার হৃদয়ে প্রবিষ্ট করছে না জিঘাংসার ধারালো খঞ্জর।

আমি তো এখানে ফঁদে পড়ে গেলাম...শূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছি...আমার ক্ষতবিক্ষত পার্থিব শরীরটা সঙ্গে নিয়ে।

আমার বাবা আল্‌তো ক'রে আমার নিষ্প্রাণ চোখ দুটো বন্ধ ক'রে দিচ্ছে।

দমকা বাতাসের ঘোমটা আমার চারপাশ জুড়ে উদ্ভাসিত হচ্ছে। ঢেকে দিচ্ছে আলো, দৃষ্টিসীমা থেকে আড়াল করে দিচ্ছে এ জগত। আচমকা সময় দ্রুতগতির হয়ে উঠলো। ডুবে যাচ্ছি এমন এক অন্ধকার গহ্বরে যা আমি কখনও কল্পনাও করতে পারি নি। এখানে এই পরিত্যাক্ত শূন্যতায় আমি একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি এখন...টের পাচ্ছি শক্তি জড়ো হচ্ছে। ক্রমশ বাড়তে বাড়তে আমার চারপাশ জুড়ে পর্বতসম উঁচু হয়ে উঠলো সেটা। ভীতিকর এবং শক্তিশালী। অন্ধকার আর আগ্রাসী।

আমি এখানে একা নই।

এটা আমার বিজয়, আমার রাজকীয় অভ্যর্থনা। তারপরও অজ্ঞাত কোনো কারণে আমার মধ্যে আনন্দের অনুভূতি বয়ে যাচ্ছে না। বরং সীমাহীন ভয় জেঁকে বসছে আমার ভেতরে।

এটা তো আমার প্রত্যাশিত কিছু নয়। এটা তো আমি আশা করি নি।

শক্তিটা এখন আমার চারপাশে চক্কর দিচ্ছে, ছিঁড়ে ফেলার হুমকি দিচ্ছে আমাকে। আচমকা সেই গাঢ় অন্ধকার আমার সামনে আদিমকালের কোনো জন্তুর আকৃতি লাভ করতে শুরু করলো।

লোকান্তরিত হওয়া সব দুষ্টু আত্মার মুখোমুখি আমি।

অন্ধকার আমাকে গিলে খেতে শুরু করেছে...সীমাহীন ভয়ে আর্তচিৎকার দিয়ে যাচ্ছি আমি।

অধ্যায় ১২৩

ন্যাশনাল ক্যাথেড্রালের ভেতরে ডিন গ্যালোয়ে বাতাসে অদ্ভুত একটি পরিবর্তন আঁচ করতে পারলেন। নিশ্চিত হতে পারলেন না কেন, তবে টের পাচ্ছেন একটা প্রেতাত্মা উবে যাচ্ছে...যেনো ভারি কোনো কিছু তোলা হচ্ছে...অনেক দূরে তারপরও ঠিক যেনো তার সামনেই।

নিজের ডেস্কে একা বসে আছেন তিনি, গভীর চিন্তায় মগ্ন। তার ফোনটা যখন বাজলো তখনও বুঝতে পারলেন না কতোটা সময় পেরিয়ে গেছে। ফোনটা করেছে ওয়ারেন বেলামি।

"পিটার বেঁচে আছে," তার ম্যাসনিক ভাই বললো। "এইমাত্র খবরটা শুনতে পেলাম। আমি জানি খবরটা শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।"

"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।" হাফ ছেড়ে বললেন গ্যালোয়ে। "এখন সে কোথায়?"

ক্যাথেড্রাল কলেজ থেকে বের হবার পর যেসব ঘটনা ঘটেছে সংক্ষেপে সবই বলে গেলো বেলামি।

"আপনারা সবাই ঠিক আছেন তো?"

"হ্যা, এখন অনেকটা সেরে উঠেছি," বললো বেলামি। "একটা ব্যাপার বলা হয় নি অবশ্য।" একটু থামলো সে।

"হ্যা, বলুন?"

"ম্যাসনিক পিরামিড...মনে হয় ল্যাংডন ওটা সমাধান ক'রে ফেলেছে।"

গ্যালোয়ে মুচকি হাসলেন। তিনি নিজে অবশ্য অবাক হলেন না। "তাহলে আমাকে বলুন, ল্যাংডন কি পিরামিডের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কোনো জায়গা খুঁজে পেয়েছে? যাই হোক না কেন, লিজেন্ডটা কিন্তু সব সময় এটা উন্মোচন করার দাবি ক'রে থাকে।"

"এখন পর্যন্ত আমি সেটা জানি না।"

এটা জানা যাবেই, গ্যালোয়ে ভাবলেন। "আপনার এখন বিশ্রামের প্রয়োজন।"

"আপনারও।"

না, আমাকে প্রার্থনা করতে হবে।

অধ্যায় ১২৪

লিফটের দরজা খুলতেই টেম্পলরুমের সবগুলো বাতি জ্বলে উঠলো।

ভায়েরর কাছে ছুটে যাবার সময়ও পা দুটো আড়ষ্ট বোধ করলো ক্যাথারিন সলোমন। বিশাল কক্ষের বাতাস বেশ ঠাণ্ডা আর ধূপের গন্ধে পরিপূর্ণ। সামনের দৃশ্যটা দেখেই থমকে দাঁড়ালো সে।

ঘরের মাঝখানে নীচু একটা বেদীর উপর সারা দেহে টাট্টু আঁকা একজনের লাশ পড়ে আছে। কাঁচের টুকরো বিঁধে আছে লাশের সমস্ত শরীরে। ছাদের স্কাইলাইটের কাঁচ ভেঙে যাওয়ায় রাতের আকাশটাকে খুব কাছে ব'লে মনে হচ্ছে তার কাছে।

হায় ঈশ্বর। সঙ্গে সঙ্গে চোখ সরিয়ে নিলো ক্যাথারিন। তার চোখ পিটারকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। ঘরের অন্য প্রান্তে তার ভাই ডিরেক্টর সাটো আর ল্যাংডনের সাথে কথা বলছে, আর তার কাটা হাতটা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে এক ডাক্তার।

"পিটার!" ক্যাথারিন দৌড়ে ছুটে গেলো তার ভায়ের কাছে। "পিটার!"

তার ভাই তাকে দেখেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো যেনো। সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়লো সে। এখন সে পরে আছে সাধারণ একটা শার্ট আর প্যান্ট। নীচে তার অফিস থেকে কেউ একজন এটা এনে দিয়েছে। সেও এগিয়ে গেলো ক্যাথারিনের দিকে। তার ডান হাতটা ব্যান্ডেজ করে স্লিঙ্গ দিয়ে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে গলার সাথে। ভাইকে জড়িয়ে ধরলো ক্যাথারিন। সেই শৈশব থেকেই তার ভাই তাকে জড়িয়ে ধরলে এভাবে তার বুকে কুঁকড়ে যেতো সে।

নীরবে তারা একে অপরকে দীর্ঘক্ষণ ধরে জড়িয়ে রাখলো।

অবশেষে ফিসফিস ক'রে বললো ক্যথারিন, "তুমি ঠিক আছো তো?" তাকে ছেড়ে দিয়ে গলায় ঝুলিয়ে রাখা স্লিঙ্গের দিকে তাকালো এবার। যেখানে ব্যান্ডেজ করা আছে সেখান থেকে হাতটা নেই। দু'চোখ বেয়ে কান্না ঝরতে লাগলো। "আমি খুবই...দুঃখিত।"

পিটার এমনভাবে কাঁধ ঝাঁকালো যেনো এটা তেমন কোনো ব্যাপারই না। "নশ্বর দেহ। শরীর চিরদিন টিকে থাকে না। আসল কথা হলো তুমি ঠিক আছো।"

পিটারের হালকা চালের কথাবার্তা তার আবেগ প্রশমিত করলো। ক্যাথারিনকে স্মরণ করিয়ে দিলো কেন তার ভাইকে সে এতোটা ভালোবাসে। তাদের ধমনীতে বইছে একই রক্ত।

মর্মান্তিক ব্যাপার হলো এ ঘরে তৃতীয় আরেকজন সলোমন রয়েছে। বেদীর উপর যে লাশটা পড়ে আছে সেটার দিকে তাকিয়ে ড্রয়ারে পাওয়া ছবিগুলোর কথা ভাবলো।

এবার রবার্ট ল্যাংডনকে খুঁজে পেলো সে। তার চোখে এক ধরণের সান্ত্বনা দেখা যাচ্ছে। যেনো ল্যাংডন কোনো না কোনোভাবে জেনে গেছে সে কি ভাবছে। *পিটার জানে।* ক্যাথারিনের ভেতর আবারো আবেগ উথলে উঠলো—স্বস্তি, সমবেদনা আর শোক। টের পেলো তার ভায়ের শরীরটা শিশুদের মতোই কাপছে। এটা এমন একটা জিনিস যা এ জীবনে সে কখনও দেখে নি।

"যা হবার হয়েছে," ফিসফিস ক'রে ক্যাথারিন বললো। "সব ঠিক হয়ে যাবে। যা হবার তাতো হয়েছেই।"

পিটারের কাঁপুনিটা আরো বেড়ে গেলো।

আরো শক্ত করে ভাইকে জড়িয়ে ধরলো সে। "পিটার তুমি সব সময়ই বেশ শক্ত মনের মানুষ ছিলে...সব সময় আমাকে সাহস যুগিয়েছো। আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছো। এখন তোমার পাশে আমি আছি। সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি আছি তোমার পাশে।"

ক্যাথারিন ভায়ের মাথাটা নিজের কাঁধে রেখে জড়িয়ে ধরতেই মহান সলোমন কান্নায় ভেঙে পড়লো।

ডিরেক্টর সাটো একটু সরে গিয়ে একটা ফোন রিসিভ করলো।

নোলা কাই। তার খবরটা এক রকম স্বস্তিদায়কই বটে।

"ভিডিও ফাইলটা ডিস্ট্রিবিউট করার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না, ম্যাম।" তার কণ্ঠ শুনে মনে হচ্ছে সে খুব আশাবাদী। "ডিস্ট্রিবিউট হলে এতোক্ষণে আমরা অবশ্যই পেয়ে যেতাম। মনে হচ্ছে আপনি আঁটকাতে পেরেছেন।"

নোলা, তোমাকে ধন্যবাদ, মনে মনে বললো সাটো। ল্যাপটপটার দিকে তাকালো। ল্যাংডন অবশ্য ফাইলটা পুরোপুরি সেন্ড করতে দেখেছিলো। *অল্পের জন্য রক্ষা পওয়া গেছে।*

নোলার বুদ্ধিতে মালাখের বাড়ির গার্বেজে এক এজেন্ট তল্লাশী করে নতুন কেনা একটি সেলুলার মডেমের প্যাকেট খুঁজে পায়। নির্দিষ্ট মডেল নাম্বারটা ধরে একে একে ব্যান্ডউইথ, সার্ভিস গ্রিড সব তথ্য খুঁজে বের করে নোলা। ল্যাপটপটি বিচ্ছিন্ন করতে হলে এর অ্যাকসিস নোড বন্ধ ক'রে দিতে হবে—সিক্সটিন্থ এবং কোরকোরান স্ট্রিটের মোড়ে ছোট্ট একটি ট্রান্সমিটারই সেটার অ্যাকসিস নোড—টেম্পল হাউজ থেকে মাত্র তিন ব্লক দূরে অবস্থিত সেটা।

সঙ্গে সঙ্গে হেলিকপ্টারে থাকা সাটোকে তথ্যটা জানিয়ে দেয় নোলা। হাউজ অব টেম্পলের দিকে যাবার পথে পাইলট খুব নীচু দিয়ে উড়ে যায়, ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক পাল্‌স ব্যবহার ক'রে তিন ব্লক দূরে থাকা ট্রান্সমিটারটি বিকল করতে সক্ষম হয় তারা। এর ফলে

ফাইলটি পাঠানোর কাজ শেষ হবার ঠিক কয়েক সেকেন্ড আগে ল্যাপটপটির ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

"অসাধারণ কাজ করেছো আজরাতে," সাটো তাকে বললো। "এবার একটু ঘুমিয়ে নাও। এই অধিকার তুমি অর্জন করেছো।"

"ধন্যবাদ, ম্যাম।" ইতস্তত ক'রে বললো নোলা।

"আর কিছু বলবে?"

কিছুটা সময় চুপ ক'রে থাকলো নোলা। বোঝাই যাচ্ছে কথাটা বলবে কি বলবে না বুঝে উঠতে পারছে না সে। "তেমন কিছু না। আগামীকাল সকালে বলা যাবে। গুডনাইট, ম্যাম।"

অধ্যায় ১২৫

হাউজ অব টেম্পলের গ্রাউন্ড ফ্লোরের অভিজাত বাথরুমে রবার্ট ল্যাংডন মুখে কুসুম গরম পানির ঝাপটা দিয়ে আয়নার দিকে তাকালো। এমনকি মৃদু আলোতেও তার কাছে মনে হচ্ছে তাকে দেখতে পুরোপুরি বিধ্বস্ত লাগছে।

তার কাঁধে সেই ডে-ব্যাগটা। অবশ্য আগের চেয়ে অনেক হালকা লাগছে এখন...নিজের কিছু জিনিসপত্র আর লেকচার নোট ছাড়া এটা একেবারেই খালি। মুচকি হাসলো সে। একটা লেকচার দিতে আজরাতে ওয়াশিংটন ডিসি'তে এসেছিলো, কিন্তু পরিণামে যা ঘটলো সেটা একেবারেই অভাবিত একটি ঘটনা।

তাসত্ত্বেও এসবের জন্য ল্যাংডন কৃতজ্ঞ বোধ করছে।

পিটার বেঁচে আছে।

ভিডিওটা থামানো গেছে।

মুখে আরো কিছুক্ষণ পানির ঝাপটা দেবার পর ল্যাংডনের কাছে মনে হলো সে আবার জীবনে ফিরে এসেছে। এখনও সব কিছু ঘোলাটে লাগছে, মাথাটাও ঝিমঝিম করছে তবে পুরোপুরি ধাতস্থ হয়েছে বলেই মনে করছে সে। হাত শুকানোর পর মিকি মাউস ঘড়িটার দিকে তাকালো।

হায় ঈশ্বর! দেরি হয়ে গেছে।

বাথরুম থেকে বের হয়ে হল অব অনার নামে পরিচিত হলওয়ে দিয়ে এগিয়ে গেলো সে। বিখ্যাত ম্যাসনদের অসংখ্য সব পোট্রেট আছে এখানকার দেয়ালে–আমেরিকার প্রেসিডেন্ট, মানবতাবাদী, সেলিব্রেটি এবং প্রভাবশালী সব আমেরিকান ব্যক্তিবর্গ। হ্যারি ট্রুম্যানের একটি তৈলচিত্রের সামনে দাঁড়িয়ে ল্যাংডন ভাবার চেষ্টা করলো এই লোককেও ঐরকম ম্যাসনিক আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ম্যাসনদের দলে অভিষিক্ত হতে হয়েছে।

আমরা সবাই যা দেখি তার পেছনে আরেকটা গোপন জগত রয়েছে।

"তুমি সটকে পড়েছিলে," হল দিয়ে যাবার সময় পেছন থেকে একটা কণ্ঠ তাকে বললো।

ঘুরে তাকালো ল্যাংডন।

ক্যাথারিন। একটা কঠিন রাত পার করেছে সে, তারপরও তাকে দেখে খুব খুশি খুশি লাগছে...প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে পেয়েছে যেনো।

ক্লান্তশ্রান্ত হাসি দিলো ল্যাংডন। "সে কেমন আছে?"

ক্যাথারিন কাছে এসে জড়িয়ে ধরলো তাকে। "তোমাকে যে কী বলে ধন্যবাদ দেবো বুঝতে পারছি না?"

হেসে ফেললো ল্যাংডন। "আমি তো কোনো কিছুই ঠিক মতো করতে পারি নি, তাই না?"

তাকে অনেকক্ষণ জড়িয়ে ধরে রাখলো ক্যাথারিন। "পিটার খুব জলদি সুস্থ হয়ে উঠবে..." তাকে ছেড়ে দিয়ে চোখে চোখ রেখে তাকালো ক্যাথারিন। "এইমাত্র সে আমাকে অবিশ্বাস্য একটি কথা বলেছে...খুবই চমৎকার একটি ব্যাপার।" উত্তেজনায় তার কণ্ঠটা কেঁপে উঠলো যেনো। "আমার নিজে গিয়ে সেটা দেখে আসা উচিত। একটু পর ফিরে আসছি।"

"কি? কোথায় যাচ্ছো তুমি?"

"খুব বেশি সময় লাগবে না। পিটার তোমার সাথে এক্ষুণি কথা বলতে চায়...একান্তে। লাইব্রেরিতে অপেক্ষা করছে সে।"

"কারণটা কি তোমাকে বলেছে?"

মুচকি হেসে ক্যাথারিন মাথা ঝাঁকালো। "পিটার আর তার সিক্রেটের ব্যাপারগুলো তো তুমি আমার চেয়েও ভালো জানো।"

"কিন্তু—"

একটু পরই তোমার সাথে আবার দেখা হচ্ছে আমার।"

এ কথা বলে ক্যাথারিন চলে গেলো।

দীর্ঘশ্বাস ফেললো ল্যাংডন। তার মনে হচ্ছে একরাতে অনেক বেশি সিক্রেট জানা হয়ে গেছে। অনেক প্রশ্ন আর উত্তর আছে—ম্যাসনিক পিরামিড আর হারনো শব্দ তাদের মধ্যে অন্যতম—তবে সে আঁচ করতে পারছে জবাবগুলোর যদি অস্তিত্ব থেকেও থাকে সেটা তার জন্য নয়। ম্যাসনদের বাইরের একজনের জন্য নয়।

ক্লান্তি নিয়েই ম্যাসনিক লাইব্রেরির দিকে পা বাড়ালো ল্যাংডন। লাইব্রেরির দরজার কাছে গিয়ে দেখে একটা টেবিলের উপর পাথরের পিরামিডটা রেখে পিটার চুপচাপ বসে আছে।

"রবার্ট?" তার দিকে তাকিয়ে আন্তরিকভাবে হাসলো পিটার। হাত নেড়ে আহ্বান করলো ভেতরে ঢোকার জন্য। "তোমার সাথে কথা আছে।"

মুখে কোনো রকম হাসি আঁটতে সক্ষম হলো সে। "হ্যা, আমি শুনেছি তোমার ঐ *হারানো* জিনিসটা সম্পর্কে।"

অধ্যায় ১২৬

হাউজ অব টেম্পলের লাইব্রেরিটা ডিসি'র সবচাইতে পুরনো পাবলিক রিডিংরুম। প্রায় আড়াই লক্ষ বই-পুস্তক রয়েছে এখানে, তার মধ্যে *আহিমান রেজোন* এবং *দ্য সিক্রেট অব এ প্রিপেয়ার ব্রাদার* নামের দুটি বিরল বইও আছে। এছাড়াও ম্যাসনিক অলঙ্কার, আচার-অনুষ্ঠানের আর্টিফ্যাক্ট এবং বেনজামিন ফ্রাঙ্কলিনের হাতে-ছাপানো একটি বই ডিসপ্লে করা আছে।

এই লাইব্রেরিতে ল্যাংডনের সবচাইতে প্রিয় জিনিসটি অবশ্য খুব অল্প সংখ্যক মানুষেরই নজর কাড়তে সক্ষম হয়।

বিভ্রম।

অনেক দিন আগে সলোমন তাকে দেখিয়েছিলো নির্দিষ্ট একটি জায়গা থেকে লাইব্রেরির রিডিং ডেস্ক আর গোল্ডেন টেবিল ল্যাম্পগুলো এক ধরণের দৃষ্টিবিভ্রম তৈরি করে–পিরামিড আর জ্বলজ্বলে স্বর্নের ক্যাপস্টোন। সলোমন সব সময়ই বলে থাকে এই বিভ্রমটি সবার কাছেই ফৃম্যাসনারিদের রহস্যের একটি নীরব স্মারক যদি তারা ঠিকমতো যথাযথভাবে দেখতে পায়।

আজরাতে অবশ্য ফৃম্যাসনারিদের রহস্যগুলো একেবারে প্রকটভাবেই উন্মোচিত হয়েছে। ল্যাংডন এখন ফৃম্যাসনারিদের ওরশিপফুল মাস্টার পিটার সলোমন এবং ম্যাসনিক পিরামিডের বিপরীতে বসে আছে।

পিটার হাসছে। "যে 'শব্দ'-এর কথা তুমি উল্লেখ করেছো, রবার্ট, সেটা কোনো লিজেন্ড নয়। সেটা একেবারেই বাস্তব।"

ল্যাংডন কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললো, "কিন্তু...আমি বুঝতে পারলাম না। এটা কিভাবে সম্ভব?"

"কোন্টা মেনে নিতে এতো সমস্যা হচ্ছে?"

পুরোটাই! এ কথাটিই বলতে চেয়েছিলো ল্যাংডন তবে বললো না। পুরনো বন্ধুর চোখের দিকে তাকিয়ে রইলো সে। "তুমি বলছো তুমি বিশ্বাস করো হারানো শব্দ আসলেই আছে...আর সেটার সত্যিকারের ক্ষমতাও আছে?"

"অসম্ভব ক্ষমতা," বললো পিটার। "প্রাচীন রহস্যগুলো উন্মোচন করে মানুষকে বদলে দেবার ক্ষমতা রাখে এটি।"

"একটা শব্দ?" ল্যাংডন চ্যালেঞ্জের সুরে বললো। "আমি বিশ্বাস করতে পারছি না একটা শব্দ–"

"তুমি বিশ্বাস করবে," শান্তভাবে বললো পিটার।

চুপচাপ তার দিকে চেয়ে রইলো ল্যাংডন।

"তুমি তো জানো," সলোমন এবার উঠে দাঁড়ালো, পায়চারি করতে লাগলো টেবিলের চারপাশে। "অনেক দিন ধরেই ভবিষ্যতবাণী করা হয়েছে এমন একটা দিন আসবে যখন হারানো শব্দ নতুন ক'রে আবিষ্কৃত হবে...সেদিন এটা গুপ্ত অবস্থা থেকে প্রকাশ হবে...আর মানবসভ্যতা আরেকবার এর বিস্মৃত ক্ষমতায় প্রবেশ করতে পারবে।"

অ্যাপোক্যালিপস বিষয়ক পিটারের লেকচারে কথাটা স্মরণ করলো ল্যাংডন। অবশ্য বেশিরভাগ লোকেই অ্যাপোক্যালিপস্‌কে দুনিয়ার শেষ দিন বা কেয়ামতের দিন হিসেবে ব্যাখ্যা ক'রে থাকে। শব্দটির আক্ষরিক অর্থ 'উন্মোচন', প্রাচীনকালের জ্ঞানীরা এটাকে মহান প্রজ্ঞা হিসেবে অনুমাণ ক'রে গেছেন। অসন্ন এনলাইটেনমেন্টের যুগ। তারপরও ল্যাংডন কোনোভাবেই কল্পনা করতে পারে না একটা শব্দ কি করে এতো বড় পরিবর্তনের সূচনা ঘটাতে পারবে।

টেবিলের উপর স্বর্নের ক্যাপস্টোনের পাশে রাখা পাথরের পিরামিডটার দিকে ইশারা করলো পিটার। "ম্যাসনিক পিরামিড," বললো সে। "লিজেন্ডারি সিম্বলন। আজরাতে এটা একত্রিত হয়েছে...পূর্ণাঙ্গ হয়েছে।" শ্রদ্ধাভরে ক্যাপস্টোনটি হাতে তুলে নিয়ে পিরামিডের উপর স্থাপন করলো সে। "বন্ধু, আজরাতে তুমি এমন একটা কাজ করেছো যা এর আগে কখনও করা হয় নি। তুমি ম্যাসনিক পিরামিডটা পূর্ণ করেছো, অর্থোদ্ধার করেছো এর সবগুলো কোডের, আর শেষে উন্মোচন করেছো...এটা।"

একটা কাগজ বের ক'রে টেবিলের উপর মেলে রাখলো পিটার সলোমন। সিম্বলের গ্রিডটা চিনতে পারলো ল্যাংডন, অর্ডার এইট ফ্রাঙ্কলিন স্কয়ার ব্যবহার করেই এটা তৈরি করা হয়েছিলো। টেম্পলরুমে এটা কিছুটা সময়ের জন্য স্টাডি করেছিলো সে।

পিটার বললো, "তুমি এই সিম্বলগুলো পড়তে পারো কিনা সেটা জানতে আমি খুবই কৌতুহলী হয়ে আছি। হাজার হোক তুমি হলে একজন সিম্বলজিস্ট।"

গ্রিডটার দিকে তাকালো ল্যাংডন।

হেরেডোম, সারকামপাঙ্কচ, পিরামিড, সিঁড়ি...

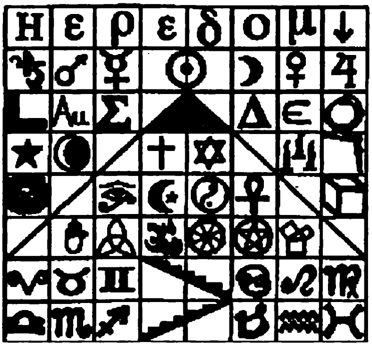

দীর্ঘশ্বাস ফেললো ল্যাংডন। "পিটার, তুমি তো দেখতেই পাচ্ছো এটা একটা অ্যালিগোরিক্যাল পিক্টোগ্রাম। এর ভাষাটা আক্ষরিক নয়, রূপক আর প্রতীকি।"

মুচকি হাসলো সলোমন। "একজন সিম্বলজিস্টকে সহজ একটা প্রশ্ন করা...ঠিক আছে, আমাকে বলো তুমি কি দেখতে পেয়েছো?"

পিটার সত্যি এটা শুনতে চাচ্ছে? কাগজটা তার দিকে টেনে নিলো ল্যাংডন। "সহজ ভাষায় বলতে গেলে, এর আগে যখন এটা দেখেছিলাম তখন এটাকে আমি ছবি দিয়ে...স্বর্গ এবং পৃথিবীকে চিত্রিত করা একটি গ্রিড হিসেবেই দেখেছি।"

পিটার ভুরু তুললো, খুব অবাক হয়েছে সে। "ওহ্?"

"অবশ্যই। ছবির একেবারে উপরে *হেরেডোম* শব্দটি রয়েছে–'পবিত্র গৃহ'–আমি এটাকে ঈশ্বরের ঘর হিসেবে ব্যাখ্যা করবো...অথবা স্বর্গ।"

"ঠিক আছে।"

"*হেরেডোম* শব্দটির পর নীচের দিকে মুখ করা একটি *তীর* নির্দেশ করছে বাকি পিক্টোগ্রামটি স্বর্গের নীচে অবস্থান করছে...তার মানে...পৃথিবী।" ল্যাংডনের চোখ এবার গ্রিডের নীচের দিকে চলে গেলো। "নীচের দুটো রো, পিরামিডের নীচে যাদের অবস্থান, পৃথিবীকে বোঝাচ্ছে–*টেরা ফারমা*–সবগুলো রিমের একেবারে নীচে। নীচের এইসব রিমে বারোটি প্রাচীন জ্যোতিষবিদ্যার সাইন রয়েছে, যা কিনা প্রাগৈতিহাসিক ধর্মগুলোকে প্রতিনিধিত্ব করে।"

চেয়ার টেনে আরেকটু সামনে এগিয়ে এলো সলোমন। "ঠিক আছে, আর কি?"

"জ্যোতিষবিদ্যার মূল ভিত্তির উপর," ল্যাংডন বলতে শুরু করলো আবার, "মহান পিরামিড মাথা উঁচু করে পৃথিবীর বুকে দাঁড়িয়ে আছে...স্বর্গের দিকে মুখ করে...হারানোর সিম্বলটা সেখানেই অবস্থিত। ওটা ইতিহাসের মহান সব ধর্ম আর দর্শনে পরিপূর্ণ...মিশরিয়, পিথাগোরিয়ান, বৌদ্ধ, হিন্দু, ইসলাম, খৃস্টানসহ আরো অনেক...সবগুলোই উপরের দিকে এক সারিতে, পিরামিডে ঢোকার পথে নিজেদেরকে স্থাপন করেছে...সেখানে তারা একটিমাত্র মানবিক দর্শনে মিশে গেছে।" একটু থামলো সে। "একটি একক বৈশ্বিক চেতনায়...যেখানে ঈশ্বর সম্পর্কিত বৈশ্বিক ধরণা একে অন্যের সাথে শেয়ার করছে...ক্যাপস্টোনের উপর থাকা প্রাচীন সিম্বলটি দিয়ে সেটা বোঝানো হয়েছে।"

"সারকামপাঙ্কচ," বললো পিটার। "ঈশ্বরের সার্বজনীন একটি প্রতীক।"

"ঠিক বলেছো। ইতিহাস জুড়েই সারকামপাঙ্কচ ছিলো সব লোকের কাছে সবকিছু–এটা সূর্য দেবতা রা, অ্যালকেমিক্যাল স্বর্ন, সর্বদ্রষ্টা চোখ, বিগব্যাং-এর আগে আদি একক বিন্দু–"

"এবং এ মহাবিশ্বের মহান সৃষ্টিকর্তা।"

সায় দিলো ল্যাংডন।

"তাহলে শেষেরটা?" জানতে চাইলো পিটার। "মানে, সিঁড়ির ব্যাপারটা কি?"

পিরামিডের নীচে সিঁড়ির ছবিটার দিকে তাকালো ল্যাংডন। "পিটার আমি নিশ্চিত অন্য সবার মতো তুমিও জানো ফৃম্যাসনারিদের এই প্রতীকি সিঁড়িটা...জাগতিক অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যাওয়াকেই বোঝায়...অনেকটা জ্যাকোবের মইয়ের মতো যেটা দিয়ে স্বর্গে আরোহণ করা যায়...অথবা মানুষের শরীরের মেরুদণ্ড...যেটা চলে গেছে তার স্বর্গতুল্য মাথার দিকে।" একটু সময় নিলো সে। "বাকি সিম্বলগুলোর ব্যাপারে বলতে গেলে বলতে হয়, মহাশূন্য, ম্যাসনিক আর বৈজ্ঞানিক সিম্বলগুলো একসাথে মিলে সমর্থন দিচ্ছে প্রাচীন রহস্যগুলোকে।"

গাল চুলকালো সলোমন। "বুদ্ধিদীপ্ত ব্যাখ্যা, প্রফেসর। আমি অবশ্য তোমার সাথে একমত যে এই গ্রিডটি একটি অ্যালিগোরি হিসেবে পড়া যেতে পারে, তারপরও..." তার চোখে রহস্য খেলা করছে এখন। "এই সিম্বলগুলো অন্য আরেকটি গল্পও বলছে। এমন একটি গল্প যা কিনা অনেক বেশি চমকপ্রদ।"

"ওহ্?"

বৃত্তাকার টেবিলের চারপাশে পায়চারি করতে শুরু করলো সলোমন। "আজরাতে টেম্পলরুমের ভেতর যখন মনে করছিলাম আমি মারা যাচ্ছি তখন এই সিম্বলগুলোর দিকে ভালো ক'রে দেখেছি। রূপক আর অ্যালিগোরি বাদ দিয়ে এই সিম্বলগুলো আমাদের কি বলতে চাচ্ছে সেটা দেখার চেষ্টা করেছি।" আচমকা থেমে ল্যাংডনের দিকে ঘুরে দাঁড়ালো সে। "এই সিম্বলগুলোর গ্রিড হারানো শব্দ যেখানে লুকিয়ে রাখা হয়েছে ঠিক সে জায়গার সন্ধান দিচ্ছে।"

"আবার ঐ একই কথা?" অস্বস্তি নিয়ে চেয়ারে নড়েচড়ে বসলো ল্যাংডন। তার মনে হচ্ছে আজরাতের ভয়ঙ্কর ঘটনার ভেতর দিয়ে গেছে পিটার, ডান হাতটা হারিয়েছে, ফিরে এসেছে মৃত্যুর মুখ থেকে, সেই ধকল কাটিয়ে উঠতে পারে নি এখনও। এজন্যেই এসব প্রলাপ বকছে।

"রবার্ট, লিজেন্ডে ম্যাসনিক পিরামিডকে সব সময়ই একটি মানচিত্র হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে–একেবারে নির্দিষ্ট একটি স্থানের মানচিত্র–যে মানচিত্র মহামূল্যবান হারানো শব্দের গোপন আস্তানার সন্ধান দেবে।" সিম্বলগুলোর গ্রিডে টোকা মেরে সলোমন বললো, "আমি তোমাকে গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি লিজেন্ডে যা বলা হয়েছে এই সিম্বলগুলো ঠিক তাই প্রকাশ করছে...একটি মানচিত্র। যে মানচিত্রে একটি সিঁড়ির লোকেশন দেয়া থাকবে আর সেই সিঁড়িটাই পৌছে দেবে হারানো শব্দের গোপন জায়গায়।"

মুচকি হাসলো ল্যাংডন, তবে সেই সাথে সতর্কও হয়ে উঠলো। "আমি যদি ম্যাসনিক পিরামিডের লিজেন্ডটা বিশ্বাসও করি তারপরও বলবো এই সিম্বলগুলো মানচিত্র হবার তেমন কোনো সম্ভাবনা নেই। ভালো ক'রে এটা দ্যাখো। এটা দেখে কোনোভাবেই মানচিত্র বলে মনে হয় না।"

সলোমনও মুচকি হাসলে। "কখনও কখনও পারসপেক্টিভের সামান্য পরিবর্তনে একেবারে অতিপরিচিত কোনো কিছু একেবারে নতুন আলোয় দেখা যায়।"

গ্রিডের দিকে আবারো তাকালো ল্যাংডন কিন্তু নতুন কিছুই দেখতে পেলো না।

"আমাকে একটা প্রশ্ন করতে দাও," বললো পিটার। "ম্যাসনরা কেন ভবনের উত্তর-পূর্ব দিকে কর্নারস্টোন স্থাপন করে সেটা কি তুমি জানো?"

"অবশ্যই জানি, কারণ উত্তর-পূর্ব দিকেই প্রথম সকালের সূর্যের আলো এসে পড়ে। পৃথিবী থেকে আলোর দিকে আরোহণ করার প্রতীক হিসেবে স্থপতিরা এটা ক'রে থাকে।"

"ঠিক। তাহলে তোমারও সেদিকে দেখা উচিত।" গ্রিডের দিকে ইঙ্গিত করলো সে। "উত্তর-পূর্ব কোণে।"

গ্রিডের উত্তর-পূর্ব কোণে তাকালো ল্যাংডন। সেখানে ↓ সিম্বলটি আছে।

"নীচের দিকে মুখ করা একটি তীর," সলোমনের কথাটা বোঝার চেষ্টা করলো ল্যাংডন। "তার মানে...হেরেডোমের *নীচে*।"

"না, রবার্ট, নীচে নয়," জবাবে বললো সলোমন। "ভাবো এই গ্রিডটা কোনো রূপকধর্মী কিছু নয়। একটা একটা মানচিত্র। আর কোনো মানচিত্রে নীচের দিকে তীর নির্দেশ করে–"

"দক্ষিণ দিক," উত্তেজনায় নড়েচড়ে বসলো ল্যাংডন।

"দক্ষিণে! মানচিত্রে এরকম তীর দিয়ে দক্ষিণ দিক বোঝায়। তারচেয়ে বড় কথা কোনো মানচিত্রে *হেরেডোম* শব্দটি স্বর্গের রূপক অর্থে ব্যবহৃত হবে না। এটা আসলে ভৌগলিক কোনো স্থানের নাম।"

"হাউজ অব দি টেম্পল? তুমি বলতে চাচ্ছো এই মানচিত্রটি...এই ভবনের দক্ষিণ দিক নির্দেশ করছে?"

"ঈশ্বরের প্রশংসা করো!" হাসতে হাসতে বললো সলোমন। "অবশেষে ভোরের আলো দেখা গেলো।"

গ্রিডটা ভালো ক'রে পর্যবেক্ষণ করলো ল্যাংডন। "কিন্তু পিটার...তোমার কথা যদি ঠিকও হয়ে থাকে তাহলে থেকে এই ভবনের দক্ষিণের দ্রাঘিমা চব্বিশ হাজার মাইল দীর্ঘ হবে।"

"না, রবার্ট। তুমি লিজেন্ডের কথাটা খেয়াল করছো না। ওটাতে দাবি করা হয় হারানো শব্দ ওয়াশিংটন ডিসি'র মাটির নীচে রাখা হয়েছে। তারপর এটাও বলা আছে যে, একটা সিঁড়ির মুখে বিশাল পাথর বসানো রয়েছে...সেই পাথরে প্রাচীন ভাষায় খোদাই ক'রে লেখা হয়েছে একটা মেসেজ...এমন একটি চিহ্ন যা কেবল যোগ্যরাই খুঁজে পাবে।"

এসব কথা সিরিয়াসলি নিতে সমস্যা হচ্ছে ল্যাংডনের। তার জানা মতে ডিসি'র দক্ষিণে কোথাও সিঁড়ির মুখে বিশাল পাথর আর তাতে খোদাই করা মেসেজ নেই।

"যে মেসেজটা পাথরের উপর খোদাই করা হয়েছে," বললো পিটার, "সেটা ঠিক আমাদের চোখের সামনেই রয়েছে।" ল্যাংডনের সামনে রাখা গ্রিডের তৃতীয় রো'য়ের উপর আঙুল দিয়ে টোকা মারলো পিটার। "এটাই হলো সেই খোদাই করা মেসেজ, রবার্ট! তুমি পাজলটা সমাধা ক'রে ফেলেছো!"

হতভম্ভ ল্যাংডন সাতটি সিম্বল ভালো ক'রে দেখে নিলো।

সমাধান? এই সাতটি ভিন্ন ভিন্ন সিম্বল দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে সে সম্পর্কে ল্যাংডনের কোনো ধারণাই নেই। আর সে একদম নিশ্চিত এই সিম্বলগুলো দেশের রাজধানীর কোথাও খোদাই ক'রেও রাখা হয় নি...বিশেষ ক'রে কোনো সিঁড়ির মুখে বিশাল এক পাথরের উপর।

"পিটার," বললো সে, "আমি এটা দেখে কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার জানা মতে ডিসি'র কোথাও এ মেসেজটা খোদাই করা নেই।"

তার কাঁধে মৃদু চাপড় মারলো সলোমন। "তুমি ওটার সামনে দিয়ে হেটে গেছো তবে কখনও দ্যাখো নি। আমরা কেউই দেখি না। রহস্যগুলোর মতো এটা সাদা চোখে দেখা যায় না। আজরাতে এই সাতটি সিম্বল দেখা মাত্রই বুঝে গেছিলাম লিজেন্ডটা একদম সত্যি। হারানো শব্দ ডিসি'তেই মাটি চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে...আর সেটা কোনো সিঁড়ির নীচেও নয় যার মুখ খোদাই করা মেসেজ লেখা একটি পাথর দিকে আঁটকানো।"

মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে না পেরে ল্যাংডন চুপ মেরে থাকলো।

"রবার্ট, আজরাতে তুমি যা করেছো তাতে ক'রে আমি মনে করি সত্যটা জানার অধিকার তোমার আছে। এটা তুমি অর্জন করেছো।"

পিটারের দিকে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইলো ল্যাংডন। সে কি বলছে বোঝার চেষ্টা করছে। "হারানো শব্দ কোথায় মাটিচাপা দিয়ে রাখা আছে সেটা তুমি আমাকে বলবে?"

"না," হেসে বললো সলোমন। উঠে দাঁড়ালো আবার। "আমি তোমাকে সেটা দেখাবো।"

পাঁচ মিনিট পর, এস্কেলেডের পেছনের সিটে পিটার সলোমনের সাথে বসে আছে ল্যাংডন। সাটোকে পার্কিংলটে দেখেই সিমকিন্স গাড়িটা সেদিকে নিয়ে গেলো।

"মিঃ সলোমন?" কাছে আসতেই একটা সিগারেট ধরিয়ে ডিরেক্টর বললো। "আপনার কথামতো আমি এইমাত্র ফোন ক'রে দিয়েছি।"

"তো?" জানালা দিয়ে মাথা বের ক'রে পিটার জানতে চাইলো।

"তাদেরকে আমি অর্ডার দিয়েছি আপনাদেরকে যেনো অল্প কিছুক্ষণের জন্য ঢোকার অনুমতি দেয়া হয়।"

"আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।"

সাটো তার দিকে কৌতুহলী চোখে তাকালো। "বলতেই হচ্ছে অনুরোধটি একেবারেই অদ্ভুত।"

সলোমন রহস্য ক'রে কাঁধ ঝাঁকালো।

আর কিছু না বলে ঘুরে ল্যাংডনের জানালার সামনে এসে কাঁচের উপর টোকা মারলো সাটো।

ল্যাংডন কাঁচ নামিয়ে দিলো।

"প্রফেসর," কোনো রকম কুশল বিনিময় না করেই বললো মহিলা। "আপনার সহযোগীতা আজরাতে সফলতার ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রেখেছে, যদিও সেটা আপনি অনিচ্ছায় করেছেন...আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।" সিগারেটে লম্বা একটা টনা দিয়ে আস্তে করে ধোঁয়া ছাড়লো সাটো। "তো আপনাকে শেষ একটা উপদেশ দেই। এরপর সিআইএ'র কোনো সিনিয়র কর্মকর্তা যখনই আপনাকে বলবে জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত ক্রাইসিস দেখা দিয়েছে তখন আপনার ঐসব ক্যামবৃজ মার্কা প্যানপ্যানানি বাদ দেবেন।"

কিছু একটা বলার জন্য ল্যাংডন মুখ খুলতে যাবার আগেই সাটো গটগট ক'রে চলে গেলো অপেক্ষারত হেলিকপ্টারের দিকে।

পেছন ফিরে সিমকিন্স বললো, "আপনারা কি রেডি, জেন্টেলমেন?"

"এক মিনিট," বললো পিটার। ছোট্ট ভাঁজ করা কালো কাপড় ল্যাংডনের হাতে তুলে দিলো পিটার। "ওখানে যাওয়ার আগে আমি চাই তুমি এ জিনিসটা পরে নাও।"

হতভম্ব হয়ে ল্যাংডন দেখতে পেলো কালো ভেলভেটের একটি কাপড়। ওটা খুলতেই বুঝতে পারলো একটা ম্যাসনিক হুডউইঙ্ক–প্রথম ডিগৃ ইনিশিয়েট হবার সময় যে কালো কাপড়ের পট্টি দিয়ে চোখ বাঁধা হয়। *এটা কেন?*

পিটার বললো, "আমি চাই কোথায় যাচ্ছি সেটা যেনো তুমি না দ্যাখো।"

পিটারের দিকে ফিরলো ল্যাংডন। "ওখানে তুমি আমাকে চোখ বেঁধে নিয়ে যেতে চাচ্ছো?"

দাঁত বের ক'রে হাসলো সলোমন। "সিক্রেট আমার, নিয়মটাও আমার।"

অধ্যায় ১২৭

ল্যাঙ্গলে'র সিআইএ হেডকোয়ার্টারের বাইরের বাতাস খুব ঠাণ্ডা। এজেন্সির চন্দ্রালোকিত সেন্ট্রাল কোর্টইয়ার্ড দিয়ে সিস-সেক প্যারিশ রিকের সাথে হেটে যাবার সময় ঠাণ্ডায় রীতিমতো কাঁপতে শুরু করলো নোলা কাই।

রিক আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?

ম্যাসনিক ভিডিও'র সংকটটা বেশ ভালোমতোই মোকাবেলা করা গেছে, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, কিন্তু নোলার কাছে খুব অস্বস্তি লাগছে। সিআইএ'র ডিরেক্টরের পার্টিশনে রিড্যাক্টেড ফাইলটার রহস্য এখনও ধরতে পারছে না সে। ব্যাপারটা তাকে ভেতর থেকে খোঁচাচ্ছে। সাটো এবং তাকে সকালবেলায় বিস্তারিত জানানো হবে। নোলা সব ঘটনা জানতে চায়। অবশেষে রিক প্যারিশকে কল করে তার সাহায্য চেয়েছে নোলা।

এখন রিক প্যারিশের সাথে বাইরের অজ্ঞাত এক জায়গায় যাবার সময় মাথা থেকে সেই অদ্ভুত কথাগুলো কোনোভাবেই তাড়াতে পারছে না নোলা :

আন্ডারগ্রাউন্ডের *একটি গোপন জায়গায় যেখানে*...ওয়াশিংটন ডিসি'র *কোথাও, কো-অর্ডিনেটগুলো হচ্ছে*...প্রাচীন একটি প্রবেশদ্বার *ঢাকা আছে যেটা কিনা নিয়ে যাবে...সাবধান করে দাও* পিরামিডটাতে *বিপজ্জনক কিছু আছে*...এই এনগ্রেভ করা *সিম্বলনটার অর্থোদ্ধার করলে উন্মোচিত হবে...*

"তুমি আর আমি একমত যে," হাটতে হাটতে প্যারিশ বললো, "ঐ হ্যাকার ম্যাসনিক পিরামিডের ব্যাপারে সার্চ করছিলো।"

অবশ্যই, ভাবলো নোলা।

"কিন্তু দেখা গেছে ঐ হ্যাকার এমন এক ম্যাসনিক রহস্য জানতে পেরেছে যা কিনা সে মোটেও প্রত্যাশা করে নি।"

"কি বলতে চাচ্ছো?"

"নোলা, তুমি তো জানোই সিআইএ ডিরেক্টর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সব ধরণের আইডিয়া শেয়ার করার জন্য একটা আভ্যন্তরীণ ফোরাম গঠন করেছেন?"

"অবশ্যই জানি।" এই ফোরামে এজেন্সিতে কর্মরত সবাই নিরাপদে অনলাইনের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে এবং ডিরেক্টরের সাথে তাদের আইডিয়াগুলো শেয়ার ক'রে থাকে।

"ডিরেক্টরের ফোরামটি তার প্রাইভেট পার্টিশনে হোস্ট করা আছে, তারপরও কর্মরত সবাইকে সেখানে সব ধরণের প্রবেশাধিকার দেয়া সত্ত্বেও তাদেরকে ডিরেক্টরের ক্লাসিফাইড ফায়ারওয়ালের বাইরেই রাখা হয়।"

“এসব বলে কি বোঝাতে চাচ্ছো তুমি?” এজেন্সির ক্যাফেটেরিয়ার দিকে মোড় নিতেই নোলা জানতে চাইলো।

“সংক্ষেপে বলতে গেলে...” অন্ধকারের দিকে আঙুল তুলে দেখালো প্যারিশ। “ওটা।”

তাদের সামনে প্লাজার ওদিকটায় বিশাল একটা লোহার ভাস্কর্য পূর্ণিমার আলোয় জ্বলজ্বল করছে। নোলা সেদিকে তাকালো।

পাঁচশ'রও বেশি আসল শিল্পকর্ম আছে এই এজেন্সিতে তবে এই ভাস্কর্যটি তার মধ্যে সবচাইতে বিখ্যাত–এর নাম *ক্রিপ্টোস।* গৃক এই শব্দের অর্থ ‘লুক্কায়িত।’ আমেরিকার শিল্পী জেমস স্যানবর্নের এই ভাস্কর্যটি সিআইএ'র একটি লিজেন্ডে পরিণত হয়েছে।

এই ভাস্কর্যে বিশাল একটি S আকৃতির কপারের প্যানেল রয়েছে, এটার প্রান্তে বেঁকে যাওয়া ধাতব-দেয়ালের মতো একটা জিনিসের উপর বসানো আছে প্যানেলটা। সেই প্রশস্ত দেয়ালে খোদাই করা আছে প্রায় দু'হাজার অক্ষর...দুর্বোধ্য একটি কোড হিসেবে বিন্যাস করা আছে সেগুলো। তারপরেও এটাকে আরো বেশি রহস্যময় ক'রে তোলার জন্য খোদাই করা S-দেয়ালের চারপাশে বড় বড় ভাস্কর্যের উপাদান রাখা হয়েছে–অদ্ভুত অ্যাঙ্গেলের কতোগুলো গ্রানাইটের স্ল্যাব বা চাঁই, একটি কম্পাস রোজ, ম্যাগনেটিক লোডস্টোন এবং মোর্স কোডের একটি মেসেজ যা কিনা ‘যৌক্তিক স্মৃতি’ এবং ‘ছায়াশক্তি’র কথা উল্লেখ করে। বেশিরভাগ লোকে বিশ্বাস করে এই জিনিসগুলো আসলে এক ধরণের ক্লু যা দিয়ে এই ভাস্কর্যটির অর্থোদ্ধার করা সম্ভব।

ক্রিপ্টোস একটি শিল্পকর্ম...তবে এটি একটি প্রহেলিকাও বটে।

সিআইএ'র বাইরে এবং ভেতরে প্রায় সব ক্রিপ্টোলজিস্টের কাছেই এটার সংকেতবদ্ধ সিক্রেটটার অর্থোদ্ধার করা এক ধরণের চ্যালেঞ্জের মতো ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশেষে কয়েক বছর আগে কোডের একটি অংশের অর্থোদ্ধার করা হলে সেই খবরটা বড় বড় শিরোনামে পত্রপত্রিকায় ঠাঁয় পায়। যদিও *ক্রিপ্টোস*-এর বেশিরভাগ কোডই অজ্ঞাত থেকে গেছে তারপরও যে অংশটা সমাধা করা হয়েছে সেটা এতোটাই বিদঘুটে যে ভাস্কর্যটাকে আরো বেশি রহস্যময় ক'রে তুলেছে। উদ্ধার করা অংশ থেকে জানা যায় গোপন একটি আন্ডারগ্রাউন্ড লোকেশন, একটি প্রবেশদ্বার, সেটা দিয়ে কিছু প্রাচীন সমাধিতে যাবার পথ, অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমাংশ...

অর্থোদ্ধার করা অংশটির কিছু কিছু জিনিস এখনও মনে করতে পারে নোলা : *তথ্যটা যোগার করে আন্ডারগ্রাউন্ডের একটি অজ্ঞাতস্থানে ট্রান্সমিট করা হয়...এটা একেবারেই অদৃশ্য...কিভাবে এটা সম্ভব...তারা পৃথিবীর ম্যাগনেটিক ফিল্ড ব্যবহার করেছে...*

এই ভাস্কর্যটা নিয়ে নোলা কখনই খুব বেশি মাথা ঘামায় নি। কোনো দিন এটার পুরোপুরি অর্থোদ্ধার হবে কিনা সেটাও পরোয়া করে নি সে। তবে এ মুহূর্তে সে জবাবটা জানতে চায়। “তুমি আমাকে *ক্রিপ্টোস*'টা দেখাচ্ছো কেন?”

তার দিকে তাকিয়ে রহস্য করে হাসলো প্যারিশ, তারপর নাটকীয় ভঙ্গিতে একটা কাগজ বের করলো পকেট থেকে। "ভয়লা নামের এই রহস্যময় রিড্যাক্টেড ডকুমেন্টটা নিয়েই তুমি চিন্তিত ছিলে। আমি এটার পূর্ণাঙ্গ টেক্সট পেয়েছি।"

লাফিয়ে উঠলো নোলা। "তুমি ডিরেক্টরের গোপন পার্টিশনে ঢুকেছো?"

"না। প্রথমে আমি সেখানেই ঢুকেছিলাম। ভালো ক'রে দ্যাখো।" ফাইলটা তার হাতে দিয়ে দিলো।

কাগজটা হাতে নিয়ে ভাঁজ খুলে দেখলো নোলা। পৃষ্ঠার উপরে এজেন্সির স্ট্যান্ডার্ড হেডারটা দেখেই বিস্ময়ে আৎকে উঠলো সে।

এই ডকুমেন্টটা গোপনীয় নয়। গোপনীয়তার ধারেকাছেও নয় এটা।

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আলাপ-আলোচনার বোর্ড : ক্রিপ্টোস
কম্প্রেসেড স্টোরেজ : থ্ড # ২৪৫৬২৮২.৫

পোস্টিং করার তালিকাগুলো কম্প্রেসড করে একটা পৃষ্ঠায় জড়ো করা হয়েছে। নোলা দেখতে পেলো।

"তোমার কি-ওয়ার্ড ডকুমেন্টটি," বললো রিক, "ক্রিপ্টোস সম্পর্কিত কতিপয় সিফার-পাঙ্কের বকবকানি।"

ডকুমেন্টটার দিকে ভালো ক'রে তাকিয়ে তার পরিচিত কি-ওয়ার্ডটা দেখতে পেলো নোলা।

> জিম, ভাস্কর্যটি বলছে এটা নাকি *আন্ডারগ্রাউন্ডের গোপন একটি স্থানের* খোঁজ দেয়, ওখানেই তথ্যটা লুকিয়ে রাখা আছে।

"এই টেক্সটি ডিরেক্টরের অনলাইন ক্রিপ্টোস ফোরাম থেকে নেয়া হয়েছে," ব্যাখ্যা করলো রিক। "কয়েক বছর ধরেই ফেরামটি চলছে। হাজার হাজার পোস্টিং আছে ওখানে। তাদের মধ্যে যে কি-ওয়ার্ডগুলো আছে তাতে আমি খুব একটা অবাক হই নি।"

কাগজটা আরো ভালো ক'রে দেখতেই আরেকটা পোস্টিংয়ে কি-ওয়ার্ডগুলো দেখতে পেলো নোলা।

> মার্ক যদিও বলেছে কোডের অক্ষাংশ/দ্রাঘিমাংশ ওয়াশিংটন ডিসি'র কোথাও নির্দেশ করছে, কিন্তু কো-অর্ডিনেটগুলো ব্যবহার করে দেখতে পেয়েছে সেটা আসলে *ক্রিপ্টোস*'এ-ই ফিরে এসেছে।

প্যারিশ ভাস্কর্যটার কাছে গিয়ে সেটার গায়ে অসংখ্য অক্ষরের উপর হাত বোলালো। "এই কোডের বেশিরভাগ অংশ এখনও অজানাই রয়ে গেছে। সেগুলোর অর্থোদ্ধার করা যায় নি। অনেক লোক মনে করে এই মেসেজটি আসলে প্রাচীন ম্যাসনিক সিক্রেটগুলোর সাথে সম্পর্কিত।"

ম্যাসনিক/*ক্রিপ্টোস* সম্পর্কিত গুজবগুলোর কথা স্মরণ করলো নোলা। তবে এইসব পাগলামী নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামাতে চাইলো না সে। প্লাজায় স্থাপিত ভাস্কর্যটার অসংখ্য অংশের দিকে তাকিয়ে সে বুঝতে পারলো এটা বিভিন্ন অংশে বিভক্ত একটি কোড–একটি সিম্বলন–ঠিক ঐ ম্যাসনিক পিরামিডের মতোই।"

আজব।

কয়েক মুহূর্তের জন্য *ক্রিপ্টোস*'টাকে আধুনিক ম্যাসনিক পিরামিড হিসেবে দেখলো নোলা–ভিন্ন ভিন্ন অংশে এবং উপাদানে তৈরি একটি কোড। "তুমি কি মনে করো *ক্রিপ্টোস* আর ম্যাসনিক পিরামিড একই ধরণের সিক্রেট লুকিয়ে রাখার কোনো সম্ভাবনা আছে?"

"কে জানে?" *ক্রিপ্টোস*-এর দিকে তাকিয়ে প্যারিশ বললো। "পুরো মেসেজটা কখনও জানতে পারবো ব'লে মনে হয় না। যদি না ডিরেক্টরকে রাজি করিয়ে তার সিন্দুক খুলে সব দেখতে দেয়া হয়।"

তার কথার সাথে সায় দিলো নোলা। সব কিছু তার মনে পড়ছে এখন। *ক্রিপ্টোস*টা যখন ইনস্টল করা হয় তখন এটা সিল করা একটি এনভেলপে করে নিয়ে আসা হয়েছিলো, তার মধ্যে ভাস্কর্যটির কোডগুলোর পূর্ণাঙ্গ ডিক্রিপ্‌শন ছিলো। সিল করা এনভেলপটা তৎকালীন সিআইএ ডিরেক্টর উইলিয়াম ওয়েবস্টারের দায়িত্বে দেয়া হয়। তিনি এনভেলপটা নিজের অফিসের সিন্দুকে লক করে রাখেন। বলা হয়ে থাকে ডকুমেন্টটি নাকি এখনও ঐ সিন্দুকেই আছে। বছরের পর বছর ধরে ডিরেক্টর থেকে ডিরেক্টরের কাছে সেটা হস্তান্তরিত হয়ে আসছে।

অদ্ভুত ব্যাপার হলো উইলিয়াম ওয়েবস্টারের কথা ভাবতেই নোলার একটা জিনিস মনে পড়ে গেলো–*ক্রিপ্টোস*-এর আরেকটি সংকেতবদ্ধ টেক্সট :

এখানেই কোথাও এটা মাটি চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে।
ওটার সঠিক অবস্থান জানে কে?
কেবল WW।

যদিও কেউ জানে না ঠিক কোন জিনিসটা মাটি চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে তারপরও বেশিরভাগ লোকে বিশ্বাস করে *WW* দিয়ে উইলিয়াম ওয়েবস্টারকেই বোঝানো হয়েছে। নোলা এমনও গুজব শুনেছে যে, এ দিয়ে নাকি উইলিয়াম উইনস্টন নামের একজনকে

বুঝিয়েছে–রয়্যাল সোসাইটির একজন ধর্মতাত্তিত্ত্বক–অবশ্য এ নিয়ে কখনই খুব বেশি মাথা ঘামায় নি সে।

রিক আবারও কথা বলছে। "আমি স্বীকার করছি শিল্পীদের ব্যাপারে আমার খুব বেশি জানাশোনা নেই তবে এই স্যানবোর্ন লোকটি মারাত্মক রকমের একজন জিনিয়াস। অনলাইনে আমি তার সিরিলিক প্রজেক্টর প্রজেক্ট সম্পর্কে একটু খোঁজ নিয়েছিলাম, মন-নিয়ন্ত্রণের উপর কেজিবি'র ডকুমেন্ট থেকে বড় বড় কিছু রাশিয়ান বর্ণমালা ভেসে উঠেছিলো পর্দায়। অদ্ভুত।"

নোলা এখন আর মন দিয়ে তার কথা শুনছে না। কাগজটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে সে। আরেকটা পোস্টিংয়ে সে তৃতীয় কি-ওয়ার্ড খুঁজে পেলো।

> ঠিক বলেছো, এক বিখ্যাত আর্কিওলজিস্টের ডায়রি থেকে এই সেকশনটা একবারে হুবহু টুকে নেয়া হয়েছে। ডায়রির ঐ জায়গা তিনি প্রাচীন একটি প্রবেশদ্বার মাটি খুঁড়ে পাবার কথা বলছেন, যেটা দিয়ে তুতানখামেনের সমাধিক্ষেত্রে যাওয়া যায়।

নোলা জানে ক্রিপ্টোস-এ কোন্ আর্কিওলজিস্টকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। বিখ্যাত ইজিপ্টোলজিস্ট হাওয়ার্ড কার্টার। পরের পোস্টিংয়ে তার নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

> অনলাইনে কার্টারের সবগুলো ফিল্ড নোট পড়লাম, তিনি নাকি এমন একটি শিলালিপি খুঁজে পেয়েছেন যেখানে সতর্ক করে বলা হয়েছে ফারোদের শান্তি বিঘ্নিত করবে যে তার জন্য পিরামিডে বিপজ্জনক পরিণতি ধারণ করা আছে। একটি অভিশাপ!
>
> আমারা কি চিন্তিত হবো? ☺

নোলার চোখ দুটো ছানাবড়া হয়ে উঠলো। "রিক, ঈশ্বরের দোহাই লাগে, এই গর্দভের পিরামিড রেফারেন্সটা তো সঠিক নয়। তুতানখামেনকে কোনো পিরামিডের ভেতর কবর দেয়া হয় নি। তাকে তো ভ্যালি অব কিং নামের একটি স্থানে সমাধিস্ত করা হয়েছে। ক্রিপ্টোলজিস্টরা কি ডিসকভারি চ্যানেল দেখে না?"

প্যারিশ কাঁধ তুললো। "টেকিরা।"

নোলা এবার শেষ বাক্যটি দেখলো।

> জানোই তো, আমি কোনো ষড়যন্ত্র তাত্ত্বিক নই। তবে জিম এবং ডেভ ২০১২ সালে পৃথিবী ধ্বংস হবার আগেই এই এনগ্রেভ করা সিম্বলনটার অর্থোদ্ধার করতে পারবে...চিয়াও।

"তো, আমার মনে হয় প্রাচীন ম্যাসকি লিজেন্ডের ডকুমেন্ট রাখার জন্য সিআইএ'র ডিরেক্টরকে অভিযুক্ত করার আগে *ক্রিপ্টোস* ফোরাম সম্পর্কে তুমি জানতে চাইবে। আমার সন্দেহ হচ্ছে, সিআইএ'র ডিরেক্টরের মতো ক্ষমতাবান ব্যক্তির পক্ষে এ ধরণের বিষয় নিয়ে ঘাটাঘাটি করার সময় আছে কিনা।"

নোলা সেই ভিডিওটার কথা মনে করলো যেখানে প্রভাবশালী আর ক্ষমতাবান ব্যক্তিরা প্রাচীন সব আচার অনুষ্ঠান অনুশীলন করছে। *রিকের যদি এ সম্পর্কে কোনো ধারণা...*

নোলা জানে, শেষ পর্যন্ত *ক্রিপ্টোস* যা-ই উন্মোচন করুক না কেন সেটার মধ্যে মিস্টিক্যাল ব্যাপার-স্যাপার থাকবে। ভাস্কর্যটার দিকে তাকালো–ত্রিমাত্রিক একটি কোড এ দেশের ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের প্রাণকেন্দ্রে সগৌরবে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে–নোলা ভাবলো এটা যদি তার শেষ সিক্রেটটা জানিয়ে দেয় তো কি হবে।

রিক আর সে যখন ভবনে ফিরে যাবার জন্য পা বাড়ালো নোলার ঠোঁটে তখন মুচকি হাসি।

এটা এখানেই কোথাও মাটিচাপা দিয়ে রাখা হয়েছে।

অধ্যায় ১২৮

এটা পাগলামি।

এস্কেলেডটা দ্রুত গতিতে ফাঁকা রাস্তা দিয়ে দক্ষিণ দিকে ছুটে যাচ্ছে, চোখ বাধা রবার্ট ল্যাংডন অবশ্য কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। তার পাশে বসে থাকা পিটার সলোমন চুপচাপ বসে আছে।

আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে সে?

ল্যাংডনের কৌতুহলের মধ্যে উদ্বিগ্নতা মিশে আছে, টুকরো টুকরো সব জোড়া লাগাতে গিয়ে কল্পনার লাগাম ছেড়ে দিলো সে। পিটার তার দাবির স্বপক্ষে জোড়ালো কোনো কিছু উপস্থাপন করে নি। *হারানো শব্দ? একটা সিঁড়ির নীচে মাটি চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে। আর ঐ সিঁড়িটার মুখ বন্ধ করা আছে এনগ্রেভিং করা বিশাল একটা পাথর দিয়ে।* সবটাই মনে হচ্ছে অসম্ভব একটি ব্যাপার।

পাথরের এনগ্রেভিংটা এখনও ল্যাংডনের মনে গেঁথে আছে...তারপরও সাতটি সিম্বল তার কাছে কোনা অর্থই বহন করছে না।

স্টোনম্যাসনদের স্কয়ার : সততা এবং 'সত্য' হবার প্রতীক।
বর্ণমালা দুটো : স্বর্নের উপাদানের বৈজ্ঞানিক নামের সংক্ষিপ্তরূপ।
সিগমা : গৃক বর্ণমালার S, গণিতশাস্ত্রে সবকিছুর মোট হিসাবের প্রতীক।
পিরামিড : মানুষের স্বর্গারোহনের মিশরিয় সিম্বল।
ডেল্টা : গৃক বর্ণমালার, গণিতশাস্ত্রে রূপান্তরের সিম্বল।
মার্কারি : সবচাইতে পুরনো অ্যালকেমিক্যাল সিম্বল।
অউরোবোরোস : পূর্ণাঙ্গ এবং এককের সিম্বল।

সলোমন এখনও বেশ জোর দিয়ে বলছে এইসব সিম্বলগুলো একটা 'মেসেজ'। এটা যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে এই মেসেজটা কিভাবে পড়তে হয় ল্যাংডন তা জানে না।

এস্কেলেডটা একটু ধীর গতির হয়ে ডান দিকে মোড় নিলো। এই রাস্তাটা একেবারেই ভিন্ন, পিচের নয়। মনে হচ্ছে ড্রাইভওয়ে অথবা অ্যাকসেস রোড। কোথায় আছে সেটা বোঝার জন্য ল্যাংডন কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করলো। তারা মাত্র দশ মিনিট ধরে

গাড়িতে আছে অথচ এরই মধ্যে ল্যাংডন তালগোল পাকিয়ে ফেলেছে। কিছুই ধরতে পারছে না। মাথাটা ঠিক মতো কাজ করছে না বুঝতে পারলো। সে কেবল জানে তারা হাউজ অব টেম্পলে থেকে রওনা দিয়েছে।

এস্কেলেডটা থামলে জানালার কাঁচ নামানোর শব্দ শুনতে পেলো ল্যাংডন।

"এজেন্ট সিমকিন্স, সিআইএ," গাড়ির ড্রাইভার বললো। "আমার ধারণা আপনি আমাদের আসার খবর জানেন।"

"হ্যা, স্যার," জবাব দিলো তেজোদীপ্ত একটি মিলিটারি কণ্ঠ। "কিছুক্ষণ আগে ডিরেক্টর সাটো ফোনে জানিয়ে দিয়েছেন। একটু দাঁড়ান, আমি সিকিউরিটি ব্যারিকেডটা সরিয়ে দিচ্ছি।"

হতভম্ব হয়ে সব কথা শুনে গেলো ল্যাংডন। বুঝতে পারছে তারা এখন মিলিটারি ঘাঁটিতে প্রবেশ করছে। গাড়িটা আরেকটু এগোতেই অসম্ভব মসৃণ রাস্তায় এসে পড়লো তারা। চোখ বাধা অবস্থায়ই সলোমনের দিকে তাকালো ল্যাংডন।

"আমরা কোথায় আছি, পিটার?" জানতে চাইলো সে।

"চোখের পট্টি খুলবে না।" দৃঢ়ভাবে বললো পিটার।

কিছু দূর গিয়েই গাড়িটা আবারো থেমে গেলে সিমকিন্স ইঞ্জিন বন্ধ ক'রে দিলো। অনেক কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে এখন। মিলিটারি। সিমকিন্সের কাছে কেউ একজন আইডেন্টিটিকার্ড দেখতে চাইলো। এজেন্ট গাড়ি থেকে নেমে চাপা কণ্ঠে কথা বললো তার সাথে।

ল্যাংডনের দরজাটা আচমকা খুলে গেলে শক্তিশালী একটা হাত তাকে ধরে গাড়ি থেকে নামাতে সাহায্য করলো। বাতাম খুব ঠাণ্ডা আর প্রচণ্ড জোরে বইছে।

তার পাশেই আছে সলোমন। "রবার্ট, এজেন্ট সিমকিন্স তোমাকে ভেতরে নিয়ে যাবে।"

চাবি দিয়ে তালা খোলার শব্দ শুনতে পেলো ল্যাংডন...একটা ভারি লোহার দরজা শব্দ করতে করতে খুলে যাচ্ছে। *তারা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?!*

সিমকিন্স তার হাত ধরে নিয়ে যেতে লাগলো। "একেবারে সোজা, প্রফেসর।"

আচমকা সব কিছু স্তব্ধ হয়ে গেলো। জনমানবহীন। সুনশান। ভেতরের বাতাস হালকা। ওষুধ দিয়ে বিশুদ্ধ করা হয়েছে।

সিমকিন্স আর সলোমন দু'পাশ থেকে ল্যাংডনকে ধরে এগিয়ে যাচ্ছে এখন। ল্যাংডন আন্দাজ করলো একটা করিডোর দিয়ে যাচ্ছে তারা। পায়ের নীচে মেঝেটা পাথরের বলে মনে হচ্ছে।

তারা একটু এগিয়ে যেতেই পেছনে লোহার দরজাটা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেলে কিছুটা চমকে উঠলো ল্যাংডন। চোখ বন্ধ অবস্থায় ঘেমে উঠতে শুরু করছে এখন। চোখের বাধন খুলে ফেলতে ইচ্ছে করছে তার।

এবার থমকে দাঁড়ালো সবাই।

সিমকিন্স তার হাতটা ছেড়ে দিতেই একনাগাড়ে কতোগুলো ইলেক্ট্রনিক বিপ হতে লাগলো। ল্যাংডন আন্দাজ করতে পারলো এটা কোনো সিকিউরিটি ডোরই হবে। শব্দগুলো কি-প্যাডের।

"মিঃ সলোমন এবং মিঃ ল্যাংডন আপনারা এবার একা একাই যান। আমি এখানে অপেক্ষা করছি আপনাদের জন্য," বললো সিমকিন্স। "আমার টর্চলাইটটা নিন।"

"আপনাকে ধন্যবাদ," বললো সলোমন। "আমাদের খুব বেশি সময় লাগবে না।"

টর্চলাইট?! ল্যাংডনের হৃদস্পন্দন এবার লাফাতে শুরু করলো।

ল্যাংডনের একটা হাত ধরে এগোতে লাগলো পিটার। "আমার সাথে সাথে আসো, রবার্ট।"

তারা আরেকটা ঘরের ভেতর ঢুকলে পেছনে আবারো সিকিউরিটি ডোরের বিপ্ করার শব্দ শোনা গেলো।

থমকে দাঁড়ালো পিটার। "কোনো সমস্যা?"

আচমকা ল্যাংডনের ভারসাম্য টলে গেলো, তাকে একটু অসুস্থ অসুস্থ দেখাচ্ছে। "আমার মনে হয় এই পট্টিটা এখন খুলে ফেলা উচিত।"

"এখন না। এই তো প্রায় পৌছে গেছি।"

"প্রায় পৌছে গেছি কোথায়?" টের পাচ্ছে তার পেটটা গুলিয়ে উঠছে।

"বলেছি তো-আমি তোমাকে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নিয়ে যাবো, হারানো শব্দের কাছে।"

"পিটার, এটা কি কোনো তামাশা!"

"ঠাট্টা-তামাশার জন্য এটা করা হচ্ছে না। তোমার মনটা উন্মুক্ত করার জন্য করা হচ্ছে, রবার্ট। এটা তোমাকে স্মরণ করিয়ে দেবে এ পৃথিবীতে অনেক রহস্য রয়েছে যা তুমি চোখে দেখতে পাও না। আরো কিছু দূর যাওয়ার পর আমি চাইবো আমার জন্য একটা জিনিস করবে তুমি। আমি চাই তুমি বিশ্বাস করবে...কিছুক্ষণের জন্য...লিজেন্ডটাতে বিশ্বাস করবে। বিশ্বাস করবে তুমি একটা সিঁড়ির দিকে চেয়ে আছো, যেটা চলে গেছে শত শত ফুট নীচে, মাটির অনেক গভীরে, মানব সভ্যতার সুমহান হারানো সম্পদের দিকে।"

মাথা ঝিম ঝিম করতে লাগলো ল্যাংডনের। প্রিয় বন্ধুকে সে যতোই বিশ্বাস করতে চাক না কেন বিশ্বাস করতে পারছে না। "ওটা কি আরো সামনে?" তার ভেলভেটের চোখের বাধন ঘামে ভিজে গেছে।

"না, আর মাত্র কয়েক পা সামনেই। একটা দরজার পরই সেটা। দরজাটা এখন খুলছি আমি।"

কিছুক্ষণের জন্য সলোমন তার হাতটা ছেড়ে দিলো। ল্যাংডনের মাথাটা খুব হালকা হালকা লাগছে। পা দুটো টলছে। নিজের ভারসাম্য ঠিক রাখার চেষ্টা করলো সে। অল্প সময়ের মধ্যেই পিটার ফিরে এলো তার পাশে। তাদের সামনে ভারি লোহার অটোমেটিক দরজা শব্দ করতে করতে খুলে যাচ্ছে এখন।

“আসো।”

ভেতরে ঢুকতেই দরজাটা আবার বন্ধ হয়ে গেলো।

নিঃস্তব্ধতা। ঠাণ্ডা।

সঙ্গে সঙ্গে ল্যাংডন আন্দাজ করতে পারলো এই জায়গাটা যা-ই হোক না কেন, সিকিউরিটি দরজাগুলোর ওপাশের জগতের সাথে তার কোনো মিলই নেই। বাতাস যেমন ঠাণ্ডা তেমনি ড্যাম্প। অনেকটা কবরের মতো। তার মধ্যে সেই চিরচেনা ক্লোস্ট্রোফোবিয়া জেঁকে বসলো এখন।

“আর মাত্র কয়েক পা সামনে,” সলোমন তাকে একটা মোড়ে এনে দাঁড় করিয়ে রাখলো। “এবার চোখের বাধন খুলে ফেলো।”

পট্টিটা এক ঝটকায় খুলেই চারপাশে তাকিয়ে দেখে বোঝার চেষ্টা করলো সে এখন কোথায় আছে, কিন্তু দু'চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না ল্যাংডন। চোখ দুটো হাত দিয়ে ডলে নিলো। কিচ্ছু না। “পিটার, একেবারে গাঢ় অন্ধকার!”

“হ্যা, আমি জানি। একটু সামনে হাত বাড়াও। একটা রেলিং আছে। ওটা ধরো।”

হাতটা সামনে বাড়িয়ে রেলিংটা ধরে ফেললো ল্যাংডন।

“এবার দ্যাখো।” পিটার কিছু একটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে টের পেলো সে। আচমকা অন্ধকার ভেদ করে জ্বলে উঠলো একটা টর্চলাইট। মেঝের দিকে তাক্ করা, আশোপাশে তাকিয়ে দেখার আগেই সলোমন রেলিংয়ের উপর আলো ফেলে সোজা নীচের দিকে নির্দেশ করলো।

একটা অনন্ত গহ্বরের দিকে চেয়ে আছে ল্যাংডন...একটা সিঁড়ি ঘুরে ঘুরে চলে গেছে সেই সীমাহীন মাটির নীচে। *হায় ঈশ্বর!* তার দুই হাটু একটু টলে গেলে সঙ্গে সঙ্গে খপ্ ক'রে রেলিংটা ধরে ফেললো সে। সিঁড়িটা প্রচলিত স্কয়ার স্পাইরাল। টর্চের আলোয় যতোটুকু দেখা যায় তাতে কেবল ত্রিশটির মতো ল্যান্ডিং দেখতে পাচ্ছে সে। *আরে আমি তো নীচের মেঝেটা পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি না।!*

“পিটার...” তোতলাতে তোতলাতে বললো সে। “এটা কোন্ জায়গা!”

“কিছুক্ষণের মধ্যেই একেবারে সিঁড়ির নীচে যাচ্ছি তোমাকে। কিন্তু সেখানে যাবার আগে তোমাকে আরেকটা জিনিস দেখতে হবে।”

এতোটাই হতবিহ্বল যে কিছুই বলতে পারলো না। ল্যাংডন টের পেলো পিটার তাকে সিঁড়ির কাছ থেকে একটু পাশে সরিয়ে অদ্ভুত একটা ছোটো ঘরে নিয়ে যাচ্ছে। পিটার তার টর্চচা সামনের মেঝেতে ফেলে রাখার কারণে চারপাশে কিস আছে না আছে সেটা দেখতে পাচ্ছে না ল্যাংডন। মেঝেটা খরখরে পাথরের। শুধু এটুকু বুঝতে পারছে ঘরটা বেশি বড় নয়।

ছোট্ট একটা পাথরের ঘর।

ঘরের বিপরীত দিকের দেয়ালের কাছে পৌছে গেলো তারা। ওটার মধ্যে কাঁচের একটি আয়তক্ষেত্র বসানো আছে। ল্যাংডন ভাবলো এটা হয়তো একটা জানালা,

দেয়ালের ওপাশে আরেকটা ঘর রয়েছে। তবে কাঁচের দিকে তাকিয়ে কেবলই গাঢ় অন্ধকার দেখতে পেলো সে।

"সামনে গিয়ে দ্যাখো," বললো পিটার।

"ওখানে কি আছে?" ক্যাপিটল ভবনের নীচে চেম্বার অব রিফ্লেকশনের কথা মনে পড়ে গেলো তার। কিছু সময়ের জন্য এও ভাবলো এখানে হয়তো কোনো প্রবেশদ্বার কিংব বিশাল ভূ-গর্ভস্থ গুহা রয়েছে।

"আরে দ্যাখোই না।" তাকে একটু সামনের দিকে ঠেলে দিলো পিটার সলোমন। "আর নিজেকে একটু সামলে রেখো, কারণ দৃশ্যটা তোমাকে ভড়কে দেবে।"

কাঁচের জানালার সামনে এসে আস্তে ক'রে ভেতরের দিকে তাকালো ল্যাংডন।

এখনও ভেতরে গাঢ় অন্ধকার।

আরো কাছে এগিয়ে কাঁচের সাথে মুখ লাগিয়ে ভেতরে তাকালো এবার।

ঠিক তখনই ওটা দেখতে পেলো সে।

একেবারে ভিমড়ি খেয়ে গেলো সে। কেঁপে উঠলো সারা শরীর। মাথাটা যেনো ঘুরছে। একেবারে অপ্রত্যাশিত দৃশ্যটি দেখে আরেকটুর জন্য পেছন দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়েই যাচ্ছিলো। কল্পনায়ও কখনও এ দৃশ্যটির কথা ভাবে নি রবার্ট ল্যাংডন।

দৃশ্যটা অভাবনীয়।

অন্ধকারে অতি-উজ্জ্বল কোনো হীরাজহরতের মতো সাদা আলো বিকিরিত হচ্ছে।

এবার সবটাই বুঝতে পারলো সে-ঢোকার সময় ব্যারিকেড...প্রবেশপথের সামনে নিরাপত্তারক্ষী...বাইরে ভারি লোহার দরজা...ভেতরে কয়েকটি অটোমেটিক দরজা...তার পেটটা গুলিয়ে ওঠা...মাথাটা হালকা বোধ করা...আর এখন এই ছোট্ট পাথরের ঘরটি।

"রবার্ট," পেছন থেকে পিটার ফিসফিস ক'রে বললো। "কখনও কখনও সামান্য পারসপেক্টিভের বদল ঘটলেই বহু পরিচিত জিনিস নতুন আলোয় দেখা যায়।"

বাকরুদ্ধ হয়ে ল্যাংডন জানালার ভেতর দিয়ে চেয়ে রইলো। অন্ধকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার দৃষ্টি। আলোর পেছনে মনে হয় মাইলখানেক দূর পর্যন্ত ফাঁকা জায়গা, আস্তে আস্তে নীচে নেমে গেছে...অন্ধকারের ভেতর দিয়ে...ক্যাপিটল ভবনের অসাধারণ উজ্জ্বল গম্বুজের আগপর্যন্ত।

এই পারসপেক্টিভ থেকে ল্যাংডন কখনও ক্যাপিটল দেখে নি-৫৫৫ ফিট উপরে মাথা উঁচু ক'রে আমেরিকার মিশরিয় অবিলিস্কটা দাঁড়িয়ে আছে। আজরাতে জীবনে প্রথমবার এলিভেটরে করে ওয়াশিংটন মনুমেন্টের সর্বোচ্চ শিখরে অবস্থিত ছোট্ট ভিউয়িং চেম্বারটিতে এসেছে সে।

অধ্যায় ১২৯

কাঁচের জানালার সামনে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রবার্ট ল্যাংডন। তার চোখের সামনে নীচের ল্যান্ডস্কেপের শক্তিটা হজম করছে সে। না জেনে শত ফিট উপরে উঠে গেছে সে, এখন এ জীবনে দেখা সবচাইতে অসাধারণ দৃশ্যটি মুগ্ধ হয়ে দেখছে সে।

জ্বলজ্বল করতে থাকা ইউএস ক্যাপিটলের গম্বুজটা ন্যাশনাল মলের পূর্ব দিকে পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে আছে। ভবনের দু'দিক থেকে দুটো আলোকরশ্মি তার দিকে তাক করা...স্মিথসোনিয়ান মিউজিয়ামের আলোকিত সম্মুখভাগ...শিল্প, ইতিহাস, বিজ্ঞান আর সংস্কৃতির আলোকরশ্মি।

ল্যাংডন এখন প্রচণ্ড বিস্ময় নিয়ে বুঝতে পারছে পিটারের কথাই ঠিক হবে...সত্যি বলতে কি এটাই সত্যি। আসলেই একটা খাঁড়া সিঁড়ি আছে...বিশাল পাথরের নীচে শত শত ফিট গভীরে চলে গেছে সেটা। এই অবিলিস্কটার বিশাল ক্যাপস্টোন ঠিক তার মাথার উপর বসানো আছে। একটা বিস্মৃত কথা মনে পড়ে গেলো ল্যাংডনের, কথাটা হয়তো প্রাসঙ্গিকই হবে ওয়াশিংটন মনুমেন্টের ক্যাপস্টোনটির ওজন কাটায় কাটায় তেত্রিশ শ' পাউন্ড।

আবারো ৩৩ সংখ্যা।

তারচেয়েও অবাক হবার বিষয় হলো এই ক্যাপস্টোনটির সর্বোচ্চ চূড়ায় পলিশ করা অ্যালুমিনিয়ামের একটি মুকুট বসানো আছে–সেই সময়ে এটি স্বর্নের মতোই দামি ধাতু ছিলো। ওয়াশিংটন মনুমেন্টের চকচকে চূড়াটি ম্যাসনিক পিরামিডের মতোই মাত্র এক ফুট উঁচু। অবিশ্বাস্য ব্যাপার হলো এই ছোট্টধাতব পিরামিডে বিখ্যাত একটি এনগ্রেভিং রয়েছে–*Laus Deo*–সঙ্গে সঙ্গে ল্যাংডন বুঝতে পারলে। এটাই হলো পাথরের পিরামিডের সত্যিকারের মেসেজ।

সাতটি সিম্বল আসলে প্রতিবর্ণীকরণ!

সিফারের মধ্যে সবচাইতে সহজ-সরল।

সিম্বলগুলো আসলে অক্ষর।

স্টোনম্যাসন স্কয়ার– L

স্বর্নের উপাদান– AU

গৃক সিগমা– *S*
গৃক ডেল্টা– *D*
অ্যালকেমিক্যাল মার্কারি– *E*
অউরোবোরোস– *O*

"*Laus Deo,*" ফিসফিস ক'রে বললো ল্যাংডন। খুবই পরিচিত এই লাটিন উক্তিটি–এর মানে 'ঈশ্বরের প্রশংসা করো'–ওয়াশিংটন মনুমেন্টের সর্বোচ্চ শিখরে এক ইঞ্চি উচ্চতার অক্ষরে খোদাই ক'রে লেখা আছে। প্রকাশ্যে রাখা আছে...তারপরও সবার কাছে অদৃশ্য।

Laus Deo

"ঈশ্বরের প্রশংসা করো," পেছন থেকে পিটার বললো, ঘরের ভেতর মৃদু একটি বাতি জ্বালিয়ে দিলো সে। "ম্যাসনিক পিরামিডের শেষ কোড।"

ঘুরে দাঁড়ালো ল্যাংডন। তার বন্ধু দাঁত বের ক'রে হাসছে। মনে পড়ে গেলো ম্যাসনিক লাইব্রেরিতে ঠিক এই কথাটাই পিটার তাকে বলেছিলো। *আমি তখনও ধরতে পারি নি।*

লিজেন্ডারি ম্যাসনিক পিরামিড তাকে এখানে নিয়ে আসাটা যে কতোটা যথার্থ হয়েছে সেটা বুঝতে পেরে তার গা শিউরে উঠলো...আমেরিকার মহান অবিলিস্কে–প্রাচীন মিস্টিক্যাল প্রজ্ঞার সিম্বল–এ দেশের হৃদপিণ্ডে মাথা উঁচু করে স্বর্গের অভিমুখে দাঁড়িয়ে আছে।

বিস্ময়ের ঘোরে ছোট্ট স্কয়ার রুমের ভেতর বাম থেকে ডান দিকে পুরো ঘুরে তাকালো ল্যাংডন। এবার আরেকটা দৃশ্য দেখার জানালা দেখতে পেলো সে।

দক্ষিণ।

দক্ষিণমুখী হতেই ল্যাংডনের চোখের সামনে হোয়াইট হাউজের আবছায়া অবয়বটি ধরা পড়লো। দিগন্ত রেখার দিকে তাকালো, যেখানে সিক্সটিন্থ স্ট্রিটটা চলে গেছে দক্ষিণে অবস্থিত হাউজ অব টেম্পলের দিকে।

আমি হেরেডোমের দক্ষিণে আছি।

পরের জানালায় চলে এলো সে। পশ্চিমে লম্বা আয়তক্ষেত্রের পানির পুল চলে গেছে লিনকন মেমোরিয়ালের দিকে। এটা ক্লাসিক্যাল গৃক স্থাপত্য, অ্যাথেন্সের প্যানথিয়ন থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তৈরি করা হয়েছে। এথেনার মন্দির–বীরত্বের দেবি।

আনুইট কোয়েপটিস, ভাবলো ল্যাংডন। *ঈশ্বর আমাদের দায়িত্ব লাঘব করে।*

শেষ জানালাটা দিয়ে ল্যাংডন দক্ষিণের টাইডাল বেসিনের কালচে জলরাশির দিকে তাকালো, ওখানেরাতের অন্ধকারে আলোকিত জেফারসন মেমোরিয়াল দাঁড়িয়ে আছে। ল্যাংডন জানে ঢালু হয়ে নেমে যাওয়া গম্বুজাকৃতির ছাদটি তৈরি করা হয়েছে প্যানথিয়েনের অনুকরণে, যা কিনা মহান রোমান দেবতাদের আবাসগৃহ।

চারদিক দেখার পর ল্যাংডন এবার ন্যাশনাল মলের এরিয়াল ছবিটার কথা ভাবলো–এটার চারটা হাত ওয়াশিংটন মনুমেন্ট থেকে কম্পাসের মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। *আমি আমেরিকার ক্রশরোডে দাঁড়িয়ে আছি।*

পিটার যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখারে ফিরে এলো ল্যাংডন। তার মেন্টর তার দিকে চোখ কুচকে চেয়ে আছে। "তো রবার্ট, এটাই সেটা। হারানো শব্দ। এখানেই এটা মাটি চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে। ম্যাসনিক পিরামিড এখানে নিয়ে এসেছে আমাদেরকে।"

ভিমড়ি খেলো ল্যাংডন।

"রবার্ট, তোমার চেয়ে বেশি যোগ্য আর কেউ নেই। আর আজকের রাতের মতো একটা রাতের পর আমার বিশ্বাস এটা জানার অধিকার জন্মেছে তোমার। লিজেন্ডে যেমনটি প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে, সিঁড়ির নীচেই হারানো শব্দ লুকিয়ে রাখা হয়েছে।" মনুমেন্টের দীর্ঘ সিঁড়িরটার সম্মুখভাগের দিকে ইশারা করলো সে।

ল্যাংডন মনে করেছিলো সবটাই বুঝতে পেরেছে সে কিন্তু এ কথা শুনে আবারো সে দ্বিধার মধ্যে পড়ে গেলো।

পকেট থেকে একটা ছোট্ট জিনিস বের করলো পিটার সলোমন। "এটার কথা কি তোমার মনে আছে?"

কিউব-আকৃতির বাক্সটা হাতে তুলে নিলো ল্যাংডন, বহু দিন আগে এটাই তার কাছে গচ্ছিত রেখেছিলো পিটার। "হ্যা...তবে আমার ধারণা এটা আমি খুব ভালোমতো রক্ষা করতে পারি নি।"

মুচকি হাসলো সলোমন। "সম্ভবত দিনের আলো দেখার মতো সময় এসে গেছে।"

পাথরের কিউটার দিকে তাকিয়ে ল্যাংডন ভাবতে লাগলো পিটার কেন এ জিনিসটা তার হাতে দিলো।

"এটা দেখতে তোমার কাছে কেমন মনে হচ্ছে?" জানতে চাইলো পিটার।

ভালো করে 1514 খলো ল্যাংডন। মনে পড়ে গেলো ক্যাথারিন যখন এটা প্রথম খুলেছিলো তখন তার কি মনে হয়েছিলো।

"একটা কর্নারস্টোন।"

"একদম ঠিক," জবাবে বললো পিটার। "কর্নারস্টোন সম্পর্কে হয়তো কিছু জিনিস তুমি জানো না। প্রথমত, কর্নারস্টোন স্থাপিত করার ব্যাপারটা এসেছে ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে।"

সায় দিলো ল্যাংডন। "বুক অব সামস্।"

"ঠিক বলেছো। সত্যিকরের কর্নারস্টোন সব সময়ই মাটির নীচে স্থাপন করা হয়–মাটির উপর থেকে কোনো ভবনের স্বর্গীয় আলোর অভিমুখে যাবার প্রথম ধাপের প্রতীক হিসেবে।"

ক্যাপিটলের দিকে তাকালো ল্যাংডন। মনে পড়ে গেলো এটার কর্নারস্টোন মাটির এতোটাই নীচে স্থাপন করা হয়েছে যে, আজকের দিনেও মাটি খুঁড়ে সেটার হদিস পাওয়া অসম্ভব।

"শেষ কথা হলো," সলোমন বললো, "তোমার হাতের পাথরের বাক্সটার মতো অনেক কর্নারস্টোনই ক্ষুদ্র একটি সিন্দুকের মতো...ভেতরটা ফাঁপা, যাতে করে ওটার মধ্যে সম্পদ লুকিয়ে রাখা যায়...টালিসম্যান, যদি চাও তো-ভবিষ্যতে ভবনটি আরো উঁচু হবার যে আশা তারই প্রতীক।"

এ ব্যাপারটাও ল্যাংডন ভালো করেই জানে। এমনকি আজকের দিনেও ম্যাসনরা কর্নারস্টোন স্থাপন করার সময় ওটার ভেতরে অর্থপূর্ণ কিছু জিনিস সিলগালা করে দেয়-টাইম ক্যাপসুল, ছবি, ঘোষণাপত্র, এমন কি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের দেহভস্ম পর্যন্ত।

"এ কথা তোমাকে বলার উদ্দেশ্য," সলোমন কথাটা বলেই সিঁড়ির দিকে তাকালো, "পরিস্কার করা উচিত।"

"তুমি মনে করছো এই মনুমেন্টের কর্নারস্টোনের ভেতর হারানো শব্দটি রেখে দেয়া হয়েছে?"

"আমি সেটা মনে করি না, রবার্ট। আমি সেটা জানি। হারানো শব্দটি এই মনুমেন্টের কর্নারস্টোনের ভেতর ৪ঠা জুলাই ১৮৪৮ সালে রেখে দেয়া হয়েছে পুরোপুরি ম্যাসনিক আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে।"

তার দিকে তাকিয়ে রইলো ল্যাংডন। "আমাদের ম্যাসনিক পূর্বপুরুষেরা একটা বাইবেল মাটির নীচে লুকিয়ে রেখে গেছে?!"

সায় দিলো পিটার। "অবশ্যই তারা করেছে। যে জিনিস মাটির নীচে রাখছে সেটার সত্যিকারের ক্ষমতা সম্পর্কে তারা ভালোভাবেই অবগত ছিলো।"

সারাটা রাত ল্যাংডন বিশাল আর জটিল জটিল সব কনসেপ্ট নিয়ে ভাবার চেষ্টা ক'রে গেছে...প্রাচীন রহস্য, হারানো শব্দ, হাজার বছর আগের সিক্রেটগুলো। সলিড কিছু চাচ্ছে সে, এসব জিনিস তার থেকে ৫৫৫ ফিট নীচে একটা কর্নারস্টোনে রাখা আছে পিটারের এমন দাবি সত্ত্বেও ল্যাংডন সেটা মেনে নিতে পারছে না। সারাটা জীবন রহস্য নিয়ে স্টাডি করা লোকজন এখনও লুকিয়ে রাখা সেই ক্ষমতার ভেতর প্রবেশ করতে সক্ষম হচ্ছে না। দুরারের *মেলেনকোলিয়া ১*'র কথা মনে পড়ে গেলো ল্যাংডনের-বিষন্ন এক প্রাজ্ঞজনের ছবি, অ্যালকেমির মিস্টিক্যাল রহস্য ভেদ করতে ব্যর্থ হয়ে চারপাশে নিজের সবধরণের যন্ত্রপাতি নিয়ে বসে আছে। *এইসব সিক্রেটগুলো যদি আনলক করা সম্ভবও হয়, সেগুলো একই জায়গায় পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না!*

যে কোনো জবাবের বেলায় ল্যাংডন সব সময় বিশ্বাস করেছে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা হাজার হাজার বই-পুস্তক আর পুঁথির মধ্যেই সেটা নিহিত আছে...পিথাগোরাস, হার্মেস, হেরাক্লিটাস, প্যারাসেলসাস এবং আরো শত শত পণ্ডিতের লেখায় সংকেতবদ্ধ অবস্থায় আছে সেটা। জবাবটা খুঁজে পাওয়া যাবে অ্যালকেমিদের

পুরনো বই-পুস্তক, মিস্টিসিজম, জাদু, এবং দর্শনে। জবাবটা লুকিয়ে রাখা আছে আলেক্সজান্দ্রিয়ার প্রাচীন লাইব্রেরিতে, সুমারের কাদামাটির শিলালিপিতে আর মিশরের হায়ারোগ্লিফসে।

"পিটার, আমি দুঃখিত," মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে শান্ত কণ্ঠে বললো ল্যাংডন। "প্রাচীন রহস্য বোঝার ব্যাপারটি আসলে জীবনভর একটি প্রক্রিয়া। আমি কল্পনাও করতে পারছি না একটি বাইবেল মানে *শব্দ* কি ক'রে মূলচাবিকাঠি হতে পারে।"

ল্যাংডনের কাঁধে হাত রাখলো পিটার। "রবার্ট, হারানো শব্দ আসলে কোনো 'শব্দ' নয়।" বিজ্ঞের মতো হাসলো সে। "আমরা এটাকে 'শব্দ' নামে ডাকি কারণ প্রচীনকালের পণ্ডিতেরা এটাকে এ নামেই ডাকতো...একেবারে শুরু থেকে।"

অধ্যায় ১৩০

***শুরুতেই** ছিলো শব্দ।*

ন্যাশনাল ক্যাথেড্রালের গ্রেট ক্রশিংয়ের সামনে ডিন গ্যালোয়ে হাটু মুড়ে বসে আমেরিকার জন্য প্রার্থনা করছেন। তিনি প্রার্থনা করছেন তার প্রিয় জন্মভূমি যেনো খুব শীঘ্রই শব্দের সত্যিকারের ক্ষমতাটি অনুধাবন করতে পারে–সব প্রাচীন মাস্টারের লিখিত প্রজ্ঞার রেকর্ড করা একটি সংগ্রহ–মহান পণ্ডিতেরা যে আধ্যাত্মিক সত্য শিক্ষা দিয়ে গেছে।

ইতিহাস জুড়েই মানবসভ্যতা অসংখ্য জ্ঞানী আর আলোকিত সব মানুষের চিন্তায় সমৃদ্ধ হয়েছে, যারা আধ্যাত্মিক এবং মানসিক রহস্যগুলো অন্য সবার চেয়ে ভালোভাবে বুঝতে সক্ষম ছিলো। এইসব জ্ঞানীদের মূল্যবান কথা–বুদ্ধ, জিশু, মোহাম্মদ, জেরোয়াস্টার এবং অসংখ্য ব্যক্তিবর্গ–যুগ যুগ ধরে প্রচারিত হয়ে আসছে সবচাইতে পুরনো এবং সবচাইতে দামি আধারের মাধ্যমে।

গ্রন্থ।

প্রতিটি সংস্কৃতিরই রয়েছে নিজস্ব গ্রন্থ–নিজেদের ভাষায়–প্রতিটি গ্রন্থই একে অন্যের চেয়ে ভিন্ন তারপরও তারা একই রকম। খৃস্টানদের জন্য বাইবেল হলো তাদের শব্দ, মুসলমানের জন্য কোরান, ইহুদিদের জন্য টোরাহ্, হিন্দুদের জন্য বেদ, এরকম আরো অসংখ্য।

আমেরিকার ম্যাসনিক পূর্বপুরুষদের কাছে বাইবেলই ছিলো শব্দ। তাসত্ত্বেও খুব অল্পসংখ্যক লোকেই এটার সত্যিকারের মেসেজটা অনুধাবন করতে পেরেছে।

আজরাতে গ্যালোয়ে ক্যাথেড্রালে সম্পূর্ণ একা, হাটু মুড়ে বসে আছেন তিনি, তার হাত শব্দের উপর রাখা–তার নিজের বহু পুরনো জরাজীর্ণ ম্যাসনিক বাইবেল। আর সব ম্যাসনিক বাইবেলের মতোই এই মূল্যবান গ্রন্থটিতে রয়েছে ওল্ড টেস্টামেন্ট, নিউ টেস্টামেন্ট এবং ম্যাসনিক দর্শনের অমূল্য সব লেখা।

গ্যালোয়ে অবশ্য লেখাগুলো আর পড়তে পারেন না, তবে সবটাই তার মুখস্ত আছে। সারা বিশ্বে অসংখ্য ভাষায় তার লক্ষ-লক্ষ ভায়েরা এর সুমহান মেসেজ পড়ে থাকে।

ওটাতে লেখা আছে :

> সময় একটি নদী...গ্রন্থ হলো তরী। সেই স্রোতধারায় অনেক গ্রন্থ তাদের অভিযাত্রা শুরু ক'রে কেবলমাত্র

> তলিয়ে গিয়ে এর বালিতে চিরকালের তরে হারিয়ে যাবার জন্য। অল্প কয়েকটি, খুবই অল্প কয়েকটি গ্রন্থ সময়ের পরীক্ষায় টিকে যায়, বেঁচে থাকে পরবর্তী যুগগুলোকে আর্শীবাদ করার জন্য।

অন্যগুলো যখন হারিয়ে গেছে তখন এইসব গ্রন্থ টিকে থাকার সঙ্গত কারণ রয়েছে। ধর্মে বিশ্বাসী একজন পণ্ডিত হিসেবে ডিন গ্যালোয়ে বিস্ময়ের সাথেই লক্ষ্য করেছেন প্রাচীন এইসব ধর্মগ্রন্থগুলো এ পৃথিবীর সবচাইতে পঠিত গ্রন্থ, কিন্তু সবচাইতে কম বোধগম্য গ্রন্থও বটে।

এইসব পৃষ্ঠাগুলোতে লুকিয়ে আছে চমকপ্রদ সব সিক্রেট।

খুব শীঘ্রই আলোকিত ভোর হবে, আর মানবসভ্যতা প্রাচীন শিক্ষার সহজ আর রূপান্তরিত সত্য অনুধাবন করতে পারবে...নিজের অসাধারণ প্রকৃতি বোঝার ক্ষেত্রে বিশাল এক উল্লম্ফন দেবে।

অধ্যায় ১৩১

যে সিঁড়িটা ওয়াশিংটন মনুমেন্ট বেয়ে নীচে নেমে গেছে সেটাতে মোট ৮৯৬টি ধাপ রয়েছে। লিফট ঘিরে নেমে গেছে সিঁড়িটা। ল্যাংডন এবং সলোমন সেই সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ আগে সলোমন তাকে যে কথাটা বলেছে সেটা এখনও মেনে নিতে বেগ পেতে হচ্ছে ল্যাংডনের *রবার্ট, এই মনুমেন্টের ফাঁপা কর্নারস্টোনের ভেতর আমাদের পূর্বপুরুষেরা এক কপি শব্দ রেখে দিয়েছেন–বাইবেল–এই সিঁড়ির পাদদেশে অন্ধকারে সেটা অপেক্ষা করছে।*

নীচে নামার সময় একটা ল্যান্ডিংয়ে পিটার হঠাৎ করেই থেমে দাঁড়ালো, টর্চটা দিয়ে দেয়ালে খোদাই করা বিশাল একটা মেডালিয়নের দিকে আলো ফেললো সে।

এটা আবার কি?! মেডালিয়নটা দেখে আৎকে উঠলো ল্যাংডন।

মেডালিয়নে আলখেল্লা পরা ভীতিকর একটি চরিত্র চিত্রিত করা আছে, একহাতে একটা কাস্তে ধরে একটা বালিঘড়ির পাশে হাটু গেঁড়ে বসে আছে। চরিত্রটার এক হাত উপরের দিকে তোলা, সেটার তর্জনী বিশাল একটা খোলা বাইবেলের দিকে তাক করা, যেনো বলতে চাচ্ছে : 'জবাবটা এখানেই নিহিত আছে।'

ল্যাংডন পিটারের দিকে তাকালো।

তার চোখে রহস্য খেলা করছে। "আমি চাই তুমি একটা জিনিস বিবেচনা করবে।" ফাঁকা সিঁড়িতে তার কণ্ঠটা প্রতিধ্বনি তুললো। "বাইবেল হাজার হাজার বছরের টালমাটাল সময় পেরিয়ে আজো টিকে আছে, এর কারণটা কি বলে মনে করো তুমি? এটা কি এজন্যে যে এর গল্পগুলো খুবই অসাধারণ? অবশ্যই না...তবে কারণ তো একটা আছেই। খৃস্টান সাধু আর যাজকেরা সারাজীবন ধরে এটার অর্থোদ্ধার করার চেষ্টা ক'রে যাচ্ছে তারও কারণ আছে। ইহুদি মিস্টিক আর কাব্বালিস্টরা যে ওল্ড টেস্টামেন্ট পাঠ করে সেটারও কারণ আছে। আর সেই কারণটা হলো এই প্রাচীন গ্রন্থের পৃষ্ঠাগুলোর মধ্যে কতোগুলো শক্তিশালী সিক্রেট লুক্কায়িত অবস্থায় রয়েছে...বিশাল এক অনাবিষ্কৃত প্রজ্ঞার ভাণ্ডার অপেক্ষা করছে উন্মোচিত হবার জন্য।"

পবিত্র ধর্ম গ্রন্থে যে লুক্কায়িত অর্থ, গোপন মেসেজ ধাঁধা, প্রতীক আর গল্পের আকারে রাখা আছে সে ধারণার সাথে ল্যাংডন বেশ পরিচিত।

"পয়গম্বর আমাদের সতর্ক ক'রে দিয়েছেন," পিটার বলতে লাগলো, "তাদের সিক্রেটগুলো যে ভাষায় বিবৃত করা হয়েছে সেটা একেবারেই *ক্রিপ্টিক* কিংবা বলতে পারো রহস্যময়। মার্কের গসপেল আমাদের বলে, 'তোমাদেরকে রহস্য জানতে দেয়া হয়েছে...তবে সেটা গল্পের আকারে।' করিয়ানথিয়ান 'গুপ্তজ্ঞান' সম্পর্কে বলার সময়

সতর্ক ক'রে বলেছে জ্ঞানীরা 'রহস্যময়' হয়ে থাকে। জনের গসপেলে আগেভাগেই সাবধান ক'রে দিয়ে বলা আছে : 'আমি তোমাদের সাথে গল্পে গল্পে কথা বলবো...এবং ব্যবহার করবো ডার্ক সেইং।'

Dark sayings, ল্যাংডন ভাবলো। এই অদ্ভুত কথাটি প্রোভার্ব এবং সামস্ ৭৮-এ বার বার দেখা যায়। *আমি গল্পের আকারে বলবো, একেবারে পুরনো সেই ডার্ক সেইং ব্যবহার করে।* ল্যাংডন জানতে পেরেছে *Dark sayings* দিয়ে 'শয়তান'-এর বলা কথা বোঝানো হয় নয়, বরং এর সত্যিকারের অর্থ হলো আলো থেকে আড়াল করা কিংবা অন্ধকারাচ্ছন্ন।

"তোমার যদি সন্দেহ থেকে থাকে তবে বলছি," পিটার বললো, "করিনথিয়ান্সে পরিস্কার ভাষায় বলা আছে গল্পগুলোর দুই স্তরের অর্থ রয়েছে 'শিশুদের জন্য দুধ আর বড়দের জন্য রুটি'–এখানে দুধ হলো অপরিপক্ক মস্তিষ্কের উপযোগী পাঠ আর রুটি হচ্ছে পরিপক্ক মানুষের জন্য সত্যিকারের মেসেজ।"

বাইবেলের দিকে আঙুল তুলে রাখা আলখেল্লা পরা চরিত্রটির উপর টর্চের আলো ফেললো পিটার। "আমি জানি তুমি একজন সংশয়বাদী, রবার্ট। তবে এটা একটু লক্ষ্য করো। বাইবেলে যদি গুপ্তঅর্থ না-ই থাকতো তবে ইতিহাসে অসংখ্য মেধাবী আর প্রতিভাবান ব্যক্তিরা–তার মধ্যে অসাধারণ বিজ্ঞানী এবং রয়্যাল সোসাইটির সদস্যও রয়েছে–এটা এতো আগ্রহভরে কেন পাঠ করতেন, কেন এটা নিয়ে দিনের পর দিন তারা স্টাডি ক'রে গেছেন? স্যার আইজ্যাক নিউটন বাইবেলে উপর লক্ষ লক্ষ শব্দের লেখা লিখে গেছেন, তিনি দাবি করেছেন বাইবেলের মধ্যে লুকিয়ে থাকা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানগুলোর অর্থোদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন!"

ল্যাংডন জানে কথাটা সত্যি।

"আর স্যার ফ্রান্সিস বেকন," বলতে লাগলো পিটার, "যে পণ্ডিত ব্যক্তিকে রাজা জেমস ভাড়া করেছিলেন কিং জেমস বাইবেল রচনা করার জন্য, তিনি একদম নিশ্চিত ছিলেন যে বাইবেলে অসংখ্য গুপ্ত অর্থ রয়েছে। তিনি নিজেও বাইবেলের অনুসারে নিজস্ব কিছু কোড লিখে গেছেন যা আজো স্টাডি করা হয়! অবশ্য তুমি জানো বেকন একজন রক্রুশিয়ানি ছিলেন, *দ্য উইসডম অব দি এনসাইন্ট* বইয়ের লেখক তিনি।" পিটার হাসলো। "এমনকি প্রবাদতুল্য কবি উইলিয়াম ব্লেক ইঙ্গিত করেছেন আমাদের আসলে লুকানো অর্থগুলো পড়ে দেখা উচিত।"

ল্যাংডন এই পংক্তিটার সাথে বেশ পরিচিত :

দিন আর রাত বাইবেল পড়ি আমরা,
তবে তুমি পড়ো কালো আর আমি পড়ি সাদা।

"আর এ রকম কথা কেবল যে ইউরোপিয়ান পণ্ডিতেরাই বলেছেন তা নয়," সিঁড়ি দিয়ে এবার খুব দ্রুত নামছে পিটার। "এখানেও, এই তরুণ আমেরিকান জাতির অনেক জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি এ রকম কথা বলে গেছেন–জন এডামস, বেনজামিন ফ্রাঙ্কলিন, টমাস পেইন–তারা সবাই সতর্ক ক'রে দিয়েছেন বাইবেলকে আক্ষরিক অর্থে ধরে নিলে বিপদের সম্ভাবনা আছে। টমাস জেফারসন বিশ্বাস করতেন, বাইবেলের সত্যিকারের মেসেজগুলো লুকানো অবস্থায় আছে। তিনি বাইবেল পুণরায় সম্পাদনা করেছিলেন। তার নিজের ভাষায়, 'কৃত্রিমতা পরিহার করে সত্যিকারের নীতিকে পুণপ্রতিষ্ঠা করা।' "

এটাও ল্যাংডনের জানা ছিলো। বর্তমান সময়েও জেফারসন বাইবেল ছাপা হয়ে থাকে, ওটার মধ্যে অনেক বিতর্কিত জিনিস রয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, কুমারির সন্তান জন্মদান এবং পুনরুত্থানের অংশগুলো বাদ দেয়া। অবিশ্বাস্য ব্যাপার হলো উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত কংগ্রেসের নবীন সদস্যদের প্রত্যেককে জেফারসন বাইবেল প্রদান করা হোতো।

"পিটার তুমি জানো, এসব বিষয় নিয়ে আমিও আগ্রহী, জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিরা ধর্মগ্রন্থগুলোর মধ্যে গুপ্ত অর্থ খুঁজে বেড়ানোর কারণটাও আমি জানি, কিন্তু আমার কাছে এটা কোনোভাবেই যৌক্তিক ব'লে মনে হয় না। যেকোনো দক্ষ শিক্ষক তোমাকে বলবে কোডের মাধ্যমে কানোভাবেই শিক্ষাদান করা সম্ভব নয়।"

"বুঝলাম না?"

"শিক্ষকেরা শেখায়, পিটার। আমরা পরিস্কার ক'রে বলি। তাহলে মহান মহান সব পয়গম্বরেরা–যাদেরকে সর্বযুগের মহান শিক্ষক বলা হয়ে থাকে–নিজেদের শিক্ষা এরকম প্রহেলিকার মধ্য দিয়ে দেবে, রহস্য তৈরি করবে কেন? তারা যদি এ বিশ্বকে বদলে দেবার জন্যই শিক্ষা দিয়ে থাকে তো জটিল জটিল সব কোডের মাধ্যমে কেন দেবে? পরিস্কার ক'রে খোলাখুলি বলবে না কেন? সহজ-সরল ভাষায় বললেই তো সবার কাছে সেটা বোধগম্য হবে।"

পিটার তার দিকে তাকালো। প্রশ্নটা শুনে খুব অবাক হয়েছে ব'লে মনে হচ্ছে। "রবার্ট, যে কারণে প্রাচীন রহস্যের মতবাদগুলো গোপনভাবে শিক্ষা দিয়ে থাকে ঠিক একই কারণে বাইবেল খোলাখুলিভাবে সব বলে নি...আর ঐ একই কারণে নবীন কাউকে প্রাচীনকালের গোপন শিক্ষা দেবার আগে ইনিশিয়েট করা হয়...এই কারণেই অদৃশ্য কলেজের বিজ্ঞানীরা তাদের জ্ঞান অন্য কারো সাথে শেয়ার করতে অস্বীকৃতি জানায়। এই তথ্যটা খুবই শক্তিশালী, রবার্ট। প্রাচীন রহস্যগুলো খোলা কোনো ছাদের উপর দাঁড়িয়ে চিৎকার ক'রে বলার মতো কোনো জিনিস নয়। এই রহস্যগুলো প্রজ্জ্বলিত মশালের মতো, কোনো মাস্টারের হাতে পড়লে এটা তোমাকে সঠিক পথ দেখাতে পারে, কিন্তু দুষ্টু এবং উন্মাদ কারোর হাতে পড়লে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে এ পৃথিবী ছারখার ক'রে দেয়ার ক্ষমতাও এর রয়েছে।"

ল্যাংডন একটু থেমে গেলো। *সে কি বলছে?* "পিটার আমি বাইবেলের কথা বলছিলাম। তাহলে তুমি কেন প্রাচীন রহস্যের প্রসঙ্গ টেনে আনলে?"

তার দিকে তাকালো পিটার। "রবার্ট, তুমি কি বুঝতে পাচ্ছো না? প্রাচীন রহস্য আর বাইবেল একই জিনিস।"

অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে রইলো ল্যাংডন।

কিছুক্ষণ চুপ থেকে মনে মনে কথাটা গুছিয়ে নিলো পিটার। "যেসব গ্রন্থের মাধ্যমে রহস্যগুলো যুগের পর যুগ ধরে প্রবাহিত হয়েছে বাইবেল তাদের মধ্যে অন্যতম। এর পৃষ্ঠাগুলো আমাদের কাছে সিক্রেটগুলো বলার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। বুঝতে পারছো না? বাইবেলের *dark sayings* হলো প্রাচীনদের সিফিসানি, তাদের সমস্ত সিক্রেট জ্ঞান আমাদের কাছে চুপি চুপি বলে দিচ্ছে।"

ল্যাংডন কিছুই বললো না। সে যেমনটি বুঝতে পেরেছে তাতে ক'রে প্রাচীন রহস্যগুলো আসলে একধরণের নির্দেশিকা যা কিনা মানবমনের সুপ্তক্ষমতার সাথে পরিচয় করিয়ে দেবার একটি সংযোগের সন্ধান দেয়...কোনো ব্যক্তির পক্ষে অ্যাপোথিওসিস হবার একটি রেসিপি। রহস্যের ক্ষমতা রয়েছে এ কথা কখনও সে মেনে নেয় নি। আর এইসব রহস্যের দ্বার উন্মোচনের জন্য বাইবেলের মধ্যে একটা চাবি লুকিয়ে রাখা হয়েছে এ কথাটা তার কাছে একেবারেই অসম্ভব ব'লে মনে হয়।

"পিটার, বাইবেল এবং প্রাচীন রহস্য একদম বিপরীত জিনিস। রহস্যগুলো বলছে তোমার ভেতরেই ঈশ্বর আছে...মানুষই ঈশ্বর। আর বাইবেল বলছে ঈশ্বর তোমার উপরে অবস্থান করছে। তিনি তোমার প্রভু...মানুষ হলো ক্ষমতাহীন পাপীবান্দা।"

"হ্যা! ঠিক বলেছো! তুমি একেবারে আসল সমস্যার দিকে আঙুল তুলে দেখাচ্ছো! যে মুহূর্তে মানুষ নিজেকে ঈশ্বরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে ঠিক তখন থেকেই শব্দের সত্যিকারের অর্থটি হারিয়ে গেছে। প্রাচীনকালের পণ্ডিতদের কণ্ঠস্বর এখন তলিয়ে গেছে অতল গহ্বরে। হারিয়ে গেছে আত্মপ্রচার সর্বস্ব লোকজনের ভীড়ে, যারা দাবি করে কেবলমাত্র তারাই শব্দের অর্থ বোঝে...এই শব্দ তাদের ভাষায় লেখা হয়েছে।"

সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করলো আবার।

"রবার্ট, তুমি এবং আমি দু'জনেই ভালো ক'রে জানি প্রাচীনেরা যদি তাদের শিক্ষাগুলোকে বিকৃত হতে দেখতো তাহলে কতোটাই না মুষড়ে পড়তো তারা...যেভাবে ধর্ম নিজেকে স্বর্গে যাবার একটি টোল-বুথ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে...এর ফলেই যোদ্ধারা যুদ্ধে যাবার আগে বিশ্বাস করে ঈশ্বর তাদের সাথে আছেন। আমরা শব্দ হারিয়ে ফেলেছি, তারপরও এর সত্যিকারের অর্থ আমাদের নাগালের মধ্যেই আছে, ঠিক আমাদের চোখের সামনে। টিকে যাওয়া সমস্ত ধর্মগ্রন্থেই এটার অস্তিত্ব রয়েছে, বাইবেল থেকে ভগবত গীতা, কোরান এবং অন্যসব গ্রন্থে। এইসব ধর্মগ্রন্থই ফৃম্যাসনারিদের বেদীতে সম্মানের সাথে রাখা হয় কারণ ম্যাসনরা বুঝতে পারে এই পৃথিবী কি ভুলে গেছ...এইসব ধর্মগ্রন্থের

প্রত্যেকটিই নিজের মতো ক'রে চুপিচুপি একটা মেসেজ দিয়ে যাচ্ছে।" আবেগে কাঁপছে পিটারের কণ্ঠ। " 'তুমি জানো না তুমি নিজেই ঈশ্বর' ।"

যেভাবে আজরাতে এই প্রাচীন প্রবাদটি উঠে এসেছে তাতে ক'রে ল্যাংডন বেশ অবাকই হয়েছে বলা চলে। গ্যালোয়ের সাথে কথা বলার সময় এবং ক্যাপিটল ভবনে জর্জ ওয়াশিংটনের অ্যাপোথিওসিস ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এ প্রবাদটি তার মধ্যেও প্রতিধ্বনি তুলেছিলো।

কণ্ঠটা খাদে নামিয়ে আনলো পিটার। "বুদ্ধ বলেছেন, 'তুমি নিজেই তোমার ঈশ্বর।' জিশু শিক্ষা দিয়েছেন, 'তোমার ভেতরেই রয়েছে ঈশ্বরের রাজত্ব,' এমনকি প্রমিথিউস আমাদের বলেছেন, 'যে কাজ আমি করেছি তোমরাও সেটা করতে পারবে...করতে পারবে তারচেয়েও বিশাল কিছু।' প্রথম পোপ-বিরোধী হিপোলাইটাস অব রোম উদ্ধৃত করেছেন ঠিক একই মেসেজ। প্রথম নস্টিক শিক্ষক মনিমাস উচ্চারণ করেছেন 'ঈশ্বর অন্বেষণ পরিত্যাগ করো...তার বদলে নিজেকে বসাও সেখানে।' "

হাউজ অব টেম্পলের ছবিটা ভেসে উঠলো ল্যাংডনের চোখের সামনে, যেখানে ম্যাসনিক চেয়ারগুলোতে দুটো শব্দ লেখা আছে : *নিজেকে জানো।*

"একবার এক জ্ঞানী লোক আমাকে বলেছিলেন," পিটার বললো, তার কণ্ঠটা এখন ম্রিয়মান শোনাচ্ছে, "ঈশ্বর এবং তোমার মধ্যে একমাত্র পার্থক্য হলো তুমি ভুলে গেছো, তুমিও স্বর্গীয়।"

"পিটার, তোমার কথা শুনলাম–মনোযোগ দিয়েই শুনলাম। আমি একজন ঈশ্বর এ কথাটা বিশ্বাস করতে আমারও ভালো লাগবে। কিন্তু আমি এ পৃথিবীর বুকে কোনো ঈশ্বরকে হেটে বেড়াতে দেখি না। কোনো সুপারম্যানকেও দেখি না। তুমি হয়তো বাইবেল কিংবা অন্যসব ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত অলৌকিক ঘটনাগুলোর কথা বলবে, কিন্তু ওগুলো তো সবই বহু পুরনো গল্প, মানুষ নিজেই সেসব লিখেছে আর সময়ের আবর্তে আরো বেশি ফুলে ফেঁপে এ পর্যায়ে এসে পৌছেছে।"

"হয়তো," বললো পিটার। "কিংবা এমনও হতে পারে ঐসব প্রাচীনদের জ্ঞান অনুধাবন করার জন্য আমাদের বিজ্ঞানকে আরো বেশি অগ্রসর হতে হবে।" একটু থেমে আবার বললো সে, "মজার ব্যাপার হলো...আমি বিশ্বাস করি ক্যাথারিনের বিজ্ঞান এ কাজ করতে সক্ষম হবে।"

ল্যাংডনের এবার মনে পড়ে গেলো হাউজ অব টেম্পল থেকে ক্যাথারিন তড়াহুড়া ক'রে বের হয়ে গিয়েছিলো। "আচ্ছা, ক্যাথারিন কোথায় গেছে?"

"কিছুক্ষণের মধ্যেই সে এখানে চলে আসবে," দাঁত বের ক'রে হেসে বললো পিটার। "একটা সুখবর নিশ্চিত করতে গেছে সে।"

মনুমেন্টের বেইজের বাইরে রাতের ঠাণ্ডা বাতাস বুক ভরে নিতেই নিজেকে চাঙ্গা চাঙ্গা বলে মনে হলো পিটার সলোমনের। ল্যাংডনকে মাথা চুলকাতে চুলকাতে মাটির দিকে

তাকিয়ে গভীরভাবে তাকাতে দেখে তার খুব মজা লাগছে। অবিলিস্কের পাদদেশের চারপাশটা ভালো ক'রে দেখে নিচ্ছে সে।

"প্রফেসর," ঠাট্টার সুরে বললো পিটার, "যে কর্নারস্টোনে বাইবেলটি রাখা আছে সেটা মাটির নীচে রয়েছে। বইটার নাগাল তুমি পাবে না তবে তোমাকে আশ্বস্ত ক'রে বলছি ওটা এখানেই আছে।"

"তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি," একটু চিন্তামগ্ন দেখাচ্ছে তাকে। "এইমাত্র...একটা জিনিস খেয়াল করলাম আমি।"

একটু পিছিয়ে গিয়ে বিশাল প্লাজাটা ভালো ক'রে দেখে নিলো ল্যাংডন। এই প্লাজার উপরেই ওয়াশিংটন মনুমেন্টটি দাঁড়িয়ে আছে। বৃত্তাকারের চত্বরটি সাদা পাথরে তৈরি...কেবল দুটো কালো রঙের পাথর বাদে, যা কিনা মনুমেন্টের চারপাশে দুটো এককেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্ত তৈরি করেছে।

হেসে ফেললো পিটার। তার চোখে কিছুই এড়ায় না। "হ্যা, বিশাল সারকামপাঙ্কচ...ঈশ্বরের সার্বজনীন প্রতীক...ঠিক আমেরিকার ক্রশরোডে সেটা অবস্থিত।" একটু লজ্জা পেলো মনে হচ্ছে। "আমি নিশ্চিত এটা নিতান্তই কাকতালীয় একটি ব্যাপার।"

মনে হলো ল্যাংডন আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। আলোকিত মিনারটি বেয়ে তার চোখ দুটো উপরে উঠে যাচ্ছে ক্রমশ। শীতের অন্ধকার আকাশে জ্বলজ্বল করছে সেটা।

পিটার টের পেলো এই সৃষ্টিটার সত্যিকারের রূপ দেখতে শুরু করেছে ল্যাংডন...প্রাচীন প্রজ্ঞার একটি নীরব স্মারক। মহান এক জাতির বুকে আলোকিত এক ব্যক্তির আইকন। মনুমেন্টের শীর্ষে অ্যালুমিনিয়ামের অংশটি দেখতে না পারলেও পিটার জানে ওটা ওখানেই আছে, স্বর্গের অভিমুখে মানুষের আলোকিত মন।

Laus Deo

"পিটার?" ল্যাংডন এমনভাবে তার দিকে ছুটে এলো যেনো মিস্টিক্যাল কিছু অনুধাবন করতে পেরেছে। "আমি প্রায় ভুলেই গেছিলাম," পকেট থেকে পিটারের ম্যাসনিক স্বর্নের আঙটিটা বের ক'রে আনলো। "সারাটা রাত এটা তোমাকে ফিরিয়ে দেবার জন্য উন্মুখ হয়ে ছিলাম।"

"ধন্যবাদ রবার্ট।" পিটার তার বাম হাতটা বাড়িয়ে আঙটিটা নিয়ে প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকালো সেটার দিকে। "জানো, এই আঙটিটা এবং ম্যাসনিক পিরামিডকে ঘিরে থাকা সমস্ত রহস্য আর সিক্রেটগুলো...আমার জীবনে অপরিসীম প্রভাব রেখেছে। খুব অল্প বয়সেই আমার হাতে পিরামিডটা তুলে দিয়ে বলা হয়েছিলো এরমধ্যে মিস্টিক্যাল সিক্রেট লুকিয়ে রাখা আছে। এটার উপস্থিতি আমাকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করে এই পৃথিবীতে অনেক অনেক রহস্য রয়েছে। এটা আমার কৌতুহলকে উস্‌কে দেয়, বিস্ময়ে খোরাক যোগায়, এবং প্রাচীন রহস্যগুলোকে বোঝার জন্য আমার মনকে উন্মুক্ত করতে প্রেরণা দেয়।" নীরবে হেসে আঙটিটা পকেটে রেখে দিলো সে। "এখন আমি বুঝতে পেরেছি

প্রশ্নের জবাব প্রকাশ করা ম্যাসনিক পিরামিডের সত্যিকারের উদ্দেশ্য নয়, বরং এইসব প্রশ্নের জবাবকে ঘিরে আমাদের আগ্রহ তৈরি করাই এর আসল উদ্দেশ্য।"

মনুমেন্টের নীচে তারা দু'জন অনেকটা সময় পর্যন্ত নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইলো।

অবশেষে ল্যাংডন যখন কথা বললো খুবই সিরিয়াস শোনালো তার কণ্ঠটা। "বন্ধু হিসেবে...তোমার কাছে আমি একটা জিনিস চাইবো।"

"অবশ্যই। বলো।"

ল্যাংডন তার অনুরোধটি জনালো...বেশ দৃঢ়তার সাথেই।

মাথা নেড়ে সায় দিলো সলোমন। "আচ্ছা, যাবো।"

এক্ষুণি," ল্যাংডন বললো। অপেক্ষারত এস্কেলেডের দিকে ইশারা করলো সে।

"ঠিক আছে...তবে একটা শর্ত আছে।"

চোখ দুটো গোল গোল ক'রে মুচকি হাসলো ল্যাংডন। "যেভাবেই হোক তুমি তোমারটাই বজায় রাখো।"

"হ্যা। তোমাকে এবং ক্যাথারিনকে শেষ একটা জিনিস দেখানো বাকি আছে।"

"এই সময়ে?" হাতঘড়িতে সময় দেখে বললো ল্যাংডন।

বন্ধুর দিকে চেয়ে উষ্ণ আর আন্তরিকভাবে হাসলো সলোমন। "এটা ওয়াশিংটনের সবচাইতে অসাধারণ সম্পদ...তবে খুব, খুবই কম লোক সেটা দেখেছে।"

অধ্যায় ১৩২

ওয়াশিংটন মনুমেন্টের বেইজের দিকে তাড়াহুড়া ক'রে যাবার সময় ক্যাথারিন সলোমনের মনে হলো তার হৃদপিণ্ডটা খুব হালকা বোধ হচ্ছে। আজরাতে মারাত্মক সব ট্র্যাজেডি আর ভীতিকর ঘটনার মুখোমুখি হয়েছে সে, তারপরও নিজের চিন্তাভাবনাগুলো এখন অনেকটাই ধাতস্থ হয়ে উঠেছে, আর সেটা হয়েছে কিছুক্ষণ আগে পিটার যখন তাকে একটি সুসংবাদ জানালো তারপর থেকেই....সেই খবরটার সত্যতা নিজের চোখে দেখে এসেছে।

আমার রিসার্চগুলো নিরাপদ আছে। সবগুলোই।

তার ল্যাবের হলোগ্রাফিক ডাটা ড্রাইভগুলো আজরাতে ধ্বংস ক'রে ফেলা হয়েছিলো, কিন্তু কিছুক্ষণ আগে হাউজ অব টেম্পলে তার ভাই পিটার তাকে জানিয়েছে সে নাকি ক্যাথারিনের নোয়েটিক সায়েন্সের সমস্ত কাজের ব্যাকআপ সঙ্গোপনে এসএমএসসি'র এক্সিকিউটিভ অফিসে রেখে দিয়েছে। *তুমি তো জানোই তোমার গবেষণার কাজ নিয়ে আমি খুবই উচ্ছ্বসিত*, তাকে বলেছে পিটার, *আর তোমাকে কোনো রকম বিরক্ত না করেই এ কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে জানার জন্যে উদগ্রীব হয়ে থাকি আমি।*

"ক্যাথারিন?" ভরাট একটি কণ্ঠ তাকে ডাকলো।

মুখ তুলে তাকালো সে।

আলোকিত মনুমেন্টের বেইজে একটা আবছায়া অবয়ব দাঁড়িয়ে আছে।

"রবার্ট!" দৌড়ে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলো ক্যাথারিন।

"সুসংবাদটা আমি শুনেছি," ল্যাংডন বললো, "এখন নিশ্চয় স্বস্তিতে আছো।"

আবেগে তার গলা কেঁপে উঠলো। "অবিশ্বাস্য ব্যাপার।" যে রিসার্চের কাজগুলো পিটার রক্ষা করেছে সেগুলো অসাধারণ এক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দলিল। মানব মস্তিষ্কের চিন্তাভাবনাগুলো একেবারেই বাস্তব জিনিস এবং সেটা পরিমাপযোগ্য শক্তি। ক্যাথারিনের এক্সপেরিমেন্ট দেখিয়েছে মানুষের চিন্তা আইস-ক্রিস্টাল থেকে শুরু করে র‍্যান্ডম-ইভেন্ট জেনারেটর, এমনকি সাব-অ্যাটমিক কণাগুলোর মুভমেন্ট পর্যন্ত সব কিছুর উপরেই প্রভাব ফেলতে পারে। এর ফলাফল এতোটাই শক্ত প্রমাণের উপর দাঁড়িয়ে আছে যে সংশয়বাদীদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হিসেবে তুলে ধরাটা সময়ের ব্যাপার মাত্র। আর বৈশ্বিক চেতনার জগতে এটি যে ব্যাপক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহই নেই। "সবকিছু বদলে যাবে, রবার্ট। সবকিছু।"

"পিটারও এরকম ভাবছে।"

তার ভায়ের দিকে তাকালো ক্যাথারিন।

"অবশেষে হাসপাতালে যাবার জন্য রাজি করিয়েছি তাকে," ল্যাংডন বললো।

হাফ ছেড়ে বাঁচলো ক্যাথারিন। "ধন্যবাদ তোমাকে।"

"সে আমাকে বলেছে তোমার জন্য নাকি অপেক্ষা করছে।"

সায় দিলো ক্যাথারিন। তার দৃষ্টি জ্বলজ্বলে সাদা অবিলিস্কটার দিকে গেলো। "সে বলেছে তোমাকে এখানে নিয়ে আসবে। *Laus Deo* সম্পর্কিত কিছু দেখাতে। তবে সে এর বেশি কিছু বলে নি।"

ক্লান্তভাবে হাসলো ল্যাংডন। "এটা পুরোপুরি বুঝতে পেরেছি কিনা সে ব্যাপারে আমি এখনও নিশ্চিত নই।" মনুমেন্টের শীর্ষে তাকালো সে। "আজরাতে তোমার ভাই এতো কিছু বলেছে যে সবগুলো মাথার মধ্যে ঢোকাতেও পারি নি।"

"দাঁড়াও, আমাকে বলতে দাও," বললো ক্যাথারিন। "প্রাচীন রহস্য, বিজ্ঞান এবং ধর্মগ্রন্থ?"

"একদম ঠিক।"

"আমার ভুবনে স্বাগতম তোমায়।" চোখ টিপে বললো ক্যাথারিন। "এসবের সাথে আমাকে অনেক দিন আগেই পরিচয় করিয়ে দিয়েছে পিটার। আমার রিসার্চে এটা বেশ ভালো কাজে দিয়েছে।"

"তার বলা কিছু কথা এমনিতেই বুঝতে পেরেছি," মাথা ঝাঁকিয়ে বললো ল্যাংডন। "কিন্তু বুদ্ধিতে..."

হেসে ফেললো ক্যাথারিন। দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো তাকে। "রবার্ট, এ ব্যাপারে অবশ্য আমি তোমাকে বেশ সাহায্য করতে পারবো।"

ক্যাপিটল ভবনের অনেক ভেতরে আর্কিটেক্ট ওয়ারেন বেলামি একটা ফাঁকা হলওয়ে দিয়ে হেটে যাচ্ছে।

আজরাতে শুধুমাত্র একটা জিনিসই বাকি রয়ে গেছে, মনে মনে বললো সে।

নিজের অফিসে এসে ড্রয়ার থেকে একটা পুরনো চাবি বের করলো বেলামি। কালো লোহার লম্বা একটা চাবি, মার্কিংগুলো ম্রিয়মান হয়ে গেছে। পকেটে সেটা রেখে তার মেহমানদের জন্য প্রস্তুত হলো সে।

রবার্ট ল্যাংডন এবং ক্যাথারিন সলোমন ক্যাপিটল ভবনে আসার পথে আছে এখন। পিটারের অনুরোধে বেলামি তাদেরকে বিরল একটি সুযোগ দেবে—এই ভবনের সবচাইতে চমকপ্রদ সিক্রেটটা স্বচক্ষে দেখার দূর্লভ সুযোগ...এটা শুধুমাত্র আর্কিটেক্টই তাদেরকে দেখাতে পারবে।

অধ্যায় ১৩৩

ক্যাপিটল রটুন্ডার মেঝের অনেক উঁচুতে বৃত্তাকারের ক্যাটওয়াকের উপর নাভার্সভাবে একটু একটু ক'রে এগিয়ে যাচ্ছে রবার্ট ল্যাংডন। ক্যাটওয়াকের একটু উপরেই ক্যাপিটলের গম্বুজটা। রেলিং দিয়ে ভয়ে ভয়ে নীচের দিকে তাকাতেই উচ্চতার কারণে ভিমড়ি খেলো সে। এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না মাত্র দশ ঘণ্টা আগে নীচের ঐ মেঝেতেই পিটার সলোমনের কর্তিত হাতটা রেখে দেয়া হয়েছিলো।

ঠিক সে জায়গায়, একশ' আশি ফিট নীচে ক্যাপিটলের আর্কিটেক্টকে ছোট্ট একটা বিন্দুর মতো দেখা যাচ্ছে এখন। মেঝে দিয়ে হেটে যাচ্ছে সে, মুহূর্তেই কোথায় যেনো উধাও হয়ে গেলো ভদ্রলোক। বেলামি নিজেই ল্যাংডন আর ক্যাথারিনকে এই বেলকনিতে এনে কিছু ইস্ট্রাকশন দিয়ে আবার চলে গেছে।

পিটারের ইস্ট্রাকশন।

বেলামির দেয়া পুরনো লোহার চাবিটার দিকে তাকালো ল্যাংডন। এরপর সংকীর্ণ একটা সিঁড়ির দিকে, ওটা চলে গেছে উপরের দিকে...আরো উপরে! *ঈশ্বর আমাকে সাহায্য করো।* আর্কিটেক্টের ভাষায় এই সিঁড়িটা দিয়ে আরেকটু উপরে উঠলেই লোহার একটা গেট দেখতে পাবে তারা, সেই গেটটা খোলা যাবে এই চাবিটা দিয়ে।

সেই দরজার পরে যে জিনিসটা আছে সেটা ল্যাংডন আর ক্যাথারিনকে দেখার জন্যেই পিটার তাদেরকে এখানে পাঠিয়েছে। পিটার অবশ্য সবটা খুলে বলে নি, শুধু কিছু নির্দেশ আর ঠিক কখন দরজাটা খুলতে হবে সেটা নির্দিষ্ট ক'রে বলে দিয়েছে। *একটা দরজা খোলার জন্য আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে? কেন?*

আবারো হাতঘড়িটার দিকে তাকাতেই মেজাজটা বিগড়ে গেলো তার।

পকেটে চাবিটা রেখে ফাঁকা জায়গার ওপারে বেলকনির বিপরীত দিকে তাকালো সে। বৃত্তাকার রেলিং দিয়ে ক্যাথারিন তার চেয়ে অনেক দ্রুত হেটে ওখানে চলে গেছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে উচ্চতা নিয়ে মোটেও মাথা ঘামাচ্ছে না। এখন বৃত্তের প্রায় অর্ধেকটা পাড়ি দিয়ে ফেলেছে ক্যাথারিন। তাদের মাথার উপর ব্রুমিদি'র *অ্যাপোথিওসিস অব ওয়াশিংটন*'র দিকে মুগ্ধ চোখে চেয়ে আছে সে। এখান থেকে পনেরো ফিট উঁচু ফিগারটা আরো ভালোভাবে দেখা যায়।

ক্যাথারিনের দিকে ফিরে আস্তে ক'রে বললো ল্যাংডন, "ক্যাথারিন সত্যি ক'রে বলবে। তুমি কেন রবার্টকে এভাবে ফেলে রেখে গেলে?"

এই গম্বুজের ব্যাপারে ক্যাথারিনের বেশ ভালো রকম অভিজ্ঞতাই আছে, কারণ ল্যাংডনের কথাটার মারাত্মক প্রতিধ্বনি হলেও সে চমকে উঠলো না। "কারণ রবার্ট

একটা ভীতুর ডিম। আমার সাথে সাথে তার এখানে আসা উচিত ছিলো। দরজা খোলার আগে আমাদের হাতে বেশ কিছুটা সময় রয়েছে।"

ল্যাংডন জানে ক্যাথারিন ঠিকই বলেছে। বেলকনি দিয়ে খুবই ধীরে ধীরে এগোচ্ছে সে। তাও আবার দেয়ালের দিকে মুখ ক'রে।

"এই সিলিংটা অসাধারণ," মুগ্ধ হয়ে মাথার উপরে থাকা *অ্যাপোথিওসিস*'র দিকে ঘাড় উঁচু ক'রে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে ক্যাথারিন। "পৌরাণিক দেবতারা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারক আর তাদের সৃষ্টির সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে? একবার ভাবো তো, এটা আমাদের ক্যাপিটলের ঠিক মাঝখানে অবস্থিত।"

উপরের দিকে তাকালো ল্যাংডন। ফ্রাঙ্কলিন, মোর্স আর ফুলটন তাদের টেকনোলজিক্যাল আবিষ্কারগুলো নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মাথার উপর আছে সাতরঙের রঙধনু। সেই রঙধনুর পরে মেঘের উপর বসে আছেন জর্জ ওয়াশিংটন, স্বর্গের অভিমুখে যাচ্ছেন তিনি। *মানুষের ঈশ্বর হয়ে ওঠার মহান এক প্রতিশ্রুতি।*

ক্যাথারিন বললো, "মনে হচ্ছে যেনো প্রাচীন রহস্যের মূল নির্যাসের প্রায় সবটুকু এই রটুন্ডার উপরে ভেসে বেড়াচ্ছে।"

ল্যাংডনকে মানতেই হলো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সাথে পৌরাণিক দেবতা এবং *অ্যাপোথিওসিস*কে অবলম্বন ক'রে এ পৃথিবীতে খুব বেশি সংখ্যক ফ্রেসকো আঁকা হয় নি। এই সিলিংয়ের অসাধারণ ইমেজের যে সংগ্রহ রয়েছে সেটা আসলে প্রাচীন রহস্যেরই বার্তা বহন করছে, আর এটা এখানে আঁকার সঙ্গত কারণও রয়েছে। আমেরিকার স্থপতিরা আমেরিকাকে একটি ফাঁকা ক্যানভাস হিসেবে কল্পনা করেছেন, এমন একটি উর্বর ক্ষেত্র যেখানে জ্ঞানের বীজ বপন করা যাবে। আজ এই বিশালাকারের আইকনটি–আমাদের জাতির পিতার স্বর্গারোহন–আমাদের আইনপ্রণেতা, নেতা আর প্রেসিডেন্টের মাথার উপর নিঃশব্দে ভাসছে।

"রবার্ট," ফিসফিস ক'রে বললো ক্যাথারিন। তার দৃষ্টি এখনও ছাদের ঐ বিশাল ফ্রেসকোটার দিকে নিবদ্ধ। "এটা সত্যি ভবিষ্যতদ্রষ্টা। বর্তমানে মানুষের সবচাইতে অগ্রসর আবিষ্কারগুলোই মানুষের সবচাইতে প্রাচীন আইডিয়াগুলো স্টাডি করার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। নোয়েটিক সায়েন্স হতে পারে খুব নতুন কিন্তু সত্যি বলতে কি এটা পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো বিজ্ঞান–মানব মনের অধ্যায়ন।" ল্যাংডনের দিকে উচ্ছ্বল চোখে তাকালো সে। "আমরা জানতে পারছি, আজ আমরা মানুষের চিন্তাকে যতোটা গভীরভাবে বুঝতে পারছি তারচেয়েও অনেক গভীরভাবে প্রাচীনেরা বুঝতে পারতো।"

"তার অবশ্য কারণও আছে," জবাব দিলো ল্যাংডন। "প্রাচীন বিজ্ঞজনের কাছে মানুষের মনই ছিলো একমাত্র সম্বল। শুরুর দিকের দার্শনিকেরা এটাকে নিয়ে বিরামহীনভাবেই স্টাডি ক'রে গেছে।"

"হ্যা! প্রাচীন পুঁথিপত্রে মানব-মনের ক্ষমতা নিয়ে বিস্তর কথা লেখা আছে। বেদ মানব মনের প্রবাহমান শক্তির কথা বর্ণনা করেছে। পিসটিস সোফিয়া বিবৃত করেছে

সার্বজনীন-বিবেকের কথা। জোহারে মানব মনের চেতনার কথা বলা হয়েছে গুরুত্বসহকারে। *শামানিক* পুঁথিপত্রে আইনস্টাইনের 'দূরবর্তী প্রভাবক'-এর ভবিষ্যতবাণী করা হয়েছে। সবই বলা আছে! আর বাইবেলের কথা বললে তো এতো অল্প সময়ে বলে শেষ করা যাবে না।"

"তুমিও?" মুচকি হেসে বললো ল্যাংডন। "তোমার ভাই আমাকে বার বার বোঝানোর চেষ্টা করেছে বাইবেলে নাকি সাংকেতিকভাবে অসংখ্য বৈজ্ঞানিক তথ্য রয়েছে।"

"ঠিকই তো বলেছে," বললো সে। "পিটারের কথা যদি বিশ্বাস না করো তাহলে বাইবেল থেকে অধিবিদ্যা বিষয়ক নিউটনের কিছু লেখা পড়ে দেখতে পারো। বাইবেলের রহস্যময় গল্পগুলো মানে প্যারাবেলগুলো যখন বুঝতে শুরু করবে তখন বুঝতে পারবে এটা আসলে মানব-মনের উপর এক ধরণের স্টাডি ছাড়া আর কিছু নয়।"

কাঁধ তুললো ল্যাংডন। "মনে হচ্ছে নতুন ক'রে পড়াশোনা শুরু করতে হবে।"

"আমাকে একটা কথা বলবে," বোঝা যাচ্ছে ল্যাংডনের সংশয়বাদী মনোভাবটি পছন্দ হয় নি তার। "বাইবেল যখন বলে 'একটা মন্দির নির্মাণ করো'...এমন একটি মন্দির যেটা কিনা 'কোনো যন্ত্রপাতি আর শব্দ ছাড়াই বানাতে হবে' আমাদেরকে, তখন কোন্ ধরণের মন্দির বানানোর কথা বলছে বলে মনে করো তুমি?"

"ওটাতে বলা আছে তোমার দেহই হলো মন্দির।"

"হ্যা, করিনথিয়ান্স ৩: ১৬। তুমি ঈশ্বরের মন্দির।" তার দিকে তাকিয়ে ক্যাথারিন হাসলো। "জনের গসপেলেও ঠিক একই কথা বলা হয়েছে। ধর্মগ্রন্থগুলো আমাদের অভ্যন্তরের শক্তি সম্পর্কে বেশ ভালোভাবেই অবগত আছে, সেইসাথে আমাদেরকে সেই শক্তি অর্জন করার জন্য তাগিদও দিয়েছে তারা...আমাদের মনের মন্দির নির্মাণের তাগিদ দেয়া হয়েছে।"

"দুঃখের ব্যাপার হলো আমাদের ধর্মীয় লোকেরা সত্যিকারের মন্দির নির্মানের জন্য মুখিয়ে থাকে। এটা মেসিয়ানিক ভবিষ্যতবাণীর একটি অংশ।"

"তবে এই লক্ষ্য না করার ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। *সেকেন্ড কামিং*-এ এমন সব মানুষের আগমন ঘটবে যখন মানব সভ্যতা অবশেষে তার নিজের মনের মন্দির নির্মাণ করবে।"

"আমি জানি না," গাল চুলকে বললো ল্যাংডন। "আমি কোনো বাইবেল পণ্ডিত নই। তবে আমি নিশ্চিত বাইবেলে ভৌত অবকাঠামোর মন্দির নির্মাণের কথাও সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। কাঠামোটির দুটো অংশের বর্ণনা দিয়েছে—একটা হলো বাইরের মন্দির যেটাকে বলা হয়েছে পবিত্রস্থান এবং অন্যটি হলো আভ্যন্তরীন স্যাঙ্কচুয়ারি যা কিনা হলি অব হলিস বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই দুটো অংশ খুবই পাতলা একটি পর্দা দিয়ে পৃথক করা আছে।"

ক্যাথারিন হাসছে। "একজন বাইবেল-বিরোধী লোকের পক্ষে বেশ ভালোই বলা যায়। মুখস্ত তো ভালোই করেছো। যাইহোক, তুমি কি কখনও মানুষের সত্যিকারের মস্তিষ্ক দেখেছো? ওটা দুটো অংশে বিভক্ত থাকে–বাইরের অংশটাকে বলে *ডুরা মাটার* আর ভেতরেরটাকে বলে *পিয়া মাটার*। এ দুটো অংশ বিভক্ত থাকে আরাকনয়েড দিয়ে–জালের মতো একটি টিস্যুর পর্দা।"

অবাক হয়ে তাকালো ল্যাংডন।

আস্তে ক'রে কাছে এসে ল্যাংডনের মাথায় হাত রাখলো ক্যাথারিন। "এ কারণেই ইংরেজিতে মাথাকে টেম্পল বলে অভিহিত করা হয়, রবার্ট।"

ক্যাথারিন কি বলছে সেটা বোঝার চেষ্টা করতে গিয়ে মেরির নস্টিক গসপেলের কথা মনে পড়ে গেলো ল্যাংডনের : *মন যেখানে আছে সম্পদ সেখানেই রয়েছে।*

"সম্ভবত তুমি শুনেছো," শান্ত কণ্ঠে বললো ক্যাথারিন, "যোগিরা যখন ধ্যান করে তখন তাদের ব্রেন স্ক্যান করার কথাটা বলছি? পূর্ণ মনোসংযোগের অগ্রসর অবস্থায় মানব-মস্তিষ্ক পিনিয়াল গ্লান্ড থেকে মোমজাতীয় পদার্থ সৃষ্টি করতে পারে। মস্তিষ্ক থেকে নিঃসৃত বস্তু শরীরের সব কিছুর চেয়ে একেবারেই আলাদা। এর রয়েছে অবিশ্বাস্য আরোগ্য করার ক্ষমতা। আক্ষরিক অর্থেই কোষ পূণর্গঠন করতে পারে। যোগিরা যে দীর্ঘ জীবন লাভ করে থাকে তার অন্যতম কারণ হয়তো এটাই। এটা একেবারে সত্যিকারের বিজ্ঞান, রবার্ট। খুব গভীর মনোযোগ আর ধ্যানের সাহায্যে মস্তিষ্ক এটা করতে পারে।"

"মনে পড়ছে কয়েক বছর আগে একটা লেখায় এ রকম কিছু পড়েছিলাম।"

"হ্যা সেই লেখার কথাই বলছি। আচ্ছা, তুমি তো বাইবেলে বর্ণিত আকাশ থেকে বর্ষণ করা *মানা*'র ঘটনাটি জানো?"

ল্যাংডনের কাছে এটা অপ্রাসঙ্গিক ব'লে মনে হচ্ছে। "ঐযে জাদুর মতো কিছু আকাশ থেকে পড়েছিলো ক্ষুধার্তদের জন্য?"

"হ্যা, ওটার কথাই বলছি। ঐ *মানা* অসুস্থকে সুস্থ ক'রে তোলে, চিরযৌবন দান করে এবং অদ্ভুত ব্যাপার হলো এটা যারা খাবে তাদের কোনো মলমূত্র ত্যাগ করতে হয় না।" ক্যাথারিন একটু থামলো যেনো ল্যাংডনকে ব্যাপারটা বোঝার জন্য সময় দিচ্ছে সে। "রবার্ট?" কাছে এসে তার মাথায় টোকা মারলো। "আকাশ থেকে পড়া এক ধরণে পুষ্টিকর খাবার? জাদুর মতো রোগ মুক্তি ঘটায়? কোনো বর্জ্য তৈরি করে না? বুঝতে পারছো না? এগুলো এক ধরণের শব্দের কোড, রবার্ট! শরীরের কোড হলো *মন্দির*। আকাশের কোড হলো *মন*। *জ্যাকোবের মই* হলো তোমার মেরুদণ্ড। আর *মানা* হলো মস্তিষ্ক থেকে নিঃসৃত সেই বিরল বস্তু। এইসব শব্দের কোডগুলো যখন পবিত্রগ্রন্থে দেখবে বেশ মনোযোগ দিয়ে পড়বে। সাদা চোখে যা দেখতে পাবে তারচেয়ে অনেক বেশি অর্থ রয়েছে এগুলোর মধ্যে।"

এক নাগাড়ে কথা বলে যাচ্ছে ক্যাথারিন। প্রাচীন রহস্যে কিভাবে এই জাদুতুল্য বস্তুটি বার বার উপস্থিত হয়েছে সেটা বুঝিয়ে বললো দেবতাদের *নেক্টার*, *এলিক্সির অব*

লাইফ, চিরযৌবনের ঝরনা, *ফিলোসফার্স স্টোন, ওজাস, সোমা।* এরপর সে মস্তিষ্কের পিনিয়াল গ্লান্ড কিভাবে ঈশ্বরের সর্বদ্রষ্টা চোখকে প্রতিনিধিত্ব করে সেটা বুঝিয়ে বললো। "ম্যাথু ৬:২২-তে বলা আছে," বেশ উত্তেজিত বোধ করছে ক্যাথারিন। " 'তোমার চোখ যখন একটি থাকে তখন তোমার শরীর জুড়ে থাকে আলো।' এই একই ধারণা *আয়না চক্র* এবং হিন্দুদের কপালে টিপের মধ্যেও প্রকাশ হয়েছে, যা কিনা–"

আচমকা থেমে গেলো ক্যাথারিন। তাকে দেখে একটু লজ্জিত ব'লে মনে হচ্ছে এখন। "দুঃখিত...মনে হয় খুব বেশি বকবক ক'রে যাচ্ছি। আসলে এসব বিষয় আমাকে খুবই আগ্রহী ক'রে তুলেছে। অনেক বছর ধরে প্রাচীন সব জ্ঞান আর পুঁথিপত্র পড়ে মানুষের মানসিক শক্তি সম্পর্কে যা যা জানতে পেরেছি এখন বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে সবটাই বাস্তব বলে আবিষ্কার ক'রে যাচ্ছি প্রতিনিয়ত। আমাদের মস্তিষ্ককে যদি সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায় তাহলে আক্ষরিক অর্থেই অতিমানব হয়ে ওঠা সম্ভব। অন্যসব ধর্মগ্রন্থের মতো বাইবেলও এ পর্যন্ত তৈরি হওয়া সবচাইতে সূক্ষ্ম মেশিনের ব্যাপারে বিস্তর আলোকপাত করেছে...আর সেটা হলো মানব-মন।" একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো ক্যাথারিন। "অবিশ্বাস্য ব্যাপার হলো আধুনিক বিজ্ঞান এখন মস্তিষ্কের সেইসব সীমাহীন ক্ষমতা সম্পর্কে জানতে শুরু করেছে।"

"মনে হচ্ছে তোমার নোয়েটিক সায়েন্স সামনের দিকে বিশাল একটি লম্ফ দিতে যাচ্ছে।"

"অথবা পেছন দিকে," বললো ক্যাথারিন। "এখন আমরা এমন অনেক সত্য আবিষ্কার করছি যা কিনা প্রাচীনেরা বহু আগে থেকেই জানতো। কয়েক বছরের মধ্যে আধুনিক মানুষ এমন সব জিনিস মেনে নিতে বাধ্য হবে যা এখন পর্যন্ত তাদের কাছে অকল্পনীয় আমাদের মন ভৌত বস্তু রূপান্তর করার মতো শক্তি উৎপন্ন করতে পারে।" একটু থামলো সে। "আমাদের চিন্তার প্রভাবে আণবিক কণাগুলো প্রতিক্রিয়া দেখায়...তার মানে আমাদের চিন্তাশক্তির ক্ষমতা রয়েছে এ বিশ্বকে বদলে ফেলার।"

মুচকি হাসলো ল্যাংডন।

"আমার রিসার্চ আমাকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করেছে," বললো ক্যাথারিন। "ঈশ্বর একেবারেই বাস্তব–একটি মানসিক শক্তি যা সব কিছুর মধ্যেই পরিব্যাপ্ত। আর আমরা এই মানুষেরা, সেই ইমেজেই সৃষ্টি হয়েছি–"

"বুঝলাম না?" বাধা দিয়ে বললো ল্যাংডন। "আমাদের মানসিক শক্তির...ইমেজে সৃষ্টি হয়েছি?"

"একদম ঠিক। আমাদের এই শরীর হাজার হাজার বছরে বিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু ঈশ্বরের ইমেজে সৃষ্টি করা হয়েছে আমাদের মন। আমরা খুব বেশি আক্ষরিকভাবে বাইবেল পড়ে আসছি। আমরা জানি ঈশ্বর তার নিজের অবয়বে আমাদের সৃষ্টি করেছে, কিন্তু সেটা আমাদের শারিরীক গঠন বা দেহ নয় যার সাথে ঈশ্বরের সাদৃশ্য রয়েছে, এটা হলো আমাদের মন।"

ল্যাংডন একেবারে চুপ মেরে গেলো। কথাটা তাকে পুরোপুরি আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে।

"এটা অসাধারণ একটি উপহার, রবার্ট। আমরা যেনো এটা বুঝতে পারি সেজন্যে ঈশ্বর অপেক্ষায় আছে। সারা বিশ্বে আমরা আকাশের দিকে তাকিয়ে ঈশ্বরের জন্য অপেক্ষা করি...কখনও বুঝতে পারি না আসলে ঈশ্বরই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।" একটু থামলো ক্যাথারিন। "আমরাই স্রষ্টা, তারপরও বোকার মতো আমরা 'সৃষ্টি'র ভূমিকা পালন ক'রে আসছি। নিজেদেরকে আমরা অসহায় মেষ শাবক মনে করি, বলি হওয়ার জন্য ঘুরে বেড়াই ঈশ্বরের চারপাশে। আমরা ভয়ার্ত শিশুর মতো হাটু গেঁড়ে বসে থাকি, আকুল আবেদন জানাই সাহায্যের জন্য, ক্ষমা পাবার তরে এবং সৌভাগ্যের আশায়। কিন্তু একবার যখন আমরা বুঝতে পারবো আমরা আসলেই স্রষ্টার ইমেজে সৃষ্টি হয়েছি তখন আমরা বুঝতে শুরু করবো আমরাও স্রষ্টা। এই সত্যটা যখন অনুধাবন করতে পারবো আমরা, মানুষের সম্ভাবনার অপার দ্বার খুলে যাবে মুহূর্তেই।"

দার্শনিক ম্যানলি পি. হলের একটি অনুচ্ছেদের কথা মনে পড়ে গেলো ল্যাংডনের *জ্ঞান যদি অসীম না হোতো তাহলে মানুষ নিজেকে জ্ঞান আহরনে নিয়োজিত রাখতো না।* *অ্যাপোথিওসিস অব ওয়াশিংটন*-এর দিকে আবারো তাকালো ল্যাংডন–মানুষের দেবতা হয়ে ওঠার প্রতীকি আরোহণ। *সৃষ্টির...স্রষ্টা হয়ে ওঠা।*

"সবচাইতে বিস্ময়কর ব্যাপার হলো," ক্যাথারিন বললো, "মানুষ তার সত্যিকারের ক্ষমতার দেখা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুরো বিশ্বের উপর তার অসাধারণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। অসম্ভব নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে এই বিশ্ব চরাচরের সবকিছু। আমরা বাস্তবতার সাথে প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে সেটাকে আমাদের মতো ক'রে সাজিয়ে নিতে শুরু করবো।"

চোখ নামিয়ে আনলো ল্যাংডন। "কথাটা শুনতে...খুব বিপজ্জনক শোনাচ্ছে।"

ক্যাথারিনকে দেখে মনে হলো একই সাথে চমকে উঠেছে আবার বিস্মিতও হয়েছে সে। "হ্যা, ঠিক বলেছো! চিন্তা যদি এ জগতকে প্রভাবিত করতে পারে তাহলে আমাদেরকে একটু ভেবেচিন্তেই চিন্তা করতে হবে। ধ্বংসাত্মক চিন্তাও বেশ ভালোভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। আর আমরা তো সবাই জানি, সৃষ্টিশীলতার থেকে ধ্বংস অনেক সহজ কাজ।"

প্রাচীন প্রজ্ঞা কেন সবার জন্য উন্মুক্ত নয়, কেন এটা সুরক্ষিত ক'রে রাখা হয়েছে শুধুমাত্র আলোকিত মানুষদের জন্য সেটার কথা ভাবলো ল্যাংডন। অদৃশ্য কলেজ এবং আইজ্যাক নিউটনের মতো মহান বিজ্ঞানীর কথা মনে পড়ে গেলো তার। তিনি তার বন্ধু রবার্ট বয়েলকে অনুরোধ করেছিলেন তাদের রিসার্চের ব্যাপারে 'সর্বোচ্চ নীরবতা' বজায় রাখতে। ১৬৭৬ সালেই তিনি লিখেছিলেন, *পৃথিবীর ভয়াবহ ক্ষতি ব্যতিরেকে এটা পুরোপুরি বোধগম্য করানো যাবে না।*

"এখানে মজার একটি টুইস্ট আছে," বললো ক্যাথারিন। "পরিহাসের বিষয় হলো এ বিশ্বের বড় বড় সব ধর্মই তাদের অনুসারিদের তাগিদ দিয়েছে ধর্মের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য। আর ধর্মকে শত শত বছর ধরে কুসংস্কার হিসেবে অভিহিত করা বিজ্ঞান এখন স্বীকার করছে এর পরবর্তী বিশাল ক্ষেত্রটি হবে আস্থা এবং বিশ্বাসের এক বিজ্ঞান।"

দীর্ঘ সময় নিয়ে ল্যাংডন তার কথাটা বিবেচনা ক'রে দেখলো। আবারো চোখ তুলে তাকালো *অ্যাপোথিওসিস*-এর দিকে। "আমার একটা প্রশ্ন আছে," ক্যথারিনের দিকে ফিরে বললো সে। "আমি যদি ক্ষণিকের জন্যে তোমার এসব কথা মেনেও নেই যে, আমার মনে এমন শক্তি রয়েছে যা দিয়ে ভৌত বস্তুকে পরিবর্তন করা যাবে...তাহলেও তো আমি আমার জীবনে এমন কিছু দেখতে পাবো না যাতে করে এ ধরণের শক্তিতে বিশ্বাস করতে পারবো।"

ক্যাথারিন কাঁধ ঝাঁকালো। "ওগুলো দেখার মতো কিছু নয়।"

"আহা, আমি স্পষ্ট জবাব চাই। তুমি যেটা বলছো সেটা তো ধর্মগুরুদের মতো কথা হয়ে গেলো। আমি একজন বিজ্ঞানীর কাছ থেকে জবাবটা শুনতে চাচ্ছি।"

"তুমি স্পষ্ট জবাব শুনতে চাচ্ছো? তাহলে শোনো। আমি যদি তোমাকে একটা বেহালা দিয়ে বলি এটা দিয়ে তুমি অসাধারণ সঙ্গিত সৃষ্টি করতে পারবে তাহলে তো আমি মিথ্যে বলছি না। সে ক্ষমতা সত্যি তোমার রয়েছে, তবে তার জন্য তোমাকে কঠোর পরিশ্রম আর অনুশীলন করতে হবে। মনের শক্তি ব্যবহারের বেলায়ও ঐ একই কথা প্রযোজ্য, রবার্ট। ওরকম শক্তি অর্জন এবং ব্যবহার কারাটা খুবই দক্ষতার কাজ। এটা আমরা ল্যাবে পরীক্ষা ক'রে প্রমাণ করেছি। কিছু মানুষ অন্যদের তুলনায় অভাবনীয় সব কাজ ক'রে দেখাতে পেরেছে। ইতিহাসের দিকে তাকাও। আলোকিত সব ব্যক্তিদের দিকে তাকাও যারা অলৌকিক সব কাজ করেছে।"

"ক্যাথারিন, দয়া ক'রে আমাকে বোলো না তুমি এসব অলৌকিক কর্মকাণ্ডগুলো বিশ্বাস করো। মানে আমি সিরিয়াসলি বলছি...পানিকে মদে পরিণত করা, হাতের স্পর্শে অসুস্থকে সারিয়ে তোলা?"

গভীর করে নিঃশ্বাস নিয়ে আস্তে আস্তে সেটা ছেড়ে দিলো ক্যাথারিন। "কেবলমাত্র চিন্তাশক্তি ব্যবহার ক'রে ক্যান্সারের কোষকে স্বাভাবিক কোষে রূপান্তর করার ঘটনা আমি নিজের চোখে দেখেছি। দেখেছি মানুষ তার চিন্তা দিয়ে ভৌত জগতের অনেক কিছুই প্রভাবিত করতে পারে। আর যখনই এসব জিনিস নিজের চোখে দেখতে পাবে, যখন এসব বিষয় তোমার বাস্তব জগতের অংশ হয়ে উঠবে তখন তোমার পড়া এই সব অলৌকিক ঘটনাগুলোকে নিছকই সহজ-সরল ব্যাপার ব'লে মনে হবে।"

একটু চিন্তা ক'রে বললো ল্যাংডন, "এভাবে হলে তো ভালোই হবে, ক্যাথারিন। কিন্তু আমার কাছে এটাকে ধর্মের অসম্ভব উল্লম্ফন বলেই মনে হচ্ছে। আর তুমি তো ভালো করেই জানো ধর্মবিশ্বাস আমার ভেতরে খুব সহজে আসে না।"

"তাহলে বলবো এটাকে ধর্মবিশ্বাস হিসেবে না দেখতে। এটাকে তোমার অবস্থানের পরিবর্তন হিসেবে দ্যাখো। স্বীকার করে নাও এ জগতকে যেভাবে তুমি কল্পনা করেছো আদতে সেটা সেরকম নয়। ঐতিহাসিকভাবেই দেখা গেছে আমাদের অবিস্মরণীয় সব আবিষ্কারগুলো আমাদের দীর্ঘদিনের লালায়িত বিশ্বাসগুলোকে বাতিল ক'রে দিয়েছে। পৃথিবী গোলাকার এই সহজ সরল ধারণাটি হাসি ঠাট্টার বিষয় ছিলো কারণ বেশিরভাগ লোকে মনে করতো তাহলে তো সমুদ্র আর মহাসাগরের সব পানি পৃথিবী থেকে উছলে পড়ে যাবে। সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বকে ধর্মীয়পরিপন্থী ধারণা বলে গন্য করা হোতো। ক্ষুদ্র মন যা বিশ্বাস করতে পারে না তা পা দিয়ে মাড়িয়ে দেয়। দু'ধরণের লোক রয়েছে...সৃষ্টিশীল আর ধ্বংসকারী। পৃথিবী সব সময়ই গোলাকার ছিলো, তবে এটাতে যারা বিশ্বাস করতো তারা আচমকাই দেখতে পেলো মানুষ তাদের কথায় আস্তে আস্তে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। এদের সংখ্যা যখন পর্যাপ্ত পরিমাণে বেড়ে গেলো তখন আচমকাই যেনো পৃথিবীটা গোলাকার হয়ে উঠলো সবার কাছে, অথবা সৌরজগত হয়ে উঠলো সূর্যকেন্দ্রিক। অনুধাবন বদলে যায়। জন্ম নেয় নতুন বাস্তবতা।"

সায় দিলো ল্যাংডন, তার চিন্তাভাবনা এখন ঘুরপাক খাচ্ছে।

"তোমার চেহারার ভাবভঙ্গি দেখে হাস্যকর লাগছে," বললো ক্যাথারিন।

"আমি জানি না। কোনো একটা কারণে একটা কথা মনে পড়ে গেছে, ছেলেবেলায় মধ্যরাতে ঘুম থেকে উঠে একটা হ্রদের মাঝখানে নৌকায় শুয়ে শুয়ে রাতের আকাশের দিকে তাকিয়ে এসব নিয়ে কতোই না ভাবতাম।"

"আমার মনে হয় আমাদের সবার স্মৃতিই এক রকম। শুয়ে শুয়ে আকাশের দিকে খোলা মনে তাকিয়ে থাকা।" ছাদের দিকে তাকিয়ে ক্যাথারিন বললো, "তোমার জ্যাকেটটা আমাকে দাও তো।"

"কি?" গা থেকে সেটা খুলে তার হাতে দিয়ে দিলো।

জ্যাকেটটা ভাঁজ ক'রে ক্যাটওয়াকের উপর অনেকটা বালিশের মতো ক'রে রেখে দিলো ক্যাথারিন। "শুয়ে পড়ো।"

চিত হয়ে শুয়ে পড়লো ল্যাংডন, আর তার পাশে শুয়ে পড়লো ক্যাথারিন। জ্যাকেটের বালিশটা তারা দু'জনে ভাগাভাগি করে নিলো–দুটো মানব-শিশু ক্যাটওয়াকের উপর পাশাপাশি শুয়ে থেকে মাথার উপর ব্রুমিদির ফ্রেসকোটার দিকে চেয়ে রইলো একদৃষ্টিতে।

"ঠিক আছে," নীচু কণ্ঠে বললো ক্যাথারিন। "নিজেকে সেই ছেলেবেলার সময়ে নিয়ে যাও...নৌকার উপর শুয়ে থাকা একটি বাচ্চাছেলে...আকাশের তারা দেখছে...তার মনটা একেবারে খোলা, বিস্ময়ে ভরপুর।"

তার কথা মতোই ভাবার চেষ্টা করলো ল্যাংডন, যদিও আরামদায়ক এ অবস্থায় আচমকাই নিজেকে খুব ক্লান্তশ্রান্ত ব'লে মনে হচ্ছে তার। ঝাপসা হয়ে আসছে তার দৃষ্টি। তার মাথার উপর স্তব্ধ ছবিটা সঙ্গে সঙ্গে তাকে জাগিয়ে তুললো। *এটা কি সম্ভব?* তার বিশ্বাসই হচ্ছে না এর আগে এটা তার চোখেই পড়ে নি। *দ্য অ্যাপোথিওসিস অব*

ওয়াশিংটন স্পষ্টভাবেই দুটো এককেন্দ্রিক বিশিষ্ট বৃত্ত তৈরি করেছে–বৃত্তের মধ্যে বৃত্ত। অ্যাপোথিওসিসও *একটি সারকামপাঙ্কচ?* ল্যাংডন ভাবতে লাগলো আজরাতে আর কি কি জিনিস সে মিস্ করেছে।

"একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা তোমাকে বলার আছে, রবার্ট। এসবের মধ্যে আরেকটা বিষয় আছে...আমার বিশ্বাস এটা আমার রিসার্চের সবচাইতে বিস্ময়কর দিক।"

"আরো আছে?"

কঁনুইর উপর ভর দিয়ে মাথাটা তুললো ক্যাথারিন। "আমি কথা দিতে পারি...আমরা মানুষেরা যদি এই সহজ সত্যটা সততার সাথে অনুধাবন করতে পারি...তাহলে এ পৃথিবী রাতারাতি বদলে যাবে।"

ক্যাথারিন এবার ল্যাংডনের পূর্ণ মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারলো।

"কথাটা তোমাকে আগেই বলা উচিত ছিলো," বললো সে। "ম্যাসনিকদের কয়েকটা মন্ত্র আছে। 'ছড়িয়েছিটিয়ে থাকা সব জড়ো করো'...'বিশৃঙ্খলা থেকে শৃঙ্খলা'...'প্রতিবিধান তালাশ করো'।"

"বলে যাও," আগ্রহী হয়ে উঠেছে ল্যাংডন।

তার দিকে তাকিয়ে ক্যাথারিন হাসলো। "আমরা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করতে পেরেছি, অনেক লোক যদি একই ধরণের চিন্তাভাবনা করে তাহলে মানুষের চিন্তার যে শক্তি সেটা অনেকগুন বেড়ে যায়।"

ল্যাংডন কিছু বললো না, চুপ ক'রে থাকলো। ভাবতে লাগলো ক্যাথারিন এসব বলে কি বোঝাতে চাচ্ছে।

"আমি বলতে চাচ্ছি...এক মাথার চেয়ে দুটো মাথা অনেক ভালো...আর দুটো মাথা কিন্তু দ্বিগুন ভালো নয়, বরং অনেক অনেক গুন বেশি ভালো। অনেকগুলো মন একসাথে মিলে চিন্তার ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে...জ্যামিতিক হারে। এটাই হলো দলগতপ্রার্থনাকারী, রোগ নিরাময়ের তান্ত্রিকদের চক্র, একসঙ্গে গান করা এবং অনেক লোক এক সঙ্গে পূজা-প্রার্থনা করার শক্তি। সার্বজনীন-চেতনা মোটেও নতুন যুগের কোনো ধারণা নয়। এটা একদম বৈজ্ঞানিক বাস্তবতা...এটা অর্জন করতে পারলে আমাদের এ পৃথিবীটা পুরোপুরি বদলে ফেলা যাবে। এটাই হলো নোয়েটিক সায়েন্সের মৌলিক আবিষ্কার। আর গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো এটা এখনই ঘটতে শুরু করেছে। এটা তুমি তোমার চারপাশে অনুভব করতে পারবে। টেকনোলজি আমাদেরকে এমনভাবে সংযুক্ত ক'রে ফেলছে যে আমরা সেটা কল্পনাও করি নি কখনও টুইটার, গুগল, উইকিপিডিয়াসহ আরো কতো কি–এ সবই অসংখ্য মনের আন্তসংযোগের একটি বিশাল জাল তৈরি করেছে।" হেসে ফেললো ক্যাথারিন। "আমি তোমাকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি, আমার রিসার্চগুলো প্রকাশ হবার সাথে সাথেই টুইটারেটরা সবাই এক সাথে টুইট পাঠাতে শুরু করবে এই বলে যে, 'নোয়েটিক বিজ্ঞান শেখো,' আর এই বিজ্ঞানের ব্যাপারে মানুষের আগ্রহ জ্যামিতিক হারেই বাড়তে শুরু করবে।"

ল্যাংডনের দু'চোখের পাতা ভারি হয়ে এলো। "তুমি জানো আমি এখনও জানি না কিভাবে টুইটার পাঠাতে হয়।"

"টুইটার নয়, টুইট," শুধরে দিয়ে ক্যাথারিন হেসে ফেললো।

"বুঝলাম না?"

"বাদ দাও। চোখ বন্ধ করো। সময় এলে আমি তোমাকে ডেকে তুলবো।"

ল্যাংডন বুঝতে পারলো আর্কিটেক্টের দেয়া লোহার চাবিটার কথা সে ভুলে গিয়েছিলো...ভুলে গিয়েছিলে এখানে তারা কেন এসেছে। সারা শরীর-মন জুড়ে ক্লান্তির রেশ ছড়িয়ে পড়তেই দু'চোখ বন্ধ হয়ে এলো তার। মনের গাঢ় অন্ধকারে *সার্বজনীন চেতনা*...প্লেটোর লেখা 'বিশ্ব মন' এবং 'সমন্বিত ঈশ্বর'...জাঙ্গসের 'সমন্বিত অবচেতন,' এসব নিয়ে ভাবতে শুরু করলো। ধারণাটি যেমন সহজ সরল তেমনি চমকপ্রদ।

অনেকের মধ্যে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়...একজনের মধ্যে নয়।

"এলোহিম," আচমকা ল্যাংডনের মুখ দিয়ে কথাটা বের হয়ে গেলো। অপ্রত্যাশিত একটি সংযোগ খুঁজে পেতেই সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেলো তার দু'চোখ।

"কি বললে?" ক্যাথারিন এখনও তার দিকে চেয়ে আছে।

"এলোহিম," কথাটা আবারো বললো সে। "ওল্ড টেস্টামেন্টে হিব্রুদের ঈশ্বরের নাম! এটা নিয়ে আমি সব সময়ই ভেবেছি।"

ব্যাপারটা ধরতে পেরে ক্যাথারিন মুচকি হাসলো। "হ্যা। শব্দটি বহুবচন।"

ঠিক! বাইবেলের প্রথম পৃষ্ঠায় ঈশ্বরকে কেন *বহুবচন* হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে সেটা কখনই বুঝতে পারে নি ল্যাংডন। *এলোহিম।* জেনেসিসে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে একবচন হিসেবে নয়...বহুবচন হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

"ঈশ্বর বহুবচন," ক্যাথারিন ফিসফিস ক'রে বললো, "কারণ মানুষের মন অসংখ্য।"

ল্যাংডনের সমস্ত চিন্তাভাবনা এখন ঘুরপাক খাচ্ছে...স্বপ্ন, স্মৃতি, প্রত্যাশা, ভয়, বোধোদয়...সব কিছু যেনো তার উপরে রটুন্ডার গম্বুজের ভেতর পাক খাচ্ছে। আবারো চোখ দুটো বন্ধ ক'রে ফেললো সে। বন্ধ চোখেই দেখতে পেলো *অ্যাপোথিওসিস*-এ লেখা তিনটি লাটিন শব্দ।

E PLURIBUS UNUM

"*অনেকের সমন্বয়ে এক,*" ভাবতে ভাবতে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলো সে।

উপসংহার

আস্তে আস্তে ঘুম থেকে জেগে উঠলো রবার্ট ল্যাংডন।

মাথার উপরে কতোগুলো মুখ তার দিকে চেয়ে আছে। *আমি কোথায়?*

কিছুক্ষণ পরই মনে পড়ে গেলো সে কোথায় আছে। অ্যাপোথিওসিসের নীচে উঠে বসলো সে। শক্ত ক্যাটওয়াকের উপর শুয়ে থাকার কারণে পিঠটা অসাড় অসাড় লাগছে।

ক্যাথারিন কোথায়?

ল্যাংডন তার হাতের মিকি মাউস ঘড়িটা দেখলো। সময় প্রায় হয়ে গেছে। উঠে দাঁড়ালো এবার, রেলিংয়ের উপর থেকে সাবধানে নীচের ফাঁকা জায়গায় তাকালো সে।

"ক্যাথারিন?"

ফাঁকা রটুন্ডায় শব্দটা প্রতিধ্বনিত হয়ে আবার ফিরে এলো তার কাছে।

ফ্লোর থেকে তার টুইড জ্যাকেটটা তুলে ঝেড়েমুছে গায়ে চাপালো। পকেটে হাত ঢুকিয়ে চেক ক'রে দেখলো আর্কিটেক্ট তাকে যে লোহার চাবিটা দিয়েছিলো সেটা নেই।

ওয়াকওয়ে দিয়ে একটা খোলা জায়গার দিকে পা বাড়ালো ল্যাংডন, আর্কিটেক্ট তাকে এ জায়গাটা দেখিয়েছিলো...সংকীর্ণ একটি লোহার সিঁড়ি, আবদ্ধ অন্ধকারের ভেতর সেটা উপরের দিকে উঠে গেছে। সেটা বেয়ে উঠতে শুরু করলো সে। যতো উপরে উঠছে সিঁড়িটা ততোই যেনো সংকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, তারপরও ল্যাংডন থামলো না।

আরেকটু।

সিঁড়িটা এখন একেবারে মইয়ের মতো খাঁড়া হয়ে গেছে। জায়গাটা ভীতিকরভাবেই আবদ্ধ। অবশেষে সিঁড়ির ধাপ শেষ হলে ল্যাংডন ছোট্ট একটা ল্যান্ডিংয়ে এসে উপস্থিত হলো। তার সামনে ভারি লোহার দরজা। ওটার লকের ভেতর লোহার চাবিটা ঢোকানো আছে। দরজাটাও সামান্য ভেজানো। ধাক্কা দিতেই শব্দ ক'রে খুলে গেলো সেটা। দরজার ওপাশে বাতাস খুবই ঠাণ্ডা। দরজা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতেই ল্যাংডন বুঝতে পারলো সে আসলে বাইরে চলে এসেছে।

"এইমাত্র ভাবছিলাম তোমাকে ঘুম থেকে তুলে নিয়ে আসি," তার দিকে হেসে বললো ক্যাথারিন। "সময় প্রায় হয়ে গেছে।"

চারপাশটা খেয়াল করতেই একটু চমকে গেলো ল্যাংডন। ক্যাপিটল গম্বুজের চারপাশে ঘিরে ছোটোখাটো যে স্কাইওয়াকটি আছে সেটার উপর দাঁড়িয়ে আছে তারা। তার মাথার উপরে স্বাধীনতার মূর্তিটি ঘুমিয়ে থাকা রাজধানীর দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখছে যেনো। মূর্তিটা পূর্ব দিকে মুখ ক'রে আছে, যেখান থেকে সকালের প্রথম আলো উদয় হয়।

তার হাত ধরে বেলকনি দিয়ে পশ্চিম দিকে নিয়ে এলো ক্যাথারিন। ন্যাশনাল মলটি এখন তাদের সামনে। দূরে ওয়াশিংটন মনুমেন্টটি ভোরের নরম আলোয় দাঁড়িয়ে আছে। এ জায়গা থেকে লম্বা অবিলিস্কটা আগের চেয়েও বেশি অসাধারণ দেখাচ্ছে।

"এটা যখন নির্মাণ করা হয়," নীচু কণ্ঠে বললো ক্যাথারিন, "তখন এটি ছিলো এ বিশ্বের সবচাইতে উঁচু টাওয়ার।"

মাচাঙে দেখা স্টোনম্যাসনদের একটি পুরনো ছবির কথা মনে পড়ে গেলো ল্যাংডনের, পাঁচশ' ফুটেরও বেশি উচ্চতা সম্পন্ন, প্রতিটি ব্লকই একটু একটু ক'রে খালি হাতে তৈরি করা হয়েছে।

আমরা নির্মাতা, ভাবলো সে, *আমরা সৃষ্টি করি।*

সেই প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ ধারণা করতে পেরেছিলো তার মধ্যে বিশেষ কিছু একটা আছে...একটু বেশি কিছু। যে ক্ষমতার জন্য সে উদগ্রীব সেটা তার অধীনে নেই। তার স্বপ্ন ছিলো আকাশে ওড়ার, রোগ থেকে মুক্তি পাবার এবং সব দিক থেকে এ বিশ্বকে বদলে ফেলার।

সে তাই করেছে।

আজ, মানুষের এই কর্মযজ্ঞের মন্দির অলঙ্কৃত করেছে ন্যাশনাল মলকে। স্মিথসোনিয়ান মিউজিয়াম ফুলেফেঁপে উঠেছে আমাদের আবিষ্কার-উদ্ভাবন, শিল্পকলা, বিজ্ঞান আর মহান সব চিন্তাবিদদের অসাধারণ সব আইডিয়ায়। স্রষ্টা হিসেবে মানুষের যে ইতিহাস সেটাই তারা আমাদের বলে–আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ানদের মিউজিয়ামে রক্ষিত পাথরের হাতিয়ার থেকে ন্যাশনাল এয়ার অ্যান্ড স্পেস মিউজিয়ামের জেট এবং রকেট।

আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা যদি আজ আমাদের দেখতে পেতো তবে নিশ্চিতভাবেই তারা আমাদেরকে ঈশ্বর ভাবতো।

তার সামনে থাকা জ্যামিতিক আকৃতির মিউজিয়াম আর মনুমেন্টগুলোর পেছনে ভোরের আগমুহূর্তের কুয়াশা থেকে চোখ সরিয়ে ল্যাংডন এবার তাকালো ওয়াশিংটন মনুমেন্টের দিকে। সেটার কর্নারস্টোনের ভেতর রাখা বাইবেলের ছবিটা কল্পনা করলো সে, ভাবলো ঈশ্বরের শব্দ আসলে মানুষেরই শব্দ।

মহান সারকামপাঙ্কচের কথা ভাবলো, যেভাবে ওটা মনুমেন্টের নীচে প্লাজার মাঝখানে প্রোথিত করা হয়েছে। একেবারে আমেরিকার ক্রশ রোডে। হুট করেই পিটার তাকে পাথরের যে বক্সটা দিয়েছিলো সেটার কথা মনে পড়ে গেলো তার। এবার সে বুঝতে পারলো কিউবটার কোনো হাতল বা ফুটো ছিলো না, সেটা খুলতেই অন্য একটা আকৃতিতে বদলে গিয়েছিলো–মাঝখানে সারকামপাঙ্কচসহ একটি ক্রশ। হেসে ফেললো ল্যাংডন। এমন কি এই ছোট্ট বক্সটাও এই ক্রশ রোডেরই ইঙ্গিত করছে।

"রবার্ট, দ্যাখো!" ক্যাথারিন মনুমেন্টের চূড়ার দিকে আঙুল তুলে দেখালো।

সেদিকে তাকালেও কিছুই দেখতে পেলো না ল্যাংডন।

ন্যাশনাল মলের উপরে উঁচু অবিলিস্কটার একেবারে শীর্ষে ছোট্ট একটা সোনালী বিন্দু সূর্যের আলোয় চকমক করছে। সেই চকমকে বিন্দুটা খুব দ্রুতই আরো বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। আলো বিকিরিত হচ্ছে এখন, ক্যাপস্টোনের অ্যালুমিনিয়ামের চূড়াটি জ্বলজ্বল করছে। আলোটা বদলে গিয়ে আলোকরশ্মি হয়ে উঠলে অবাক হয়ে দেখতে লাগলো ল্যাংডন। সেই আলোকরশ্মি অন্ধকারাচ্ছন্ন শহরের উপর ভেসে বেড়াচ্ছে। অ্যালুমিনিয়ামের চূড়ার পূর্বদিকের অংশে ছোটো ছোটো অক্ষর খোদাই ক'রে লেখাটা কল্পনা করলো সে, সঙ্গে সঙ্গেই বিস্ময়ের সাথে বুঝতে পারলো এ দেশের রাজধানীর উপর প্রতিদিন সূর্যোদয়ের সময় প্রথম যে আলো এসে পড়ে তাতে ক'রে দুটো শব্দ আলোকিত হয়ে ওঠে :

Laus Deo।

"রবার্ট," ফিসফিস ক'রে বললো ক্যাথারিন। "সূর্যোদয়ের সময় এ জায়গায় কেউ কখনও আসতে পারে না। পিটার এটাই আমাদের দেখাতে চেয়েছিলো।"

মনুমেন্টের চূড়াটি আরো বেশি ক'রে জ্বলজ্বল করতে থাকলে ল্যাংডনের নাড়িস্পন্দন দ্রুত বেড়ে গেলো।

"সে বলেছে, ঠিক এজন্যেই নাকি আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা মনুমেন্টটি এতো উঁচু ক'রে নির্মাণ করেছিলেন। আমি জানি না এটা সত্যি কিনা, তবে আমি এটা জানি–বহু পুরনো একটা আইন আছে, কখনই আমাদের রাজধানী শহরে এরচেয়ে উঁচু কোনো কিছু নির্মাণ করা যাবে না।"

সূর্যটা দিগন্তের উপর উঠতে লাগলে ক্যাপস্টোন থেকে আলোটাও আস্তে আস্তে নীচে সরে যেতে লাগলো। চারপাশে তাকাতেই ল্যাংডন আঁচ করতে পারলো আলোকিত হয়ে উঠছে অন্ধকার শহরটা। এই মহাবিশ্বের মহান স্থপতির কথা ভাবলো সে। পিটার তাকে নির্দিষ্ট ক'রে বলেছিলো যে সম্পদ সে ল্যাংডনকে দেখাতে চাচ্ছে সেটা কেবলমাত্র আর্কিটেক্ট বা স্থপতির পক্ষেই দেখানো সম্ভব। ল্যাংডন আর্কিটেক্ট বলতে ওয়ারেন বেলামিকেই বুঝেছিলো। *ভুল স্থপতি।*

সূর্যের আলো প্রকট হতেই তেত্রিশ শ' পাউন্ডের ক্যাপস্টোনটি পুরোপুরি সোনালী আলোয় চকমক ক'রে উঠলো। মানুষের মন...এনলাইটেনমেন্ট গ্রহণ করছে। এরপরই মনুমেন্ট থেকে আলো একটু একটু ক'রে নীচের দিকে সরতে শুরু করলো। প্রতি সকালেই এরকমটি হয়। পৃথিবীর অভিমুখে স্বর্গের অভিযাত্রা...ঈশ্বরের সাথে মানুষের সংযোগ। ল্যাংডন বুঝতে পারলো সন্ধ্যার সময় এই প্রক্রিয়াটি উল্টে যায়। পশ্চিম দিকে তলিয়ে যেতে থাকে সূর্য, আর আলো পৃথিবী ছেড়ে ফিরে যায় স্বর্গে...নতুন আরেকটি দিনের প্রস্তুতি নিতে।

তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে ক্যাথারিন, সে কাঁপছে। দু'হাতে তাকে জড়িয়ে ধরলো ল্যাংডন। তারা দু'জন যখন চুপচাপ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দেখছে ল্যাংডন তখন সারা রাতে যা যা জানতে পেরেছে সেসব নিয়ে ভাবতে শুরু করলো। ক্যাথারিনের বিশ্বাস সব কিছু

বদলে যাবে সেটাও ভাবলো সে। ভাবলো পিটার দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে এনলাইটেনমেন্টের যুগ অবশ্যম্ভাবি। সেই মহান পয়গম্বরের কথা ভাবলো সে যিনি একটি সাহসী ঘোষণা দিয়েছিলেন *কোনো কিছুই লুকিয়ে রাখা যাবে না। কোনো সিক্রেটই চিরদিন বহাল থাকবে না।*

ওয়াশিংটনের উপর সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়লে আকাশের দিকে তাকালো ল্যাংডন, সেখানে রাতের আকাশের অবশিষ্ট কিছু নক্ষত্র এখনও ম্রিয়মান অবস্থায় রয়ে গেছে। বিজ্ঞান, ধর্ম আর মানুষ নিয়ে ভাবলো সে। ভাবলো কি করে প্রতিটি যুগ, প্রতিটি সভ্যতা, প্রতিটি ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন সময়ে একই রকম ধারণা পোষণ করেছে। আমাদের সবারই সৃষ্টিকর্তা আছে। আমরা ভিন্ন ভিন্ন নামে ডাকি, কল্পনা করি ভিন্ন ভিন্ন চেহরায়; প্রার্থনা করি বিভিন্নভাবে। কিন্তু ঈশ্বর মানুষের জন্য এক মহাজাগতিক ধ্রুব। ঈশ্বর এমন একটি সিম্বল যা আমরা সবাই শেয়ার করি...জীবনের সব রকম রহস্যের সিম্বল আমরা বুঝতে পারি না। প্রাচীনেরা আমাদের সীমাহীন সম্ভাবনার সিম্বল হিসেবে ঈশ্বরের উপাসনা করতো। তবে সেই প্রাচীন সিম্বল চিরকালের জন্য হারিয়ে গেছে। আজ পর্যন্ত।

এ মুহূর্তে ক্যাপিটলের সর্বোচ্চ শিখরে দাঁড়িয়ে চারপাশে সূর্যের আলোয় উষ্ণ হয়ে রবার্ট ল্যাংডন নিজের ভেতর এক শক্তিশালী তাড়না অনুভব করলো। এটি এমন একটি আবেগ যা সারা জীবনে এতো তীব্রভাবে কখনও সে অনুভব করে নি।

প্রত্যাশা।

হাজার হাজার বছর আগের বিস্মৃত এক জ্ঞান রক্ষা করে চলেছে সিক্রেট সোসাইটি ফ্রিম্যাসন। অযোগ্য আর সাধারণ কারো হাতে সেই জ্ঞান পড়লে পৃথিবীর অপরিমেয় ক্ষতি হয়ে যাবে–কোড আর সিম্বলের আড়ালে লুকিয়ে থাকা সেই সিক্রেট হস্তগত করার জন্য অশুভ এক শক্তি মরিয়া হয়ে ফাঁদে ফেলে সিম্বলজিস্ট রবার্ট ল্যাংডনকে ওয়াশিংটন ডিসিতে নিয়ে আসে, সিক্রেটটার রহস্য উদঘাটনে বাধ্য করা হয় তাকে। গা শিউড়ে ওঠার মতো এক সত্যের মুখোমুখি হয় ল্যাংডন, বুঝতে পারে অশুভ শক্তির হাতে এই সিক্রেটটা কোনোভাবেই তুলে দেয়া যাবে না–কিন্তু মারাত্মক এক ফাঁদে আটকে পড়া প্রফেসরের কাছে কোনো পথই খোলা নেই। বাধ্য হয়েই অশুভ শক্তির কথামতো কাজ করে সে–তারপর?

‘রবার্ট ল্যাংডন’ সিরেজের তৃতীয় এই উপাখ্যানটি পাঠককে আরো একবার ব্রাউনিয় রোমাঞ্চের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে।

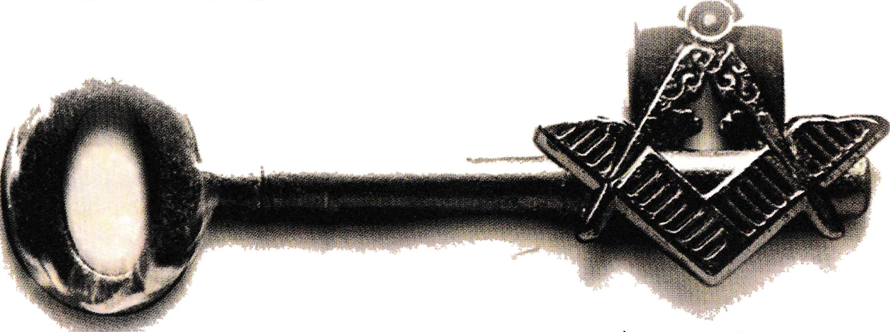

‘অসাধারণ একটি প্লট। *দ্য দা ভিঞ্চি কোড*-এর মতোই গা শিউড়ে ওঠা একটি কাহিনী।’

– নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স

‘বুদ্ধিদীপ্ত আর বিদ্যুৎগতির একটি থৃলার...যথেষ্ট ভাবনার খোরাক দেবে পাঠককে।’

–বুক ওয়ার্ল্ড

‘ভিঞ্চি কোডের পর পাঠক এই বইটির জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করেছে...তাদের অপেক্ষা সার্থক।’

–সানডে এক্সপ্রেস

‘ড্যান ব্রাউন থৃলার সাহিত্যের নতুন উন্মাদনা।’

–টাইম ম্যাগাজিন

বইয়ের আলোয় আলোকিত হোন

ISBN 984872944-2